

মহাভারতের মূলকাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ

মহাভারতের মূলকাহিনী ও বিবিধ প্রসঙ্গ

(ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ)

জিঞ্জির কুমার সেন
অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কলিকাতা হাইকোর্ট



সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

কলিকাতা ৭০০০০৬

MAHABHARATER MULKAHINI O VIVIDHA PRASANGA

প্রকাশক :

শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮, বিধান সর্বাঙ্গী

কলিকাতা—৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৯০

মূল্য—৬০.০০ (লা. সং)

~~৩০.০০~~ (মা. সং)

মুদ্রাকর :

শ্রীঅজিত কুমার চট্টোপাধ্যায়

সীতাবাস প্রেস

৩৮/এ, হরিতকী বাগান লেন

কলিকাতা—৭০০০০৬

ভূমিকা

সৌতি উগ্রশ্রবাকৈ নৈমিষাবণ্যে ঋষিগণ মহাভাবতের কাহিনী শোনাতে বললে তিনি বলেছিলেন যে মহাভাবত কাহিনী তাঁর পূর্বেও অনেক কবি শুনিয়েছেন, এখনও শোনাচ্ছেন, এবং পববর্তী কালেও শোনাবেন—

“আচক্ষ্যঃ কবয়ঃ কেচিৎ সংপ্রত্যাচক্ষতে পবে ।

আখ্যাস্তান্তি তীর্থবান্যে ইতিহাসমিমং ভূবি ॥”—আদিঃ ১।২৬

মহাভাবতকাহিনী এতই লোকপ্রিয়। সৌতির এই কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষার যতকাল বহু প্রচলন ছিল, মহাভাবত ভাবতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন লিপিতে পুনর্লিখিত হয়েছে, কাবণ তালপাতার বা ভুর্জপত্রের পুঁথি ক্রমে ক্রমে জীর্ণ ও নষ্ট হয়ে যায়। পুঁথি পুনর্লিখন কালে কিছু কিছু নূতন উপাখ্যান বা সন্দর্ভ যোগ হয়েছে, এইভাবে মহাভাবতের অধ্যায় ও শ্লোক বেড়ে গেছে! তাবপবে নানা প্রাদেশিক ভাষার উদ্ভব হলে ও সংস্কৃত জনসাধারণের বোধগম্য না হলে নানা প্রাদেশিক ভাষার মহাভাবত কাহিনী কপাস্তবিত হয়েছে। বাংলা ভাষার কাশীবাম দাস মহাভাবত বচনা করেন, তাব অধিকাংশ পয়ার ছন্দ, মধ্যে মধ্যে ত্রিপদী ছন্দ আছে, সবটাই কবিতাষ। তবে কাশীবাম দাস তাঁর মহাভাবতে বহুস্থলে মূল মহাভাবত কাহিনী হতে কিছু ভিন্নভাবে বিবৃত করেছেন, সর্বত্র মূল কাহিনী অনুসরণ করেন নাই। কালী প্রসন্ন সিংহ প্রথমে গঠে মূল মহাভাবতের বাংলা অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। তাবপবে বাঙ্কেশ্বর বসু “মহাভাবতের সাবানুবাদ” বচনা ও প্রকাশ করে মূল মহাভাবতের কাহিনী চিত্রাকর্ষকরূপে সাধারণ পাঠকের নিকট তুলে ধরেছেন। এই অবস্থায় মূল মহাভাবত কাহিনী বিবৃত করে নূতন একখানি গ্রন্থ বচনা ও প্রকাশের কাবণ উল্লখ করা সমীচীন মনে করি।

প্রমাণ মহাভাবত পাঠে কতকগুলি অসঙ্গতি মনকে গীড়িত কবে—
 যথা আদিপর্বে প্রথমে বলা হয়েছে যে ঋষিগণ কুন্তী ও পাঁচটি শিশু-
 পুত্রকে হস্তিনাপুরে ভীষ্ম ধৃতবাহুদিগ্নির নিকট পৌছে দিয়ে বলেন যে শিশু-
 গণ পাণ্ডুব পুত্র, বটেই তাঁরা কোন প্রশ্নেব অপেক্ষা না কবে চল
 গেলেন ; তখন কেহ কেহ বলেছিল যে পাণ্ডু বহুকাল পূর্বে মৃত হয়েছেন,
 এরা পাণ্ডুব পুত্র কি কবে হবে ? তাবপবে আদিপর্বেই আবার বলা
 হয়েছে যে ঋষিগণ কুন্তী ও পাঁচটি শিশুপুত্রকে যখন আনলেন, সেই সঙ্গে
 পাণ্ডু ও মাদ্রীৰ দেহও এান দিলেন, বলে গেলেন যে শিশুবা পাণ্ডুব
 পুত্র, পাণ্ডু সত্বেবো দিন পূর্বে দেহত্যাগ কবেন এবং তাঁয চিতায মাদ্রী
 প্রাণ উৎসর্গ কবেন। এইরূপ আবো পবম্পর বিবদ্ধ কথা আছে,
 যাব জন্ম অনেক সময় মনে হয়েছে যে অসঙ্গতিগুলিব উল্লেখ কবে
 সেগুলিব কোন ভাবে সমাধান কবে মহাভাবতের কাহিনীৰ অসঙ্গতি
 বর্জিত রূপ দিলে ভাল হয়। এই অবস্থায় আমেৰিকান সংস্কৃতজ্ঞ
 পণ্ডিত অধ্যাপক হপ্‌কিন্সেব একটি মন্তব্য চোখে পড়ে। একজন
 জার্মান সংস্কৃতবিদ্ ডঃ বিচার্ড গার্বে (Dr. Richard Garbe)
 ভগবদ্ গীতাৰ একটি সংস্কৰণ প্রকাশ কবেন, তাব মধ্যে তিনি বলেন
 যে গীতায় কৃষ্ণ ভগবান্‌রূপে কথা বলেছেন ও নানা তত্ত্ব বিবৃত কবেছেন,
 সেইসব কথা ও বিবৃতিব সঙ্গে ব্রহ্ম ও বেদান্ত বাদ নিয়ে যে সব কথা
 গীতায় আছে, তাব সঙ্গতি হয় না, অতএব অনুমান কবা চলে যে ব্রহ্ম
 ও বেদান্তবাদ গীতায় পবে অত্র কোন কবিব যোজনা। অধ্যাপক
 হপ্‌কিন্স (Prof E. W. Hopkins) গীতাৰ সেই সংস্কৰণেব সমা-
 লোচনায বলেন যে ভাবতীয় পণ্ডিতগণ কোন কাহিনী বলতে বা কোন
 তত্ত্বেব বিবৃতি দিতে সঙ্গতি বা সামঞ্জস্যের দিকে ততটা লক্ষ্য বাখেন
 না ; মহাভাবত অধ্যয়ন কবে তিনি দেখেছেন তাব মধ্যে পবম্পর বিবদ্ধ
 কথা বহু আছে, অতএব অসঙ্গতিব উপর নির্ভর কবে ডঃ গার্বেব
 সিদ্ধান্ত যে সত্য তা জোব কবে বলা যায় না (Journal of the
 Royal Asiatic Society, 1905' pp. 384-389)। সেই মন্তব্য

পাঠে মহাভাবত কাহিনীর একটি অসঙ্গতি বৰ্জিত এবং অনৈসর্গিক কথা বৰ্জিত রূপ নির্ণয় কবাব ইচ্ছা আমাব মনে প্রবল হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে পুনায ডঃ সুকথংকবেব নেতৃত্বে একটি সংশোধক মণ্ডলী নানা প্রদেশে প্রাপ্ত নানা লিপিতে লিখিত মহাভাবতের পুঁথি সংগ্রহ কবে পাঠ মিলিয়ে প্রাদেশিক প্রক্ষেপ বা যোজনা বাদ দিয়ে একটি সর্ব ভাবতীয় মহাভাবতের পাঠ নির্ণয়ের কার্যে ব্রতী হন। পুঁথি সংগ্রহ ও অন্যান্য প্রাথমিক কার্য তাঁবা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই আবস্ত কবেন, জার্মান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সহায়তা নেবাব ইচ্ছা তাঁদের ছিল, তবে মহাযুদ্ধের জন্ত তা সম্ভব হয় নাই, একজন আমেরিকান পণ্ডিতের সহায়তা তাঁবা পেয়েছিলেন। তাঁদের নির্ণীত সর্বভারত সাধাবণ পাঠ যুক্ত মহাভাবত বাইশ খণ্ডে ১৯৩৩ হতে ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের প্রক্ষেপ বা যোজনা তাবা বাদ দিয়েছেন, তবে যেসব প্রক্ষেপ বা যোজনা খৃষ্টীয় দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকের পূর্বেই নানা প্রদেশের পুঁথিতে স্থান পেয়ে গেছে, সেগুলি মূল ভাবাভাবতের অংশ নয় মন্তব্য কবেও সংশোধক মণ্ডলী তা বাদ দেন নাই। তাঁদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম হ'ল প্রতি শ্লোকের শুদ্ধ পাঠ নির্ণয় বা নির্ণয় চেষ্টা, এইভাবে তাঁবা বহু শ্লোকের অর্থ পবিস্কাব কবেছেন ও কিছু কিছু প্রক্ষেপের নিবাকবণ কবেছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের যোজনা বাদ দিয়েও কিছু কিছু অসঙ্গতি দূব কবা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের সংশোধিত মহাভারত পাঠ মধ্যেও বহু অসঙ্গতি ও অনৈসর্গিক কথা বয়ে গেছে।

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে কতকগুলি অসঙ্গতির উল্লেখ কবা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে পুনায সংশোধিত মহাভাবতে কি পবিবর্তন হয়েছে, কোন উপাখ্যান বাদ হয়েছে, তাব বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে মহাভাবতের মধ্যে কোনটি মূল কাহিনীর অংশ, কোনটি পরের কালের যোজনা বা প্রসঙ্গ, তা বিচার কবা হয়েছে। এই বিচারে মতভেদ

হাত পাবে সন্দেহ নাই ; আমাব নিজেব বুদ্ধি বিচাৰ মতে আমি নিৰ্বাচন কৰেছি। চতুৰ্থ খণ্ডে নিৰ্ণীত মূল ভাৰত কাহিনীৰ সাবমৰ্ম দেওয়া হযেছে। পঞ্চম খণ্ডে জৈমিনিৰ অশ্বমেধ পৰ্বৰ 'ও প্ৰমাণ মহাভাৰতেব আশ্বমেধিক পৰ্বৰ কাহিনীৰ মধ্যে যে কত বেশী পাৰ্থক্য আছে, তা দেখান হযেছে , কালীৰাম দাসেব মহাভাৰত নাহিনী কোথায় কোথায় মূল মহাভাৰত অনুসৰণ কৰে নি তাও বৰ্ণিত হযেছে। সেই সঙ্গে মহাভাৰতেব চাৰটি প্ৰধান চৰিত্ৰেব আলোচনা ও মহাভাৰতে কথিত ধৰ্ম ও নীতিৰ সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। আশা কৰি এই গ্ৰন্থ হ'তে পাঠকগণ কিছু নূতন তথ্য লাভ কৰবেন ও আনন্দ পাবেন।

পুনা হতে বামচন্দ্ৰ শাস্ত্ৰী বিজ্ঞবভেকৰ সম্পাদিত 'ও নীলকণ্ঠ টিকা সহ ১৯২৯-১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্ৰকাশিত মহাভাৰতকে আমি "প্ৰমাণ মহাভাৰত" বলেছি ও তুলনা কৰতে সেটিকে মান কপে ধৰেছি। শ্লোকেব উদ্ধৃতিতে প্ৰমাণ মহাভাৰতেব পৰ্ব অধ্যায় ও শ্লোক সংখ্যা দেওয়া হযেছে, কালী প্ৰসন্ন সিংহেব বাংলা মহাভাৰতে প্ৰায়ই তাৰ অনুবাদ সেই অধ্যায়ে, মধ্যে মধ্যে পূৰ্বেব বা পৰেব অধ্যায়ে, পাওয়া যাবে। প্ৰয়োজন মনে হলে মধ্যে মধ্যে "কা ম" এই সাংকেতিক শব্দ ব্যবহাৰ কৰে কালীপ্ৰসন্ন সিংহেব অনুদিত মহাভাৰতেব অধ্যায়েব উল্লেখ কৰা হযেছে।

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড : প্রচলিত মহাভারত কাহিনী ও

তাতে নানা অসঙ্গতি

১ : সূচনা—	১
২ : পাণ্ডবদের জন্ম বিবরণ—	৬
৩ : ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের কথা—	১০
৪ : ভীষ্মর বাল্যজীবন বর্ণনায় নানা অসঙ্গতি—	১২
৫ : কর্ণ সম্বন্ধে অসঙ্গতি—	১৩
৬ : অর্জুন বনবাস কাহিনী—	১৮
৭ : চিত্রাঙ্গদা কাহিনী—	২৩
৮ : কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে অভিমত্যুর বয়স—	২৪
৯ : দ্রোণদৌর বস্ত্রহরণ—	২৬
১০ : পাণ্ডবগণের বনবাসের আরম্ভ সম্বন্ধে অসঙ্গতি—	৩০
১১ : পাণ্ডবগণের বনবাস কাহিনীতে আর এ চটি অসঙ্গতি —	৩২
১২ : পঞ্চভ্রাতার জন্ম পাঁচটি গ্রাম পোলেই ঘূর্ণিষ্টির কি রাজ্যের দাবী ছাড়বার কথা বলেছিলেন ?	৩৪
১৩ : দৌত্যশেষে সঞ্জয়ের হস্তিনাপুরে আগমন ও দৌত্যেব ফল নিবেদন —	৩৭
১৪ : দিবা দৃষ্টির প্রভাবে সঞ্জয়ের যুদ্ধের ধারাবাহিক বর্ণনা —	৩৮
১৫ : পাণ্ডবপক্ষে প্রধান সেনাপতি নির্বাচন—	৪১
১৬ : ভীষ্মের পতন ও মৃত্যু কার হাতে হয়—	৪২
১৭ : ভীষ্মের শরশয্যা ও সেই অবস্থায় রাজধর্ম, আশ্রম ধর্ম ও মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান—	৪৫
১৮ : দ্রোণপর্বে দ্রোণের মৃত্যু ও অশ্বখামার বীরত্ব সম্বন্ধে অসঙ্গতি—	৫১
১৯ : ভীষ্ম-দ্রবোধনের গদাযুদ্ধ ও বলরাম—	৫২

দ্বিতীয় খণ্ড : ভাণ্ডাবকব গবেষণা কেন্দ্র হতে
প্রকাশিত সংশোধিত মহাভাবত

১ : সংশোধিত মহাভারতের কল্পনা ও রূপদান—	৫৭
২ : সংশোধিত রূপ—আদিপর্ব—	৬১
৩ : সভাপর্ব—	৬৬
৪ : বন পর্ব বা আরণ্যক পর্ব—	৬৮
৫ : বিরাট পর্ব—	৭০
৬ : উত্তরগ পর্ব—	৭১
৭ : ভীষ্ম পর্ব—	৭২
৮ : দ্রোণ পর্ব—	৭৩
৯ : কর্ণ পর্ব—	৭৪
১০ : শল্য পর্ব—	৭৭
১১ : সৌপ্তিক পর্ব ও স্ত্রী পর্ব—	৭৮
১২ : শান্তি পর্ব—	৭৯
১৩ : অশ্বশাসন পর্ব—	৮২
১৪ : আশ্বমেধিক পর্ব—	৮৪
১৫ : অশ্বমবাসিক পর্ব—	৮৫
১৬ : মৌসল পর্ব—	৮৬
১৭ : মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ পর্ব—	৮৬

তৃতীয় খণ্ড : মহাভাবতে মূল ভারত-সংহিতা,

যোজনা ও প্রক্ষিপ্ত নির্বাচন

১ : সংশোধিত সংস্করণের পথে ও এই নির্বাচন কেন—	৮৭
২ : মূল ভারত সংহিতা নির্ণয় :—আদি পর্ব—আরম্ভ—	৯০
৩ : আদিপর্ব—শান্তি পর্ব কথা হ'তে পাণ্ডু পুত্রগণের শিক্ষা—	৯৪
৪ : আদিপর্ব—অত্মগৃহদাহ হ'তে খাণ্ডবদাহ ও মহাদর্শন—	৯৯
৫ . সভাপর্ব—	১০২
৬ : বনপর্ব বা আরণ্যকপর্ব—অরণ্য অন্তর্গত হ'তে তীর্থযাত্রা—	১০৫

৭ :	বনপর্ব—জটাসুর বধ হ'তে আৰণ্যে অন্নপর্ব—	১১৭
৮ :	বিরাট পর্ব—	১২৪-
৯ :	উত্তোগ পর্ব—সেনোত্তোগ হ'তে যান সন্ধি অন্নপর্ব—	১২৭
১০ :	উত্তোগ পর্ব—ভগবদ্ যান হ'তে অশ্বা উপাখ্যান অন্নপর্ব—	১৩৪
১১ :	ভীষ্ম পর্ব—	১৩৯-
১২ :	দ্রোণ পর্ব—দ্রোণাভিষেক হ'তে জয়দ্রথ বধ অন্নপর্ব—	১৪৫
১৩ :	দ্রোণ পর্ব—যটোৎকচ বধ, দ্রোণ বধ ও নাবায়ণাস্ত্র মে ক্রণ—	১৫২
১৪ :	কৰ্ণ পর্ব—	১৫৮
১৫ :	শল্য পর্ব—	১৬২
১৬ :	সৌপ্তিক পর্ব—	১৬৬
১৭ :	কী পর্ব—	১৬৮
১৮ :	শান্তি পর্ব ও অনুশাসন পর্ব—	১৬৯
১৯ :	আশ্বমেধিক পর্ব—	১৭৪
২০ :	আশ্রমবাসিক পর্ব—	১৭৮
২১ :	মৌসল পর্ব—	১৮০
২২ :	মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ পর্ব—	১৮২
২৩ :	উপসংহার—	১৮২

চতুর্থ খণ্ড : মহাভারতের মূল কাহিনী

১ :	আদি পর্ব—পুরু, ভরত ও কুরু-পাঞ্চালবংশ—	১৮৫
২ :	আদি পর্ব—কথারস্ত্র, উপরিচর বসু ও সত্যবতী—	১৮৭
৩ :	আদি পর্ব—শান্তনু, ভীষ্ম ও সত্যবতী—	১৮৮
৪ :	আদি পর্ব—দ্রুতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম ও বিবাহ : পাণ্ডুর মৃত্যু—	১৯২
৫ :	আদি পর্ব—দ্রুতরাষ্ট্র পুত্র ও পাণ্ডু পুত্রগণের শিক্ষালাভ ও গুরুদক্ষিণা দান—	১৯৫
৬ :	আদি পর্ব—অতৃগৃহ দাহ ও পাণ্ডবদের গুপ্তবাস, হিড়িম্ব ও বক বধ	২০২
৭ :	আদি পর্ব—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ও পাণ্ডবগণের অর্দ্ধরাজ্য প্রাপ্তি	২০৯
৮ :	আদিপর্ব—অর্জুন বনবাস ও শ্রুতহা হরণ, খাণ্ডববন দহন	২১৬

৯ :	সভাপর্ব—দানবশিল্পী ময় কৰ্তৃক বিচিত্র সভাগৃহ নির্মাণ—	২২০
১০ :	সভাপর্ব—ইন্দ্রপ্রস্থের সমৃদ্ধি, রাজসূয় যজ্ঞের কল্পনা, জরাসন্ধ বধ—	২২১
১১ :	সভাপর্ব—রাজসূয় যজ্ঞের জন্তু দিগ্বিজয় ও ধনরত্ন সংগ্রহ—	২২৪
১২ :	সভাপর্ব—রাজসূয় যজ্ঞ ও শিশুপাল বধ—	২২৭
১৩ :	সভাপর্ব—দ্যুত ও অহু দ্যুত—	২৩০
১৪ :	বনপর্ব (আরণ্যক পর্ব)—পাণ্ডবগণের বৈতবনে নিবাসস্থাপন—	২৩৭
১৫ :	বনপর্ব—অৰ্জুনের ইন্দ্রলোকে গমন—	২৪০
১৬ :	বনপর্ব—পাণ্ডবগণের তীর্থযাত্রা—	২৪১
১৭ :	বনপর্ব—জটাসুর বধ ও যক্ষযুদ্ধ—	২৪৮
১৮ :	বনপর্ব—অৰ্জুনের প্রত্যাবর্তন , ভীমের অঙ্গর হতে মুক্তি—	২৫২
১৯ :	বনপর্ব—ঘোষযাত্রা—	২৫৩
২০ :	বনপর্ব—জয়দ্রথের দ্রোণদৌহৃৎ ও নিগ্রহ—	২ ৭
২১ :	বিরাটপর্ব—অজ্ঞাত বাস, সময় পালন—	২৬০
২২ :	বিরাটপর্ব—কৌচক বধ—	২৬৩
২৩ :	বিরাটপর্ব—গোহরণ অন্তর্পর্ব—	২৬৮
২৪ :	বিরাটপর্ব—বৈবাহিক অন্তর্পর্ব—	২৭৪
২৫ :	উত্তোগপর্ব—রাজা উদ্ধারের মন্তনা ও সেনা সংগ্রহ—	২৭৬
২৬ :	উত্তোগপর্ব—দ্রুপদ পুরোহিত ও সঙ্কয়ের দৌত্য—	২৮০
২৭ :	উত্তোগপর্ব—কৃষ্ণের দৌত্য—	২৮৪
২৮ :	উত্তোগপর্ব—সৈন্য সমাবেশ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি—	২৯০
২৯ :	ভীষ্মপর্ব—দশদিন যুদ্ধশেষে ভীষ্মের পতন—	২৯৪
৩০ :	দ্রোণপর্ব—প্রথম তিন দিনের যুদ্ধ : অভিমত্যা বধ—	২৯৯
৩১ :	দ্রোণপর্ব—চতুর্থ দিনের যুদ্ধ : জয়দ্রথ বধ—	৩০৩
৩২ :	দ্রোণপর্ব—রাত্রি যুদ্ধ ও পঞ্চম দিনের যুদ্ধ : ষটোৎকচ বধ ও দ্রোণ বধ—	৩০৮
৩৩ :	কর্ণপর্ব—কৃষ্ণের ধর্ম ব্যাখ্যা , দুঃশাসন বধ ও কর্ণ বধ—	৩১৩
৩৪ :	শল্যপর্ব ও গদাপর্ব—শল্য ও দুর্বে ধনের পতন—	৩১৯
৩৫ :	সৌপ্তিক পর্ব—অশ্ব পাণ্ডব পাঞ্চাল বীরগণের হত্যা—	৩২০
৩৬ :	ক্ৰীপর্ব—ক্ৰীপণের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন , মৃত বীরদের উদকক্রিয়া—	৩২৩

৩৭ :	শান্তিপর্ব—যুধিষ্ঠিরের থানিভাব দ্বীকরণ ও রাজ্যে অভিষেক—	৩২৪
৩৮ :	অশ্বমেধিক পর্ব—পরিক্রান্তের জন্ম ; অশ্বমেধ যজ্ঞ—	৩২৬
৩৯ :	আশ্রমবাসিক পর্ব—যুতরাষ্ট্রাদি সহ আশ্রমে পাণ্ডবগণের মানসিক বাস—	৩৩১
৪০ :	গৌসল পর্ব—প্রভাসে যাদব বীরদের মৃত্যু , দ্বারকা হতে যাত্রা পথে যাদব স্ত্রীহরণ—	৩৩৪
৪১ :	মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ পর্ব—পাণ্ডবগণের প্রব্রজ্যা ও হিমালয়ে যাত্রাশেষ—	৩৩৬

পঞ্চম খণ্ড : বিবিধ প্রসঙ্গ

১ :	লৈমিনির ভারত কথায় অশ্বমেধ পর্ব—	৩৩৯
২ :	কাশীরাম দাসের মহাভারত—	৩৪৮
৩ :	অনার্য দেবতা শিবের আৰ্যদেবগণ মধ্যে স্বীকৃতি—	৩৫৫
৪ :	দুর্গার স্তব বা উশাসনার প্রবর্তন—	৩৬২
৫ :	মহাভারত কাহিনীর কয়েকটি মুখ্য চরিত্র (ক) কৃষ্ণ	৩৬৬
	(খ) যুধিষ্ঠির	৩৭০
	(গ) দ্রুপদ	৩৭৩
	(ঘ) যুতরাষ্ট্র	৩৭৪
৬ :	মহাভারতে ধর্ম ও নীতি কথা—	৩৭৫

কৃষ্ণঐশ্যায়ন ব্যাসের শিষ্য। তৈত্তিরি বৈশম্পায়নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা^১—তঁার সম্পাদিত কৃষ্ণজুর্বেদই তৈত্তিরীয় সংহিতা। কাঠকসংহিতা তার পূর্ববর্তী, অতএব তার প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। দেবকীপুত্র কৃষ্ণের নাম আছে ছান্দোগ্য উপনিষদে—সেখানে তিনি ঘোর ঋষির শিষ্য বলে বর্ণিত হয়েছেন। এই দেবকী পুত্র কৃষ্ণই যে পার্শ্বসারথিকৃষ্ণ, সে সম্বন্ধে বালগঙ্গাধর তিলক,^২ ডক্টর গ্রীয়ারসন^৩ ও আরও বহু বিদ্বান পণ্ডিত ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। দশ-ব্রাহ্মণ জাতকে ইন্দ্রপ্রস্থ, যুধিষ্ঠির ও বিদুরের নাম আছে, ষট্ জাতকে কৃষ্ণের জন্মকথা ও জীবনী কিছু পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যায়। জাতকগুলি খৃঃ পূঃ পঞ্চম বা চতুর্থ শতকে রচিত হয়েছে, কিন্তু সেগুলিতে যে কাহিনী আছে তারকাল গোতম বুদ্ধের জন্মের পূর্বে—কারণ বহু জাতকে বুদ্ধ গোতমরূপে জন্মগ্রহণের পূর্ব পূর্ব জন্মে কি ছিলেন ও কি করেছিলেন তার কাহিনী দেওয়া হয়েছে। পাণিনি ব্যাকরণে বাহুদেব ও অজুর্নের উল্লেখ আছে, পাণিনির কাল খৃঃ পূঃ পঞ্চম বা চতুর্থ শতাব্দী। পাণিনি ব্যাকরণের উপর পতঞ্জলির মহাভাষ্যে কৃষ্ণ কর্তৃক কংসবধ বিষয়ক একটি নাটকের উল্লেখ আছে। পতঞ্জলির কাল অনুমান খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষকাল। এই নাটকের সন্ধান বহুকাল পাওয়া যায় নাই। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে গণপতি শাস্ত্রী কেবলে পদ্মনাভপুরমের নিকটস্থ একটি মঠে মালায়ালাম লিপিতে লিখিত কয়েকটি নাটকের পুঁথি পান। তার মধ্যে একটি ‘বালচরিতম্’—তাতে কৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যকালের কথা এবং কংসবধের কাহিনী আছে। এই নাটকটি ‘ভাস’ কবির লেখা বলে স্বীকৃত হয়েছে, তবে তার মধ্যে কিছু প্রক্ষেপ আছে। কালিদাস তাঁর ‘মালবিকাগ্নিমিত্র’ নাটকে ভাস কবির নাম করেছেন প্রখ্যাত নাট্যকার বলে, কিন্তু তাঁর রচিত সব নাটক কালের গতিতে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে পরিষ্কৃতবংশের উল্লেখ আছে। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক প্রাচীনতম উপনিষদগুলির অন্তর্ভুক্ত, তাদের রচনাকাল খৃঃ পূঃ নবম বা অষ্টম শতক বলে অনুমান করা যায়। অতএব কুরুপাঞ্চালগণ যে তার পূর্বে

১। মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩:৬।৯

২। গীতারহস্য হরক প্রকাশনী, পৃঃ ৪২৪

৩। Indian Antiquary. Vol. 37, p. 253.

বর্তমান ছিলেন, তাতে সন্দেহ নাই। ঋগবেদে রাজা শান্তনুর উল্লেখ আছে,^১ তিনি কুরুবংশের একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। কুরু-পাঞ্চাল দেশের কথা যজুর্বেদে আছে। ঋষিগণ স্থলপথে দুর্গম পর্বত পার হয়ে প্রথমে সপ্তসিন্ধুর দেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। সপ্তসিন্ধু হল সিন্ধুনদী, বিতস্তা (ঝোলাম), অসিন্ধী বা চন্দ্রভাগা (চেনার), পরুক্ষী বা ইরাবতী (রাভি), বিপাশা (বেহাস), শতদ্রু (সুতলেজ) ও কুভা বা কাবুল (সিন্ধুনদীর পশ্চিমস্থ উপনদী), সপ্তসিন্ধু দেশ হল পূর্ব আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান। পরে ঋষিগণ পূর্বদিকে বিস্তৃত হন এবং কুরু পাঞ্চাল দেশ বা মধ্যদেশ ঋষিদের শ্রেষ্ঠ নিবাস বলে খ্যাতিলাভ করে। কুরুদের দেশ ছিল শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী জনপদসমূহ নিয়ে, পাঞ্চালদের দেশ ছিল যমুনা ও গঙ্গানদীর মধ্যবর্তী জনপদসমূহে,^২ গঙ্গানদীর বামকূলেও পাঞ্চালরাজ্যের অংশ একসময়ে ছিল কারণ মহাভারতে দ্রোণশিষ্যদের নিকট জ্ঞপদরাজের পরাজয়ের পরে দ্রোণ গঙ্গা-ভাগীরথীর দক্ষিণ কূলস্থ সব জনপদ জ্ঞপদরাজকে রাখতে দিলেন ভাগীরথীর উত্তর কূলস্থ জনপদ দ্রোণ নিয়ে নিলেন। এবং হস্তিনাপুর যদি গঙ্গার একটি পুরাতন পরিবাহ বা খাতের ভায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে^৩ তা হলে কুরুদের দেশ যমুনা নদীর বাম পারেও কিছুদূর বিস্তৃত ছিল বলতে হয়। মোটকথা কুরু পাঞ্চালদের সমৃদ্ধি ঋষিগণের ভারতে আগমনের কয়েক শতাব্দী পরে। ঋষিগণ বৈদিক যুগে ঐতিহাসিক কালক্রমের কোন ইঙ্গিত দেন নাই। তাই ঋষিদের প্রথম ভারতের আগমনের কাল এবং কুরু পাঞ্চালদেশের সমৃদ্ধির কাল নির্ণয়ে বহু মতভেদ। কাল নির্ণয় বর্তমানে পুরাতন যুৎপাতসংলগ্ন ভাস্কর্যের রেডিয়ো কার্বন পরীক্ষার ফল থেকে অনেকটা সঠিক ভাবে নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। উত্তর ভারতে হরপ্পা মোহেনজোদারোর প্রাক্ ঋষি সভ্যতার পরে ঋষিসভ্যতার প্রথম স্তরের নিদর্শন হ'ল কুস্তকারের চক্রে গঠিত লাল কালো রঙের যুৎপাত্র বা যুৎপাত্রখণ্ড—ভিতর দিকে কালো ও বাইরে লাল (B. R = Black and Red) : রেডিও কার্বন পরীক্ষায় তার কাল স্থির হয়েছে

১ ঋ সং ১০।৯৮

২ Maedonell's History of Sanskrit Literature P.174

৩. মহাভারত আদি ১৩৮।৭০

৪ Apte's Sanskrit Dictionary.

২০০০ খৃঃ পূঃ থেকে ১০০ খৃঃ পূঃ—তা উত্তর ভারতের বহুস্থানে পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় স্তরের নিদর্শন হ'ল চিত্রিত ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্র খণ্ড (P.G=Painted Gray) তা পাওয়া গেছে উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশে, অবিভক্ত পাঞ্জাবের পূর্বাংশে এবং রাজস্থানের উত্তরাংশে অর্থাৎ কুরুপাঞ্চাল দেশে, তার কাল স্থির হয়েছে ১১০০ খৃঃ পূঃ হতে ৫০০ খৃঃ পূঃ। তৃতীয় স্তরে পালিশ করা কালোরঙের মৃৎপাত্রখণ্ড (N B P.=Northen Black Polished), তার কাল অনুমিত হয়েছে ৬০০ খৃঃ পূঃ থেকে ৫০ খৃষ্টাব্দ; সেই মৃৎপাত্র খণ্ড উত্তর ভারতের গ্রায়ে সর্বত্র পাওয়া গেছে, তা ছিল মগধ সাম্রাজ্যের যুগ। কুরুপাঞ্চাল সমৃদ্ধির যুগ ১১০০ থেকে ৫০০ খৃঃ পূঃ হলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অনুমান ১০০০ খৃঃ পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল বলা যায় ও কুরুপাঞ্চালদের সমৃদ্ধি শাস্ত্রহু রাজার রাজত্বের মধ্যভাগ থেকে ধরা যায়। বিষ্ণুপুরাণ ভাগবতপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে কালক্রম নির্ণয়ের চেষ্টা আছে; তাতে বলা হয়েছে যে পরিক্রিতের জন্মকাল হতে নন্দের অতিবেক কাল ১০১৫ বৎসর, তার থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি অনুমান করেছিলেন যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ১৪০০ খৃঃ পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। তবে পুবাণের কাল নির্ণয় অল্প প্রমাণের সমর্থন ছাড়া গ্রহণ করা যায় না; তাহ রেডিয়ো কার্বন পরীক্ষার ফলই গ্রহণ করতে হয়।

রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন ভারত কাহিনী শোনান। তারপরে নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকর দ্বাদশ বর্ষব্যাপী সত্রে লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা সেই ভাঃতকথার পুনরাবৃত্তি করেন। এই দ্বাদশবর্ষব্যাপী সত্র জনমেজয়ের সর্পসত্রের কৃতকাল পরে অন্তর্গত হয়েছিল, তাব সঠিক নির্দেশ পাওয়া যায় না। তবে যদি এই কিংবদন্তী সত্য হয় যে লোমহর্ষণ বলরামকে সম্মান দেখিয়ে উঠে না দাঁড়ানোতে জ্রুদ্ধ হয়ে বলরাম তাকে চপেটাঘাত করেন, তার ফলে লোমহর্ষণের মৃত্যু হয়, তা হলে এই সত্র জনমেজয়ের সর্পসত্রের কয়েক বৎসর পরেই অন্তর্গত হয়ে থাকবে। বর্তমানে আমরা যে মহাভারত পাঠ করি, তা এই লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা বা সৌতি কর্তৃক কথিত। ব্যাস কর্তৃক কথিত কিছু পাই না, বৈশম্পায়ন কথিত বলে বহু অধ্যায় আছে, তবে সেগুলি হ'ল সৌতির পুনরাবৃত্তি।

:সৌতি কর্তৃক ভারত-কথা আবৃত্তির পরে তাতে বহু উপাখ্যান ও তত্ত্বকথা যোজিত হয়েছে, যার ফলে ২৪,০০০ শ্লোকে বিবৃত আখ্যান লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারতে পরিণত হয়। লক্ষশ্লোক হয় খিলপর্ব হরিবংশ ধরে; তা বাদ দিলে উত্তর ভারতের

মহাভারত পুঁথিতে ন্যূনাধিক ৮৪,০০০ শ্লোক আছে। মহাভারতের পুঁথি ভারত-বর্ষের নানা স্থানে নানা লিপিতে পাওয়া গেছে—কাশ্মীরে শারদা লিপিতে, পশ্চিম ভারতে দেবনাগরী লিপিতে, বঙ্গে বাংলা লিপিতে, অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেগু লিপিতে, তামিলনাড়ে গ্রন্থ লিপিতে, ইত্যাদি। কিন্তু মোটের উপরে দুটি পাঠ বা সংস্করণ হিসাবে সেগুলি ভাগ করা যায়—উত্তর ভারতীয় পাঠ ও দক্ষিণ ভারতীয় পাঠ। পূর্বভারতীয় পাঠ ও পশ্চিমভারতীয় পাঠে বিশেষ পার্থক্য নাই, দুটিই উত্তর-ভারতীয় পাঠের অন্তর্গত। দক্ষিণ-ভারতীয় পাঠে অনেক বিভিন্নতা ও যোজনা আছে। যোজনা উত্তর-ভারতীয় পাঠেও যথেষ্ট আছে—না থাকলে ২৪,০০০ শ্লোক থেকে ৮৪,০০০ শ্লোক হয় কেমন করে? আলোচনার জন্য একটি সংস্করণকে প্রমাণ সংস্করণ বলে ধরে নিতে হয়। কলিকাতায় মহাভারতের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৩৪-৩২ খৃষ্টাব্দে। বোম্বাই ধতে নীলকণ্ঠের টীকা সহ মহাভারত মুদ্রিত হয় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে, প্রকাশক গণপত কৃষ্ণাজী। পুণার ভাণ্ডারকর গবেষণা কেন্দ্রে সংশোধকমণ্ডলী মহাভারতের মূল পাঠোদ্ধার করতে এই কৃষ্ণাজী প্রকাশিত মহাভারতকে প্রমাণ সংস্করণ ধরেছেন। কৃষ্ণাজী প্রকাশিত সংস্করণের কিছু ক্রটি সংশোধন পুণা হতে কিঞ্জবড়েকব শাস্ত্রী ছয়খণ্ডে ২২২ ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে নীলকণ্ঠটীকা সমেত মহাভারত প্রকাশিত করেন। সেটি সহজপ্রাপ্য হওয়ায় সেটিকে এ আলোচনায় প্রমাণ সংস্করণ ধরা হয়েছে। সেই মহাভারত সংস্করণ এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক অর্চাদিত মহাভারতের বিশেষ ভেদ নাই, অধ্যায় সংখ্যা প্রায়ই মিলে, দুই এক ক্ষেত্রে শুধু ভিন্ন দেখা যায়। এই আলোচনায় প্রমাণ সংস্করণ অনুযায়ী অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা দেওয়া হয়েছে, কালীপ্রসন্ন সিংহের বাংলা মহাভারতে তা খুঁজে নেওয়া কঠিন হবে না।

মহাভারত কাহিনী তার নিজস্ব বহু শতাব্দী ধরে ভারতবাসীর চিত্ত আকর্ষণ করেছে। পিতার স্নেহের জন্য ভীষ্মের স্বার্থত্যাগ, যুধিষ্ঠিরের ধর্মনিষ্ঠা কৃষ্ণের যুদ্ধে, ধর্মে ও রাজনীতিতে অবিসংবাদিত নেতৃত্ব, কর্ণ, অর্জুন ও ভীষ্মের বীরত্ব ইত্যাদি ভারতবাসীর কাছে চিরকাল আদরণীয় হয়েছে। মহাভারতের লোকপ্রিয়তার জন্য অনেক কবিতাদের নিজের রচনা মহাভারতে যোজিত করে দিয়েছেন, যাতে সে রচনা মহাভারতের আশ্রয়ে চিরস্থায়ী লাভ করে। কিন্তু বর্তমান মহাভারত কাহিনীতে বহু অনৈসর্গিক কথা আছে, যা এখন শিক্ষিত লোকে বিশ্বাস করতে পারে না। বৈদিক যুগের পরে পৌরাণিক যুগে সম্ভবতঃ লোকের অলৌকিক বা অনৈসর্গিক

কাহিনীর প্রতি আকর্ষণ ছিল ; যে মনোবৃত্তি নিয়ে ছোট ছেলেমেয়েরা রূপকথা উপভোগ করে, সম্ভাব্যতার বিচার করে না, অশিক্ষিত জনগণ মধ্যে সেই মনোবৃত্তি ছিল। লিপিকারগণ ও কথকগণ সেই মনোবৃত্তির স্বযোগ নিয়ে বহু অর্নৈসর্গিক কথ্য মহাভারতে যোজিত করেছেন, যথা দেবলোকে গমন, দেবতার সঙ্গে মাতৃস্বের সহবাস, ঋষিদের অলৌকিক শক্তি, অভিশাপ দানের অব্যর্থ ফল, ইত্যাদি। আর অতিরঞ্জন আছে, সৈন্যদল সংখ্যানে, দাস-দাসী মণিমুক্তার প্রাচুর্যের কথায়, ব্রাহ্মণ মহিমা কথনে, দানের আতিশয্য বর্ণনায়, ইত্যাদি। তা ছাড়া মহাভারত কাহিনী পাঠে কতকগুলি অসঙ্গতি মনকে পীড়িত করে। পুণ্যের সংশোধক মণ্ডলী অসঙ্গতির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন ; তাঁরা বলেছেন যে ভারত কথ্য বা মহাভারত এককালে দ্বৈপায়নের মত কোন ঋষিকবি দ্বারা রচিত ও কথিত হয় নাই, পাণ্ডব, ধার্তরাষ্ট্রগণ ক্রোধ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল, ঘটনার বহুকাল পরে সেগুলি গ্রথিত হয়েছে, কিন্তু গ্রন্থনকারী অসঙ্গতি দূর করে কাহিনীর সত্যরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন নাই, পরস্পর বিরুদ্ধ কিংবদন্তী থাকলে ছুটিকে বিভিন্ন স্থানে লিপিবদ্ধ করেছেন।

এইসব অর্নৈসর্গিক কথ্য, বর্ণনার আতিশয্য এবং অসঙ্গতি বাদ দিয়ে মহাভারত কাহিনী, যোজিত উপাখ্যান ও সন্দর্ভগুলি বাদ দিয়ে মূল ভারত কথ্য কি ছিল, তাই নির্ণয় করবার স্পৃহা অনেকের হয়। প্রথমে কয়েকটি অসঙ্গতির আলোচনা করা যাক।

২. পাণ্ডবগণের জন্ম-বিবরণ

মহাভারত প্রধানতঃ পাণ্ডবগণের জীবনকাহিনী, কিন্তু পাণ্ডবগণের জন্ম-বিবরণে অসঙ্গতি আছে। অহুজ্জমনিকাদ্যায়ে আছে যে পাণ্ডু অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষ্যে বহু দেশ জয় করে জীৱয়কে নিয়ে অরণ্যবাসী হলেন, এবং যুগ্মাকালে সঙ্গমরত যুগ ও যুগীকে বধ করায় যুগরূপধারী ঋষির শাপগ্রস্ত হলেন, স্বয়ং পুত্র উৎপাদন করতে পারলেন না, তাঁর জীৱয় ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিৱয় হতে পুত্রলাভ করেন (১১২-১১৪ শ্লোক), পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে ঋষিগণ কুন্তী ও শিশুপুত্রদের হস্তনাপুরে ধার্তরাষ্ট্রদের নিকট পৌঁছে দেন, বলেন যে এরা পাণ্ডুর পুত্র, বলেই তাঁরা চলে যান। তখন হস্তিনাপুরে কেউ কেউ বলেছিল যে পাণ্ডু তো বহুকাল পূর্বে মৃত হয়েছেন

(চিরমৃত), এরা তাঁর পুত্র কেমন করে হবে ? কেউ কেউ বলেছিল, এরা পাণ্ডুরই পুত্র । তখন দৈববাণী ও পুষ্প বৃষ্টিতে শিশুগণ যে পাণ্ডুরই পুত্র তা প্রমাণ হয় ; ভীষ্ম প্রভৃতি কুরুবৃদ্ধগণ তাদের পালনের ভার নেন । ঋষিগণ যে বলে গেলেন শিশুরা পাণ্ডুর পুত্র, তারা দেব ঔরসে জাত সেকথা বললেন না, তার থেকে মনে হয় যে ১১২-১১৪ শ্লোক পরে যোজিত হয়েছে, দেবতার ঔরসে জন্মের কথা প্রথম থেকে কাহিনীতে ছিল না । এই আখ্যানের বিস্তৃত বিবরণ আছে ১১৮-১২৭ অধ্যায়ে । ১২৫ অধ্যায়ে আছে যে পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে মাত্রী তার চিতায় আত্মোৎসর্গ করলেন, ১২৬ অধ্যায়ে আছে যে ঋষিগণ কুন্তী ও শিশুদের হস্তিনাপুরে পৌঁছে দিয়ে তাদের দেবগণের ঔরসে জন্মের কথা শোনালেন, সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডু ও মাত্রীর মৃতদেহ উপস্থিত করে দিয়ে বললেন যে পাণ্ডু সতেরো দিন পূর্বে প্রাণত্যাগ করেছেন ও মাত্রী পাণ্ডুর চিতায় জীবন বিসর্জন করেছেন । এই বিবরণে পাণ্ডুকে বহুদিন পূর্বে মৃত না বলে সতেরো দিন পূর্বে মৃত বলা হ'ল, এবং ঋষিগণই শিশুদের দেবতার ঔরসে জন্ম সে কথা বলে গেলেন । অতএব শিশুগণ পাণ্ডুর পুত্র কিনা সে বিষয়ে লোকের সন্দেহের অবসর রাখা হল না । এই ছুটি অমিল ছাড়া আরো প্রশ্ন ওঠে যে চিতায় দাহ হলে ঋষিগণ পাণ্ডু ও মাত্রীর দেহ কিভাবে উপস্থিত করেছিলেন ! টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন যে তাঁরা দৃষ্টাবশিষ্ট অস্থি এনে দিয়েছিলেন, সেকালে চিতার থেকে দৃষ্টাবশিষ্ট অস্থি সংগ্রহের প্রথা ছিল । কিন্তু ১২৭ অধ্যায়ে আছে যে বিদুর যখন চিতার উপর পাণ্ডুর দেহ চন্দনলিপ্ত করে সাজিয়ে দিলেন, তখন পাণ্ডুকে জীবিতের মত মনে হল । দৃষ্টাবশিষ্ট অস্থিকে চন্দনলিপ্ত করে সাজিয়ে দেওয়া বা তা জীবিতের মত মনে হওয়া সম্ভব নয় । এই যে অসঙ্গতি, এর উল্লেখ ডঃ স্কুৎথকর (মহাভারত সংশোধক মণ্ডলীর প্রথম প্রধান বা অধিকর্তা) তাঁর সংশোধিত আদিপর্বের ভূমিকায় বলেছেন, যে সকল প্রদেশের পুঁথিতেই এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ বিবরণ আছে, অতএব সংশোধক মণ্ডলী তা রাখতে বাধ্য হয়েছেন ; তাঁদের উদ্দেশ্য পুরাতন সাধারণ পাঠ উদ্ধার করা ; অসঙ্গতি বা অনৈসর্গিক বিবরণ বাদ দেওয়া, ভ্রায় বিজ্ঞান মতে সমালোচনা করা যেতে পারে (higher criticism), কিন্তু তা করা তাঁদের উদ্দেশ্য নয় । কিন্তু অসঙ্গতি এবং অনৈসর্গিকতার দিক থেকে বিচার করলে মনে হয় যে অল্পক্রমণিকাখ্যায়ের ১১২-১২২ শ্লোকেই সত্য কাহিনী আছে, দেবগণের ঔরসে পাণ্ডবগণের জন্ম একথা বলে তাদের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে কাহিনীকে ভিন্নরূপ দেওয়া হয়েছে ।

১১৮ অধ্যায়ে আছে যে যুগ্মকালে যুগ্মরূপধারী কিন্দম ঋষিকে একটি বস্ত্র মৃগীর সঙ্গে সংসর্গ কালে পাণ্ডু বাণ মেয়ে বধ করেন, মৃগীকেও বধ করেন; কিন্দম মৃত্যুর পূর্বে অভিশাপ দেন যে পাণ্ডুরও সঙ্গমকালে মৃত্যু হবে। যে লোক নিজের রমণেচ্ছা সংযত করতে না পেরে বস্ত্র মৃগীর সঙ্গে সংগম করে, সে বর্তমান কালে রাজদ্বারে দণ্ডনীয়; পুরাকালে দণ্ডনীয় না হলেও তা নিশ্চিত ছিল; কিন্দমের উক্তির মধ্যে আছে যে লোকলজ্জা ভয়ে গহন বনে এসে সে মৃগীর সঙ্গে সংসর্গ করেছিল। যে অসংযমী ঋষি লোকাচার বিরুদ্ধ, নিশ্চিত কর্ম করে, তার কোন আধ্যাত্মিক বা আভিচারিক শক্তি থাকবার কথা নয়, তার অভিশাপ কেন অব্যর্থ হবে? মহাভারতে ঋষিদের অভিশাপ এবং তা অব্যর্থতার কথা বহুস্থানে আছে; অকারণে বা অল্প দোষে ভয়ানক অভিশাপ দান যেন ঋষিদের স্বভাব ছিল, তা করলে তাদের ধর্মে পতিত হবার কথা, কোন অলৌকিক শক্তি তাদের থাকতে পারে না। তাই কিন্দম ঋষির অভিশাপের কথা সত্য বলে আমরা গ্রহণ করতে পারি না।

কুন্তী সন্থকে কাহিনী আছে যে রাজা কুন্তিভোজ দুর্বাসা মুনির সেবার ভার তাঁর কুমারী কন্যা কুন্তীর উপর দেন, সেবার তুষ্ট হয়ে দুর্বাসা তাকে মন্ত্রবর দেন যে সে ইচ্ছামত মন্ত্রবলে যে কোন দেবতাকে আকর্ষণ করতে পারবে এবং সেই দেবতা শরীরে এসে পুত্র উৎপাদন করবে। কুমারী অবস্থায় কোতূহলভরে কুন্তী স্বর্ষকে মন্ত্রবলে আকর্ষণ করেন এবং স্বর্ষের ঔরসে কর্ণের জন্ম হয়। কুমারী অবস্থায় জাত পুত্রকে বিসর্জন দিতে হয় (আদিপর্ব, ১১১ অধ্যায়)। পরে যখন পাণ্ডু পুত্রকাম হন কিন্তু কিন্দম ঋষির অভিশাপ স্মরণ করে নিজে পুত্র উৎপাদন করতে সাহস পান না, তখন কুন্তী তাকে তার মন্ত্রবরের কথা জানান (আদিপর্ব ১২৩।৩২—৪০) এবং পাণ্ডুর অচ্যুতমতিতে ধর্মকে আকর্ষণ করে যুধিষ্ঠিরের জন্মদান করেন ও বায়ুকে আকর্ষণ করে ভীমের জন্মদান করেন। অর্জুনের জন্ম সন্থকে প্রথমে বলা হয়েছে যে পাণ্ডু বীবশ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ করার ইচ্ছায় কুন্তীকে দিয়ে বর্ষব্যাপী ব্রত করালেন, নিজেও কঠোর তপস্যা করলেন, তপস্যায় প্রীত হয়ে ইন্দ্র আবির্ভূত হয়ে পাণ্ডুকে বর দিলেন যে তোমার সকলশত্রুজয়ী পুত্র হবে (আদিপর্ব, ১২৩।১০-৩০)। তার পবে বলা হয়েছে যে বরের কথা জানিয়ে পাণ্ডু কুন্তীকে বললেন, এবার তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে আহ্বান কর, এবং কুন্তী তাই করে অর্জুনকে লাভ করলেন (আদি ১২৩।৩১-৩৫)। এই বিবৃতির দুই অংশের মধ্যে অসংগতি আছে।

কুন্তী যদি মন্ত্রবরের সাহায্যে দেবরাজ ইন্দ্রকে আহ্বান করে পুত্র লাভ করে থাকেন, তাহলে তার পূর্বে কুন্তীর বর্ষব্যাপী ব্রতপালন এবং পাণ্ডুর কঠোর তপস্তা করা কেন ? সেই তপস্তা ও ব্রতের ফলে পাণ্ডুর ঔরসেই অর্জুন জন্ম হ'ল, এই তো কাহিনীর স্বাভাবিক পরিণতি। অতএব এই অহুমান সঙ্গত যে অর্জুন পাণ্ডুর ঔরসজাত পুত্র ছিলেন, যুধিষ্ঠির এবং ভীমও তাই ছিলেন ; মাদ্রীগর্ভজাত নকুল ও সহদেব অশ্বিনীদ্বয়ের ঔরসে নয়, পাণ্ডুর ঔরসেই জন্মেছিল। মন্ত্রবরবলে সশরীরে দেবতা এসে উপস্থিত হলেন, এই কল্পনা অনৈসর্গিক এবং অগ্রাহ্য। কর্ণের জন্ম সম্বন্ধে মনে হয় যে কবি নবীন সেনের অহুমানই মথার্ষ, যে কর্ণ দুর্বাসার ঔরসপুত্র ছিলেন।

অংশাবতরণ অল্পপর্বে আছে যে পরাজিত অম্বরগণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে অশান্তি সৃষ্টি করছিল, তাহেব দমন করতে ব্রহ্মার ইচ্ছায় দেবগণের অংশে পৃথিবীতে নানা কৃত্রিম বীরের জন্ম হয়। যথা বিষ্ণুর অংশে কৃষ্ণ, শেখনাগের অংশে বলরাম, দ্বাপরের অংশে শকুনি, কলির অংশে দুর্ধোধন, ইত্যাদি। এই কাহিনী অনৈসর্গিকতা হেতু গ্রাহ্য নয়, এবং মহাভারতযুগের বহু শতাব্দী পরে কৃষ্ণকে যখন বিষ্ণুর অবতার বলা হয়, তখনকার কল্পনা, তা মূল ভারত কাহিনীর অংশ নয়। কিন্তু এই অংশাবতরণ কাহিনী মতেও দেখি যে কৃষ্ণ বলরাম, শকুনি ও দুর্ধোধন ইত্যাদি অংশাবতরণ হলেও তাদের জন্ম দিতে দেবগণকে সশরীরে আসতে হয় নাই ; পাণ্ডবদের বেলায় তা কেন হবে ? বিদুরের জন্ম বলা হল ধর্মের অংশে ; যুধিষ্ঠিরেরও তাই, বিদুরের বেলায় ধর্মদেবতা সশরীরে আসেন নাই, যুধিষ্ঠিরের বেলায় তাঁর সশরীরে কেন আসতে হবে ? অংশাবতরণ কথার অনৈসর্গিকতা ছাড়াও এই অসঙ্গতির জন্ম অগ্রাহ্য।

মহাভারতে অনেক স্থলে অর্জুনকে ইন্দ্রের পুত্র, পাকশাসনি, বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু অন্য একটি বিরুদ্ধ বিবরণও আছে, যে অর্জুন ও কৃষ্ণ যথাক্রমে নর ও নারায়ণ ঋষি, বদরিকাশ্রমে কঠোর তপস্তা কবে বহু শক্তি অর্জন করে তাঁরা বিশেষ কার্যের জন্ত পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন, তাঁরা অজেয়। খাণ্ডবদাহ অল্পপর্বে এই কথা আছে ; এই কথা দৈববাণীতে শুনে ইন্দ্রাদি দেবগণ, যারা খাণ্ডবদাহ নিবারণ করতে এসে কৃষ্ণ-অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেছিলেন, তাঁরা নিবৃত্ত হলেন। অর্জুন ও কৃষ্ণ যে নর ও নারায়ণ ঋষি বিশেষ কার্যের জন্ত জন্ম নিয়েছেন, তাঁরা অজেয়, সে কথা পুনঃ উত্তোগপর্বে ৪২ অধ্যায়ে এবং দ্রোণ পর্বে ১০১ অধ্যায়ে কথিত হয়েছে। এই ভাবে পরস্পরবিরুদ্ধ উপাখ্যান নিয়ে অর্জুনের

মহাত্মা বুদ্ধি করার-চেষ্টা থেকে অনুমান করা যায় যে এই সব উপাখ্যানই পরের যোজনা ; প্রকৃত তথ্য এই যে পাণ্ডবগণ পাণ্ডুরই ঔরসজাত পুত্র ।

পাণ্ডু রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে দুই স্ত্রী সহ অরণ্যে মৃগয়াচারী হলেন কেন, তা মহাভারতে বিবৃত হয় নাই । ১১৮-১১৯ অধ্যায় থেকে মনে হতে পারে যে কিন্দম ঋষির শাপে দুর্ভাগ্য হয়ে তিনি বাণপ্রস্থ অবনমন করেন । কিন্তু ১/১২২ শ্লোক থেকে মনে হয় যে ঋষির অভিশাপের পূর্বেই তিনি রাজ্যভার ছেড়ে দিয়ে অরণ্যচারী হয়েছিলেন । ১১৪।৬-১১ শ্লোক থেকেও সেই অনুমান হয় । ১১৪।১-৫ শ্লোকে আছে যে পাণ্ডু দীর্ঘজন্ম করে জিত ধনরত্ন ভোগ, সত্যবতী, মাতা অশ্বালিকা বা কৌশল্যা, বিদুর প্রভৃতিকে দিয়ে দিলেন, তাঁর জিত অর্থ দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন । ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্ব হেতু পাণ্ডু রাজপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, অশ্বরক্ষণ সূত্রে দীর্ঘজন্মের পরে অশ্বমেধ যজ্ঞ তাঁরই করবার কথা ছিল । ভোগ প্রভৃতির নির্দেশে ধৃতরাষ্ট্র সেই যজ্ঞের যজমান হওয়ার পাণ্ডু বিদ্রোহ না করে অভিমান ভরে রাজ্য ত্যাগ করে থাকতে পারেন । পুত্রদের জন্মের পরে পাণ্ডুর মৃত্যু হয় । ১/১১৫ শ্লোকে “মাতৃভ্যাং পরিব্রাজতাঃ”, শব্দের টীকায় নীলকণ্ঠ বলেছেন যে পুত্রগণ মাতৃদ্বয় দ্বারা ব্রাহ্মণ বলায় তখন যে পাণ্ডু গত হয়েছেন তাই স্মৃতিত হচ্চে । তাহলে মাত্রীও পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে পুত্রদের ব্রহ্মণ্যবেক্ষণ করেছেন পতির চিতায় জীবন বিসর্জন দেন নাই । পাণ্ডবগণ যখন হস্তিনাপুরে নীত হন, তখন মাত্রী ছিলেন না, ইতিমধ্যে তিনি স্বাভাবিক কারণে দেহত্যাগ করে থাকতে পারেন । এই অনুমান সত্য হলে ১,৮-১২৭ অধ্যায়ের বিবরণ আরো অগ্রাহ্য মনে হয় । এই অনুমান সত্য না হলেও পাণ্ডবগণের দেব-ঔরসে জন্ম-কথা অসঙ্গতি ও অনৈসর্গিকতা হেতু গ্রহণ করা যায় না ।

৩. ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের কথা

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের সম্বন্ধেও অসঙ্গতি এবং বিস্তৃত জন্মবিবরণে অনৈসর্গিকতা আছে । আদিপর্বের ৯৫ অধ্যায়ে বলা হল যে দৈতায়ন ঋষির বরদানের ফলে গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র হয়, তাঁর মধ্যে চার জন প্রধান—দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও চিত্রসেন (৫৬-৫৭ অনুচ্ছেদ) কিন্তু ৬৩ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন প্রভৃতি একশত পুত্র এবং বৈশ্রা পরিচারিকার গর্ভে জাত করণ জাতীয় এক পুত্র—যুয়ুৎসু ছিল, তাদের মধ্যে একাদশ জন মহারথ—যথা দুর্যোধন,

হুঃশাসন, হুঃসহ, হুঃর্মণ, বিকর্ণ, চিত্রসেন, বিবিশতি, জয়, সত্যব্রত, পুরুষিত ও যুযুৎসু (১১২-১২০ শ্লোক) এই ছটি শ্লোক সংশোধকমণ্ডলী বাদ দিয়েছেন । শাস্তি পর্বে ৪৪ অধ্যায়ে হুঃর্ষোধন, হুঃশাসন, হুঃর্মণ ও হুঃর্মুখ এই চার জন ধৃতবাহু পুত্রের নাম আছে—তাদের গৃহ যুধিষ্ঠির যথাক্রমে ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে দিলেন । ১১৭ অধ্যায়ে ধৃতবাহুর শতপুত্রের নাম আছে, সেখানে বলা হয়েছে যে তারা সকলেই অতিরথ ছিল (১৬ শ্লোক), উত্তোগপর্বে যথাক্রমে সংখ্যান অল্পপর্বে ভীষ্ম, হুঃর্ষোধন ও তার শত ভ্রাতাকে ব্রথোদার অর্থাৎ উত্তম ব্রথী কিন্তু মহারথ নয়—বলে বর্ণনা করেছেন (১৬ঃ১২ / ১) অতএব অতিরথ রূপে বর্ণনা অতিবাদ বলে বাদ দিতে হয় । যুদ্ধ বর্ণনা পাঠে হুঃর্ষোধন ও হুঃশাসন ভিন্ন আর কাকেও উত্তম ব্রথী বলে মনে হয় না ।

এক নারীর পক্ষে শত পুত্রের জন্মদান সম্ভব নয় । ২৫ অধ্যায় দ্বৈপায়নের বরদানের কথা বলা হয়েছে । বিস্তৃত বিবরণ আছে ১১৫ অধ্যায় ; সেখানে বলা হয়েছে যে গান্ধারী ব্যাস ঋষিকে পাণ্ড অর্ঘ্য আহাৰ্য ইত্যাদি দিয়ে সেবা করায় ব্যাস-ভুট্ট হয়ে তাকে শতপুত্রের জননী হও, এই বর দিলেন । গান্ধারী দুই বৎসরকাল গর্ভধারণ করেন, তার মধ্যে সন্তানের জন্ম না হওয়ায় এবং কুস্তীর পুত্র জন্মেছে সংবাদ পেয়ে তিনি স্বীয় উদরে চাপ দিলেন, ফলে গোলাকার কঠিন মাংসপিণ্ড প্রসূত হল । তখন ব্যাস ঋষি উপস্থিত হয়ে বললেন, শীতল জল দিয়ে এই — মাংসপিণ্ড স্নিগ্ধত কর, তা করা হলে মাংস পিণ্ডটি একশত এক ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল ও ব্যাসের নির্দেশে প্রতিটি ক্ষুদ্র মাংসপেশী স্বতন্ত্র কুস্তে রাখা হ'ল এবং কুস্তগুলি নিরাপদ স্থানে বক্ষিত হল ; প্রতি কুস্তে কালে একটি করে শিশু-উৎপন্ন হল—একশত পুত্র ও একটি কন্যা ; পুত্রদের মধ্যে প্রথম জাত যে হল, সেই হুঃর্ষোধন । এইভাবে বিস্মিষ্ট মাংসপেশী সমূহ স্বতন্ত্রে বক্ষিত হয়ে কালে শিশুরূপে পরিণত হল, সে আখ্যান গ্রাহ্য নয় । নারীর গর্ভে ছাড়া শিশু পূর্ণাবয়ব লাভ করতে পারে না । ব্যাসের তপস্কার বল থাকতে পারে, কিন্তু তার ফলে তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন না । ৬৭ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে কলির অংশে হুঃর্ষোধনের জন্ম হয়, এবং পৌলস্ত্যাগণ (যক্ষ ও রাক্ষসগণ) তার ভ্রাতৃগণরূপে জন্ম নেয় । সে সব জন্ম একসঙ্গে কেমন করে হবে ?

সভাপর্বে ৫৪ঃ১ শ্লোকে হুঃর্ষোধনকে জ্যৈষ্ঠিনেয় বা জ্যেষ্ঠী মহিষী গর্ভজাত বলা হয়েছে । শতপুত্র যদি ধৃতবাহুর হয়ে থাকে, তবে তাঁর বহু মহিষী ছিল ।

কিন্তু মহাভারতে একমাত্র গান্ধারীর কথাই আছে ধৃতরাষ্ট্রমহিষীরূপে। অতএব শত অর্থে বহু বুঝতে হবে। একটি স্বাস্থ্যবতী নারীর ১৭।১৮টি পুত্র ও একটি কন্যা থাকা অসম্ভব নয়। সম্ভবতঃ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর ১৭।১৮টি পুত্রই ছিল। দেশের বেশী বলে আদরার্থে তাদেরই শত বলা হয়েছে।

পরিসংখ্যানমত শত পুত্র বলে তাদের যুদ্ধে মৃত্যু বর্ণনায় মহাভারতকার এক এক-সঙ্গে অনেক ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের মৃত্যুর কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন। জয়দ্রথ বধের দিন ভীষ্ম যখন যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ মত কোরববাহু বিদীর্ণ করে কর্ণের সন্মুখীন হলেন, তখন ভীষ্মের হস্তে বার বার কর্ণের পরাজয়, এবং কর্ণের সাহায্যে কয়েকজন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রকে প্রেরণ, ও ভীষ্মের হস্তে নিমেষে তাদের সকলের মৃত্যু, এইভাবে একুশজন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের মৃত্যু, এবং তার পূর্বে ভীষ্মের আক্রমণে বিপর্যস্ত দ্রোণকে সাহায্য করতে এসে এগারজন ধার্মাষ্ট্রের মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রসংখ্যা একশত না বলে ১৭বা ১৮ জন বললে এইভাবে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের জীবন উৎসর্গকরণ বর্ণনা করতে হ'ত না।

৪. ভীষ্মের বাল্যজীবন বর্ণনায় অসঙ্গতি

হস্তিনাপুরে শিকাকালে ভীষ্ম তার অসামান্য দৈহিক বলের স্বযোগ নিয়ে মধ্যে মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের উপর উৎপাত করতেন, যথা গাছে উঠলে গাছের কাণ্ড ধরে নাড়া দিয়ে ফেলে দেবার ভয় দিতেন, স্নানের সময় কয়েকজনকে ধরে একসঙ্গে তাদের মাথা জলে ডুবিয়ে ধরে তাদের খাসকষ্ট উপস্থিত হলে ছেড়ে দিতেন, ইত্যাদি। তার প্রতিশোধ নিতে দুর্যোধন একবার ভীষ্মের খাত্তের সঙ্গে কালকূট বিষ মিশিয়ে দেন, একবার নিদ্রিত পেয়ে কৃষ্ণসর্প দিয়ে দংশন করান, একবার হাত পা বেঁধে নদীতে ফেলে দেন। প্রতিবাবই ভীষ্ম তাঁর প্রচুর প্রাণশক্তি বলে বেঁচে যান। ৬১ অধ্যায়ে এই স্বাভাবিক বর্ণনা আছে। ১২৮ অধ্যায়ে বিধৃত বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে কালকূট বিষ মিশ্রিত খাত্ত গ্রহণ করে অচেতন হয়ে পড়লে ভীষ্মের হাত পা বেঁধে দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতৃগণ তাকে জলে ফেলে দেন, ভীষ্ম ডুবতে ডুবতে নাগলোকে পৌঁছে যান, সেখানে নাগের দংশনে শরীরস্থ কালকূট বিষ নষ্ট হওয়ায় ভীষ্ম চেতনা লাভ করে অনেক নাগ বধ করেন, নাগরাজ বাহুকি তাঁকে চিনে সমাদর করে রস পান করতে দেন, আট কুণ্ড রস পান

করে ভীম আট দিন পুরো নিদ্রিত থাকেন, জেগে উঠলে বাহু কির আদেশে নাগগণ তাকে গঙ্গার কূলে পৌঁছে দেয়। আট দিন পরে বাড়ী ফিরলে কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরা দি আশ্রয় হন, তাঁরা ইতিমধ্যে বিহ্বলের উপদেশ মত ভীম বাড়ী না ফিরলেও কোন নালিশ বা গোলমাল করেন নাই। এইভাবে ৬১ অধ্যায় বর্ণিত স্বাভাবিক কাহিনীকে অলৌকিক রূপ দিবে অসঙ্গতির সৃষ্টি করা হয়েছে।

সংশোধক মণ্ডলী ১২৮ অধ্যায়ের বহু শ্লোক বর্জন ও বহু শ্লোক পরিবর্তন করে ৬১ অধ্যায় কথিত স্বাভাবিক কাহিনী ফিরিয়ে এনেছেন। এই একটি ক্ষেত্রে নানা প্রদেশের পুঁথি মিলিয়ে সঙ্গতি ও অনৈসর্গিকতা দূর করা সম্ভব হয়েছে। এইভাবে আর সব অসঙ্গতি ও অনৈসর্গিকতা দূর করতে পাবলে সম্ভাব্যতা বিচার করে অসঙ্গতি ও অনৈসর্গিকতা দূর করার চেষ্টার প্রয়োজন হত না।

৫. কৰ্ণ সম্বন্ধে অসঙ্গতি

কৰ্ণ কুন্তীর কানীন পুত্র, ঋষি দ্রুপদ রাজা কুন্তিভোজের অতিথি হলে। কুমারী কন্তাকে তার সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন, দ্রুপদ বিদায় নিয়ে যাবার পরে কুন্তীর গর্ভে কৰ্ণের জন্ম হয়। ঋষির অসংখ্যের কথা ঢাকা দিতে উপাখ্যান সৃষ্টি হয়েছে যে দ্রুপদ যে কোন দেবতাকে সশরীরে আহ্বান করতে কুন্তীকে মন্ত্র বর দিয়েছিলেন; সেই মন্ত্রবলে কুমারী সূর্যদেবতাকে আহ্বান করেন ও তার ঔরসে কৰ্ণের জন্ম হয়, কিন্তু কবি নবীন সেনের অনুমান বার্থ, যে কৰ্ণ দ্রুপদের ঔরস পুত্র। কন্তা অবস্থায় জন্ম হওয়ায় লোকলজ্জাভয়ে কুন্তী পুত্রটিকে জন্মের পরে বিসর্জন দিতে বাধ্য হন, এক পেটিকায় রেখে পুত্রটিকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়; সূত অধিরথ স্নানকালে পেটিকাটি দেখে সেটি উদ্ধার করে জীবন্ত শিশুটিকে দেখতে পান, এবং তিনি ও তাঁর স্ত্রী স্রীরাধা পুত্রটিকে সযত্নে পালন করেন—তাঁহাদের আর পুত্র ছিল না। অধিরথ পুত্রটির নাম দেন বহুসেন।

কৰ্ণের অস্ত্রশিক্ষা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনি দ্রোণ, কৃপ ও পরশুরামের নিকট শিক্ষা পেয়ে পরমাস্ত্রবিদ বলে খ্যাত হলেন।^১ দ্রোণ যখন হস্তিনাপুরে রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষা দেন, তাঁর শিক্ষার উৎকর্ষের খ্যাতি চারদিকে ব্যাপ্ত হওয়ায় বৃষ্টি অন্ধক

কুলের ও অত্র রাজ্যের কুমারগণ এসে তার কাছে শিখিতে আরম্ভ করলেন, তার মধ্যে রাধেয় কর্ণও এসে দ্রোণকে গুরু বলে বরণ করে নিলেন, একথা আদিপর্বে আছে।^২ কিন্তু পাণ্ডুপুত্র ও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের শিক্ষা সমাপ্তির পরে যখন ব্রহ্মস্থল নির্মাণ করে অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন হল অত্র সবার শিক্ষা চাতুর্য দেখাবার পরে দ্রোণ অর্জুনকে শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিদ বলে অস্ত্রের খেলা দেখাতে বললেন, এবং অর্জুন তা দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করে দিলেন (১৩৫ অধ্যায়), তখন অকস্মাৎ বাহু আশ্ফাটন করে কর্ণ ব্রহ্মস্থল প্রবেশ করলেন, রূপ দ্রোণকে বিশেষ সম্মম না দেখিয়ে প্রণাম জানালেন এবং অর্জুনকে সম্বোধন করে বললেন, তুমি যা দেখিয়েছ, আমি তা সব দেখাতে পারি। সকলে বিস্মিত হয়ে ভাবলো, লোকটি কে?^৩ দ্রোণের অহুমতিতে কর্ণ ব্রহ্মস্থল অর্জুন যা বিছু করেছিলেন, সবই করলেন। তা দেখে দুর্যোধন তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'দৃষ্ট্যা প্রাপ্তোহস্মি মানদ' (ভাগ্যক্রমে তোমাকে পেলাম) - অর্জুনের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়ে দুর্যোধন অত্যন্ত আনন্দিত। তারপর কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে চাইলে রূপ কর্ণের পরিচয় জানতে চাইলেন, বললেন যে অর্জুন রাজা পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র, রাজপুত্রগণ নীচকুলজাত পুরুষের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেন না। তখন কর্ণকে লজ্জিত দেখে দুর্যোধন বললেন অর্জুন যদি রাজপুত্র বা রাজা ছাড়া অত্র পুরুষের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ না করে, তাহলে আমি কর্ণকে অত্র রাজ্যে সামন্ত রাজপদে অভিষিক্ত করছি। তারপর সূত অধিরথ ব্রহ্মস্থলে এলো, কর্ণ তাকে পিতা বলে প্রণাম করলে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আর হল না। কিন্তু এই বৃত্তান্ত থেকে পরিষ্কার দেখা যায় যে কর্ণ দ্রোণের ও রূপের অপরিচিত ছিলেন। দ্রোণ ব্রহ্মস্থলে তাকে অস্ত্রের খেলা দেখাতে অহুমতি দিলেও তার পরিচয় জানতেন না। রূপ তো পরিষ্কার সে কথা প্রকাশ করেছেন। অতএব দ্রোণও রূপের নিকট কর্ণের অস্ত্রশিক্ষা হয় নাই, অসঙ্গতি হেতু সেই বৃত্তান্ত বাদ দিতে হবে। পরশুরামের নিকট শিক্ষার কথাও আছে, কিন্তু পরশুরামের পাণ্ডুপুত্র ও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের কৈশোরের বা যৌবনের কালে বর্তমান থাকা সম্ভব নয়। তিনি দাশরথি রামের পূর্ববর্তী, দাশরথিরামের তরুণ বয়সে তাঁর সঙ্গে পরশুরামের সাক্ষাৎ হয়; পাণ্ডব কৌরবগণ তার তিন চার শত বৎসর পরে জন্মেছিলেন।

২. আদি পর্ব, ১৩২।২২

৩. " " ১৩৬।৭

অতএব পরশুরামের নিকট হতে কি করে কর্ণ শিক্ষা পাবেন। মহাভারত আখ্যানে কালপর্যায় মধ্যে মধ্যে উপেক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু মহাভারতের আখ্যান মতেও দেখা যায় যে পরশুরাম যখন তাঁর সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে সন্ন্যাস নিষে বনে যাওয়া মনস্থ করেছেন তখন দ্রোণ গিয়ে তাঁর কাছে ধন প্রার্থনা করলেন; পরশুরাম বললেন—আমার ধন ও জমি জমা সব দান করে দিয়েছি। আমার এই শরীর আর অস্ত্রসমূহ শুধু বাকী আছে। দ্রোণ তাঁর অস্ত্রগুলি চেয়ে নিলেন।^১ এই ঘটনা হয় ভীষ্মের নিকট আশ্রয়লাভের পূর্বে। অতএব কর্ণের পক্ষে ভার্গব পরশুরামের কাছ থেকে অস্ত্রশিক্ষা সম্ভব নয়। ভৃগুবংশীয়, অঙ্গিরস বংশীয় এবং মনুবংশীয় অস্ত্রশিক্ষক সেকালে অনেক ছিলেন, কর্ণ কার কাছে অস্ত্রশিক্ষা করলেন তা কালে লোকে বিস্মৃত হওয়ায় অসম্ভব গল্পের সৃষ্টি করেছে।

ভার্গব পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা না হয়ে থাকলে তাঁর কাছ থেকে অভিশাপ প্রাপ্তির কথাও বাদ দিতে হয়। অভিশাপ প্রাপ্তির কথা মহাভারতে দুইবার বিবৃত হয়েছে। স্বয়ং কর্ণকর্তৃক কর্ণপর্বে ৪২ অধ্যায়ে এবং নারদ কর্তৃক শান্তিপর্বে ২-৩ অধ্যায়ে। কর্ণের বিবৃতি অনুসারে কর্ণ পরশুরামের নিকট হতে দিব্য অস্ত্র শিক্ষা করতে ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়ে তাঁর আশ্রমে ছিলেন, একদিন যখন গুরু কর্ণের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন, ইন্দ্র অজুর্নের হিতকামনায় ভয়ানক কীটকপ ধারণ করে কর্ণের উরু ভেদ করে দেন, কর্ণ গুরুর নিদ্রাভঙ্গ-ভয়ে যন্ত্রণা সহ করেছিলেন, কিন্তু রক্তের উষ্ণস্পর্শে গুরু জেগে উঠে ব্যাপার দেখে বল্লেন, ব্রাহ্মণ হলে এত যন্ত্রণা সহ করে থাকতে পারতো না, তুমি কে সত্যিকারে বল। কর্ণ তখন নিজ পরিচয় দিলেন, স্তম্ভপুত্র বলে; শুনে পরশুরাম অভিশাপ দিলেন, মিথ্যা বলে তুমি দিব্য অস্ত্র লাভ করেছ, তোমার মৃত্যু সংকট উপস্থিত হলে এই দিব্য অস্ত্র তোমার স্বরণ হবে না। শান্তিপর্বে নারদ কথিত উপাখ্যান মতে যে ভীষণ দংষ্ট্রাবিশিষ্ট কীট কর্ণের উরুভেদ করে, সে ছিল দংশ নামক মহা অসুর, ভৃগুর ভাষাকে অপহরণ করায় ভৃগু তাকে শাপ দিয়ে ভীষণ কীটরূপে পরিণত করেন, অসুরের ক্ষমা প্রার্থনায় বল্লেন যে ভার্গব পরশুরামকে যখন দর্শন করবে তখন শাপ থেকে মুক্তি পাবে; এবং পরশুরাম জেগে উঠলে কীট তাকে দেখে পূর্ববৎ বান্ধুসরূপ ফিরে পেয়ে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে আকাশ পথে চলে গেল। কিন্তু পরশুরাম কর্ণের পরিচয় জেনে তাকে পূর্বকথিত অভিশাপ দিলেন।

এক ঘটনার দুই বিবৃতির অসঙ্গতি হেতু ঘটনার সত্যতা অগ্রাহ্য করতে হয় । তাছাড়া প্রতিটি বিবৃতি অনৈসর্গিকতা হেতু অগ্রাহ্য । কর্ণের সূর্যের ঔরসে, অর্জুনের ইন্দ্রের ঔরসে জন্ম, সেই অনৈসর্গিক কথা বাদ দিলে প্রথম বিবৃতির মূল নষ্ট হয়ে যায় । আদিপর্বে ৫-৬ অধ্যায়ে আছে যে ভৃগুপত্নী পুলোমাকে হরণ করেছিল পুলোমা নামক এক রাক্ষস, তার দাবী ছিল যে সে প্রথমে পুলোমাকে বরণ করে, পরে পুলোমার পিতা ভৃগুর সঙ্গে পুলোমার বিবাহ দেন , কিন্তু হরণ করে নিয়ে যাবার সময় পুলোমার পুত্র চ্যবন গর্ভচ্যুত হয়ে জাত হয়, তার দীপ্ত তেজে হরণকারী রাক্ষস ভস্মীভূত হয়ে যায় । ভৃগু এসে অগ্নিকে অভিশাপ দেন, কারণ অগ্নি পুলোমার কথা সত্য বলে স্বীকার করেছিল ; সেখানে রাক্ষস বা অসুরকে ভৃগুর অভিশাপদানের কথা নাই । অতএব এখানেও অসঙ্গতি, অনৈসর্গিকতা তো আছেই । এইভাবে কর্ণের ভৃগুবংশের পরশুরামের অভিশাপ প্রাপ্তির কথা কোন মতেই গ্রাহ্য নয় । তা ছাড়া অর্জুনের সঙ্গে শস্য যুদ্ধকালে কর্ণ যে অস্ত্রের প্রয়োগ বিস্মৃত হয়েছিলেন, তার কোন নিদর্শন কর্ণ-অর্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধের বিবরণে দেখা যায় না । সারথি শল্য যুদ্ধশেষে দুর্ধোধনকে বলেন, দুই মহাবীরই বহুক্ষণ ধরে অস্ত্রচাতুর্ষ দেখান, বরণ কর্ণই যেন অর্জুনকে বিব্রত করে তুলেছিলেন, দৈবক্রমে অর্জুন জয়লাভ করেন ।^১

সেক্ষপ এক ব্রাহ্মণের শাপে যুদ্ধকালে কর্ণের রথচক্র প্রোথিত হয়ে যাওয়ার কথাও অগ্রাহ্য মনে হয় । কর্ণপর্বে এই শাপের কথা আছে ৪২.৩৯-৪৮ শ্লোকে, কর্ণ নিজমুখে শল্যকে তা বলেছেন । এবং শান্তিপর্বে নারদ মুখে এই শাপের কথা ২।১৯ ২৮ শ্লোকে আছে । এই দুটি বিবরণে কিছু অসঙ্গতি । কর্ণের বিবৃতি মতে তিনি দৈবক্রমে বাণনিষ্ক্ষেপ অভ্যাস করা কালে একদ্বিজের হোমধেনুর বৎস বাণাঘাতে মেরে ফেলেছিলেন , দ্বিজকে অজ্ঞানকৃত গোবৎস বধের কথা জানিয়ে তাকে এক মহত্স গোদান করলেন, তবু সে প্রসন্ন না হয়ে শাপ দিল যে মৃত্যুপণ করে যুদ্ধকালে কর্ণের এক রথচক্র ভূপ্রোথিত হয়ে যাবে । নারদের বিবৃতি মতে হোমধেনুর বৎস নয়, একটি হোমধেনু দৈবক্রমে বাণাঘাতে হত হয়েছিল, ব্রাহ্মণ বহু গোদান উপেক্ষা করে চক্র ভূমিগ্রস্ত হবে মৃত্যুপণ যুদ্ধকালে সেই অভিশাপ দিল । নারদ উপাখ্যান মতে সে ঘটনা ঘটে যখন কর্ণ পরশুরামের আশ্রমে মহেন্দ্রপর্বতে (মহানদী ও গোদাবরীর মধ্যে পূর্বঘাট পর্বতমালার একটিতে) বাস করছিলেন, সে কথা

কর্ণের নিজ বিরতিতে নাই। এই অসঙ্গতি হেতু ঘটনাটি সত্য নয় সাব্যস্ত করা যায়। এইভাবে অনিচ্ছাকৃত গো বা গোবৎস বধের জন্য শাপ বা শাস্তি প্রাপ্য নয়, বিশেষতঃ যখন কর্ণ ক্ষতিপূরণ হিসাবে একটি নয়, বহু গোধন দিলেন। অতএব ব্রাহ্মণের অভিশাপ ফলবান হবার কথা নয়। কর্ণার্জুন যুদ্ধকালের শেষভাগে কর্ণের রথ ভূপ্রোথিত হবার কথা যুদ্ধবর্ণনার মধ্যে আছে, এবং কর্ণ রথচক্র উঠিয়ে নেবার সময় প্রার্থনা করলে কৃষ্ণ তাকে বিদ্রূপ করলেন ও অর্জুনকে প্রহার করতে উৎসাহিত করলেন তাও আছে। কিন্তু তখন কর্ণসারথি শল্য কোথায় তার উল্লেখ নাই। রথ চালনাকালে বাধা উপস্থিত হলে তা দূর করা সারথির কার্য, এবং শল্য দক্ষ সারথি ছিলেন বলেই তাকে কর্ণ সেদিন নিজের সারথি করেছিলেন, শল্য স্তম্ভভাবে সারথ্য করেছিলেন তাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধশেষে দুর্বোধনের কাছে কর্ণের রথ নিয়ে গিয়ে শল্য যখন যুদ্ধ বিবরণ দেন, তখন রথচক্র প্রোথিত হবার কোন কথা বলেন নাই।

অতএব রথচক্র প্রোথিত হয়ে যাবার কথা পরে কল্পিত তাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধ বিবরণ, বিশেষত কর্ণের যুদ্ধ বিবরণ, বহু পরিবর্তিত হয়েছে। সে পরিবর্তন শুধু ব্রাহ্মণদের মহিমা ও মন্ত্রশক্তি দেখাতে নয়, কিন্তু কর্ণ যে অর্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন, দৈবগতিকে এবং ব্রাহ্মণের অভিশাপে তাঁর মৃত্যু হল এই কথা প্রতিপন্ন করতে কোন কবি বা পুঁথিলেখক আগ্রহী ছিলেন। কর্ণ কুস্তীর পুত্র এবং এক শ্রেষ্ঠ পর্ষায়ের বীর হওয়া তার উপযুক্ত মর্যাদা পান নাই, তা কোন কোন কবিকে ব্যথিত করেছে সন্দেহ নাই। তাই এত যোজনা পরিবর্তন।

এই পরিবর্তন ও যোজনা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর বর্ণনাতেও আছে। লক্ষ্যবেধ করতে প্রয়াস করে যারা নিষ্ফল হলেন, তাদের মধ্যে কর্ণের নাম আছে, আবার আছে যে কর্ণ উঠে ধনুকে সহজেই জ্যা পরিয়ে দিলেন, লক্ষ্যবেধের জন্য উদ্যত বলে কৃষ্ণ বলে উঠলেন, আমি স্মৃতিকে বরণ করব না, শুনে কর্ণ নিবৃত্ত হলেন। অর্থাৎ কর্ণ ইচ্ছা করলেই লক্ষ্যবেধ করতে পারতেন, তিনি অর্জুনের চেয়ে কোন অংশে নান নন, তাই দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। ভাগ্যবান গবেষণা কেন্দ্রের মহাভারত সংশোধক মণ্ডলী আদি পর্বের ১৮৭ / ২১ ২৩ শ্লোক বাদ দিয়েছেন। বলেছেন যে এই শ্লোকগুলি-অধিকাংশ প্রদেশের পুঁথিতে নাই, এবং দ্রৌপদী বীর্যশুদ্ধির সত্য উপস্থিত হয়েছিলেন, যিনি লক্ষ্যবেধ করতে পারেন তাকেই তাঁর বরণ করতে হবে, তাঁর পক্ষে আমি স্মৃতিকে বরণ করবো না বলে কর্ণকে নিবৃত্ত করা সম্ভব নয়।

১৮৭ / ১৫ ও ১৮৮ / ১২ শ্লোকও তাঁরা বাদ দিয়েছেন, তবে ১৮৮ / ৪ শ্লোক দেখেছেন অর্থাৎ কর্ণ লক্ষ্য বেধ করতে পারেন নাই, তাই মূল বিবরণ বলে তাঁরা গ্রহণ করেছেন। বনপর্বে খোষযাত্রা কালে দেখি যে কর্ণ গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন ও তাঁর সেনানীদের হাত থেকে দুর্বোধন ও কুকট্রীদের রক্ষা করতে পারেন নাই, যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জুন গিয়ে চিত্রসেনকে পরাজিত করে তাদের উদ্ধার করলেন। উক্তর গোত্রহ যুদ্ধ বিবরণে দেখা যায় যে কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে হস্তযুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন। বন পর্বে ঘোষযাত্রার পক্ষে কর্ণের দিবিজয় কাহিনী আছে, দুর্বোধন রাজস্বয় যজ্ঞের পরিবর্তে বৈষ্ণব যজ্ঞ করবার পূর্বে কর্ণ চতুর্দিকের রাজাদের পরাজিত করে যজ্ঞের জন্ম কর আদায় করেন তাই বলা হয়েছে। কিন্তু সংশোধকমণ্ডলী কর্ণের দিবিজয় কাহিনী পরে যোজিত সাব্যস্ত করে তা বাদ দিয়েছেন, পর্বসংগ্রহেও তাঁর উল্লেখ নাই। সব কথা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত করা যায় যে কর্ণ প্রায় অর্জুনের সমকক্ষ রথী ও যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু অর্জুনের কিছু শ্রেষ্ঠতা ছিল। বর্ণের কানীন জন্ম হেতু যে স্বীয় যোগ্য অধিকার ও মর্যাদা জীবনে পান নাই, তার জন্ম মহানুভূতি হেতু কোন কোন কবি কর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্ম অসঙ্গতির সৃষ্টি করেছেন এবং কণকথা কল্পনা করেছেন।

৬. অর্জুন বনবাস কাহিনী

অর্জুনের বনবাস কাহিনী সম্বন্ধে ভারত শ্রুতি ও বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে অসঙ্গতি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মূল কাহিনীর পরিবর্তন হয়েছে। ভারত শ্রুতির বিবরণ হ'ল যে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে বাসকালে কোন কারণে তাঁর প্রিয় ভ্রাতা অর্জুনকে এক বৎসর এক মাসের জন্ম নির্বাসিত করেছিলেন, অর্জুন বনে ভ্রমণ করতে করতে দ্বারকায় গিয়ে কৃষ্ণের অন্তর্জা স্ত্রীদ্রাকে লাভ করে ফিরে আসেন।^১

১ প্রমাণ মহাভারতের আদি ৮১।৫০-৪৪ শোধিত সংস্করণে ৫৫।৩১-৩৩, প্রায় সমার্থক, শোধিত পাঠে—

ভতো নিমিত্তে কশ্মিংশিদ্ ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।

বনং প্রস্থাপয়াম্য ভ্রাতরং বৈ ধনঞ্জয়ম্ ॥

সর্বৈ সস্বৎসরং পূর্ণং মাসং চৈকং বনে বসন্ ।

ততোহগচ্ছদ্ দ্বীকেশং দ্বারকতাং কদাচন ॥

লক্ষবাস্তত্ৰ বীতংস্ ভাৰ্য্যং রাজীবলোচনাম্ ।

অনুজাং বাসুদেবন্ত স্ত্রীদ্রাং ভদ্রভাষিনীম্ ॥”

এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ আদিপর্বের ২১২-২২১ অধ্যায়ে আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে নারদের উপদেশে পাণ্ডবগণ দ্রোণদী সহবাস সম্বন্ধে নিয়ম করেন যে ক্রমান্বয়ে দ্রোণদী এক এক ভ্রাতার সঙ্গে থাকবেন; এক ভ্রাতার সঙ্গে বাসকালে অত্র কোন ভ্রাতা দ্রোণদীর কাছে গেলে তাকে দ্বাদশ বৎসর বনবাসে ব্রহ্মচর্য পালন রূপ শাস্তি ভোগ করতে হবে। একদিন দ্রোণদী যখন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ছিলেন, তখন এক ব্রাহ্মণ এসে জানায় যে তার গোধন হত হয়েছে, এবং রাজ্যে গোহরণ নিবারণ করতে না পাবার জন্য অর্জুনকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করে এবং তার গোধন উদ্ধার কবে দিতে বলে। অর্জুনের অস্ত্র শস্ত্র তখন যুধিষ্ঠিরের গৃহে ছিল, তা আনতে অর্জুনকে যে গৃহে যুধিষ্ঠির ও দ্রোণদী একত্রে বিশ্রাম করছিলেন, সেখানে যেতে হয়; অস্ত্র নিয়ে তিনি অভিযান করে ব্রাহ্মণের গোধন উদ্ধার করে দেন; ফিবে এসে তিনি নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন বলে যুধিষ্ঠিরের নিষেধ সত্ত্বেও দ্বাদশ বৎসর বনবাস বরণ করলেন। এই কাহিনী নানা কারণে অগ্রাহ্য মনে হয়। পাণ্ডবগণের কাল খৃঃ পূঃ একাদশ দশম শতাব্দী, তখন রাজ্য বা ক্ত্রিয়গণই প্রধান ছিলেন; রাজ্যে সাধারণ একজন ব্রাহ্মণের গোধন অপহৃত হল, তার জন্য সেই ব্রাহ্মণ এসে রাজ্যে শাস্তি রক্ষাকারী রাজভ্রাতাকে তীব্র তিরস্কার করবে, তা সম্ভব মনে হয় না। পরে ব্রাহ্মণ প্রাধান্তের যুগে তা কল্পিত হয়েছে। অর্জুনের উপরে রাজ্য রক্ষার ভার ছিল, তাঁর অস্ত্র-শস্ত্র কেন যুধিষ্ঠিরের বিশ্রাম গৃহে থাকবে? হস্তিনাপুরে দুর্যোধন দুঃশাসনাদি রাজভ্রাতা-গণের পৃথক পৃথক গৃহ ছিল। ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবগণেরও তা থাকা স্বাভাবিক। পৃথক পৃথক অস্ত্রাগার যদি নাও থাকে, অস্ত্রতঃ প্রতি ভ্রাতার গৃহে পৃথক অস্ত্রকক্ষ থাকবে। অতএব অস্ত্র আনতে যুধিষ্ঠিরের বিশ্রামকক্ষে কেন যেতে হবে? তা ছাড়া অস্ত্র শস্ত্র নেবার উদ্দেশ্যে উপস্থিতি জানিয়ে বিশ্রাম গৃহে গেলে নিয়ম ভঙ্গ হয় না, দ্রোণদীর সঙ্গলাভের উদ্দেশ্যে গেলে নিয়মভঙ্গ হয়। যুধিষ্ঠিরের নিষেধ সত্ত্বেও অর্জুন বনবাস বরণ করলে একথা বলা যায় না, যে যুধিষ্ঠির কোন কারণে তাঁর প্রিয় ভ্রাতা অর্জুনকে নির্বাসিত করেছিলেন। নির্বাসনের কাল সম্বন্ধে অসঙ্গতি বড় বেশী। ভারত শ্রুতে “সহস্রং পূর্ণং মাসং চৈকম্” আছে, তাহার সহজ অর্থ পূর্ণ এক বর্ষ ও এক মাস। কালী প্রসন্ন সিংহ সেই অর্থই নিয়েছেন। টিকাকার নীল-কণ্ঠ কষ্টকল্পিত অর্থ করে সামঞ্জস্য করতে চেষ্টা করেছেন, বলেছেন যে “পূর্ণ” শব্দের অর্থ দশ হয়; মোচার্ঘ্যের অদ্বয় করেছেন “সহস্রং পূর্ণং চৈকং মাসং পূর্ণম্”,

অর্থাৎ দশ ও এক বৎসর ও দশ মাস = একাদশ বৎসর দশ মাস। তার পরে হস্তিনাকে বিবাহ করে সেখানে আরো দুমাস কাটিয়ে দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হ'ল। কিন্তু এই ভাবে অশ্রয় করা, পূর্ণ শব্দ বৎসর ও মাস উভয় শব্দের বিশেষণ রূপে গ্রহণ করা, সন্দর্ভ বলে গ্রহণ করা যায় না। সংশোধক মণ্ডলী ভিন্ন ভিন্ন বিবৃতিতে অসঙ্গতি আছে, এই কথা বলে দুটি বিবরণই রেখেছেন। কিন্তু ভারতমুদ্রের স্বাভাবিক অনৈসর্গিকতা বর্জিত বিবরণই গ্রাহ্য, অর্থাৎ অর্জুন বনবাস কাল ত্রয়োদশ মাস মাত্র ছিল, তাই মানতে হবে।

মহাভারতের দক্ষিণ ভারতীয় সংস্করণে পাণ্ডবগণের জীবনের একটি বর্ষপঞ্জী আছে, সে মতে হস্তিনাপুরে প্রথম আগমন কালে যুধিষ্ঠিরের বয়স ছিল ষোল, ভীষ্মের পনের, অর্জুনের চৌদ্দ, নকুল-সহদেবের তের বৎসর; হস্তিনাপুরে শিক্ষা ও স্থিতিকাল তেব বৎসর; বারণাবতে, বনে, এবচক্রাঘ ও রূপদ রাজগৃহে মোট স্থিতিকাল সাত বৎসর; ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যভোগ তেইশ বৎসর, বারো বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস, যুদ্ধের পরে ছত্রিশ বৎসর হস্তিনাপুরে রাজত্বকাল, মহাপ্রস্থানকালে যুধিষ্ঠিরের বয়স ১০৮ বৎসর। এই বর্ষপঞ্জী উক্তর ভাবতের বা কাশ্মীরের পুঁথিতে নাই, সংশোধক মণ্ডলী তা গ্রহণ করেন নাই। ভীষ্মপর্বে আছে যে অর্জুন বলছেন, বাল্যকালে আমি ধূলি ধূসরিত দেহে ভীষ্মের কোলে উঠেছি, তাঁকে পিতা বলে ডেকেছি, এখন তাকে কেমন করে বধ করব? অতএব হস্তিনাপুরে যখন প্রথম আসেন, তখন অর্জুন চতুর্দশ বৎসরের তরুণ নন, চাঁদ বৎসরের শিশু হতে পারেন। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে আছে যে পাণ্ডুপুত্রগণ যখন হস্তিনাপুরে ঋষিদের সঙ্গে এল, ঋষিরা “এরা পাণ্ডুর পুত্র” এই বলে চলে গেলেন, তখন কেউ কেউ বলেছিল যে পাণ্ডু তো বহুপূর্বে মৃত হয়েছিল, ওরা তার পুত্র কেমন করে হবে? পাণ্ডুপুত্রগণ তখন ১৬-১৩ বৎসর বয়স্ক হলে সে কথা উঠত না, তাদের বয়স ৬-৩ বৎসর ছিল বলেই সে কথা উঠেছিল। হস্তিনাপুরে লালন পালন, শিক্ষা ও স্থিতিকাল ত্রয়োদশ বর্ষ না বলে একাদশ বর্ষ, এবং ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যকাল ত্রয়োবিংশ বৎসর না বলে পঞ্চবিংশ বর্ষ ধরলে হিসাব মেলে। ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যকাল পঞ্চবিংশ বর্ষ ধরতে কোন বাধা নাই, বন জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে

১ ভীষ্মপর্ব ১০৭।৯২২৪ : “জীড়তা হি ময়া বাল্যে বাহুদেব মহামনা :।

পাণ্ডুরুচিত গাত্রেণ মহাত্মা পরবীকৃতঃ। যন্তাহমাতকহাং বাল : কিল গদাগ্রজ।

ভাতেত্যবোচং পিতং পিতুঃ পাণ্ডোহহানঃ ॥ স বধ্যং কং ময়া ॥”

রাজধানী স্থাপন করে, নূতন নূতন জনপদ স্থাপনের ভূমি নির্দিষ্ট করে দিয়ে জনপদ গড়ে ওঠার সময় ধরে, শেষে রাজস্বকালে রাজ্যের সমৃদ্ধি বিবেচনা করে সে পর্যায়ে পৌঁছতে পঁচিশ বৎসর লেগেছিল ধরে নেওয়া অসম্ভব নয়। ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যকালেই অভিমত্যা ও দ্রৌপদীপুত্রগণের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। তাদের শিক্ষার উন্নতি দেখে অর্জুন সন্তোষ প্রকাশ করেন (আদি ২২১ অ.)। রাজস্ব যজ্ঞের পরে বিদ্যায়ী রাজাদের সম্মানার্থ কিছুদূর পর্যন্ত অস্থগমন করা হয়, কে কার অস্থগমন করেছিলেন বলতে বলা হয়েছে যে অভিমত্যা ও দ্রৌপদী পুত্রগণ পার্বত্যের মহারথ-দের অস্থগমন করেন (মভা. ৪৪ খ)। তখন তারা নিতান্ত শিশু হতে পারে না, অন্ততঃ যৌবনতের বৎসর বয়স্ক হবে।

উত্তোগপর্বে ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণ-অর্জুনের বীরত্বের কথা বলতে বলেন “ত্রযজিংশং সমাহুয় খাণ্ডবেহাগ্নিমতর্পরং” (৫২।১০)। অর্থাৎ তেত্রিশ বৎসর হ’ল অর্জুন অরণ্য জালিয়ে খাণ্ডবে অগ্নিকে তৃপ্ত করেছিলেন। খাণ্ডব-দাহ হয় অর্জুন বনবাস শেষ হবার পরে, সুভদ্রাকে বিবাহ করে বনবাস কাল অস্তে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন, তাবপর বলরাম কৃষ্ণ প্রভৃতি নানা ঊগ্ৰহাব নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন, কিছুদিন আনন্দ উৎসবের পরে দ্বাদশবর্ষ বলরামের নেতৃত্বে ফিরে গেলেন, কিন্তু কৃষ্ণ সখা অর্জুনের সঙ্গে আরো কিছুদিন রয়ে গেলেন। সেই সময় অর্জুন কৃষ্ণের সাহায্যে খাণ্ডব দাহ করেন। তা যদি পাণ্ডবগণের দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পরে যখন রাজ্যার্থ প্রত্যাগমনের আলোচনা চলছে তার তেত্রিশ বৎসর পূর্বে হয়ে থাকে, তাহলে অর্জুন বনবাস শেষ হয়েছিল দ্যুতকীড়ার বিশ বৎসর পূর্বে, ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য প্রতিষ্ঠার চার পাঁচ বৎসর পরে। অর্থাৎ অর্জুন বনবাস কাল দ্বাদশ বৎসর, তা অলীক কল্পনা, বনবাসকাল এক বৎসর এক মাস, তাই ঠিক কথা।

অগ্ন্যবধি সভায় অর্জুন যখন লক্ষ্যবেধ করেন, কৃষ্ণ স্মিতমুখে মালা হস্তে তাঁর দিকে এগিয়ে এসে তাঁকে মালাদান করেন, তাঁর হৃদয় কান্দি দেখে কৃষ্ণের মনে তখনই প্রেম সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। মনে হয় যে একমাত্র অর্জুনের জ্ঞান হতে পারলেই কৃষ্ণের জীবন সুখের হত। যখন ঠিক হল যে তাকে পঞ্চপাণ্ডব ভ্রাতার জ্ঞান হতে হবে, তখন তার মনে কি হল তার কোন উল্লেখ নাই, তিনি নীরবে সে বিধান মেনে নিলেন। নারদেব পরামর্শমত পাণ্ডবগণ কৃষ্ণসহ সহবাসের একটা সময় বা নিয়ম করেছিলেন, তা বিশ্বাস্য নয়; নারদ যদি কেউ থাকেন, তিনি এলাকে লোকে হরিনাম করে বেড়ান, পৃথিবীতে যখন তখন মাছুষের ব্যাপারে

হস্তক্ষেপ করেন না। তবু এক জ্ঞী বিবাহ করে পঞ্চ ভ্রাতা সহবাসের একটা নিষফ করে নেবেন, তা স্বাভাবিক, তা লঙ্ঘন করলে এক বংশের একমাস নির্বাসনকপ শাস্তি বিহিত ছিল। বিবাহের অল্পকাল পরে ইন্দ্রপ্রস্থে বাসের প্রথম কয়েক বংশের মধ্যে অর্জুন ও কৃষ্ণ সম্ভবতঃ নিয়মভঙ্গ করেছিলেন, তাই অর্জুনকে এক বংশের একমাস বনে যাবার শাস্তি নিতে হয়। অর্জুন যখন হুভদ্রাকে বিবাহ করে ফিরে এলেন, কৃষ্ণ অভিমানভরে প্রথমে বলেন, তুমি সাত্ত্বী কণ্ঠ্য কাছে যাও, নূতন বন্ধন করলে পুরাতন বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। তারপরে আবার হুভদ্রাকে অভ্যর্থনা করে আলিঙ্গন করলেন। তবু দ্রষ্টব্য যে হুভদ্রার গর্ভে পুত্র পুত্র অভিমন্যুর জন্মের পরে ক্রমে ক্রমে দ্রৌপদীর গর্ভে পঞ্চপাণ্ডবের ঔরসে জ্যেষ্ঠাঙ্কমে পুত্র জন্মে।^১ অভিমন্যু ছয় পাণ্ডব পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। বনপর্বে কৃষ্ণ বলেছেন যে দ্রৌপদী পুত্রগণ পাঞ্চাল প্রাসাদ থেকে দ্বারকায় হুভদ্রার কাছে চলে গেছেন, সেখানে প্রহ্মায়ের সঙ্গে অভিমন্যুও তাদের অস্ত্র শিক্ষা দিচ্ছেন।^২ উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণ বলেছেন, আমার বীর পুত্রগণ অভিমন্যুকে নেতা করে যুদ্ধ করবে।^৩ তার থেকে অনুমান করা যায় যে অর্জুন যখন নিয়মভঙ্গ অপরাধে নির্বাসিত হলেন, কৃষ্ণও সেকালে ব্রহ্মচারিণী ভাবে থাকেন, অত্র কোন পাণ্ডব ভ্রাতার সঙ্গে সহবাস করেন নাই। অর্জুনের ঔরসে হুভদ্রার গর্ভে সম্ভব জন্মালে তারপরে কৃষ্ণ একে একে জ্যেষ্ঠাঙ্কমে পতিদের ঔরসে গর্ভধারণ করেছেন। তাই মহাপ্রস্থানপর্বে দ্রৌপদীর পতন হলে ভীম তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে ষুধিষ্ঠির বলেন “পঞ্চপাতো মহানশ্রাঃ বিশেষতঃ ধনঞ্জয়ে”—ধনঞ্জয়ের প্রতি এর বেশী পঞ্চপাত, বেশী টান ছিল, সেই দোষে পড়ে গেল। এই অনুমান যথার্থ হোক বা না হোক, এটা ঋব সত্য যে অর্জুনের বনবাস কাল একবংশের একমাসই ছিল। দ্বাদশ বংশের বনবাসের কথা চিত্রাঙ্গদা কাহিনী প্রভৃতি উপাখ্যানে যোজনাকরার উদ্দেশ্যে পরে কল্পিত হয়েছে।

১ আদি, ২২:১৬৫, ৭৮-৮৬

২ বনপর্ব, ১৮৩:২১

৩ উদ্যোগপর্ব, ৮২:৩৮

৭. চিত্রাঙ্গদা কাহিনী

মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার কথা মহাভারতে পরে বোঝিত হয়েছে সন্দেহ নাই। আদি পর্বে পর্বসংগ্রহখ্যায় আছে যে অর্জুনের বনবাসকালে উলুপীর সঙ্গে পথে সঙ্গম, পুণ্যতীর্থভ্রমণ এবং বক্রবাহনের জন্ম হল।^১ পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে সংক্ষেপে প্রতি পর্বের বিষয় বর্ণনা আছে, তার মধ্যে পার্থের উলুপীসহ সঙ্গম ও বক্রবাহনের উল্লেখ আছে, চিত্রাঙ্গদার নাম নাই। মণিপুর রাজ্যে পার্থের গমনের কথাও নাই। অতএব মনে হয় যে বক্রবাহন উলুপীর পুত্র ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় বর্ণনার মধ্যে চিত্রাঙ্গদার নাম আছে—এই পর্বে অষ্টাশ্র-কথার মধ্যে চিত্রাঙ্গদার পুত্রিকাপুত্র বক্রবাহনের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জুনের প্রাণসংশয় হবার কথা আছে।^২ কিন্তু এই উপাখ্যান পরে বোঝিত মনে হয়। অর্জুন বনবাসের বিস্তৃত বিবরণ আছে আদিপর্বে ২১৩-২১৮ অধ্যায়ে। সেখানে পাই যে উলুপীর সঙ্গে বিহারের পরে অর্জুন নানা তীর্থে ভ্রমণ করতে করতে মণিপুর রাজ্যে গেলেন ও মণিপুরের রাজকন্যাকে দেখে আকৃষ্ট হলেন, সেই কন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভে জাত পুত্র মণিপুর রাজ্যের পুত্রিকাপুত্র হবে, অর্থাৎ অর্জুনের পুত্রবৎ না হয়ে মণিপুর রাজ্যের পুত্র স্থান নেবে, মণিপুর রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে, সেই শর্ত মেনে নিয়ে অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করলেন, এবং তিন বৎসর তার সঙ্গে মণিপুরে রইলেন; তারপরে তিনি আবার তীর্থভ্রমণে গেলেন; দক্ষিণ সমুদ্র-উপকূলে পাঁচটি তীর্থস্থানে হ্রদ হতে পাঁচটি হাঙ্গররূপী শাপাশ্রিত অগ্নিরাকে উদ্ধার করলেন, মণিপুরে ফিরে এসে চিত্রাঙ্গদা সহ বিহার করে পুত্র জন্ম দিলেন; পুত্রের জন্ম হলে চিত্রাঙ্গদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নানা তীর্থ হয়ে দ্বারকাষ গেলেন, সেখানে তাঁর কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল; কৃষ্ণের সম্মতিক্রমে কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগ্নী স্তম্ভদ্রাকে হরণ করে বিবাহ কবলেন। এইভাবে নানা বৃত্তান্ত নিয়ে বারো বৎসর বনবাসের কথা কথিত হয়েছে। কিন্তু বনবাস কাল যদি একবৎসর একমাস মাত্র হয়, তাহলে এত ব্যাপার সম্ভব হয় না; উলুপীর সঙ্গে পথে বিহার করে নানা তীর্থে ঘুরতে ঘুরতে দ্বারকাষ উপস্থিত হলেন, সেখানে কৃষ্ণ এসে অর্জুনকে

১। আদি ২।১২২ “পার্ষস্য বনবাসেতু উলুপ্যা পথি সঙ্গমঃ।

পুণ্যতীর্থানুযায়ানং বক্রবাহনজন্ম চ ॥”

২। আদি ২।৩৪১-২ : “চিত্রাঙ্গদায়াঃ পুত্রেণ পুত্রিকায়া ধনঞ্জয়ঃ।

সংগ্রামে বক্রবাহেন সংশয়ং চাত্ত দর্শিতঃ ॥”

অভ্যর্থনা করলেন, রৈবতকে গিরি প্রদক্ষিণকারিণী কন্যাদের মধ্যে স্তম্ভদ্রাকে দেখে অর্জুন মুগ্ধ হলেন, এবং কৃষ্ণের কাছে তার পরিচয় জেনে কৃষ্ণের সম্মতিতে তাকে হরণ করে বিবাহ করলেন, এইমাত্র ত্রয়োদশ মাসের মধ্যে ঘটেছিল অল্পমান করতে হবে।

স্ববোধ কুমার চক্রবর্তীর “রম্যানি বীরঙ্গা” শীর্ষক ভ্রমণ কাহিনী স্তম্ভদ্রার মধ্যে কাশ্মীর পর্বের দশম অঙ্কে আছে যে কাশ্মীরে প্রচলিত এক কাহিনীতে বক্রবাহন উলুপীর পুত্র বলে বর্ণিত। ক্ষেমেস্তের “ভারত মঞ্জরী”তে চিত্রাঙ্গদা কাহিনী আছে। অর্থাৎ কাশ্মীরের মহাভারত পুঁথিতে চিত্রাঙ্গদা কাহিনী আছে। কিন্তু ক্ষেমেস্তের “ভারত মঞ্জরী” রচিত হয়েছে অল্পমান ১০৫০ খৃঃাব্দে, একাদশ শতাব্দীর কোন পুঁথিই এখন পাওয়া যায় না, তার চেয়ে পুরাতন মহাভারত পুঁথি তো অপ্রাপ্য বটেই। একাদশ শতাব্দীর মধ্যে, বোধ হয় তার অনেক পূর্বেই চিত্রাঙ্গদা কাহিনী মহাভারতে যোজিত হয়েছিল, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই মহাভারত মোটামুটি বর্তমানে রূপ পেয়েছে, যদিও তার পরেও কিছু কিছু যোজনা হয়েছে। অর্জুন বনবাসকাল এক বৎসর একমাস ধরে নিলে এবং পূর্বসংগ্রহে আদি পর্বের বিষয় বিবৃতি পড়লে, সন্দেহ থাকে না যে বক্রবাহন উলুপীর পুত্র এবং চিত্রাঙ্গদা কাহিনী মহাভারতে পরে যোজিত হয়েছে।

৮. কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে অভিমত্যুর বয়স

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে অভিমত্যা বোড়শ বর্ষীয় বালক ছিল, এই কথা বহু প্রচলিত হলেও সত্য নয়। অংশাবতণ অল্পপর্বে আছে বটে যে চন্দ্রপুত্র বর্চা অভিমত্যুরূপে জন্মগ্রহণ করে, সে বোড়শ বর্ষ মাত্র দেবলোক থেকে ভ্রষ্ট থাকবে, এই স্থির হয়।^১ কিন্তু অংশাবতরণেব কথা অনৈসর্গিক, তা গ্রাহ্য নয়। অভিমত্যুর জন্ম যে রাজসুর যজ্ঞকালের অন্ততঃ ১৬।১৭ বৎসর পূর্বে হয়েছিল, সে কথা অর্জুন বনবাস কাল বিচার করতে বলা হয়েছে। অভিমত্যা দ্রৌপদী পুত্রগণ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ছিলেন। সে কথাও প্রমাণসহ বলা হয়েছে। বিরাট পর্বে উত্তরায় বিবাহের কথা যখন উঠল, তার যোগ্য বর হিসাবে অর্জুন অভিমত্যা কেই বেছে নিলেন, এবং সুশিষ্ঠির তা সমর্থন করলেন। বনপর্বে আছে যে অর্জুন অঙ্গশিকশাভ করতে ইন্দ্রলোকে অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার আর্যরাষ্ট্রে গেলে পাণ্ডবগণ তীর্থভ্রমণ করতে

আরম্ভ করলেন। যখন প্রভাসে গেলেন, তাঁদের সঙ্গে বলরাম, কৃষ্ণ, সাতাকি-
প্রভৃতি বৃষ্ণি নেতাগণ সাক্ষাৎ করেন। বলরাম বলেন, ধর্মাচরণ করলেই
পার্শ্ব সমৃদ্ধি লাভ হয়, অধর্মাচরণ করলে অসমৃদ্ধি হয়, সে কথা যে ঠিক নয় তা
যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনের অবস্থা তুলনা করলেই দেখা যায়, কিন্তু এভাবে ধর্মের
পরাজয় হলে পৃথিবীর অকল্যাণ হবে। তা শুনে সাতাকি বললেন যে যুধিষ্ঠিরের
অবস্থা দেখে মুখে দুঃখ প্রকাশ না করে আমাদের কর্তব্য অন্তায়কারী দুর্যোধনাদিকে
বধ করা; যুধিষ্ঠির যদি তাঁর প্রতিশ্রুতিমতে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক
বৎসরকাল অজ্ঞাতব্যস পূর্ণ না করে রাজ্য ফিরে না নেন, তবে আমরা
অভিমন্ত্যকে রাজপদে বসাতে পারি, সে তার উপযুক্ত হয়েছে; তারপর যুধিষ্ঠির
তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে ফিরে আসলে অভিমন্ত্য তাঁকে রাজ্য ছেড়ে দেবে।^১
সে সংকল্প থেকে যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণ সাতাকিকে নিবৃত্ত করলেন; কিন্তু এই প্রস্তাব
থেকে দেখা যায় যে তখন অভিমন্ত্য সাবালক ও রাজপদের উপযুক্ত হয়েছে।
অর্থাৎ তার অন্ততঃ ২১ বৎসর বয়স হয়েছে। অর্জুন অস্ত্রশিক্ষার উৎকর্ষ লাভ
করতে যান বনবাসের ত্রয়োদশ মাস পূর্ণ হলে^২ তারপরে যুধিষ্ঠিরাদি প্রায়
চার বৎসর তীর্থভ্রমণ করেন।^৩ তীর্থ ভ্রমণের প্রথম দিকেই তাঁরা প্রভাসে গিয়ে-
ছিলেন। অনুমান করা যায় যে তখন বনবাসের তিন বৎসর কেটেছে। তাহলে
বনবাস ও অজ্ঞাতবাসকাল শেষ হলে অভিমন্ত্যের বয়স ৩১ বৎসর হয়।

দ্রৌপদীর পুত্রগণ অভিমন্ত্যর কনিষ্ঠ পুত্র কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। মার্কণ্ডেয়
পুরাণের আরম্ভে চতুঃ প্রস্তাবের একটি হল যে দ্রৌপদী পুত্রগণের পিতৃগণ জীবিত
থাকতেও কেন তারা অবিবাহিত থাকতেই যুদ্ধে মারা গেল। তার উত্তর হল যে
রাজা হরিশচন্দ্র ও রাণী গৈবায় উপর বিশ্বামিত্রের কঠোর আচরণে ব্যথিত হয়ে
বিশ্বদেবগণের মধ্যে পাঁচজন বলেছিল যে যজ্ঞশীল ধার্মিক প্রজাবৎসল রাজার
উপর এমন অত্যাচার করে বিশ্বামিত্র অধর্মভাগী হচ্ছেন, তা শুনে বিশ্বামিত্র
অভিশাপ দিলেন যে সেই পাঁচজন বিশ্বদেব দেবযোনি থেকে চূত হয়ে মানুষ
হয়ে জন্মাবে; বিশ্বদেবগণ ক্ষমা প্রার্থনা করলে বিশ্বামিত্র বললেন যে বিবাহবন্ধনে
বদ্ধ হ'বার পূর্বেই তাদের মৃত্যু হবে ও শাপ মুক্তি হবে, তাদের সংসার চক্রে ভ্রমণ

১। বন ১১৮-১২০ অ.

২। বন ৩৫ ৩২

৩। বন ১৫৮।৩

করতে হবে না, সেই পঞ্চ বিশ্বদেব দ্রৌপদীর পুত্ররূপে জন্ম নিয়েছিল, তাই তারা বিবাহ না করে যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করে মুক্ত হয়ে গেল। কাহিনীটি শ্রদ্ধেয় নয়, তার মধ্যে ঋষিদের অসীম শক্তি ও দেবলোক মানবলোকের কথার মিশ্রণ আছে, যা মহাভারতের যোজনার মধ্যে ও পুরাণে প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু এই কাহিনী থেকে প্রমাণ হয় যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে দ্রৌপদী পুত্রগণের বিবাহের বয়স হয়েছিল, ২৪।২৫ বৎসরের বেশীই হয়েছিল। তাদের জ্যেষ্ঠের বয়স ৩০।৩১ বৎসর হয়েছিল, দেই অল্পমান তাতে সমর্থিত হয়।

যুদ্ধপর্বগুলিতে অভিমন্যুকে ‘বাল’ এবং “অপ্রাপ্ত যৌবন” মধ্যে মধ্যে বলা হয়েছে। কুরুক্ষেত্রে যোদ্ধাদের মধ্যে ভীষ্মের বয়স হয়েছিল ১৫০ বৎসরের কম নয়, দ্রোণ কৃপের ৮৫ বৎসর, অর্জুনের ৬৪ বৎসর, তাদের তুলনায় অভিমন্যুকে “বলে” বলা কিছু অস্বাভাবিক। পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থানের সময় পরিক্ষিতের বয়স ছিল ৩৫ বৎসর; যুধিষ্ঠির স্তম্ভদ্রাকে বলে গেলেন, যে তোমার উপর ভার থাকল পরিক্ষিত ও বজ্রকে স্তম্ভে চালিত করা, সে দায়িত্ব ছেড়ে তুমি যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর, তাতে তোমার অধর্ম হবে। টিকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন, তখন পরিক্ষিত ও বজ্র ‘বাল’, তাদের সংপথে চালনা করতে দায়িত্বপূর্ণ নয় বা নারীর প্রয়োজন। ৩৫ বৎসর বয়স্ক পরিক্ষিতকে যদি বাল বলা হয়, তবে ৩০।৩১ বৎসর বয়স্ক অভিমন্যুকে বাল বলা চলে। তবে অপ্রাপ্তযৌবন তিনি তখন ছিলেন না। যুদ্ধ কাহিনীগুলির মধ্যে বহু পরিবর্তন হয়েছে সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

৯. দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ

কৌরবসভায় দৃশ্যাসন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করতে চেষ্টা করে, তখন দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষিতভাবে উপস্থিত হয়ে দ্রৌপদীর বস্ত্র অন্তহীন করে দিলেন, দৃশ্যাসন বস্ত্র টেনে স্তূপীকৃত করে শেষ করতে না পেরে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লো। এই কাহিনী বহু প্রচলিত হলেও তা পরের যোজনা, এবং সংশোধক মণ্ডলী তা বাদ দিয়েছেন, কারণ সে কথা ভারতের অনেক প্রদেশের মহাভারতের পুঁথিতে নাই। কিন্তু ধর্ম বস্ত্র অন্তহীন করে দিয়ে সত্যের মান রক্ষা করলেন, সে কথা বাদ দেন নাই; সভা পর্বের ৬৮।৪১-৪৬ শ্লোক বাদ দিয়ে বাকী অধিকাংশ শ্লোক রেখেছেন। ক্ষেমেক্ষেয় ভারত মঞ্জরীতে কাহিনী সেইভাবে

আছে, এবং সংশোধকগণ কাশ্মীরের মহাভারত পুঁথি সব চেয়ে শুদ্ধ, অর্থাৎ যোজন। তাতে সবচেয়ে কম, তাই ধরে নিয়েছেন।

কিন্তু ধর্ম দ্রোপদীর পরিধেয় বস্ত্র অশুভীন করে দিবে সত্যের মানবক্ষা করলেন, সে কাহিনীও অর্নৈসগিক, অতএব অগ্রাহ্য মনে হয়। এই কাহিনী সত্য হলে মহাভারতের অন্ত্র অনেক অধ্যায়ে তার উল্লেখ পাওয়া যেত। বনপর্বে ১২।৬১-৬৫ শ্লোকে দ্রোপদী কৃষ্ণের নিকট কুরু সভায় তাঁর অপমানের কথা বলেছেন, সেখানে একথা বলেন নাই যে দ্রুশাসন তাঁর বস্ত্র আকর্ষণ করা কালে ক্রমাগত বস্ত্রে আবর্তিত হতে থাকলো। অন্ত্রক্রমণিকাধ্যায়ে ১৫৮ শ্লোকে শেষহীন বস্ত্ররাশির আবর্তিতাবের কথা আছে, কিন্তু সেই শ্লোকটি সংশোধকগণ বাদ দিয়েছেন, কারণ সেটি নানা দেশের পুঁথিতে নাই। আদি পর্ব সংশোধন করেছেন সংশোধক মণ্ডলীক প্রথম অধ্যায় ডঃ স্কুথংকর, তিনি বোধ হয় শেষহীন বস্ত্ররাশির আবর্তিতাবের কথা অধিকাংশ প্রামাণ্য পুঁথিতে, অন্ততঃ আদিপর্বের প্রথম অধ্যায়ে পান নাই।

সভাপর্বের ৬৭ ৭২ অধ্যায় বিচার বুদ্ধি জাগ্রত রেখে পাঠ করলে মনে হয় যে বস্ত্ররাশির আবর্তিতাবের কথা মূল কাহিনীর অংশ নয়, পরে যোজিত। প্রতিকারী যখন দুর্বোধনের আদেশে দ্রোপদীকে সভায় আনতে গেল, তখন দ্রোপদী জিজ্ঞাসা করে এসে জানাতে বললেন যে যুধিষ্ঠির প্রথমে নিজেকে পণ করেছিলেন না প্রথমে দ্রোপদীকে পণ করেছিলেন। জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য এই যে যুধিষ্ঠির যদি প্রথমে নিজেকে পণ বেখে হেরে গিয়ে দাস হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর দ্রোপদীকে পণ রাখবার অধিকার নাই। প্রতিকারী প্রশ্ন জানালে দুর্বোধন বললেন, দ্রোপদী সভায় এসে নিজেই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করুন। প্রতিকারী ফিরে গিয়ে দ্রোপদীকে সে কথা জানালে দ্রোপদী বললেন, পৃথিবীতে ধর্মপালন সর্বদা শ্রেষ্ঠ, কোরবগণ-বেন অধর্মাচরণ না করেন, তুমি গিয়ে সভাসদগণকে জিজ্ঞাসা কর, ধর্মতঃ আমার কি করা উচিত। প্রতিকারী সভায় এসে সেই প্রশ্ন জানালে সভাসদগণ কোন উত্তর দিতে সাহস করল না। দুর্বোধন পুনরায় প্রতিকারীকে বললেন, দ্রোপদী সভায় এসে নিজে প্রশ্ন করুন। প্রতিকারী ইতস্ততঃ করলে দুর্বোধন-দ্রুশাসনকে বললেন, তুমি গিয়ে দ্রোপদীকে সভায় আন। দ্রুশাসনকে দেখে দ্রোপদী কুরুবৃদ্ধদের কাছে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করলেন, ইতিমধ্যে দ্রুশাসন তাঁকে কেশে ধরে সভায় টেনে নিয়ে গেল। দ্রোপদী দ্রুশাসনকে তিরস্কার করলেন, ভীষ্মাদি কুরুবৃদ্ধদিগকে কুলবধূর অপমান উপেক্ষা করা হেতু গল্পনা দিলেন, এবং

যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি রোধকবারিত নেত্রে তাকালেন। ইতিমধ্যে দ্রুশাসন তাকে দাসী বলে উপহাস করল, কর্ণ ও শকুনি দ্রুশাসনের উক্তি সমর্থন করলো। ভীষ্ম বললেন, দ্রোপদী ধর্মতঃ জিতা কি অজিতা সেটি অতি সূক্ষ্ম প্রশ্ন, উত্তর দেওয়া কঠিন। টানাটানিতে দ্রোপদীর উত্তরাদ্ধ হতে বস্ত্র খসে পড়েছিল। তাকে সেই অবস্থায় দেখে ভীষ্ম বলে উঠলেন, আমি মনে করি যে যুধিষ্ঠির দ্রোপদীকে পণ রেখে অধর্ম করেছেন, যে হাত দিয়ে তিনি দ্রোপদীকে পণ করেছেন, সেই হাত আমি জালিয়ে দেব, সহদেব, আগুন নিয়ে এস। অর্জুন ভীষ্মকে শাস্ত করলেন। বিকর্ণ বললেন, আমি মনে করি যে দ্রোপদী ধর্মতঃ জিতা হন নাই। কর্ণ তাকে তিরস্কার কবে বললেন, দ্রুশাসন, তুমি পাণ্ডবদের ও দ্রোপদীর বস্ত্র কেড়ে নাও। পাণ্ডবগণ নিজেদের বস্ত্র ও উত্তরীয় ছেড়ে দিলেন। দ্রুশাসন দ্রোপদীর বস্ত্র ধরে আকর্ষণ করতে আরম্ভ করলো। সেই সময় ধর্মের প্রভাবে যদি বস্ত্র অস্ত্রহীন হয়ে দ্রোপদীর মান রক্ষা করে থাকে ও দ্রুশাসন বস্ত্র টানতে টানতে শেষ করতে না পেরে বসে পড়ে থাকে, তাহলে সভাসদগণ দ্রোপদীর জয়ধ্বনি করবে, দ্রুশাসনাদিকে নিন্দা করবে, নির্ভয়ে মতামত ব্যক্ত করবে এই আশা করা যায় এবং বাপার জেনে ধৃতরাষ্ট্র তখনই দ্রোপদীকে বরদান করে পাণ্ডবদের দাসত্ব মুক্ত করবেন তাই স্বাভাবিক হ'ত। কিন্তু যদিও ৬৮।৬৯ শ্লোকে আছে যে অদ্ভুত ব্যাপার দেখে উপস্থিত রাজগণ দ্রোপদীর প্রশংসা ও দ্রুশাসনের নিন্দা করলেন, কিন্তু তা অত্যন্ত ক্ষীণভাবে বলা, তার স্বাভাবিক পরিণতির উল্লেখ নাই। আছে যে ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করলেন যে দ্রুশাসনের বক্ষশোণিত পান করবে, এবং বিদ্রূষ বললেন যে দ্রোপদী প্রশ্ন তুলে অনাথার মত ক্রন্দন করছে, তার প্রশ্নেব যথাযথ উত্তর দেওয়া কর্তব্য, সেই সঙ্গে সূক্ষ্ম-বিবোচন উপাখ্যান শোনালেন, যার প্রতিপাত্ত নীতি হল যে নিজের বা পুত্রের জীবনসংশয় হলেও প্রশ্নের সত্য উত্তর দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু সভাসদগণ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না, কর্ণ দ্রুশাসনকে বললেন, দাসী দ্রোপদীকে সভা হতে নিয়ে যাও, দ্রুশাসন আবার দ্রোপদীকে টান দিল, দ্রোপদী তাকে ধামুতে বলে মাটিতে পড়ে আবার প্রশ্ন করলেন, তিনি ধর্মতঃ জিতা কি অজিতা। ভীষ্ম আবার বললেন যে প্রশ্নটিতে ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব জড়িত, সহসা উত্তর দেওয়া যায় না। তারপর দুর্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ কিছু কিছু কথা বললেন, দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'ভীষ্ম অর্জুন নকুল সহদেব তোমার আদেশের প্রতীক্ষা করছে, তুমি বল দ্রোপদী

ধর্মতঃ জিতা কি অজিতা। এই বলে তিনি নিজ উরু থেকে কাপড় সবিন্দে দ্রোপদীর দিকে তাকিয়ে নিজের উরু দেখালেন। ভীম তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে যুদ্ধে দুর্ধোধনের উকভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করলেন। বিদুর বললেন, এবার কুরুবংশের অমঙ্গলের সূচনা হল। দুর্ধোধন আবার বললেন, ভীম অজু'ন নকুল সহদেব এরা বলুক যে যুধিষ্ঠির তাদের প্রভু নছেন, তাহলে দ্রোপদী মুক্তি পাবে। অজু'ন বললেন, দ্যুতকালে প্রথমে যুধিষ্ঠির আমাদের প্রভু ছিলেন, কিন্তু নিজে জিত হয়ে ইনি আর কার প্রভু থাকতে পারেন। তখন নানা অমঙ্গল চিহ্ন প্রকাশ পেল, বিদুর ও যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে সে কথা জানালে ধৃতরাষ্ট্র দ্রোপদীকে বর দিয়ে পাণ্ডবদের দামত্মুক্ত করলেন ও রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন।

এই বিবরণের মধ্যে এই অসঙ্গতি আছে যে অলৌকিক ভাবে বস্ত্ররাশির আবির্ভাব হলে তখন সভাসদগণ যত্নস্বরে দ্রোপদীর প্রশংসা ও দুঃশাসনের নিন্দা করবেন না, অলৌকিক ব্যাপার দেখে সভা উত্তেজনার ফেটে পড়বে, দ্রোপদীর ও ধর্মের জয় এত উচ্চস্বরে ঘোষিত হবে যে তখন দ্রোপদী জিতা বা অজিতা সে প্রশ্ন অবাস্তব হয়ে যাবে, বিদুর সভাসদদের নিকট একটি উপাখ্যান বলে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে বলবেন না। এবং কর্ণও তখন বলবেন না যে দাসীকে-অন্ত্র নিয়ে যাও। দ্রোপদীও আবার মাটিতে পড়ে বলবেন না, কিনি ধর্মতঃ জিতা বা অজিতা তা সভাসদগণ বলুন। ভীমের দুঃশাসনের বক্ষের শোণিত পানের প্রতিজ্ঞা এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব নয়—অনুদ্যুত পর্বে আছে যে পাণ্ডবগণ শেষ পর্বে ছেয়ে যখন বনবাসে চলেছেন, তখন দুঃশাসন পাণ্ডবদের গরু গরু বলে নেচে নেচে উপহাস করছিল, তখন ভীম দুঃশাসনের বক্ষশোণিত পানের প্রতিজ্ঞা করেন, সেখানেই সে প্রতিজ্ঞা সমীচীন; একটি প্রতিজ্ঞা ছবার করার কোন কারণ নাই। সুসঙ্গত আখ্যান পাওয়া যায় ৬৮ অধ্যায়ের ৪০ শ্লোকের পরেই ৬৯ অধ্যায় পাঠ করলে দুঃশাসন দ্রোপদীর বস্ত্র টানতে আরম্ভ করলে দ্রোপদী বললেন, থাম্‌ দুর্বৃত্ত, আমি আগে কুরুবৃহদের অভিবাদন করে আমার প্রশ্নের উত্তর জেনে নিই। অর্থাৎ ৬৮ / ৪০-২০ শ্লোক সম্পূর্ণ বাদ হবে তাহলেই ৬৯-৭১ অধ্যায়ের বিরুতি স্বাভাবিক হয়। দ্রোপদী কৃষ্ণের কাছে সখিত্বের মর্বাদা পেয়েছিলেন, ধর্মের পক্ষেও চিরকাল চলে ধর্মের প্রসাদ লাভ করেছেন, বিদ্ব দ্যুতসভায় তিনি নিজের বুদ্ধিতে, নিজের স্বৈর্ঘ্যপ্রভাবে—তিনি ধর্মতঃ জিতা কিনা সেই প্রশ্ন তুলে এবং বস্ত্রে টান পড়লে ভূমিশয়া গ্রহণ করে—নিজেকে বহু:

-হরণের অসম্মান থেকে রক্ষা করেছিলেন। বজ্রবাণির আবির্ভাবের কথা ঘটনাটিকে লোক রসিক কাহিনীতে পরিণত করতে পরে কল্পিত ও যোজিত হয়েছে।

১০. পাণ্ডবগণের বনবাসের আরম্ভ সম্বন্ধে অসঙ্গতি

অহুদাতে যুধিষ্ঠিরের পরাজয়ের ফলে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রোণদীকে দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু কিভাবে কোন বনে বনবাসের আরম্ভ হ'ল সে বিষয়ে অসঙ্গতি আছে। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির ২৪/২৫ বৎসর রাজ্যাশাসন করেছেন, অহুদাতের পণের ফলে ১৩ বৎসর ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্যভার দুর্গোধনের হাতে থাকবে। দুর্গোধন দ্রোণকে ইন্দ্রপ্রস্থ শাসনের ভার দিলেন (সভা ৮০/৩৬) অর্থাৎ তাকে ইন্দ্রপ্রস্থের সামন্তরাজ করলেন। দ্বাদশ বৎসর বনবাস আরম্ভ করবার পূর্বে যুধিষ্ঠির লাভগণ সহ ইন্দ্রপ্রস্থে আসবেন, দ্রোণ বা তার প্রতিনিধিকে ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্যভার বুঝিয়ে দেবেন, সুভদ্রা, অন্ত রাজ-অন্তঃপুরের নারী, অভিমহা, দ্রোণদীপুত্রগণ ইত্যাদির সঙ্গন্ধে ব্যবস্থা করবেন, তার পরে বনবাস আরম্ভ করবেন, তাই মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁরা 'বনবাসায় দীক্ষিত' হয়ে হস্তিনাপুর থেকে বেরিয়েছেন, অতএব তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থে নিজেদের প্রাসাদে না গিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটস্থ বনে সাময়িক ভাবে আশ্রয় নিয়ে সেখান থেকে প্রাসাদে সংবাদ পাঠাবেন ও বন্ধুরাজ্যে বার্তাবাহী প্রেরণ কবে তাদের আসাব অজরোধ করবেন, অহুমান করা চলে। বনপর্বের প্রথম অঙ্কপর্বে আছে যে পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ সহ হস্তিনাপুরের প্রধান তোরণ দ্বার দিয়ে নির্গত হয়ে উত্তর দিকে গেলেন, রাত্রে গঙ্গাতীরে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষতলে আশ্রয় নিলেন, তাব পর দিন সেখান থেকে কুরুক্ষেত্রে গেলেন, তারপর সরস্বতী, দৃষদ্বতী ও যমুনা নদী পার হয়ে বনের মধ্য দিখ পশ্চিম দিকে বহুদূর গিয়ে সরস্বতী নদীর তীরে মরুপ্রদেশের নিকটস্থ কাম্যক বনে উপস্থিত হয়ে তাঁদের আবাস স্থাপন করলেন (বন ১, ৫ অধ্যায়); কাম্যক বনে বিদ্রুম এসে পাণ্ডবগণ সহ দেখা করেন, আবার যুতরাষ্ট্রের আহবানে হস্তিনাপুরে ফিরে যান, তার পরে, কৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিউপাল পুত্র ধৃষ্টকেতু এবং কেকয় রাজ লাভাগণ সেখানে উপস্থিত হন, যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কথা বলে যুধিষ্ঠির অহুদাতের সর্ব সম্যক ভাবে পালন করতে দৃঢ়সংকল্প যেনে কৃষ্ণ সুভদ্রা ও অভিমহাকে নিয়ে দ্বারকায় ফিরে যান, ধৃষ্টদ্যুম্ন পঞ্চ দ্রোণদী পুত্রকে নিয়ে পাঞ্চাল রাজধানীতে ফিরলেন, ধৃষ্টকেতু তার ভগ্নী

নকুলের স্ত্রী করুণসতীকে নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরলেন, এবং কেকয রাজভ্রাতাগণও অভিবাদন করে চলে গেলেন। স্বভ্রাতা, অভিমত্যা, দ্রোণদী পুত্রগণ, কংকুমতী প্রভৃতি দ্যুতক্রীড়া উপলক্ষ্যে হস্তিনাপুরে গিয়েছিলেন তার কোন উল্লেখ নাই; তাদের না যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহলে ইন্দ্রপ্রস্থ হতে বহু দূরে কাম্যক বনে তারা কিভাবে উপস্থিত হলেন? অতএব সাব্যস্ত করতে হবে যে পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুর থেকে প্রথমেই কাম্যক বনে গিয়ে আবাস স্থাপন করেন নাই, তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থের কাছে এসে কোন বনে আশ্রয় নিয়ে প্রাণাদে ক্ষত ও অস্ত্র কর্মচারীদের লংবাদ দিবে আনান ও প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করেন। বনপর্বে ২৩ অধ্যায়ে পাই যে কৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বিদায় গ্রহণ করে চলে গেলে পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ সহ উক্ত অশ্ববাহিত রথে উঠে পুরোহিত ধোম্যাকে সঙ্গে করে বনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন; ২৪ অধ্যায়ে আছে সে কোন্ বন দীর্ঘ বনবাসের উপযুক্ত হবে, অর্জুনকে প্রণয় করলে অর্জুন বৈতবনের নাম করলেন, যুধিষ্ঠির অহুমোদন করলে সকলে বৈতবনে গিয়ে সেখানে স্থপের জলপূর্ণ একটি সরোবরের কূলে তাঁদের পটগৃহ, কুটীর, ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়ে সেখানে বাস আরম্ভ করলেন। সঙ্গে প্রাসাদ হতে বিশজন ভৃত্য ও অন্তর নিজেদের ধনুর্ধান ও অস্ত্র নানাবিধ অস্ত্র ও সরঞ্জাম, দ্রোণদীর ধাত্রী ও দাসীগণ, বস্ত্র ও আভরণ, ও নিজেদের বস্ত্রাদি নিলেন। এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থের উপকণ্ঠ হতে দীর্ঘ বনবাসের জন্য যাত্রা করেন, কাম্যক বন থেকে নয়। উত্তোগ পর্বে 'যানসন্ধি' অল্পপর্বে আছে যে সঙ্কল্প উপবন থেকে ফিরে এসে যুধিষ্ঠিরের উত্তর জানায় যে পাণ্ডবগণের অবরাজ্য দূতের পণ অল্পসরে ফিরিয়ে না দিলে পাণ্ডবগণ যুদ্ধ করবে, এবং তাদের পক্ষে পঞ্চাল ও বিরাট ছাড়া কৃষ্ণ, সাত্যকি ইত্যাদি আছে, তখন ধৃতরাষ্ট্র নানা কথা বলে অবশেষে বলেন যে সন্ধি করা কর্তব্য, না হলে কুরুকুল বিনষ্ট হবে; তখন দুর্দোধন ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন যে যুদ্ধে পরাজয়ের ভয় করবেন না কারণ বনবাসের আবিস্ত কালে কৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কেকয়গণ, ধৃষ্টকেতু ইত্যাদি যখন যুধিষ্ঠিরাদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আলোচনা করেন, তখন কৃষ্ণ বলেছিলেন যে ধৃতরাষ্ট্রদের উচ্ছেদ করে সমগ্র হস্তিনাপুর রাজ্য যুধিষ্ঠিরের হস্তে তুলে দেবেন, তাদের বখাবার্তা দূতমুখে জেনে দুর্দোধন ভীম দ্রোণ, কৃপাদিকে বলেছিলেন যে যাদব-পাঞ্চাল ও আরো সব পাণ্ডবগণের মিত্র-রাজ্যের যুদ্ধ আক্রমণের বিরুদ্ধে ধার্তরাষ্ট্রগণ ধংস হতে পারে, তার থেকে সন্ধি করাই উচিত হবে কিনা; তখন ভীম, দ্রোণ, কৃপ, যদবামা দুর্দোধনকে সাংবাদ দেন

যে ভাষা থাকতে কোন ভয় নাই। যুধিষ্ঠিরাদির সঙ্গে কৃষ্ণ প্রভৃতির সাক্ষাতের স্থান বলা হয়েছে ইন্দ্রপ্রস্থের অদূরে (উদ্যোগ ৫৫ / ৪), কাম্যাক বনে নয়। বনপর্বে ২৩ অধ্যায়ে আরো আছে যে পাণ্ডবগণ যখন দূর বনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তখন ব্রাহ্মণ ও অন্ত্র পৌরগণ এসে বিলাপ করে বলেন, আপনাদের স্থাপিত এই স্থানর নগর ও দেবসভাগৃহ সম সভাগৃহ ছেড়ে আপনারা কোথায় যান? অজু'ন সকলের হয়ে উত্তর দিলেন, যুধিষ্ঠির বনে বাস করে তপের প্রভাবে শক্রদের যশ হরণ করবেন, আপনারা বাধা না দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রার্থনা করুন। তখন ব্রাহ্মণগণ আশীর্বাদ ও অন্ত্র প্রজাগণ জয়ধ্বনি করে নিবৃত্ত হল। অর্থাৎ পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থের সন্নিকটে এসে ব্যবস্থা করে নিয়ে পরে দূর বনে বাস আরম্ভ করেন। এ২৭ তাঁরা প্রথমে দ্বৈত বনে গিয়ে নিবাস আরম্ভ করেন, কাম্যাক বনে নয়। বনপর্বের প্রথম কয়েকটি অধ্যায় কোন পরবর্তী কালের কবি-পরিবর্তন করেছেন কিন্তু সঙ্গতি রক্ষা করতে পাবেন নাই।

১১. পাণ্ডবগণের বনবাস কাহিনীতে আর একটি অসঙ্গতি

অতীত পর্বে যেমন নানা যোজনা হেতু অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়েছে, বনপর্বেরও তা হয়েছে। তার মধ্যে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাভারত কাহিনী মতে পাণ্ডবদের ত্রয়োদশ মাস দ্বৈতবনে কাটলে এতদিন যখন যুধিষ্ঠির ও ভীম কোঁরবপঙ্কের বীরদের বীরত্বের কথা বলে তাদের পরাজিত করা যেতে পারবে বিনা সে সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন, তখন অকস্মাৎ ব্যাস ঋষি উপস্থিত হয়ে বললেন যে শক্রবল সম্বন্ধে তোমাদের হুশিষ্ঠা হয়েছে আমি জানি, আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি বিজ্ঞা শিখিয়ে দিচ্ছি, তুমি এটি শিখে নিয়ে অজু'নকে শিখিয়ে দাও, তার পরে অজু'নকে ইন্দ্রাদি দেবগণের নিকট হতে অস্ত্র কৌশল শিখতে ও দিব্য অস্ত্র আয়ত্ত করতে ইন্দ্রলোকে পার্ঠিষে দাও। আর দ্বৈতবন থেকে তোমরা অন্ত কোন বনে গিয়ে নিবাস স্থাপন কর, একবনে বেশীকাল না থাকাই ভাল। যুধিষ্ঠির ব্যাসের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি বিজ্ঞা আয়ত্ত করেছিলেন, তাবপরে তাঁর উপদেশ মত দ্বৈতবন ছেড়ে কাম্যাক বনে গিয়ে নিবাস আরম্ভ করলেন। কোন বনে দ্বাদশ বৎসর কাটানো প্রায় হবে। বিবেচনা করে পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে এসে বসতি করেছিলেন, অথচ মহাভারত কাহিনীতে দেখি যে বার বার তাঁরা দ্বৈতবন ছেড়ে

কাম্যক বনে যাচ্ছেন, কাম্যকবনের উপর মহাতারতকারের বা পরবর্তী পুঁথি-লেখক ও কবিগণের বেশী রকম পক্ষপাত দেখা যায়।

যা হোক কাম্যক বনে এসে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে প্রতিশ্রুতি বিজ্ঞা দেখালেন, তার পরে তাঁকে অস্ত্র শিক্ষাও উৎকর্ষ লাভের জন্য ইন্দ্রলোকে পাঠা না হল। তারপরে আছে যে অর্জুনবিহীন হয়ে পাণ্ডবগণ উৎকর্ষিত চিত্তে কাম্যকবনেই শিকার করে, অধ্যয়ন করে, জপ করে, যজ্ঞ করে পাঁচ বৎসর কাটিয়ে দিলেন।^১ কিন্তু তা যদি সত্য হয়, তবে পাণ্ডবগণের তীর্থযাত্রার বিবরণ বাদ দিতে হয়। ৮^০ অধ্যায়ে আছে যে অর্জুন কাম্যক বন হতে চলে গেলে কদিন পরে দ্রোণদী ভীমকে বললেন, অর্জুনবিহীন এই বনে আর ভাল লাগছে না। ভীম, নকুল, সহদেব দ্রোণদীর কথার প্রতিধ্বনি করলেন। শুনে যুধিষ্ঠিরও বিমনা হলেন। ইতিমধ্যে লোমশ ঋষি এলেন, তিনি এসে পাণ্ডবগণ ও দ্রোণদীকে তীর্থ হতে তীর্থান্তর নিয়ে অবশেষে হিমালয়ের নানাস্থানে নিয়ে গেলেন। বদরীবিখালে নারায়ণাশ্রমে অবস্থান কালে যুধিষ্ঠির একদিন বললেন, নানা বনে ভ্রমণ করতে করতে আমাদের চার বৎসর কেটে গেছে, পঞ্চম বর্ষ আরম্ভ হয়েছে, অর্জুন বলে গিয়েছিল যে সে অস্ত্রবিদ্যার উৎকর্ষ লাভ করে পাঁচ বৎসর পর ফিরবে।^২ সেখান থেকে বৃষপর্বাব আশ্রম হয়ে পাণ্ডবগণ ও দ্রোণদী গজমাদন পর্বতে আষ্ট্রিবৈ ঋষির আশ্রমে এসে অর্জুনের আগমন প্রতীক্ষায় কিছুকাল বাস করলেন। সেখানে পাঁচ বৎসর শিক্ষা পূর্ণ করে অর্জুন এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। সেখানেই অর্জুনেব সঙ্গে গজমাদন ও অলকা শৈলে বিচরণ করে দেখতে দেখতে আরো চার বৎসর কেটে গেল।^৩ বনবাসের দশবর্ষ এইভাবে কেটে গেলে তাঁরা আবার বৃষপর্বাব আশ্রম হয়ে বদরীবিখালে ফিরলেন, সেখানে মাসখানেক কাটিয়ে তাঁরা হিমালয়ের পাদমূলে স্বৰাছ রাজার দেশে এলেন, সেখানে তাঁরা তাঁদের বৎ ইন্দ্রসেনাদি পরিজন, ধাত্রী, দাসী প্রভৃতি স্বৰাছ রাজার আশ্রয়ে রেখে গিয়েছিলেন, তাদের সব নিয়ে তাঁরা বিশাখাযুপ নামক মহারণ্যে একাদশ বর্ষের বাকী সময়

১। বনপর্ব ৫০ / ১২

“তথা তেবাং বসতা কাম্যকে বৈ বিহীনানামর্জুনেনোৎসুকানাম্।

পঠৈব বর্ষানি তথা ব্যতীযুর্ধীয়তাং জপতাং জুহুতাং চ।”

২। বন ১৫৮ / ৩,২

৩। বন ১৫৬ / ৫

কাটিয়ে দিলেন, তারপর তাঁরা দ্বাদশ বর্ষ বৈতবনে থাকবেন স্থির করে সেখানে ফিরলেন।^১

এই যে তীর্থভ্রমণের বিবরণ, এটি সত্য বলে গ্রহণ করলে পরিহার দেখা যায় যে ৫০ অধ্যায়ের কথিত অজুন বিহনে পাণ্ডবগণের পঞ্চবর্ষ কাম্যক বনে বাসের কথা গ্রহণ করা যায় না। বহ্মিন্যস্ত্র তাঁর কৃষ্ণচরিতে বলেছেন যে বনপর্বের তীর্থযাত্রা পর্বাদ্যায় অপকৃষ্ট রচনা, এবং তা তৃতীয়স্ত্রাস্তর্গত, অর্থাৎ মূল মহাভারত রচনার বহুকাল পরে তা মহাভারতে যোজিত হয়েছে। তীর্থযাত্রা পর্বের অনেক অংশ অপকৃষ্ট ও বর্জনীয় সে সন্দেহে সন্দেহ নাই। ৮১।২-৮৫ অধ্যায়ে আছে যে নারদ এসে পুলস্ত্য কথিত তীর্থ বিবরণ ও তীর্থমাহাত্ম্য শোনাচ্ছেন, তা সম্পূর্ণ অবাস্তব ও বর্জনীয়। ৮৬ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির ধোম্যের নিকট তীর্থ বৃত্তান্ত শুনতে চাইলেন, ৮৭-৯০ অধ্যায়ে ধোম্য তা শোনালেন। এই অধ্যায় কয়টিও অবাস্তব। ৯১ অধ্যায়ে লোমশ ঋষির আগমন বর্ণিত; ৯২-১৫৬ অধ্যায়ে লোমশ ঋষিসহ পাণ্ডবগণের তীর্থযাত্রা বর্ণিত। তারমধ্যে অনেক অবাস্তব ও অপকৃষ্ট উপাখ্যান যোজিত আছে, তা বাদ হবে, কিন্তু লোমশ ঋষিসহ পাণ্ডবগণের তীর্থ ভ্রমণের কথা গ্রাহ্য, তারমধ্যে আছে যে দ্রৌপদী যখন দুর্গম হিমালয় আরোহণের পথে অবসন্ন হয়ে পড়লেন, তখন ভীম তাঁর পুত্র ঘটোৎকচ এবং তার কয়েকজন বান্দব অশ্বচরকে আনালেন, ঘটোৎকচ দ্রৌপদীকে বহন করে দুর্গম পথে উঠে গেল, অশ্ব বান্দবগণও পাণ্ডবদের বহন করল বা উঠতে সাহায্য করল। একথা, ঘটোৎকচের প্রতি তাঁদের ঋণের কথা, যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ঘটোৎকচের মৃত্যুর পরে ক্ষমা করে ছুঁত করেছেন। অতএব লোমশ ঋষি সহ তীর্থ যাত্রা বিবরণ অবাস্তব উপাখ্যানগুলি বাদ দিয়ে সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে, ৫০ অধ্যায় 'কথিত' বিবরণ সত্য নয়, ৫০ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ দেওয়াই সঙ্গত, তাতে আখ্যানের পক্ষে মূল্যবান কোন কথা নাই।

১২. পঞ্চ ভ্রাতার জন্য পাঁচটি গ্রাম পেলেই যুধিষ্ঠির কি রাজ্যের দাবী ছাড়বার কথা বলেছিলেন ?

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে সন্ধির চেষ্টায় যখন দূত বিনিময় হয়, তখন যুধিষ্ঠির স্বীয়

অর্ধ রাজ্যের অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্যের দাবীতে অটল ছিলেন, না পঞ্চভ্রাতার জন্ত পঁচটি গ্রাম পেলেই রাজ্যের দাবী ছেড়ে দেবার কথা বলেছিলেন, সে বিষয়ে অসঙ্গতি দেখা যায়। প্রথমে ঋগদ রাজ্যের পুরোহিত পাণ্ডবগণের দূত হিসাবে যান। তিনি গিয়ে বলেন যে পাণ্ডবগণ অনেক লাঞ্ছনা সহ করেছেন, বনবাসে ও অজ্ঞাতবাসে অনেক কষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু তাঁরা তাঁদের অর্ধরাজ্য ফেরত পেলেই সন্তুষ্ট থাকবেন, অর্থাৎ তাহলে লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবেন না; রাজ্য ফেরত না দিলে তাঁরা যুদ্ধই করবেন। যতরাষ্ট্র পুরোহিতকে বিপ্রায় নিয়ে ফিরে যেতে বললেন। বলে দিলেন যে তাঁদের দূত গিয়ে তাঁদের উত্তর জানাবে। সঞ্জয় দূত হয়ে এসে বললেন যে যুদ্ধে জ্ঞাতিবধ করা অধর্ম হবে। তার থেকে পাণ্ডবগণ যদি যাদবরাষ্ট্রে বা অন্ত্রভৈর্য আচরণ করে, তাও শ্রেয়ঃ হবে—অর্থাৎ পাণ্ডবদের রাজ্যার্ক ফেরত দিতে কোরবগণ সন্মত নয়। যুধিষ্ঠির বললেন, দ্যুতের সময় বা চুক্তি অনুসারে তিনি তাঁর রাজ্যার্ক ফেরত পেতে অধিকারী, ধর্মতঃ যা প্রাপ্য তার জন্ত যুদ্ধ করবার প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করাই স্বধর্মপালন হবে, তাতে পাপ কেন হবে? কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কথা সমর্থন করে স্বধর্মপালনের কথা বিস্তৃতভাবে বুঝিয়ে দিলেন। বললেন যে নিজের ত্রাণ অধিকার লাভ করতে প্রয়োজন হলে জ্ঞাতীদের সঙ্গে আয়রণ যুদ্ধও ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম, তা না করে ভৈর্য অবলম্বন করলে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্মচ্যুতি হয়, তার থেকে যত্নও ভাল। তখন যুধিষ্ঠির সঞ্জয়কে বললেন, কুরুবৃদ্ধদের আমার প্রণাম ও অন্ত্রদের আমার অভিবাদন জানিয়ে বলবে, আমার কথা এই যে ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য আমাকে ফেরত দাও বা যুদ্ধ কর।^১ পরে আবার যুধিষ্ঠির বললেন, আমবা যেন স্বীয় ভাগ লাভ করি, দুর্বোধনকে পরের দ্রব্যে লোভ হতে নিবর্তিত কর, বলে আবার বললেন—অবিহ্বল, বৃকহ্বল, মাকন্দী, বারণাবত ও আর একটি গ্রাম পেলেই আমরা সন্ধির পথ অবলম্বন করব।^২ প্রথমে দৃঢ়ভাবে ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য ফিরিয়ে না দিলে যুদ্ধ হবে, সে কথা বলে এবং কৃষ্ণের ত্রাণে সমর্থন পেয়ে যুধিষ্ঠির আবার দাবী

১। উত্তোগপর্ব, ৩০।৪২ “দদম্ব বা শক্রপুত্রী মমৈব যুদ্ধম্ব বা ভারতমুখ্য বীর।”

২। উত্তোগপর্ব ৩১/১৮২ ২০১ : “ব্রাহ্ম্যকদেশমপি নঃ প্রযচ্ছ শমসিচ্ছতাম্। অবিহ্বলং বৃকহ্বলং মাকন্দীং বারণাবতম্। অবমানং ভবন্তু কিঞ্চিদেকং চ পঞ্চমম্। ভ্রাতৃণাং দেহি পঞ্চানাং পঞ্চগ্রামান্ সুবোধন ॥”

সম্মতি করে পঞ্চগ্রামের কথা বলবেন, তা সম্ভব মনে হয় না; অতএব ৩১ অধ্যায় সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত, এই অনুমান সঙ্গত।

সঞ্জয় ফিরে গিয়ে কোরব সভায় উত্তর জানানলেন যে পাণ্ডবদিগকে ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য ফিরিয়ে না দিলে তারা যুদ্ধ করবে। সঞ্জয়ের কথা শুনে ভীষ্ম ও দ্রোণ ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য ফিরিয়ে দিতে বললেন; কিন্তু দুর্ধোধন সে প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না, বললেন যে তাঁর স্থির বিশ্বাস যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের নিকট পাণ্ডবগণ পরাজিত হবে, এবং যুধিষ্ঠির পাঁচটি গ্রাম চেয়েছেন, তাতে মনে হয় তিনি ভয় পেয়েছেন (৫৫।৩০)। কিন্তু সেকথা দুর্ধোধন কোথায় পেলেন? সঞ্জয়ের প্রতিবেদনে সে কথার কোন উল্লেখ নাই।

সঞ্জয়ের দোতোর পরে কৃষ্ণ বললেন যে তিনি নিজেই দূত হয়ে যাবেন, এবং যুধিষ্ঠিরাদির মত ভিজ্ঞাসা করলেন। যুধিষ্ঠির রাজ্য ফেরত পাবার ইচ্ছাই জানানলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে বললেন যে তিনি পাঁচখানি গ্রাম পেলেই সন্ধি করতে চেয়েছিলেন, দুর্ধোধন তাও দিতে চায় না (৭২।১৪১-১৭১)। যুধিষ্ঠির যদি পঞ্চগ্রামের প্রস্তাব দিয়েও থাকেন, সঞ্জয় চলে যেতেই—হস্তিনাপুর থেকে ধোন উত্তর আসবার পূর্বেই—তিনি কি করে জানবেন যে দুর্ধোধন সেই প্রস্তাব গ্রহণ করবে কিনা? অতএব ৭২।১৪১-১৭১ শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত সন্দেহ নাই। কৃষ্ণের যাত্রাবস্তুকালে অর্জুন স্পষ্টভাবে পাণ্ডবদের দাবী জানানলেন, আমাদের রাজ্যার্ধ সমস্বানে ফিরে না দিলে আমরা যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রদের শেষ করে দেব (৮৩।৫০-৫৩)। কৃষ্ণ বললেন, তিনি পাণ্ডবদের আশ্রয় প্রাপ্য ছেড়ে না দিয়েই সন্ধির যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। কোরব সভায় কৃষ্ণের ভাষণেও দেখি যে তিনি স্পষ্টভাবে ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য ফেরত দিয়ে সন্ধি করতে বলেন (৯৫।৪২-৪৩, ৫৪২-৫৫১)। কুন্তির সহিত সাক্ষাৎকালে কৃষ্ণ কুন্তীকে বলেন, পাণ্ডবেরা দুঃখ ভোগে অভ্যস্ত হয়েছে, তারা এখন ক্ষুদ্র বা মধ্যস্থ খাব না, রাজ্যলাভ চায়, তারা অল্পে তুষ্ট হবে না (৯০।৩৫-৩৭)। অতএব পাঁচখানি মাত্র গ্রাম পেলেই সন্ধি করা পাণ্ডবদের ইচ্ছা হতে পারে না। সন্দেহ নাই যে যুধিষ্ঠির

১। ত্যক্তগ্রাম্য স্থখাঃ পার্থা নিতাং বীরস্থখপ্রিয়াঃ। ন হি স্বপ্নেন
তুয্যেবুর্মহোৎসাহা মহাবলাঃ ॥ অস্তং ধীরা নিষেবন্তে মধ্যং গ্রামস্থখপ্রিয়াঃ।
উক্তমাংশ পরিক্রেশান্ ভোগাংশ্চাতীৰ মাত্রয়ান ॥ অণুযু বেগিরে ধীরা ন তে
মধ্যেযু বেগিরে। ৭. স্তপ্রাপ্তিং স্থখামাহর্তঃ ২. মস্তং মেতয়েঃ ॥

সুৰূপার স্বীয় রাজ্য ফেরত চেয়েছেন, যুধিষ্ঠিরের অতিভাগশীলতা দেখাতে স্ত্রীস্বত্বের কবি পঞ্চ গ্রামের কথা যোগ করে দিয়েছেন। ৩১, ৫৫, ৭২, ৮২, ১৫০ অধ্যায়গুলি হতে ছুটি তিনটি করে শ্লোক বাদ দিলেই এই অসঙ্গতি দূর হয়, ৩১ অধ্যায় সম্পূর্ণই বাদ দেওয়া কর্তব্য, তা ৩০ অধ্যায় কথিত যুধিষ্ঠিরের উক্তিৰ পরে প্রলাপ বাণীর মত মনে হয়।

১৩ : দৌত্যশেষে সঞ্জয়ের হস্তিনাপুরে আগমন ও

দৌত্যের ফল নিবেদন

উত্তোগ পর্বের ৩২ অধ্যায়ে পাই যে সঞ্জয় উপপ্ৰাণ্যে দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্তাব নিবেদন করে যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের উত্তর নিয়ে এল, সন্ধ্যার পরে ধৃতরাষ্ট্র প্রাসাদে এসে দ্বারীকে বলল, ধৃতরাষ্ট্র যদি জেগে থাকেন তাঁর কাছে আমার দর্শন প্রার্থনা নিবেদন কর, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ধৃতরাষ্ট্র প্রবেশের অচমতি দিলেন; সঞ্জয় নিজের নাম বলে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে পাণ্ডবদের কুশলবার্তা জানিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁর হৃদ্বন্ধির জন্ত, অজ্ঞান দাবী সমর্থনের জন্ত তিরস্কার করে বলেন, আমি বড় ক্লান্ত আছি, পাণ্ডবদের উত্তর কাল নিবেদন করব। ধৃতরাষ্ট্র তাকে বিদায় দিয়ে বিহ্বলকে ডাকিয়ে নীতি ও ধর্মতত্ত্ব শুনলেন (প্রজাগর পর্ব) এবং ব্রাহ্মণ সনৎসুজাতের নিকট হতে অধ্যাত্ম বিজ্ঞা শুনলেন। সঞ্জয়ের উক্ত আচরণ অস্বাভাবিক, বিশেষ প্রয়োজন বলে সন্ধ্যার পরে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যে দৌত্য ব্যাপারে গিয়েছিল, তার ফল না জানিয়ে শুধু ধৃতরাষ্ট্রকে অধর্মসমর্থনের জন্ত তিরস্কার করে বিদায় নেওয়া সম্ভব নয়। ধৃতরাষ্ট্র তা সহ্য করবেন কেন? যুদ্ধের ধারাবাহিক বর্ণনা শোনাতেও সঞ্জয় অনেক বার ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁর অধর্ম সমর্থনের জন্ত তিরস্কার করেছে, সর্বক্ষণী যুদ্ধের জন্ত দাবী করেছে, তাও বেতনভোগী অমাত্যের পক্ষে স্বাভাবিক বা সম্ভব নয়। দৌত্য হতে ফিরে এসে দেখা দিয়ে পাণ্ডবদের উত্তর না জানিয়ে চলে যাওয়া অবিদ্যাকৃত। প্রকৃতপক্ষে ৩২ অধ্যায় প্রজাগর পর্ব ও সনৎসুজাত পর্ব এই দুটি ধর্মতত্ত্ব ও উপদেশ মালার ভূমিকা যাত্র। মহাভারতকার জনসাধারণের জন্ত, যাদের পক্ষে নিজে ধর্মগ্রন্থ ও বেদাদি অধ্যয়ন সম্ভব নয়, তাদের জন্ত মহাভারতে অনেক স্থানে ধর্মতত্ত্ব সরিবেশিত করেছেন। তাতে শ্রোতাদের নীতি ও ধর্মজ্ঞান সহজে ধারণা হতে পারে, কিন্তু তাতে মহাভারতের কাহিনী ব্যাহত হয়েছে।

৩২ অধ্যায় যে শুধু এই নীতি ও ধর্মতত্ত্ব প্রসঙ্গ উপস্থাপনের জন্য প্রক্ষেপিত হয় ৪৭ অধ্যায়ের বিবরণ থেকে; বাক্যে নীতি ও ধর্মতত্ত্ব শুন পড়দিন

সকালে ধৃতরাষ্ট্র রাজ সভায় এসে বসলেন, ধার্মরাষ্ট্রদের প্রধান সকলেই সভায় এসে স্ব স্ব স্থান নিল ; তখন দ্বারী নিবেদন করলে যে যে রথে সূত (সঞ্জয়) পাণ্ডবগণের কাছে গিয়েছিল, সেই রথটি ফিরে আসছে, সিন্ধুদেশীয় উত্তম অশ্ববাহিত রথ এত নীচ ফিরতে পেরেছে ; রথ প্রাসাদের কাছে এসে থামলে সঞ্জয় রথ হতে লাফিয়ে নেমে রাজসভায় এল, বলল যে পাণ্ডবদের সঙ্গে কথা বলে ফিরে এসেছি ; পরের অধ্যায় আছে যে ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে সঞ্জয় যুদ্ধাঙ্গিরের উত্তরের সারসর্ম বিবৃত করল । তারপর তা নিয়ে কৌবৎসভায় নানা আলোচনা হল । যানসন্ধি পর্বে সঞ্জয়ের কথা ও অশ্বদের কথার মধ্যে অনেক অবাস্তব কথা, অনেক প্রক্ষেপ আছে । তার আলোচনা করা যাবে মূল কাহিনী ও প্রক্ষেপ নির্বাচন খণ্ডে । এখানে শুধু ৩২ অধ্যায় ও ৪৭ অধ্যায়ের মধ্যে স্পষ্ট অসঙ্গতি দেখানো হল, তার থেকে সিদ্ধান্ত দ্বারা যায় যে ৩২ অধ্যায় সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত, নীতি কথা ও ধর্মকথার প্রসঙ্গ সূচনা করতে পরবর্তী কোন কবি তা যোগ করেছেন, তবে তা অবুদ্ধি পূর্বক, অসঙ্গতি রেখে করা হয়েছে । প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে ভগবদ্গীতা পর্বাধ্যায় মহাভারতে যোজনা করতেও পরবর্তী কবি এইরূপ অনিপুন ভাবে যোজনার স্পষ্ট চিহ্ন রেখে, সে কাজ করেছেন । সে সম্বন্ধে এখানে আর কোন কথা বলা অনাবশ্যক, তা “কৃষ্ণানুদেশ ও তাঁর প্রকৃত জীবনতত্ত্ব” গ্রন্থে যথেষ্টরূপে আলোচিত হয়েছে ।

১৪. দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে সঞ্জয়ের যুদ্ধের ধারাবাহিক বর্ণনা

মহাভারত কাহিনীতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পাঁচটি দীর্ঘ পর্বে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে । এই যুদ্ধ বর্ণনা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা যে যুদ্ধের সব ব্যাপার ব্যাসদত্ত দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে বসেই দেখতে ও বুঝতে পারছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বর্ণনা করে যাচ্ছে । যুদ্ধ পর্বগুলির অধিকাংশ সেইভাবে লেখা বটে । কিন্তু মধ্যে মধ্যে এমন কথা আছে যার থেকে দেখা যায় যে সে ধারণা ভ্রান্ত । ভীষ্মপর্বের ১৩ অধ্যায়ে আছে যে যুদ্ধের দশম দিনে সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্র হতে অকস্মাৎ এসে ধৃতরাষ্ট্রকে জানালো যে ভরতকুলের পিতামহ ভীষ্ম শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হয়েছেন ।^১ ধৃতরাষ্ট্র দীর্ঘ বিলাপ করলেন এবং বিস্তারিত বিবরণ শুনতে চাইলেন ।

১। ভীষ্মপর্ব ১৩/১১, ২ “অথ গাবল্লনির্বিসান্ সংযুগাদেত্য ভারত ।

ধ্যায়তে ধৃতরাষ্ট্রায় সহসোৎপত্য দ্ব্যধিত ।

আচষ্ট নিহতং ভীষ্ম ভরতানাং পিতামহম্ ॥”

তখন সঞ্জয় প্রথম দিনের যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে ধারাবাহিক ভাবে দশদিনের যুদ্ধ বিবরণ বলে গেল, যেন সব চোখের সামনে দেখাচ্ছে ; সেই সঙ্গে ভগবদ্গীতাও আবৃত্তি করে গেল, যেন সব কথা শুন্তে পাচ্ছে । দ্রোণপর্বেও দেখা যায় যে প্রথম অধ্যায়েই সঞ্জয়ের হস্তিনাপুরে পুনরাগমনের কথা বলা হয়েছে ; সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দ্রোণের সেনাপতিত্বে অভিষেকের কথা ও পাঁচ দিন দ্রোণের সেনাপতিত্বে যুদ্ধের কথা সংক্ষেপে বলে অষ্টম অধ্যায়ে ধৃত্যায়ের হস্তে দ্রোণের নিধনের কথা বলল^১, তারপরে আবার দ্রোণসেনাপতিত্বে যুদ্ধের প্রতিদিনের ধারাবাহিক বিবরণ দিল, যেমন ভীষ্ম পর্বে দিয়েছিল । কর্ণ পর্বেও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে কর্ণ নিহত হলে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে গিয়ে সে কথা ধৃতরাষ্ট্রকে জানিয়ে এলে^২, ধৃতরাষ্ট্র বিলাপের পরে যুদ্ধের ধারাবাহিক বর্ণনা দিল । শল্য পর্বেও প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে দুর্ধোধনের পতনের পরে ও যাত্রা পাণ্ডব-পাকালশিবিরে হত্যাকাণ্ডের পরে পূর্বাঙ্কে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে গিয়ে সে সব কথা জানানো, পরে অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধ বিবরণ, গদাযুদ্ধের বিবরণ ও সৌস্তিক পর্বের হত্যা বিবরণ বিস্তৃত ভাবে বললো । ইতিমধ্যে যুদ্ধের শেষ দিনে সঞ্জয় সাতাকির হস্তে বন্দী হয়েছিল যুধিষ্ঠিরের কথায় সাতাকি তাকে বধ না করে মুক্তি দিলেন । মূলে আছে বৈশ্যাসন্যের কথায়, কিন্তু বৈশ্যাসন্যের বধন তখন যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন বিশ্বাসযোগ্য নয় । উপরোক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয় যে হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপবিষ্ট থেকে সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে সব দেখছে শুন্ছে ও বর্ণনা করে যাচ্ছে সে কল্পনা সত্য নয় ।

সংশোধিত সংস্করণের ভূমিকায় ডঃ বলভেলকর, যিনি ডঃ স্বকৃৎকরের মৃত্যুর পরে সংশোধক মণ্ডলীর অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন, বলেছেন যে সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে, কোঁরব শিবিরে মন্ত্রণায়ও অংশ নিয়েছে, কিন্তু প্রতিদিন যুদ্ধ শেষে হস্তিনাপুরে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে সেদিনের যুদ্ধের বিবরণ বলে আসতো ; দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে সঞ্জয় যা দেখতো তার সবটা সহজে বুঝে নিত ও সেইজন্য সত্যক বিবরণ দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হত । তিনি বলেছেন যে দশম দিন যুদ্ধশেষে, পঞ্চদশদিন যুদ্ধশেষে, সপ্তদশদিন যুদ্ধশেষে ও ঊনবিংশ দিন পূর্বাঙ্কে যে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়ে সঞ্জয় যুদ্ধের ফলের কথা বলেছে, তা শুধু কবির বর্ণনা কৌশল । প্রতিদিন

১। দ্রোণপর্ব : ১/৬২, ৮/৩০ : আজগাম বিত্তহাত্মা পুনর্গাবলুপণি স্তদা ।
এবং ক্রমরথ , শূরো হত্বা শতসহস্রণঃ । পাণ্ডবানাং যণে যোধানু পার্থভেন নিপাতিতঃ ।

সঙ্কল্প হস্তিনাপুরে যেত, তার প্রমাণ স্বরূপ ডঃ বলভেলকর প্রমাণ সংস্করণের দ্রোণ পর্বের ৮৫৫-২০ শ্লোকের উল্লেখ করেছেন,—জয়দ্রথবধ যুদ্ধ বর্ণনার আরম্ভে ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের বিপদ বর্ণনা করতে বলছেন—“আজি আর আনন্দধ্বনি আমার শ্রবণ-গোচর হইতেছে না। জয়দ্রথের ভবনে যে সকল মনোহর শ্রুতিমধুর ধ্বনি হইত, আজি তাহা তিরোহিত হইয়াছে। আমি আমার পুত্রগণের শিবির হইতে স্মৃত ও মগধগণের স্তুতিবাদ এবং নর্তকগণের শব্দ আমার শ্রবণ দিবরে প্রবেশ করিতেছে না। কোরবগণের যে বীরনাদে আমার কর্ণ কুহর নিরন্তর নিনাদিত হইত, আজ তাহাও দূর ভাবাপন্ন হওয়াতে সেই শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে না। আমি পূর্বে সত্যযুতি সোমদত্তের নিবেশনে আসীন হইলেই মধুর শব্দ শ্রবণ করিতাম, কিন্তু আজি তাহা শ্রবণ করিতেছি না। হে সঙ্কল্প, এই সমুদয়ই আমার পরিবেদনের কারণ। হায়, আমি কি পুণ্যহীন। আজি পুত্রগণের নিবেশন নিকৃৎসাহ ও আর্তস্বরে নিনাদিত নিরীক্ষণ করিতেছি। বিবিশতি, চুর্মুখ, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও অন্ত্যাত্ম পুত্রগণের তাদৃশ বীরনাদ আর শ্রুতিগোচর হয় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ শিষ্ট হইয়া যাহার উপাসনা করেন, যে মহাধর্মুর্দ্বর আমার পুত্রগণের প্রধান অবলম্বন, যিনি বিতণ্ডা, আলাপ, সংলাপ ও বিবিধ মনোহর গীতবাণ ঘারা দিব্যব্রাজ্য কালযাপন করিতেন, এবং কোরব, পাণ্ডব ও মাযতগণ সতত যাহার উপাসনা করিত, আজি সেই অশ্বখামার গৃহে পূর্বের দায় শব্দ হইতেছে না। যে সকল গায়ক ও নর্তক মহাধর্মুর্দ্বর অশ্বখামাকে নিরন্তর উপাসনা করিত, আজি তাহাদের শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। বিন্দ ও অস্তবিন্দের শিবিরে সাধু সময়ে যে মহাধ্বনি হইত এবং কৈকেয়গণের শিবিরে আনন্দিতমতাব সৈন্তগণ নৃত্যকালে যে মহান্ তাল ও গীতধ্বনি করিত, আজি তাহা তিরোহিত হইয়াছে। যে সকল বাদক যজ্ঞ করিতে করিতে শ্রুতিনিধি ভূমিশ্রবর উপাসনা করিতেন, আজি তাহাদিগের শব্দ শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইতেছে না। পূর্বে দ্রোণাচার্যের গৃহে অবিরত সৌবর্ষধ্বনি, বেদধ্বনি এবং তোমর, অসি ও রথধ্বনি হইত, আজি তাহা শ্রবণ করিতেছি না। নানা দেশীয় গীত ও বাদিতধ্বনিও আজি অন্তর্হিত হইয়াছে” (দ্রোণ-পর্ব, কানী প্রসঙ্গশ্লোকের অষ্টবাচ, ৮৫ অধ্যায় দ্বিতীয় অঙ্কচ্ছেদ-২-২০ শ্লোক)। ডঃ বলভেলকরের মুক্তি হল যে ধৃতরাষ্ট্রের কথা থেকে বোঝা যায় যে সঙ্কল্প দিনশেষে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে

যুদ্ধ বর্ণনা করতে এসেছে, ধৃতরাষ্ট্র কোঁরব শিবির থেকে আনন্দধ্বনি শুনে পাচ্ছেন না, তাই দুঃসংবাদের ভয় করছেন।

কিন্তু কুরুক্ষেত্র দিল্লী থেকে ৯৫-১০০ মাইল উত্তরে—দিল্লী রেলস্টেশন থেকে কুরুক্ষেত্র রেল স্টেশন ১৭ মাইল (Murray's Handbock of India, Burma and Ceylon), হস্তিনাপুরের অবস্থান দিল্লী থেকে ৫৬ মাইল উত্তর-পূর্বে গঙ্গার একটি অধু-াতাক্ত খাতের পারে ছিল বলে অনুমিত হয়েছে (অ'প্লে-সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান)। অতএব হস্তিনাপুর থেকে যুদ্ধক্ষেত্র অনূন ৭০।৭৫ মাইল হবে। ধৃতরাষ্ট্র দিব্যদৃষ্টি, দিব্যশ্রুতির বর নেন নাই, তাঁর পক্ষে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শিবির হতে দর্শন বা বাদ্যগীতধ্বনি হস্তিনাপুর থেকে শোনা সম্ভব নয়। তাছাড়া ভয়জনক দিবসে সূর্যাস্তের সঙ্গে অবহার ঘোষিত হয় নাই, দুর্ধোমনের তাঁর গল্পনা সহ করতে না পেয়ে ভ্রোণ ঘোষণা করলেন আজ অবহার হবে না, রাতেও একটানা যুদ্ধ চলবে। পরদিন দুপুর পর্যন্ত অবিরাম যুদ্ধ চলেছিল, শুধু মধ্যাহ্নে অজ্ঞানের ঘোষণা মত মাত্র দুই দণ্ডের বিশ্রাম হয়েছিল। অতএব যুদ্ধ চতুর্দশ দিবসে সঞ্জয়ের পক্ষে হস্তিনাপুরে সংবাদ দিতে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই ড বলাভেলকরের যুক্তি গ্রাহ্য নয়।

তাই এই অনুমানই সম্ভব যে সঞ্জয় প্রতিদিন সন্ধ্যায় এসে যুদ্ধ বর্ণনা করে নাই, ভীষ্মের পতনের পরে, ভ্রোণের পতনের পরে, কর্ণের পতনের পরে ও যুদ্ধ শেষে এসে ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের কল জ্ঞানিয়েছিল। সেইভাবে হুচনা করে কবি প্রতিদিনের যুদ্ধের নিজকল্পিত বিবরণ মহাকাব্যেতে সন্নিবেশিত করেছেন। বাস শ্রবির বরে দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে সঞ্জয় সব দেখে শুনে পেন ও সনে সনে বর্ণনা করে গেল তা অলীক কল্পনা।

১৫. পাণ্ডব পক্ষে প্রধান সেনাপতি নির্বাচন

উল্লেখ্য পর্বে ১৫১ অধ্যায়ে প্রধান সেনাপতি নির্বাচনে প্রদত্ত দৃষ্টান্ত বিহীন যাঁদের নাম করলেন, নকুল ঋষভদ্রা চন্দ নাম করলেন, অর্জুন দুইদ্বারদ্ব নাম করলেন এবং ভীম শিখণ্ডীর কথা বললেন। সুনির্দিষ্ট সংখ্যক উপর নির্ভর করে নির্বাচন হ'ল হ'ল, কক বললেন যে অ'পনাগা যাবে: নাম করলেন, সংশ্লিষ্ট উপস্থাপন।

তাহাজা অর্জুন, ভীম, নকুল, মহদেব, সাত্যকি, অভিমন্যু, দ্রোণদেয়গণ ওয়া শক্রসেনাদের ধ্বংস করবে। কিন্তু তিনি প্রধান সেনাপতি কাকে করা উচিত, তা বললেন না—৪১^২ শ্লোক সংশোধনমণ্ডলী বাদ দিয়েছেন। কিন্তু ১৫৭ অধ্যায়ে আছে যে পাণ্ডব পক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিনীর নেতা হলেন, দ্রুপদরাজ, বিরাটরাজ, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেশু (চেদিরাজ, শিউপাল পুত্র) শিখণ্ডী ও মগধরাজ মহদেব, সর্ব সেনাপতি হলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন, সকলের উপরে সেনাপতি পতি হলেন অর্জুন, এবং অর্জুনের বুদ্ধিদাতা হলেন কৃষ্ণ। আশ্বমেধিক পর্বে আছে যে কৃষ্ণ যখন তাঁর পিতার নিকট সংক্ষেপে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনা করেন, তখন বলেন যে কৌরবগণ যখন ভীষ্মের নেতৃত্বে যুদ্ধ করে, পাণ্ডবপক্ষে সেনাপতি ছিলেন শিখণ্ডী, দ্রোণের কৌরব সেনার নেতৃত্বকালে পাণ্ডবপক্ষে সেনাপতি ছিলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন, এবং কর্ণের সেনাপতিত্বের সময় পাণ্ডবপক্ষে সেনাপতি ছিলেন অর্জুন (৬০ অ.)। শিখণ্ডী ভীষ্মের নিধনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন, যুদ্ধবর্ণনায় কিন্তু তাকে অপরাধিত বলে বর্ণনা করলেও তার বেশী কৃতিত্ব দেখা যায় না। যুদ্ধবর্ণনা কালে বহু পরিবর্তিত হয়েছে সন্দেহ নাই। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের নিধনের জন্য যজ্ঞায়ি থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে অনৈসর্গিক কথা গ্রাহ্য নয়; কিন্তু মনে হয় যে দ্রোণ-শিষ্যদের হস্তে দ্রুপদরাজের লাহনার পরে দ্রুপদরাজ যজ্ঞ করে বংশের বীরপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণবধের জন্য দীক্ষিত করেছিলেন; যুদ্ধবর্ণনায় ধৃষ্টদ্যুম্নের বীরত্বের পরিচয় যথেষ্ট আছে, এবং যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবসে তিনি বারবার দ্রোণের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে তৃতীয় বারে তাকে নিধন করতে সক্ষম হন। তবে পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধের প্রধান উপদেষ্টা ও নির্দেশক ছিলেন কৃষ্ণ; কে কখন প্রধান সেনাপতির পদে ছিলেন সেই প্রশ্ন তাই অনেকটা অবাস্তব।

১৬. ভীষ্মের পতন ও মৃত্যু কাব অস্ত্রে হয়

ভীষ্মের পতনের ও মৃত্যুর বিবরণ সমূহ মধ্যে এত অসঙ্গতি আছে যে প্রকৃত ঘটনা কি ঘটেছিল সে সম্বন্ধে দুটি ভিন্ন মত সম্ভব; কিন্তু যুদ্ধ বিবরণ মন দিয়ে পাঠ করলে অনুমান করা যায় যে দ্রুপদরাজপুত্র শিখণ্ডীর অজ্ঞাঘাতেই ভীষ্মের মৃত্যু হয়, সে কথা পালটিয়ে অর্জুনের বাণে ভীষ্মের মৃত্যু, এই কাহিনী প্রচার করবার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে শিখণ্ডী কতটা হয়ে জন্মে পরে পুরুষ হয়েছে, পূর্বজীব হেতু ভীষ্ম তার প্রতি শরবর্ষণ করবেন না, তার স্বযোগ নিয়ে শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে তার

পিছন থেকে অর্জুন শরবর্ষণ করে ভীষ্মকে পরাজিত করলেন। কিন্তু এইভাবে কাহিনীর পরিবর্তনে অর্জুন ও শিখণ্ডী দুজনের প্রতিই অবিচার করা হয়েছে।

ভীষ্মের সেনাপতিত্বে যুদ্ধকালে অর্জুন তীব্র যুদ্ধ করে ভীষ্মকে বিপর্যস্ত ও নিহত করতে চান নাই, যুঁহু যুদ্ধ করে কৃষ্ণের তিরস্কার সহ করেছেন। অর্জুনের যুঁহু যুদ্ধ দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণ নিজের প্রত্যাদ হস্তে বধ থেকে নেমে গিয়ে ভীষ্মের দিকে ছুটে গিয়েছেন, এবং অর্জুন অত্মনয় করে ও তীব্র যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা করে তাকে ফিরিয়ে এনেছেন, একথা তৃতীয় দিবস ও নবম দিবস যুদ্ধ বিবরণে আছে। নবম দিন যুদ্ধ শেষে পাণ্ডব শিবিরে পরামর্শকালে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলেন, অর্জুন যদি পিতামহ ভীষ্মকে মারতে না চায়, তাহলে কাল যুদ্ধে আমাকে বরণ করুন, আমি ভীষ্মকে নিধন করে আপনার জয়ের পথ করে দেব। যুধিষ্ঠির বলেন, তুমি যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না প্রতিজ্ঞা করেছ, তোমাকে প্রতিজ্ঞাচ্যুত করতে চাই না। তারপর আলোচনার পরে স্থির হ'ল যে অর্জুন কোঁরবপক্ষেই সব রথী দর আটকে শিখণ্ডীকে একা ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধের সুযোগ দেবেন, তাহলে শিখণ্ডী ভীষ্মকে বধ করতে পারবে।^১ তা স্থির করার পূর্বে অর্জুন বলেছিলেন যে শিশুকালে খেলার সময় যার কোলে উঠে অঙ্গ ধুলি ধুসরিত করেছে, পিতা বলে ডেকেছে, যিনি স্নেহভরে বলেছেন, আমি তোমার পিতা নই, পিতার পিতা, তাকে এখন কেমন করে নির্মম শরগ্রহণ করে বধ করব ?^২ তাই স্থির হ'ল, শিখণ্ডী ভীষ্ম নিধনে দীক্ষিত, তাকে ভীষ্মের সঙ্গে একক যুদ্ধের সুযোগ দেওয়া হবে। পিতামহ ভীষ্মের প্রতি স্নেহভরে অর্জুন তাকে মর্যাস্তিক আঘাত করতে চান না, অথচ শিখণ্ডীর পিছনে লুকিয়ে কাপুরুষের মত ভীষ্মকে মর্যাস্তিক আঘাত হানবেন, তা কি করে বিশ্বাস করা যায় ? অর্জুনের চরিত্রের সঙ্গে সে আচরণ খাপ খায় না। শিখণ্ডীকে মহাভারতে বহুস্থানে "অপরাজিত" বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ যুদ্ধ বিবরণে দেখি যে অস্বথামা প্রভৃতির কাছে তিনি পরাজিত হচ্ছেন, ও ভীষ্ম তাকে উপেক্ষা করছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিখণ্ডীর সঙ্গে যুদ্ধেই ভীষ্ম নিহত হলেন, সেই মূল কাহিনীর উল্লেখ বহুস্থানে আছে। ভীষ্মপর্বে ১৩ অধ্যায়ে আছে যে দশদিন যুদ্ধ চলবার পরে মঙ্গল

১। ভীষ্মপর্ব ১০৭/১০৫

২। ভীষ্মপর্ব, ১০৭/২০০-২৫

সহসা হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হয়ে জানালেন যে কুরুকুলের পিতামহ ভীষ্ম শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হয়ে রণক্ষেত্রে পতিত হয়েছেন—একথা তিনবার—৫, ৭ ও ১০ শ্লোকে বলা হয়েছে। তারপর ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপে আছে যে যে অতিরথকে জামদগ্ন্য পরশুরাম জয় করতে পারে নাই, সে পাঞ্চালবীর শিখণ্ডীর হস্তে কি করে নিহত হ'ল? ১১ দ্রোণপর্বের প্রথম শ্লোকেই আছে যে দেবব্রত ভীষ্ম পাঞ্চাল শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হয়। কর্ণপর্বে ধৃতরাষ্ট্র বিলাপের মধ্যেও আছে যে অর্জুন দ্বারা রক্ষিত হয়ে শিখণ্ডী ভীষ্মকে নিধন করেছে শুনে আমার চিত্ত বাধিত হয়ে আছে। ১২ শল্যপর্বেও ধৃতরাষ্ট্র বিলাপে আছে যে মহা প্রতাপশালী ভীষ্ম যে শিখণ্ডীর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হলেন, তা যেন শৃঙ্গালের হস্তে সিংহের মৃত্যু। ১৩ ভীষ্মের শেষবাক্য বর্ণনায় বলা হয়েছে যে অর্জুন শিখণ্ডীকে এগিয়ে দিয়ে ভীষ্মকে বধ করতে বললেন, শিখণ্ডী স্বধাসাধা চেষ্টা করলেন, কিন্তু তার বাণ ভীষ্মের বর্ম বিদীর্ণ করে ভীষ্মকে বাধা দিতে পারল না, শেষ পর্যন্ত অর্জুনকেই ভীষ্মের তীব্র যুদ্ধ নৈশ্চল্য দেখে ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হ'ল, আহত হয়ে পড়ে যেতে যেতে ভীষ্ম বললেন, এই যেসব বাণ আমাকে আমূল বিদ্ধ করেছে, এগুলি শিখণ্ডীর বাণ নয়, অর্থাৎ অর্জুনের বাণ। ১৪ ভীষ্ম তার যৌবনে ও প্রৌঢ়াবস্থায় শ্রেষ্ঠ বীর ও অপরাধের ছিলেন, কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১৫০/১৬০ বৎসর, সে বয়সেও তিনি পূর্ববৎ অর্জুন ভিন্ন অস্ত্রের অজ্ঞেয় থাকতেন তা কি করে বলা যায়? জয়দ্রথ বধের দিন অর্জুন, সাত্যকি, ভীষ্ম, দ্রোণকে অতিক্রম করে কোঁরববৃদ্ধের মধ্যে অগ্রসর হয়ে গেল, দুর্ধাধন এসে অন্নযোগ করলে দ্রোণ বললেন, আমার ৮৫ বৎসর বয়স হয়েছে, ওঃ! আমার থেকে অনেক কম বয়সের, যৌবনের তেজে ক্ষিপ্তরতাবে যুদ্ধ করে ওরা এগিয়ে যায়, তাদের আমি নিবারণ করতে পারি না। ভীষ্ম সম্বন্ধেও নেই কথা বলা যায়, অতিবৃদ্ধ বয়সে মাতৃরক্তের গুণে কর্মক্ষম থাকলেও দশদিনের যুদ্ধে তিনি স্রোত, যুদ্ধ শিখণ্ডীর সহ যুদ্ধে একক তিনি পেরে উঠেন নাই। শিখণ্ডীকে পূর্বস্রীষ হেতু তিনি আঘাত করেন নাই, শিখণ্ডীর বাণ তার বর্ম বিদারণ করতে

১। ভীষ্ম ১৪/২০ ২১, ৪২-৫০

২। কর্ণ ২/১১-১২, ২/৩৭

৩। শল্য ২/৫

৪। ভীষ্ম ১১৭-১১৯ অ.

পারে নাই, যুদ্ধ বর্ণনার মধ্যে এই সব কথা পরে যোজিত সন্দেহ নাই। অর্থাৎ উপাখ্যান মতে অর্থাৎ পরজন্মে ভীষ্মকে বধ করবেন বলা হয়েছে, সেই অর্থাৎ শিখণ্ডী-রূপে জন্ম নিলেন। উপাখ্যানটি সত্য হোক বা না হোক, কাহিনীতে তার সঙ্গে নামসম্মত থাকবে তাই স্বাভাবিক। সেই উপাখ্যানের কথা বাদ দিলে উপরে লিখিত কারণ মতে শিখণ্ডীর অন্তর্বেই ভীষ্মের পতন ও মৃত্যু হয়েছিল, তাই সিদ্ধান্ত করতে হয়। শরাহত হয়ে ভূমিতে পড়ে অল্পকাল মধ্যেই ভীষ্ম মারা গিয়েছিলেন, দীর্ঘদিন উদ্ভ্রাণের প্রতীক্ষায় কষ্ট সহ করে শরশয্যায় যে থাকা সম্ভব নয়, পড়েই অল্পক্ষণে তা আলোচিত হবে।

১৭. ভীষ্মের শরশয্যা ও সেই অবস্থায় রাজধর্ম, আপদধর্ম ও মোক্ষ ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান

ভীষ্মের সমস্ত দেহে এত বাণ আমূল বিদ্ধ হয়েছিল, যে রণ থেকে ভূমিতে পড়ে গেলে তাঁর দেহের কোন অংশ ভূমি স্পর্শ করল না, বহু বাণের উপরেই তাঁর দেহ-ভার স্থিত হয়ে তাঁর বেদনা বৃদ্ধি করল। মহাভারত কাহিনীর বর্তমান রূপ অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের মতে অন্ততঃ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকেই আছে, সম্ভবতঃ তার তিন চার শতাব্দী পূর্ব থেকেই। তার মধ্যে এই কাহিনী আছে যে পিতা শান্তনু সঙ্গে সত্যবতীর বিবাহ যাতে হতে পারে, সেই জন্য তিনি সিংহাসন দাবী ত্যাগ করলেন এবং চির কুমার থাকবার প্রতিজ্ঞা করলেন, যাতে ভবিষ্যতে তাঁর কোন পুত্র হয়ে সিংহাসন দাবী না করে, এইভাবে নিজের স্বখ ও স্বার্থ বিসর্জন দেওয়াতে তাঁর পিতা তাঁকে “ইচ্ছামৃত্যু” বর দিলেন, সেই বরের প্রভাবে সর্বাঙ্গ শরবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে গিয়েও তিনি উদ্ভ্রাণ কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করলেন; ৫৮ দিন শরশয্যায় থেকে তার মধ্যে প্রায় একমাস করে যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম, আপদধর্ম, মোক্ষধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়ে উদ্ভ্রাণ আরম্ভ হলে তিনি মৃত্যু ইচ্ছা করে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

কেহ বর দিলে বা অভিশাপ দিলে তার ফল অব্যর্থ হবে, এই বিশ্বাস এক কালে ভারতবাসীর মনে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাধারণতঃ দেবতাকে তপস্কার প্রসন্ন করতে পারলে দেবতা এসে বরদান করতেন। ঋষির বরদানের কথাও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়, তাদের অভিশাপ দানের কাহিনীই বেশী। শান্তনু রাজা তো

দেবতা স্থানীয় নন, তপস্যা করে তিনি দেবতুল্য বা ঋষিতুল্য ক্ষমতা লাভ করেছেন তার কোন উল্লেখ নাই। তাঁর কামনা পূরণের জন্য তাঁর পুত্র স্বার্থ ত্যাগ করল, পুত্রের প্রতি প্রসন্ন নিশ্চয় তিনি হয়েছিলেন। কিন্তু ইচ্ছা মৃত্যু রূপ বর দানের শক্তি তাঁর কোথা থেকে আসবে? রাজ্যের একটি অংশ ভাগ করে তিনি দেবব্রতকে দিবে দিতে পারতেন, বা সহজে জীবনযাত্রার জন্য তাকে যথেষ্ট বিত্ত দিতে পারতেন। ইচ্ছা মৃত্যুর ক্ষমতা দেওয়া তাঁর সাধ্যের অতীত ছিল, তাঁর দরুণে দেবব্রত ভীষ্ম ইচ্ছা মৃত্যুর শক্তি লাভ করলেন তা গ্রাহ্য নয়। তাছাড়া সেকালে বিশ্বাস ছিল যে সম্মুখ সমরে মৃত্যু হলে স্বর্গলাভ বা উত্তম গতিলাভ হয়, কুরুক্ষেত্রে বুদ্ধ বাদে সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যু হল, তারা স্বর্গে গেল, এ কথা মহাভারতে আছে। ভীষ্ম কেন সদগতিলাভের জন্য উত্তরায়ণেব প্রতীক্ষা করবেন? আরো কথা এই যে মহাভারতের উপাখ্যান মতে (আদি ৯৯ অ°) ভীষ্ম শাপভ্রষ্ট বনু ছিলেন; আটজন বনু জীগণ সহ অপের বা বশিষ্ঠের আশ্রমে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন, সেখানে নলিনী নামক হোমধেনু দেখে ত্তো নামক বনু তাঁর জীব অন্নবোধে ধেনুটি অপহরণ করেন, অল্প বনুগণ ঘোঁকে নিবারণ না করে সাহায্য করেন, বশিষ্ঠ আশ্রমে ফিরে হোমধেনুটি না দেখে ব্যাপার বুঝে বনুগণকে অভিশাপ দেন যে তারা দেবযোনি হতে ভ্রষ্ট হয়ে মানুষ হয়ে জন্মাবে। বনুগণ শাপের কথা জেনে বশিষ্ঠের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাতে বশিষ্ঠ বলেন যে অত্যাচার বনুদের এক এক বৎসর অন্তর জন্ম হয়েই শাপ মুক্তি হবে, কিন্তু প্রধান সপরাধী ঘোঁবেই দীর্ঘকাল মানুষ জন্মে আবদ্ধ থাকতে হবে। ভীষ্ম সেই শাপভ্রষ্ট ত্তোনামা বনু, দীর্ঘ জীবনের পরে মরলেই তো তিনি আগার বনুযোনি ফিরে যাবেন, তাহলে তাঁর কেন উত্তরায়ণের জন্য প্রতীক্ষা? বশিষ্ঠের অভিশাপে ত্তো নামক বনুর ভীষ্মরূপ জন্মের কথা অর্নৈসর্গিক বলে বাদ দিলেও দীর্ঘকাল পরশস্যায় শয়ান থাকার কথাও এত অসঙ্গতি আছে যে তা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ভীষ্ম সম্বন্ধে প্রথম উপাখ্যান এই যে তিনি যুদ্ধের দশম দিনে শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হয়ে ভূমিতে পতিত হন। সে কথা ভীষ্মপর্বের ১৩ অধ্যায়ে তিনবার সঙ্গত বলেছেন। তাছাড়া অনেকবার ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপে আছে যে ভীষ্মের মৃত বীর কিনা শিখণ্ডীর হাতে নিহত হল। এই ভাবে যুদ্ধের দশম দিনে মৃত্যুই স্বাভাবিক, সমস্ত দেহ যদি আমূলবিদ্ধ বাণে এমন হয় যে দেহ ভূমি স্পর্শ করে না, তাহলে সেভাবে আহত বীরের জীবিত থাকা সম্ভব নয়। ভীষ্মের পতনের

আখ্যানের দ্বিতীয় রূপ হল যে তিনি শরশয্যার উত্তরাধার প্রতীক্ষায় ৫৮ দিন বেঁচে ছিলেন। তাঁর যত্ন দিবস আগত জেনে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুর থেকে মাস্তুলিক দ্রব্য নিয়ে তাঁর লঙ্গে দেখা করতে গেলেন।^১ ভীষ্মের পতনের পরে আট দিন যুদ্ধ চলে; যদি যুদ্ধ শেষ দিনেই সন্ধ্যায় যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে গিয়ে থাকেন—তা অসম্ভব নয়, কারণ যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুর রাজ্য লাভের জন্য উদ্গ্রীত ছিলেন, তাছাড়া পঞ্চপাণ্ডব, সাতকি ও কৃষ্ণ যুদ্ধেব অষ্টাদশ দিবসের রাত্রিতে তাদের শিবিরে ছিলেন না, অগ্রজ ছিলেন, এবং যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে পাঠিয়েছিলেন ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর বোধশাস্তি করতে একথা আছে, বোধহয় তাঁরা সকলেই হস্তিনাপুরে গিয়েছিলেন—এবং সেখানে তখন থেকে রাত্রিবাস করে থাকেন, তাহলে সেখানে পঞ্চাশ রাত্রি কাটলেই ভীষ্মের শরশয্যার ৫৮ রাত্রি কাটে। ভীষ্ম সেদিন যুধিষ্ঠিরকে আসবার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে দুটি এ টি কথা বলে এবং কৃষ্ণকে ও ধৃতরাষ্ট্রকে দুই একটি কথা বলে পরমাত্মাতে মনসংযোগ করে প্রাণত্যাগ করেন। তখন রাজধর্মাদি সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেন নাই। রাজধর্ম, মোক্ষধর্ম ইত্যাদি ভীষ্মেব নিকট হতে শুনতে চাইবার যুধিষ্ঠিরের কোন কাঙ্ক্ষা নাই, তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে বহু বৎসর স্থগুভাবে রাজত্ব করেছিলেন, এবং ধর্মজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর শ্রেষ্ঠতাব কথাও বহুবার বলা হয়েছে, বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু শরশয্যা কাহিনীর এই প্রথম রূপও গ্রাহ্য নয়। দ্রোণ পর্বের চতুর্থ দিনের রাত্রি যুদ্ধ সম্বন্ধে পাই যে সেদিন অর্দ্ধ রাত্রি পর্যন্ত অন্ধকার, পরে দীপ জেলে যুদ্ধ হয়, সকলে ক্লান্ত ও নিদ্রাকাতর হলে অর্জুনের প্রস্তাবমত যে যেখানে ছিলেন, যুদ্ধ বিরতি করে দুদণ্ড বিশ্রাম করে বা ঘুমিয়ে নিলেন, শেষরাতে চাঁদ উঠলে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল। সেদিন ছিল কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী, দুর্ধোধন বধ হয় অমাবস্তার অপরাহ্নে। ভীষ্মের পতন তাহলে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে, তাঁর মহা প্রয়াণ হয় উত্তরাধার আরম্ভে মাঘমাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে।^২ পৌষের কৃষ্ণাষ্টমী থেকে মাঘের শুক্লাপঞ্চমী ৪২।৪৩ দিন, ৫৮ দিন নয়। টিকাকার নীলকণ্ঠ “অষ্টপঞ্চাশতঃ” শব্দের অর্থ কষ্টকল্পনা করে ৪২।৪৩ করেছেন :—অষ্টপঞ্চাশতঃ

১। অজ্ঞানান পর্ব, ১৬৭/৫ : “উষিত্বা শরীরী: শ্রীমান্ পঞ্চাশত্তরাত্তমে।

সময়ং কৌরবাগ্রাশ্র সম্মার পুরুষবভ: ॥”

২। অজ্ঞানান ১৬৭/২৮ : মাঘোহয়ং সমন্তপ্রান্তো মাস: সৌম্যো যুধিষ্ঠির।

ত্রিভুগণেশ গন্ধোহয়ং শুক্লা ভবিভূর্মহতি ॥

অষ্ট+পঞ্চ অশতং=৮+৫×৭; কিন্তু তা গ্রহণ করবার কোন কারণ নাই। এই সমাধান গ্রহণ করলে আবার অন্য বিপত্তি হয়, কারণ শান্তিপর্বে ভীষ্মের দীর্ঘকাল ধর্মকথা উপদেশের কাল সমাধান করতে নীলকণ্ঠ বলেছেন যে গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধাদি করতে, যুধিষ্ঠিরের অভিষেক হতে ও কয়েকদিন রাজকাৰ্য্য করতে ভীষ্মের পতনের পরে ২৮ দিন লেগেছে, তার পরে আরো ৩০ দিন ভীষ্মের জীবন ছিল; ভীষ্মের সঙ্গে পতনের পরে প্রথম দেখা হলে কৃষ্ণ তাকে বলেন “পঞ্চাশতং বহু চ কুরু প্রবীর শেষং দিনানাং তব জীবিতশ্চ;” সেখানে নীলকণ্ঠ “পঞ্চাশতং বহু চ” পদসমূহের সহজ অর্থ ৫৬ না নিয়ে বলেছেন “পঞ্চাশতং বহু চ” মানে পাঁচবার ছয়, অর্থাৎ ত্রিশ; ৫৬ অর্থ নিলে শরণযাত্রাকাল ৫৮ দিনের অনেক বেশী হয়ে যায়। অর্থাৎ নীলকণ্ঠ শরণযাত্রাকাল একবার মোট ৫৮ রাত্রি, একবার ৪৩ রাত্রি বলে গোঁড়ামিল দিয়েছেন। মৎস্যে ধক মণ্ডলী অনুশাসন পর্বের ভূমিকায় এইভাবে সঙ্গতি করতে চেষ্টা করেছেন, যে “জিতাগশেষঃ পঞ্চোহরণ শুক্লো ভবিতুমর্হতি” শ্লোকটির অর্থ নয় যে তখন শুক্লপক্ষের তৃতীয়াংশ গত হয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়াংশ গত হয়েছে, সেদিন মাঘের কৃষ্ণ পঞ্চমী, ভীষ্ম ঠিক দেখতে পারছেন না, কিন্তু চাঁদের আলা আছে বুঝতে পারছেন, তা কৃষ্ণপক্ষের প্রথম দিনে যথেষ্ট থাকে; এই সমাধান নিলে ৫৮ দিন হিসাবে গোলমাল হয় না, কিন্তু এই সমাধানও শ্লোকটির অর্থ বিরোধী।

ভীষ্মের পতনের কাহিনীর তৃতীয় রূপ, অর্থাৎ শরণযাত্রা কাহিনীর দ্বিতীয় রূপই মহাভারতের বর্তমান রূপের বর্ণিত কাহিনী। সেই কাহিনী শান্তিপর্বে বিবৃত হয়েছে। যুদ্ধে মৃত সফল জ্ঞাতি বন্ধুর উদ্বুদ্ধকর্ম করে যুধিষ্ঠিরাহি সকলে একমান হস্তিনাপুরের বাইরে গঙ্গাতীরে শৌচ পাণন করে কাটালেন।^১ তার মধ্যে যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধ, বিশেষতঃ না জেনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকে বধের জন্ত এবং অভিমত্যা ও দ্রৌপদী পুত্রদের জন্ত শোক প্রকাশ করলেন, তাদের মৃত্যুর জন্ত নিজেকে পাপভাক্ মনে করে রাজ্যত্যাগ ছেড়ে বনবাস করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর ভ্রাতাগণ ও দ্রৌপদী তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, তাতে তিনি শান্তি পেলেন না। অবশেষে ব্যাস ও কৃষ্ণের কথায় রাজ্যত্যাগ নিতে

১। শান্তি পর্ব ৫১/১৪

২। শান্তিপর্ব—১/১২

স্বীকার করলেন। শৌচকাল শেষ হলে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন, তাঁর অভিষেক হ'ল। কয়েকদিন রাজকাৰ্য্য করে এতদিন কৃষ্ণের কাছে গিয়ে দেখেন যে কৃষ্ণ ধ্যানস্থ হয়ে আছেন, ধ্যান ভঙ্গ হলে কৃষ্ণ বললেন যে ভীষ্ম শরশয্যায় শায়ী থেকে তাঁকে স্মরণ করে স্তব করছেন। তখন কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ভীষ্মের কাছে যান, কৃষ্ণ ভীষ্মের কুশল প্রশ্ন করে বললেন, যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবৎ হওয়াতে শোকাক্ত হয়েছেন, আপনার রাজধর্ম মোক্ষধর্ম ইত্যাদি সম্যক বিদিত আছে, আপনি যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম উপদেশ দিয়ে তার মনে শান্তি দিন। এবং বললেন, আপনার জীবনের “পঞ্চাশতং বট চ” দিন বাকী আছে, তারপরে আপনি শুভলোক প্রাপ্ত হবেন।^১ “পঞ্চাশতং বট চ” পদসমূহের সহজ অর্থ ছাঙ্গার যদি নেওয়া যায়, তবে ভীষ্মের শরশয্যাকাল আটান্ন দিনের থেকে অনেক বেশী হয়—প্রায় তিনমান হয়। তাই হিসাব যেলাতে টিকাকার নীলকণ্ঠ শান্তি পর্বের ১১-২ শ্লোক উপেক্ষা করে বলেছেন যে ভীষ্মের পতনের পরে যুদ্ধ আটদিন চলেছে, তারপরে দেহ সংস্কার ও উদ্বনক্রিয়া ও শৌচকাল ষোলদিন, পঞ্চবিংশতিতম দিনে হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ, পরদিন অভিষেক, অষ্টাবিংশ দিন ভীষ্মের নিকট গমন এবং তারপর প্রায় ত্রিশদিন ধরে রাজধর্মাদি উপদেশ শ্রবণ—পঞ্চাশতং বট চ অর্থ $৫ \times ৬ = ৩০$ এই সমাধান অত্যন্ত কষ্ট কল্পিত, তাহাজা পূর্বেই বলা হয়েছে যে মাঘের শুক্লাপঞ্চমীতে ভীষ্মের জীবন শেষ হলে শরশয্যাকাল মোট ৪২।৪৩ দিন হয়।

তন্মিহি আর একটি অসঙ্গতি আছে। কৃষ্ণ যখন ভীষ্মকে রাজধর্মাদির উপদেশ দিতে বললেন, ভীষ্ম বললেন, আমার সমস্ত দেহে যন্ত্রণা, মনও তাই অস্থির, আমি শুছিয়ে কোন উপদেশ দিতে পারবো না। কৃষ্ণ তখন ভীষ্মকে বর দিলেন, তোমাব দেহজ যন্ত্রণা, মানসিক গ্লানি সব দূর হয়ে যাক, ক্ষুৎপিপাসা তে মাকে অভিভূত না করুক, সমস্ত জ্ঞান তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাত হোক।^২ সেই বর প্রভাবে সম্পূর্ণ সুস্থদেহময় হয়ে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে ক্রমে ক্রমে রাজধর্ম কথা, আপদধর্ম কথা ও মোক্ষধর্মকথা শোনালেন। কিন্তু দেখি যে প্রয়াণেব দিনে ভীষ্ম বলছেন যে তীক্ষ্ণ বাণের উপর শয়ন করে আটান্ন দিন তাঁর বহকণ্ঠে

১। শান্তি :—৫১/১৪

২। শান্তি :—৫২/১৪-২১

কেটেছে, মনে হয়েছে যেন শতবর্ষ তিনি যজ্ঞনা ভোগ করছেন।^১ কিন্তু কৃষ্ণের বয়স যদি তাঁর শারীরিক ক্লেণাদি সব দূর হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে কথা ভীষ্ম কেন বলবেন ?

এত সব অসঙ্গতি থাকায় অত্মমান করা ছাড়া উপায় নাই যে সমগ্র শরশয্যা কাহিনী পবে কল্পিত ও যোজিত। রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। তিনি বলেছেন—“মহাভারতে নানাকালে নানা লোকের হাত পড়েছে সন্দেহ নেই। সাহিত্যের দিক থেকে তার উপর অবাস্তব আঘাতের অস্ত ছিল না, অসাধারণ মজবুত গডন বলেই টিকে আছে। এটা স্পষ্টই বোঝা যায়, ভীষ্মের বর্ণিত ধর্ম-নীতি শ্রবণ,—যথাস্থানে আভাসে ইঙ্গিতে, যথা পরিমাণ আলোচনায়, বিরুদ্ধ চরিত্র ও অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিচয়টি প্রকাশ করলে ভীষ্মের ব্যক্তিকণ তাতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠবার কথা। কাব্য পড়ার সময় আমরা তাই চাই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কোনো এক কালে আমাদের দেশে চরিত্রনীতি নথকে আগ্রহ বিশেষ কারণে অতি প্রাংল ছিল। এই জন্তে পাঠকের বিনা আপত্তিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ইতিহাসকে শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম দীর্ঘ একপর্ব জুড়ে নীতিকথায় প্রাবিত করে দিলেন। তাতে ভীষ্মের চরিত্র গেল তনিয়ে প্রভূত লতুপদেশের তলায়।”^২ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথও শাস্তিপর্বকে পর্বের কাগের যোজনা বলেছেন। শাস্তিপর্বে দেখা যায় যে ভীষ্ম কৃষ্ণকে ভগবানরূপে স্তব কবছেন, কৃষ্ণও সে ভগবত্ব আরোপ যেনে নিচ্ছেন। তাঁর থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে যখন কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার বা ষষ্ঠ ভগবান বলা হয়েছিল, শাস্তিপর্ব তখনকার যোজনা।

বুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধ, ভ্রাতৃবধ, পুত্রবধ হুখে অধীর হয়েছিলেন, সম্রাস গ্রহণের সংকল্প করেছিলেন, ব্যাস ও কৃষ্ণের উপদেশে তাঁর মন শান্ত হল, তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করতে সম্মত হলেন। এই হল শাস্তি পর্বের নামের সার্থকতা, ও এখানেই শাস্তি পর্ব শেষ।

১। অনুশাসন,—১৬৭/২৭

২। রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪, সাহিত্যের স্বরূপ, ৫১৪ পৃ

১৮. দ্রোণ পর্বে দ্রোণের মৃত্যু বিবরণ ও অশ্বখামার বীরত্ব

সম্বন্ধে অসঙ্গতি

দ্রোণ পর্বে যুদ্ধের বর্ণনার মধ্যে অনেক পরিবর্তন ও অনেক যোজনা আছে, এবং উজ্জ্বলিত নানা অসঙ্গতি আছে। দ্রোণ বধের জন্য কৃষ্ণ প্ররোচিত যে অপকৌশলের কথা দ্রোণ যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণে আছে, যে অশ্বখামার মিত্রা মৃত্যু সংবাদ রটনা করে দ্রোণকে নিস্তেজ করা হ'ল, যে কথা অল্পকমনিষ্ঠাধ্যায়ে, পর্বসংগ্রহে ও দ্রোণ যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণে (দ্রোণপর্ব ৭-৮ অধ্যায়ে) নাই। যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবসের পূর্বে অবহার না হওয়ান্ন, প্রায় সারারাত্রি ধরে যুদ্ধ চলান্ন, সকলেই ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। দ্রোণের প্রায় সমবয়সী দ্রুপদয়াজ্ঞ ও বিরাটবাজ্য সেই ক্লান্তির ফলে বিশেষ যুদ্ধ চালাতে না পেরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দ্রোণও যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, সে কথা আশ্বমেধিক পর্বে ৬০।১৮ শ্লোকে বলা হয়েছে। তা কৃষ্ণের উক্তি বলে অগ্রাহ্য করবার কারণ নাই, কারণ তাই স্বাভাবিক। জয়দ্রথ বধের দিনে দ্রোণ জয়দ্রথকে বক্ষা করতে পারবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা না পেরে দুর্বোধনের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি অবহারের নিয়ম লঙ্ঘন করে সারারাত যুদ্ধ চালাবার আদেশ দিলেন, তাতে নিজেকেও যে বিপন্ন করছেন, তা বুঝতে পারেন নাই। দ্রোণ পর্বের ৯৪ অধ্যায় আছে যে অর্জুন অনেক বিশিষ্ট কৌশল বীর বধ করে জয়দ্রথকে দিকে ক্রমে এগিয়ে যাচ্ছেন, তখন দুর্বোধন এসে দ্রোণকে বলেন যে, আপনি বলেছিলেন যে অর্জুন আপনাকে অতিক্রম করে যেতে পারবে না, কিন্তু আপনি তাকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে জয়দ্রথ বধের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। দ্রোণ বললেন, আমার পঁচাশি বৎসর বয়স হয়েছে, অর্জুনের মত ক্রিয়াকারী যোদ্ধা ব্যতীতকারে অল্প ফাঁক করে এগিয়ে গেল, তাকে নিবারণ করা আমার সম্ভব হয় না। পরে সত্যাকি যখন দ্রোণকে পার হয়ে যান, দ্রোণ তার পশ্চাদ্ধাবন করে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়ে ফিরতে বাধ্য হন। তৃতীয় দ্রোণকে পার হয়ে যাবার সময় বললেন, আমি অর্জুনের মত দয়ালু নই, আমি শত্রু, বলে দ্রোণের সারথি ও অশ্ব নিধন করে রথ উল্টিয়ে দিয়ে যান, দ্রোণ ফোনযতে আত্মরক্ষা করেন।

রাত্রি যুদ্ধে যুদ্ধিষ্ঠিরও একবার দ্রোণকে বিপর্যস্ত বিসংজ্ঞ করেছিলেন,^১ তারপর অর্জুনের রথ থেকে কৃষ্ণ যুদ্ধিষ্ঠিরকে দ্রোণকে বাদ দিয়ে দুর্বোধনকে আক্রমণ করতে বলেন। তার পরদিন যুদ্ধক্লান্ত দ্রোণকে তার থেকে অনেক কম বয়স্ক ধৃষ্টদ্যুম্ন মৃত্যুভয় ত্যাগ করে বার বার আক্রমণ করে তৃতীয় বার তাঁকে নিধন করতে পারলেন, তাতে আশ্চর্য কিছু নাই। বরং কৃষ্ণের মুখে যে কথা বসানো হয়েছে, যে অর্জুন তো দ্রোণকে মারবে না, দ্রোণ এখন এত বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন যে তার পুত্রের মৃত্যু হয়েছে রটনা করে তার বীর্য হ্রাস না করলে তাকে পরাজিত করা যাবে না,^২ সে কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়; ক্লান্ত দ্রোণ সেরূপ বিক্রমের সঙ্গে পঞ্চদশ দিবস যুদ্ধ করতে পারেন না। এই অপকৌশলের কথা শুধু কৃষ্ণের চরিত্রে কালিমা লেপনের চেষ্টা করা হয়েছে; কৃষ্ণ প্রচারিত পঞ্চরাত্র বা সাত্তত ধর্মের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের আক্রোশ ছিল।

দ্রোণের বীরত্ব যেমন বেশী করে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে, তেমন কোন পরবর্তীকালের কবি অশ্বখামার বীরত্বও বাড়িয়ে দেখাতে চেষ্টা করছেন। অষ্টক্রমণিকাধ্যায়ের ২০২ শ্লোকে দ্রোণের পতনের পরে অশ্বখামা ও নকুলের সমযুদ্ধের কথা আছে।^৩ কিন্তু দ্রোণ পর্বের বর্তমান রূপে নকুল ও অশ্বখামার সমযুদ্ধ দ্রোণের মৃত্যুর পরে বা পূর্বে কোথায়ও বর্ণিত হয় নাই। তার পরিবর্তে আছে যে নারায়ণাশ্বে বিফল হলে অশ্বখামা ক্রুদ্ধ হয়ে এমন তীব্র যুদ্ধ আরম্ভ করলেন যে তার সম্মুখীন হয়ে ক্রমান্বয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও ভীম পরাজিত হলেন, পরে অর্জুনকে অশ্বখামাকে পরাজিত করতে তীব্র যুদ্ধ করতে হ'ল। (২০০-২০১ অধ্যায়।) এরূপ যুদ্ধের কথা অষ্টক্রমণিকাধ্যায়ে বা পর্বসংগ্রাহে নাই। অতএব সন্দেহ নাই যে নকুলসহ সমযুদ্ধ বিবরণ বাদ দিয়ে সেই স্থানে ২০০-২০১ অধ্যায় বসানো হয়েছে।

১৯. ভীম-দুর্বোধনের গদাযুদ্ধ ও বলরাম

উদ্যোগপর্বে পাই যে কৌরব ও পাণ্ডব শিবির স্থাপিত হয়েছে, সেনাপতি নির্বাচন ও প্রতি অঙ্গৌহিণী সেনার নায়ক নির্বাচন হয়ে গেছে, সেই সময়ে

১। দ্রোণ পর্ব, ১৬২/৩৬-৪৬

২। দ্রোণ পর্ব, ১২০/৭-১২

৩। যদাশ্রৌষং দ্রোণিনা দৈরথস্থং মাজীপুত্রং নকুলং লোকমধ্যে।

সমং যুদ্ধং মন্তলেভ্যচ্চরস্থং তদা নাশংসে বিজয়াম্য সঞ্জয় ॥

বলবাম পাণ্ডব-শিবিরে এসে উপস্থিত হলেন, এসে বললেন যে পাণ্ডব ও কৌরবদের সঙ্গে বৃষ্ণিকুলের তুল্য সম্পর্ক, কৃষ্ণকে বলবাম বলেছিলেন যে তুমি অর্জুনকে সাহায্য করছ, দুৰ্যোধনকেও সাহায্য দাও, তা কৃষ্ণ শুনলো না, কৃষ্ণের বিরুদ্ধে তিনি যেতে পারেন না, কৃষ্ণের সাহায্যে পাণ্ডবদের ৫য় নিশ্চিত, তিনি উপস্থিত থেকে কৌরবদের বিনাশ দেখতে চান না, অতএব তিনি তীর্থভ্রমণে বহির্গত হচ্ছেন। এই কথা বলে তিনি চলে গেলেন।

বলবাম কৌরবদের বিনাশ দেখতে চান না বলে চলে গেলেন, তারপর মহাভারতে বর্ণিত ঘটনাবলী অনুসরণ করে দেখলে মন হয় যে ভীম-দুৰ্যোধনের গদাযুদ্ধে বলবামের উপস্থিতি সম্ভব নয়। উত্তোগপর্বে ১৬০-১৬৪ অধ্যায়ে উল্লিখিত দ্বৈতকথা বর্ণিত আছে, তার মধ্যে সার কথা এই যে আগামী কাল থেকে যুদ্ধ আবশ্য হবে। ১৫৮ অধ্যায়ে কৃষ্ণী প্রত্যাখ্যানের কথা আছে, কৃষ্ণী সন্দেশ উপস্থিত হয়ে একে একে দুই পক্ষকেই সাহায্য দিতে চাইলেন কিন্তু তাঁর বীরস্বপ্ন দৃষ্ট দেখে হোক বা অন্য কোন কারণে হোক কোন পক্ষই তাব সাহায্য গ্রহণ করল না—কৃষ্ণীর আগমন কাল সম্বন্ধে বলা হয়েছে, “এতদ্বিম্ব কালে” অর্থাৎ বলবাম এসে বখন চলে গেলেন। ১৫৯ অধ্যায়ে আছে, সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন যুদ্ধের কথা একমনা হয়ে শুনুন, অর্থাৎ যুদ্ধ আসন্ন। আমাদের নির্ণয় মতে অবশ্য সঞ্জয় হস্তিনাপুরে বসে থেকে যুদ্ধের বর্ণনা ধৃতরাষ্ট্রকে শোনান নাই। তবে মহাভারতের অধিকাংশ অধ্যায়ে সেই ভাবে কথা বলা হয়েছে। যুদ্ধ পৌষ মাসে শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীতে আবশ্য হয়েছে, সে সম্বন্ধে টিকাকার নীলকণ্ঠ ভীষ্মপর্বের ১৭ অধ্যায়ের টিকায় ভারত-সাবিত্রী থেকে উদ্ধৃত করেছেন—“হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশীম্। প্রবৃত্তং ভারতীং যুদ্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে। হেমন্তের প্রথম মাস মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে যুদ্ধাশুভ—যমদৈবত নক্ষত্রে। যমদৈবত নক্ষত্র হল ভরণী, কিন্তু মহাভারতের ভীষ্মপর্বে ১৭ অধ্যায়ে আছে যে যুদ্ধাশুভদিনে চন্দ্র মঘা নক্ষত্র ছিল (১৭/২)। গদাপর্বে পাই যে বলবাম এসে বলেছেন যে আমি বিধাশ্রিত দিন তীর্থভ্রমণ করে এসেছি, পুষ্ট্যা নক্ষত্রে যাত্রা আশু করে অবনা নক্ষত্রে কিংবেছি (শল্য পর্ব ৩৪/৬)। পুষ্ট্যা চন্দ্র নক্ষত্র, মঘা ১০নং, অবনা ২২নং। মঘা নক্ষত্রে যদি যুদ্ধাশুভ হবে থাকে, তবে পুষ্ট্যা নক্ষত্রে অর্থাৎ

১। উত্তোগপর্ব, ১৫৭ অধ্যায়।

২। ভারত মঞ্জরী কাশ্মীর-কবি রুত সংস্কৃত কবিতায় মহাভারতের সারমর্ম, “ভারতসাবিত্রী” দক্ষিণ ভারতে রুত সারমর্ম।

যুদ্ধারম্ভের দুইদিন পূর্বে বলরাম তীর্থ যাত্রা আরম্ভ করেছেন, তা ধরলে উদ্যোগ-পর্বের পূর্ব-উদ্ধৃত কথাগুলির সঙ্গে সে বিবরণ মিলে যায় ; কিন্তু তা হলে ৪২ দিন তীর্থযাত্রা শেষ করে বলরাম গদাযুদ্ধের দিনে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হতে পারেন না, তাঁর যাত্রা যুদ্ধ শেষের বাইশদিন পরে শেষ হয়। টিকাধার নীলকণ্ঠ সামন্ত-করবার চেষ্টা করেছেন এই বলে যে বলরামের পাণ্ডবশিবিরে আগমন যুদ্ধ আরম্ভের দুইদিন মাত্র পূর্বে নয়, শিবির সংস্থাপনের প্রথম দিকে, এবং যুদ্ধাৰম্ভ হয়েছিল মঘানক্ষত্রে নয়, মঘানক্ষত্রের অধিপতি পিতৃগণ, যুদ্ধে মৃত বীরগণের উত্তমদেহ-প্রদানার্থ চন্দ্র সেদিন পিতৃলোক সন্নিহিত ছিল। অর্থাৎ সেদিন মৃগশিরা নক্ষত্র, যার অধিপতি চন্দ্র। মৃগশিরা নক্ষত্র থেকে যুদ্ধ আরম্ভ হলে—অভিজিৎ নক্ষত্র বাদ দিয়ে: অষ্টাদশ দিবসে অবগা নক্ষত্র হয় ; বলরাম তীর্থ যাত্রা আরম্ভ করেন কার্ত্তিকের পুণ্যা নক্ষত্রে, তাহলে হিসাব মিলে যায়। কিন্তু এই সমাধান কষ্টকল্পিত। উদ্যোগ পর্বের ১৫৭-১৬৫ অধ্যায় পাঠে মনে হয় যে বলরাম যুদ্ধারম্ভের মাত্র দুদিন পূর্বেই এসেছিলেন, ২৬ পূর্বে নয়, এবং “মঘা বিষয়গং সোমন্তদ্দিনং প্রত্যপণত” (ভীষ্মঃ ১০/২১) শ্লোকটির যে অর্থ নীলকণ্ঠ করেছেন, তাও কষ্ট-কল্পিত মনে হয়। তাছাড়া বলরাম বলে গেলেন যে তিনি উপস্থিত থেকে কোরবদেব বিনাশ দেখতে চান না ; তিনি তাঁর প্রিয় শিশু দুর্ধোধনের বিনাশ দেখতে কেন অকস্মাৎ উপস্থিত হবেন ? গদা পূর্বে, অর্থাৎ শলা পূর্বের দ্বিতীয় ভাগে অধ্যায় বিভাস বিবেচনা করে দেখলেও বলরামের অকস্মাৎ আগমন কথা পরে বোঝিত বলে মনে হয়। ৩৩ অধ্যায়ে আছে যে ভীষ্ম ও দুর্ধোধন গদা হস্তে পরস্পরের প্রতি-গুর্জন করছেন, তার পরে গদাযুদ্ধ বর্ণনায় ছেদ পড়িল ; ৩৪ অধ্যায়ে বলরাম উপস্থিত হয়ে এসে বললেন যে ৪২ দিন সরস্বতীর নানা তীর্থ দর্শন করে তিনি এসেছেন ; ৫৫ হতে ৫৪ অধ্যায়, অর্থাৎ দীর্ঘ বিংশ অধ্যায় সেই তীর্থ সমূহের বর্ণনা ও সংশ্লিষ্ট উপাখ্যান ; ৫৫ অধ্যায়ে পুনঃ গদাযুদ্ধ কাহিনী আরম্ভ, ৫৬ অধ্যায়ে গদাহস্তে ভীষ্ম ও দুর্ধোধনের বাগ্-যুদ্ধ—সেটি বহুলাংশে ৩৩ অধ্যায়ের প্রতিধ্বনি—বস্তুতঃ ৩৩।৩১-৫৮ শ্লোক এবং ৫৬।১৪-৪৬ শ্লোক প্রায় এক, মধ্যো মধ্যো নামান্ত্র বাক্য ভেদ মাত্র আছে। ৫৭-৫৮ অধ্যায় গদাযুদ্ধের বিশদ বিবরণ। ৩৩ অধ্যায়ের পরে ৫৭-৫৮ অধ্যায় পড়লেই স্বাভাবিক হয়, মধ্যের তেইশটি অধ্যায় অবাস্তব এবং পরে বোঝিত সন্দেহ নাই। ভীষ্ম যদি অজ্ঞানভাবে গদা গ্রহণে দুর্ধোধনের উরুভঙ্গ করে থাকেন, বলরাম উপস্থিত থাকলে তাঁর তৎক্ষণাৎ

প্রতিবাদ করা আশা করা যায়। কিন্তু ৫৮ অধ্যায়ে উল্লভজ্ঞের কথা বলে ৫৯ অধ্যায়ে আছে যে ভীম ভূপতিত দুৰ্যোধনের শিরে পদাঘাত করলেন, যুধিষ্ঠির ভীমকে নিবৃত্ত হতে বললেন, তার পর দুৰ্যোধনের অবস্থার জ্ঞাত ও তার দুর্বুদ্ধি হেতু ধ্বংসলীলার কথা বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তাব পরের অধ্যায়ে- ৬০ অধ্যায়ে—আ ছ যে পতিত শক্রর মস্তকে পদাঘাত ও নাভির নীচে গদাঘাত করার জ্ঞাত বলরাম ক্রোধ প্রকাশ করে হল হস্তে ভীমের দিকে ধাবিত হলেন, রক্ষা তাঁকে নিবারণ করে ভীমের সমর্থনে যা বললেন বলরাম সে কথাকে ধর্মের অপনোপ আখ্যা দিয়ে চলে গেলেন। এই ষষ্টিতম অধ্যায় বাদ দিলেও আখ্যানের কোন ছেদ পড়ে না। এই অধ্যায়ও পরে যোজিত মনে হয়।

গদাযুদ্ধের নিয়ম ছিল যে প্রতিপক্ষের নাভির নীচে কেহ গদাঘাত করতে পারবে না। ভীমের প্রতিজ্ঞা ছিল যে তিনি দুৰ্যোধনের উল্লভজ্ঞ করবেন। ভীম নিয়ম-বহির্ভূত আঘাত করেন এবং তা কৃষ্ণের প্ররোচনায়, তা দেখাতে ৩৩২-১৭ শ্লোকে এবং ৫৮/১-১১ শ্লোকে কৃষ্ণের উক্তি দেওয়া হয়েছে—অর্জুনের প্রার্থের উত্তরে কৃষ্ণ বলছেন যে ভীম অধিক বলবান, কিন্তু দুৰ্যোধন অধিক কৃতী বা কৌশলী, ত্রায় যুদ্ধে ভীম জয়ী হতে পারবে না, উল্লভজ্ঞের প্রতিজ্ঞা ও কৃষ্ণ ভীমকে স্তব্ধ করিয়ে দিলেন (৩৩/২৮)। পুনঃ যুদ্ধশেষে দেখা যায় যে কৃষ্ণ বলছেন যে দুৰ্যোধন ও কৌরব পক্ষের অন্ত বীরদের পাণ্ডবগণ ত্রায়যুদ্ধে পরাজিত করতে পারেন না। তিনি পাণ্ডবগণের হিতার্থী হয়ে কূটনীতির উপদেশ দিয়ে তাদের জয়ী করেছেন (৬১ অধ্যায়)। এই সমস্তই দ্বিতীয় স্তরের কবির কল্পনা; এই কবি কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলেও দেখাতে চেয়েছেন যে কৃষ্ণ কূটনীতিক, এবং ঈশ্বরই ধর্মের ও অধর্মের প্রেরণকর্তা। শাস্তিপর্বে ব্যাসের উক্তি দিয়েছেন যে ঈশ্বরের নিয়োগানুসারেই লোকের সাধু বা অসাধু কর্ম করে (৩২/১৩)। কিন্তু তা কৃষ্ণের মতবাদ নয়। কৃষ্ণ ধর্মপথে চলবার উপদেশই সর্বত্র দিয়েছেন। যেখানে কৃষ্ণ সেখানে ধর্ম, সেখানে বার বার বলে কৃষ্ণকে অধর্মের প্রেরণিতা বলা পরিহাস মনে হয়।

শল্যপর্বে ১২ অধ্যায়ে ভীম ও শল্যের গদাযুদ্ধ বর্ণনা করতে বলা হয়েছে যে ভীমের গদা প্রহারের সম্মুখীন হতে পারে এমন শল্য ও বলরাম ছাড়া কেহ নাই, শল্যেরও গদাপ্রহার সহ্য করতে সমর্থ বীর ভীম ও বলরাম ছাড়া কেহ নাই।

১। ভীমপর্ব, ২১/১১-১২, ১৪, ৩৪ ; অম্বশাসন, ১৬৭/৪০-৪১,

শল্য ৬২/৩১-৩২

অর্থাৎ এখানে দুর্ধোধনকে বলরাম, ভীম ও শল্যের সঙ্গে গদাযুদ্ধে তুলনীয় বলা হয় না। উল্লেখ্য পূর্বে ৫১ অধ্যায়ে আছে যে ভীমের গদাযুদ্ধে বিক্রম স্বরণ করে ধৃতরাষ্ট্র উদ্বেগ প্রকাশ করছেন, তিনি দুর্ধোধনের গদাযুদ্ধে বিক্রমের কথা বলেন নাই। উল্লেখ্য পূর্বে ১৬৯ অধ্যায়ে আছে যে ভীম উভয়পক্ষের বীরগণের কথা বলতে ভীমকে নাগাসুতবলী ও গদাযুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। দুর্ধোধনকে উত্তমরথী ও গদা প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহারে কুশলী বলেছেন, শ্রেষ্ঠ বলেন নাই। গদাযুদ্ধের পূর্বপর্বন্ত যুদ্ধ বিবরণে পাই যে ভীম প্রতিদিন গদাহস্তে হস্তী, অশ্ব, রথ চূর্ণিত করছেন, দুর্ধোধন সম্বন্ধে একবার মাত্র কথিত হয়েছে যে তিনি গদা হস্তে যুধামন্যু-উত্তমৌজার রথ চূর্ণিত করেছিলেন। অতএব কৃষ্ণ কেন বলবেন যে ত্রাশুর্ধে ভীম দুর্ধোধনকে পরাজিত করতে পারেন না? কেনই বা অত্রায় যুদ্ধে প্রয়োচনা দিবেন? ২২স্ততঃ শল্যপর্বের ৩৩/২-১৭, ৫৮/১-১১, ৩৩/২৮ ইত্যাদি সকল শ্লোক পরের যোজনা, এবং ৬১ অধ্যায় যে পবের যোজনা, তার মধ্যে সব বাজে কথা, তাতে সন্দেহ নাই। উত্তর গোগ্রহের যুদ্ধে অর্জুনের বীরত্ব স্বরণ করে, ভীমের সাত্যকির ধৃষ্টদ্যুম্নর অভিমহ্যর ঘটনাক্রমের বীরত্বের কথা মনে করলে কেহই বলতে পারে না যে পাণ্ডবগণ কূটনীতি অশ্রয় না করলে জয়লাভ করতে পারতেন না। যুদ্ধ বিবরণ-গুলি পরীক্ষাচিন্তাতেও দেখা গেছে যে তার মধ্যে কূটনীতি আশ্রয়ের কথা সামঞ্জস্য-হীন ও পরে যোজিত।

উরুভঙ্গের বিবরণ শল্যপূর্বে ৫৮/৪২-৪৭ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে—ভীমকে গদা উত্তত করে ছুটে আসতে দেখে দুর্ধোধন লাফ দিয়ে উঠে আঘাত ব্যর্থ করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু আঘাত তাঁর উরুস্থলের উপর পরে উরু ভেঙ্গে গেল। তার থেকে বলা যায় যে ইচ্ছাকৃত নিষম বিরুদ্ধ আঘাত ভীম করেন নাই, ঘটনাচক্রে তাঁর আঘাত দুর্ধোধনের উরুর উপর পড়েছিল। তা যদি নাও হয়, ভীম যদি ইচ্ছা করেই দুর্ধোধনের উরুর উপর আঘাত করে থাকেন, তার জন্য ভীমই দায়ী, কৃষ্ণকে সেই অত্রায় আঘাতের প্রেরক বলবার কোন কারণ নাই। পবের কালের কোন কবি গদাযুদ্ধে অভিজ্ঞ বলরামকে গদাযুদ্ধ স্থলে উপস্থিত করে তার মুখে একথা বসিয়েছেন যে ভীম নাভির নীচে আঘাত করে অধর্ম করেছেন, এবং ভীমের আচরণ সমর্থন করে কৃষ্ণের উক্তিও অধর্মোদ্ভূত। কিন্তু বলরামের ভীম দুর্ধোধনের গদাযুদ্ধ কালে উপস্থিতি সম্ভব নয়, অতএব তাঁর মুখে যে মন্তব্য বসান হয়েছে, তার উপর কোন মূল্য দেওয়া যায় না।

দ্বিতীয় খণ্ড

ভাণ্ডার কব গবেষণা কেন্দ্র হতে প্রকাশিত সংশোধিত মহাভারত

১ সংশোধিত মহাভারতের কল্পনা ও রূপদান

প্রথমখণ্ডের সূচনায় ভারতের নানা স্থানে প্রাপ্ত নানা প্রকার লিপিত মহাভারতের পুঁথির পাঠ বিভিন্নতার কথা বলা হয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক ম্যাকডোনাল্ড তার ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে লিখেছিলেন যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ টিকামহ বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ প্রভৃতি ২৫ বৈদিক ও সংস্কৃত গ্রন্থের মূল পাঠ যথাগন্তব উদ্ধার করে প্রকাশ করেছেন; কিন্তু যদিও মহাভারতের সম্পূর্ণ পুঁথি লণ্ডন, অক্সফোর্ড, প্যারিস, বার্মিংহাম প্রভৃতি স্থানের গ্রন্থশালায় আছে এবং ভারতবর্ষে বহু সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ মহাভারতের পুঁথি আছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এখনও মহাভারতের মূলপাঠ যথাগন্তব উদ্ধার করে প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করেন নাই; মহাভারতের বিশালতা ও পুঁথিসমূহে বিভিন্ন পাঠ থাকায় কাজটি বহু সময় ও অর্থ সাধ্য হতে বাধ্য, এবং সে কাজ বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে একযোগে করতে হবে। ইউরোপে পর পর দুইটি মহাযুদ্ধ ঘটায় এবং তার ফলে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় আসায় সেখানে সংস্কৃত চর্চা অনেকটা ব্যাহত হয়। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে বিদ্বজ্জন বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ে বেদ, পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি সমীক্ষণ করে যথাগন্তব শুদ্ধ পাঠ যুক্ত সংস্করণ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। এই ব্যাপারে পুনা শ্রেষ্ঠতা অর্জন করেছে। পুনায় ভাণ্ডারকর গবেষণা কেন্দ্রের পণ্ডিতগণ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হতে মহাভারতের নানা দেশীয় পুঁথি সমীক্ষণ করে প্রাচীনতম শুদ্ধ সর্ব ভারতীয় পাঠ উদ্ধার করার কল্পনা করেন। তাঁরা মহাভারত সংশোধকমণ্ডলী নামে একটি সমিতি গঠন করেন, ডঃ বিষ্ণু স্বকথংকর সেই সমিতির প্রথম অধ্যক্ষ রূপে কাজ আরম্ভ করেন। প্রথমে তাঁরা ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হতে নানা লিপিতে লেখা মহাভারতের সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ পুঁথি সংগ্রহ করেন; যেখানে মূল পুঁথি অস্তিত্ব প্রেরণে অসম্মতি হয়, সেখানে তাঁরা আলোক চিত্র সাহায্য পুঁথির নকল প্রস্তুত করে নেন, ভিন্ন ভিন্ন লিপিতে লেখা পুঁথি প্রয়োজন মত দেবনাগরী লিপিতে

পুনর্লিখিত হয়। লণ্ডন, অক্সফোর্ড, প্যারিস, বার্লিন প্রভৃতি গ্রন্থালয় মহাভারত পুঁথির আলোকচিত্র নকল প্রস্তুত করে নেন। যবদ্বীপ, বালি প্রভৃতি দ্বীপমালায় ভারতীয়গণ স্থলীয় স্থিতীয় শতাব্দী বা তার পূর্ব থেকে উপনিবেশ স্থাপন করেন, সঙ্গে মহাভারত নিয়ে যান। যবদ্বীপে তখনকার কনিভাষায় লিখিত মহাভারতের আটটি পর্বের অনুবাদ পাওয়া গেছে—মাদি, বিবাট, উত্তোগ, ভৈশ্ব, আশ্রমবাসিক, মৌসল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ, সেগুলিতে মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে। সংশোধনমণ্ডলী সেটিকেও কাজে লাগিয়েছেন।

সংশোধক মণ্ডলীর প্রথমে ধারণা ছিল যে ইয়োয়োপেগ, বিশেষতঃ জার্মানির সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সহায়তা পাবেন। কিন্তু যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় তা সম্ভব হয় নাই। কেবল একজন আমেরিকান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সহায়তা সংশোধক মণ্ডলী পান—ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ফ্রাঙ্কলিন এড্জার্টন (Prof Franklin Edgerton)। তিনি সংশোধক মণ্ডলীর নিয়ম অনুসরণ করে সভাপতির তত্ত্ব প্রাচীন পঠ সংকলন করেন। বাকী সমস্ত পর্বের সমীক্ষণ ও সংকলন ভারতের পণ্ডিতরাই করেছেন।

মহাভারতে নানা লিপিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে লিখিত পুঁথিসমূহের মধ্যে পাঠভেদ থাকলেও উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয়, এই দুটি প্রধান পর্ষায়ে ভাগ করা চলে। কলিকাতার মহাভারতের মূল পর্বসমূহ হরিবংশ সহ প্রথম মুদ্রিত হয় ১৮৩৪-৩৯ খৃষ্টাব্দে, এবং বোম্বাইয়ে মল্লিনাথের টিকাসহ কিন্তু হরিবংশ বাদ দিলে প্রথম মুদ্রণ হয় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে, সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতীয় পাঠ অনুসারে মহাভারত তেলেগু লিপিতে প্রথম মুদ্রিত হয় ১৯৫৫-৬২ খৃষ্টাব্দে। সংশোধক মণ্ডলী মুদ্রিত সংস্করণগুলি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাঁরা যত লিখিত পুঁথিকে বেশী প্রামাণ্য দিয়েছেন। উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় পুঁথিসমূহের মধ্যে বহু অধ্যায় বিচ্ছিন্ন, আখ্যান ও শ্লোকে পার্থক্য আছে। উত্তর ভারতীয় পুঁথিতেও বহু যোজনা আছে। তবে দক্ষিণ ভারতীয় পুঁথিতে যোজনা অনেক বেশী। ডঃ স্ককথংকরের অধ্যাপকতায় বিভিন্ন পাঠ তুলনা করে কোন্ পাঠ গ্রহীত হবে সে সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম করা হয়। যেখানে উত্তর ভারতীয় পাঠ ও দক্ষিণ ভারতীয় পাঠ মেলে, তা গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তর ভারতীয় পুঁথি সমূহের মধ্যে ডঃ স্ককথংকর কাশ্মীরের পুঁথি

সবচেয়ে প্রামাণ্য মনে করেছেন, কাবল কাশ্মীরী পুঁথির পাঠ খৃষ্টীয় দশম-একাদশ-শতকে কি ছিল, তার নির্দেশ পাওয়া যায় কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র রচিত মহাভারতের সংস্কৃত কবিতায় লিখিত সাদর্ম্য “ভারত মন্ডরী” থেকে। যে শ্লোক বা অধ্যায় বা উপাখ্যান উত্তর ভারতীয় পুঁথিতে আছে, কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় পুঁথিতে নাই, বা যা দক্ষিণ ভারতীয় পুঁথিতে আছে, কিন্তু উত্তর ভারতীয় পুঁথিতে নাই, তা সংশোধক মণ্ডলী বর্জন করেছেন। বর্জিত অংশগুলি পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে। উত্তর ভারতীয় পুঁথিসমূহের মধ্যে আবার যা পশ্চিম ভারতীয় পুঁথিতেই আছে, পূর্ব ভারতীয় বা কাশ্মীরী পুঁথিতে নাই, তাও বর্জন করা হয়েছে, যথা ব্রহ্মার উপদেশমত গণেশকে আহ্বান করে তাকে দিয়ে শ্রুতিলেখন করাবার উপাখ্যান। যা পূর্বভারতীয় বাংলা পুঁথিতে আছে, কিন্তু পশ্চিম ভারতীয় বা কাশ্মীরী পুঁথিতে নাই, যথা বিরাট পর্বে ও ভীষ্মপর্বে দুর্গাস্তব, তাও বাদ দেওয়া হয়েছে। মহাভারত কাহিনীতে মধ্য মধ্য অসঙ্গতি আছে, একই ঘটনা দুবার ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যেখানে উভয় বিবৃতি উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় দুই বিভাগের প্রামাণ্য পুঁথিতে আছে, সংশোধক মণ্ডলী তা রেখেছেন, বলেছেন যে তাঁদের উদ্দেশ্য প্রাচীনতম সর্বভারতীয় পাঠ নির্ণয়, অসঙ্গতি সংশোধন নয়; অসঙ্গতির উৎপত্তি হয়েছে এই কারণে যে একই ঘটনার দুই প্রকার বর্ণনা জনশ্রুতি বা কিংবদন্তীতে ছিল, পুঁথি যখন লেখা হয়, পুঁথি লেখক সমন্বয় করবার চেষ্টা করেন নাই, উভয় বর্ণনাই লিপিবদ্ধ করেছেন। অথবা বহুকাল পূর্বে কোন কবি বা সূত্র (কথক) একটি নূতন রকম বিবৃতি কল্পনা করে যোগ করে দিয়েছেন। এখন যেসব পুঁথি পাওয়া যায়, তার কোনটি ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বকার নয়, সেগুলি সমীক্ষণ করে অসঙ্গতি দূর করা যায় না।

কিছু কিছু উপাখ্যান বা শ্লোক বর্জন ভিন্ন সংশোধক মণ্ডলী প্রতিটি শ্লোকের শুদ্ধপাঠ স্থির করতে চেষ্টা করেছেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এবং তাতে অনেক ব্যাকরণগত অন্তর্ভুক্তি বা ভাবের সম্পৃষ্টতা দূর করা সম্ভব হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে।

(১) প্রমাণ মহাভারতের আদি পর্বের ২৪২.৫ শ্লোক—যুধিষ্ঠিরের রাজত্বে বেদপাঠ, যজ্ঞ ও প্রজার সূত্র বর্ণনা—“অধ্যোতারং পরং বেদান্ প্রযোক্তারং মহাধ্বরে।

রক্ষিতারং শুভাগ্নোকান্ লেভিরে তং জনাধিপম্॥”

এই শ্লোকের সহজ অর্থ করা যায় না, টিকাकार 'বেদান্' শব্দে 'বেদানাম্' বোঝায় বলেছেন, যদিও তাতে বিভক্তি ব্যত্যয় হয়, এবং অনুবাদকারকে 'ভুভান্ লোকান্' শব্দের অর্থ "শিষ্টে প্রজাদের" (রক্ষক) বগতে হয়েছে। কিন্তু সংশোধক মণ্ডলী সংকলিত শ্লোকটির অর্থ স্পষ্ট ও ব্যাকরণ অন্তর্বিহীন, যথা—

“অধ্যোভারং পরং বেদাঃ প্রযোক্তারং মহাধ্ববাং ।

রক্ষিতারং শুভং বর্ণা লেভিরে তং জনাধিপম্ ॥”

(১) অর্জুনের লক্ষ্যভেদ সম্বন্ধে আদিপর্বে প্রমাণ মহাভারতে ১৮৮।১৮ শ্লোক—

“প্রণম্য শিরসা দেবমীশানং বরদং প্রভুম্ ।

কৃষ্ণং চ মনসা কৃত্বা জগৃহে চার্জুনো ধমুঃ ॥”

মহাভারত যুগে শিবপূজা প্রচলিত হয় নাই, সেটি বৈদিক দেবতার যুগ, এবং লক্ষ্যবেধ কালে পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণের পরিচয় হয় নাই। অতএব শ্লোকটি ‘অশুদ্ধ পঠ যুক্ত, সংশোধক মণ্ডলীর পাঠ হল—“স তদ্বক্ষ্যং পরিক্রম্য প্রদক্ষিণ মথাকরোং । প্রণম্য শিরসা হৃষ্টো জগৃহে চ পরস্তপঃ ॥” অর্থাৎ ধনুকটিকে, লক্ষ্যবেধের বস্ত্রটিকে, আদর জানানো হয়েছে, তা স্ব ভাবিক।

(৩) প্রমাণ মহাভারতে পর্বসংগ্রহে দূতক্রীড়াকালের ঘটনা সম্বন্ধে ২।১৩৮-১৩৯ শ্লোক দ্বয়—

“যত্র দূ তার্গবে ময়ান্ দ্রোপদীং নৌরিবার্গবাং ।

ধৃতরাষ্ট্রো মহাপ্রজ্ঞেঃ হৃষাং পরম হুঃখিতাং ।

তারয়ামাস তাংস্তীর্ণাঞ্জাত্বা হৃষোধনো নৃপঃ ।

পুনরেব ততো দূতে সমাহ্রস্বত পাণ্ডবান্ ॥”

কানী প্রসঙ্গ সিংহের অনুবাদ—“দূতার্গবে ময়া দ্রোপদীং ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক উদ্ধার, দ্রোপদীকে বিপদ হইতে উত্তীর্ণা দেখিয়া হৃষোধনের পুনর্বীর পাণ্ডবদিগের সহিত দূতায়ত্ত।” সংশোধিত সংস্করণে শুদ্ধপাঠ “যত্র দূতার্গবে ময়ান্ দ্রোপদী নৌরিবার্গবাং । তারয়ামাস তাংস্তীর্ণান্জাত্বা হৃষোধনো নৃপঃ । পুনরেব ততো দূতে সমাহ্রস্বত পাণ্ডবান্ ॥” (২।১৩৮ শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তি বাদ, প্রথম পংক্তিতে “দ্রোপদীং” স্থলে “দ্রোপদী” পাঠ) ; অর্থাৎ দূতক্রীড়ার বিপর পাণ্ডবদিগকে সমুদ্রে মগ্ন লোককে যেমন নৌকা উদ্ধার করে, দ্রোপদী সেইভাবে বিপদ উত্তীর্ণ করলেন, তাদের (পাণ্ডবদিগকে) বিপদ উত্তীর্ণ দেখে হৃষোধন রাজা পুনঃ তাদের দূতক্রীড়া কবতে আহ্বান করলেন। এই শুদ্ধ

পাঠের সমর্থন আছে সভাপর্বে ৭২৩ শ্লোকে—“অগ্নবেহস্তসি গগানামপ্রতিষ্ঠ-
নিমজ্জতাম্। পাঞ্চালী পাণ্ডুপুত্রানাং নৌরিব পারগাভবৎ॥” দ্রৌপদীকে
ধৃতরাষ্ট্রের বরদানের পরে কর্ণের এটি কথা—“পাণ্ডবগণ দ্রুতর প্লাবনে নিমগ্ন
হইতেছিলেন, পাঞ্চালী তরণী হইয়া তাঁহাদিগকে পার করিয়া দিলেন” (কা. ম
৭০ অধ্যায়।)

এইভাবে বহু শ্লোকের শুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করাতে সংশোধিত সংস্করণ বিশেষ
উৎকর্ষ লাভ করেছে। সাংশোধিত সংস্করণের প্রথম খণ্ড সমগ্র আদিপর্বে,
ডঃ স্কন্ধকর কর্তৃক সংকলিত হয়ে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ
মহাভারত ২২ খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়েছে, শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে।
ডঃ স্কন্ধকর সংশোধক মণ্ডলীর কার্যরত্নকাল থেকে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু
পর্যন্ত অধ্যক্ষতা করেন। তারপরে ডঃ শ্রীপদকৃষ্ণ ব. ভেলকর অধ্যক্ষপদে বৃত্ত হন।
তিনি শেষের বয়েকটি পর্বের সংশোধিত সংস্করণ সংকলন করেন। শেষ খণ্ড
প্রকাশের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। তারপরে আর বিশেষ কাজ হয় নাই।
হ রবংশের সংশোধিত পাঠ নির্ণয় বলা হয় নাই।

এবার প্রতি পর্বে সংশোধক মণ্ডলী কি বর্জন বা পরিবর্তন করেছেন, সংক্ষেপে
তার আলোচনা করা প্রয়োজন।

২. সংশোধিত রূপ—আদিপর্ব

সংগৃহীত পুঁথি সমূহ সমীক্ষণ করে আদিপর্বের সংশোধিত রূপ সংকলন করেছেন
ডঃ স্কন্ধকর। প্রমাণ মহাভারতে আদিপর্বে ২৩৪ অধ্যায় ৮৩৭৩ শ্লোক
আছে। সংশোধিত আদিপর্বে ২২৫ অধ্যায় ৭১৯৭ শ্লোক আছে। অর্থাৎ
:১৭৬ শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বাদের মধ্যে পড়েছে (১) প্রথম
অধ্যায়ের ৫৫^২-২৩ শ্লোক, অর্থাৎ ব্রহ্মার ব্যাসের নিকট আগমন, ব্রহ্মার উপদেশে
ব্যাসের গণেশকে স্মরণ ও গণেশ কর্তৃক ব্যাসকথিত মহাভারতের প্রতিলিখন ;
হরিন্দাস দ্বৈশর্মাও এই শ্লোকগুলি তাঁর সম্পাদিত মহাভারত থেকে বাদ দিয়েছেন,
কারণ বাংলা প্রামাণ্য মহাভারত পুঁথিসমূহে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ নাই, এটি
পশ্চিম ভারতে গণেশ উপাসক সম্প্রদায়ের কোন কবির যে জনা। সংশোধক
মণ্ডলীর মতে কৃষ্ণ বৈষ্ণব ব্যাস বা কোন অন্য এক কবি সমগ্র মহাভারত বা

মূল ভারত কথা ঘটনার প্রায় সমকালে রচনা করেন নাই, পাণ্ডবগণ, ধার্তরাষ্ট্রগণ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল, সেগুলি ঘটনার কয়েক শতাব্দী পরে, হঠাতো গোঁতম বুদ্ধের জন্মের পরে কোন কবি সংগ্রহ করে ভারতকথা সংকলন করেন, কানে তার উপর বহু যোজনা হয়েছে। (২) আন্তীক অল্পপর্ব হতে ২২ অধ্যায় (কন্দ-বিনতাঃ সমুদ্র অতিক্রমণ) ও ২৪ অধ্যায় (গকড ভ্রাতা অক্লনের স্বর্ষ-সারথিক্রমে নিয়োগ) সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে; আন্তীক অল্পপর্বে আন্তীকের জন্মকথা বলতে বহু পৌরাণিক কথা যোজিত হয়েছে; সংশোধক মণ্ডলী সে সব বাদ না দিয়ে সংক্ষেপ করেছেন। (৩) ১১৬ অধ্যায়, যাতে ধৃতরাষ্ট্র কন্যা দুঃশলাঃ জন্ম কথা পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেটি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে, দুঃশলার জন্মকথা ১১৫ অধ্যায়েই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের জন্মকথার সঙ্গে বলা হয়েছে। (৪) ১২৮ অধ্যায়ের ৩৪-৪৯ ও ৬০-৭২ শ্লোক, এবং ১২৯ অধ্যায়ের ১-৩৪ শ্লোক বাদ হয়েছে। এই দুটি অধ্যায়ে শিকাকালে দুর্ধোধনাদি ভীমের প্রতি বিদ্বেষ হেতু তাকে তিনবার মেয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছিল, যে কথা ভারত-সূত্রে অর্থাৎ ৬১ অধ্যায়ে আছে তাকে কণকধার পবিত্রত করা হয়েছিল, সংশোধক মণ্ডলী নানা দেশীয় পুঁথি সমীক্ষণ করে এই দুটি অধ্যায়েই উপরি উক্ত শ্লোক সমূহ বাদ দিয়ে ও অবশিষ্ট শ্লোক কিছু কিছু পরিবর্তিত করে মূল আখ্যান ফিরিয়ে এনেছেন। এই বিষয় প্রথম খণ্ডের ৪নং অঙ্কচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। (৫) ১৩০। ১, ৬-৬২ শ্লোক বাদ হয়েছে। দ্রোণ পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রদের শিক্ষা শেষ হলে তাদের নিকট হতে গুরুদক্ষিণারূপে চাইলেন যে তারা ক্রপদরাজ্য জয় করে ক্রপদ-রাজকে বন্দী করে তাঁর কাছে এনে দেবে। প্রমাণ মহাভারতে আছে যে পাণ্ডবগণ প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রদের চেষ্টা করতে বললেন, তারা পরাজিত হলে পাণ্ডবগণ আক্রমণ করে পঞ্চালসেনাদের পরাজিত করে ক্রপদ রাজকে বন্দী করে এনে দিলেন। এই আখ্যান বাদ দিবে সংশোধিত সংস্করণে বলা হয়েছে যে পাণ্ডবগণ ও ধার্তরাষ্ট্রগণ একযোগে আক্রমণ চালিয়ে পঞ্চাল সেনা পরাজিত করে ক্রপদরাজকে বন্দী করে এনে দিলেন। ১৩০ অধ্যায়ে ৭৭টি শ্লোক ছিল, সংশোধিত রূপে ১৮ শ্লোকে গুরুদক্ষিণার কাহিনী শেষ করা হয়েছে। (৬) ১৩৯ অধ্যায়, যাতে বৃদ্ধিষ্ঠিরকে বৌবরাজ্যে অভিষেকের কথা আছে, সেটি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে। সংশোধক মণ্ডলী বলেছেন যে এই অধ্যায়টি পরের কালের যোজনা, কাশ্মীর পুঁথি ও বহু প্রামাণ্য পুঁথিতে নাই। বারনাসিতে পাণ্ডবদের নির্বাসন দেবার পূর্বে বৃদ্ধিষ্ঠিরকে

যুবরাজরূপে স্থাপন করার কথাই মধ্যে অসম্ভবতা আছে; ১৪১-১৪৩ অধ্যায়
 ভূখোদন পিতার নিকটে এসে যখন পাণ্ডবদেব নির্বাসন ও অগ্নিদাহে বধ করায়
 মন্ত্রা দিচ্ছেন তখন বলছেন যে পৌরজন যুদ্ধিষ্ঠিরকে এখন ক্রাণপদে প্রত্যা
 করা কর্তব্য সে কথা বলতে আরম্ভ করেছে, যুদ্ধিষ্ঠিরকে যে যুবরাজ করা হয়ে
 গেছে সে কথা ভূখোদন বা প্রত্যাষ্ট কেহই বলেন নাই। বৎ প্রত্যাষ্ট যুবরাজ মন্ত্রা
 গুনে বলেছেন যে তিনিও পাণ্ডবদের নির্বাসন দিয়ে ভূখোদনের পথ নিষিদ্ধ করায়
 কথা ভেবেছেন। অতএব যদিও ডঃ স্ককথংকর অসম্ভবতা দ্বারা প্রত্যাষ্ট
 নিয়ে তাঁর সংকলন করেন নাই, এই অধ্যায়টি বাদ দেওয়াতে একটি অসম্ভবতা
 দূর হয়েছে। (৭) ১৪০ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন। এই অধ্যায় আছে
 যে কণিক নামক তাঁর এক মন্ত্রীকে, ডেকে আপদ ধর্ম, রাজার বিপদ উপস্থিত হলে
 কুটনীতি অবলম্বন করা যায়, তাই শুনছেন। সংশোধক মন্তব্যে মতে এটি প্রাচীন
 কালের, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীর পরের যোজনা। কণিক নীতি
 শাস্তিপর্বে আপদ ধর্ম বিরূতির মধ্যে ১৪০ অধ্যায়ে আছে, সেখান থেকে সংশোধ
 পরিবর্তন করে কোন কবি বা পুঁথিলেখক আদিপর্বে বসিয়ে দিয়েছিলেন। তাই
 তা বাদ দিয়ে হয়েছে, সেই সঙ্গে ১৪১/১-১২ এবং ১৪২ ১-৪ শ্লোক বাদ দেওয়া
 হয়েছে, কারণ তাতে কণিকের উপদেশের উল্লেখ আছে। (৮) ১৪১-১৪৩
 অধ্যায় স্বল্পত্ব পর্ব। ১৮৭ অধ্যায় হতে ১৫ শ্লোকের শোভা, ১৬, ১৭, ১৮
 শ্লোকের শোভা এবং ২২-২৮ শ্লোক ডঃ স্ককথংকর বাদ দিয়েছেন। ২২.৫-৬
 শ্লোকে আছে যে অত্র রাজগণ যখন যুদ্ধে জ্যায়োপন করতই পাতালেন, এবং
 কর্ণ উঠে সহজেই জ্যায়োপন করলেন, তিনি লক্ষ্যে করত উত্তম মনোপনী
 বনে উঠলেন, আমি যুদ্ধে বধে করব না। তা শুনে কর্ণ যুদ্ধটি চান্দ্র হলে
 বেলে বসে পড়লেন। এই আখ্যান বহু প্রচলিত, রামচন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র
 কবিতায় লেখা মহাভারতের সংকল্পনাতেও সে আখ্যান বলা হয়েছে, এ
 ব্যাকারে করেও ডঃ স্ককথংকর বলেছেন যে এই কাহিনী প্রাচীনতম
 ভারত মন্তব্যে এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের অনেক পুঁথিতে আছে, ১৪০
 এই আখ্যান বর্ণনা; এবং যোপদী লক্ষ্যে করতই মনোপনী বনে উঠলেন
 কণিক হলে গেলেন, লক্ষ্যে দেবদাসীকে মিত্র করে রাখলেন এবং
 কর্ণের পরেও পত্রা ব্রহ্মা মিত্র করে রাখলেন, ১৪১ অধ্যায়
 পিতা ও ভ্রাতা মিত্র করেছিলেন; তাই প্রত্যাষ্ট যুবরাজ করা হয়েছিল

জানতেন যে তিনি বীরশূঙ্খা, যে বীরের পরীক্ষায় জয়ী হবে, তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে, তাঁর নিজের কোন স্বাধীন মত নাই; কর্ণ স্বয়ংস্বরে নিমন্ত্রিত রাজগণের মধ্যে ছিলেন, সে ক্ষেত্রে দ্রোণদী কর্ণকে মৃত বলে প্রত্যাখ্যান করতেন তা সম্ভবপর নয়। লক্ষ্যবেধকারী ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনকে দেখে দ্রোণদীর কুমারী মনে যে প্রেম সঞ্চারিত হয়েছিল, পঞ্চভ্রাতার স্ত্রী হয়েও সেই প্রেম সম্পূর্ণ তিনি ভুলতে পারেন নাই, তাই অরশেষে অর্জুনের প্রতি অধিক প্রেমের জগ্ন তঁার পতন হ'ল। ১৮৮-১৮ শ্লোক, যাতে অর্জুনের লক্ষ্যবেধের জগ্ন ধনু গ্রহণ বর্ণিত হয়েছেন, সেট শ্লোকের সংশোধনের কথা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। (২) খাণ্ডবদাহ অন্তর্পর্বে ২২৩।১২-৮৩ এবং ২২৪।১-১৩^১ শ্লোক, ২২খাং ব্রাহ্মণবেশী অগ্নিদেবের ষ্বেতকি রাজার কৃত যজ্ঞে ক্রমাগত হবি ভক্ষণের ফলে অকুচি হওয়ার কথা, বাদ দেওয়া হয়েছে, তা কান্মীর পুঁথিতে নাই, কিন্তু অগ্নিদেবের ব্রাহ্মণবেশে এসে অর্জুন ও কৃষ্ণের নিকট খাণ্ডববন দাহের প্রার্থনার কথা রাখা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বা পরিবর্তন আর বিশেষ কিছু এই পর্বে না থাকলেও সমীক্ষণের ফলে সংশোধিত পর্বের রূপ সম্বন্ধে আরো কিছু বলা প্রয়োজন। প্রথম অধ্যায়, অর্থাৎ অত্মক্রমনিকাধ্যায়ে, মহাভারতের সারমর্ম ১৫০টি শ্লোকে আছে, এই কথা বলা হয়েছে (১।১০৩২-১০৪৩)।^২ প্রমাণ মহাভারতে অত্মক্রমনিকাধ্যায়ে ২৭৫টি শ্লোক আছে, সংশোধিত সংস্করণ ৫৫টি বাদ দিয়ে ২২০ শ্লোক করা হয়েছে। তার মধ্যে ১৫০ শ্লোকে ভারতকথার সারমর্ম পাওয়া যায় না। প্রমাণ মহাভারতের ২৪-১০১^৩, ১০২-১০৫^৪, ১১০-১৩২, ১৩৪-১৫২ ১৫৭, ১৫২-১৬৩, ১৬৬-১৬৮, ১৭০-১৭৪, ১৭৬-১৮২, ১৮৪-২১৭ শ্লোকে সারমর্ম এক স্বকম ভাবে বর্ণিত বলা চলে, তাতে মোট ১০৫ শ্লোক হয়। যা হোক, শ্রুতরাষ্ট্র মুখে বসানো বিলাপরূপে উপজাতি ছন্দে যে সারমর্ম তার মধ্যে সংশোধকগণ বাদ দিয়েছেন ১৫৩-৬ (জতুগৃহ হতে পাণ্ডবগণের মুক্তি, কৃষ্ণাপ্রাপ্তি, জরাসন্ধ বধ, দ্বিধিজয়), ১৫৮ (দ্রোণদী নিগ্রহকালে বজ্ররাশির আবির্ভাব), ১৬৪ (অর্জুন কর্তৃক কালকেশ ও পোলোমাদেব বধ), ১৬৫ (অশ্ব বধ করে অর্জুনের প্রত্যাগমন), ১৬৯ (অজ্ঞাতবাস কালে পাণ্ডবগণের সন্ধান লাভে

১। ভতো হৃদাধর্শতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবান্ ঋষিঃ। অত্মক্রমনিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপৎনাম্ ॥

অসামর্থ্য), ১০৫ (কৃষ্ণের সন্ধিস্থাপন চেষ্টার নিফলতা), ১৮৩ (ভীষ্ম কর্তৃক স্বীয় বধের উপায় কথন) এই কটি শ্লোক বোধ হয় তাঁরা এখানে অনাবশ্যক মনে করেছেন, মহাভারত কাহিনীর সংশোধিত রূপে এই বৃত্তান্তগুলি বাদ দেওয়া হয় নাই। ২ অধ্যায়, অর্থাৎ পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে প্রমাণ সংস্করণের ৩২৬ শ্লোক কমিয়ে ২৪৩ করা হয়েছে, অর্থাৎ ১৫৩টি বাদ দেওয়া হয়েছে। সেগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক, মোটের উপর বলা যায় যে প্রতি পর্বের বিষয় বর্ণনা যা ছিল, তার থেকে আরো সংক্ষিপ্ত রূপে বলা হয়েছে। কোন কোন বিষয়ের কথা পর্বসংগ্রহ থেকে বাদ দিলেও সংশোধিত সংস্করণে বৃত্তান্তটি বাদ দেওয়া হয় নাই, ডঃ স্ককথংকরের মতে পর্বসংগ্রহে উল্লেখ আছে কিনা, বৃত্তান্তটির মৌলিকতা বিচারে তার বিশেষ মূল্য নাই। অষ্টাশ্র অধ্যায়গুলিতে মধ্যে মধ্যে শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে, কোন কোন অধ্যায়ের আবার সমস্ত শ্লোকই গৃহীত হয়েছে, তবে শ্লোকের ভাষা শুদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে। ৬১ অধ্যায়ের নাম ভারতসুত্র, সেটিতে মহাভারত কাহিনী সংক্ষেপে অনৈসর্গিকতা বাদ দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। প্রমাণ সংস্করণে সে অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোক ছিল, সংশোধিত সংস্করণে ৪৩ শ্লোক—প্রমাণ সংস্করণের ২নং শ্লোক বাদ হয়েছে, এবং ১৮-৩০নং শ্লোকের স্থলে পাঁচটি নূতন শ্লোক বসানো হয়েছে, যা ১৮-৩০ শ্লোকের সারমর্ম বলা যায়। এই ভারতসুত্র অধ্যায়ের বিবরণ থেকে কি কি উপাখ্যান পরে যোজিত হয়েছে তা কিছুটা অনুমান করা যায়।

অশ্বাবতরগণের কথা অনৈসর্গিক হলেও সংশোধকমণ্ডলী তা বাদ দেন নাই, তবে সংক্ষেপ করেছেন; যথা ৬২ অধ্যায়ে ৫৩টি শ্লোক স্থলে ৩৩টি শ্লোক করেছেন, ৬৩ অধ্যায়ে শ্লোক সংখ্যা ১২৭ থেকে ১০৬ করেছেন, ৬৭ অধ্যায়ে ১৬৪ শ্লোক স্থলে ১০২ শ্লোক নিয়েছেন। তবে ভাতে প্রচলিত কাহিনীর কোন ব্যতিক্রম হয় নাই, অনাবশ্যক বর্ণনা ও পুনরুক্তি বাদ হয়েছে। যথা ৬৭ অধ্যায়ের ১২১-১৪৭ শ্লোকে কথিত কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত বাদ হয়েছে, কারণ সেই বৃত্তান্ত আবার ১১৯ অধ্যায়ে কথিত হয়েছে; ৬৭/১২-১১০ শ্লোকে কথিত ধৃত্যষ্টের পুত্রগণের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ তা আবার ১১৭ অধ্যায়ে কথিত হয়েছে। একরূপ উদাহরণ আরো দেওয়া যায়।

অষ্টাশ্র অধ্যায় সংশোধনের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। মধ্যে মধ্যে অধ্যায় ও শ্লোক বিভাগের পরিবর্তন করা হয়েছে, অর্থাৎ প্রমাণ সংস্করণের একটি

অধ্যায়কে ভাগ করে দুটি অধ্যায় করা হয়েছে, বা প্রমাণ সংস্করণের দুটি অধ্যায় যুক্ত করে একটি করা হয়েছে, তবে তাতে আখ্যানের পরিবর্তন হয় নাই।

৩. সভাপর্ব

সভাপর্বের সংগৃহীত পুঁথিসকল সমীক্ষণ করে সংশোধিত পাঠ প্রস্তুত করেছেন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্রাঙ্কলিন এডার্টন (Franklin Edgerton)। তিনি ডঃ স্ককথংক্বের কৃত পুঁথির পাঠ সংশোধন নিয়মাবলী মেনে নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি অসঙ্গতির উল্লেখ করেছেন, যথা দ্বুতরাষ্ট্র কর্তৃক দূতকীড়ার আয়োজনের আদেশ দান সম্বন্ধে দুইবার দুইভাবে বর্ণনা আছে : একবার আছে যে বিহুরের সঙ্গে পরামর্শ না করেই দ্বুতরাষ্ট্র দূতকীড়া আয়োজন করে যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করতে আদেশ দিলেন (৪২ অধ্যায়), আর একবার আছে যে বিহুরের মত শুনেও দুর্যোধনের কথায় তা অগ্রাহ্য করে সেই আদেশ দিলেন (৫০-৫১ অধ্যায়); কিন্তু প্রামাণ্য পুঁথিসমূহে দুটি বিবরণই থাকায় তিনি কোনটি বাদ দিতে পারেন নাই। অন্যান্য সম্পাদকের মত নানাদেশীয় পুঁথি সমীক্ষণ করে ডঃ এডার্টনও প্রমাণ সংস্করণের শ্লোক ও অধ্যায় বিভাগের কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন। প্রমাণ সংস্করণে সভাপর্বে ৮১ অধ্যায়, ২৭২২ শ্লোক; সংশোধিত সংস্করণে ৭২ অধ্যায়, ২৩৯০ শ্লোক আছে, অর্থাৎ ৩৩২টি শ্লোক বর্জিত হয়েছে। প্রমাণ সংস্করণের ৪৬ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে, তাতে ছিল রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্তির পরে ব্যাস নশিত্র যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন যে পরবর্তী জন্মোদশ বৎসর অসঙ্গম পূর্ণ হবে। মহাভারতে বহুস্থলে ব্যাসেব অকস্মাৎ আগমন করে কিছু কথা বলে আবার চলে যাবার কথা বলা হয়েছে, এবং প্রায় সর্বত্রই তা অবাস্তব ও বর্জনীয় মনে হয়, সংশোধক মণ্ডলীও প্রায়ই তা বাদ দিয়েছেন। রাজসূয় যজ্ঞের পরে অবশ্ত তাঁর উপস্থিতি আকস্মিক নয়, রাজসূয় যজ্ঞকালে তিনি উপস্থিত ছিলেন। আর কোন অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হয় নাই, সংশোধিত সংস্করণে অধ্যায় সংখ্যা আরো কম হবার কারণ এই যে প্রমাণ সংস্করণের ১১ ও ১২ অধ্যায়, ১৮ ও ১৯ অধ্যায়, ২৫ ও ২৬ অধ্যায়, ৫৪ ও ৫৫ অধ্যায়, ৫৯ ও ৬০ অধ্যায়, ৬৯ ও ৭০ অধ্যায়, এবং ৭৪ ও ৭৫ অধ্যায়দ্বয় যুক্ত করে এক একটি অধ্যায়ে পরিণত করা হয়েছে। অনেক অধ্যায় হতে কিছু কিছু শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাদ হ'ল প্রমাণ সংস্করণের ৬৮/৪১-৪৬ শ্লোক, তাতে আছে যে পরিষের বস্ত্র আকর্ষণ করলে দ্রৌপদী

কৃষ্ণকে স্বরণ করলেন, কৃষ্ণ অদৃশ্যভাবে এসে বস্ত্র অস্ত্রহীন করে দিলেন। কিন্তু ধর্মের প্রভাবে বস্ত্র অস্ত্রহীন হইল, হুঃশাসন টেনে টেনে শেষ করতে না পেয়ে বসে পড়িল, সে অংশ বাদ হয় নাই। ডঃ এজার্টনের মতে ধর্মের প্রভাবে সতী নারীর মানবকা হইল, তাই মহাভারতের মূল কল্পনা ছিল, ভারতমঞ্চরীতেও কাহিনী সেইভাবে বলা হইবে। ধর্মের প্রভাবে অস্ত্রহীন বস্ত্রের আবির্ভাব বাস্তব সংসারে সম্ভব কিনা, সেদিক থেকে সম্পাদক মণ্ডলী বিচার করেন নাই; অসঙ্গতি বা অনৈসর্গিকতা দূর করা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়, তাঁদের উদ্দেশ্য প্রাচীনতম সাধারণ পাঠ নির্ণয়। অষ্ট শ্লোক বর্জনব মতো উল্লেখ করা যায় ১০ অধ্যায় (কুবেরের সভাবর্ণন) থেকে ২১-৩৯ শ্লোক, ১১ অধ্যায় (ব্রহ্মার সভাবর্ণন) থেকে এগারটি শ্লোক, ৩১ অধ্যায় (সহদেবের দ্বিধিজয় বর্ণন) থেকে ২৩টি শ্লোক, ৩৭ অধ্যায় (শিঙালার ভাষণ) থেকে ১০-১৯ শ্লোক এবং ৭৯ অধ্যায় (পাণ্ডবগণের বনগমন কালে কুন্তীর বিলাপ) হতে ১২টি শ্লোক।

ডঃ এজার্টনও প্রয়োজন মত শ্লোকের পাঠ সংশোধন করেছেন। তবে তাঁর দুটি পাঠ সংশোধন গ্রাহ্য মনে হয় না—যথা প্রমাণ সংস্করণের ৩১/৭২ শ্লোকের প্রথম পংক্তি ‘আটবীং চ পুরীং রমাং যবনানাং পুরং তথা’ স্থলে তিনি ‘আটবীং চ পুরীং রোমাং যবনানাং পুরং তথা’ পাঠ নিয়ে বলেছেন যে এই শ্লোকে রোমনগরীর উল্লেখ আছে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে রোমনগরী স্থাপিত হয় নাই। এবং প্রমাণ সংস্করণে ৬৭/১৮-২০ শ্লোকে আছে, যে দ্রৌপদী প্রতিকামীকে দ্বিতীয়বার ফেরত পাঠালে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে আর একজন দূত মুখে বলে পাঠালেন, তুমি যেমন অবস্থায় আছ, সভায় এসে শত্রুর ব সম্মুখে দাঁড়াও, তোমার অবস্থা দেখলে সভাসদগণ হর্ষোধনকে নিন্দা করবে। সম্পাদক ১৯ শ্লোকের পদ “শত্রুরস্তাগ্রতো ভব” স্থলে “শত্রুরস্তাগ্রতোইভবৎ” করে বলেছেন যে কয়েকটি প্রামাণ্য পুঁথিতে এই পাঠ আছে, তা যদিও মূল কাহিনীর সঙ্গে মেলে না, তবু তা একটি পৃথক কিংবদন্তীর পরিচায়ক, এবং তা বাদ দেওয়া চলে না। কিন্তু মনে হয় না যে পুঁথিকারগণ এমন জাজ্ঞ্যমান অসঙ্গতি রাখবেন, এখানে “অভবৎ” পাঠ নকলের প্রমাণ ধরতে হবে; তার থেকে বরং প্রমাণ সংস্করণের পাঠ শ্রেষ্ঠ; যুধিষ্ঠির আসতে বলে পাঠালেন, কিন্তু দ্রৌপদী সে ডাকে এলেন না। এলেন না তা প্রমাণ হয় ২৩ ২৬ শ্লোক থেকে, হর্ষোধন প্রতিকামীকে আবার আদেশ দিলেন, দ্রৌপদীঃ সভায় এসে তাঁর প্রাণ করতে বল; প্রতিকামীর দ্বিধাভাব দেখে হুঃশাসনকে আদেশ

দিলেন, তুমি নিজে গিয়ে দ্রৌপদীকে সভায় নিয়ে এস, দুঃশাসন দ্রৌপদীকে চুলে ধরে সভায় টেনে নিয়ে এল। নানা পুঁথিতে নানা পাঠ থাকায় ৬৭/১৮-২০ শ্লোক তিনটি বর্জন করাই সম্ভব, ৬৭/২১-২২ শ্লোকদ্বয় সংশোধক মণ্ডলীই বাদ দিয়েছেন। ৬৭/১৭ শ্লোকের পরে ৬৭/২৩ শ্লোক পাঠ করলেই সন্দেহ হয়।

৪. বন পর্ব

বনপর্বের সংশোধিত পাঠ সংকলন করেছেন ডঃ স্কন্ধকর। বনপর্ব মহাভারতে দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব; প্রমাণ সংস্করণে বনপর্বে ৩১৫ অধ্যায়, ১১৮৫৯ শ্লোক আছে। সংশোধিত সংস্করণে ২৯৯ অধ্যায়, ১০৩৫৫ শ্লোক আছে, অর্থাৎ মোট ১৫০৪ শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে। আদিপর্ব সংশোধন কালে যেমন, বনপর্ব সংশোধনকালে তেমন, ডঃ স্কন্ধকর কাশ্মীরের শারদা লিপিতে লেখা পুঁথিকে বেশী প্রামাণ্য ধরেছেন, এবং ভারতমঞ্জরীর সাবর্ণের উপর দশম একাদশ শতাব্দীর পরে যোজনা নির্ণয়ে অনেকটা নির্ভর করেছেন। নানা দেশের পুঁথি তুলনা করে তিনি তিনটি উপাখ্যান আধুনিক কালের (অর্থাৎ দশম একাদশ শতাব্দীর পরের) যোজনা বলে বর্জন করেছেন—(১) অজু'নের প্রতি উর্বশীর অভিসার ও অভিশাপ দান (৪৫-৪৬ অধ্যায় ১৭৯ শ্লোক), (২) কর্ণের দ্বিধিজয় কাহিনী (২৫৩:৯ হতে ২৫৪ অধ্যায়ের শেষ=৪৭ শ্লোক), (৩) দুর্বাসার পাণ্ডবগণের নিকট সশিষ্ট আতিথ্য গ্রহণার্থ আগমন এবং দ্রৌপদীর ক্রন্দনরূপে বিপদ হতে উদ্ধার (২৬২-২৬৩ অধ্যায়=৭৭ শ্লোক)। তন্মিন্ন আরো নতুন অধ্যায় উক্তর ভারতের পুঁথিকারদের যোজনা বলে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন, সেগুলি হল: (১) ১৪২ অধ্যায় (৬৩ শ্লোক, তীর্থ যাত্রাকালে পাণ্ডবগণের মন্দর পর্বতে গমন এবং লোমশ ঋষির নিকট বিষ্ণুর বরাহরূপে পৃথিবী উদ্ধার কাহিনী শ্রবণ), (২) ১৫৬ অধ্যায় (২১ শ্লোক—সৌগন্ধিক হৃদ হতে পাণ্ডবগণের নরনারায়ণপ্রসঙ্গে আগমন), (৩-৮) ১৯৩-১৯৮ অধ্যায় (১১৯ অঙ্কচ্ছেদ ও শ্লোক, মর্কণ্ডেয় সমাস্ত্রায় মণ্ডুকরাজ কণ্ঠ্য কথার পরে ছয়টি গল্প পড়ে মিশ্রিত সন্দেহ; ১৯৩—দীর্ঘজীবী বক ও ইন্দ্রের কথা; ১৯৪—সুহোত্র ও শিবিরাজদ্বয়ের মধ্যে পথ ছেড়ে দেওয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব, নারদের কথায় সমাধান; ১৯৫—যযাতির প্রীত মনে গোসহস্র দান, ১৯৬—ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণকে কষাঘাত করার পরে বৃহদর্ষ রক্তার তাকে সহস্র অশ্বের মূল্য দান; ১৯৭—শিবিরপোত-

শ্রুতন কথা ; ১৯৮—অষ্টক, প্রতর্দন, বহুমনা ও শিবি এই ত্রাতৃচতুষ্টির মধ্যে
নারদ কর্তৃক শিবিকে শ্রেষ্ঠ কথন ও কারণ প্রদর্শন) ; (৯) ২৩২ অধ্যায় (২১ শ্লোক
কার্তিকেয়ের নানা নাম কথন) । আরো একটি অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হয়েছে—২০০
অধ্যায় (১২৯ শ্লোক দান মাহাত্ম্য) । এই অধ্যায় বাদ দিবার কারণ বিবৃত
নাই, মনে হয় যে মার্কণ্ডেয় ঋষি কথিত নানা সন্দর্ভের মধ্যে দান মাহাত্ম্যের বর্ণন
অসম্মোচন ; দান মাহাত্ম্যের কথা শাস্তিপর্বে ও অন্তর্দ্বাদশ পর্বে বহুবার কীর্তিত
হয়েছে ।

এতদ্বিত্ত সম্পাদক নানা পুঁথির পাঠ সমীক্ষণ করে পাঠ সংশোধন করেছেন,
কিছু অধ্যায় ও শ্লোকেব পুনর্বিভাগ করেছেন ; কোন কোন অধ্যায় থেকে বহু শ্লোক,
কোন কোন অধ্যায় থেকে অল্প কয়েকটি শ্লোক বাদ দিয়েছেন, কোন কোন অধ্যায়
হতে কোন শ্লোক বাদ হয় নাই । বেশী শ্লোক বাদ হয়েছে প্রমাণ সংস্করণের ৩
অধ্যায় থেকে (যুধিষ্ঠিরের সূর্যস্তব ও হালী প্রাপ্তি), ৮৬ শ্লোকেব অধ্যায়টিকে ভাগ
করে এক অধ্যায়ে ৩৩ ও আর এক অধ্যায়ে ১০ শ্লোক নেওয়া হয়েছে, মোট ৪৩
শ্লোক বাদ হয়েছে ; ৩৯ অধ্যায় (অজুর্ন ও কিরাতকণী শিবের বৃদ্ধ) থেকে
৮৪ শ্লোকের মধ্যে ২৩ শ্লোক বাদ ; ৬৫ অধ্যায় (দমস্তুীর পিতৃহৃৎহাতিমুখে গমন
কালে পঞ্চদশী বণিকদের উপর হস্তাযুধের আক্রমণ বর্ণন) হতে ৭৬ শ্লোক মধ্যে
৫৩ শ্লোক বাদ, ৯৯ অধ্যায় (দাশরথি রামের হস্তে পরশুরামের তেজোহানি ও
বৃদ্ধসর নদীতে স্নান করে শুনঃ তেজ লাভ) হতে ৭১ শ্লোক মধ্যে ৪৪ শ্লোক বাদ ;
২৭২ অধ্যায় (জয়দ্রথ বিমোক্ষণ) হতে ৮১ শ্লোক মধ্যে ৫১টি বাদ, এবং ৩১৩
অধ্যায় (যুধিষ্ঠির ও যক্ষরপী ধর্মের কথা) হতে ১৩৩ শ্লোক মধ্যে ৫৯ শ্লোক বাদ
দেওয়া হয়েছে । অত্যাগ অধ্যায় হতে শ্লোক বাদ দেওয়ার সংখ্যা দেওয়া অনাবশ্যক ।

সমগ্র পর্বটিকে প্রমাণ সংস্করণে ২২টি অল্পপর্বে ভাগ করা হয়েছে । বরঞ্চ
কৃত অল্পপর্ব সংখ্যা ১৬টি (আদিপর্বে ২১৩৯৬ শ্লোকের নীলকণ্ঠী টিকা দ্রষ্টব্য) ।
ডঃ স্বকথংকরও তাঁর সংশোধিত সংস্করণে পর্বটিকে ১৬ অল্পপর্বে ভাগ করেছেন
যথা আরণ্যক, কির্মীর বধ, কৈরাত, ইন্দ্রলোকাভিগমন, তীর্থযাত্রা, লুটাহর বধ,
যক্ষযুদ্ধ, আজগর, মার্কণ্ডেয় সমাধা, দ্রৌপদী-সত্যভামা সংবাদ, বোধদাতা, মৃগসপ্ত,
ব্রীহিহ্রোণিক, দ্রৌপদীহরণ, কুণ্ডলাহরণ, আদ্যনয় । অজুর্নাভিগমন অল্পপর্ব
কৈরাত অল্পপর্বের মধ্যে নেওয়া হয়েছে, নলোপাখ্যান ইন্দ্রলোকাভিগমন অল্প-
পর্বের মধ্যে পড়েছে, নিবাতকবচ বৃদ্ধ অল্পপর্ব যক্ষযুদ্ধ অল্পপর্বের মধ্যে জয়দ্রথ-

বিমোক্ষণ অল্পপর্ব 'দ্রোপদী হরণ' অল্পপর্বের মধ্যে, এবং রামোপাখ্যান ও পত্তিব্রতা-মাহাত্ম্য-সাবিত্রী উপাখ্যান-অল্পপর্বদ্বয়ও দ্রোপদীহরণ অল্পপর্বের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বোধহয় বরুণচরিত্র সময়-খৃষ্ট পূর্ব প্রথম শতাব্দী হতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী মধ্যে—বরুণচরিত্র জিজ্ঞাসাদিত্যের নবরত্নের একজন ছিলেন—নন্দময়ন্তী কথা, নিবাতকবচ যুদ্ধ কথা, রামোপাখ্যান ও সাবিত্রী উপাখ্যান মহাভারত কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। খাবলে সেগুলিকে পৃথক অল্পপর্বরূপে গণনা না করবার কারণ নাই। কিন্তু সংশোধক মণ্ডলী এই উপাখ্যান সমূহের কোনটিকেই বাদ দেন নাই।

৫ : বিরাট পর্ব

বিরাট পর্বের নানা পুঁথি মিলিয়ে পাঠ সংকলন করেছেন ডঃ রঘুবীর, সনাতন ধর্ম কলেজের সংস্কৃতেব অধ্যাপক। প্রমাণ সংস্করণে ৭২ অধ্যায়, ২৩২৭ শ্লোক, সংশোধিত সংস্করণে ৬৭ অধ্যায়, ১৮৩৪ শ্লোক হইয়াছে, অর্থাৎ মোট ৪৯৩ শ্লোক বাদ পড়েছে। এই পর্বে উল্লেখযোগ্য বর্জন হ'ল যুধিষ্ঠির কৃত দুর্গাস্তব, প্রমাণ সংস্করণের ৬ অধ্যায়। এই দুর্গাস্তব পূর্বভারতের পুঁথিতে ও পশ্চিম ভারতের কোন কোন পুঁথিতে পাওয়া যায়, কাশ্মীরের পুঁথি বা দক্ষিণ ভারতের পুঁথিতে এটি নাই। অতএব সংশোধকমণ্ডলী এটিকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের যোজনা বিচার করে বাদ দিয়াছেন। আর কোন সমগ্র অধ্যায় বাদ দেওয়া হয় নাই, তবে কয়েকটি অধ্যায়ে ২২ শ্লোক পরের কালের যোজনা বিচারে বাদ দেওয়া হইয়াছে, এবং অধ্যায় বিভাগ পরিবর্তিত করে ও কোন কোন অধ্যায় অল্প অধ্যায়, সহ যুক্ত করে অধ্যায় সংখ্যা আরো চারটি কম হইয়াছে। দুর্গাস্তব ভিন্ন উল্লেখযোগ্য শ্লোক বর্জন আছে প্রমাণ সংস্করণের ১৩ অধ্যায় (ভীম ও জীমূতের মল্লযুদ্ধ বর্ণন) হতে ৪৯ শ্লোকের মধ্যে ১৭ টি; ১৪ অধ্যায় (দ্রোপদীর নিকট কীচকের কুপ্রস্তাব) হতে ৫২ শ্লোকের মধ্যে ৩৯ টি; ১৯ অধ্যায় (ভীমের নিকট দ্রোপদীর দ্রুংথ নিবেদন) হতে ৪৭ শ্লোকের মধ্যে ১৯ টি; ২১ অধ্যায় (ভীমের দ্রোপদীকে সাধনা দান) হতে ৫১ শ্লোকের মধ্যে ১৭ টি; ২২ অধ্যায় (কীচকবধ) হতে ৯৪ শ্লোক মধ্যে ২৭ টি; ৩৩-৩৪ অধ্যায় (দক্ষিণ গোত্রহ যুদ্ধে ভীমের বারত—সংশোধিত সংস্করণে একটি অধ্যায়ে পরিণত) হতে মোট ৮৮ শ্লোক মধ্যে ৩০ টি; ৪৬ অধ্যায় (উত্তর গোত্রহ যুদ্ধের পূর্বে অর্জুনের উত্তরকে উৎসাহ দান) হতে ৩৩ শ্লোক মধ্যে ১৩ টি, ৫৫ অধ্যায় (অর্জুন-কৃপযুদ্ধ) হতে ৬০ শ্লোক

মধ্যে ৬৭টি ; ৫৭ অধ্যায় (ব্রূপের পরাক্রম) হতে ৪৩ শ্লোক মধ্যে ১৫টি , এবং ৬১ অধ্যায় (অর্জুন দৃশ্যাদির যুদ্ধ) হতে ৪৬ শ্লোক মধ্যে ১৮টি । অত্যাধিক অধ্যায় হতেও কিছু কিছু শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে ; তবে এইসব বাদ হ'ল বর্ণনা বাহুল্যের বাদ , তাতে আখ্যানের কোন পরিবর্তন হয় নাই ।

৬. উদ্যোগ পর্ব

উদ্যোগ পর্বের নানা পুঁথির পাঠ বিচার করে সংশোধিত সংস্করণ সংকলন করেছেন ডঃ স্বশীল কুমার দে, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন, দেশ বিভাগের পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন । প্রমাণ সংস্করণে এই পূর্বে ১২৩ অধ্যায়, ৬৬১৪ শ্লোক আছে । সংশোধিত সংস্করণে করা হয়েছে ১২৭ অধ্যায় ও ৬০৬৯ শ্লোক, মোট ৫৪৫টি শ্লোক বাদ হয়েছে । অধিকাংশ শ্লোক বর্জন করা হয়েছে প্রজাগর ও সনৎসুজাত অহুপর্ব এবং উলুকদূত অহুপর্ব থেকে । প্রজাগর ও সনৎসুজাত অহুপর্ব প্রমাণ সংস্করণের ৩৩ ৪৬ অধ্যায়, তার থেকে ৪৫ অধ্যায় পুনরুক্তি হেতু এবং অত্র প্রামাণ্য পুঁথিতে না থাকায় বর্জন করা হয়েছে, এবং এই দুই অহুপর্বের মোট ৭২৩ শ্লোকের মধ্যে ১৩১টি বাদ হয়ে ছ । উলুক পূর্বে প্রমাণ সংস্করণে ১৬০-১৬৪ এই পাঁচ অধ্যায়ে ৩০০ শ্লোক, তার মধ্যে ১৮১টি বাদ দেওয়া হয়েছে । বাকী সব অহুপর্ব হতে বেশী বাদ হয় নাই । ডঃ স্বশীল দে বলেছেন যে ভারত মঞ্জরীতে উদ্যোগ পর্বের বিবরণ এত সংক্ষিপ্ত যে তার উপর নির্ভর করে কোন উপাখ্যান আধুনিক কালে যোজিত তা সাব্যস্ত করা যায় না । অনেক অধ্যায় ও শ্লোকের পুনর্বিভাস করা হয়েছে, অনেক অধ্যায়, বিশেষত অহু উপাখ্যান অহুপর্বে, দুই অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে । এই কারণে একটি অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া সত্ত্বেও সংশোধিত সংস্করণে এক অধ্যায় বেড়েছে ।

প্রজাগর ও সনৎসুজাত অহুপর্ব ভগবদ্গীতার মত মহাভারতে সন্নিবেশিত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক তথ্যকথা, তা মূল কাহিনীর অংশ নয় । মহাভারতের মূলকাহিনী উদ্যোগ পর্বের সেনোদ্যোগ, সজয়যান, যানসন্ধি, ভগবদ্‌যান, সৈন্য নির্বাণ, রথোত্তর সংখ্যান ও অহু উপাখ্যান অহুপর্বে, এইগুলিতে বহু অসঙ্গতি ও যোজনার লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও সংশোধক বিশেষ বাদ দেন নাই । ৫৫২১ শ্লোকের মধ্যে মাত্র ২৬৩টি বাদ দেওয়া হয়েছে ।

৭. ভীষ্ম পর্ব

ভীষ্মপর্বের সংশোধিত সংস্করণ সংকলন করেছেন ডঃ শ্রীপদ কৃষ্ণ বলভেনকর। ইনি ডঃ স্বকথংকরের মৃত্যুর পরে সংশোধক সমিতির অধ্যক্ষ পদে বৃত্ত হন। অনেকগুলি পর্ষ তিনি সংশোধন করেছেন। মহাভারতের প্রমাণ সংস্করণে ভীষ্মপর্বে ১২২ অধ্যায়, ৫৮৬২ শ্লোক আছে। সংশোধিত সংস্করণে ১১৭ অধ্যায় ও ৫৪০৬ শ্লোক আছে, অর্থাৎ মোট ৪৬৩ শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে, উল্লেখযোগ্য বাদ হল প্রমাণ সংস্করণের ২৩ অধ্যায়ের দুর্গাস্তোত্র, তা শুধু পূর্ব ভারতের পুঁথিতে এবং পশ্চিম ভারতের কোন কোন পুঁথিতে আছে, কাশ্মীরের বা দক্ষিণ ভারতের পুঁথিতে নাই। তাই অধ্যায়টি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রথম দিনের যুদ্ধ বিবরণের মধ্যে খেতের ভীষ্মদহ যুদ্ধ ও মৃত্যু বিবরণ—৪৭।৪৩-৬৭ শ্লোক ও ৪৮ অধ্যায় সম্পূর্ণ—মোট ১২২ শ্লোক পরে যোজিত বলে বাদ দেওয়া হয়েছে; সে শ্লোকগুলি সম্বন্ধে প্রমাণ সংস্করণের সম্পাদক ডঃ কিশ্ববডেকরও মন্তব্য করেছিলেন যে তা স্পষ্টতঃই প্রাক্কিণ্ড।

অবশিষ্ট অধ্যায়গুলির হতে মধ্যে মধ্যে দুটি তিনটি করে শ্লোক বাদ, মধ্যে মধ্যে অধ্যায় ও শ্লোকের পুনর্বিভাগ করা হয়েছে, তবে উল্লেখযোগ্য আর কোন বাদ নাই। ভূমিকায় ডঃ বলভেনকর মন্তব্য করেছেন যে প্রমাণ সংস্করণের ১৪ অধ্যায়ে দীর্ঘ ধৃতরাষ্ট্রবিলাপ, ৬৫।২৭ হতে ৬৮।২০ শ্লোকে বিবৃত বিদ্রোহাখ্যান ও বাহুদেবের মহিমা কীর্তন, এবং যুদ্ধের তৃতীয় দিবসে কৃষ্ণের ত্রুদ হয়ে ভীষ্মের অভিমুখে আক্রমণার্থ গমন ও নবম দিবসে কৃষ্ণের ত্রুদ হয়ে ভীষ্মের অভিমুখে ধাবন, এর মধ্যে একটি বিবৃতি; তিনি প্রাক্কিণ্ড মনে করেন, কিন্তু বহু প্রামাণ্য পুঁথিতে সেগুলি সব থাকায় তিনি তা বাদ দিতে পারেন নাই। তিনি কৃষ্ণদৈপায়ন কর্তৃক সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি দানের কথা সত্য বলে গ্রহণ করেছেন, এবং ভূমিকায় বলেছেন যে সঞ্জয় যুদ্ধে ও কৌরব শিবিরে পরামর্শ সভায় থাকতেন, আবার দিনশেষে হস্তিনাপুরে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সব বর্ণনা করতেন, দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে বা দেখতেন তার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝে নিতেন। এই মত সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে, এখানে আর কিছু বলাবার প্রয়োজন নাই।

৮. জ্যোৎস্না পর্ব

জ্যোৎস্না পর্বের সংশোধনের ভার নেন ডঃ হুশীল কুমার দে, তিনি যাদবপুর থেকেই আবশ্যিক পুঁথি বা পুঁথিসমূহের আলোক চিত্র নকল আনিতে তাঁর সমীক্ষণ কার্য শেষ করে সংশোধিত সংস্করণ প্রস্তুত করেন। মহাভারতের প্রমাণ সংস্করণে এই পর্বে ২০২ অধ্যায় ও ২৬৪৪ শ্লোক আছে, সংশোধিত সংস্করণে ১৭৩ অধ্যায় ও ৮১১২ শ্লোক হয়েছে অর্থাৎ ১৫৩২ শ্লোক বর্জন করা হয়েছে। সংশোধক মণ্ডলীর মতামতমূলে প্রমাণ সংস্করণের ৫২-৭১ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে। ৫২-৭১ অধ্যায় অভিমতমূলে যুত্মার পরে কৃষ্ণদৈত্যারন এসে শোকার্ত বৃদ্ধিরিককে যুত্মার উৎপত্তি কথা ও যুত্মা প্রজাপতি সংবাদ, পরে পুত্র হুবর্ণগীর্ষীর যুত্মাতে শোকার্ত স্বয়ম্বরাজকে নারদ এসে যে বোলজন রাজার কথা শুনি রছিলেন, বোডন রাজক পর্ব, তাই শোনালেন। শান্তি পর্বে আছে যে কৃষ্ণ নারদ কথিত বোডনরাজ কথা বৃদ্ধিরিককে শুনিয়া দিলেন (শান্তি-২২ অধ্যায়), এবং স্বয়ম্ব-স্বর্ণগীর্ষী কথাও শুনিয়াছিলেন (শান্তি ৩০-৩২ অধ্যায়)। ভ্রষ্টব্য যে স্বয়ম্ব পুত্রের নাম শান্তিপর্বে স্বর্ণগীর্ষী, জ্যোৎস্না পর্বে হুবর্ণগীর্ষী; এবং বোডনরাজ কথার মধ্যে শান্তিপর্বে যেখানে সূর্যবংশীয় সগর রাজের কথা আছে, তার স্থলে জ্যোৎস্না পর্বে পরশুরামের কথা আছে—কিন্তু পরশুরাম রাজা দিলেন না, বোডন রাজ কথায় তার নাম অবাস্তব—ভৃগুবংশের লেখক কর্তৃক ভৃগুবংশের মহিমা বাড়াবার চেষ্টার নিদর্শন। সংশোধক মণ্ডলী একমত হয়ে শান্তি পর্বের বিবরণই মূল রাখেন, জ্যোৎস্নাপর্বের বিবরণ কিছু পরিবর্তিত ও পরে যোজিত বলেছেন, তাই এই কুড়িটি অধ্যায় বাদ সম্বন্ধে কোন বিধা হয় নাই।

আর উল্লেখযোগ্য বর্জন আছে জয়দ্রথ বধ অধ্যায়ে, প্রমাণ সংস্করণে ১৪৬ অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ের ১৪৪ শ্লোক মধ্যে ১৮টি বাদ দিয়ে ৪৬টি রাখা হয়েছে; কৃষ্ণ যে ঐশ্বরিক শক্তি প্রয়োগ করে সূর্যকে ঢেকে দিলেন, অন্ধকার হয়ে আসায় জয়দ্রথ কিছু অন্তর্ক হলে অর্জুন জয়দ্রথ বধ করলেন, আবার কৃষ্ণ মায়ার সূর্যের আবরণ দূর হয়ে রৌদ্র উদ্ভাসিত দিন দেখা গেল—এই অনৈসর্গিক কাহিনী পর্বের কালের যোজনা বিচারে বাদ হয়েছে, কাশ্মীরের পুঁথিতে ও অনেক প্রামাণ্য পুঁথিতে সেই উপাখ্যান নাই। কিন্তু কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন জয়দ্রথের শির বাণে বাণে চালিত করে জয়দ্রথের পিতা বৃকশংকর জেডের

উপর ফেললেন, বৃদ্ধকৃত্র উঠে দাঁড়ালে জয়দ্রথের শির ভূমিতে পড়ার সঙ্গে বৃদ্ধকৃত্রের শিরও বিদীর্ণ হয়ে গেল, সে উপাখ্যান অবিশ্বাস্য হলেও বাদ পড়ে নাই।

দ্রোণ পর্বে আরো কয়েকটি অধ্যায় সংক্ষেপিত করা হয়েছে; যথা প্রমাণঃ সংস্করণেব ১৩ অধ্যায় (দ্বাদশ দিবস যুদ্ধে অশ্বখজাদিবর্ণন) হতে ২৮ শ্লোক মধ্যে ২৫টি বাদ, ১৩৯ অধ্যায় (ভীম কর্ণ যুদ্ধ বিবৃতি) হতে ১২৪ শ্লোক মধ্যে ৩০টি বাদ, ১৪৩ অধ্যায় (ভূরিশ্রবা বধ) হতে ৭২ শ্লোকের মধ্যে ৩৫টি বাদ, ১৪৮ অধ্যায় (যুদ্ধভূমির অবস্থা বর্ণন) হতে ৪৮ শ্লোক মধ্যে ১৬টি বাদ, ১৪৯ অধ্যায় (জয়দ্রথ বধ শ্রবণে যুধিষ্ঠিরের আনন্দ প্রকাশ) হতে ৬২ শ্লোকের মধ্যে ২৯টি বাদ, ১৫২ অধ্যায় (দুর্যোধনের প্রতি কর্ণের সাহসনা বাক্য) হতে ৩৬ শ্লোক মধ্যে ১০টি বাদ, ১৫৬ অধ্যায় (ঘটোৎকচ বধ অল্পপর্বে সঙ্কুল যুদ্ধ বর্ণন) হতে ১১০ শ্লোক মধ্যে ৫৫টি বাদ, ১৫৯ অধ্যায় (সঙ্কুল যুদ্ধ মধ্যে অর্জুন হস্তে কর্ণের পরাজয়) হতে ১০০ শ্লোকের মধ্যে ১৯টি বাদ, ১৯২ অধ্যায় (দ্রোণ বধ বিবৃতি) হতে ৮৪ শ্লোক মধ্যে ১২টি বাদ—১৯২ ও ১৯৩ অধ্যায়দ্বয় সংশোধিত সংস্করণে মিলিবে একটি অধ্যায় করা হয়েছে; ২০০ অধ্যায় (নারায়ণাস্ত্র প্রসঙ্গেনেব পরে অশ্বখামার ভীম যুদ্ধ বর্ণন) হতে ১৩২ শ্লোকের মধ্যে ৬২টি বাদ হয়েছে; শেষ বা ২০২ অধ্যায় ১৫৮টি শ্লোকের মধ্যে ৫৭টি বাদ। অত্যাশ্চর্য অধ্যায়ে অল্প কিছু শ্লোক বাদ হয়েছে বা সব শ্লোকই গৃহীত হয়েছে, অধ্যায় ও শ্লোকের পুনর্বিন্যাস অত্যাশ্চর্য পর্বের মত এই পর্বেও করা হয়েছে। এই সমস্ত শ্লোক বর্জন সত্ত্বেও জয়দ্রথ বধ অধ্যায় ছাড়া আর কোথাও উপাখ্যানের কোন পরিবর্তন হয় নাই। নারায়ণাস্ত্র মোক্ষণের কথা দুবার আছে—১২৫ও ১২৯ অধ্যায়ে; তার প্রথমটি যোজনা মনে হয়, কিন্তু সম্পাদক সেটিকে বাদ দেন নাই। শেষ অধ্যায়টিও অবাস্তব, ২০০ অধ্যায়ে কথিত অবহার ঘোষণার পরে পুনরায় যুদ্ধ বিবরণ অসঙ্গতির পরিচায়ক, এবং শিব মহিমা বর্ণনা পরের কালের বোঝনা সন্দেহ নাই, তবে অনেক পুঁথিতে থাকায় সম্পাদক সে বর্ণনা রেখেছেন। ডঃ স্কন্ধবর্মণের মৃত্যুর পরে ভারত মঞ্জরীতে কোন উপাখ্যান বাদ হওয়ার উপদ্রব সম্পাদকগণ বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই। ডঃ বৈজ্ঞানিক এই বিষয়ে ব্যতিক্রম বলা যায়।

৯. কর্ণ পর্ব

কর্ণ পর্ব সংশোধন করেছেন শ্রীপরশুরাম লক্ষণ বৈজ্ঞানিক, পূনা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। ইনি ডঃ বলভৈলকরের মৃত্যুর পরে সংশোধক মণ্ডলীর অধ্যক্ষপদে

বৃত্ত হয়েছিলেন। ডঃ স্ককথংকরের মত না হলেও ইনি ভারত মঞ্জরী-সাহসর্নে কোন আখ্যান আছে, কোন আখ্যান নাই, সে কথা বিবেচনা করে-শ্লোক বক্ষণ ও বর্জন করেছেন, শ্লোক বর্জন সম্বন্ধে তেমন দ্বিধা করেন নাই। প্রমাণ মহাভারতে এই পর্বে ১৬ অধ্যায়, ৫০১৪ শ্লোক আছে, সংশোধিত সংস্করণে ৬৯ অধ্যায়, ৩৮৭১ শ্লোক আছে, অর্থাৎ মোট ১১৪৩ শ্লোক বাদ হয়েছে, বর্জিত শ্লোকের অনুপাত এই পর্বের সংশোধিত সংস্করণে সব পর্বের মধ্যে অধিকতম। অধ্যাপক বৈষ্ণব বলেছেন যে এক অধ্যায়ে কথিত শ্লোক আবার অন্য অধ্যায়ে বলা, একই ঘটনা সম্বন্ধে একাধিক বার বিবৃতি এবং শ্লোক সংস্থানে ক্রমান্বয়তার হানিকরণ কর্ণ পর্বে বড় বেশী আছে। সে দোষগুলি অন্য পর্বেও আছে, তবে অধ্যাপক বৈষ্ণবের মত অন্য সংশোধকগণ সেদিকে ততটা লক্ষ্য করেন নাই। অধ্যায় ও শ্লোকের পুনর্বিভাগ, প্রমাণ সংস্করণে দুই বা ততোধিক অধ্যায়কে যুক্ত করে একটি অধ্যায় করা, বা প্রমাণ সংস্করণের একটি অধ্যায়কে ভাগ করে দুই বা ততোধিক অধ্যায় করা এই পর্বেও বথেষ্ট আছে।

প্রমাণ সংস্করণের ৭১-৩ শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ সেই শ্লোকগুলি পুনঃ ২১৩-২৫ রূপে আছে, প্রভেদ খুব কম। প্রমাণ সংস্করণের ৮, ৯ অধ্যায়ে উক্ত দীর্ঘ ধৃতরাষ্ট্র বিলাপকে একটি অধ্যায় ভুক্ত করে ১৮টি শ্লোক বাদ হয়েছে, মোট ১২৮ শ্লোকের মধ্যে ১১০ শ্লোক রাখা হয়েছে।

কর্ণাভিষেক ও প্রথম দিনের যুদ্ধ বর্ণন প্রমাণ সংস্করণে ১১-৩০ অধ্যায়ে বর্ণিত, সেগুলি থেকে বেশী শ্লোক বাদ হয় নাই, তবে তার মধ্যে অধ্যায়ের পুনর্বিভাগ আছে। শ্লোকে কর্ণের সারথী নিয়োগ এবং কর্ণ ও শল্যের বাদানু-বাদ প্রমাণ সংস্করণের ৩১-৪৬ অধ্যায়ে বর্ণিত। ৩১ অধ্যায়ের ৭৩ শ্লোক মধ্যে ১২ শ্লোক ও ৩২ অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোক হতেও ১২ শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে। ৩৩-৩৪ অধ্যায়ে ত্রিপুর ধ্বংস উপাখ্যান বিবৃত, যে ব্যাপারে ব্রহ্মা শিবের সারথি হতে স্বীকার করেছিলেন, এই দুটি অধ্যায় যুক্ত করে মোট ২২৬ শ্লোকের মধ্যে ৬৫ শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রমাণ সংস্করণের ৩৫ অধ্যায়ে ত্রিপুর উপাখ্যান বলে দুর্বেধন পলাকে কর্ণের সারথি হতে অন্তর্দোষ করছেন এবং শল্য সারথি হতে সম্মত হচ্ছেন, কিন্তু ৩২ অধ্যায়েই শল্যের সম্মতিদানের কথা আছে, প্রায় এক ভাষায়। তাই মনে হয় যে ত্রিপুর উপাখ্যান (৩৩-৩৪ অধ্যায়) এবং ৩৫ অধ্যায় পরের কালের ঘটনা। ভারতমঞ্জরীতে ত্রিপুর উপাখ্যান-

থাকায় সংশোধক তা বাদ দেন নাই। ৩৫ অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোক থেকে ৩৭ শ্লোক বাদ দিয়ে মাত্র ১১টি রেখেছেন। ৩৬-৪৬ অধ্যায়ে কর্ণ ও শল্যের বাদান্তবাদ, তার কোন অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয় নাই তবে অনেক সংক্ষেপ করা হয়েছে, এই অধ্যায় সমূহের মোট ৫২৩ শ্লোক হতে ৭২ শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে।

৪৭-৬৪ অধ্যায়ে সপ্তদশ দিবসের যুদ্ধের প্রথমার্ধ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলিতে বহু অসঙ্গতি ও পরিবর্তনের চিহ্ন আছে। সম্পাদক নানা পুঁথি সমীক্ষণ করে বহু শ্লোক বাদ দিয়ে সংশোধিত পাঠ ঠিক করেছেন; ৪৯ অধ্যায়ে ৯২ শ্লোকের মধ্যে ২২ শ্লোক, ৫১ অধ্যায়ে ৮১ শ্লোকের মধ্যে ২১ শ্লোক, ৫৬ অধ্যায়ে ১৪৭ শ্লোক হতে ৪৭ শ্লোক বাদ হয়েছে। ১৭ শ্লোক যুক্ত ৫৭ অধ্যায় (অশ্বখামার ষষ্ঠদ্বায় বধ প্রতিজ্ঞা) সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে। ৫৮ অধ্যায় (পাণ্ডব-পাকাল সেনার ভাঙ্গন দেখে অর্জুনের সেদিকে গমন) হতে ৫২ শ্লোক মধ্যে ৪৩ শ্লোক বাদ হয়েছে, কারণ ৫৮।২-৩৩ শ্লোক কৃষ্ণ কর্তৃক যুদ্ধভূমি বর্ণন ১২.২৭-৫৪ শ্লোকের পুনরুক্তি, এবং ৫৮।৩৪-৪১ শ্লোক সংশোধিত সংস্করণের ১৪ অধ্যায়ে (প্রমাণ সংস্করণের ১৯ অধ্যায়েও শোধিত পাঠে) স্থান পেয়েছে, ৫৮।১-৮, ৪২, ৪৩ শ্লোক বাদ হয়েছে। ৫৯, ৬০, ৬১ অধ্যায় (সঙ্কুল যুদ্ধ বিবরণ) থেকে বথাক্রমে ৬৭ শ্লোক মধ্যে ১০টি, ৯২ শ্লোক মধ্যে ১৪টি ও ৭৪ শ্লোকমধ্যে ১৯টি বাদ দেওয়া হয়েছে। ৬২, ৬৩ অধ্যায় (কর্ণের যুদ্ধ বিবরণ, ৩৪+৩৭ শ্লোক) সম্পূর্ণ পবের যোজনা বিবেচনার বাদ দেওয়া হয়েছে। ৬৪, ৬৫ অধ্যায় (সঙ্কুল যুদ্ধ বিবরণ) একত্র যুক্ত করে মোট ১৩ শ্লোক থেকে ২০টি বাদ দেওয়া হয়েছে।

৬৬ ৭৪ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের শিবিরে অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরের মনাস্তর এবং কৃষ্ণ কর্তৃক সত্যধর্ম ও লোকপালনীষ ধর্মের উপদেশ দিয়ে তাদের শাস্ত করা বর্ণিত হয়েছে। এই অধ্যায়গুলি হতে কিছু কিছু শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে, তবে তাতে 'মূল কাহিনী ও কৃষ্ণের উপদেশ মালার কোন হানি হয় নাই।

৭৫-৯৬ অধ্যায়ে সপ্তদশ দিবসের অপরাহ্নের যুদ্ধে ভীষ্মের হস্তে ভীষ্মাসনের বধ ও কুরুকের রক্তপানের কথা, এবং কর্ণ অর্জুনের যুদ্ধ বিবরণ আছে। তার মধ্যে সম্পাদক তিনটি অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন : ৮৬ অধ্যায় (২৩ শ্লোক, বৃষসেন বধের পরে কৃষ্ণ-অর্জুনের কথা), ৯৩ অধ্যায় (৬০ শ্লোক—কর্ণের পতনের পরে কোঁরব সেনার পলায়ন কথা), এবং ৯৫ অধ্যায় (১৮ শ্লোক-অবহার ঘোষণা)। এগুলি পুনরুক্তি,

অন্যান্য অধ্যায়েই সেকথা আছে। বাকী অধ্যায়গুলির পুনর্বিভাগ করা হয়েছে, এবং অনেক শ্লোক প্রতি অধ্যায় হতে বর্জন করা হয়েছে—যথা প্রমাণ সংস্করণের ৭৬ অধ্যায়ের ৪০ শ্লোক মধ্যে ১১টি, ৭৯ অধ্যায়ের ২৫ শ্লোক মধ্যে ২৬টি, ৮৩ অধ্যায়ে ৫২ শ্লোকের মধ্যে ৩৫টি, ৮৪-৮৫ অধ্যায়ে মোট ৮১ শ্লোক হতে ১৯টি, ৮৭ অধ্যায়ের ১১৭ শ্লোক মধ্যে ৩৪টি, ৮৯ অধ্যায়ের ৯৭ শ্লোক হতে ৪২টি, ৯০ অধ্যায়ে ১১৬ শ্লোকের মধ্যে ৫০টি, ৯১ অধ্যায়ে ৬৭ শ্লোকের মধ্যে ৩০টি, ৯৬ অধ্যায়ের ৬৫ শ্লোক হতে ২২টি, এবং অন্যান্য অধ্যায় হতে দুটি চারটি করে। তবে কর্ণ অর্জুনের যুদ্ধ বিবরণ সংক্ষেপিত হলেও পরিবর্তিত হয় নাই; কর্ণের রথচতুর্ভূমিস্থ হওয়ার কথা এবং কর্ণের অবসর প্রদানের অন্তর্বোধের উত্তরে কৃষ্ণের কঠোর উক্তি বর্ণিত হয় নাই—সেগুলি অধিকাংশ প্রামাণ্য পুঁথিতে আছে, এবং ভারত-মঞ্জরীতে আছে, তাই সম্পাদক নিজের স্বাধীন বিচার করবার অবকাশ পান নাই।
ডঃ স্ককথকর কর্তৃক স্থিরীকৃত নীতি অনুসরণ করেছেন।

১০. শল্য পর্ব

শল্য পর্বের পুঁথি সমীক্ষণ করে সংশোধিত সংস্করণ প্রস্তুত করেছেন শ্রীরামচন্দ্র নারায়ণ দণ্ডেকর, পুনার সংস্কৃত কলেজের একজন অধ্যাপক। প্রমাণ সংস্করণের ৬৫ অধ্যায়, ৩৬৩৮ শ্লোক হলে সংশোধিত সংস্করণে আছে ৬৪ অধ্যায়, ৩২৯৮ শ্লোক; অর্থাৎ মোট ৩৪০ শ্লোক মাত্র বাদ হয়েছে। সংশোধক বলেছেন যে ভারত মঞ্জরীতে যে শল্যপর্বের সারসর্ম আছে, তাতে কয়েকটি বিশিষ্ট কথা নাই, যথা প্রমাণ সংস্করণের ৪, ৫ অধ্যায়ে কথিত রূপ কর্তৃক দুর্ধোধনের প্রতি সন্ধিস্থাপনের উপদেশ ও দুর্ধোধন কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যান; ৩২ অধ্যায়ে ৫২ শ্লোকে দুর্ধোধন কর্তৃক পাণ্ডবদের এক এক জন করে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলা, এবং ৬১-৬২ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরের উক্তি যে পাঁচজনের মধ্যে যার সঙ্গে দুর্ধোধন যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করে, তাকে বধ করতে পারলেই দুর্ধোধনের রাজ্য থাকবে; এবং সেকথা বলার ক্ষুণ্ণ কৃষ্ণের ভৎসনা (৩৩/১-৭), কার্তিকের জন্ম ও দেব সেনাপতিষে বরণের কথা এবং তারক বধ, মহিষবধ ইত্যাদি বর্ণনা (৪৪-৪৬ অধ্যায়), এবং গদা যুদ্ধকালে কৃষ্ণের ইঙ্গিতে অর্জুনের বাম উরুতে চণেচাঘাত করে ইঙ্গিত দান (৫৮/১-২১)। কিন্তু অধ্যাপক দণ্ডেকর এই সম্ভবতঃগুলি সংশোধিত সংস্করণ হতে বাদ দেন নাই,

তিনি বলেছেন যে ভারত মঞ্জরীর বৃত্তান্ত বর্ণন এত সংক্ষিপ্ত সে তাতে বিবৃত হয় নাই বলেই যে আখ্যানটি পরের কালের যোজনা, তা বলা যায় না। এখানে তিনি ডঃ স্ককথংকরের পথে চলেন নাই, ডঃ স্ককথংকর ভারতমঞ্জরীর বিবরণ ও শারদা লিপিতে লেখা কাশ্মীরের পুঁথির উপর বেশী নির্ভর করেছেন।

অধ্যাপক দত্তের প্রমাণ সংস্করণের ৩/৩-৬১ শ্লোক, অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায় প্রায় সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন, কারণ এই অধ্যায় কর্ণপর্বের ৯৩ অধ্যায়ের পুনরুক্তি, এবং প্রামাণ্য পুঁথিসমূহের অধিকাংশ পুঁথিতে এই শ্লোকগুলি নাই। ৩/১-২ শ্লোক চতুর্থ অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত করে একটি অধ্যায় করা হয়েছে। তাই অধ্যায় সংখ্যা ৬৫ থেকে ৬৪ হয়েছে। আর কোন অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য বর্জন বা কোন অধ্যায়ের পুনর্বিজ্ঞাপন নাই। দুটি অধ্যায়, প্রমাণ সংস্করণে ২৯ ও ৪৬, হতে ১০টি করে শ্লোক বাদ হয়েছে, আর অধ্যায়গুলি হতে দুই একটি শ্লোক বাদ হয়েছে বা মোটেই বাদ হয় নাই।

১১. সৌপ্তিক পর্ব ও ক্রীপর্ব

সৌপ্তিক পর্ব সম্পাদন করেছেন বম্বে উইলসন্ কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীহরি দামোদর ভেলাংকর। তিনি প্রমাণ সংস্করণের ১৮ অধ্যায় রেখেছেন, কিন্তু শ্লোকসংখ্যা কিছু কমিয়ে ৮০০ থেকে ৭৭২ করেছেন। কিছু উল্লেখযোগ্য বাদ নাই।

ক্রীপর্ব সম্পাদন করেছেন পুনা ফাণ্ডর্গন কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীবাসুদেব গোপাল পারজপে। তিনি প্রথম অল্পপর্বের নাম “জল প্রদানিক” স্থলে “বিশোক” নাম দিয়েছেন, কারণ বিশোক নামই প্রামাণ্য পুঁথিসমূহ আছে; প্রথম অল্পপর্বে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে জলপ্রদানের কথা নাই, তা আছে তৃতীয় অল্পপর্বে। প্রমাণ সংস্করণের ২/২-২৩ শ্লোক বর্জন করা হয়েছে, কারণ তা ২ অধ্যায়ের পুনরুক্তি ও অধিকাংশ পুঁথিতে নাই। ২/১ শ্লোক ও ১০ অধ্যায় মিলিয়ে শোধিত সংস্করণে একটি অধ্যায় করা হয়েছে, কিন্তু ১৫ অধ্যায়কে দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। তাই সংশোধিত সংস্করণে ও প্রমাণ সংস্করণে ২৭ অধ্যায় সংখ্যার পরিবর্তন হয় নাই; মোট শ্লোক সংখ্যা ৮২৫ স্থলে ৭৩০ করা হয়েছে; ৯৭ অধ্যায় ছাড়া অষ্টাদশ অধ্যায় হতে দু-চারটি করে অবাস্তব শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে।

১২. শান্তি পর্ব

শান্তিপর্ব মহাভারতের বৃহত্তম পর্ব। প্রমাণ সংস্করণে এই পর্বে ৩৬৫ অধ্যায় ও ১৩৭৩২ শ্লোক আছে। এই পর্বের নানা পুঁথি বিচার করে সংশোধিত সংস্করণ প্রস্তুত করেছেন ডঃ শ্রীপদ কৃষ্ণ বলভেল্‌কর। সংশোধিত সংস্করণে ৩৫৩ অধ্যায় ও ১২৮৬৮ শ্লোক আছে, অর্থাৎ শ্লোক সংখ্যা ৮৬৪ কমান হয়েছে। সম্পাদক বলেছেন যে শান্তি পর্বের সম্পূর্ণ পুঁথি অপেক্ষা খণ্ড খণ্ড পুঁথি বেশী পাওয়া যায়—প্রথম খণ্ডে যুধিষ্ঠিরের বিবাদ অপনোদন ও রাণ্য্যভিষেক (প্রমাণ সংস্করণের ১-৫৮ অধ্যায়)। দ্বিতীয় খণ্ড রাজধর্ম (৫৯-১৩০ অধ্যায়), তৃতীয় খণ্ড আপদধর্ম (১৩১-১৭৩ অধ্যায়), এবং চতুর্থ খণ্ড মোক্ষ ধর্ম (১৭৪-৩৬৫ অধ্যায়)। প্রথম খণ্ডে সম্পাদক ২৬ অধ্যায় (অর্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের বনবাস সংকল্প সমর্থনে ত্যাগ ও বৈবাহিকের প্রণাম—৩১ শ্লোক) সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন, এই অধ্যায়ের শ্লোকগুলি ১২, ১৯ ও ২১ অধ্যায়ে কথিত যুক্তির পুনরুক্তি, এবং বহু পুঁথিতে অধ্যায়টি নাই। এই অধ্যায় বাদ দিয়েও প্রমাণ সংস্করণের ৩৩ অধ্যায় দুই অধ্যায়ে বিভক্ত করে প্রথম খণ্ডের অধ্যায় সংখ্যা ৫৮ই বাখা হয়েছে। ৪৭ অধ্যায় (ভীষ্ম কর্তৃক পরশুধার্ম্য শাসিত অবস্থায় কৃষ্ণের স্তব, কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে থেকে গুনছেন) হতে ১০৪ শ্লোক মধ্যে ৩২ শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে, সম্পাদকের অনুমান যে ভীষ্মস্তবরাজ নামে পরিচিত এই অধ্যায়ে গ্রথিত স্তবে মূল ৩২টি শ্লোক ছিল। উৎসাহী কবি বা স্মৃতিগণ তার সঙ্গে আরো ১৪টি যোগ করে স্তবে ৪৬টি শ্লোক করেছেন, (৩৮-৮৩ শ্লোক), পরের যোজনা হ'ল ৪৩, ৪৭, ৪৮, ৫১, ৬১-৬৫, ৭২-৭৫ ও ৮১ নং শ্লোক। স্তবের আগে পরে আরো ১৮টি শ্লোক পরের যোজনা। ৪৯ অধ্যায় (কৃষ্ণ কথিত পরশুরাম চরিত) হতে ৯০ শ্লোক মধ্যে ১০টি বাদ হয়েছে, কিন্তু এই অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া উচিত ছিল মনে হয়, যুধিষ্ঠিরাদির পরশুরামের কথা আরো অনেকবার গুনছেন, যথা বনপর্বে ১১৫-১১৭ অধ্যায় ও দ্রোণ পর্বে ৭০ অধ্যায়ে। প্রথম খণ্ডে আর কোন অধ্যায় হতে উল্লেখযোগ্য শ্লোকসংখ্যা বর্জিত হয় নাই।

দ্বিতীয় খণ্ডে রাজধর্মাত্মশাসন প্রমাণ সংস্করণের ৫৯-১৩০ অধ্যায়। এই অধ্যায়গুলি হতে বিশেষ কিছু শ্লোক বাদ হয় নাই, তবে অব্যায় বিভাগ পরিবর্তন করে অধ্যায় সংখ্যা দুটি কমানো হয়েছে। পাঠ্যত্ব বহু শ্লোকে করা হয়েছে,

যথা ১২১।৫০ শ্লোক, তার শেষপদ “যঃ স্বধর্মেণ তিষ্ঠতি” হলে যঃ স্বধর্মেণ তিষ্ঠতি—তাতে মানে পরিষ্কার হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড আপদ্ ধর্মানুশাসন প্রমাণ সংস্করণের ১৩১-১৭৩ অধ্যায়; অধ্যায় বিভাগ পরিবর্তন করে অধ্যায় সংখ্যা ৪টি কমানো হয়েছে, অনেক অধ্যায় থেকে দুটি চারটি করে শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে, তবে উল্লেখযোগ্য শ্লোকবর্জনের কোন উদাহরণ নাই।

চতুর্থ খণ্ড মোক্ষধর্মানুশাসন, প্রমাণ সংস্করণে ১৭৪-৩৬৫ অধ্যায়। এই খণ্ডে পরের কালের যোজনা অনেক আছে। সম্পাদক এর মধ্যে চারটি অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন—২৭৭ অধ্যায় (৪২ শ্লোক পিতা পুত্র সংবাদ—পিতার কথিত চতুরাশ্রমের দোষ দেখিয়ে পুত্রের ত্যাগ ও সম্মানের প্রশংসা) এটি ১৭৫ অধ্যায়ের প্রায় অবিকল পুনরাবৃত্তি, ২৮৪ অধ্যায় (২০৮ শ্লোক দক্ষযজ্ঞ বিবরণ ও দক্ষ কর্তৃক শিবকে বহনামে আরাধনা করে তুষ্ট করণ)—দক্ষযজ্ঞের বিবরণ ২৮৩ অধ্যায়ে একবার দেওয়া হয়েছে, এবং শিবের অষ্টোত্তর সহস্র নামে স্তবন করা হচ্ছে বলে ছয়শত নামের কয়েকটি মাত্র বেশী নাম আছে, পরে অনুশাসন পর্বে ১৭ অধ্যায়ে শিবের অষ্টোত্তর সহস্র নাম বলা হয়েছে; ১৮৫ অধ্যায় (৪৬ শ্লোকে পঞ্চভূতাত্মক দেহ, জীবাত্মা ইত্যাদির কথা)—অধ্যায়টি ১২৪, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯ অধ্যায়ে কথিত তত্ত্বসমূহের পুনরাবৃত্তি, এবং ৩২২ অধ্যায় (২০ শ্লোকে কর্মফলের অলঙ্ঘ্যতা, উপবাস, তপস্বী, প্রভৃতির ফল) এটি ১৮২ অধ্যায়ের অবিকল পুনরুক্তি। পুনরুক্তি হেতু বা উপরিলিখিত অন্তান্ত কাবণ বশতঃ অবশ্য সম্পাদক বাদ দেন নাই, এই অধ্যায়গুলি অনেক প্রামাণ্য পুঁথিতে না থাকায় সম্পাদক বাদ দিয়েছেন। সম্পাদক প্রমাণ সংস্করণের ১৭৭, ১৭৮ অধ্যায় যুক্ত করে একটি অধ্যায় করেছেন, তাতে ১৭৮ অধ্যায়ের শেষ ৬ শ্লোক বাদ, ২৩১ ও ২৩২ অধ্যায় যুক্ত করে একটি অধ্যায় করেছেন; ২২৩-২২৪ অধ্যায় দ্বয় যুক্ত করে একটি অধ্যায় করেছেন, আবার প্রমাণ সংস্করণের ৩৪২ অধ্যায় বিভক্ত করে সংশোধিত সংস্করণে দুইটি অধ্যায় করেছেন। এই ভাবে এই খণ্ডের অধ্যায়সংখ্যা প্রমাণ সংস্করণের অধ্যায় সংখ্যা থেকে মোট ৬টি কম হয়েছে। প্রমাণ সংস্করণের ৩৩৯ অধ্যায় থেকে ১৭টি শ্লোক এবং ৩৪৩ অধ্যায় থেকে ১১টি শ্লোক বাদ হয়েছে। আবার কয়েকটি অধ্যায় হতে দুটি তিনটি শ্লোক বাদ হয়েছে, অনেক অধ্যায় হতে কিছু বাদ হয় নাই।

আখ্যান বা তত্ত্ববধায় কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। সম্পাদকের কৃত পাঠভঙ্গির মধ্যে এই খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের, প্রমাণ সংস্করণের ১৭৪।২ শ্লোকের প্রথম পংক্তি—“সর্বত্র বিহিতো ধর্মঃ সত্যপ্রোত্য তপঃ ফলম্” স্থলে “সর্বত্র বিহিতো ধর্মঃ স্বর্গাঃ সত্যং পরং তপঃ।”—এটি উল্লেখযোগ্য, অর্থ হল যে সর্ব আশ্রমেই ধর্ম অর্থাৎ ধর্মপালন বা কর্তব্যপালনের ফল স্বর্গ প্রাপ্তি, এবং সত্য পালন পরম তপস্রূপ। ১৭৪।৩ শ্লোকের প্রথম পাদে “বিষয়ে” স্থলে “বিনয়ে” শুদ্ধ পাঠ, বিনয় শব্দের অর্থ আশ্রমবিহিত কর্তব্যকর্ম। এই অধ্যায়ের ৪-৫ শ্লোকের উল্লেখ করে সম্পাদক বলেছেন যে একথা সত্য নয় যে মোক্ষধর্মীরাশাসনে মোক্ষের জন্য কেবল একান্ত বৈরাগ্য যুক্ত সন্ন্যাসের বিধান দেওয়া হয়েছে, শুক সম্প্রদায় কর্তৃক উপদিষ্ট কর্মসন্ন্যাস, জনক সম্প্রদায় কর্তৃক উপদিষ্ট কর্মযোগ এবং নারদ সম্প্রদায় উপদিষ্ট ভক্তিশোগ, এই তিন পথে মোক্ষলাভের কথা আছে। ভক্তিশোগের বিষয় “নারায়ণীষ” নামক অংশে বিবৃত হয়েছে, এর দুটি ভাগ আছে; ৩৩৪-৩৩৯ অধ্যায় ভীষ্ম কথিত, এবং ৩৪০-৩৪৮ অধ্যায় সৌতি কথিত। প্রথমভাগে আছে যে নারদ বদরিকাশ্রমে নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয়কে তপস্রূপ করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কার তপস্রূপ করছেন; নারায়ণ ঋষি সর্বভূতের অন্তরাত্মা সনাতন পুরুষের কথা বললেন, নারায়ণের উপদেশ মত নারদ খেতদ্বীপে গিয়ে পরমপুরুষের ভক্তগণকে প্রথমে দেখলেন ও ভক্তিভরে আরাধনা করে পরম পুরুষেরও সাক্ষাৎ পেলেন এবং তাঁর নিকট পঞ্চব্রাজ ধর্মের কথা, চতুর্ব্রহ্ম তত্ত্ব, ইত্যাদি শুনলেন। ভারত মঞ্জরীতে শুধু নারদের খেতদ্বীপে গমনের কথা ও বিষ্ণুর স্তব করে পরমপুরুষকে দেখতে পেলেন এই কথাই আছে, পঞ্চব্রাজ ধর্মের কথা ও চতুর্ব্রহ্ম তত্ত্ব নাই। নারায়ণীষের দ্বিতীয় অংশে সৌতির কথিত পঞ্চব্রাজ ধর্মের পরিবর্তিত বৈদিক ধর্মোক্ত কপের বর্ণনা ও কিছু অবাস্তব উপাখ্যান আছে। সম্পাদক নিজেই বলেছেন যে ৩৪০-৩৪৮ অধ্যায় পরের কালের যোজনা তাতে সন্দেহ নাই, ভারত মঞ্জরীতে সে অংশের কোন উল্লেখ নাই। তবু সম্পাদক অধ্যায়গুলি হতে দুচারটি করে শ্লোক বাদ দিয়ে সংশোধিত সংস্করণে রেখেছেন।

প্রমাণ সংস্করণের ৩৬ অধ্যায়ে (শান্তি পর্বের ১ম খণ্ডে) বিবৃত ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার দৃষ্টান্তে ও সম্পাদক তা শান্তি পর্বে অবাস্তব ও আধুনিক কালের যোজনা এই মন্তব্য করেও অধ্যায়টিকে দেখেছেন। ৩৪-৩৫ অধ্যায়ে বর্ণিত নানা অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত বিধিও শান্তি পর্বে অবাস্তব, সম্পাদক যে বিষয়ে কোন মন্তব্য না করে সে দুটিকে অন্ত্যান্ত মৌলিক অধ্যায়ের মত সংশোধন করে সংশোধিত সংস্করণে স্থান দিয়েছেন।

১৩. অনুশাসন পর্ব

অনুশাসন পর্বের সংশোধিত সংস্করণ সংকলন করেছেন ডঃ রামচন্দ্র নারায়ণ দণ্ডেকর, পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক। প্রমাণ সংস্করণে এই পর্বে ১৬৮ অধ্যায়, ৭৭০৩ শ্লোক আছে, সংশোধিত সংস্করণে ১৫৪ অধ্যায়, ৬৫২৬ শ্লোক আছে, অর্থাৎ ১১৬৫ শ্লোক বাদ পড়েছে। ডঃ দণ্ডেকর বলেছেন যে বর্তমানকালে প্রাপ্তব্য অধিকাংশ পুঁথিতে অনুশাসন পর্বকে একটি পৃথক পর্বরূপে গণনা করা হয়েছে, কিন্তু কোন কোন পুঁথিতে অনুশাসন পর্ব শান্তিপর্বের অন্তর্গত একটি অল্পপর্ব রূপে গণিত হয়েছে। অষ্টাদশ পর্ব পূর্ণ হয়েছে শল্যপর্ব হতে গদা পর্ব পৃথক করে নিয়ে। যবদ্বীপে মহাভারতের আটটি মাত্র পর্ব এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, তার মধ্যে শান্তিপর্ব বা অনুশাসন পর্ব নাই। তবে সেখানে আদি পর্বের পর্বসংগ্রহ অধ্যায়ে অনুশাসন পর্বের নাম নাই, এবং শান্তিপর্বের অধ্যায় ও শ্লোক সংখ্যা যথাক্রমে ৩৩ ও ১৪,৫২৫ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সংশোধিত সংস্করণে পর্বসংগ্রহে শান্তিপর্বের অধ্যায় ও শ্লোক সংখ্যা যথাক্রমে ৩৩৭ ও ১৪,৫২৫। তার থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে—যখন মহাভারত কাহিনী ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপনকারীদের দ্বারা যবদ্বীপে নীত হয়, তখন অনুশাসন পর্ব নামক পৃথক পর্ব মহাভারতে ছিল না। আল-বেকরি খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে গজনির মাহমুদের সৈন্যদলের সঙ্গে ভারতবর্ষে এসে সংস্কৃত শিখে ভারতের সম্বন্ধে এক বা একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন, তিনি মহাভারতের কথা বলতে পর্বদমুহের নাম কবেছেন, তার মধ্যে অনুশাসন পর্বের নাম করেন নাই। বর্তমানে শান্তিপর্বে মোটামুটি ১৪,০০০ শ্লোক এবং অনুশাসনপর্বে ৮০০০ শ্লোক আছে, এই আট হাজার শ্লোক বোধহয় খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পরে, অস্ততঃ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে, মহাভারতে যোজিত হয়েছে।

অধ্যাপক দণ্ডেকর বলেছেন যে অনুশাসন পর্ব পুঁথি লেখকগণের নূতন উপাখ্যান ও সন্দর্ভ যোজনার শেষ আশ্রয় ছিল, যুধিষ্ঠিরের মুখে যে সব প্রশ্ন বসিড়ে নূতন উপাখ্যান যোজিত হয়েছে, তার অনেক প্রশ্ন দেখে মনে হয় যে যুধিষ্ঠির নিতান্ত অর্বাচীন পুরুষ ছিলেন, অথচ মহাভারতের প্রধান পর্বগুলিতে যুধিষ্ঠিরের বিচক্ষণতা ও ধর্মজ্ঞতা জাজ্ঞ্যমান, অনেক প্রশ্নের সঙ্গে আবার উত্তর এবং তার সমর্থক উপাখ্যানের নঙ্গতি নাই, অর্থাৎ যোজনাকারী নিতান্ত তৃতীয় স্তরের কবি ছিলেন। এই পর্বটির অধিকাংশ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য, গোজাতির মূল্য ও দান মহিমা অত্যন্ত আতি-

শব্দের সঙ্গে বিবৃত হয়েছে। শিবের অষ্টোত্তর সহস্র নাম আছে ১৭ অধ্যায়ে, শিবের মহিমা ১৪-১৮ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। আবার বিষ্ণুর অষ্টোত্তর সহস্র নাম আছে ১৪৯ অধ্যায়ে, তা ছাড়া ১৩৯ অধ্যায়ে ও আরো কয়েকটি অধ্যায়ে তাঁর মহিমা কীর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ শিবের উপাসক, বিষ্ণুর উপাসক এই দুই সম্প্রদায়েরই কবিগণ অনুশাসন পর্বে যোজনা করেছেন।

যাহোক, অধিকাংশ অধুনা প্রাপ্তব্য পুঁথির উপর নির্ভর করে, এবং ডঃ স্ককথংকরের নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে সম্পাদক অনুশাসন পর্ব সম্পূর্ণ বাদ না দিয়ে পর্বটির সংশোধিত পাঠ সংকলন করেছেন। সম্পাদক বলেছেন যে উত্তরভারতীয় পুঁথি ও দক্ষিণভারতীয় পুঁথি তুলনা করে দেখা গেছে যে সর্বভারতসাধারণ অধ্যায় ও শ্লোকসমূহের উপরে উত্তর ভারতীয় পুঁথিসমূহে ১৩টি দীর্ঘ সন্দর্ভ যোজিত হয়েছে, সেগুলিতে মোট ২০০৮ পংক্তি, এবং দক্ষিণ ভারতীয় পুঁথিসমূহে ১৫টি দীর্ঘ সন্দর্ভ যোজিত হয়েছে, সেগুলির পংক্তি সংখ্যা মোট ৩১৬১। তা ছাড়া প্রমাণ সংস্করণের ১৩৯-১৪৬ অধ্যায়ের (শোধিত সংস্করণের ১২৬-১৩৪ অধ্যায়ের) ১০২৬ পংক্তি স্থলে মোটামুটি সেই উপাখ্যান ও সন্দর্ভ দক্ষিণ ভারতীয় পুঁথিসমূহে ৪৭০৬ পংক্তিসমূহ শ্লোক ও অধ্যায় আছে।

সংশোধিত সংস্করণে প্রমাণ সংস্করণের ২০টি অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে : ৩২ (শিবিকপোতশ্রেন উপাখ্যান, তা বনপর্বে ১৩১ অধ্যায়ে কথিত হয়েছে, ১২৭ অধ্যায়ে পুনঃ কথিত হয়েছিল—সে অধ্যায় সংশোধকগণ বাদ দিয়েছেন) ; ১০৯ (দ্বাদশ মাসে দ্বাদশবার উপবাস সহ বিষ্ণু পূজা বিধান), ১১০ (অঙ্গ-লাবণ্য লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নক্ষত্রে চান্দ্রব্রত), ১২৫ ১২৬ (শ্রেয়ার্থী দরিদ্র ব্যক্তির দেবগণ ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রীতিকর অনুষ্ঠান) ১২৭-১৩৪ (বিভিন্ন ফালে বিভিন্ন দানের ও আচারের ফলবর্ণন), ১৩১-৬ (কোন কোন জাতির অন্ন গ্রহীতব্য), ১৩৭-১৩৮ (দানের মহিমা কথন ও দান পাত্র নির্ণয় প্রসঙ্গ), ১৪৭-১৪৮ (শিব

-
- ১। সংশোধক মণ্ডলী গণপতি কৃষ্ণাজী কর্তৃক নীলকণ্ঠের টিকা সহ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মহাভারতকে vulgate অর্থাৎ প্রমাণ সংস্করণ করেছেন। পূনা হতে কিল্লবড়ে'র কর্তৃক ১৯২৯ ৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত নীলকণ্ঠ টিকাযুক্ত মহাভারত কৃষ্ণাজীর সংস্করণ মোটামুটি অনুসরণ করায় এবং সহজলভ্য হওয়ায় এই গ্রন্থে সেটিকেই প্রমাণ সংস্করণ ধরা হয়েছে।

কথিত বাসুদেব মাহাত্ম্য), এবং ১৫০ (সাবিত্রী মন্ত্রাদি অপের ফল)। তা ছাড়া সম্পাদক ১৪নং অধ্যায় হতে ১৭৯ শ্লোক বাদ দিলে সেটিকে যথাক্রমে ১৯৯ ও ৫১ শ্লোক যুক্ত দুটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন; ১৪ অধ্যায় ছিল ৪২৯ শ্লোকযুক্ত মহাভাবতে বৃহত্তম অধ্যায়। তার বিষয় হল উপমত্যা ঋষির নিকট শিবমহেশ্বর দীক্ষা নিয়ে কৃষ্ণের পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে শিবের আরাধন। আর কোন উল্লেখযোগ্য বর্জন নাই, কোন কোন অধ্যায় হতে অল্প কয়েকটি শ্লোক বাদ হয়েছে, কোন কোন অধ্যায়ে কোন শ্লোক বাদ হয় নাই। অধ্যায় বিভাগের সামান্য পরিবর্তন আছে। বর্জিত অধ্যায় ও শ্লোক অত্রাণ্ড পর্বের সংস্করণের মত পাটটিকায় বা পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে।

১৪. আশ্বমেধিক পর্ব

আশ্বমেধিক পর্ব সম্পাদন করেছেন ডঃ রঘুনাথ দামোদর কামারকর, পুনঃ প্রস্তুতরাম কলেজের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক। তিনি অঙ্গীতা এবং উত্তর কৃষ্ণসংবাদে মৌলিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, এবং স্বর্ণ-সকল কাহিনীর প্রাসঙ্গিকতা ও-মৌলিকতা সম্বন্ধেও বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন। কিন্তু ডঃ স্বকথকর প্রণীত নীতি অনুসারে এইসব সন্দেহ ও উপাখ্যান বহু প্রামাণ্য পুঁথিতে থাকতে সেগুলি বর্জন করেন নাই। প্রমাণ সংস্করণে ৯২ অধ্যায়, ২৮৪৫ শ্লোক। সংশোধিত সংস্করণে কয়েকটি অধ্যায় ভাগ করায় ৯৬ অধ্যায় হয়েছে, শ্লোক সংখ্যা ২৭৫৫, অর্থাৎ ৯০ শ্লোক বাদ হয়েছে। অধিকাংশ অধ্যায় হতে অল্প কয়েকটি শ্লোক বাদ হয়েছে, উল্লেখযোগ্য বাদ কোন অধ্যায় থেকে করা হয় নাই। অনেক অধ্যায়ে কোন শ্লোকই বাদ হয় নাই।

দক্ষিণ ভারতীয় পুঁথিসমূহে এই পর্বে ন্যূনাতিক ১৭০০ শ্লোক অধিক আছে— যুধিষ্ঠির অচরোধ করায় কৃষ্ণ সবিস্তারে বৈষ্ণব বা ভাগবত ধর্মের নানা অঙ্গের বর্ণনা দিলেন। কিন্তু এই বর্ণনা কৃষ্ণ প্রচারিত চতুর্ব্রাহ্মণ্যক পঞ্চরাজ ধর্মের বিবরণ নয়, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে কৃষ্ণ প্রচারিত ধর্ম ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে যে রূপ নিয়েছিল, যা অহিব্রুয়-সংহিতা প্রভৃতি আগমে বর্ণিত হয়েছে, তাবই বিবরণ আছে। এই দক্ষিণ ভারতীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিবরণ আশ্বমেধিক পর্বের সংশোধিত সংস্করণের পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে।

১৫. আশ্রমবাসিক পর্ব

আশ্রমবাসিক পর্ব সম্পাদন করেছেন ডঃ শ্রীশদ কৃষ্ণ বসুভেলুঙ্গর। প্রমাণ সংস্করণে এই পর্বে ৩৯ অধ্যায়, ১০৮৮ শ্লোক আছে। সংশোধিত সংস্করণে প্রমাণ সংস্করণের কয়েকটি অধ্যায় ভাগ করায় অধ্যায় সংখ্যা হয়েছে ৪৭, শ্লোকসংখ্যা মোট ১০৬২, অর্থাৎ মাত্র ২৬ শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে। ক্ষেমেত্রে ভারত মঞ্জরীতে যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্রের বন-গমন কালে বাজধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান (প্রমাণ সংস্করণ, ৫৭ অধ্যায়), ধৃতরাষ্ট্রের প্রজামণ্ডরীর প্রতি ভাষণ এবং তাঁর বা দুর্বোধনের কৃত অপরাধ মনে না রাখবার অনুরোধ ও প্রজামণ্ডরীর মুখপাত্রের উত্তর (৫-১০ অধ্যায়), কুন্তীর কর্ণ জন্মকথা বলে কর্ণকে দেখাবার চেষ্টা ব্যাসের নিকট অনুরোধ (৩০ অধ্যায়), এবং জনমেজয় কর্তৃক তাঁর পিতাকে দেখাবার প্রার্থনা ও ব্যাস কর্তৃক সে প্রার্থনা পূরণ (৩৫ অধ্যায়)—এই বিষয়গুলি কোন উল্লেখ নাই। সম্পাদক বলেছেন যে সেগুলি প্রক্ষিপ্ত মনে করবার কারণ আছে, কিন্তু ডঃ সুকথংকর প্রবর্তিত নীতি অনুসরণ করে সম্পাদক সে সব কিছু বাদ দেন নাই।

সম্পাদক আরো বলেছেন যে পুত্রদর্শন পর্বের শেষে (৩৩ অধ্যায়ের শেষভাগে) ঋষি মহাত্মা হতে এই পর্বের আধুনিক কালের যোজনায় কথা প্রমাণ হয় ও তন্ত্রি ভারত মঞ্জরীতে এই বৃত্তান্ত সম্বন্ধে শুধু আছে যে ব্যাস কুরুজ্ঞীদের স্বর্গ নদীজলে পরলোকগত রাজগণকে ও কোরবগণকে দেখালেন,^১ সাধবী জীগণ বিমানে তাদের অনুগমন করলেন। অতএব পুত্রদর্শন পর্ব বর্তমানে যে রূপ নিয়েছে—যে গঙ্গানদী থেকে মৃত বীরগণ সশরীরে উঠে এলেন, জী-আত্মীর-বন্ধুদের সহ রাজিবাস কবে প্রভাতে গঙ্গানদীতে নেমে আবার মিলিষে গেলেন, ব্যাসের কথায় পরিলোকগামী জীগণ নদীজলে অবগাহন করে প্রাণত্যাগ করেন— তা একাদশ শতাব্দীর পরে মহাভারতে যোজিত হয়েছে। কিন্তু বিকল্প মন্তব্য করা সত্ত্বেও সম্পাদক সব বৃত্তান্ত সংশোধিত মহাভারতে স্থান দিয়েছেন।

১। পরলোকগতান্ সর্বান্ ভূপালান্ সহ কোরবৈঃ ।

অদর্শয়ৎ কুরুজ্ঞীণাং ব্যাসঃ স্বর্গনদীজলে ॥

সাধেব্যহপি তান্ অনুযয়ঃ বিমানৈঃ ত্যক্তবিগ্রহাঃ ।—ভারত-মঞ্জরী, ৭০৭ পৃঃ

১৬. মৌসল পর্ব

মৌসল পর্ব সম্পাদন করেছেন ডঃ বলভেল্কর। এই পর্বে প্রমাণ সংস্করণে ৮ অধ্যায়, ২৮০ শ্লোক, সম্পাদক প্রথম অধ্যায় বিভাগ করে দুটি অধ্যায় করেছেন; তাই সংশোধিত সংস্করণে ৯ অধ্যায়। উল্লেখযোগ্য কোন শ্লোক বর্জন করা হয় নাই, পুঁথি মিলিয়ে মোট সাতটি মাত্র শ্লোক পর্বের যোজনা হিসাবে বাদ দিয়েছেন, অতএব সংশোধিত সংস্করণে শ্লোক সংখ্যা ২৭৩। অজুর্ন দ্বারকা হতে ইন্দ্রপ্রস্থ যেতে পঞ্চ নদ হয়ে কেন গেলেন, পঞ্চনদ যদি পাঞ্জাব হয়, তা দ্বারকা যেতে সোজা পথে ইন্দ্রপ্রস্থে যেতে পড়ে না, সৌরাষ্ট্র হতে বর্তমান কালের রাজস্থান (সেকালে যেখানে মৎস্ত, অবস্তি ইত্যাদি রাজ্য ছিল) পার হয়ে সহজে ইন্দ্রপ্রস্থে যাওয়া যায়। তিনি অনুমান করেছেন যে সৌরাষ্ট্রের উত্তর পূর্বে একটি প্রদেশ পঞ্চনদ নামে প্রাচীনকালে খ্যাত ছিল, সেখানে সরস্বতী, দ্ববদতী, অরুণা (সরস্বতীর শাখানদী), ব্যাস নদী ও লুনি নদী, এই পাঁচটি নদী কচ্ছ উপসাগরে গিয়ে পড়ত, সেই অঞ্চল আভীর অধ্যুষিত ছিল, সেখানেই আভীরগণ নারী হরণ করে। সেই অনুমান সপক্ষে সম্পাদক বনপর্বের তীর্থ-যাত্রা পর্বের একাংশের উল্লেখ করেছেন (প্রমাণ সংস্করণের ৩৮৩।১৪৫-১৫২)। সেই অনুমান সত্য কি না তা স্থির করা সম্ভব নয়।

১৭. মহাপ্রস্থানিক পর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্ব

এই পর্বদ্বয়ও ডঃ শ্রীপদ কৃষ্ণ বলভেল্কর সংশোধন করেছেন। মহাপ্রস্থানিক পর্বে প্রমাণ সংস্করণে ৩টি অধ্যায়, ১১০ শ্লোক। সংশোধিত সংস্করণে ৩টি অধ্যায়, ১০৬ শ্লোক, চারটি মাত্র শ্লোক সম্পাদক বাদ দিয়েছেন।

স্বর্গারোহণ পর্বে প্রমাণ সংস্করণে ৫ অধ্যায়, ২১৫ শ্লোক; সংশোধিত সংস্করণেও ৫ অধ্যায়, তবে শ্লোকসংখ্যা কিছু কমিয়ে ১৯৪ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায় হতেই বেশ কয়েকটি শ্লোক বাদ হয়েছে, যথা প্রমাণ সংস্করণের ৪১, ৪৪-৪৯, ৫৪-৫৫ ইত্যাদি, সেগুলিতে ঋতবিলের মাতাঅ্য বেশী বাড়িয়ে বলা হয়েছিল, এবং দ্বৈপায়ন ঋষি প্রণীত মহাভারতে প্রথমে বাট লক্ষ শ্লোক ছিল, তার মধ্যে ৩০ লক্ষ দেবলোকে, ১৫ লক্ষ পিতৃলোকে, ১৪ লক্ষ যক্ষ লোকে ও একলক্ষ মানুসলোকে প্রচলিত রইল, এই সব অবাস্তব কথা ছিল। আদি পর্বেও সে কথা ছিল; সেখানেও সংশোধকগণ তা বাদ দিয়েছেন।

তৃতীয় খণ্ড

মহাভারতে মূল ভারত সংহিতা, যোজনা ও প্রক্ষিপ্ত নির্বাচন

১. সংশোধিত সংস্করণে পরেও এই নির্বাচন কেন

ভাণ্ডারকর গবেষণা কেন্দ্র গঠিত সংশোধকমণ্ডলী মহাভারতের বহু পুঁথি সংগ্রহ করে যেগুলি সমীক্ষণ করে প্রাচীনতম সর্বভারতীয় পাঠ সংকলন করেছেন এবং গৃহীত শ্লোক সমূহের শুদ্ধপাঠ বধাসম্ভব নির্ণয় করেছেন। তাঁদের গবেষণা ও পরিশ্রমের ফলে ভারতবর্ষের এই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আখ্যানগ্রন্থ নানাদিকে উৎকর্ষ লাভ করে পাঠকদের নিকট উপস্থিত হয়েছে। সংশোধিত পাঠে মহাভারতের কিছু অসঙ্গতি ও কিছু অনৈসর্গিকতা দূর হয়েছে। কিন্তু সংশোধকগণ তাঁদের উদ্দেশ্য স্থির করে নিয়েছিলেন যেতটা সম্ভব প্রাচীন সাধারণ পাঠ উদ্ধার করা, অসঙ্গতি দূর করা তাঁদের উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল না, ডঃ সূর্যধর প্রভুতি মহাভারতেব কয়েকটি ঘটনার দুই পরস্পর বিরুদ্ধ বিবৃতি আছে তা স্বীকার করেও বলেছেন যে দুটি বিবৃতিই অধিকাংশ প্রামাণ্য পুথিতে আছে, অতএব তাঁরা দুটি বিবৃতিই রাখছেন, বিচার করে একটি সঙ্গতিপূর্ণ আখ্যান স্থির করা তাঁদের লক্ষ্যের বহির্ভূত। অনৈসর্গিকতার উল্লেখই তাঁরা করেন নাই; শুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করতে কিছু অনৈসর্গিকতা আপনা হতে দূর হয়েছে।

অতএব মূল ভারতবধা কি ছিল, তার সন্ধান করতে হলে অসঙ্গতি ও অনৈসর্গিকতা দূর করতে হবে। এ সম্বন্ধে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রণীত “কৃষ্ণচরিত্র” গ্রন্থে যা বলেছিলেন, তা এখনও প্রযোজ্য। ভাবতসংহিতা যখন সংকলিত হয়, তখন তাতে ২৪০০০ শ্লোক ছিল, এবং অন্তঃসমবন্ধাধ্যায়ে তার দেড়শত শ্লোকে সারসর্ম্ম ছিল। বর্তমান কালে প্রমাণ মহাভারতে ৮৩, ৬৬১ শ্লোক আছে, কালে বহু উপাখ্যান ও সম্ভবত যোজিত হওয়ায় তা হয়েছে। পুঁথিকারগণ বহু যোজনা করছিলেন দেখে কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত পর্বসংগ্রহ

ନାମକ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀମଦ୍‌ବିଷୟ ; ଆଦି ଭାରତକଥା ବୈଶମ୍ପାୟନ କଥିତ ; ପର୍ବମଂଗ୍ରହ ଉଗ୍ରଶ୍ରବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକାଦି ବୈଷୟିକ ନିକଟ କଥିତ । ବହିଃସ୍ଥ ପର୍ବମଂଗ୍ରହ ନହେ ନିଶ୍ଚୟ—“ମହାଭାରତେ ଯେ ଯେ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବା ବିବୃତ୍ତ ଥାଏ, ଐ ପର୍ବମଂଗ୍ରହେ ତାହାର ଗଣନା କରା ହେବାକୁ । ଏହାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥର ସୂଚିପତ୍ର ବା table of contents ନଦ୍ୱାରା । ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ଓ ପର୍ବମଂଗ୍ରହାଧ୍ୟାୟର ଗଣନାହୁଏ ହେବାକୁ । ଏହା ଯଦି ଦେଖା ଯାଏ ଯେ କେଉଁ ଏକଟା ଶୁଦ୍ଧତର ବିଷୟ ଐ ପର୍ବମଂଗ୍ରହାଧ୍ୟାୟହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଅବଶ୍ୟକ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ହେବେ ଯେ ଉହା ଶ୍ରୀକ୍ଷିପ୍ତ । ଏକଟା ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆହମେଧିକ ପର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓ ବାହ୍ୟଗତ ପର୍ବମଂଗ୍ରହ ପାଞ୍ଚାଶ ବାଟ । ଏହି ଉପାଦାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ନାହିଁ, ଇହାତେ ଛଅଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଗିଫାଛି । କିନ୍ତୁ ପର୍ବମଂଗ୍ରହାଧ୍ୟାୟ ଉହାର କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, ଇହାତେ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ହେବେ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓ ବାହ୍ୟଗତ ନମନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷିପ୍ତ ।” ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ପର୍ବମଂଗ୍ରହ ଅଧ୍ୟାୟର ବିବୃତ୍ତିତେ ଏକଟା ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ନାହିଁ, ତିନି ବଳେହେନ ଯେ ପର୍ବମଂଗ୍ରହେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ବଳେହେ ଯେ ଏକଟା ଉପାଧ୍ୟାନ ବା ସମ୍ପର୍କ ଆଧୁନିକକାଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷିପ୍ତ ତା ବଳା ବାଟ ନା ; ମହାଭାରତ ଶ୍ରୀକ୍ଷିପ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବଦାମ୍ବେ ଭାରତୀୟ ଉପନିବେଦକାବ୍ୟର ନମ୍ବେ ବାଟ, ବଦାମ୍ବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷିପ୍ତ ଆଦିପର୍ବ ଓ ପର୍ବମଂଗ୍ରହ ଅଧ୍ୟାୟଟି ତାହା । ଯେ ଅଧ୍ୟାୟଟିରେ ଓ କାଳେ ନୂତନ ଶ୍ଳୋକ ଯୋଗ ହେଉଛି, ଯଥା ବଦାମ୍ବେର ପର୍ବମଂଗ୍ରହ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପର୍ବର କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶ୍ରୀକ୍ଷିପ୍ତ ସଂସ୍କରଣେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପର୍ବର ବିଷୟମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଶ୍ଳୋକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପାଞ୍ଚାଶ ବାଟ । ସଂଶୋଧିତ ସଂସ୍କରଣର ସମ୍ପାଦକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓ ବାହ୍ୟଗତ ନହେ କିଛି ବିକ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରାୟ କରେ ଓ ଅଧିକାଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣିତ ଥାଏ, ତାହା ବାଦ ଦେବା ନାହିଁ । ମହାଭାରତର ପୂର୍ଣ୍ଣିକା ସେହି ପାଞ୍ଚାଶ ଗେଛି, କେଉଁଟି ତିନି ଶତାବ୍ଦୀର ଅଧିକ ପୁରାତନ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍‌ ବୋଧ୍ୟ ନମ୍ବେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଉପାଧ୍ୟାନ ଶତାବ୍ଦୀର ପୂର୍ଣ୍ଣିକା ଉପାଧ୍ୟାନ ସଂଶୋଧକ-ଗଣେର ନିର୍ଭର କରାଯାଏ ହେଉଛି । ଅତଏବ ମୂଳ ଭାରତକଥା କି ଥିଲା ବା ଥିଲା ନା, ତାର ବିଚାରର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବମଂଗ୍ରହେ କେଉଁ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ ବା ନାହିଁ, ତାହା ଅବଶ୍ୟକ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ହେବ । ବହିଃସ୍ଥ ଆଦି ବଳେହେନ ଯେ ଯଦି ଦେଖି ଯେ କେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିବାର ବା ତତ୍ତ୍ୱାଧିକ ବାଟ ବିବୃତ୍ତ ହେଉଛି, ଅଥଚ ଛଅଟି ବିବରଣ ଗୁଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷିପ୍ତ ବା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ, ତେବେ ତାର ମଧ୍ୟ ଏକଟା ଶ୍ରୀକ୍ଷିପ୍ତ ବିବେଚନା କରା ଉଚ୍ଚିତ । ସଂଶୋଧକଗଣ ବଳେହେନ ଯେ ଛଅଟି ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧିତ ହେଉଛି ଛଅଟି

লিপিবদ্ধ হযেছে, প্রাপ্ত পুঁথিসমূহে উক্ত বিবরণ থাকলে কোনটি বাদ দেওয়া যায় না ; সে কথা সংশোধকগণ যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেছেন, তার পক্ষে প্রযোজ্য, কিন্তু ঘটনার সত্য বিবরণ সন্ধান করার ব্যাপারে যেটি সম্ভব বা স্বাভাবিক, সেই বিবরণ গ্রহণ করে অত্রটি বর্জন করতে হবে। বহুসংস্ক্রেব কথিত আর একটি নির্দেশ যে যাহা অতিপ্রাকৃত বা অনৈসর্গিক, তা গ্রহণ যোগ্য নয়। মহাভারতে অনৈসর্গিক বা অতিপ্রাকৃত কথা অনেক আছে। দেবতার ঔরসে নারীর গর্ভে জন্মের কথা, ঋষির অভিশাপে গুৰু সাধারণ মনুষ্যেব নয়, দেবতারও অশেষ দুর্ভোগ, এই সব কথায় হয়তো এককালে লোকের বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এখন শিক্ষিত লোকে সে কাহিনী অগ্রাহ্য মনে করে। নানা রকম দৈবশক্তি সম্পন্ন অস্ত্রের কথা, আকাশ পথে বিমানে গতির কথা মহাভারতে অনেক আছে, কিন্তু তিন সহস্র বৎসর পূর্বে সে সবেব বাস্তব জগতে অস্তিত্ব ছিল না, বহুকালের কল্পনা ক্রমে মানুষের সাধনায় ও জ্ঞানের ফলে বাস্তব রূপ বর্তমানকালে নিয়েছে। হুতরাং বিমান, ব্রহ্মাস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, পাণ্ডপতাস্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ অনেক বিবৃতিতে থাকলেও তাকে সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না।

এই খণ্ডের নামে যোজনা ও প্রক্লিষ্ট এই দুটি পদ ব্যবহার করা হযেছে। যোজনা শব্দে বোঝানো হযেছে সেই সব উপাখ্যান যা ভারতকথার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত নয়, যা সহজেই ভারত কথা থেকে পৃথক করে নেওয়া যায়, যথা নল-দময়ন্তী উপাখ্যান, যুধিষ্ঠির দ্যুতে পরাজিত হয়ে দুঃখভোগ করছেন, তাই এক ঋষি তাকে শোনা'লেন যে আর একজন রাজা তার চেয়ে বেশী দুঃখভোগ করেছিলেন। এই উপাখ্যান বাদ দিলে ভারত কাহিনীর কোন হানি হয় না, অপরপক্ষে মনে হয় যে মহাভারতে যুক্ত হয়েছিল বলে নল-দময়ন্তীর মত হৃদয় উপাখ্যান সহস্র সহস্র বৎসর ধরে আমবা উপভোগ করতে পেরেছি, মহাভারতে যুক্ত না হয়ে কত কাব্য কত নাটক যে চিরতরে বিস্মৃতি গর্ভে চলে গেছে, তার ইয়ত্তা নাই। প্রক্লিষ্ট শব্দ দিয়ে বোঝাতে চেয়েছি এমন বিবরণ যা ভারত কাহিনীর সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত, যেমন দেবগণের ঔরসে পাণ্ডবদের জন্মকথা, অষ্টীলা বা শকু মাংসপিণ্ড হতে দুর্বোধনাদির জন্মলাভ, অগ্নিবেদী হতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কৃষ্ণার আবির্ভাব ; কিন্তু যা অতিপ্রাকৃত বা অনৈসর্গিক বলে গ্রাহ্য নয়। যে উপাখ্যান যোজনা, তা সহজেই বাদ দিবে পরিশিষ্টভুক্ত করা উলে, কিন্তু যা প্রক্লিষ্ট তার স্থলে স্বাভাবিক কোন বিবরণ বসানো প্রয়োজন,

না হলে কাহিনীতে অপূর্ণতা থাকবে। প্রতি পর্বে কোন বিবরণ যোজনা বা প্রসিদ্ধি, কোনটি মূল ভারত কথার অঙ্গ, সেই সমস্ত আর বিচার করতে হবে।

২. মূল ভারত সংহিতা নির্ণয় : আদিপর্ব আবস্ত

মহাভারত পাঠ করলে দেখা যায় যে তাতে তিনটি আরম্ভ আছে, তার থেকে অনুমান করা যায় যে ক্রমবর্দ্ধমান এই গ্রন্থেব তিনবার সংকলন হয়েছে। প্রথম আরম্ভ প্রথম অধ্যায় হতে, যাকে অনুক্রমণিকা পর্ব বলা হয়; নৈমিষারণ্যে শৌনকেব্ব দ্বাদশ বর্ষব্যাপী সত্রে লোমহর্ষণ পুত্র উগ্রশ্রবা বা সৌতি উপস্থিত হলে ঋষিরা তাঁকে ঘিরে বসেন, এবং তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্র থেকে আসছেন জেনে তাঁকে ভারত ইতিহাস, যা সেই সত্রে কথিত হয়েছিল, তাই আবৃত্তি করে শোনাতে অনুবোধ করেন। সৌতি ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে ভারত-কথার সারসর্ম্ম বল্লেন। দ্বিতীয় অধ্যায় পর্ব সংগ্রহ, প্রতি পর্বের বিবরণসূচির মত। তৃতীয় অধ্যায়ে কিছু অবাস্তব কথা আছে, আপোদ ধৌম্যের আশ্রমের তিন শিশুর আশ্রম জীবনের কথা এবং উত্তর কর্তৃক গুরু পত্নীর জন্ত পৌত্র রাজার রাণীর নিকট হতে বর্ণকুণ্ডল আহরণের কথাও আছে। দ্বিতীয় আরম্ভ চতুর্থ অধ্যায়ে, সেখানে আবার আছে যে শৌনকেব্ব দ্বাদশবর্ষব্যাপী সত্রে সৌতি উপস্থিত হলে ঋষিগণ তাঁকে জনমেজয়ের সত্রে শ্রুতকথা শোনাতে অনুবোধ করলেন, সৌতি প্রবৃত্ত করলেন—কি-কথা আপনারা শুনতে চান, তাতে শৌনক উত্তর দিলেন, প্রথমে ভৃগুবংশের কথা বলুন। সৌতি ভৃগুবংশের কথা বলতে আরম্ভ করলেন,—ভৃগুর পুত্র চ্যবন, তার পুত্র প্রমতি, প্রমতির পুত্র কক্ক, কক্ক প্রমথরা নামে একটি সুন্দরী কন্যা বিবাহ করে, বিবাহের পরেই প্রমথরা সর্পদংশনে মৃত হয়, কক্কর শোক দেখে এক দেবদূতের মাধ্যমে কক্কর অবশিষ্ট আয়ুর অর্দ্ধভাগ প্রমথরাকে দিয়ে সমরাজ প্রমথরাকে পুনর্জীবিত করেন, কক্ক সর্পদের উপর জাতক্রোধ হয়ে ডুগুভ নামক একটি সর্পকে বধ করতে গেলে সে মূনিরূপ ধারণ করে সর্পসত্রে জনমেজয় রাজা কর্তৃক সর্পনিধন ও আন্তীক ঋষির অনুবোধে জনমেজয়ের সর্প বধ হতে বিরতির কথা শুনতে বলে। তারপরে আন্তীক পর্ব, যার মধ্যে আন্তীকেব্ব জন্ম কথা, কক্ক ও বিনতার সপত্নী ঘেঘের কথা, গকড়, অরুণ ও সর্পকুলের জন্ম কথা, পরীক্ষিতের তক্ষক দংশনে মৃত্যু ও জনমেজয়ের সর্পসত্রেব কথা আছে। তৃতীয় আরম্ভ ৫১ অধ্যায়ে, সেখানে শৌনক বলছেন, ভৃগুবংশের বিবরণ ও অন্ত কথা যা সব শোনালেন, তা ভাল লাগল, এবার সর্পসত্রে

যজ্ঞের বিবৃতি সময়ে যে ভারত কথা বলা হয়েছিল, তাই বলুন। এখান থেকেই প্রকৃত ভারত কথা আবস্তু, ভারত কথা জনমেজয়ের যজ্ঞে বৈশম্পায়ন বলেছিলেন, ৬১ অধ্যায় ভারত সূত্র হতে বৈশম্পায়নের কথা আবস্তু, অবশ্য সৌতির মুখে পুনরুক্তি হিসাবে। ৫৯ ৬০ অধ্যায় ভারত কথার ভূমিকা বলা যায়। মহাভারতে আদি পর্বের ১/৫২ শ্লোকে তার একভাবে মহাভারতের তিনটি আরম্ভের কথা আছে— “মহাদি-ভারতং কেচিদাস্তীকাদি তথাপরে। তথোপরিচরাগ্নে বিপ্রাঃ সমাগমীষতে॥”— অর্থাৎ কেহ কেহ মনুর কথা হতে ভারত কথা পড়তে আরম্ভ করেন (আদি পর্বের ৭৫ অধ্যায়ে দৈবস্বত মনুর কথা আছে, আদি ১/৪২-৪৩ শ্লোকেও আছে, টিকাকার ‘মহাদি’ শব্দের প্রথম অধ্যায় হতে, এই অর্থ করেছেন) কেহ কেহ আস্তীকের কথা হতে আরম্ভ করেন— ১৩ অধ্যায় হতে, কেহ কেহ উপরিচর কথা হতে আরম্ভ করেন — ৬৩ অধ্যায় হতে। উপরিচর মনুর কথা হতেই ভারত-কথার প্রকৃত আরম্ভ বলা যায়— উপরিচর মনুর কথা কালী বা সত্যবতী, সত্যবতী-পরশুরের পুত্র কৃষ্ণ-দৈপায়ন ব্যাস, তার ঔরস পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু, ৫৯-৬১ অধ্যায় তার ভূমিকারূপে গ্রহণ করা যায়।

অতএব প্রথম অধ্যায়—ভূক্রমিকা ও দ্বিতীয় অধ্যায়—পর্বসংগ্রহ, সূচিপত্ররূপে থাকবে; প্রথম অধ্যায়ে ভারতকথার সারমর্মের এক অংশ কোন কবি ত্রিষ্টুভ বা উপ-জাতি ছন্দে রচনা করেছেন, (১৫০-২১৭ শ্লোক) কিন্তু তার পরে যে সঙ্কল্প কর্তৃক-ধৃতরাষ্ট্রকে সান্দ্রনা দানের কথা আছে ও অধ্যায়টির গুণগান ও শ্রুতিফল আছে সেঅংশ — অর্থাৎ ২১৮-২৭৫ শ্লোক বাদ হবে, কারণ এখানে ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ মাধ্যমে ভারত-কথার সারমর্ম বলা হচ্ছে, ধৃতরাষ্ট্রের শোকের কথা বলা উদ্দেশ্য নয়। প্রথম, দ্বিতীয় অধ্যায়ের সংশোধিত রূপ (প্রথম অধ্যায়ের ২১৮-২৭৫ বাদ দিয়ে) গৃহীত হবে।

তৃতীয় অধ্যায় পৌত্র অনুরূপ মহাভারতে আবস্তু; তবে তিন সহস্র বৎসর পূর্বে আশ্রমিক জীবন বিরূপ ছিল, তার বর্ণনা হিসাবে অধ্যায়টির মূল্য আছে, - যোজন্য হিসাবে পরিশিষ্টে স্থান পাবে। ৪-১২ অধ্যায় ভৃগুবংশের কথা, ভারত-কথার আবস্তু; ১৩-৫৮ অধ্যায় আস্তীক পর্ব, তাও সৌতি কথিত, বৈশম্পায়ন কথিত ভারতকথার অংশ নয়। সেগুলিও যোজনা হিসাবে বাদ হবে। ৫৯ অধ্যায়ও বাদ হবে, কারণ প্রথম অধ্যায় গৃহীত হয়েছে, তাতে ১৭-২১ শ্লোকে ভারতকথা বলতে ঋষিগণ সৌতিকে অনুরোধ করেছেন, তারপরে আবার ৫৯ অধ্যায়ে উক্ত অনুরোধ অনাবশ্যক। ৬০ অধ্যায় ভারতকথার ভূমিকারূপে থাকবে,

তবে ৩১ শ্লোক অর্নৈসর্গিক—তা বাদ হবে। ৬১ অধ্যায় ভারতমূত্র সংশোধক-মণ্ডলীর কৃত পাঠ মত গৃহীত হবে। এটি ভারত কথার অলঙ্কারহীন, অর্নৈসর্গিকতা দোষমুক্ত সারমর্ম, এটি মূল ভারত আখ্যান নির্ণয়ে বহু মূল্যবান। ৬২ অধ্যায়ে মহাভারতের ও মহাভারতকার ব্যাসের প্রশংসা আছে, তিন বৎসরে ব্যাস মহাভারত রচনা করলেন বলা হয়েছে। সংশোধকমণ্ডলীর মতে সেভাবে মহাভারত রচিত হয় নাই, কিছুকাল পরে নানা জনশ্রুতি সংগ্রহ করে ভারতকথা রচিত হয়েছিল; অতএব ৬২ অধ্যায় বাদ হবে। ৬৩ অধ্যায়ে রাজা উপরিচরের কথা, কিন্তু তাঁর কথা সত্যবতীর জন্য কথাকে অতিপ্রাকৃতরূপ দেওয়া হয়েছে; বলা হয়েছে যুগ্মার্থ যমুনা তীরে গিয়ে জীক অন্ন করে রাজার কামের উদ্দেশ্যে হ'ল, শুক্রপাত হল; সেই শুক্র একটি বৃক্ষপত্রের ধরে একটি শুক পক্ষীকে দিলেন রাণী গিরিকার কাছে পৌঁছে দিতে, কিন্তু শুকের মুখ থেকে জলে পড়ে যাওয়ায় সেই শুক্র মৎস্তরূপী একটি অপ্সবা পান করল, সে সময়ে পুত্র কন্যা প্রসব করে শাপমুক্ত হ'ল, রাজা পুত্রটিকে নিয়ে গেলেন, তার নাম দিলেন মৎস্ত; কন্যাটিকে পালনের জন্য দাস রাজার কাছে দিলেন, তার নামই কানী বা সত্যবতী। এই কাহিনীর অর্নৈসর্গিক অংশ স্থলে বলা যায় উপরিচর রাজার কামোত্তেক হলে যমুনাকূলে দাসরাজবংশের এক যুবতী কন্যাকে আমন্ত্রণ করে তাব সঙ্গে বিহার করলেন, তার গর্ভে যমজ পুত্র-কন্যা হলে পুত্রটিকে নিয়ে গেলেন ও কন্যাটিকে দাস রাজার কাছে পালনের জন্য দিলেন। দাস রাজা ছিলেন যমুনা নদীর খেয়া ঘাটেব অধিবাসী ও মৎস্তজীবীদের নেতা। কথিত কথা পরিবর্তন এইভাবে করা যায়—১, ২, ২৮-২-৩৩, ৩৯-২-৪৬ শ্লোক গ্রাহ্য, তার পরে ৪৭-৬০ শ্লোক বাদ দিয়ে বসবে “অত্রিকাং ইতি বিখ্যাতা” শ্রুশ্রোতীং যমুনাচরীম্। শ্রমস্তরত চাপোনাং ব্যাহরচ্চ তস্মা সহ।” তাবপরে ৬১ পংক্তি নিয়ে দ্বিতীয় পংক্তি স্থলে “স্বম্বাব সাচ মিথুনং ক্রীং পুমাংসং স্তদর্শনো ॥” পবে ৬৩, ৬৭-৮৬, গ্রাহ্য বাকী সব শ্লোক বাদ। এইভাবে অতিপ্রাকৃত কথা বাদ দিয়ে স্বাভাবিক কথা সর্বত্রই করা যায়—কিন্তু শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ রচনা না করেই এরপর থেকে স্বাভাবিক বিবৃতির কথা বলা হবে। ৬৩/৮৭ ১১৭ শ্লোক বাদ হবে, তাতে বংশ বিবৃতির মধ্যে অংশাবতরণের অর্নৈসর্গিক কথা আছে।

আদিপর্বের ৬৪ অধ্যায়ে আছে যে দৈত্যদানবগণ স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নিলে ভারপীড়িতা পৃথিবীদেবী ব্রহ্মার কাছে গিয়ে ভারাবতরণ প্রার্থনা করলেন; ব্রহ্মা দেবগণকে অংশাবতরণের জন্য আদেশ দিলেন, যাতে দেবগণের অংশে জন্ম নিয়ে

শক্তিশালী রাজকৃত্যগণ দৈত্যদানব যারা দুর্ধর্ষ পুরুষ হয়ে পৃথিবীতে জন্মেছেন তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে; এবং বিষ্ণুকেও অংশে অবতরণ করতে সম্মত করলেন; বিষ্ণুর অংশে কৃষ্ণেব জন্ম। এই কাহিনী অনৈসর্গিক; কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতাররূপে কল্পনা করা হয়েছে সম্ভবত: খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে, বেসুনগরে বাহুদেবের উত্তেগে গকুণ্ডধ্বজ খৃ: পু: দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্থাপিত হয়; ব্রহ্মহুত্রে অবতাবাদের কোন কথা নাই, অর্থাৎ খৃ: পু: পঞ্চম শতকে অবতারবাদ কল্পিত হয় নাই। সমগ্র অংশাবতরণ অনুপর্ব খৃ: পু: দ্বিতীয় শতকের যোজনা হিসাবে বাদ হবে, অনৈসর্গিকতার জন্ত। ৬৫ ৬৬ অধ্যায়ে দক্ষকৃত্যগণ হতে দেবতা, দানব, মানুষ ও অত্র সব প্রাণীর জন্মকথা, সেটি পুরাণকারদের কল্পনা, ভারত-কথার আবৃত্ত, পরের কালের যোজনা হিসাবে বাদ হবে। ৬৬ অধ্যায় শেষে শ্রুতিবল আছে; কোন অধ্যায় বা উপাখ্যানের শেষে শ্রুতিবল থাকলে সেটিকে পরের কালের যোজনা অনুমান করা যায়, সে কথা আশ্রমবাসিক পর্বে পুত্রদর্শন অন্তর্পর্ব শেষে শ্রুতিবল সম্বন্ধে ড: বলভেলকর বলেছেন; সে অনুমান সর্বত্র প্রযোজ্য। মহাভাবতকার প্রতি পর্বশেষে তার শ্রুতিবল দিয়েছেন, কিন্তু পর্বমধ্যে কোন অধ্যায় বা উপাখ্যান শেষে শ্রুতিবল থাকলে তা মূল ভারত-কথার অংশ নয়, পরে যোজিত, সেই অনুমান সঙ্গত। অতএব ৬৫ ৬৬ অধ্যায় পরের কালের যোজনা। ৬৭ অধ্যায়ে ভারতে নানা রাজত্বের দেব অংশে জন্মের কথা আছে, তার কিছু কিছু শ্লেষ্ সংশোধক-মণ্ডলী বাদ দিয়েছেন, কিন্তু অংশাবতরণের কথা অনৈসর্গিক, তাই সম্পূর্ণ ৬৭ অধ্যায় বাদ হবে। ৬৮/১ শ্লোক বাদ হবে, তাতে অংশাবতরণ কথার উল্লেখ আছে। ৬৮/২ শ্লোক জনমেজয় কুববংশের কথা জানতে চাইলেন, বৈশম্পায়ণ রাজা ভারতের কথা থেকে আশ্রিত করলেন; ৬৮/২ শ্লোক থেকে ৭৪ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত দুঃশাস্ত-শকুন্তলার কথা এবং তাদের পুত্র ভারতের রাজ্যলাভের কথা, তা মোটের উপর গ্রাহ্য, ভারত কথার অন্তর্ভুক্ত, তবে ইন্দ্র কর্তৃক বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের জন্ত অপ্সবা মেন্যাকে প্রেরণ ইত্যাদি কথা অনৈসর্গিক, তাই ৭১/২০ হতে ৭২/১ এবং ৭২।১০২-১০২ শ্লোক বাদ হবে, তা হলে স্বাভাবিক হয়, অর্থাৎ দুঃশাস্তের নিঃস্ট শকুন্তলা বলেছে যে কহ্মুনি হিমালয়ের পাদদেশে মালিনী নদীর তীরে বনে শকুন্ত বা পক্ষীগণ ব্রজত অবস্থায় তাকে পেয়ে নিয়ে গিয়ে পালন করেছেন, সে কহ্মুনিদেই পিতা বলে,

জ্ঞানে। বিশ্বামিত্রের তপশ্চাকালে কোন স্ত্রী নারীর সঙ্গে বিহারের কণ-
শকুন্তলাব জন্ম হয়ে থাকলেও সেকথা শকুন্তলার মুখে অশোভন হয়।

৭৫ অধ্যায়ে আছে প্রাযেতন দক্ষ হতে বৈবস্বত মনুষ্য জন্ম কথা, তারপর
ইলার গর্ভস্থাত পুরুষ হতে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি, যযাতির পুরুষে রাজ্য দান
কাহিনী কিছু পৌরাণিক হলেও কথার সম্পূর্ণতার জন্য গ্রাহ্য মনে হয়, তবে
যযাতি তাঁর নষ্ট ঘোঁষন পুত্র পুরু হতে লাভ করলেন, মহেশ বংশের পরে আবার
পুরুষে ঘোঁষন ফিরিয়ে দিলেন, তা গ্রাহ্য নয়, অতএব ৭৫।৩৭-৫৬ শ্লোক বাদ
হবে। ৭৬ অধ্যায় হতে ৮৬ অধ্যায় পর্যন্ত যযাতি দেবযানী শর্মিষ্ঠার বিবৃত
কাহিনী, তার মধ্যে কচ-দেবযানী কথাও আছে। এই বিষয়ের কথা পর্বসংগ্রহে
নাই। ৮৭ অধ্যায় হতে ৯৩ অধ্যায় যযাতির স্বর্গ হতে পুন্যকয়ে পতনের কথা
এবং দৌহিষদেব নিকট হতে পুণ্য লাভ কবে আবার স্বর্গে যাবার কথা আছে।
এই বিষয়ের কথাও পর্বসংগ্রহে নাই, এবং এই বিবরণ সম্পূর্ণ অর্নৈসর্গিক।
অতএব ৭৬ ৯৩ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হবে। ৯৪ অধ্যায়ে জনমেজয় পুরুষ পরের
রাজাদের কথা জিজ্ঞাসা কবছেন, তা ৭৫ অধ্যায়ে কথিত পুরুষ রাজ্যলাভ কথা
পরে স্বাভাবিক। অতএব ৯৪ অধ্যায়, পুরু হতে শান্তনু পর্যন্ত রাজবংশের বিবরণ
গ্রাহ্য, যদিও শেষ দিকে কিছু অসঙ্গতি আছে মনে হয়। ৯৫ অধ্যায়ে গণ্ডে
দক্ষ হতে জাত চন্দ্রবংশের পূর্ণতর বিবৃতি, রাজা জনমেজয় পর্যন্ত, কিন্তু অধ্যায়
শেষে শ্রুতিকল থাকায় এই অধ্যায় পরের কালে যোজিত ধরে বাদ দিতে হবে,
যদিও ভারত-মঞ্জরীতে ৯৫ অধ্যায় বর্ণিত বিবরণ গৃহীত হয়েছে।

৩. আদি পর্ব : শান্তনুর কথা হতে ধৃতরাষ্ট্র পুত্র ও পাণ্ডু পুত্রগণের শিক্ষা

শান্তনুর রাজ্যকাল থেকে ভারতস্থায়ী ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত আরম্ভ বলা
যায়; তাঁর পূর্বতন চন্দ্রবংশের রাজগণের ইতিহাস বিশ্বাসের অঙ্কুরে বিনীত হয়েছে
কিন্তু পৌরাণিক কাহিনী আছে, যেমন যযাতি দেবযানী শর্মিষ্ঠার কথা, তার
ঐতিহাসিকতা সন্দেহ আছে। শান্তনুর বৃত্তান্ত আরম্ভেও রূপকথা আছে,
ভীষ্মের জন্ম সন্দেহও; যথা ৯৬ অধ্যায়ে আছে যে ইক্ষাকু বংশের রাজা মহাভিষ
পুণ্যকর্ম করে স্বর্গলাভ করেছিলেন, তিনি এফদিন ব্রহ্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করত

যান, তখন গঙ্গাদেবীও যান। দমকা হাওয়ায় গঙ্গাদেবীর বসন উড়ে গেলে আর সকলে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন, কিন্তু মহাভাব গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকেন, তা দেখে ব্রহ্মা অভিশাপ দিলেন, তুমি আবার মানুষ জন্ম লাভ করে গঙ্গাদেবীকে পাবে, তার অপ্রিয় আচরণে তোমার যখন ক্রোধ হবে, তখন তুমি শাপমুক্ত হবে। গঙ্গাদেবীও মহাভাবের কথা চিন্তা করতে করতে সেখান থেকে গেলেন। মহাভাব স্থির করলেন যে তিনি প্রতীপ রাজার পুত্র হয়ে জন্মাবেন। গঙ্গাদেবী পথে যেতে বিবর্ণকাস্তি বহুগণকে দেখলেন, কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল যে বশিষ্ঠমুনি প্রচ্ছন্ন স্থানে বসে সন্ধ্যারত ছিলেন, তাকে দেখতে না পেয়ে তার প্রতি সম্মান না দেখিয়ে আমরা তাকে অতিক্রম করে যাই, তাতে বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন, তোমরা যোনিতে জন্ম নেবে; আমরা মানুষের গর্ভে প্রবেশ কবতে চাই না, তুমি মানুষী হয়ে মর্ত্য লোকে যাও, তোমার গর্ভে আমরা জন্ম নেব, তুমি জাত হলেই আমাদের জলে ফেলে দেবে, যাতে আমাদের শাপমোচন শীঘ্র হয়; প্রতীপ রাজার পুত্র হবে লোকবিশ্রুত শাস্ত্রনু, তার ঔরসে আমাদের জন্ম দিও। গঙ্গা বললেন, তাই করব, তবে একটি পুত্র রেখে যাব। বহুগণ তাতে সম্মতি দিল। ৯৭ অধ্যায়ে আছে যে গঙ্গাদেবী একদিন নারীরূপে মূর্ত্ত হয়ে প্রতীপ রাজার দক্ষিণ উরুতে বসলেন, তাকে প্রতীপ বললেন, দক্ষিণ উরুতে কত্যা বা পুত্রবধূর স্থান, তুমি আমার পুত্রের নিকট এসে তাকে বরণ করো। শাস্ত্রনু রাজ্যে অভিষিক্ত হলে গঙ্গাদেবী আবার হৃন্দরীকপে উপস্থিত হলেন, শাস্ত্রনু তাকে বিবাহ করতে চাইলেন। ৯৮ অধ্যায়ে আছে যে গঙ্গা একটি সর্ভ করে নিলেন যে তিনি যা করেন, তাতে রাজা বাধা দিতে পারবেন না, বাধা দিলে বা মন্দ বললে গঙ্গাদেবী চলে যাবেন। রাজার ঔরসে সাতটি পুত্রের জন্ম হলে গঙ্গা প্রতিটিকে জলে ফেলে দিলেন, অষ্টম পুত্রের জন্ম হলে রাজা বললেন, তুমি পুত্রদের মেরে ফেলে মহাপাপ করছ, এটিকে মারতে পারব না। গঙ্গা তখন নিজের পরিচয় দিলেন, বহুদের শাপের কথা ও তাদের সঙ্গে তাঁর যে কথা হয়েছিল তা বললেন, শেষ পুত্রটিকে জলে না ফেলে বললেন, সর্বমুখ আমার এখন মুক্তি, বলে অন্তর্ধান করলেন। ৯৯ অধ্যায়ে বহুগণের প্রতি বশিষ্ঠের অভিশাপের বিস্তৃত বিবরণ আছে, তা ১০০ অধ্যায়ে বহুগণ কথিত বিবরণ হতে ভিন্ন। সে বিবরণ হল যে অষ্টবহু সস্ত্রীক বশিষ্ঠের আশ্রমে বেড়াতে গিয়েছিল, সেখানে নন্দিনী নামক হোমধনু দেখে তার দুঃখের

শুণ শুনে জ্যো নামক বহুর জ্যী হোমধেহুটি নিয়ে যেতে বলে, জ্যীর কথায় জ্যো বশিষ্ঠের অন্তপন্থিতির সুযোগ নিয়ে গাভীটিকে নিয়ে যায়, অতঃপর বহুগণ বাধা না দিয়ে সাহায্যই করে ; বশিষ্ঠ আশ্রমে যিরে হোমধেহুটি না দেখে সন্ধান করেন, জানতে পাবেন যে বহুগণ তাকে নিয়ে গেছে। জ্যেনে ক্রুদ্ধ হইবে বশিষ্ঠ শাপ দিলেন যে বহুগণ মানুষ হয়ে জন্মাবে। শাপের কথা বহুগণ জানতে পেরে বশিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে, কিন্তু বশিষ্ঠ বলেন, আমার কথার অত্যাধা হবে না, ত'ব শুধু জ্যোকে দীর্ঘকাল মানুষ লোকে থাকতে হবে, আর সকলে মানুষ লোকে এক বৎসর মধ্যেই পাপমুক্তি পাবে।

এই দুই অভিশাপ কাহিনীর অমিল থেকে এদের অসত্যতা প্রমাণ হয়, ২৬ অধ্যায়ে কথিত মহাভিষের ব্রহ্মার নিকট গমনের কথা ও অভিষেক হবার কথাও অসঙ্গতিপূর্ণতা কেতু বর্জনীয়। তা ছাড়া রাজা শান্তনু গঙ্গার আচরণে যখন ক্রোধ ও অসন্তোষ প্রকাশ করলেন, তখন তো তার শাপমুক্তি হ'ল না, তারপর বহু বৎসর তাকে মর্ত্যলোকে থাকতে হয়েছে। তাতেও দেখা যায় যে ২৬ অধ্যায় লিখিত কথা সত্য নয়। একটি একটি করে সাতটি পুত্রকে তাঁর জ্যী জলে ভাসিয়ে দিলেন, শান্তনু অষ্টম পুত্রের জন্ম পর্যন্ত কোন প্রতিবাদ করলেন না তা অস্বাভাবিক। প্রকৃত কাহিনী মনে হয় যে বহু সহস্র বৎসর পূর্বে যখন আৰ্যগণ ভারতে এসে বসতি স্থাপন করছিলেন, তখন এক এক গোষ্ঠীর লোক এক এক স্থানে সাময়িক বসতি স্থাপন করতো, সেই স্থান উপযুক্ত মনে না হলে কয়েক বৎসর পরে অন্যত্র বসতি বোধ্য স্থানের সন্ধানে যেত। এক গোষ্ঠীর লোক কুরুরাজ্যে এসে প্রতীপ রাজ্যের সমস্ত বসতি স্থাপন করেছিল, শান্তনু সেই গোষ্ঠীর একটি সুন্দরী নারীকে বিবাহ করেন, একটি পুত্রের জন্ম হলে সেই নারীর পিতৃগোষ্ঠীর লোক অন্য বসতি সন্ধানে কুরুরাজ্য ছেড়ে চলে যায়, শান্তনুর জ্যী ও ছেলেটিকে ফেলে পিতৃগোষ্ঠীর লোকের সঙ্গে চলে যায়। এরূপ ঘটনা আমেরিকার পশ্চিমভাগে যখন ইয়োরোপীয় জনগণ বসতি স্থাপন করে, তখন ঘটেছে।^১ সেই গোষ্ঠীর লোক সম্ভবতঃ ককেশীয় একটি প্রদেশ, জর্জিয়া বা আজের বাইজান থেকে এসেছিল ; সেখানে লোক দীর্ঘজীবী হ'ত, এখনও আজের

১। The Townsman, by Pearl Buck : এই গ্রন্থে একপ একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। গ্রন্থটি উপন্যাস বটে, কিন্তু তখন পশ্চিম আমেরিকায় যেভাবে বসতি স্থাপন হয়েছে, তার সামাজিক চিত্র।

বাইজান প্রভৃতি স্থানে ১৬০/১৭০ বয়স্ক কর্মক্ষম লোকের কথা শোনা যায়। ভীষ্ম তাই ১৫০/১৬০ বৎসর বেঁচেছিলেন। অতএব শুধু ৯৬ অধ্যায় নয়, ৯৭/১-২৪ শ্লোক বাদ হবে; ৯৭/২৫-৩২ গ্রাহ্য, ৯৮/১^১, ২-৬^১ গ্রাহ্য, তার পরে সাতটি পুত্রকে জলে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা ও অষ্টম পুত্রের জন্ম হলে রাজার ভৎসনার কথা বাদ হবে, কয়েকটি শ্লোক বসবে এই কাহিনী বলে সে একটি পুত্রের জন্মের পর সেই স্ত্রী ছেনেটি দিয়ে পিতৃগোষ্ঠির সঙ্গে চলে গেল—“স্বস্তি তেহস্ত গমিষ্ঠ্যামি পুত্রংপাহি মহাব্রতম্।” (২৩^২)—অর্থাৎ আমি যাচ্ছি, পুত্রটি তুমি পালন কর, এই কথা বলে। ৯৯ অধ্যায় ৪৬ শ্লোক আছে যে গন্ধাদেবী পুত্রকে নিয়ে গেলেন, তা ৯৮/২৬^২ শ্লোকের বিরোধী, অতএব বাদ হবে এবং ১০০ অধ্যায়ে গন্ধাদেবী কর্তৃক পুত্রের শিক্ষার কথা বাদ হবে। ১০০/১-২২, ৪২^২-১০৩, গ্রাহ্য, তার মধ্যে শান্তনুর সত্যবতীকে বিবাহ এবং ভীষ্মের রাজ্যের দাবী ত্যাগ ও অবিবাহিত থাকবার প্রতিজ্ঞার কথা আছে, ১০১-১০৩ অধ্যায় গ্রাহ্য, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ষের কথা, বিচিত্রবীর্ষের মৃত্যুর পরে ভীষ্মকে বিবাহ করতে অনুরোধ করার কথা তাতে আছে। ১০৪ অধ্যায়ে পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধনের কথা ও ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিধবা ক্ষত্রিয়াদের গর্ভ উৎপাদনের কথা, বৃহস্পতির দুর্ব্যবহার ও দীর্ঘতমার কথা আছে; তা অবাহর, বাদ হবে, ১০৩ অধ্যায়ের পর ১০৫ অধ্যায় স্বাভাবিক, ভীষ্ম নিয়োগের কথা বললে সত্যবতী নিয়োগের জন্য কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে স্মরণ করলেন; ১০৬ অধ্যায় গ্রাহ্য, নিয়োগ দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম হল, কিন্তু ১০৬/১৯ শ্লোক এবং ১০৭-১০৮ অধ্যায়, অগ্নিমাণ্ডব্যের উপাখ্যান, অবাস্তব হিসাবে বাদ হবে। ১০৯-১১৪ অধ্যায় গ্রাহ্য—সংশোধিত পাঠ গ্রহণ করতে হবে, সংশোধনে কিছু কিছু শ্লোক বাদ পড়েছে, এই অধ্যায়সমূহে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুরের বিবাহের কথা ও পাণ্ডুর রাজ্যলাভ ও দিগ্বিজয়ের কথা আছে; দিগ্বিজয়ে আহৃত ধন ভীষ্মকে সত্যবতীকে মাতা কৌন্দল্য বা অম্বালিকাকে দিয়ে পাণ্ডু স্ত্রীদ্বয় নিয়ে বনে গিয়ে যুগয়া করে বনেই নিবাস আরম্ভ করলেন। ১১৫-১২৭ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের অস্বাভাবিক ও অতিপ্রাকৃত জন্ম কথা, পাণ্ডুর প্রতি কিল্বস মুনির অভিশাপ ও পাণ্ডু পুত্রগণের দেবতার ঔরসে জন্মের কথা আছে। এই বিষয় প্রথমথণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়গুলি বাদ হবে, সত্য আখ্যান মনে হয় যে ধৃতরাষ্ট্রের ১৭/১৮টি পুত্র ও একটি কন্যা হ'ল গান্ধারী গর্ভে, যুযুৎসুর জন্ম হল ধৃতরাষ্ট্রের পরিচারিকার গর্ভে, এবং বনে পাণ্ডুর

ঔরসে পাণ্ডু পুত্রদের জন্মের পরে পাণ্ডুর মৃত্যু হয়, মৃত্যুর পর কুন্তী ও পাণ্ডুর পক্ষ-পুত্রকে ঋষিগণ হস্তিনাপুরে দিয়ে যান। ১৭৮-১৩৮ শ্লোকে পাণ্ডুর শ্রাদ্ধ, পাণ্ডু পুত্র ও ধৃত্যাই পুত্রদের শিক্ষা ও গুরুদক্ষিণা হিসাবে রূপদ রাজ্য ভয়—আধানভাগ নংশোদিত পাঠ মত মোটামুটি গ্রাহ্য, তবে কিছু প্রক্ষিপ্ত হিসাবে বাদ যোগ্য বা পরিবর্তন যোগ্য আছে। ১৩০/২ শ্লোকে রূপের পিতা শরদ্বান্ গোতমের জন্ম সহস্র বলা হয়েছে—“জাতঃ সহশ্রৈঃ—কা মতে অন্তবাদ আছে “শরৈঃ সহিত জন্মিয়াছিলেন”—শর বা বাণ সহ কোন শিশুর জন্ম হয় না, টিকাদার নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যা করেছেন—শরৈঃ সহ জাতঃ শরা এব বা অশ্ব বহুবৎ প্রিয়াঃ—অর্থাৎ ধনুকের বাণই তার বহুবৎ প্রিয় ছিল—তার সমর্থন ৩ শ্লোক আছে—তার বেদাধ্যয়নে তেমন মন ছিল ন’, ধনুর্বেদ শিক্ষায়ই মন ছিল। এই ব্যাখ্যা নিলে অনৈসর্গিকতা আনে না।^১ এই অধ্যায়ের ৫-১৪^২ শ্লোকে আছে যে তার ধনুর্বেদ নিয়ে তপস্তা দেখে ইন্দ্র ভীত হয়ে জানপদী নামক দেবকতাকে তার কাছে পাঠালেন তাকে দেখেই শরদ্বানের কাম উদ্ভেক হন ও রেতঃস্থলন হল, শরন্তযে অর্থাৎ কৃশতৃণতুল্য রেতঃ পড়ে দুভাগ হয়, তার থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মান। এই কাহিনী অনৈসর্গিক, নারী গর্ভে ছাড়া শিশুর জন্ম হয় না, সেকথা মহাভারতেই অন্তত আছে—“ঋষী-গামগিকা শক্তিঃ শ্রষ্টুঃ রামায়তে প্রজাম্।” (আদি ১৪/৫২—শকুন্তলার উক্তি)—অতএব প্রকৃত তথ্য এই যে কোন জনপদ কত্কার সঙ্গে সংগমে শরদ্বানের ব্রহ্মজ পুত্রকন্যা হয়েছিল, মাতা তাদের তৃণক্ষেত্রে ফেলে গিয়েছিল। তারপর ১৪^২ শ্লোকে গ্রাহ্য, শান্তর রাজা যুগয়া করতে এসে শিশুদ্বয়কে দেখলেন ও রূপা করে তাদের নিয়ে পালন করলেন, তাদের নাম রূপ ও রূপী হল, শরদ্বান গোতম তাদের কথা জেনে তাদের নিয়ে গেলেন। দ্রোণের জন্ম সহস্রকোটি অন্তরূপ কাহিনী অনৈসর্গিক বলে সংস্কৃত করে নিতে হবে—১৩০/৩, ২-৩১^২ শ্লোকে আছে ভরদ্বাজ ঋষি হর্ষিণী (যজ্ঞোন্ন শকটে) বাচ্ছিলেন, নদীতীরে অসংবৃত্তবসনা ঘুতচী অঙ্গুষ্ঠরাকে দেখে তাঁর কামোদ্ভেক হওয়ায় বেতঃ পাত হল, বেতঃ কলসে রাখলেন, সেই কলসেই দ্রোণের জন্ম, দ্রোণ শব্দের অর্থ কলস। এখানেও বলতে হবে যে ভরদ্বাজের সঙ্গে অর্বেদ সংসর্গ ফলে কোন স্থলরীষ গর্ভ সঞ্চার হয়, পুত্র জাত হলে তাকে কলসে করে ভরদ্বাজের আশ্রমে রেখে বায়। অধ্যায় শেষে আছে যে দ্রোণ পরশুরামের কাছ

১। তুলনীয় ইংরাজী প্রবচন “born with a silver spoon in the mouth.”

থেকে কিছু দিব্যাস্ত্র লাভ করেন—মহাভারতের যুগে পরশুরাম কি সত্যই বেঁচে ছিলেন? তিনি দাশরথী রামের থেকে বেশী বয়সী ছিলেন, রামের তিন চার শত বৎসর পরে তিনি কেমন করে অস্ত্রদান করবেন? অতএব দ্রোণের অস্ত্রলাভ পরশুরামের নিকট থেকে নয়, পরবর্তী কোন ভার্গব অস্ত্রবিৎ থেকে হতে পারে। ১৩২/৩৬-৬০ অধ্যায়ে কথিত একলব্যের অজুষ্ঠ কেটে গুরুদক্ষিণাদানের কাহিনী সম্বন্ধে নন্দেহ আসে, ব্রাহ্মণ গুরু যদি নিষাদ রাজপুত্রকে শিষ্টাশ্রমে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, সেই নিষাদ রাজপুত্র কেন তাকে গুরু বলে ভক্তি করবে, কেনই বা দূর নিষাদ রাজ্যে (কলিঙ্গে বা কলিঙ্গের নিকটে) না ফিরে হস্তিনাপুরের নিকটস্থ বনে দ্রোণের মূর্তি বানিয়ে অজ্ঞাত্যাস করবে? সেকালে মূর্তি প্রস্তুত হত কিনা তাও নন্দেহ। পুরাণে ও মহাভারতের মধ্যে একলব্যকে অসাধারণ বীর বলা হয়েছে, ক্রোধে হস্তে তীর যুদ্ধে সে অনেক বৎসর পরে নিহত হয়। কঠিত অজুষ্ঠ হলে কি সে প্রথম মানের ধনুর্বিদ্য হতে পারত? কাহিনীটিতে দ্রোণ ও অজুনের ক্রুরতার প্রকাশ, কিন্তু তা সত্য বলে গ্রহণ কববার কাবণ নাই।

৪. আদি পর্ব—জতুগৃহ দাহ হতে খাণ্ডবদাহ ও ময়দর্শন

১৪১-১৫১ অধ্যায়, জতুগৃহ দাহ পর্ব, সংশোধিত সংস্করণের পাঠ মত গ্রাহ্য। ১৫২-১৫৬ অধ্যায় হিড়িম্ব বধ পর্ব। তার মধ্যে ১৫৬/৫-১২ শ্লোকে ব্যাসের আগমন ও কুন্তী এবং পাণ্ডবদেব মিষ্টকথা বলে একচক্রায় এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে স্থাপন করার কথা আছে। এখানে ব্যাসের আগমনের কোন সার্থকতা নাই, পাণ্ডবগণ পূর্বেই স্থির করেছিলেন যে অরণ্য পার হয়ে নিকটস্থ গ্রামে বা নগরে আশ্রয় নেবেন (১৫৪/৩৫-৩৬)। অতএব ১৫৬/৫-১২ শ্লোক বাদ দিলে তার স্থলে একটি শ্লোক থাকবে, যে পাণ্ডবগণ কুন্তী সহ একচক্রা নগরে এসে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় নিলেন। অল্পপর্বের বাকী অংশ সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য।

১৫৭-১৬৪ অধ্যায়—বক বধ অল্পপর্ব—সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য।

১৬৫-১৮৬ অধ্যায় চৈত্ররথ পর্ব, তার মধ্যে সংশোধিত পাঠের মধ্যেও কিছু বর্জনীয় আছে। ধৃষ্টদ্যায়ের যজ্ঞীয় অগ্নি থেকে আবির্ভাবের কথা অর্নৈদর্গিক, দ্রোণ শিষ্টাশ্রমের নিকট পরাজিত হইয়া অর্দ্ধরাজ্য দিতে বাধ্য হইয়া ঋশদবাস্ত্র দ্রোণের বিরুদ্ধে প্রতিগোধ নিতে বজ্র করে তাঁর ক্রুরের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ

ভরুণ ষ্ঠৈছান্নকে দত্তক পুত্র হিসাবে নিয়ে দ্রোণ বধের জন্য দীক্ষিত করেছিলেন মনে হয়, সে কথাই যজ্ঞের অগ্নি হতে আবির্ভাবরূপে বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণার যৌবনপ্রাপ্তা পরমাসুন্দরী কন্যারূপে বেদি হতে আবির্ভাবের কথাও গ্রাহ্য নয়। বনপর্বে ৩২।৬০০-৬২ শ্লোকে আছে যে কৃষ্ণ বালিকা বয়সে পিতার কোলে বসে ব্রাহ্মণ গুরু ভাইদের যে শাস্ত্রপাঠ করাতেন তা শুনতেন। অতএব কৃষ্ণার প্রথম আবির্ভাব যৌবনপ্রাপ্তা রূপে নয়। ষ্ঠৈছান্নকে দ্রোণ বধে দীক্ষিত দত্তকপুত্র করবার সময় তার সহোদরা ভগ্নী কৃষ্ণাকেও জপদরাজ কন্যারূপে গ্রহণ করেছিলেন, এইভাবে ব্যাখ্যা করা চলে। হয়তো যজ্ঞকালে অগ্নিকুণ্ড হতে ঘন ধূম উৎপন্ন করে সেই ধূমের মধ্য দিয়ে ষ্ঠৈছান্ন ও কৃষ্ণাকে উপস্থিত করে প্রচার করা হয় যে তারা যজ্ঞকুণ্ড থেকে উঠেছে। অতএব ১৬৫।৮-১২ শ্লোক বাদ হবে; ১৬৬ অধ্যায় বাদ হবে, তাতে দ্রোণের জন্মকথা, জপদরাজের নিকট পূর্বসখা হিসাবে সাহায্য চাইতে গির অপমান, এবং পাণ্ডব ধার্তরাষ্ট্র শিষ্যদের নিয়ে জপদরাজকে জয় ও ভার অর্জবাজ্য গ্রহণের কথা আছে। তা পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। ১৬৭ অধ্যায়ে জপদ রাজের যাজক অচ্যুতান ও দ্রোণ বধের জন্য ষ্ঠৈছান্নকে পুত্ররূপে লাভ ও বেদি মধ্য হতে উত্তীর্ণা সুন্দরী কৃষ্ণাকে লাভের কথা আছে। এই অধ্যায়ের শ্লোকগুলি পরিবর্তিত করে প্রকৃত বিবরণ দিতে হবে। ১৬৮ অধ্যায়, পাণ্ডবগণের জপদরাজের নগরে আগমন কথা, গ্রাহ্য। ১৬৯ অধ্যায় ব্যাসের আগমন ও পঞ্চপতির সূচনা—এক কন্যা শংকরের আরাধনা করে পাঁচবার উত্তম পতি প্রার্থনা করায় তার পাঁচটি পতি হবে, সেই কন্যা জপদেয় কুলে জন্ম নিয়েছে (১৪ শ্লোক)—তার থেকে বেদিমধ্য হতে আবির্ভাবের কথা যে কল্পিত, তা বোঝা যায়, কিন্তু অধ্যায়টি বাদ হবে, এক কন্যার পঞ্চপতির সঙ্গে বিবাহ মহাভারত যুগে অপ্রচলিত ছিল, সেইরূপ বিবাহের কারণ কবি দিতে চেষ্টা করেছেন—হুইভাবে—এক ১৬৯ অধ্যায়, আর এক ১৭১ অধ্যায়ে—সেখানেও ব্যাস পঞ্চ ইন্দ্র উপাখ্যান বলে পঞ্চপতিত্ব সমর্থন করেছেন। দুটিই বাদ হবে, ধর্মিষ্ঠদের সিদ্ধান্ত মতে অর্জুনের সম্মতিতে এই পঞ্চপতিত্ব হয়েছিল। চিত্রবর্ধ পর্বে ১৬- অধ্যায়ের পরে ১৭০ অধ্যায় সংশোধিতরূপে গ্রাহ্য। ১৭১-১৮২ অধ্যায়—সংবরণ তপতী উপাখ্যান, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের হৃদয়কথা, কন্যাবপাদ রাজার কাহিনী—এইসব যোজনা হিসাবে বাদ হবে। ১৮৩ অধ্যায় কথিত চিত্রবর্ধ নির্দিষ্ট ধোঁয়া পুরোহিতের নিয়োগ কথা গ্রাহ্য।

১৮৪-১৯২ অধ্যায় স্বয়ম্বর অনুপর্ব। সংশোধিত পাঠ মোটের উপর গ্রাহ্য, তবে কিছু বাদ হবে—যথা ১৮৪।৭^২ (কৃষ্ণাকে যজ্ঞমেন অর্থাৎ জপদ্বারার হুহিতা বলে আবার বেদীমধ্য হতে উখিতা বলা হয়েছে; ১৮৪।৯ শ্লোক (ধৃষ্টদ্যুম্নেণ যজ্ঞাগ্নি হতে আবির্ভাবের কথা), ১৯৬।১৭ শ্লোক থেকে প্রাচ্যুগ্নির নাম বাদ হবে, তার জন্য দ্রৌপদী স্বয়ম্বরের পরে। ১৮৯/১৫-২৪ শ্লোক বাদ হবে, ভীম একটি বৃক্ষ উৎপাটন করে তা ব্যবহার করেন নাই, তাই বৃক্ষ উৎপাটনের কথা অবাস্তব।

১৯৩-১৯৯ অধ্যায়ে বৈবাহিক অনুপর্ব। তারমধ্যে ১৯৩ অধ্যায়, পঞ্চইন্দ্র কথা বলে পঞ্চপতিতের ব্যাখ্যা বা সমর্থন, বাদ হবে। ১৯৬।১৯^২-২০^২, ২২-২৩ শ্লোকও বাদ হবে, তা ১৯৭ অধ্যায়ের স্থচনা।

২০০-২১২ অধ্যায় বিদুরাগমন ও পাণ্ডবগণের অর্দ্ধরাজ্য লাভ বর্ণিত, তার মধ্যে নারদাগমন ও সুল-উপসুল কথা বাদ হবে, নাবদের আগমন অনৈসর্গিক, কাহিনীও অতিপ্রাকৃত। তবে একত্রী সঙ্গে বিহার সম্বন্ধে কোন সময় বা নিয়ম করা স্বাভাবিক, পাণ্ডবগণ তা নিষেধাই করেছেন, যে এক ভ্রাতার সঙ্গে কৃষ্ণ আসীন থাকলে অত্র কোন ভ্রাতা সেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে গেলো ত্রয়োদশ মাস—দ্বাদশ বৎসর নধ—নির্বাসনে থাকতে হবে। ২১১।২৮^২-৩০ শ্লোক সেই ভাবে বদলে নিতে হবে।

২১৩-২১৮ অধ্যায়ে অর্জুন বনবাস পর্ব; এ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। ২১৩ অধ্যায় যেভাবে বহু পরিবর্তিত হবে, ২১৪ অধ্যায়ের সংশোধিত পাঠ গ্রাহ্য। ২১৫-২১৭ অধ্যায়—চিত্রাঙ্গদা কথা বাদ হবে, ২১৮ অধ্যায় গ্রাহ্য।

২১৯-২২১ অধ্যায়ে স্তম্ভভা হরণ ও ইন্দ্রপ্রস্থে যৌতুক প্রেরণের বর্ণনা। ২২১।১০-১৫ শ্লোক দ্বাদশ বর্ষের স্থলে “পূর্ণং সম্বৎসরং মাসং ঠৈকং” হবে। বাকী গ্রাহ্য।

২২২-২২৭ অধ্যায়ে খাণ্ডবদাহ বর্ণিত। সংশোধক যশোদা যেতকি রাজার বজ্র এবং বারো বৎসর ক্রমাগত স্বত্বারা অগ্নিতে পতন—অগ্নির ভক্ষণ হেতু অগ্নিদেবের অগ্নিমান্দের কাহিনী—অর্থাৎ ২২৩।১২৮৩, ২২৪।১-১৩^১ শ্লোক বাদ দিয়েছেন। কিন্তু অগ্নির ত্রাঙ্গা বেশে কৃষ্ণ অর্জুনের সম্মুখে আবির্ভাব, খাণ্ডব বন দাহের অন্তবোধ, এবং অর্জুনকে দিব্য বথ, গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তুণীয়, এবং কৃষ্ণকে বজ্রনাভ চক্র দিলেন, সে সব কথাও বাদ হবে। প্রকৃত

বৃদ্ধান্ত এই যে চনপদ স্থাপনের জন্ত রক্ষ ও অর্জুন পরামর্শ করে বিস্তৃত খাণ্ডব বন পুড়িয়ে ফেলতে সিদ্ধান্ত নেন, বৃষ্টিব্রহ্মার অনুমতি নিয়ে দক্ষ শিল্পীদের দিয়ে উত্তম রথ, ধনুস, বজ্রনাভ চক্র ইত্যাদি প্রস্তুত করান, এবং তারপরে বনে অগ্নি সংযোগ করেন। সেইভাবে পরিবর্তিত শ্লোক বসাতে হবে।

২২৮-২৩৪ অধ্যায়ে ময় দর্শন—দানবশিল্পী ময়কে প্রাণদান, তারপরে শার্ঙ্গক ও মন্দপাল উপাখ্যান। ২২৮ অধ্যায় সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য। মন্দপাল ও শার্ঙ্গক উপাখ্যান অবাস্তব যোজনা—২২২-২৩৪।৪ বাদ হবে। শেখ ১৫ শ্লোক থাকবে।

৫. সভাপর্ব

১-৩ অধ্যায়ে শিল্পী ময়দানব কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের জন্ত সভাগৃহ নির্মাণ কথা সংশোধিত পাঠ মত সম্পূর্ণ গ্রাহ্য। ৪ অধ্যায় সভাপ্রবেশ, উপস্থিত বিশিষ্ট পুরুষদের মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্্যোধনাদি, বলরাম, কৃষ্ণের নাম নাই, তাতে মনে হয় যে সভা প্রবেশ উপলক্ষ্যে আমন্ত্রণ করা হয় নাই, যারা ইচ্ছাপ্রসঙ্গে আপনা থেকে এসেছিল, তারাই উপস্থিত ছিল, অতএব বহু ঋষির নাম ও রাজার নাম, ১০-৩৩^১ শ্লোক, বাদ হবে, ৫^২ শ্লোকও বাদ হবে—প্রতি ব্রাহ্মণকে এক সহস্র গাভী দেওয়া হল, তা দানলোভী কোন ব্রাহ্মণ লিপিকারের কল্পনা। বাকী শ্লোক গ্রাহ্য। ৫ অধ্যায়ে নারদকথিত রাজধর্ম অনুশাসন, নারদের আগমন অর্নৈসর্গিক এবং তাঁর দেওয়া রাজধর্ম সম্বন্ধে উপদেশের কথা পর্বসংগ্রহে নাই, এই অধ্যায় বাদ হবে। ৬-১২ অধ্যায়ে নারদ কর্তৃক ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের প্রভৃতি লোকপালদের সভার বর্ণনা—তার কথা পর্বসংগ্রহে আছে বটে, তবে সেগুলি অতিপ্রাকৃত হিসাবে বর্ণনীয। ১৩-১৯ অধ্যায় রাজসূয়ারস্ত্র অনুপর্ব, অর্থাৎ রাজসূয় যজ্ঞের বর্ণনা ও তার জন্ত প্রস্তুতি; ১৩।১-৩ শ্লোক বাদ হবে, তাতে লোকপাল সভাবর্ণনের উল্লেখ আছে। বাকী শ্লোক গ্রাহ্য। ১৪-১৬ অধ্যায়ের সংশোধিত পাঠ গ্রাহ্য। ১৭ অধ্যায় চণ্ড-কৌশিক ঋষির দেওয়া আম খেয়ে বৃহদ্রথ রাজার দুই রাণীর গর্ভদগ্ধাব হ'ল, যথাকালে রাণীবা দুজনেই একটি শিশুর অর্দ্ধভাগ প্রসব করল, শিশুখণ্ড দুটিকে বাইরে ফেলে দেওয়া হ'ল, তখন জরা নামক ব্রাহ্মণী দেখে দুটি খণ্ড জোড় দিতেই একটি জীবিত শিশু হয়ে গেল, শিশুর কান্না শুনে রাজা দুই রাণীসহ

এসে শিশুটি গ্রহণ করলেন ও জ্বরাকে প্রশংসা করলেন, শিশুর নাম হল জ্বরাসন্ধ। কাহিনীটি অতিপ্রাকৃত, তাই গ্রাহ্য নয়। স্বাভাৱ্যে একটি ফল ভাগ কবে তিন রাণীর ভক্ষণ করার কথা আছে, কিন্তু তাদের তো শিশুর খণ্ড মাত্র প্রসব করার কথা নাই, তারা পূর্ণাঙ্গ পুত্র—এক রাণী পূর্ণাঙ্গ ষমজ পুত্র প্রসব করেছে। সুতরাং কাহিনীটি এইভাবে পরিবর্তিত হতে পারে যে দুই রাণীই মৃতকল্প শিশু প্রসব করল, তার একটি জ্বর নামক ধাত্তীর সেবা কোশলে বেঁচে উঠল। অতএব ১৭।১-৩৪ গ্রাহ্য, ৩৫-৪১ শ্লোক পরিবর্তিত হয়ে দুটি মৃতকল্প শিশু প্রসবের কথা এবং একটির জ্বর নামক ধাত্তীর নিপুণ সেবা কোশলে বেঁচে ওঠার কথা হবে। ৮-১২ অধ্যায় সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য।

২৮-২৪ অধ্যায়ে জ্বরাসন্ধবধ বর্ণিত হয়েছে। সংশোধিত সংস্করণে তার অল্প কয়েকটি শ্লোক বাদ হয়েছে, তার উপর ২২ ৩৩ ৩৬ শ্লোক বাদ হবে— তাতে আছে যে মধুবংশীয়দের দ্বারা জ্বরাসন্ধ অবধা জেনে কৃষ্ণ নিজেকে তাকে বধ করতে চাইলেন না। কিন্তু ২৩।২ শ্লোকে আছে যে কৃষ্ণ জ্বরাসন্ধকে বলছেন, আমাদের তিনজনের মধ্যে কার সঙ্গে আপনি মল্লযুদ্ধ করতে চান, বেছে নিন। ২৪।১৩-৩০ শ্লোক ও ২৪।৩৪ শ্লোক বাদ হবে, তাতে অবধা কৃষ্ণকে বিষ্ণু অবতার বা সাক্ষাৎ বিষ্ণু বলা হয়েছে, তা অনেক পরের কালের বোঝনা। বাকী অংশ সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য।

২৫-৩২ অধ্যায়ে ভীম-অর্জুন নকুল-সহদেবের দ্বিগ্নিজয় বর্ণিত। ৩১ অধ্যায়ে সহদেবের দক্ষিণ দিকের রাজ্য জয় ও কংসগ্রহ বর্ণিত; তার মধ্যে একটি অলৌকিক উপাখ্যান আছে যে মাহীশূরীর নীলরাজার স্ত্রী কন্যাকে অগ্নিদেব কামনা করে ব্রাহ্মণরূপে এসে বিবাহ করেন, এবং রাজার জামাতা হয়ে অগ্নিদেব যুদ্ধে অগ্নিকাণ্ড ঘটান, সহদেবের স্তবে প্রশমিত হল। কিন্তু ৪১-৪২ শ্লোক কথিত অগ্নিস্তবের পরে ৫০ শ্লোকে সেই স্তবের পাঠের ফলশ্রুতি আছে, অ এ৮ ৪১-৫০ শ্লোক পরে যোজিত অনুমান করা যায়; ব্রাহ্মণ ঋত্বিককেই অগ্নিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে ধরে নিলে অলৌকিকতা চলে যায়। সংশোধক ৪৩-৫০ শ্লোক বাদ দিচ্ছেন; ৪১ ৪২ শ্লোকও বাদ হবে, ২৫ শ্লোক বাদ হবে, কাং৭ ৫০ শ্লোকে তার বিপরীত কথা আছে এবং সেটাই গ্রাহ্য। অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশ সংশোধিত পাঠক্রমমত গ্রাহ্য, তবে সংশোধক ৭২ শ্লোক “আটবীং চ পুরীং রম্যাং” স্থলে “আটবীং চ পুরীং রোমাং” পাঠ নিয়ে বলেছেন যে এখানে রোম

নগরীর উল্লেখ আছে ; কিন্তু যে মত গ্রাহ্য মনে হয় না। বাকী অধ্যায় সমূহ সংশোধিতরূপে গ্রাহ্য।

৩৩-৬৫ অধ্যায়ে রাজস্বয় যজ্ঞের আরম্ভ বর্ণিত হয়েছে ; তার মধ্যে ৩৫।১০ শ্লোকে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের চরণ-ক্ষালনে অর্থাৎ পাণ্ডুল দেবার কার্যে নিযুক্ত হলেন, তা কৃষ্ণের উপযুক্ত কার্য নয়। ৪৫।৩৯ শ্লোকে আছে যে রাজস্বয় যজ্ঞ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ রক্ষা করলেন। বড় যজ্ঞে অনেক সময় বাধা বিপর্যয় উপস্থিত হ'ত, অনার্যদল বা বিরোধীদল আক্রমণ করত, তাই সব বড় যজ্ঞেই রক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হত, কৃষ্ণ যজ্ঞরক্ষা কার্যের নেতা নিযুক্ত হয়েছিলেন। অতএব ৩৫।১০ শ্লোক বাদ হবে, সেখানে যজ্ঞ রক্ষার কথা বলার প্রয়োজন নাই, কারণ তা পরে বর্ণিত হয়েছে। বাকী সব শ্লোক গ্রাহ্য বলা যায়।

৩৬ ৩৯ অধ্যায়ে অর্ঘ্যাভিহরণের বর্ণনা। ৩৬।১০. ২১ শ্লোক অনৈসর্গিকতা হেতু বাদ হবে, নারদ এসে অংশাবতরণের কথা চিন্তা করলেন, নারায়ণ কৃষ্ণরূপে এসেছেন ইত্যাদি তার মনে হল—নারদের আগমনকথাও গ্রাহ্য নয়, অংশাবতরণের কথাও বেশও গ্রাহ্য নয়। ৩৮ অধ্যায়ে ভীষ্ম কৃষ্ণকে অর্ঘ্যাদান সম্বর্ধন করে শিশুপালকে কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা বোঝাতে কয়েকটি শ্লোকে কৃষ্ণের উপর দ্বৈধরস আর্ষণ্য করছেন, যথা ১, ১০২-১১২, ১৫২, ১৭২, ১৮২, ২৩-২৯ শ্লোক এইগুলি বাদ হবে, কারণ কৃষ্ণের জীবনকালে তিনি দ্বৈধর বা অবতার রূপে স্বীকৃত হন নাই। যেখানে কৃষ্ণ ভগবানরূপে কথা বলেছেন বলে আছে, যথা ভগবদ্গীতার, তা অনেক পরের কালের যোজনা। ৩৯/৬-৯ শ্লোকও অনৈসর্গিকতার কারণে বাদ হবে।

৪০-৪৫ অধ্যায়ে শিশুপাল বধ বর্ণিত। তার মধ্যেও অনৈসর্গিকতা বা দ্বৈধরস আরোপ হেতু কিছু কিছু বাদ হবে, যথা ৪১।১৭ (ভীষ্ম কৃষ্ণকে জগৎকর্তা বলেছেন, শিশুপাল তার উত্তর দিচ্ছে) ৪১।২২-৪০ (বৃদ্ধ হংসের উপাখ্যান—উপাখ্যান হিসাবে বর্জনীয়), ৪২।৬ (কৃষ্ণকে জগত্তের কর্তা বলার শিশুপালের উপহাস), ৪৩ অধ্যায় সম্পূর্ণ (শিশুপালের চতুর্বাছ, জিনেত্র রূপে জন্ম, কৃষ্ণের স্পর্শে অতিরিক্ত বাহ ও চক্ষুর লোপ ইত্যাদি কাহিনী), ৪৪।১, (ভীষ্মের কৃষ্ণকে জগৎ কর্তা বলে বর্ণনা)। ৪৪ অধ্যায়ের অনেক শ্লোক সংশোধকমণ্ডলী বাদ দিয়েছেন, ৪৫।২১২-২৫২ শ্লোকও বাদ দিয়েছেন—তা হল

এই যে কৃষ্ণ চক্র স্মরণ করলেন, চক্র কৃষ্ণের হস্তে এসে গেল, তাই দিয়ে কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করলেন। উদ্যোগপর্বে ২২।২৫-৩১ শ্লোকে আছে যে কৃষ্ণ তৎকালীন যুদ্ধ কোণশেই জয়ী হয়ে শিশুপালকে বধ করেছিলেন, চক্র স্মরণ করার কথা পূর্বের কালের যোজনা।

৪৬ অধ্যায় (বাসের লোকক্ষমকর যুদ্ধের সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী) সংশোধকমণ্ডলী বাদ দিয়েছেন। ৪৭-৭৩ অধ্যায়ে দ্যুতপর্ব বর্ণিত। ৪৭-৪৯ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের সমৃদ্ধি দেখে দ্রুপদ দুর্যোধনের সঙ্গে শকুনির পরামর্শ, এবং যুধিষ্ঠিরকে দ্যুতক্রীড়ার জন্য আহ্বানে ধৃতরাষ্ট্রের অনুমোদন ও আজ্ঞাদান বর্ণিত হয়েছে, তা গ্রহণ করা যায়, কেবল ৪৯.৬০ শ্লোক বাদ হবে, কারণ বিহুর ভীষ্মের সঙ্গে পরামর্শ করবেন ভাবলেন বলা হয়েছে, কিন্তু ভীষ্মের সঙ্গে পরামর্শের কথা নাই। ৫০-৫৭ অধ্যায়ে দ্রুপদ শকুনির পরামর্শ ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আবেদনের কথা, ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিধা প্রকাশ করে যুধিষ্ঠিরকে দ্যুতক্রীড়ার জন্য আহ্বানের আজ্ঞা দান, পুনঃ বিস্তুতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তা বাদ হবে। ৬৭।১৮-২২ শ্লোক এবং ৬৮।৪১-২০ শ্লোক বাদ হবে, এই শ্লোকগুলি সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে। ৬৯ অধ্যায়ের প্রথমে নীলকণ্ঠ টিকার উদ্ধৃত শ্লোকটি—‘তাবৎ প্রতীক্ষ্য দ্ব্যন্তঃস্থ হৃদশালন-নরাধম’ বসবে।

৭৪ চতুর্থ অধ্যায়ে অহুদ্যুত পর্ব বর্ণিত। ৭৭।৪৬ শ্লোক বাদ হবে, কারণ ভবিষ্যতে যুদ্ধে যা ঘটেছিল, অহুদ্যুতের পরেই প্রতিজ্ঞা করা বা বলা সম্ভব নয়। ৭।১৪-১৬ শ্লোকও বাদ হবে, মেকমাণি লুণ্ঠন কথা এখানে অবাস্তব। ৮৭।৩২-৩৫ শ্লোক, নারদের আগমন ও তার কথা, অনৈসর্গিক হিসাবে বাদ হবে। অন্তঃপর্বের অবশিষ্ট অধ্যায় ও শ্লোক সংশোধিত পাঠ্যমত গ্রাহ্য।

৬ আবণ্যক বা বনপর্ব : অবণ্য অনুপর্ব হতে তীর্থযাত্রা অনুপর্ব

প্রমাণ সংস্করণে বনপর্ব বাইশ অস্তপর্বে বিভক্ত, সংশোধিত সংস্করণে বোলটি অন্তপর্ব আছে। আলোচনা প্রমাণ সংস্করণের পর্বান্তসারে করাই হবিধা।

প্রথম দশ অধ্যায় নিয়ে আবণ্যক অস্তপর্ব; প্রথম অধ্যায়ে আছে যে হস্তিনাপুরের প্রধান পুরুষেরা দিয়ে পাণ্ডবগণ তাদের অন্তঃস্থ নির্গত হন উদ্ধৃত শ্লোক

চললেন, ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চৌদ্দ বা পনের জন অল্পচর জীদের নিয়ে রথে অল্পগমন করল, প্রজাগণ বিলাপ করতে করতে প'ঙবদের সাথে চলল, যুধিষ্ঠির তাঁদের স্রিষ্ট কথায় বুঝিয়ে স্বর্গহে ফেরান্নেন ; তাঁরা তারপর রথে উঠে চললেন, সন্ধ্যায় গঙ্গাতীরে একটি বৃহৎ বটের তলে রাত্রির জন্ত আশ্রয় নিলেন । ৪৩২-৪৬ শ্লোক বাদ হবে, তাতে বলা হয়েছে কিছু সঙ্গীক ব্রাহ্মণ, কিছু ব্রাহ্মণ সঙ্গে স্ত্রী না নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন , কিন্তু ৩৬ শ্লোকে আছে "ব্রাহ্মণপ্রমুখাঃ প্রজাঃ"—ব্রাহ্মণ সহ প্রজাগণ—যুধিষ্ঠিরের কথায় ফিরে গেল ; আবার অঙ্গীক ও সঙ্গীক ব্রাহ্মণদের আগমন কথা কেন ? এই ব্রাহ্মণদের ভবনপোষণ করতে যুধিষ্ঠিরের স্বর্ষ উপাসনা করে দিব্য স্ব'লীলাভব কথা আছে, যাতে ৫ স্তব্ধ খাওয়া বাত্রে জ্যোপদীর ভোজন পৰ্যন্ত হুঁবাবে না—সে অনৈসর্গিক কথা বাদ হবে—যুধিষ্ঠিরের অনিচ্ছায় বহু ব্রাহ্মণ পোষণের কথা শুধু ব্রাহ্মণ মহিমা বাড়াব'র চেষ্টায় । ২ অধ্যায়ে আছে যে প্রভাতে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের বলছেন, আপনাতা ফিরে যান, আমরা এখন বিহীন, এত লোক কি করে পোষণ করি ? তার উত্তরে শৌনক নামে এক ব্রাহ্মণের দীর্ঘ বক্তৃতা আছে—অর্গেট অনর্থ, যুধিষ্ঠির কেন নিজের অভাবের জন্ত দুঃখিত ? যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের ভরণপোষণের ক্রটির ভয়ে বিভ্রান্তাবের কথা বলেছেন, তাঁকে শৌনকের প্রকৃত উপদেশ সম্পূর্ণ অবাস্তব । শুধু শৌনকের কথা নয়, সমগ্র ২ অধ্যায় বাদ হবে । ৩ অধ্যায়ে ধোম্যোব উপদেশে যুধিষ্ঠিরের স্বর্ষস্তব ও দিব্যস্থালী লাভ, তা সম্বোধকগণ কিছু সংক্ষেপ করেছেন, সবটাই বাদ হবে । ৩,৮৬ অধ্যায়টির শেষ শ্লোকে—পাণ্ডবগণের কাম্যক বনে গমনের কথা আছে, কিন্তু কাম্যক বনের অবস্থান সম্বন্ধে যে বর্ণনা ১-৩ শ্লোকে আছে,—সবস্বতীকূলে মক প্রদেশের নিকট, তা ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে দূর মনে হয় । পাণ্ডবগণ বনবাসের ব্যবস্থা সব ঠিক করে নিতে ইন্দ্রপ্রস্থ হয়ে গেছেন ধরে নেওয়া যায়, সেখান থেকে পুত্রদের ব্যবস্থা, অস্ত্র ও বস্ত্র, অস্ত্রাশ্রয় সরঞ্জাম সংগ্রহ, ইত্যাদি প্রয়োজন ছিল । তা প্রথম খণ্ডের ১০ অঙ্কেই আলোচিত হয়েছে । পাণ্ডবগণ "বনবাসাধ দীক্ষিতাঃ" (সভা ৭৭,১) হয়ে হস্তিনাপুর থেকে গেছেন, তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থে নিজেদের প্রাসাদে না যেতে পারেন, কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থের উপকণ্ঠে বনে সাময়িক অবস্থান করে সব ব্যবস্থা করে, সেইখানেই কৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ইত্যাদির সঙ্গে সাক্ষাৎ পেয়ে অভিমত্যা ও সুভদ্রাকে কৃষ্ণের সঙ্গে দিয়ে, জ্যোপদীপুত্রগণকে ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে দিয়ে তাঁরা অঙ্গ, বনন, জ্যোপদীর খাজী ও দাসীগণ ও অশ্বাচ্চ

সরঞ্জাম নিয়ে রথে করে স্থায়ীভাবে বনবাস আরম্ভ করতে যাত্রা করলেন (বন. ২৩।১-৫), তাঁরা আলোচনা করে ঠিক করলেন যে দ্বৈতবনে যাবেন, এবং সেখানে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে নিলেন। অতএব যদিও ৪ ও ৬ অধ্যায় গ্রাহ্য, তার মধ্যে যেখানে কাম্যক বনবে উল্লেখ আছে, তার স্থলে 'ইন্দ্রপ্রস্থের উপকণ্ঠে মহাবনে' বুঝতে হবে, সেইভাবে কিছু পরিবর্তন করে নিতে হবে। ৭-১০ অধ্যায় বিহুরের প্রত্যাগমনে দুর্ধোধনের সস্তাপ, দুর্ধোধন, দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণের বনে পাণ্ডবগণকে আক্রমণ ও বধ করার সংকল্প, ব্যাস ঋষির আগমন ও নিষেধ, সুরভির উপাখ্যান ও মৈত্রেয় ঋষির উপদেশ ও দুর্ধোধন প্রতি উকভদ্রের অভিশাপ, গ্রাহ্য মনে হয় না। পর্বসংগ্রহে এই বিষয়গুলির উল্লেখ ছিল ২/১৪৭-১৪৯ শ্লোকে, সেগুলি সংশোধক মণ্ডলী বাদ দিয়েছেন, কিন্তু ৭-১০ অধ্যায় বাদ দেন নাই। ড. স্ক্রুৎকর মন্তব্য করেছেন যে স্ক্রুৎ বিবরণ পর্বসংগ্রহে উল্লেখ না থাকলেও অধিকাংশ পুঁথিতে থাকলে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু ৭-১০ অধ্যায় বাদ দেওয়াই সঙ্গত। ভীষ্ম, দ্রোণ পক্ষে না থাকলে দুর্ধোধন কর্ণ প্রভৃতি পাণ্ডবগণকে পরাজিত করবার আশা করতে পারেন না।

দ্বিতীয় অনুপর্ব কিম্বীর বধ একটি মাত্র অধ্যায়ে, একাদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত হয়েছে। কিম্বীর বধের বখা যদিও পর্বসংগ্রহের সংশোধিত পাঠেও আছে, তবু সেটি গ্রাহ্য মনে হয় না। ভীষ্ম বাহু যুদ্ধে অনেক মল্ল, রাক্ষস, অসুর বধ করেছেন; আদিপর্বে হিড়িম্ব ও বক বধ, বিরাট পর্বে জীমূত নামক মল্ল ও কীচক বধ; সেসব ঘটনা বৈশম্পায়ন বর্ণনা করেছেন স্বচক্ষুতে দেখা ঘটনারূপে, কারো বর্ণনা উদ্ধৃত করে নয়। কিম্বীর বধ সেকপ বৈশম্পায়নের স্বয়ম্ভূট ঘটনার মত বর্ণিত নয়। তা বিহুরের কথা উদ্ধৃত করে বর্ণনা, এবং বিহুরও সেই ঘটনা নিজে দেখেছেন তা বলেন নাই। বলেছেন যে যখন ধৃতরাষ্ট্র রাগ করে তাকে চলে যেতে বললেন, তিনি বনে পাণ্ডবদের নিকট গেলেন, তখন তাদের কাছ থেকে কিম্বীর বধ বৃত্তান্ত শুনেছেন। পাণ্ডবগণের সঙ্গে বিহুরের বনে সাক্ষাৎ হলে যে কথা হয়েছিল, তা ৫-৬ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, তার মধ্যে কিম্বীর বধের কথা কেউ বল্ল বা বিহুর তা জানেন, সে কথা নাই। বিহুর ধৃতরাষ্ট্রের ডাকে তার কাছ দিয়ে গেলেন, তখনও বিহুর ভীষ্মের সেইভাবে বীর প্রকাশের কথা বলেন নাই। ১০ অধ্যায়ে মৈত্রেয় ঋষি দুর্ধোধনকে পাণ্ডবদের সঙ্গে শান্তিস্থাপন করতে উপদেশ দিতে পাণ্ডবদের বীর্যের বখা বলেন, তার মধ্যে ভীষ্ম কর্তৃক কিম্বীর রাক্ষস বধের উল্লেখ করেন। ধৃতরাষ্ট্র কিম্বীর বধ বিস্তৃত

বিবরণ শুনতে চাইলে দুর্ধোধনের উপেক্ষা হেতু ক্রুদ্ধ ঋষি বললেন, আমি ঘাই, আঃ কিছু বলব না, বিদ্বত দিবঃ বিদ্বতের কাছে শুনতে পাবেন, তখন দ্বুতরাই বিদ্বতকে প্রশ্ন করায় কিম্বীব বধ কথা বিদ্বত বিদ্বতভাবে বললেন। ভারতবর্ষে পাণ্ডবদের জীবন বৃত্তান্ত সবলভাবে বলা হয়েছে, এইভাবে ঘুরিয়ে কোন বৃত্তান্ত বলা হয় নাই। কিম্বীব বধ বৃত্তান্ত প্রসঙ্গক্রমে শোনা কথার পুনরুক্তি কপে বলা হয়েছে। অগ্রাহ্য করিব একটি কাব্য এই। দ্বিতীয় কারণ যে কিম্বীব বধ বৃত্তান্ত ও কীচক বধ বৃত্তান্তে কিছু কিছু শ্লোকের মিল আছে, সন্দেহ হয় যে পরের কালের কোন কবি কীচক বধ বৃত্তান্তে কিছু পাল্টে কিম্বীব বধ বৃত্তান্ত রচনা করেছেন। পরে কিম্বীব বধের উল্লেখ যেখানে আছে, যথা দ্রোণ পর্বের ১৮০/৩৩ শ্লোকে—
কৃষ্ণ বলছেন যে পাণ্ডবগণের তিতার্থে হিড়িম্ব কিম্বীব বধ প্রভৃতি রাক্ষসকে বধ করেছেন, তা স্পষ্টই প্রক্ষিপ্ত।

তৃতীয় অল্পপর্ব অর্জুনাভিগমন ১২৩৭ অধ্যায়ে বিবৃত। এই অল্পপর্বের তিনটি ভাগ আছে—১২-২২ অধ্যায়ে কৃষ্ণ ধৃষ্টদ্যুম্নাদি সহ সাক্ষাৎ বিবরণ ও শাস্ত্রবধ কাহিনী, ২৩-৩৫ অধ্যায়ে দৈত্যগণের গমন ও সেখানে জ্যোপদী যুদ্ধিষ্ঠির-ভীমেব-বিতর্ক, ৩৬-৩৭ অধ্যায়ে ব্যাসের অ'গমন ও প্রতিশ্রুতি বিজ্ঞান, এবং অন্ত বনে থেকে ও অর্জুনকে ইন্দ্রলোকে অস্ত্র শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিতে উপদেশ দান ও অর্জুনের যাত্রারন্ত। ১২ অধ্যায়ে পাণ্ডবগণসহ কৃষ্ণ প্রভৃতি বৃষ্ণিগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ইত্যাদি সাক্ষাতের কথা—সাক্ষাৎ হ'ল মহাবনে, কাশ্যকের নাম এখানে নাই—সাক্ষাৎ হয়েছিল ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটস্থ বনে। এই অধ্যায় অতিপ্রাকৃত কথা আছে, কৃষ্ণ দুর্ধোধন, দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণের আচরণের কথা বলে বলেন, তারা সত্ত্ব বধযোগ্য—তাকে এত ক্রুদ্ধ দেখাল যে অর্জুন তাকে শাস্ত্র করতে বিষ্ণুর অবতার বলে তাঁর নানা কীর্তির উল্লেখ করলেন। তা গ্রাহ্য নয়—জ্যোপদীর দীর্ঘ বিলাপে পাণ্ডবগণের ইতিহাস ও নিজের দুঃখের কথা বলাও সময়োচিত নয়। কৃষ্ণের দুষ্টকারীদের সত্ত্ব বধ কববার প্রস্তাবের উত্তরে যুদ্ধিষ্ঠিরের কথা থাকা স্বাভাবিক, যেমন তিনি দ্বারকায় সাত্যকির প্রস্তাবের উত্তরে বলেছিলেন (১২২।২৭-২৯)—যে তিনি জীব ধর্মপালন করবেন, অহুদ্যাতে যে সর্ভ বা সমস্ত হয়েছে, তা পালন করবেন, পরে প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধিষ্ঠির যে সেভাবে কথা বলেছিলেন তা পাই ৫১ অধ্যায়ে—সঞ্জয় কর্তৃক দ্বুতরাইয়ের নিকট কৃষ্ণ-যুদ্ধিষ্ঠিরাদি সাক্ষাৎ সময়ে আলোচনার কথা—নিবেদনে ;

কৃষ্ণ দত্ত ঘাটববীর্দের নিয়ে রাজ্য উদ্ধারের প্রস্তাবে যুধিষ্ঠির বলেন যে ত্রয়োদশ বর্ষ বনে বাসের প্রতিশ্রুতি পালনের পরে তোমার প্রস্তাব সাদরে বরণ করে নেব। (৫১।৩১^২-৩৪^১)। অতএব ১২/১-৮, ৯^২-১০^১ গ্রাহ্য, ১০^২-৪৮^১ বাদ হবে, ১০^১ এর পরে বসবে ৫১।৩১^২-৩৫ শ্লোক, তারপরে ৪৮^২-৪৯, ৬১-৬৮, ১২০-১২৩, ১২৮-১৩০^১ গ্রাহ্য, বাকী বাদ হবে। ১৩-১৪ অধ্যায়ে কৃষ্ণের আগমনে বিলম্বের কারণ ও শাল বধের কথা গ্রাহ্য। ১৫-২২।৪৩, শাল বধের বিস্তৃত বিবরণ, তার মধ্যে অনেক অসংগতিক কথা আছে, তা বাদ হবে। ২২ ৪৪-৫৪ গ্রাহ্য, স্তুভদ্রা ও অভিমত্যাঁকে নিয়ে কৃষ্ণ চলে গেলেন, দ্রৌপদীদের নিয়ে যুষ্টিয়াম গেলেন, ইত্যাদি তাতে আছে।

২৩ অধ্যায়ে পাণ্ডবগণের রথে অজ্ঞানস্ত্র, নানা সরঞ্জাম ও বস্ত্র, দ্রৌপদীর বস্ত্র ও দাসী ইত্যাদি নিয়ে বনের উদ্দেশ্যে যাত্রারস্ত্রঃ ইন্দ্রপ্রস্থবাসীদের বিলাপ ও পাণ্ডবপক্ষে অর্জুন কর্তৃক সান্ত্বনা, ২৪ অধ্যায় ও ২৫/১-৩ শ্লোক পাণ্ডবগণের দৈবতবনে গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সেখানে গিয়ে বাস আরম্ভ গ্রাহ্য। ২৫।৪ ১২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের ঋষির উপদেশ, ২৬ অধ্যায়ে বকদাল্য ঋষির উপদেশ,—অবাস্তব হিসাবে বাদ হবে। ২৭-৩৫ অধ্যায়ে দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠির ও ভীমের দ্যুত ও বনবাস সম্বন্ধে আলোচনা, তা স্বাভাবিক ও গ্রাহ্য। ৩৫।৩২ শ্লোকে পাই যে বনবাসের ত্রয়োদশ মাস শেষ হয়েছে। ৩৬ অধ্যায়ে আছে যে ব্যাস এসে অস্ত্র বনে যাওয়ার উপদেশ দিলেন, এবং ভীষ্ম দ্রোণ-কর্ণাদি বীরদের পরাজয় কহতে অর্জুনের আরো অস্ত্রশিক্ষার জন্য দেবগণের উদ্দেশ্যে তপস্বী করা ও দেবলোকে গমন করা কর্তব্য, সেই কথা বলে যুধিষ্ঠিরকে প্রতিশ্রুতি বিত্তা শিখিয়ে সেই বিত্তা অর্জুনকে যাত্রার পূর্বে শিখিয়ে দিতে বললেন। ইন্দ্রলোকে—ইলাবৃত্ত বর্ষে, অর্থাৎ তিব্বতের পশ্চিমে অবস্থিত মধ্য এশিয়া—সমরথন্দ, বোখারা ইত্যাদি—এখন যেখানে আছে, সেখানে আর্ষগণের বসতি হয়েছিল, আর্ষদের একাংশ সেখান থেকে ভারতবর্ষে আসেন। প্রতিশ্রুতি বিত্তা বোধহয় সেখানে চলিত ভাষা—ভারতবর্ষে আর্ষদের ভাষা কিছু পরিবর্তিত হয়েছিল। তাই ইলাবৃত্ত বর্ষে অস্ত্রশিক্ষার জন্য গেলে সেখানকার ভাষা শিখে নেওয়া প্রয়োজন। ব্যাস নানা স্থানে ঘুরতেন, ইলাবৃত্ত বর্ষের ভাষা তাঁর জানা ছিল, এবং যুধিষ্ঠির ভাষাশিক্ষা ক্রত করতে পারতেন, তিনি স্বেচ্ছ ভাষা জানতেন—যা অন্যান্য পাণ্ডবগণের জানা ছিল না। তাই ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে সেই ভাষা শিখিয়ে চলে গেলেন। ব্যাসের

কথায় পাণ্ডবগণ দ্বৈতদন হতে কাব্যক বনে গেলেন, যুদ্ধটির প্রতিশ্রুতি বিভা কিছু দিনে আযুক্ত করে অর্জুনকে শোখালেন। ৩৬ অধ্যায় গ্রাহ্য। ৩৭ অধ্যায়ে যুদ্ধটির অহুজায় অর্জুন অস্ত্রশিক্ষার্থ যাত্রা করলেন; ১-৪১ শ্লোক গ্রাহ্য। ৪২-৪২ শ্লোক বাদ হবে, তাতে আছে যে ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে দেখা দিয়ে বললেন যে তপস্বী করে প্রথমে শিবের দর্শন লাভ করবার চেষ্টা কর, পরে ইন্দ্রলোকে গিয়ে অস্ত্রশিক্ষা শেষ কর। মহাভারত যুগে—খৃঃ পূঃ একাদশ দশম শতাব্দীতে শিবের পূজা আর্যদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল মনে হয় না, কিরাত ইত্যাদি অনার্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

চতুর্থ অঙ্কপর্ব বৈরাট ৩৮-৪১ অধ্যায় চারটি নিয়ে। অর্জুন শিবের আরাধনা বা শিবের জ্ঞাত তপস্বী করছিলেন, তখন বরাহের প্রতি বাণ নিক্ষেপ নিয়ে অর্জুন এক কিরাত সর্দারের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পরাজয় স্বীকার করে তাকে ভুট্ট করলেন, সেই কিরাত সর্দারই শিব—তীর কাছ থেকে অর্জুন পাণ্ডপত অস্ত্র লাভ করেন বলা হয়েছে। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বা অত্র কোন সময়ে পাণ্ডপত অস্ত্র অর্জুন ব্যবহার করেন নাই। পাণ্ডপত অস্ত্র লাভের কথা বাদ দেওয়া যায়। ভারবির কিংগাজুর্নীর কাব্যে সেই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ভারবি সম্ভবতঃ ষষ্ঠ-শতকের কবি, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী বা তার পূর্বে মহাভারত বর্তমান রূপ পেয়েছে। সম্ভব মনে হয় যে অর্জুন ইলারূত দেশে যেতে প্রথমে হিমালয় পর্বতের দিকে যান, গন্ধমাদন পর্বত পার হয়ে যান, হিমালয়ের পথে যেতে অর্জুনের সঙ্গে একটি বরাহ শিকার নিয়ে এক কিংাত দলের সংঘর্ষ হয়, কিরাতগণ ধনুর্বিজ্ঞান পটু ছিল, বাণযুদ্ধে কিরাতপতির কাছে অর্জুন পরাজয় স্বীকার করলেন; তাতে খুসী হয়ে কিংাতপতি উৎকৃষ্ট ধনুর্বিজ্ঞা অর্জুনকে শিখিয়ে দেন। ৩৮-৪০ অধ্যায় সেইভাবে কিছু পরিবর্তিত করে নিতে হবে। ৪১ অধ্যায় বাদ হবে, কারণ ইন্দ্রলোক গিয়ে অস্ত্রশিক্ষা লাভের পূর্বেই ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণ এসে অর্জুনকে দিব্য অস্ত্র দিলে তীর ইন্দ্রলোকে যাবার প্রয়োজন থাকে না।

৪২-৫১ অধ্যায়ে ইন্দ্রলোকাভিগমন নামক পঞ্চম অঙ্কপর্ব। ৪২ অধ্যায়ে আছে যে ইন্দ্র তার সারথিকে ডেকে দিব্য বিমান নিয়ে গিয়ে অর্জুনকে ইন্দ্রলোকে আনতে বললেন। সারথি মাতলি তাই করল। বিমানের কথা অনৈসর্গিক হিসাবে বাদ হবে, তবে ভারত থেকে ইলারূতগর্বে, এবং ইলারূত থেকে ভারতবর্ষে যাত্রাযাত্রা পথ ছিল, বণিকদল দ্রবণস্তার নিয়ে যাত্রাযাত্রা করত। অর্জুন একটি ইলারূত-

বর্ষগায়ী বণিকদলেব সঙ্গে গিয়েছিলেন অন্নমান করা যায় । ৪৩ অধ্যায়ে ইন্দ্রপুত্রীদ সৌন্দর্য ও অজুনের ইন্দ্র কর্তৃক অভ্যর্থনা বর্ণিত । আতিশয় থাকলেও গ্রাহ্য । ৪৪ অধ্যায় আছে যে অজুন পাঁচ বৎসর ধরে অন্নশিক্ষা নিলেন, নৃত্যগীত শিক্ষাও নিলেন, তা গ্রাহ্য । ৪৫-৪৬ অধ্যায়, উর্বশীর অভিসার ও অভিশাপ, সংশোধনবাদ দিয়েছেন । ৪৭ অধ্যায়ে আছে যে লোমশ ঋষি নানা দেশে ঘুরতে ঘুরতে ইন্দ্রলোকে ইন্দ্রকে দর্শন করতে গেলেন, অজুনকে ইন্দ্রসহ সিংহাসনে আসীন দেখে বিস্মিত হলেন; ইন্দ্র তাকে বললেন, অজুন আমার পুত্র, তা ছাড়া অজুন ও কৃষ্ণ নর ও নারায়ণ ঋষি, বিশেষ কার্যের জন্য পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন ; অজুন এখানে শিক্ষা-লাভ করে দক্ষিণা হিসাবে নিবাতকুবচ দৈত্যদের বধ কবে যাবে, তুমি যুধিষ্ঠিরাদিকে নানা তীর্থে নিয়ে যাও । যেহেতু ইন্দ্রের ঔঃসে অজুনের জন্ম কথা অনৈসঙ্গিক, নর-নারায়ণ ঋষির কথাও ঐতিহাসিক মনে হয় না, সেই কারণে এই অধ্যায় গ্রাহ্য নয় । ৪৮-৪৯ অধ্যায়ে আছে যে ধৃতরাষ্ট্র সঙ্কল্পের মুখে অজুনের অন্নশিক্ষার্থ ইন্দ্রলোকে গমনের কথা শুনে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । এই অধ্যায়দ্বয়ের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে মনে হয় না, বাদ দেওয়া যায় । ৫০ অধ্যায়ে বনবাস কালে পাণ্ডব ভ্রাতাগণ মৃগয়া করে মাংস খেতেন, এবং তাঁদের পাঁচ বৎসরকাল কাম্যকে কেটে গেল, এই কথা আছে ; তা বাদ হবে, কারণ অজুন অন্নশিক্ষার্থ গেলে পাঁচ বৎসব কাম্যক বনে কাটালে যুধিষ্ঠিরাদির তীর্থযাত্রা ব কথা বাদ দিতে হয় । এই নব্বন্ধে প্রথম খণ্ডে ১১ অঙ্কে আলোচনা হয়েছে । ৫১ অধ্যায়ও বাদ হবে, তার থেকে কিছু শ্লোক ১২ অধ্যায়ে নেওয়া হয়েছে, তাছাড়া কৃষ্ণ যে ভাবী মুহুর্তে অজুনের সাবধা অঙ্গীকার করেছেন (১২ শ্লোক) সে কথা তখন হতে পারে না ।

ষষ্ঠ অনুপর্ব নলোপাখ্যান ৫২-৭৯ অধ্যায়ে কথিত হয়েছে । ভারতকথা মূল উপাখ্যান বর্জিত ছিল, সুন্দর উপাখ্যান হলেও এটিকে বাদ দিতে হবে । নলোপাখ্যানের সূচনার প্রথম শ্লোক—অত্রহেতু পার্থ ইন্দ্রলোকে গেলে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ কি করেছিলেন ।^১ তীর্থযাত্রা অনুপর্বের প্রথম শ্লোকও তার সমার্থক—

১। অত্রহেতোর্গতে পার্থে শক্রনাকং মহাশয়নি । যুধিষ্ঠিঃ প্রহৃতঃ
কিমুর্দত পাণ্ডবাঃ ॥ বন-৫২/১

প্রণিতামহ অর্জুন যখন কাম্যাবন থেকে চলে গেলেন, তখন অর্জুনবিহীন পাণ্ডবগণ কি করলেন।^১ তাব থেকেও ধারণা হয় যে সমগ্র নলোপাখ্যান পরে যোজিত।

সপ্তম অল্পপর্ব তীর্থযাত্রা পর্ব, এটি দীর্ঘ অল্পপর্ব ৮০-১৫৬ অধ্যায়ে বিবৃত, এবং তিন ভাগে ভাগ করা যায়, ৮০ অধ্যায়ে তীর্থযাত্রার সূচনা হিসাবে গ্রাহ্য, তারপরে ৮১-৮৫ অধ্যায়ে নারদের তীর্থবর্ণন, নারদ আবার ভীষ্ম একদা পুলস্ত্য ঋষির কাছে যে তীর্থ বর্ণনা শুনেছিলেন, তার পুনরুক্তি করছেন। নারদের আগমন অর্নৈসর্গিক বলে নারদের বর্ণনা বাদ হবে। ৮৬-৯০ অধ্যায়ে পুরোহিত ধোম্য কর্তৃক ভারতের তীর্থ বর্ণন। তাও বাদ হবে, কাবণ পাণ্ডবগণ লোমশ ঋষির সঙ্গে বহু তীর্থে গিয়ে হিমালয়ের গন্ধমাদন পর্বতে অর্জুনের আগমন প্রতীক্ষয় থেকে সেখানে অর্জুনের সাক্ষাৎ পেলেন (১৬৪ অধ্যায়), সেই কথা গ্রাহ্য, এবং তা হলে ধোম্যের নিকট হতে তীর্থ বর্ণনা শোনা অবাস্তব। লোমশ সহ তীর্থযাত্রা ৯১-১৫৬ অধ্যায়ে বিবৃত। গ্রাহ্য ৮০ অধ্যায়ের পরে ৮১।১ শ্লোক। ৯১-৯২ অধ্যায়ে কথিত লোমশের বিবৃতি, যে তিনি ইন্দ্রলোকে গিয়ে অর্জুন ও ইন্দ্রকে দেখে এলেন, তাঁরা লোমশকে বলেছেন যুধিষ্ঠিরাদিকে তীর্থে তীর্থে নিয়ে যেতে, তা বাদ হবে, ৪১ অধ্যায় যেমন হয়েছে। পাণ্ডবগণ যখন কাম্যাবন হতে চলে যাবার কথা বগছিলেন, তখন বহু তীর্থ ভ্রমণ অভিজ্ঞ লোমশ ঋষি এলেন, তিনি পাণ্ডবদের অন্তরে বাবার ইচ্ছা জেনে তীর্থযাত্রায় তাদের পথ প্রদর্শক হলেন, সেইভাবে স্বাভাবিক কাহিনী হয়। তাহলে ৮১।১ শ্লোকের পরে হবে যে সেই সময় যুধিষ্ঠির যখন ভ্রাতাদের কথা শুনে বিমনা হয়েছেন, তখন লোমশ ঋষি উপস্থিত হলেন, যথাযোগ্য পাণ্ড অর্ঘ্য তাঁকে দেওয়া হলে, তিনি যুধিষ্ঠিরকে প্রণয় করলেন, তুমাকে বিমনা কেন দেখাচ্ছে, উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন—ধোম্যকে যেমন ভাবে বগার কথা আছে (৮৬ অধ্যায়), যে অর্জুনকে অশ্বশিকার জন্য পাঠিয়ে তাকে ছেড়ে কাম্যাবনে থাকতে আর ভাল লাগছে না (৮৬।২, ১৭), লোমশ ঋষি বহু তীর্থ নদী পর্বত দেখেছেন, তিনি বলতে পারেন কাম্যাবন থেকে কোথায় গেলে নানা সুন্দর দৃশ্য দেখা যাবে, কোথায় গিয়ে অর্জুনের জন্য প্রতীক্ষা করা ভাল হবে (৮৬।১০-২১)। তার উত্তরে লোমশের কথা—

১। ভগবান্ কাম্যাবনং পার্শ্বং গতে মে প্রণিতামহে।

পাণ্ডবাঃ কিমকুৰ্ব্বন্ত তস্মতে দ্যাসাচিনম্ ॥ বন-২৩/১

২২।২, ১০, ১৬ (তাতে “ধোম্যন্ত” স্থলে “ভাতৃণাং” পড়তে হবে), ১৭-২৭ শ্লোক গ্রাহ্য, বাকী বাদ । ১৩ অধ্যায়ে ১-১২^১, ১৫-১৮^২, ২৬-২৯ শ্লোক গ্রাহ্য, ব্যাস আর দুজন ঋষিকে নিয়ে অকস্মাৎ উপস্থিত হষে তাদের তীর্থযাত্রা অনুমোদন করলেন, তা বাদ হবে । ২৪ অধ্যায় বাদ হবে, তার মধ্যে লোমশ চতুষ্টয় ব্যাপী জীবন দাবী করে কথা বলছেন, ভারত কথায় তা অবাস্তব । ২৫।১-১২ শ্লোক গ্রাহ্য, ১৩^২, ১৪^২ শ্লোক ও গ্রাহ্য :—তার থেকে পাই যে পাণ্ডবগণ (কাম্যক বন থেকে পূর্বদিকে যাত্রা আরম্ভ করে) নৈমিষারণ্যে এলেন, গোমতী নদীতে স্নান করলেন, কন্যা তীর্থাদিতে, কালকোটি পর্বতে, বিষপ্রস্থ পর্বতে বাগ কবে বাছদা নদীতে অবগাহন করলেন ; সেখান থেকে প্রয়াগে এসে স্নান করে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে দান ও তর্পন করলেন, সেখান থেকে যাত্রা করে তাঁরা গয়শির পর্বত, মহানদী ও ব্রহ্মসর নামক পুণ্য সরোবর দেখলেন, সরোবরের তীরে চারমাস বাস করে তাঁরা চাতুর্মাস্য যজ্ঞ করলেন । ২৫ অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশ বাদ, তাতে গয় রাত্তির বহুদক্ষিণায়ুক্ত যজ্ঞের বর্ণনা আছে । ২৬।১ গ্রাহ্য—পাণ্ডবগণ ব্রহ্মসর থেকে দুর্জবা অর্থাৎ বাতাপি ইন্ড্রের মণিময়ী পুত্রীস্থিত অগস্ত্য আশ্রমে এলেন । ২৬।২-২৭।৩০ বাদ হবে, তার মধ্যে অগস্ত্যের ও লোপামুদ্রার কথা, বিস্তৃত স্তম্ভ অগস্ত্যের ইন্ড্র নামক অশ্বরাজের নিকট গমন, ইন্ড্র-বাতাপির কথা, বাতাপিকে জীর্ণ করে অগস্ত্যের ইন্ড্রকে শাসন ও তার কাছ থেকে বিস্তলাভ, ইত্যাদি উপাখ্যান আছে । ২৭।৩১ ৩৭ গ্রাহ্য, তাতে পাই যে পাণ্ডবগণ দুর্জবা পুরী থেকে উত্তরে গিয়ে গঙ্গানদীর কাছে গঙ্গা বা ভাগীরথী দেখলেন ও সেখানে স্নান করলেন ; ২৮, ৩৮ ৭১ শ্লোকে দাশরথি রামের নিকট পরশুরাম হতভেদ হয়ে বধূসর নদীতে স্নান করে তেঁজ ফিरे পেলেন সেই কাহিনী সংশোধকগণই বাদ দিয়েছেন । ১০০-১০৯ অধ্যায়ে নানা উপাখ্যান আছে—বজ্র নির্মাণ, ব্রতবধ, সমুদ্রজলে দানবদের আশ্রয় গ্রহণ, দানবদের দমন করবার উপায় বিষ্ণুর কাছ থেকে সেনে দেবগণের অগস্ত্যকে সমুদ্রপান করতে অনুরোধ, অগস্ত্য কর্তৃক বিদ্যাপর্বতের উৎসাহীতি রোধ ও সমুদ্রপান, দেবগণ কর্তৃক সমুদ্রগর্ভে দানবধ্বংস, সগর-অংশুমল কপিলের কথা, ভগীঃ কর্তৃক গঙ্গা পৃথিবীতে আনয়ন ও সগরপুত্রদের উদ্ধার ইত্যাদি পুৰাণ কাহিনী, ভারত কাহিনীতে তা সম্পূর্ণ অবাস্তব, তা সব বাদ হবে । ১১০, ১-৬, ১২-২০, ২২ ২৪^১, ২৫^২, ২৬ শ্লোক গ্রাহ্য, তাতে পাই যে পাণ্ডবগণ গঙ্গানদী থেকে বাত্যা করে গঙ্গার দুটি উপনদী, নন্দা ও অপসরন্দা দেখলেন, এবং নন্দ;

নদীতে স্নান করেন, আশে অগ্রসর হয়ে কোশিকী নদীর পারে বিশ্বামিত্রের ও ঋতশৃঙ্গের অশ্রম দেখলেন; বাকী শ্লোক অবাস্তব হিসাবে বাদ হবে, ১১০/২৫ হতে ১১৩/২৪ ঋতশৃঙ্গের উপাখ্যান বাদ; ১১৩/২৫ গ্রাহ্য, তাতে পাই যে পাণ্ডবগণ কোশিকী নদীতীরে স্নান করলেন। ১১৪/১-৩, ১৩, ৩০ শ্লোক গ্রাহ্য, তাতে পাই যে কোশিকী তীর্থ হতে ক্রমে ক্রমে পাণ্ডবগণ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে উপস্থিত হলেন, সেখানে অবগাহন স্নান সেয়ে তাঁরা কলিঙ্গ দেশের দিকে চললেন, বৈতরণী নদীতে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তর্পন করলেন, তারপর যুদ্ধিষ্ঠির একাই স্বস্ত্যয়ন করে সমুদ্রে স্নান করে নিলেন; অধ্যায়ের বাকী শ্লোক অনৈসর্গিক বা অবাস্তব কথায় পূর্ণ। ১১৪/৩০ শ্লোকে পাণ্ডবগণের মহেন্দ্র পর্বতে এক রাত্রি বাস করার কথা আছে, সেটি গ্রাহ্য; কিন্তু তার পরে ১১৫-১১৭/১৭^১ বাদ হবে, তাতে আছে পরশুরামের হস্তে কার্তবীৰ্যের নিধন ও কৃত্তির নিধন। ১১৭/১৭^২ গ্রাহ্য, তাতে পাই যে মহেন্দ্রপর্বতে একরাত্রি বাস করে পাণ্ডবগণ দক্ষিণ মুখে চললেন। ১১৮/১-৪, ৮-২৩ গ্রাহ্য, সেখানে আছে পাণ্ডবগণ বহু তীর্থ দর্শন প্রসস্তা নদীতে পিতৃতর্পণ ও স্নান করলেন, পরে গোদাবরী সাগর সঙ্গমে স্নান করে ভ্রাবিড় দেশে পৌঁছালেন, সেখানে অগস্ত্যতীর্থ, নারীতীর্থাদি দেখে আরো দক্ষিণে সমুদ্রতীর ধরে এগিয়ে গেবেন, বহু তীর্থ পার হয়ে পুণ্য শূর্ণারক তীর্থে এলেন, সেখানে সমুদ্রের একটি বাহু পার হয়ে বহু যজ্ঞবেদী শোভিত অরণ্যময় এক দ্বীপে চূরে এলেন, তারপর সমুদ্রতীর দিয়ে উত্তর দিকে গিয়ে প্রভাসতীর্থে পৌঁছে কয়েকদিন তপস্তা করলেন, তাদের আগমন বার্তা পেয়ে বলরাম, কৃষ্ণ, প্রহ্লাদ, মাথ, সাত্যকি ইত্যাদি ব্রহ্ম বীরগণ তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ১১৮/৫-৭ শ্লোকে অঙ্গুরের কীর্তির নিদর্শনের কথা আছে, কিন্তু সেই কীর্তির উপাখ্যান বাদ দেওয়াতে তার উল্লেখ বাদ হবে। ১১৯-১২০ অধ্যায়ে পাণ্ডবগণ সহ বৃষ্ণিবীরদের আলোচনার কথা আছে, সম্পূর্ণ গ্রাহ্য। ১২০ অধ্যায় শেষে আছে যে যুদ্ধিষ্ঠিরাদি দ্বারকা থেকে বিদর্ভ রাজ্য স্থিত পয়োক্ষী নদীতীরে উপস্থিত হলেন। ১২১/১-২১ গ্রাহ্য, লোমশ বলছেন যে পয়োক্ষীর তীর্থে কত রাজা বজ্র করেছেন; পয়োক্ষীতে স্নান করে পাণ্ডবগণ লোমশের সঙ্গে বৈদূর্ঘ্য পর্বত দেখলেন, সেখান থেকে নর্মদা নদীর তীরে নেমে শুনলেন যে সেখানে শর্ঘাতি রাজার যজ্ঞ হয়েছিল এবং শর্ঘাতির কন্যা হৃকতার সহিত চ্যবন ঋষির বিবাহ হয়। ১২১/২৩-২৪ বাদ হবে, তা হল চ্যবন-হৃকতা উপাখ্যানের ভূমিকা;

১২২-১২৫।১১১ শ্লোকে সেই উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে, তাও বাদ হবে। ১২৫।১০২ হতে অধ্যায় শেষ পর্যন্ত গ্রাহ্য, তাতে পাই পাণ্ডবগণ নর্মদাতীরস্থ চ্যবনের আশ্রমের সুরোবরে স্নান করলেন, সিকতাক্ষ তীর্থ দেখে সৈন্ধবারণ্যে কয়েকটি প্রস্রবণ দেখে পুষ্করতীর্থে স্নান করলেন, তিনশৃঙ্গযুক্ত ও তিন প্রস্রবণযুক্ত আর্চীক পর্বত দেখে লোমশের উপদেশ মত শেগুনি প্রদক্ষিণ করলেন। সেখান থেকে যমুনা নদীর তীরে গেলেন, যমুনা তীরে যেখানে মাক্কাতা ও সোমক যজ্ঞ করেছিলেন, সেইস্থান লোমশ দেখিয়েছিলেন। ১২৬ অধ্যায়ে কথিত মাক্কাতার কথা, এবং ১২৭-১২৮ অধ্যায়ে কথিত সোমক রাজার কথা, যিনি ঋত্বিকের কথায় একমাত্র পুত্র জন্তকে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিয়েছিলেন। এই উপাখ্যানগুলি ভারতকথায় অবাস্তব হেতু বাদ হবে। ১২৯ অধ্যায়ও বাদ হবে, তাতে আছে যে লোমশ যমুনা পারে নানা রাজর্ষির যজ্ঞক্ষেত্র দেখালেন, ভ্রূকবতরণ নামক এক স্থানকে স্বর্গের দ্বার বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে স্নান করে সমস্তলোক দৃষ্টিপথে আসে এবং যুধিষ্ঠির সেখানে স্নান করে ইন্দ্রলোক ও সেখানে অর্জুনকে দেখতে গেলেন; এইসব কথা অনৈসর্গিক তাই বাদ হবে। ১৩০।১-২ শ্লোকও বাদ, সেখানে স্নানে স্বর্গলাভ হয় তা গ্রাহ্য নয়। অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশে পাণ্ডবগণ হিমালয়ের পথে কি কি নদীতীর্থ দেখলেন, তার বর্ণনা আছে, তবে সবগুলি সরল যাত্রা পথে পড়ে না, ঘুরে ঘুরে সকলে গেলেন ধরে নিলে তবে মেলে। যমুনার কথা পূর্ব অধ্যায়ে বলে ৩-৫ শ্লোকে সরস্বতীর কথা, প্রবাহবতী নদী নিবাস রাজ্যে ভূমিগর্ভে চলে গেল বিনয়ন নামক স্থানে, আবার পরে ভূমিতে উঠে এল, চমসোদ্ভেদ নামক স্থানে; তারপরে বিপাশা নদীর কথা ৮-৯ শ্লোকে, বিতস্তা নদীর কথা, ২০ শ্লোকে তারপরে যমুনার উপনদী জলা ও উপজলা, যেখানে উশীনর রাজা যজ্ঞস্থলে শ্বেনরূপী ইন্দ্রকে স্ব-দেহের মাংস কেটে দিয়েছিলেন বলে উপাখ্যান আছে, কপোতকপী অগ্নিকে রক্ষা করতে। এই শ্লোকগুলি গ্রাহ্য, কয়েকটি বাদ হবে, যথা ৬-৭ শ্লোক, প্রভাসের কথা এখানে অবাস্তব, ১০ ১১ শ্লোক, তার মধ্যে অনৈসর্গিক কথা আছে। ১৩১ অধ্যায়ে উশীনরের যজ্ঞ ও শ্বেন কপোত উপাখ্যান বর্ণিত, তা বাদ হবে। ১৩২-১৩৪ অধ্যায়ে অষ্টাধিক ও বন্দীর জনকরাজসভার বিতর্কের কথা ও অষ্টাধিক কর্তৃক পিতার উদ্ধারের কথা, উপাখ্যান হিগাবে বাদ হবে। ১৩৫।১-২ গ্রাহ্য, তাতে পাই যে পাণ্ডবগণ সমগ্রা নদী দেখলেন, কর্দমিল নামক ভরতের অভিষেক স্থান

দেখলেন, মৈনাক পর্বতে স্থিত বিনশন তীর্থ দেখলেন, কনখল পর্বতমালা দেখলেন, ভৃগুতুঙ্গ পর্বত ও গঙ্গানদী দেখলেন, শুলপিয়ার ও বৈভ্য ঋষির আশ্রম দেখলেন। ১৩৫।১০ হতে ১৩৮ অধ্যায় বাদ হবে, তাতে বৈভ্য ও যবক্রীতের কথা বিবৃত, সেটি তৃতীয় শ্রেণীর কাহিনী মনে হয়। ১৩৯ অধ্যায় গ্রাহ্য, গন্ধমাদন পর্বতের উদ্দেশ্যে যাত্রা এটিতে বর্ণিত হয়েছে। ১৪০ অধ্যায় গ্রাহ্য, যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাব, যে ভীম সহদেব কৃষ্ণ সহ অন্তচর দাম দাসী নিয়ে গঙ্গাতীরে অবস্থান করুক, যুধিষ্ঠির ও নকুল শুধু লোমশ ঋষির সঙ্গে উঠে গন্ধমাদনে যাবেন, ভীমের কথায় সে প্রস্তাব বাতিল হল, কুলিন্দাধিপতি স্ববাহুর নিবট রথ অশ্ব দাম দাসী ব্রহ্ম করে চার পাণ্ডব ভ্রাতা, কৃষ্ণ ও লোমশ ঋষি সহ পদব্রজে পর্বত আরোহণ আরম্ভ করলেন। ১৪১ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের উপদেশ আছে, তা গ্রাহ্য। ১৪২ অধ্যায়ে অনৈসর্গিক কথা আছে, সংশোধকগণ সেটি বাদ দিয়েছেন। ১৪৩-১৪৫ অধ্যায় হিমালয়ে যাত্রা বিবরণ গ্রাহ্য, ১৪৫ অধ্যায় শেষে আছে যে রাজদল বদরিকায় নরনারায়ণাশ্রমে পৌঁছে, সেখানে বিজ্ঞানের জ্ঞান কিছুদিন বাস করলেন। বলা বাছিয়া যে কোন অধ্যায় গ্রাহ্য হলে সংশোধিত পাঠ নিতে হবে।

১৪৬-১৫৬ অধ্যায়ে আছে দ্রোণদীর কথায় ভীম স্বগন্ধি সহস্রদল পক্ষের সম্মানে পর্বতের উপরে উঠতে লাগলেন, পথে হতমানের সঙ্গে ভীমের দেখা হ'ল ও নানা কথা হ'ল, পরে উপরে উঠে সহস্রদল পদযুক্ত সরোবর দেখে যক্ষ বক্ষ-রক্ষীদের নিষেধ না মেনে সরোবরে পদ আহরণ করতে চেষ্টা করলেন, রক্ষীগণ বাধা দিলে তাদের অনেককে বধ করলেন ; যুদ্ধ কোলাহলে আকৃষ্ট হয়ে যুধিষ্ঠির এসে ভীমের কাণ্ড দেখে বললেন, তুমি হঃসাহস করেছ, আমার প্রিয়কামী হলে এমন আর কোরো না। ইতিমধ্যে আরো বহু যক্ষ বক্ষ মেনা উপস্থিত হ'ল, যুধিষ্ঠির তাদের মিষ্ট কথা বলে শান্ত করলেন, জানলেন যে তারা কুবেরের অন্তচর ও পদ পুরুটি-কুবেরের। তারপরে তাঁরা নর-নারায়ণাশ্রমে ফিরে এলেন। যক্ষযুদ্ধ পর্বে, ১৫৮-১৬৪ অধ্যায়ে, অত্মরূপ কাহিনী আছে, যে পাণ্ডবগণ যখন আর্জিবেণের আশ্রমে ছিলেন, তখন বাতাসে উড়ে স্বগন্ধ পঞ্চবর্ণ ফুলরাশি সেখানে পড়ে, দ্রোণদী দেখে বলেন, পর্বত চূড়ায় উঠলে এই সুন্দর ফুলের বৃক্ষ এবং আরো সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাব। ভীম বললেন, প্রথমে আমি উঠে দেখি কোন বিপদ সম্ভাবনা আছে কিনা। উঠে কুবেরের প্রাসাদ ও প্রাসাদের সংলগ্ন উপবনে সেই ফুলের বৃক্ষ দেখলেন,

ভিতরে প্রবেশ করতে গেলে রক্ষীগণ বাধা দিল, ভীম বহু যক্ষ ও রাক্ষস রক্ষী বধ কবলেন, মণিমান্ন নামক এক কুবের সেনাপতিও নিহত হল। শব্দ শুনে যুধিষ্ঠিরা দি এলেন, ভীমের কৃত কর্ম দেখে বললেন, তুমি দুঃসাহস কবেছ, আমার প্রিয় চাইলে এমন কার্য আর করবে না। তারপরে কুবের এলেন, তার কাজে যুধিষ্ঠিরা দি প্রণত হলেন, কুবের যুধিষ্ঠিরা দির পরিচয় পেয়ে ভীমের অপরাধ ক্ষমা করলেন। অনেকটা একরকম কাহিনী দুবার বলা হয়েছে, দুবারই যুধিষ্ঠিরের অনুযোগ আছে “পুনর্যেব ন কর্তব্যং মম চেষ্টচ্ছসি শ্রিয়ম্।” যক্ষ যুদ্ধ পর্বের কথা পর্ব সংগ্রহে আছে, তীর্থযাত্রা কাহিনীর শেষভাগে কোন পরের কালের কবি সৌগন্ধিক পদ্য কাহিনী রচনা করে যোগ করে দিয়েছেন, তার মধ্যে হনুমান্ সহ সাক্ষাৎ ইত্যাদি অনৈসর্গিক কথা এনেছেন। অতএব যক্ষযুদ্ধ পর্ব মূল ধবে সৌগন্ধিক পদ্য কাহিনী—১৪৬-১৫৬ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হবে। ১৫৬ অধ্যায় সঙ্গে তীর্থযাত্রা অনুপর্ব শেষ, যদিও লোমশ ঋষি আরো কিছুকাল পাণ্ডবগণের সঙ্গে থাকলেন।

৭. বনপর্ব—জটাসুর বধ হতে আবণেয় অনুপর্ব

অষ্টম অনুপর্ব জটাসুর বধ একটি মাত্র অধ্যায়ে (১৫৭) বিবৃত। সংশোধিত পাঠ মতে গ্রাহ্য।

নবম অনুপর্ব যক্ষযুদ্ধ ১৫৮-১৬৪ অধ্যায়ে বিবৃত। তার মধ্যে ১৬৩ অধ্যায়, দোষ্য কর্তৃক লোকপালদের আবাস ও মেরু প্রদর্শন, বাদ হবে। বাকী ছয়টি অধ্যায় গ্রাহ্য।

দশম অনুপর্ব নিবাত কবচ যুদ্ধ—১৬৫-১৭৫ অধ্যায়ে বিবৃত। সংশোধকগণ পুরাতন অনুপর্ব বিভাগ অনুসরণ করে এটিকে যক্ষযুদ্ধ অনুপর্বের মধ্যে ১৬৪ অধ্যায় থেকে ১৭ ২০ শ্লোক বাদ দিবে সেটিকে ১৬৫ অধ্যায় সহ যুক্ত করেছেন। কিন্তু ১৬৫ অধ্যায়ে অর্জুনের মাতলি চালিত বিমানে আগমন বর্ণিত হয়েছে, সেখানে বিমানের অর্থাৎ আকাশযানের অস্তিত্ব সম্ভব না হওয়ায় তা গ্রাহ্য নয়, অর্জুন সার্থবাহ বা বণিকদের সঙ্গে গর্দভ বা অশ্বতর বা চমরী যুগেব পিঠে গিয়েছিলেন এসেছিলেন, সেই অনুমানই যুক্তিযুক্ত। ১৬৬ অধ্যায়ে অর্জুন আগমনের পরদিন বিমানে ইন্দ্রের আগমন কথা আছে, বলা হয়েছে যে ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন যে অর্জুন একাগ্রমনে শিক্ষা করে বহু অস্ত্র ও অস্ত্রচালনা কৌশল আয়ত্ত করেছে, তার ফলে তুমি পৃথিবী শাসন করতে পারবে, এংর তামরা কাম্যক বনে ফিরে যাও।

মধ্য এশিয়ার ইলাইভবর্ষের আর্য অধিপতি ইন্দ্র নামে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর বিমানে আগমন কথা গ্রাহ্য নয়, ১৬৬ অধ্যায় শেষে পাঠ মহিমা উক্ত হয়েছে, তাঁর অধ্যায়টির পরের কালের যোজনা সূচিত করে। তাঁর পাণ্ডবগণ আরো চার বৎসর গন্ধমাদনেই রইলেন। ১৬৫-১৬৬ অধ্যায় বাদ হবে, এবং ১৬৪ অধ্যায়ের ১৭-২০ শ্লোক মধ্যে ১৭, ২০ শ্লোক থাকবে, তাতে অনৈসর্গিকতা বাদ দিয়ে অর্জুনের পাঁচ বৎসর ধরে নানা অস্ত্রকৌশল শিখে গন্ধমাদন পর্বতে আগমনের কথা আছে। ১৬৭/১ শ্লোকের প্রথম পাদ “যথাগতংগতে শক্রে” স্থলে “তথা শক্রলোকাদেহা” বসতে পারে, বাকী গ্রাহ্য; ২-৭^১, ১০-২৬, ৩০-৩৩, ৩৯-৪০ গ্রাহ্য, তারপরে আছে যে কিরাত নেতা শিবের রূপধারণ করলেন ও বর দিলেন, তার পরিবর্তে কিরাত-রাজাই প্রসঙ্গ হয়ে উৎকৃষ্টতর ধনুর্বিদ্যার কৌশল দেখালেন, এইভাবে বাকীটা পরিবর্তিত হবে। ১৬৮ অধ্যায়ের প্রথম ভাগে লোকপালগণের আগমন ও অস্ত্রদানের কথা আছে, তা বাদ হবে, মাতুলি চালিত ইন্দ্র বিমানে ইন্দ্রলোকে গমনের কথা বাদ দিয়ে সার্থবাহ দলের সঙ্গে গমনের কথা বসাতে হবে। গ্রাহ্য ১৬৮/৫৪^২-৮৬, ১০৯/১-২২, ১১০, ১১২ অধ্যায়, ১১১ অধ্যায় বাদ, শুধু বর্ণনা বাহ্য। ১১২ অধ্যায় গ্রাহ্য, ১১৩ অধ্যায় বাদ—তাতে নিবাত কবচ-পুর ধ্বংস শেষ করে কালকজ ও পৌলোমজ দানবদের পুর আক্রমণের ও জয়ের কথা আছে, পাণ্ডপত অস্ত্রের ব্যবহারকথাও আছে। ইন্দ্র গুরুদক্ষিণা হিসাবে শুধু নিবাত কবচদের উচ্ছেদ চেয়েছিলেন, অতএব ১১৩ অধ্যায় বাদ হবে। আখ্যানপূরণের-অন্ত ১১৩/৬৭-৬৮^৩ মিলিয়ে “দেবরাজস্ত ভবনং কৃতকর্মাহমাগমম্”—তার পরে ৬৮^২, ৬৯^১, ৭০-৭৫ শ্লোক গ্রাহ্য। ১১৪/১-১১, ১৫-১৭ গ্রাহ্য, ১১৫/১ ৮ গ্রাহ্য, ২-২৫ স্থলে হবে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখে অর্জুনের স্মরণ হল যে অ প্রয়োজনে দিব্য অস্ত্র প্রয়োগ নিষেধ, তিনি সব দিব্য অস্ত্র সংবরণ করলেন এবং পৃথিবী স্থির হ’ল, তারপর পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ সহ স্থখে বাস করলেন। নারদের ও অন্ত্র দেবগণের এখানে আগমনের কথা বাদ হবে।

একাদশ অন্তর্পর্ব আজগর ১১৬—১৮১ অধ্যায়ে বিবৃত। ১১৬ অধ্যায় গ্রাহ্য, তাতে আছে যে অর্জুন স্নিগ্ধ আসবাব পরে পাণ্ডবগণ স্থখে আরো চার বৎসর গন্ধমাদন পর্বতে বাস করলেন, তাতে বনবাসের দশ বৎসর পূর্ণ হল; তারপরে তাঁরা গন্ধমাদন থেকে ফিরে চললেন, লোমশ ঋষি তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ১১৭ অধ্যায় গ্রাহ্য, তাতে আছে যে পাণ্ডবগণ পর্বত থেকে নেমে

এসে স্বৰাহ্ৰ ৰাজ্যৰ নিকট গচ্ছিত বধ ও অল্পচৰবৰ্গ নিয়ে বিশাখবুণ নামক একটি বনে এক বৎসৰ কাটালেন, সেখানে ভীম একদিন একটি অজগৰেৰ কবলে পড়েছিলেন, যুধিষ্ঠিৰ গিয়ে তাঁকে অজগৰেৰ কবলমুক্ত কৰেন। তাৰপৰি দ্বাদশবৰ্ষ তাঁৰা দ্বৈতবনে কাটাবেন স্থিৰ কৰে সেখানে গেলেন। ১৭৮-১৮১ অধ্যায়ে ভীমেৰ অজগৰকবলে পড়ার কথা ও উদ্ধাৰেৰ কথাকে অনৈসৰ্গিক ৰূপ দিয়ে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে, অজগৰটি শাপভ্ৰষ্ট নহব, যুধিষ্ঠিৰ তাৰ প্ৰশ্নগুলিৰ উত্তৰ দিলে ভীমেৰ মোচন ও নহবেৰ শাপমুক্তি হল, এইভাবে কাহিনীৰ ৰূপ দেওয়া হয়েছে। পৰেৰ কালৈৰ যোজনা হিসাবে ১৭৮-১৮১ অধ্যায় বাদ হবে।

দ্বাদশ অল্পপৰ্ব মাৰ্কণ্ডেয় সমাস্তা, তীৰ্থযাত্ৰা পৰ্বেৰ মত একটি বিস্তৃত অল্পপৰ্ব, ১৮২-২৩২ অধ্যায়ে বিবৃত। মাৰ্কণ্ডেয় সমাস্তা একখানি পুৰাণেৰ মত, সমাস্তা— অৰ্থাৎ পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণ এৎসঙ্গে বসে মাৰ্কণ্ডেয় কথা শুনুছেন। কথাগুলিৰ মধ্যে নাৰায়ণ কণী মৎস্ত ও মনুৰ কাহিনী, ধুন্ধুমার কাহিনী, কাৰ্ত্তিকেয়ৰ জন্ম কথা ও যুদ্ধে কাৰ্ত্তিকেয় কৰ্ত্তৃক তাৰকাসুৰ ও মহিষাসুৰ বধ বৃত্তান্ত, ধৰ্ম ব্যাধেৰ ধৰ্মউপদেশ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য, কিছু অৰ্বাচীন কাহিনীও আছে, সংশোধক মণ্ডলী এই অল্পপৰ্ব হতে আটটি অধ্যায়—১৯৬-১৯৮, ২০০ ও ২৩২ অধ্যায়—সম্পূৰ্ণ বাদ দিয়েছেন। কিন্তু সমগ্ৰ অল্পপৰ্বটাই পৰে যোজিত মনে হয়। ১৮২ অধ্যায়ে দ্বৈতবনে বৰ্ষাবৰ্ণন এবং পাণ্ডবগণেৰ বৰ্ষা শেষে দ্বৈতবন ছেড়ে কাম্যক বনে যাওয়ার কথা আছে। ১৮৩ অধ্যায়ে আছে যে পাণ্ডবগণ কাম্যকবনে এসেছেন জেনে কৃষ্ণ সত্যভামাকে নিয়ে সেখানে এলেন, অভিমত্যা ও দ্ৰৌপদী পুত্ৰগণেৰ কথা বললেন—দ্ৰৌপদী পুত্ৰগণ পাঞ্চাল ৰাজধানী থেকে অভিমত্যাৰ সঙ্গে দ্বারকায় থাকতে গিয়েছিল— তখন বহু সহস্ৰ বৰ্ষজীবি মাৰ্কণ্ডেয় মুনি সেখানে এলেন, তাঁকে যথায়ীতি অভ্যর্থনাৰ পৰে কৃষ্ণ তাঁকে পুৰাণ কথা শোনাতে বললেন এবং মাৰ্কণ্ডেয় কয়েকদিন ধৰে সাগ্নমাশেত পৰে বসে কাহিনী শোনালেন। কিন্তু পূৰ্বে ১৭৭ অধ্যায়ে আছে যে পাণ্ডবগণ দ্বাদশ বৰ্ষ দ্বৈত বনে কাটাবেন ঠিক কৰে সেখানে গেলেন। তাহলে বৰ্ষা শেষ হতে আবার কাম্যক বনে কেন যাবেন? ঘোষযাত্ৰা অল্পপৰ্ব ২৩৬ অধ্যায় হতে, তাৰ প্ৰথম শ্লোক হল যে দ্বৈতবনে পুণ্য সরোবৰ তীৰে বাস স্থাপন কৰে পাণ্ডবগণ কি কৰলেন? অৰ্থাৎ ঘোষযাত্ৰাৰ সময় পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে ছিলেন। তাঁৰা যে কাম্যক বন থেকে ফিৰে দ্বৈতবনে গেলেন, সেবথা মাৰ্কণ্ডেয় সমাস্তা পৰ্ব শেষে বা দ্ৰৌপদী সত্যভামা সংবাদ শেষে বলা হয় নাই। ঘটনাসমূহ কাল

পর্ষায় অনুসাবে বলা হয়েছে, কৃষ্ণ ও মার্কণ্ডেয় ঋষির কাব্যক বনে আগমনের পূর্বেই যে ঘোষণাজ্ঞার ঘটনা ঘটেছিল, তা বলা যায় না। অতএব বর্ষাশেষে পাণ্ডবগণের কাম্যক বনে আগমনের কথা, এবং সেখানে কৃষ্ণের ও মার্কণ্ডেয় ঋষির আগমন কথা পরে কল্পিত, ১৭৭ অধ্যায়ের পবেই ২৩৬ অধ্যায় বসবে, মধ্যে যেসব অধ্যায় আছে, শুধু মার্কণ্ডেয় সমাস্তা নয়, কিন্তু দ্রোপদী সত্যভামা সংবাদও পরের কালেব যোজনা হিসাবে বাদ হবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর “কৃষ্ণ চরিত্র” গ্রন্থে বলেছেন যে এই দুটি অনুপর্ব যোজিত; দ্রোপদী সত্যভামা সংবাদকে স্পষ্টতঃই প্রক্ষিপ্ত বলেছেন, মার্কণ্ডেয় সমাস্তা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করছেন যে সেটি প্রক্ষিপ্ত। তিনি শ্রমস্ক্রমক মণির কথা এবং সত্রাজিত কর্তৃক সত্যভামাকে কৃষ্ণের হস্তে অর্পন করার কথাও বিশ্বাস করেন নাই। এই কথাগুলি বিশ্বাসযোগ্য মনে করলেও মার্কণ্ডেয় সমাস্তা অনুপর্ব এবং দ্রোপদী সত্যভামা সংবাদ অনুপর্ব সম্বন্ধে মহাভারত কাহিনী আলোচনা করে দেখলে সেদুটি পরে যোজিত অনুমান ছাড়া উপায় নাই। বেক্রপ আত্মস্তিক পতিসেবার কথা দ্রোপদী সত্যভামা সংবাদে আছে, তা দ্রোপদীর কথা বলে মনে হয় না, এই অনুপর্ব ভারত কথার অঙ্গ বলে ধরা যায় না। অতএব শুধু মার্কণ্ডেয় সমাস্তা নয়, ২৩৩-২৩৫ অধ্যায়ে বিবৃত ত্রয়োদশ অনুপর্ব, দ্রোপদী সত্যভামা সংবাদও বাদ হবে।

চতুর্দশ অনুপর্ব ঘোষণাজ্ঞা ২৩৬-২৫৭ অধ্যায়ে বিবৃত। ধার্তরাষ্ট্রগণ ঐশ্বর্য়ের আড়ম্বর করে দ্বৈতবনের সরোবরের কাছে তাদের পটমগুণ করে সেখানে গোসঙ্ঘ গণনা উপলক্ষ করে গিয়ে পাণ্ডবগণের মনে দ্বৈধ ও ক্লেশের উদ্বেক করবেন, সেই উদ্বেগে জীগংগসহ গিয়ে সরোবরে স্নানের অধিকার নিয়ে গন্ধর্বদের সঙ্গে কলহ ও যুদ্ধ বাধালেন, চিত্রসেনের নেতৃত্বে গন্ধর্বসৈন্য কৌরব সৈন্যদের পরাজিত করে দুর্ধোধন ও তার ভ্রাতা ও জীগংগকে বেঁধে নিয়ে চললেন, কর্ণ যথাসাধ্য যুদ্ধ করে তাদের ঠেকাতে পাবলেন না। সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ভীম ও অর্জুন তাঁর যুদ্ধে গন্ধর্বদের পরাজিত করে দুর্ধোধন ও তার ভ্রাতা ও জীগংগকে উদ্ধার করে আনলেন। এটি মূল ভারত কথার অংশ এবং গ্রাহ্য। তবে দুর্ধোধনের প্রাণোপ বেষনের সংকল্প জেনে দানবগণ অভিচার ক্রিয়া করে কৃত্য উপলক্ষ করে তাকে দিয়ে দুর্ধোধনকে পাতালে নিয়ে যাওয়া ও সাহসনা দিয়ে জীবন রক্ষা করতে প্রচোদিত করার কথা অনৈসর্গিক হিসাবে বাদ হবে—বাদ ২৫১/২১২ হতে ২৪২/৩৭ শ্লোক। এই অনুপর্বেই দুর্ধোধনের বৈষ্ণব যজ্ঞ ক্রিয়ার বর্ণনা ও কর্ণের যজ্ঞের ক্ষয় বর্ণনা সংগ্রহার্থ দিগ্বিজয়ের কথা আছে, কর্ণের দিগ্বিজয় কথা সংশোধক মণ্ডলী

বাদ দিয়েছেন—অর্থাৎ ২৫৩/১৭ হতে ২৫৪ অধ্যায় সমগ্র বাদ দিয়েছেন, কিন্তু বৈষ্ণব যজ্ঞের কথা রেখেছেন। বৈষ্ণব যজ্ঞের কথা পর্ব সংগ্রহ নাই, অতএব তাও বাদ হবে, ২৫৩-২৫৭ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হবে। বৈষ্ণব যজ্ঞটি যুধিষ্ঠির রুত রাজসূয় যজ্ঞের উত্তর হিসাবে করার কথা আছে, তা রাজসূয় যজ্ঞের প্রায় বারো বৎসর পাবে কেন করা হবে?

পঞ্চদশ অনুপর্ব যুগস্থপোত্তর পর্ব ১৭টি শ্লোক যুক্ত একটিমাত্র অধ্যায়ে (২১৮) সমাপ্ত। যুধিষ্ঠির যেন স্বপ্নে যুগদেব আবেদন শুনুছেন, আপনারা দৈতবন ছেড়ে অস্ত্র বনে যান, না হলে এখানে যুগের বংশ লোপ পাবে, স্বপ্নের কথা বলে যুধিষ্ঠির সকলকে কাম্যক বনে নিয়ে গেলেন। কবির কাম্যক বনের প্রতি বেশী টান, বার বার দৈতবন থেকে পাণ্ডবদের কাম্যক বনে নিয়ে যান। পাণ্ডবগণ বিবেচনা করে দ্বাদশ বর্ষ দৈতবনে থাকা সাব্যস্ত করেছিলেন। ব্যাসের কথায় ত্রয়োদশ মাস পরেই তাঁরা দৈতবন ছেড়ে কাম্যক বনে গেলেন, তার পরে কাম্যক বনে, তীর্থে ও হিমালয়ে পাণ্ডবদের প্রায় দশ বৎসর কেটে গেল, তারপরে তাঁরা বনবাসের দ্বাদশ বৎসরটি দৈতবনে কাটাবেন স্থির কবলেন, সেখানে কষেক মাসের মধ্যেই কেন যুগদেব বংশ লোপ সম্ভাবনা হবে। অতএব এই অনুপর্ব বাদ দেওয়া সঙ্গত।

ষোড়শ অনুপর্ব ২৫৯-২৬১ অধ্যায়ে বিরত ব্রীহির্দ্রোনিক পর্ব। বলা হয়েছে যে বনবাসের চুখে যুধিষ্ঠির দীনমনা হয়ে চিন্তা করছেন, তখন ব্যাস ঋষি উপস্থিত হলেন ও তাঁকে বললেন, পৃথিবীতে একটানা স্থখ বা দুঃখ কখনও হয় না; সত্য, তপস্যা, দান ইত্যাদিতে সর্বদা শুভফল পাওয়া যায়; তারপরে ব্যাস উৎসবুদ্ভিধারী মৃদুগল নামক ব্রাহ্মণের কাহিনী শোনালেন, ধান কাটা হলে ক্ষেত্রে যে সব ধান পড়ে থাকে, ব্রাহ্মণ পক্ষকাল ধরে তা কুড়িয়ে এনে একটি দ্রোণ বা কলসে রাখতেন, তারপরে দর্শ বা পৌর্ণমাস যজ্ঞ (অমাবস্যা বা পূর্ণিমা তিথিতে করণীয় যজ্ঞ) করে সেই কলসে সঞ্চিত ধানের চাল দিয়ে সমস্ত পরিবারের ভোজন হ'ত, এই ভাবে পরিবারে দুই সপ্তাহ পরে পরে এক একদিন পুরো খাওয়া হ'ত; দুর্বাসা ঋষি কয়েকবার পর পর দর্শ-পৌর্ণমাস উপলক্ষে এসে সব চালের ভাত খেয়ে বা নষ্ট করে যাওয়া সত্ত্বেও মৃদুগলের কোন বিকার বা ক্রোধ হ'ল না; তিনি ক্রমে স্বর্গের মোহও ত্যাগ করে মোক্ষলাভ করলেন। এইরূপ কাহিনীর কোন সার্থকতা নাই, উৎসবুদ্ভি ব্রাহ্মণের জীবন ব্রতের মত ব্রত

কারও অবলম্বনীয় হতে পারে না। উপাখ্যান হিসাবেও অন্তর্পর্বটি বাদ হবে। বনবাসের প্রায় শেষকালে যুধিষ্ঠিরেরও দীনমনা হবার কারণ নাই।

সপ্তদশ অন্তর্পর্বে ২৬২-২৭১ অধ্যায়—অন্তর্পর্বের নাম দ্রৌপদী হরণ। পাণ্ডবগণ শিকারে গেলে জয়দ্রথ অন্তর্পর্ব পাণ্ডব-কুটিরের নিকট দিয়ে যাওয়া কালে, দ্রৌপদীকে আশ্রমে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে রথে উঠিয়ে নিয়ে যায়, ভীম-অর্জুন অন্তর্সংগ করে গিয়ে জয়দ্রথকে বেঁধে নিয়ে আসেন। ২৬২-২৬৩ অধ্যায়ে দ্রৌপদীর নৈশ ভোজন শেষের পরে দুর্বাসার সশিষ্ট আগমন, এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করে দ্রৌপদীর বিপদ হতে উদ্ধার বর্ণিত। এ দুটি অধ্যায় অনৈসর্গিকতা হেতু বর্জনীয়। সংশোধকমণ্ডলীও এ দুটি অধ্যায় বাদ দিয়েছেন। ২৬৪-২৭১ অধ্যায় গ্রাহ্য।

অষ্টাদশ অন্তর্পর্ব জয়দ্রথ-বিমোক্ষণ ২৭২ অধ্যায়ে কথিত—জয়দ্রথকে ভীম অর্জুন বন্দী করে আনলে যুধিষ্ঠির তাকে মুক্ত ভৎসনা করে মুক্তি দিলেন। এই অধ্যায়ের ২৯২ শ্লোক হতে ৮০ শ্লোক পর্যন্ত সংশোধকগণ বাদ দিয়েছেন। ২৭২-২৯২ শ্লোকে কথিত গঙ্গাদ্বারে জয়দ্রথ শিবের উদ্দেশ্যে তপস্বী করে বর পেলেন যে যুদ্ধে অর্জুন ছাড়া অন্য পাণ্ডবদের তিনি যুদ্ধে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন। শিবের উদ্দেশ্যে তপস্বী করে বর পাওয়ার পরিবর্তে বলা যায় যে জয়দ্রথ গঙ্গাদ্বারে কোন বিশিষ্ট অস্ত্রশুর নিকট গিয়ে কিছুকাল ধরে অভ্যাস করে এতটা উৎকর্ষ লাভ করলেন যার ফলে তিনি যুদ্ধে অর্জুন ছাড়া অন্য পাণ্ডবদের ঠেকিয়ে রাখতে সমর্থ হলেন।

উনবিংশ অন্তর্পর্ব ২৭৩ ২৯২ অধ্যায়ে বিবৃত রামোপাখ্যান, উপাখ্যান হিসাবে বাদ হবে; মহাভারতে যোজনা কালে রামায়ণ-কথায় ক্রিপা ছিল তা এই উপাখ্যান থেকে জানা যায়। কিন্তু তা পরিশিষ্টে স্থান পাবে, মূল ভাষ্যতথ্য মধ্যে নয়।

বিংশ অন্তর্পর্ব ২৯৩ ২৯৯ অধ্যায়ে বিবৃত পতিব্রতা-মাহাত্ম্য বা সাবিত্রী উপাখ্যান। সুন্দর উপাখ্যানটি মহাভারতে যোজিত হওয়ায় রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু তা মূল ভাবতথ্যের অংশ নয়।

একবিংশ অন্তর্পর্ব ৩০০ ৩১০ অধ্যায়ে বিবৃত কুণ্ডলাহরণ (কুণ্ডল-আহরণ) অন্তর্পর্ব। এটিতে কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত, কুণ্ডল ও কবচ সহ জন্মের কথা, কর্ণের দানবতের স্বযোগ নিয়ে ইন্দ্র কর্তৃক কর্ণের সহজাত অভেদ কবচ ও কর্ণকুণ্ডল নিয়ে তার পরিবর্তে একটি এক পুরুষস্বাতী শক্তি বা ক্ষেপণাস্ত্র দানের কথা আছে। এটি যে বনপর্বের মধ্যে যোজনা, তা স্পষ্ট; কর্ণের কথা যুধিষ্ঠিরের কোন প্রার্থনের উত্তরে দেওয়া হয় নাই, কিংবা পাণ্ডবগণের বনবাসকালের ঘটনা বর্ণনা করতে বলা হয়

জনমেজয় ভারতকথা শ্রবণকালে প্রশ্ন করছেন, যুধিষ্ঠিরের নিকট লোমশ ঋষি যে বলেছিলেন, ইন্দ্র বলেছেন তোমার কর্ণ সম্বন্ধে যে ভয় আছে, তা আমি দূর করে দেব, সে ভয়ের কারণ কি এবং কি ভাবে দূর করা হ'ল ? তাব উত্তরে বৈশম্পায়ন কর্ণের জন্ম থেকে আরম্ভ করে ইন্দ্রের কবচ ও কুণ্ডলের পরিবর্তে একপুরুষঘাতী শক্তি দানের কথা বললেন। লোমশ ঋষির সেই উক্তি আছে ১১/২৩১-২৪২ পংক্তিতে, তা এই নির্বাচন কালে বাদ দেওয়া হয়েছে। লোমশ ঋষি যে ইন্দ্রলোকে গিয়ে সেখানে অর্জুনকে দেখেছিলেন, তা আছে ৪৭ অধ্যায়ে, সেটিও এই নির্বাচনের ফলে বাদ হয়েছে, এবং তাতে ইন্দ্রের এমন কথা নাই যে যুধিষ্ঠিরকে বলবে যে কর্ণ সম্বন্ধে তার যে ভয়, তাই কারণ আমি দূর করে দেব। এই অসঙ্গতি হেতুও অনুপর্বটি বর্জনীয়। কুণ্ডল ও কবচ পরিহিত ভাবে জন্মও অসম্ভব, দেবরাজ ইন্দ্রের আগমন কথা ও কবচকুণ্ডল দান হিসাবে গ্রহণের কথাও অনৈসর্গিক। দেবরাজ ইন্দ্র এবং ইলারূত বর্ষের আর্ষরাজা ইন্দ্র এক নয়।

দ্বাবিংশ অনুপর্ব ৩১১-৩১৫ অধ্যায়ে কথিত আরণ্যেব পর্ব। এই পর্বে আছে যে ধর্ম যুগের কপে এক ব্রাহ্মণের অরণিকার্ঠ হরণ করলেন, অরণির সন্ধানে গিয়ে তৃণার্ঠ হয়ে দ্বৈতবনের সরোবরে ডল যক্ষের আদেশ উপেক্ষা করে স্পর্শ করার ফলে একে একে সহদেব, নকুল, অর্জুন ও ভীম প্রাণ হারালেন, যুধিষ্ঠির এসে যক্ষরূপী ধর্মের সব প্রশ্নের উত্তর দিখে তাকে সন্তুষ্ট করলেন, কলে ধর্ম পাণ্ডব হাতা চতুষ্টয়কে পুনর্জীবিত করলেন ও ব্রাহ্মণের অরণি ফিবিয়া দিলেন। উপাখ্যান অতিপ্রাকৃত, তাই অনুপর্বের অধিকাংশ বাদ হবে। গ্রাহ্য শুধু ৩১১।১, ৩২, ৪ পরে দ্বৈতবনে তাদের বনবাসেব দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হ'ল, এরূপ একটি শ্লোক বসবে (যথা 'এবং পুণো দ্বৈতবনে নিবসন্তো দ্বিজৈঃ সহ। নিস্তিতিক্রুর্নবরাস্তে পূর্ণান্ দ্বাদশবৎসরান্ ॥')। তারপরে ৩১৫।১২-৮, ২৩-৩১ শ্লোক গ্রাহ্য। বাকী সব বাদ হবে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে ২৭৩।১ শ্লোক এবং ৩১১।১ শ্লোক প্রায় অবিকল এক; তার থেকেও অনুমান করা যায় যে জয়দ্রথ বিমোক্ষণ অনুপর্বের পরে রামোপাখ্যান, পতিব্রতা মাহাত্ম্য ও কুণ্ডলাহরণ পরে যোজিত; জয়দ্রথ বিমোক্ষণের পরে আরণ্যেব পর্ব পড়লে অর্থাৎ ৩১১ অধ্যায় থেকে আরম্ভ করলে কোন ছেদ পড়ে না। ৩১৩ অধ্যায়ে যক্ষরূপী ধর্মের প্রশ্ন ও যুধিষ্ঠিরের উত্তরসমূহ হৃৎস্মিতাবলীষ মধ্যে স্থান পেয়েছে, তবে তা অনৈসর্গিক বলে ভারত কথার অন্তর্গত নয়। সংশোধকগণ তার মধ্যেও অনেক প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পেয়েছেন।

৮. বিরাট পর্ব

প্রথম অল্পপর্ব পাণ্ডব প্রবেশ (প্রমাণ সংস্করণে) বা নগর প্রবেশ (সংশোধিত সংস্করণে) প্রমাণ সংস্করণে ১-২ অধ্যায়ে বিবৃত, তার মধ্যে ৬ নং অধ্যায়ে বর্ণিত দুর্গাস্তব সংশোধিত সংস্করণে বাদ হয়েছে। ১ অধ্যায়ের ৩, ৪ শ্লোক সংশোধকগণ বাদ দিয়েছেন, ৫ ৬ শ্লোকও বাদ হবে, কারণ বনপর্বে ধর্মরত্নরূপে ও যক্ষরূপে আগমনের কথা বাদ দেওয়া হয়েছে ও সেই কারণে ১০, ১৫ শ্লোকও বাদ হবে। ২ অধ্যায়ে অর্জুন কিতাবে অজ্ঞাতবাসে থাকবেন সেই প্রশ্ন করতে যুধিষ্ঠির দীর্ঘ প্রশস্তি করেছেন, ভীমকে যেমন এক শ্লোকে সেই প্রশ্ন করা হয়েছিল, অর্জুনকেও তাই করা সঙ্গত, তাই ১১-২৪ শ্লোক বাদ দিয়ে একটি শ্লোক বসবে, যথা “গাণ্ডীবধন্বা বীতংস্থঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধন্বতাম্। স হুম্ কিংকর্ম কোন্তেষ কবিশ্চাসি ধনঞ্জয় ॥” (১২ ও ১৯ শ্লোক মিলিয়ে)। ৩ অধ্যায়ে (নকুল, সহদেব ও দ্রোণদীকে প্রশ্ন) সংশোধিত পাঠ গ্রাহ্য। ৪ অধ্যায়ে পুরোহিত ধৌম্যের দীর্ঘ উপদেশ আছে রাজার গৃহে গিয়ে পরিচারকরূপে অজ্ঞাতবাস করতে হলে কিতাবে আচরণ করতে হবে, সে উপদেশ অবাস্তব মনে হয়, অতএব ৬ ৫৪ শ্লোক বাদ হবে, অবশিষ্ট শ্লোকের সংশোধিত পাঠ নিতে হবে। অবশিষ্ট অধ্যায় সমূহ সংশোধিত পাঠযুক্তভাবে গৃহীত হবে।

দ্বিতীয় অল্পপর্ব সময় পালন ১৩-১৭ অধ্যায়ে বিবৃত, সেটি সংশোধিত পাঠ মত গৃহীত হবে।

তৃতীয় অল্পপর্বে কীচক বধ ১৪-২৪ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। ১৪ অধ্যায় (কীচকের কৃষ্ণাকে আমন্ত্রণ ও কৃষ্ণার উত্তর) থেকে সংশোধকগণ অনেক শ্লোক বাদ দিয়েছেন, সংশোধিত পাঠ গৃহীত হবে। কৃষ্ণার সূর্য উপাসনা করে এক অদৃষ্ট রাক্ষস বক্ষী পাণ্ডবের কথা ১৫, ১৬ অধ্যায়ে আছে, তা অনৈসর্গিক, তা ছাড়া সেই বক্ষীর দ্বারা বিশেষ কোন কাজ হয় নাই, অতএব ১৫।১৯, ২০ ও ১৬।১১।১৭।১২ বাদ হবে; ১৬ অধ্যায় হতে সংশোধকগণ আরো কিছু শ্লোক বাদ দিয়েছেন, সংশোধিত পাঠ নেওয়া হবে। ১৭ ২০ অধ্যায়ে কৃষ্ণার ভীমের নিকট গিয়ে বিপদের কথা বলে বক্ষী প্রার্থনা সংশোধিত পাঠমত গ্রাহ্য। ২১ অধ্যায় ভীমের সাস্ত্রনাবাণী ও কৃষ্ণার বিলাপ সংশোধিত সংক্ষেপিত পাঠ গ্রাহ্য। ২২ অধ্যায়, কীচক বধের উপায় স্থির ও কীচক বধ, সংশোধিত পাঠ গ্রাহ্য;

বেশ কিছু শ্লোক সংশোধকগণ বাদ দিবেছেন। ২৩-২৪ অধ্যায় কীচকের দেহ সংকার ও উপকীচক বধ, সংশোধিত পাঠ গ্রাহ্য।

চতুর্থ অম্বুপর্ব—গোহরণ ও যুদ্ধ বর্ণনা—২৫-৬২ অধ্যায় নিয়ে। ২৫-২৭ অধ্যায় গ্রাহ্য—অজ্ঞাতবাসে পাণ্ডবদের সন্ধান না পেয়ে চরণগণের নিবেদন, দুর্ধোধন কর্ণ ভ্রাসনের আরো সন্ধানের আদেশ। ২৮ অধ্যায়ে ভীষ্ম ও ২৯ অধ্যায়ে কৃপের উক্তি, কিভাবে সন্ধান করতে হবে সেই বিষয়ে—এই দুটি অধ্যায় বাদ যেতে পারে, কারণ তার পরেই দেখা যায় যে ত্রিগর্তরাজ্য কীচকবধের সংবাদ দিয়ে বিরাটরাজ্য আক্রমণ করে গোলুঠন প্রস্তাব করে, এবং সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়, পরে আর চরণকৃত সন্ধানের কথা নাই, অতএব ভীষ্ম ও কৃপের কথা অনাবশ্যক। ৩০ অধ্যায়ে ত্রিগর্ত রাজ সুশর্মার প্রস্তাব, গ্রাহ্য। ৩১ অধ্যায়ে সুশর্মা কর্তৃক দক্ষিণ গোশালাসমূহ আক্রান্ত হলে বিরাট রাজের যুদ্ধোত্তোগ, ৩২ অধ্যায়ে বিরাট রাজ ও সুশর্মার যুদ্ধ বর্ণন। সংশোধকগণ ৫-৬টি করে শ্লোক বাদ দিবেছেন, সংশোধিত পাঠ নেওয়া যায়। ৩৩ অধ্যায় বিরাট রাজের বন্দী হওয়ার কথা ও ভীষ্ম কর্তৃক তীক্ষ্ণ যুদ্ধে বিরাট রাজকে মৃত্যু করে সুশর্মাকে বন্দী করার কথা, তারপরে তাকে মুক্তি দিয়ে ৩৪ অধ্যায় বিরাট রাজার জয় ঘোষণা—এই দুটি অধ্যায় যুক্ত করে সংশোধকগণ যুদ্ধ বর্ণনা অনেক সংক্ষেপ করেছেন, ৮০ থেকে ৩০টি শ্লোক বাদ হয়েছে। সংশোধিত পাঠ গ্রাহ্য। ৩৫ অধ্যায়ে উত্তর গোশালা বন্দীদের নিবেদন—কৌরব সৈন্য কর্তৃক গোগন্ধ্য অধিকৃত হয়েছে। ৩৬ অধ্যায়ে বৃহল্লাকে (অর্জুনকে) উত্তর নামক রাজকুমারের সাবধ্যে নিয়ে গের প্রস্তাব, ৩৭ অধ্যায়ে বৃহল্লাকে সারথি করে উত্তরের যুদ্ধার্থ গমন। ৩৮ অধ্যায়ে বিরাট কৌরব বাহিনী দেখে উত্তরের ভয় এবং বৃহল্লার আশ্বাসন। এই অধ্যায়গুলি সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য। ৩৯ অধ্যায়ে শমীবৃক্ষ অভিযুগে গমন করলে উত্তরের রথে ক্লীববেশধারী সারথিতে দেখে কৌরব বীরদের জল্লাস সারথি অর্জুন কিনা, কিছু বাদ হবে, গ্রাহ্য ১৩, ২-১২ ১৪-১৭ শ্লোক। ৪০-৪৩ অধ্যায়গুলি একত্রিত করে কিছু বাদ দিয়ে সংশোধকগণ একটি অধ্যায়ে পরিণত করেছেন, এই অধ্যায়গুলিতে অর্জুনের নির্দেশে শমীবৃক্ষ হতে উত্তরেব অস্ত্র আহরণ, অস্ত্রগুলির পরিচয় দান; সংশোধিত পাঠমত গ্রাহ্য। ৪৪-৪৬ শ্লোকে উত্তর বলে যে শমীবৃক্ষে একটি শব বাঁধা আছে শুনেছি, মৃতশরীর স্পর্শে অস্ত্রটি হব। উত্তরে অর্জুন বলেন (৪৫।৪) যে বৃক্ষে আমাদের ধনুক ইত্যাদি আছে, মৃতশরীর বৃক্ষে

বাঁধা নাই। পর্বটির ৫।৩১ শ্লোক থেকে মনে হয় যে শমীবৃক্ষটিতে একটি মৃতের শরীর বাঁধা হয়েছিল, ৪।১৪ শ্লোকের উক্তি ঠিক হলে ৫।৩১-৩৪^১ শ্লোক কিছু পরিবর্তন করে নিতে হবে, যাতে বোঝায় যে অস্ত্রশস্ত্রাদি একসঙ্গে শরীরাকাব করে সাজিয়ে নিয়ে বাঁধা হ'ল, এবং পাণ্ডবগণ বলে গেলেন যে এখানে এক মৃতের শরীর বাঁধা হয়েছে, যাতে কেহ সেখানে না যায়। ৪৪-৪৬ অধ্যায়ে অর্জুন নিজের ও যুধিষ্ঠিরাদির পরিচয় দিলেন, নিজের দশটি নামের অর্থ বললেন, তারপরে নিজের অস্ত্রশস্ত্র তুলে নিয়ে শমীবৃক্ষ প্রদক্ষিণ করে উত্তরের সিংহ-লাহিত ধ্বজপতাকা খুলে ফেলে নিজের বানর লক্ষণ ধ্বজ পতাকা রথে উড্ডীন করলেন, তারপর কৌরবদের দিকে অগ্রসর হলেন। ৪৬।৪-৫ শ্লোকে কিছু অনৈসর্গিক কথা আছে, যে অর্জুন মনে মনে অগ্নিদেবের অহুগ্রহ চাইলেন, তার ফলে আকাশ থেকে তাঁর বানরলাহিত ধ্বজ পতাকা যেমন ভূতাদিষ্ঠিত থাকতো, সেভাবে ভূতাদিষ্ঠিত হয়ে রথে লেগে গেল। এই দুটি শ্লোক বাদ হবে; অর্জুনের নিজস্ব ধ্বজ পতাকাও সম্ভবতঃ শমীবৃক্ষের নিকটে কোথায়ও রক্ষিত ছিল, সেখান থেকে নেওয়া হল।

৪৭ অধ্যায়ে দুর্যোধনের প্রশ্ন, তিনি বললেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে যদি অর্জুন এসে থাকে, তাহলে ভালই, অজ্ঞাতবাসকাল মধ্যে পাণ্ডবগণের প্রকাশ হলে তাদের আবার দ্বাদশ বৎসরের জন্ত বনে যেতে হবে, তবে অজ্ঞাতবাসকাল শেষ হয়েছে কিনা তা ভীষ্ম হিসাব করে বলতে পারবেন। তার উত্তর ভীষ্ম ৫২ অধ্যায়ে দিয়েছেন, মধ্যে যে কর্ণের দস্ত প্রকাশ, কৃপ অশ্বখামার কর্ণকে নিন্দা ও অর্জুনের বীরত্বকে প্রশংসা, অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ না করে ফিরে যাওয়াই ইঙ্গিত করা, ইত্যাদি পরে যোজিত মনে হয়। অতএব ৪৭/১-১৯ গ্রাহ্য, ২০-৩০ শ্লোক বাদ হবে, ৪৮ (কর্ণের কথা), ৪৯ কৃপের কথা), ৫০ (অশ্বখামার কথা), ৫১ (ভীষ্মের ও দুর্যোধনের চেষ্টা বিবাদ খামিষে দিতে)—এই অধ্যায়গুলি বাদ হবে। ৫২-৫৪ অধ্যায় (যুদ্ধারম্ভ ও কর্ণের আহত হয়ে পশ্চাতে গমন) সংশোধিত পাঠে গ্রাহ্য, ৫৫ অধ্যায় থেকে সংশোধনগণ বহু শ্লোক বাদ দিয়েছেন, সংশোধিত পাঠ গ্রাহ্য। ৫৬ অধ্যায়ে দেবগণের বিমানে যুদ্ধ দর্শন কামনার আগমন ও যুদ্ধক্ষেত্রের উর্দ্ধে স্থিতি, অনৈসর্গিক হিসাবে বাদ হবে। ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১ অধ্যায়ে যুদ্ধ বর্ণনা—সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য। ৬২, ৬৩ অধ্যায়ে সঙ্কুল যুদ্ধ বর্ণিত, বিরাট রাজ পক্ষে অর্জুন তিন কোন রথী ছিলেন না, যদিও কিছু সাধারণ নৈশ ও অস্ত্রভার পূর্ণ শকট থাকা

শস্ত্রব, উত্তর গোত্রহ যুদ্ধ এক একজন কোরব রথী সহ অর্জুনের যুদ্ধ, অতএব ৬২-৬৩ অধ্যায় বাদ হবে। মহাভারতে সর্বত্র যুদ্ধবর্ণনার আতিশয্য আছে, পরের কবির যোজনা অনেক আছে। ৬৪-৬৬ অধ্যায়ে অর্জুনের সামগ্রিক জয় ও কোরবদের অপমান বর্ণিত, ৬৭-৬৯ অধ্যায়ে উত্তর গোত্রহ যুদ্ধে জয়ঘোষণা ও বিরাট রাজের নিকট পাণ্ডবগণের পরিচয়দান বর্ণিত হয়েছে। সংশোধিত পাঠমত গ্রাহ্য।

৭১-৭২ অধ্যায়ে বৈবাহিক অনুপর্ব, তাতে অভিমত্যা উত্তরার বিবাহ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। সংশোধিত পাঠমত গ্রাহ্য।

৯. উদ্ধোগ পর্ব : সেনোদ্ধোগ হতে যানসন্ধি অনুপর্ব

উদ্ধোগ পর্বে প্রমাণ সংকল্পে দশটি অনুপর্ব। প্রথমটি সেনোদ্ধোগ, সেনা-সংগ্রহের উদ্ধোগ—উনিশটি অধ্যায়ে বিবৃত। ১৬ অধ্যায়ে কৃষ্ণের নেতৃত্বে পরামর্শ-সভার বিবরণ, পরামর্শে স্থির হল যে দুর্ধোধন পাণ্ডবদের অর্করাজ্য, অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য, অত্যাচারের সর্বমত শাস্তিতে প্রত্যর্পণ করবে কিনা, দূত পাঠিয়ে তা প্রথমে-জানতে হবে, অপরাজ বল্লভ যে তাঁর সঙ্গে তাঁর দৌত্যকার্যে অভিজ্ঞ পুণ্ড্রোহিত আছে, তাকে উপদেশ দিয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে, কিন্তু ইতিমধ্যে সৈন্যসংগ্রহ-করাও প্রয়োজন। এই অধ্যায়গুলিতে স্বাভাবিকভাবে সব কথা আছে, তা গ্রাহ্য। ৭ অধ্যায়ে দুর্ধোধনের ও অর্জুনের এককালে দ্বারকায় গিয়ে কৃষ্ণকে স্বপক্ষে যোগ দিতে অনুরোধ; অধ্যায়ান একক কৃষ্ণকে অর্জুনের গ্রহণ এবং কৃষ্ণের শিক্ত নারায়ণী সেনাবাহিনী দুর্ধোধন কর্তৃক গ্রহণ বর্ণিত আছে। এই অধ্যায় সংক্ষেপে কিছু বিধা আছে, কারণ বলরাম পরে বলেছেন যে তিনি কৃষ্ণকে বলেছিলেন—তাই পক্ষের সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক আছে, অতএব তুমি পক্ষকেই সাহায্য দাও, কিন্তু কৃষ্ণ তা না শুনে শুধু পাণ্ডবদের সাহায্য দিচ্ছেন (১৫৭/২৮-৩২)। ভারত মণ্ডপে আছে, কৃষ্ণ দুর্ধোধনকে বললেন, পূর্বে আমি অর্জুনকে দেখেছি, তাকেই বেছে নিতে হবে, একদিকে অযোদ্ধা আমি, আর একদিকে বৃষ্ণিদের অকৌহিনী ঘেলা; অর্জুন কৃষ্ণকে-বরণ করে নিলেন, দুর্ধোধন রত্নবর্মাধিকৃত এক অকৌহিনী বৃষ্ণিমনা পোষে

মনে করল, আমিই জিতেছি।^১ তা হলে ৭।১৮ শ্লোকে কৃষ্ণ কথিত “গোপানামবুদ্ধিঃ মহৎ নারায়ণাঃ ইতিখ্যাতাঃ” এবং ৭।৩২ শ্লোকে কথিত কৃতবর্মার এক অক্ষৌহিনী সেনা একই সেনাবাহিনী, দুর্ধোধন দ্বারকা থেকে দুটি সেনাদল পান নাই। ৭।১৮-ও ৭।৩২ শ্লোক যুক্ত করে - নিতে হবে। ৮ অধ্যায়ে আছে দুর্ধোধন কর্তৃক সনৈস্ত মদ্ররাজ শল্যের আগমনকালে তাব বিশ্রাম ও ভোজনের ব্যবস্থা করে দিয়ে কৌশলে শল্যকে স্বপক্ষে নেবার কথা, ও পরে শল্য যুদ্ধিষ্ঠির কথা; এই অধ্যায় হতে সংশোধন-সঙুলী ৩১, ৪২, ১০, ১৫, ১৬^২, ২০, ২৩, ৩৪-৩৮, ৪১^২, ৪২^২ শ্লোক বাদ দিয়েছেন, তার উপর আরো বাদ হবে ৪২^২, ৪৩^২-৪৫^২, ৪৬, কারণ শল্য কর্ণের সারথি হবে তা এইসময় অনুমান করা সম্ভব নয়; ৪৩^২ এর পরে এসবে ১৮/২৩^২, দুই শ্লোকার্দ্ধ মিলে হবে—“কর্ণাজুর্নাত্যাং সংগ্রাস্তে দ্বৈরথে রাজসন্তয়। তত্র তেজোবধঃ কার্যঃ কর্ণাজুর্নসংস্তবঃ॥” অর্থাৎ কর্ণাজুর্নের দ্বৈরথ যুদ্ধ যখন হবে, তখন অজুর্নের গুণগান কবে কর্ণের তেজোহানি—ভয় উৎপাদন করবে। ৯।৫০-৫৪ শ্লোক বাদ হবে, তা বৃত্ত ইন্দ্র নহব উপাখ্যানের সূচনা। ৯-১৮ অধ্যায়ে উপাখ্যানটি বর্ণিত, তা বাদ হবে, শুধু ১৮।২১, ২৫ শ্লোক ৯ অধ্যায় শেষে যুক্ত হবে, শল্য যুদ্ধিষ্ঠির কথা-সমাপ্তি হুচক। ১৯ অধ্যায়ে দুই পক্ষে বীর ও সেনাসংগ্রহ বিবরণ গ্রাহ।

দ্বিতীয় অন্তর্পর্ব সঞ্জয়বান, ২০-৩২ অধ্যায়ে বিবৃত। ২০ অধ্যায়ে ক্রপদ-পুরোহিতের দৌত্যকালে ভাষণের বিবৃতি গ্রাহ। ২১ অধ্যায়ে আছে যে ধৃতরাষ্ট্র পুরোহিতকে বিশ্রাম নিষে ফিরে যেতে ব'লে জানিয়ে দিলেন যে তিনি নিজ দূতমুখে উত্তর পাঠাবেন, এটি গ্রাহ। ২২ অধ্যায়ে সঞ্জয়ের প্রতি বার্তা। সঙ্ঘে ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশ। ২৩ অধ্যায়ে সঞ্জয়ের প্রতি যুদ্ধিষ্ঠিরের কুশল প্রশ্ন। ২৪ অধ্যায়ে সঞ্জয়ের উত্তর। ২৫ অধ্যায়ে আছে যুদ্ধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের বার্তা নিবেদন, ২৬ অধ্যায়ে যুদ্ধিষ্ঠিরের উত্তর, ২৭ অধ্যায়ে সঞ্জয় কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের বার্তা স্পষ্টতরভাবে কথন, ২৮ অধ্যায়ে যুদ্ধিষ্ঠিরের উত্তর ও কৃষ্ণের মত জিজ্ঞাসা, ২৯ অধ্যায়ে কৃষ্ণের উক্তি, তার মধ্যে যুদ্ধিষ্ঠিরের কর্তব্য এবং ধৃতরাষ্ট্রের বার্তার উত্তর সঙ্ঘে ইঙ্গিত। ৩০-৩১ অধ্যায়ে যুদ্ধিষ্ঠির কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের বার্তার উত্তর জ্ঞাপন।

১। “পূর্ব সন্দর্শনাং কিন্তু পার্থ এব বুণোতি মাম্। অক্ষৌহিনী চ বৃক্ষীণাং অযোদ্ধা চান্মি ভূপতে। মত্তমানোহধিকং ভাগং বৃক্ষিসেনাঃ স্বষোধনঃ। কৃতবর্ম-মুদৈর্ভুগ্তাং তমাদাষ বকখিনীম্॥”—ভারত-মঞ্জরী, ৩৪০ ৩৪১ পৃ

এই অধ্যায়গুলিতে প্রায় সব ভাষণই অনাবশ্যক রূপে দীর্ঘ। বিশেষতঃ যুধিষ্ঠিরের ভাষণ। ২৩ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের ভাষণ—এই অধ্যায়ে ১-১৪ শ্লোক গ্রাহ্য, ১৫-২৮ বাদ হবে। ৩০ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের কথা থেকে অবাস্তব হিসাবে ৭-৪৬ শ্লোক বাদ হবে, গ্রাহ্য ৩০/১-৬ এবং ৪৯-৪৯। বাকী অধ্যায়গুলিতে কিছু কিছু অনাবশ্যক কথা থাকার সত্ত্বেও তা গ্রহণ করা যায়। ৩৯ অধ্যায়েও যুধিষ্ঠিরের কথা, তাঁর কৌরবদের প্রতি বার্তা। পঞ্চগ্রামের কথা পরে যোজিত, তাই এই অধ্যায়ের ১৮২-২০২ শ্লোক বাদ হবে, বাকী শ্লোক গ্রাহ্য। ৩২ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হবে, এটির কথা প্রথম খণ্ডের ১৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে।

৩৩-৪০ অধ্যায়ে কথিত তৃতীয় অনুপর্ব প্রজাগর পর্ব, রাজি জাগরণ করে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে ডেকে তার নিকট নীতি কথা শুনছেন। ৪১-৪৬ অধ্যায়ে কথিত চতুর্থ অনুপর্ব, সনৎসুজাত পর্ব, বিদুর নীতিকথা বলে ধর্ম ও অধ্যাত্মতত্ত্ব বলতে সনৎসুজাত ঋষিকে ডেকে দিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের ধর্ম ও নীতিজ্ঞান যথেষ্ট ছিল, কিন্তু ঋষি ও ধর্মের পথে চলবার মত মনের দৃঢ়তা ছিল না, বিশেষ করে তাঁর পুত্র দুর্বোধনের ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য জানলেও বাধা দিতে পারতেন না। তাঁর পক্ষে নীতি ও ধর্মতত্ত্ব শোনা অবাস্তব। এই ভাবে মহাত্মারতকার, ভারতকথা রচনার বহুকাল পরে, সাধারণের শোনা ও জানার জন্য নীতি ও ধর্মতত্ত্ব যোজনা করেছেন। এ দুটিতে মূল্যবান ধর্ম ও নীতি কথিত আছে, সংশোধিত রূপে পরিশিষ্টে, বা পৃথক গ্রন্থে স্থান পাবে। তবে তা মূল ভারতবর্ষের অংশ নয়, তাই দুটি অনুপর্বই সম্পূর্ণ বাদ হবে।

পঞ্চম অনুপর্ব যানসন্ধি ৪৭-৭১ অধ্যায়ে বিবৃত। এই অনুপর্বে সঞ্জয়ের মাধ্যমে প্রেরিত বার্তার পাণ্ডবগণের উত্তর সঞ্জয় কৌরব সভায় নিবেদন করছেন, তার পরে তাই নিয়ে কৌরবদের আলোচনা আছে। ৪৭ অধ্যায়ে সঞ্জয়ের কৌরব সভায় আগমন, ২-১৭ শ্লোক গ্রাহ্য, ১ শ্লোকে বিদুর ও সনৎসুজাতের নীতি ও ধর্মকথার উল্লেখ থাকায় তা বাদ হবে। ৪৮ অধ্যায়ে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের বার্তার পাণ্ডবগণ যে উত্তর দিয়েছেন, তা নিবেদন করছেন। সঞ্জয়যান অনুপর্বে আছে উত্তর বাসুদেব ও যুধিষ্ঠির দিলেন, কিন্তু ৪৮ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের ও কৃষ্ণের মত মনে তাঁদের অনুমতিমত উত্তর দিয়েছেন। কোন কবি বোধহয় নতুনত্ব আনতে এই ভাবে উত্তর সন্নিবেশিত করেছেন, তা মূল ভারতকথায় ছিল না, তবে পাণ্ডবদের উত্তর কিছু উগ্রভাবে হলেও সঠিক বলা হয়েছে; ৬৭/৮৮ শ্লোক বাদ হবে, তাতে কৃষ্ণের অলৌকিক কীর্তি বর্ণিত হয়েছে, ৯৮-১০৮

শ্লোকও বাদ হবে, জ্যোতিষীর ও দিব্যঅস্ত্রের কথা থাকায়, বাকীটা গ্রাহ্য। ৪৯ অধ্যায়ে ভীষ্মের মুখে অর্জুনের অলৌকিক মহিমা কীর্তন ও কর্ণের নিন্দা অনৈসর্গিক কথা থাকায় বাদ হবে। ৫০ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় কর্তৃক পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধের জ্ঞাত আগত বীরগণের নাম ও শৌর্য বর্ণনা, ১-৯, ১৫-৪০ শ্লোক গ্রাহ্য, ১০-১৪ শ্লোকে সঞ্জয়ের অকস্মাৎ মূর্ছা প্রাপ্তির ও কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য লাভের কথা অবাস্তব হিসাবে বাদ হবে। ৫১ অধ্যায়ে ভীষ্মের বীর্ষ স্মরণ ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ, বাহুল্য হেতু ১৯-৬১ শ্লোক বাদ হবে, ১-১৮ গ্রাহ্য। ৫২ অধ্যায়ে অর্জুনের অস্ত্রচাতুর্ষ্য স্মরণ করে ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ, এটির ১-১৮ শ্লোক গ্রাহ্য, ১৯-২০ বাদ হবে। ৫৩ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রের অন্য পাণ্ডবপক্ষীয় দ্বন্দ্বীদের বিক্রমেয় উল্লেখ, সম্পূর্ণ গ্রাহ্য। ৫৪ অধ্যায়ে সঞ্জয়ের উক্তি, ধৃতরাষ্ট্রের দোষ ও পাণ্ডবদের প্রতি অজ্ঞার অচরণের উল্লেখ কবে—তা বাদ হবে, অন্তবালে যদিও সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে সৎপথে আনবার উদ্দেশ্যে তা বলতে পারেন, কিন্তু প্রকাণ্ড রাজসভায় তা যুক্তিযুক্ত নয়। ৫৫ অধ্যায়ে দুর্ধোধনেব আশ্বাসবাণী ও জয়ের আশা প্রকাশ গ্রাহ্য, তবে ৩০ শ্লোক বাদ হবে, কারণ পঞ্চগ্রাম প্রার্থনার কথা সঞ্জয় তাঁর প্রতিবেদনে বলেন নাই, এবং ৬৯ শ্লোক বাদ হবে, তা ৫৬ অধ্যায়ের সূচনা, ৫৬ অধ্যায়ে সঞ্জয় অর্জুনের দিব্য অস্ত্র অভ্যাসের কথা বলছেন এবং অর্জুন ও অন্য পাণ্ডবগণের রথের অশ্ব ও ধ্বজার বর্ণনা দিচ্ছেন, তা অবাস্তব। ৫৭ অধ্যায় ১-২৫ শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নে সঞ্জয় পাণ্ডবপক্ষের সমাগত বীরদের নাম ও বীর্ষ বর্ণনা দেন, তা পুনরুক্তি হিসাবে বাদ হবে, ৫০ অধ্যায়ে তা বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে আরো আছে যে পাণ্ডবগণ মন্তব্য করেছেন কে কোন কোঁরববীরকে বধ করবেন, সে মন্তব্যের কথা সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত। ৫৭/২৬-৪২ শ্লোক গ্রাহ্য, তাতে ধৃতরাষ্ট্রের পরাজয় আশঙ্কায় বিলাপ এবং দুর্ধোধনের উত্তর আছে, তবে ৪৩-৬২ শ্লোক বাদ হবে, তাতে ধৃতরাষ্ট্রের পুনঃবিলাপ এবং তাঁর প্রশ্নে সঞ্জয় কর্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্নাদি পাঞ্চাল বীরের উৎসাহ বর্ণনা, তার কোন আভাস সঞ্জয়খানে নাই। ৫৮/১-২৮ গ্রাহ্য, ধৃতরাষ্ট্র পুনঃ পরাজয় আশঙ্কায় বিলাপ করছেন ও দুর্ধোধনকে পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য ফিরিয়ে দিতে বলছেন, দুর্ধোধন অস্বীকার করছেন। ৫৮/২৯ শ্লোক বাদ হবে, তা স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত, ৫৯ অধ্যায়ের সূচনা। ৫৯/১ শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্র আবার প্রশ্ন করছেন, বাহুদেব ও অর্জুন কি বলেছেন—যেন সঞ্জয়ের পূর্ব প্রতিবেদন শোনেন নাই। তার উত্তরে সঞ্জয় একটি নূতন গল্প বললেন, যে তিনি পাণ্ডবদের অন্তঃপুরে গিয়ে বাহুদেব ও অর্জুনকে

মুণ্ডপানে উত্তেজিত ও রক্তচক্ষু অবস্থায় দ্রোণদী ও সত্যভামা সহ আগুন দেখেন, বাহুদেব বললেন যে তুমি গিয়ে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে অভিবাদন জানিয়ে বলবে যে কোঁরবদের মহৎ ভয় উপস্থিত হয়েছে, আমি যখন সহায়, তখন অর্জুন সহজেই সমস্ত কোঁরব বীরদের শেষ করতে পারবে ; তা শুনে অর্জুনও ভয়ানক সব কথা বললেন। ৬১ অধ্যায়ে দুর্যোধন তার প্রতিবাদ করলেন, যেমন ৫৭ অধ্যায়ে আছে। ৬২ অধ্যায়ে দুর্যোধনের সমর্থনে কর্ণের কথা আছে, তার উত্তরে ভীষ্মের কথা আছে কর্ণের বীষ অর্জুনের বীর্ষের তুলনায় কিছু নয়। ইন্দ্রব্রহ্মশক্তির কথা, অর্থাৎ অনৈসর্গিকতাও আছে। ৬৩ অধ্যায়ে দুর্যোধনের উত্তর, অনেকটা ৫৭/৩৬-৪২ শ্লোকের পুনরাবৃত্তি। তারপরে বিহুর উপদেশ, শান্তির পথ শ্রেষ্ঠ ও অবলম্বনীয় বলে, ৬৪ অধ্যায়েও বিহুর কথা, তিনি জ্ঞাতিবিরোধের কুফল বোঝাতে দুটি শকুন ও ব্যাধের উপাখ্যান শোনানেন—জালে বদ্ধ দুটি শকুন একসঙ্গে জাল সহ উড়ে গেল, কিন্তু নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে প.ড গেল ও ব্যাধের হস্তগত হল। ধৃতরাষ্ট্র পুনঃ অর্জুনের পরাক্রমের কথা এবং ভীষ্মদ্রোণের দুইশক্কে সমান স্নেহের কথা বলে দুর্যোধনকে ধর্মের পথে যেতে বলছেন, অর্থাৎ ৫৯ অধ্যায়ের কথা টানলেন—মধ্যে ছয়টি অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত সন্দেহ নাই। বক্রিয়ঙ্গ তাঁর কৃষ্ণবস্ত্রে বসেছেন, ৫৯ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত, ৬০-৬৬ অধ্যায় প্রক্ষিপ্তের উপর প্রক্ষিপ্ত। সমগ্র অনুপর্ব মন দিয়ে পাঠ করলে সেই সিদ্ধান্তই করতে হয়।

এই অনুপর্বে অবশিষ্ট পাঁচটি অধ্যায়ও অবাস্তব এবং প্রক্ষিপ্ত। ৬৭ অধ্যায়ে আছে যে দুর্যোধন চূপ কবে রইলেন, ধৃতরাষ্ট্রের আবেদনে কোন সাড়া দিলেন না ; সত্য উপস্থিত রাজত্ব ও সত্যগণ সত্যগৃহ ছেড়ে চলে গেল। তখন ধৃতরাষ্ট্র সজ্জকে প্রসন্ন করলেন, পাণ্ডব ও কোঁরবদের বল তুলনা করে তোমার কি মনে হয় ? সজ্জ বললেন, গান্ধারী ও ব্যাসকে ডাকুন, তাদের সামনে বলব। বিহুর ব্যাস ও গান্ধারীকে নিয়ে এলেন, ৬৮ অধ্যায়ে সজ্জ তার মত বললেন, অর্জুন ও বাহুদেব সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মবিদ ; বাহুদেব সমস্ত জগত শাসন করেন ; সত্য, ধর্ম, হ্রী, স্বজুতা তাঁর ভূষণ, কৃষ্ণ যেখানে সেখানেই জয়। ৬৯ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র বগছেন, বাহুদেব মর্ত জগতেব ঈশ্বর, তা তুমি কেমন করে জানুলে ? সজ্জ বললেন, ভক্তি দিয়ে। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে বললেন, তুমিও বাহুদেবের শরণ লও। দুর্যোধন বললেন, বাহুদেব অর্জুনের পক্ষে গেছেন, আমি কেন তার শরণ নেব ? অধ্যায়ের শেষে ব্যাস কতৃক কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন আছে। ৭০-৭১ অধ্যায়ে সজ্জ কৃষ্ণের বিবিধ নামের অর্থ

বললেন, তাঁর মহিমা যথা বললেন, শুনে ধৃত্য ষ্ট্র মনে মনে কৃষ্ণের শরণ নিঃসৃত
তাকে প্রণাম জানালেন। এই পাঁচটি অধ্যায় যে পরের যোজনা তা স্পষ্ট বোঝা
যায়। কৃষ্ণ যখন দূত বশে হস্তিনাপুরে যান, তখন ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহারে মনে হয় না
যে তিনি কৃষ্ণকে দশকেব দৃষ্টব মনে করেন। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীতে
কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অপভ্রংশ রূপে পূজা-আরাধনা করা আরম্ভ হয়, মনে হয় যে সেই
সময় এই তথ্যগুলি মহাভারতে যোজিত হয়েছে। এই পঞ্চ অধ্যায় মূল
ভারতকথার অংশ নয়।

১০. উদ্যোগপর্ব : ভগবদ্দয়ান হতে অম্মা উপাখ্যান অনুপর্ব

বর্ষ অষ্টপর্ব ভগবদ্দয়ান ৭২-১৫০ অধ্যায়ে বিবৃত ; তার মধ্যে ২৬ যোজনা বা
প্রশিষ্ট আছে। ৭২ অধ্যায়ে পাই যে কৃষ্ণ নিজে দূত হয়ে কুরুসভায় যাবেন,
পাণ্ডবগণের প্রাপ্য রাজ্য অধিকার ত্যাগ না করে শাস্তিস্থাপনের চেষ্টা করবেন।
তার মধ্যে ১৪-১৭ শ্লোক বাদ হবে—তাতে আছে যে যুধিষ্ঠির বলাছেন যে তিনি
পাঁচটি মাত্র গ্রাম পেলেই সন্ধি করতে ইচ্ছুক ছিলেন, দুর্য়োধন তাও দিতে
চায় না। সেকথা যুধিষ্ঠির কি করে বলবেন, তখনো তো কোঁরবদেব উত্তর
আসে নাই, পাণ্ডবদের প্রস্তাব নিয়ে সঙ্কল্প সত্ত্ব বিদায় নিয়েছেন। কোন কবি
পঞ্চগ্রামের কথা যেখানে হোক ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছেন। অবশিষ্ট শ্লোক গ্রাহ্য।
৭৩-৮১ তথ্যায় যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নবুল, সহদেবের সঙ্গে আলোচনা,
কি ভাবে কি প্রস্তাব কোঁরবগণের নিকট করতে হবে সেই সম্বন্ধে, তার মধ্যে
সহদেবই যুদ্ধের পক্ষে পরিস্কার ভাবে মত দিলেন, সত্যাকি তাকে সমর্থন করলেন।
এই তথ্যগুলি গ্রাহ্য। ৮২ অধ্যায়ে দ্রৌপদীর কথা, তিনি ভীম অর্জুনের
নতি স্বীকার করেও সন্ধি করার বথার নিন্দা করলেন, বললেন যে যুদ্ধ না হলে
তিনি যে ভাবে অপমানিত হয়েছেন, তার শোধ হবে কেমন করে? ৮২।৭-৯
শ্লোক বাদ হবে, তাতে দ্রৌপদী বলছেন যে যুধিষ্ঠির পাঁচটি গ্রাম পেলেই সন্ধি
করতে চেয়েছিলেন, তাও দুর্য়োধন দেয় নাই। দ্রৌপদী বললেন সম্পূর্ণ ইন্দ্রপ্রস্থ
রাজ্য সমস্রানে ফিরিয়ে দিলেই শুধু সন্ধি করা উচিত। ২১ শ্লোকে দ্রৌপদীর
বিশেষণ—বেদি মধ্যাৎ সমুৎখতা, বাদ দিয় অত্র কোন বিশেষণ বসবে। ২৬-২৮
শ্লোক বাদ হবে বিপন্ন হয়ে, দ্রৌপদী কৃষ্ণের নিকট মনে মনে ব্রহ্মা প্রার্থনা।

করেছিলেন, সে কথা। দ্রোণদী বনপৰ্বে ১২ অধ্যায়ে যখন কৃষ্ণের সঙ্গে কথা হয়, তখন বলেন নাই, তাই এটি প্রক্ষিপ্ত সন্দেহ নাই। ৮৩ অধ্যায়ে কৃষ্ণের যাত্রারন্ত বর্ণিত, তাব থেকে ২৭-২৯ শ্লোক বাদ হবে, কারণ বসিষ্ঠ, বামদেব, বায়্মাক, ভৃগু ইত্যাদি বহু পূর্বকালেব ব্রহ্মর্ষি এবং নারদাদি দেবর্ষির কৃষ্ণকে যাত্রাকালে শুভেচ্ছা জানাতে আসার কথা অনৈসর্গিক। ৩৪-৩৬ শ্লোক বাদ হবে, কারণ তাতে কৃষ্ণকে শ্রীবৎস-লক্ষণ বিষ্ণু বলা হয়েছে; ৬০-৭২ শ্লোকে পুনরায় পথে কৃষ্ণের সঙ্গে সেই সব ব্রহ্মর্ষি-দেবর্ষির সাক্ষাতের কথা, কুরুসভার পুনরায় দেখা হবে বলা, বাদ হবে। ৮৪ অধ্যায়ে কৃষ্ণের প্রথম দিনের যাত্রা ও বৃক্‌হল গ্রামে বিশ্রামের কথা আছে, ৩৩-১৪ শ্লোক বাদ হবে, তাতে যাত্রাকালে শুভ-অশুভ লক্ষণ বর্ণিত আছে। বাকী গ্রাহ্য। ৮৫ অধ্যায়ে কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে আসবার জন্ত যাত্রা আরম্ভ করেছেন তা চরমুখে জেনে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর অভ্যর্থনার জন্ত আয়োজন করতে বললেন, দুর্গোধন তা করালেন, ৬-৮ শ্লোকে কৃষ্ণকে “ভূতানাং ঈশ্বরঃ” ইত্যাদি বলায় তা বাদ হবে, বাকী গ্রাহ্য। ৮৬ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণকে নানা প্রকার মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে সম্বোধন করার প্রস্তাব করেন, ৩-৪ শ্লোক বাদ হবে, বাকী গ্রাহ্য। ৮৭ অধ্যায়ে বিহ্বরের উক্তি, যে এসব উপঢৌকন দিয়ে কৃষ্ণকে তার উদ্দেশ্যচ্যুত করতে পারবেন না, তাকে সাধারণ ভাবে পাণ্ডু ইত্যাদি দিয়ে অভ্যর্থনা করে তিনি যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় আসছেন, সেই পথ অবলম্বন করুন; গ্রাহ্য, শুধু ৮-৯ শ্লোক বাদ হবে—তাতে পঞ্চগ্রামের কথার উল্লেখ আছে। ৮৮ অধ্যায়ে দুর্গোধনের উক্তি—তার কৃষ্ণকে বন্দী করবার ইচ্ছা জ্ঞাপন ও ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের ভৎসনা, গ্রাহ্য। ৮৯ অধ্যায়ে কৃষ্ণের হস্তিনাপুরে আগমন, প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদে নিম্নে অভিবাচন কুপল প্রভাদি বিনিময় করে বিজয়ের গৃহে গমন—গ্রাহ্য। ৯০ অধ্যায়ে বিহ্বর গৃহে কৃষ্ণকে কুস্তীর সাক্ষাত ও কুস্তীর দীর্ঘ বিলাপ ও প্রশংসা, এবং কৃষ্ণের সান্ত্বনা দান বর্ণিত, কুস্তীর বিলাপ কিছু আতিপথ্য হেতু বাদ হবে, গ্রাহ্য ১-৫২, ৯০-১০২ শ্লোক। ৯১ অধ্যায়ে কৃষ্ণের সেদিনই সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুর্গোধনের গৃহে গমন, সাযমাশের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান, বিহ্বরের গৃহে কিবলে ভীষ্ম, দ্রোণ ইত্যাদি এসে কৃষ্ণের তাঁর জন্ত প্রস্তুত সর্ব প্রয়োজনীয় সম্ভারযুক্ত গৃহে গিয়ে অবস্থানের আমন্ত্রণ, কৃষ্ণের নবিনয়ে প্রত্যাখ্যান—সম্পূর্ণ গ্রাহ্য। ৯২ অধ্যায়ে সাযমাশের পরে বিহ্বরের কথা, দুর্গোধনের পাকাবলম্বী বহু বীর দ্রাক্ষত বৃন্দেব জন্ত সমবেত, তারা কৃষ্ণের শাস্তির নোঁতাত্রে

বাণী কাণে না ভুলে কৃষ্ণকে নিগ্রহ করতে পারে, এইভাবে কৃষ্ণের কোববসভার যাওয়ার বিপদ হতে পারে। ২৩ অধ্যায় কৃষ্ণের উত্তর, তিনি নিষ্ঠেকে রক্ষা করতে সমর্থ, এবং মহাশয়কারী যুদ্ধের জয় সমবেত ক্ষত্রিয়গণকে তিনি যদি ধ্বংস হতে রক্ষা করতে পারেন, তবে সেটা মহৎ কীর্তি হবে; এয়াস নিষ্ফল হলেও চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। এই দুই অধ্যায় সম্পূর্ণ গ্রাহ্য।

২৪ অধ্যায়ে কৃষ্ণের কুরুসভায় গমন ও ২৫ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রকে লজ্য করে দুই পক্ষেব মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যুক্তিপূর্ণ প্রাণবন্ত বক্তৃতার বিবরণ আছে। ২৪ অধ্যায় থেকে ১০-১১ শ্লোক বাদ হবে (ব্রাহ্মণদের দানের কথা) এবং ৪১-৪৬ শ্লোক (নারদ, জামদগ্ন্য, কব্ব প্রভৃতি দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষিদের আকাশপথে সভায় আগমন ও উপবেশন) বাদ হবে। ব্রাহ্মণকে দানের কথা এবং বহুপূর্বে মৃত ঋষিগণের উপস্থিতির কথা দিয়ে যে ভারত কথার, কৃষ্ণের কথার মহিমান্বিত করা হয়, তা বোধ হয় পরের কালের কবি ও লিপিকারদের ধারণার মধ্যে ছিল না। ২৬ অধ্যায়ে জামদগ্ন্য বা পরশুরাম কথিত দস্তোন্ডব উপাখ্যান—দস্তোন্ডব নামক এক চক্রবর্তী সম্রাট সর্বত্র জয়লাভ করে নয় নারায়ণ ঋষিদিগকে গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে যুদ্ধে আহ্বান করে সহজে পরাজিত হন; নয় ও নারায়ণ এখন অজুঁন ও কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত, দুর্ধোধনের কর্তব্য তাদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ের দুরাশা না করে সন্ধি করা। ২৭-১০৫ অধ্যায়ে কব্ব ঋষি মাতলির জামাতা অশ্বেষণ উপাখ্যান বললেন, হুমুখ নামক নাগকে মাতলি জামাতা রূপে নির্বাচন করলে ইন্দ্র বিষ্ণুর সঙ্গে কথা বলে তাকে অমরত্ব দিলেন; তাতে গরুড় ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্র ও বিষ্ণুর প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করায় বিষ্ণু নিজের বাম বাহু গরুড়ের স্বক্ষে স্থাপন করে তাকে অবশ করে দিয়ে দেখালেন যে গরুড়ের শক্তি তাঁর কাছ থেকেই এসেছে; উপাখ্যান শেষ করে কব্ব বললেন যে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ বিষ্ণু, এবং ভীম ও অজুঁনের বল বায়ু ও ইন্দ্রের সমান, তাদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ের আশা ত্যাগ করে দুর্ধোধনের কর্তব্য সন্ধি করা। ১০৬-১১৩ অধ্যায়ে নারদ গালবের দক্ষিণাদানের উপাখ্যান শোনালেন, ঋষি বিশ্বামিত্রকে কি গুরুদক্ষিণা দেবেন তা গালব প্রশ্ন করলে বিশ্বামিত্র প্রথমে বললেন যে তিনি গালবের সেবার তুষ্ট আছেন, কোন দক্ষিণা দিতে হবে না। গালব তবু বার বার কি দক্ষিণা দেব প্রশ্ন করলে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষিণারূপে চাইলেন আটশত চন্দ্রধবল শ্রামকর্ণ অশ্ব; গালব যথ্যতি রাজার কাছে গিয়ে সেইরূপ অশ্ব প্রার্থনা করলে যথ্যতি বললেন,

আমার কাছে ওকপ অশ্ব নাঈ, তবে মাধবী নামী শুভ লক্ষণা বস্ত্রা আছে, সে চারটি লোক বিক্রিত পুত্রের জন্য দেবে, তাকে দান হিসাবে নিতে পারেন, যে রাজাদের নিকট এইরূপ অশ্ব আছে, তাদের এক একজনের কাছে থেকে অশ্বগুলি শুদ্ধ হিসাবে নিয়ে তার কাছে মাধবীকে দেবেন, সে পুত্রের জন্ম দিলে আবার তাকে নিয়ে যাবেন ; গুরুড়ের উপদেশমত গালব মাধবীকে যথাক্রমে অযোধ্যার রাজা হর্ষ, কানীশ রাজা দিবোদাস এবং ভোজরাজ উশীনরের কাছে দিয়ে দুইশত করে চন্দ্রধন শ্যামকর্ণ অশ্ব শুদ্ধ হিসাবে নিয়ে ছয় শত অশ্ব সংগ্রহ করলেন, মাধবী তাদের ঔবসে যথাক্রমে বহুমনা, প্রতর্দন ও শিবিকে জন্ম দিল, আর কোন রাজার কাছে সেই জাতীয় অশ্ব না থাকায় গুরুড়ের পরামর্শে গালব ছয়শত অশ্ব ও মাধবীকে বিশ্বামিত্রের কাছে উপস্থিত করে দিয়ে বললেন, মাধবীর গর্ভে আর একটি বিক্রিত পুত্র জন্মাবে, তার শুদ্ধ দুইশত চন্দ্রধন শ্যামকর্ণ অশ্ব, মাধবীর গর্ভে আপনি পুত্র উৎপাদন করে সেই শুদ্ধ দিয়েছেন ও তা আবার আমার দেয় দক্ষিণা হিসাবে পেয়েছেন ধরে নিতে পারেন, বিশ্বামিত্র তাতে সন্মত হয়ে মাধবীর গর্ভে অষ্টক নামক পুত্র উৎপাদন করেন; পরে অভিমান হেতু রাজা যযাতির সর্গ হতে পতন হলে মাধবীর গর্ভে জাত পুত্র চতুর্দশ তাদের পুণ্যের ভাগ যযাতিকে দিয়ে তাকে আবার স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করে। এই উপাখ্যান বলে নারদ ত্রুর্ধোধনকে বললেন, অভিমান হেতু যযাতির পতন হয়েছিল, তুমিও অভিমানের বশীভূত হয়েছ, তা ত্যাগ করে সন্ধি করলে তোমারামঙ্গল হবে। বলা বাহুল্য, ত্রুর্ধোধন এই তিনজনের মধ্যে কোনো কথার বর্ণপাত করেন নাই। এই স্বর্ষদের আগমন শুধু অতিপ্রাকৃত নয়, নিষ্ফলও বটে। স্বর্গ হতে পুরা-কালের ঋষিগণ ইচ্ছামত মর্ত্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারেন ও করতে আসেন তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ১৫ অধ্যায়ে যে কৃষ্ণের সুন্দর যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় সর্ষির প্রস্তাব, ১৬-১২৩ তথ্যে বিবৃত অবাস্তব কাহিনী সমুদয় তার মূল্য বহুল পরিমাণে নষ্ট করেছে। ১২৪ অধ্যায়ে আছে যে ধৃতরাষ্ট্র প্রথম শ্লোকে নারদের বথার উল্লেখ করলেন, পরশুরাম ও কথের কোন উল্লেখ করলেন না, তারপর রথকে বললেন যে তিনি রাজ্যের তার ত্রুর্ধোধনের হস্তে ছেড়ে দিয়েছেন, চরম সিদ্ধান্ত তার হাতে, তাকে বলুন। স্পষ্টই বোঝা যায় যে ১৬-১২৩ অধ্যায় পরে যোজিত হয়েছে, তা বাদ হবে, ১২৪/১ শ্লোকও বাদ হবে। ১২৪ অধ্যায়েই ত্রুর্ধোধনের প্রতি কৃষ্ণের ভাষণ আছে, তার থেকে -৫৩, ৫৫১ শ্লোক বাদ হবে।

১২৫ অধ্যায়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিহর দুর্যোধনকে কৃষ্ণের কথামত কাঙ্ক্ষ করিতে বললেন, ধৃতরাষ্ট্র ও বললেন, তা গ্রাহ্য, শুধু ১৬^১ পংক্তি বাদ হবে। ১২৬ অধ্যায়ে ভীষ্ম দ্রোণের যুক্তভাবে কথা, তাঁরা ১২৫ অধ্যায়েই তাঁদের মত বাক্ত করেছেন, পুনরায় কিছু বলার প্রয়োজন নাই। অতএব ১২৬ অধ্যায় বাদ হবে। ১২৭ অধ্যায়ে কৃষ্ণের প্রতি দুর্যোধনের উত্তর, ২২ শ্লোকের পরে দুই পংক্তি বাদ হবে, অস্পষ্টতার জন্য, বাকী গ্রাহ্য। ১২৮ অধ্যায়ে আছে কৃষ্ণের পুনঃ দুর্যোধনের প্রতি ভাষণ ও তুঃশাসনের কথা, দুর্যোধনের গৃহ হতে প্রস্থান, ভীষ্মের উক্তি যে দুর্যোধন রাজ্যাভিমানী, ধর্মপথ ছেড়ে সংঘর্ষের পথ নিচ্ছে। কৃষ্ণ তখন কুরুবৃদ্ধদের দোষ দেখিয়ে দিলেন, দুর্যোধন অধর্ম করতে উত্ত, কুরুকুলকে ধ্বংসের পথে নিতে উত্তত হেনে কেন নিবারণ করেন না। অধ্যায়টি সম্পূর্ণ গ্রাহ্য। ১২৯ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে গান্ধারীকে রাজসভায় আনয়ন ও দুর্যোধনকে প্রত্যানয়ন করা হ'ল, গান্ধারী দুর্যোধনকে পাণ্ডবগণের অর্ধরাজ্য ছেড়ে দিতে বললেন, এই অধ্যায়ের ২৩-৩৪ শ্লোক বাদ দেওয়া যায়, তত্ত্বস্থার বাড়াবাড়ি আছে, বাকীটা স্বাভাবিক ও গ্রাহ্য। ১৩০-১৩১ অধ্যায়ে আছে সে দুর্যোধনাদি কৃষ্ণকে বন্দী করতে মন্ত্রনা করছে বুঝতে পেরে সাত্যকি এসে জানায়, কৃষ্ণ বলেন তা যদি চেষ্টা কর তবে আমিই দুর্যোধনকে বন্দী কবে নিয়ে যুদ্ধিষ্ঠিরের কাছে দেব। এই দুইটি অধ্যায়ে বহু অনৈসর্গিক কথা আছে, যথা কৃষ্ণের বিখরূপ প্রদর্শন, কৃষ্ণকে কিছু বেশে বিহুরের উল্লেখ, সে সব বাদ দিতে হবে। গ্রাহ্য ১৩০/১-১৬, ১৭ শ্লোকে প্রথম পাদ, ২৩ শ্লোকের দ্বিতীয় পাদ হতে ৩৯ ; ১৩১/২৮-৪১। ১৩২ অধ্যায়ে বিহর-গৃহে কুন্তী সহ কৃষ্ণের কথা বিবৃত, গ্রাহ্য ১-৭ (তার মধ্যে ২ শ্লোকের তৃতীয় পাদে “অবিভি শৈব চ ময়া” স্থলে “যুদ্ধ বাবণায় ময়া” বা আর কিছু হবে)। ২১-৩৪। ১৩৩-১৩৬ অধ্যায়ে কুন্তী কথিত বিহুরা উপাখ্যান, ১৩৬ অধ্যায় শেষে ঐতিহ্য হতে পরের কালের যোজনা অনুমান করা যায়, এগুলি বাদ হবে। ১৩৭ অধ্যায়ে কুন্তীর পুত্রগণকে দেয় উপদেশ, যেখানে কৃষ্ণের হস্তিনাপুর হতে প্রত্যাবর্তনের কথা আছে, গ্রাহ্য, কেবল ৩৬^১ পংক্তি বাদ হবে। ১৩৮-১৩৯ অধ্যায় বাদ হবে, কারণ বিহর গৃহে ফিরে কৃষ্ণ ও কুন্তীর মধ্যে কি কথা হ'ল, তা ভীষ্ম দ্রোণের জানবার কথা নয়, তা নিয়ে দুর্যোধনকে কোন কথা বলা সম্ভব নয়। ১৪০-১৪৩ অধ্যায় কৃষ্ণ ও কর্ণের মধ্যে কথোপকথনের বিবরণ, কৃষ্ণ রথে কর্ণকে উঠিয়ে নিয়ে তাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি কুন্তীর প্রথমজ কিন্তু কানীন পুত্র,

জানিয়ে তাকে পাণ্ডবপক্ষ আনতে বলেন, কর্ণ সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। গ্রাহ্য ১৪০ অধ্যায় সম্পূর্ণ; ১৪১/১-২৩, ৫৭, ১৪২/১, ২, ১৬-২০. ১৪৩/১-৭, ৪৬-৫২। ১৪৪ অধ্যায়—কর্ণ কুন্তী সংবাদের সূচনা, ১৪৫-১৪৬ অর্ণ-কুন্তী সংবাদ—পর্বসংগ্রহে এই বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই, অধ্যায়গুলির ভাষাও ভিন্ন প্রকার মনে হয়। এই তিন অধ্যায় বাদ হবে। ১৪৭-৫০ অধ্যায়ে কৃষ্ণ উপদ্রবো ফিরে এসে যুধিষ্ঠিরাদিকে তাঁর দৌত্যের বিবরণ ও ফল জানালেন। ১৫৭/১, ২ শ্লোকে সংক্ষেপে আছে যে দৌত্যকালে যা ঘটেছিল, তা সব জানিয়ে এবং পরামর্শ শেষ করে কৃষ্ণ বিশ্রাম করতে গেলেন। এই দুটি শ্লোক গ্রাহ্য। পরে আছে যে যুধিষ্ঠির আবার কৃষ্ণকে ডাকিয়ে আনালেন, এবং জিজ্ঞাসা করলেন, শূতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিহর, গান্ধারী কি কথা বলেছিলেন, তা সব বল। কিন্তু তারপরে ১৪৭-১৫০ অধ্যায়ে শূতরাষ্ট্র প্রভৃতির উক্তি বলে কথা যা বললেন, বা কৃষ্ণের মুখে যা বলা হলে, তাই তার সঙ্গে ১২৫-১২৯ অধ্যায়ে দৌত্যের মূল বিবৃতিতে যা আছে তা মিলে না, অনেক নতুন কথা ১৪৭-১৫০ অধ্যায়ে আছে। ১৫০/১৬-১৮ শ্লোকে আছে যে কৃষ্ণ নানা তীক্ষ্ণ কথা দুর্য়োধনকে বলে অবশেষে তাকে পাঁচটি গ্রাম ছেড়ে দিতে বললেন, তাও সে দিল না, এ কথা দৌত্যের মূল বিবৃতিতে নাই। পরর এফ কবি বা গাথাগার, যিনি পঞ্চগ্রাম কাহিনী কল্পনা করেছেন, ১৪৭-৫০ অধ্যায়ের অধিকাংশ তাঁর রচনা। অতএব ১৪৭/১, ২ শ্লোক ছাড়া বাকী সব বাদ হবে।

সপ্তম অনুপর্ব মৈত্র্য নির্ঘণ ১৫১-১৫৯ অধ্যায়ে বিবৃত, ১৫৩ অধ্যায়ে কল্পী প্রত্যাখ্যান বর্ণিত, অধ্যায়টিতে অনৈসর্গিক কথা কিছু আছে, কল্পীর অজুর্নের প্রতি বাক্য, যদি তুমি শত্রুবীরদের বীরত্বহতু ভীত থাক, আমি সাহায্য করে শত্রু নিধন করতে পারি, তাতে অজুর্ন বললেন, আমি ভীত তা কেন বলতে যাব? দুর্য়োধনও কল্পীর সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেন, কল্পী যদি মর্শেনো দুর্য়োধনের কাছে গিয়ে থাকেন, তবে মনে হয় না দুর্য়োধন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবেন। তাই কল্পীর আগমনে সন্দেহ থাকে, এই অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ দেওয়াই সঙ্গত। অত্র অধ্যায়গুলির মধ্যে ১৫৬/২ ১০ শ্লোকে কবিত মেনাপতি পদর সৃষ্ট কবী স্বদান্তর, তা বাদ হবে; অত্র অধ্যায় ও শ্রোতৃমুহ শোধিত পাঠ্য গ্রাহ্য।

অষ্টম অনুপর্ব উবুদ দূতাগমন, ১৬০-১৬৪ অধ্যায়ে কথিত। এই অধ্যায়গুলি সংশোধন সহ সংক্ষেপ করেছেন; সংশোধিত পাঠ্য এই অনুপর্ব গ্রাহ্য।

নবন অন্তর্পর্ব রূপাতিরূপসংখ্যান, ১৬৫-১৭২ অধ্যায়ে বর্ণিত, ভীষ্ম দুই পক্ষের রথী অতিব্রথদের নাম দুর্বোধনের প্রস্থের উক্তবে বলছেন। ১৬৮।৫-২-২১ শ্লোকে-
কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডলের উল্লেখহেতু বাদ হবে, অবশিষ্ট অধ্যায় ও শ্লোক
শোধিত পাঠ্যমত গ্রাহ্য।

দশম অন্তর্পর্ব অম্বা উপাখ্যান, ১১৩-১২৬ অধ্যায়ে বিবৃত। অম্বা উপাখ্যান
১৭৩-১২২ অধ্যায় নিয়ে, অবশিষ্ট চারটি অধ্যায় যুদ্ধপ্রস্তুতি সম্বন্ধে। অম্বা
উপাখ্যান উপাখ্যান হিসেবে বাদ হবে। তাছাড়া উপাখ্যানটিতে ক্রটি আছে।
আদি পর্বে ১০২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ভীষ্ম স্বয়ংবর সভা থেকে কাশী-
রাজের তিন কন্যাকে হরণ করে নিয়ে যান, শাব রাজা আক্রমণ করলে তাকে
পরাজিত করেন, পরে বিচিত্রবীর্ষের সাথে বিবাহ দিতে উদ্যত হলে ষোষ্ঠী কন্যা
অম্বার নিবেদন সে মনে মনে শাব রাজাকে বরণ করেছে— শুনে সত্যবতী ও মহৌদের
সঙ্গে পরামর্শ করে অম্বাকে মুক্তি দেন। অম্বা উপাখ্যানে পাই যে তারপরে অম্বা শাব
রাজের কাছে গেলে শাবরাজ তাকে ভীষ্ম কর্তৃক হত্যা হওয়াতে প্রত্যাখ্যান করে ;
অম্বা তপস্কার্থ বনে গেলে পরশুরামের এক শিষ্য অকুতব্রণ তার কথা শুনে পরশুরামের
সাহায্য প্রার্থনা করে ; পরশুরাম এসে ভীষ্মকে সংবাদ প্রেরণ করেন ; বৃকক্ষত্রে
পরশুরাম ভীষ্মের সাক্ষাৎ হলে পরশুরাম ভীষ্মকে বলেন তুমি অম্বাকে বিবাহ কর,
ভীষ্ম চিরকৌমার্য পণের কথা বলেন, পরশুরাম যুক্তি দিবে এবং অস্ত্র প্রয়োগে
ভীষ্মকে বধ করতে না পেরে চলে যান, তারপরে অম্বা শিবের আরাধনা করে বর
পায় যে পরজন্মে মহারথ হয়ে ভীষ্মকে বধ করতে পাবে, কিন্তু পরজন্মে অম্বা
জগদ রাজার কন্যা হয়ে জন্মালেন, পাবে এক গন্ধর্বের সঙ্গে লিঙ্গ বিনিময় করে
পুরুষ হলেন, শিখণ্ডিনী হতে শিখণ্ডী—শিখণ্ডী ভীষ্ম বধর জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কিন্তু
ভীষ্ম বলেন যে পূর্বনারীত্ব হেতু তিনি শিখণ্ডীর সংগে যুদ্ধ করবেন না।
এই কাহিনীতে এবং মহাভারতের অনেক স্থলেই—পরশুরামকে বহুকালজীবী ধরে
নেওয়া হয়েছে, কিন্তু দাশবধী রামের পূর্বে তাঁর জন্ম, তিনি তার তিন চ'র শত
বৎসর পরে ভীষ্মের জীবনকালে থাকতে পারেন না। শিবের কথা মহাভারতে
অনেক অধ্যায়ে আছে, কিন্তু তা পরের কালের যোজনা—ভীষ্ম-বিচিত্রবীর্ষ এরা
খ্রীঃ পূঃ একাদশ শতাব্দীর মাত্র, তখন ঋগবেদীয় যুগের শেষ ভাগ, শিবের পূজা
বা আরাধনা তখনো আর্যদের মধ্যে চলে নাই। অম্বা পরেব জন্মে পুরুষ হবেন,
এই বর পেয়ে থাকলে তিনি কেন প্রথমে কন্যা হয়ে জন্মালেন ? এক গন্ধর্বের

সঙ্গে লিংগ বিনিময় কথা অভিপ্রাকৃত, গ্রাহ্য নয়। অতএব নানা কারণে উপাখ্যানটি অগ্রাহ্য। কচিং কদাচিং লিংগ পরিবর্তনের কথা শোনা যায়, জন্ম-কালে কত্কা বলে গৃহীত শিশুর দেহান্তর হতে পুরুষ লিংগ নির্গত হয়ে বহির্দেশে স্থিতিলাভ করে, তখন শিশুটিকে পুত্র ভাবে নিতে হয়। ১৭।২০-২-“কন্ত্যা ভূত্বা পুমান জাতঃ : ন যোৎশ্রে তেন ভারত” শ্লোকার্থের সেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সেই যে অশ্বা ছিল পূর্বস্ময়ে, সে কথা ভীষ্ম ১২২।৬৪ শ্লোকে বলেছেন- কিন্তু শিখণ্ডীর নিজের মুখে সে কথা পাই না। অতএব শুধু উপাখ্যান হিসেবে নয়, উপাখ্যানের অর্বাচীনতার জন্তও ১০৩-১০২ অধ্যায় বাদ হবে।

১০৩-১০৪ অধ্যায় দুই পক্ষের মহাবীরদের বল্লনা, কে কতদিনে শত্রুসৈন্য ধ্বংস করতে পারে। পর্বসংগ্রাহে কোন উল্লেখ না থাকায় বাদ হবে। ১০৫/১২-১০৬ শ্লোক, কোঁবব শিবির নির্মাণ, তা ১৫৬ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। ১০৫/১-১১ কোঁবব সৈন্যের যুদ্ধার্থ নিষ্ক্রমণ, এবং ১০৬ অধ্যায় পাণ্ডবসৈন্যের যুদ্ধার্থ নিষ্ক্রমণ, ভীষ্মপর্বে ১৭ ১০ অধ্যায়ে তা বর্ণিত আছে, সেখানেই যুক্তিযুক্ত। অতএব ১০৩ ১০৬ অধ্যায় বাদ পড়বে।

১১. ভীষ্মপর্ব

প্রথম অষ্টপর্ব জম্বুখণ্ড বিনির্মাণ ১-১০ অধ্যায়ে কথিত। ১ অধ্যায়ে যুদ্ধারম্ভের প্রাক্কালীন অবস্থা ও যুদ্ধের নিয়ম স্থাপন—১-১৭, ২৩-৬৪ গ্রাহ্য, ১০-২২ শ্লোক আভিশষ্য হেতু বাদ। ২-৩ অধ্যায়ে আছে যে কুরুদৈপায়ন ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে উপস্থিত হলেন, যুদ্ধের কুফল বর্ণনা ক'রে তারপরে ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধ দেখবার চন্দ্ৰ দিব্যচক্ষু দিতে চাইলেন, ধৃতরাষ্ট্র বললেন যে ধৃতরাষ্ট্র স্বচক্ষে স্ববলের নিধন দেখতে চান না, শুধু বর্ণনা শুনতে চান। তখন ব্যাস সঙ্কষকে দিব্যদৃষ্টি দিলেন, বললেন যে সে সব দেখতে পেয়ে তোমাকে সম্পূর্ণ বর্ণনা শোনাবে। দিব্যদৃষ্টিব কথা গ্রাহ্য নয়, সে কথা প্রথম খণ্ডের ১৪ অঙ্কেই যুক্তিসহ বলা হয়েছে। এই চুটি অধ্যায়ে আর যা আছে, যথা শুভ অশুভ লক্ষণের কথা, তা অবাস্তব। ২-৩ অধ্যায় বাদ হবে। ৪-১০ অধ্যায়ে ভূমি বা পৃথিবীর জীব ও উদ্ভিদ ধারক বপের বর্ণনা, হ্রদুদীপে বা এশিয়ায় পর্বত ও দেশ বিভাগ বর্ণনা, ভারতবর্ষের পর্বত, নদী ও দেশবিভাগের বর্ণনা, এবং বিভিন্ন যুগে মানুষ্যের আয়ুর বর্ণনা আছে।

পৌরাণিক কালের ধারণা মত বর্ণনা, বর্তমান কালের উপযুক্ত বর্ণনা নয়, এং ভারতকথা প্রসঙ্গে অবাস্তব, তাই এই অধ্যায়সমূহ সম্পূর্ণ বাদ হবে।

দ্বিতীয় অষ্টপর্বের নাম ভূমিপর্ব, ১১-১২ অধ্যায়ে মাত্র কথিত; সে দুটিতে জম্বুদ্বীপ ছাড়া বাকী দ্বীপ বা মহাদেশ সমূহের বর্ণনা, তা কাল্পনিক এবং ভারতকথায় অবাস্তব; সম্পূর্ণ বাদ হবে।

তৃতীয় অষ্টপর্ব ভগবদ্গীতাপর্ব, তার মধ্যে ১৩-২৪ অধ্যায়ে যুদ্ধের কথা এবং গীতার ভূমিকা ২৫-৪২ অধ্যায়ে ভগবদ্গীতা। ১৩ অধ্যায়ে আছে যে সঞ্জয় হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্র হতে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হয়ে শিখণ্ডের হস্তে ভীষ্মের সূতাসংবাদ দিলেন। অধ্যায়টি সম্পূর্ণ গ্রাহ্য। ১৪ অধ্যায়ে ভীষ্মের সূতাহেতু ধৃতরাষ্ট্রের দীর্ঘ বিলাপ আছে, তাঃ বেলহলকর, বলেছেন যে এই অধ্যায়টি নিকট ও বর্জনীয় মনে হয়, তবে বহু প্রদেশের পুঁথিতে এটি থাকায় তিনি বাদ দিতে পারেন নাই। আমার মতে শু ১-৪, ৫৭২-৫৮৫, ৭৬-৭৯, এই নয়টি শ্লোক গ্রাহ্য, বাকী শ্লোক বাদ হবে। ১৫/২ শ্লোক বাদ হবে, তাতে ব্যাসের বচন ও সঞ্জয়ের তিরস্কার বর্ণিত। ১৫/১০-২০ গ্রাহ্য, ১৩ অধ্যায়ে দশদিনের যুদ্ধের বর্ণনায় এখান থেকে বিস্তৃত বর্ণনার আবশ্য। ১৬ অধ্যায়ে বাহিনীদ্বয়ের শিবির হতে নিজস্ব বর্ণিত হয়েছে, গ্রাহ্য। ১৭/১-৪, ৭-৩৯ গ্রাহ্য, ৫-৬ শ্লোক বাদ হবে—তাতে আছে যে ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রতিদিন প্রাতে পাণ্ডুপুত্রদের জয় হোক বলে কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ করতেন, কিন্তু তাঁরাউভয়েই যথাসাধ্য যুদ্ধ করেছেন, প্রতিদিন প্রাতে পাণ্ডুপুত্রদের জয় হোক বলে কাজ আরম্ভ করতেন তা গ্রাহ্য নয়। ১৮, ১৯ অধ্যায়ের বৃহৎ নির্মাণাদি বর্ণনা গ্রাহ্য। ২০ অধ্যায় বাদ হবে, তাতে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন আছে যে যুদ্ধোত্তম কালে কাদের সেনাকে বেশী দ্রষ্ট দেখা গেল—এই প্রশ্ন আবার ২৪ অধ্যায়ে আছে, এবং ২০ অধ্যায়ের ভাষা ও বর্ণনার শৈলী নিকট মনে হয়। ২১ অধ্যায়ে নারদের কথা এবং কৃষ্ণকে বৈকুণ্ঠপতি হরি বলা হয়েছে, এই অধ্যায় পংকর কালে যোজিত সন্দেহ নাই। ২২ অধ্যায়ে যুদ্ধার্থে কর্তৃক পাণ্ডবগণের সেনাকে উৎসাহ দান ও পাণ্ডবগণ কর্তৃক ভীষ্মরচিত বৃহৎ প্রতিবৃহৎ রচনা ইত্যাদি আছে, পাণ্ডবগণের বৃহৎগঠনের কথা ১৯ অধ্যায়েই আছে, ২২ অধ্যায়ে পুনরুক্তি, তা বাদ হবে। ২৩ অধ্যায়ে কৃষ্ণের উপদেশ মত অর্জুন কর্তৃক দুর্গাস্তব তা বাদ হবে। খুঃপুঃ এফাদশ-দশম শতকে দুর্গাপূজা প্রবর্তন হয় নাই। সংশোধকগণও এই অধ্যায় বাদ দিয়েছেন।

২৪ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন, কারা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধারম্ভ করে, কারা পূর্বে প্রহার করে, কারা গন্ধ-মালাভূষিত, তার সম্পূর্ণ উত্তর এই অধ্যায়ে নাই, দুই পক্ষের সৈন্য-দেহই যুদ্ধে দেখা গেল বলে অকস্মাৎ অধ্যায়টির শেষ হ'ল। ৪৪ অধ্যায়ে আবার ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন আছে কারা আগে প্রহার আরম্ভ করল, তার উত্তর সঙ্ঘ দিলেন। মধ্যে ২৫-৪২ অধ্যায়ে ভগবদ্গীতা এবং ৪৩ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের কোঁরব বৃহৎ মধ্য দিয়ে গিয়ে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্যকে প্রণাম জানাবার কথা আছে। ভগবদ্গীতা যুদ্ধকালে কথিত কিনা, তা মূল মহাভারতের অংশ কিনা, তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে বলা যায় যে মূল মহাভারতে কৃষ্ণ মানবরূপে চিত্রিত, গীতায় তাঁকে ভগবান রূপে কথা বলান হয়েছে। কৃষ্ণের উপর বিশ্বাস-অবতারত্ব আবেশ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বহু শতাব্দী পরে হয়েছিল, সম্ভবতঃ তা হয় খৃঃপূঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে। উভয় পক্ষের সৈন্য যখন মুখোমুখি হয়ে-পরস্পরকে আক্রমণ করতে উত্তেজিত হয়েছে, তখন একপক্ষের শ্রেষ্ঠ বীর কয়েক দণ্ড ধরে ধর্মতত্ত্ব গুনবেন এবং দুই পক্ষের সেনাই চিত্রাপিত২৭ দাঁড়িয়ে থাকবে তা সম্ভব নয়। গীতায় যেন ভারতযুদ্ধের বর্ণনা নতুন করে আরম্ভ করা হল, ভীষ্মপর্বে ১৬-১৯ অধ্যায়ে যে যুদ্ধোদ্যমের বর্ণনা আছে, সেটাকে যেন অস্বীকার করা হয়েছে। গীতার প্রথম অধ্যায়ে কয়েকটি কথা আছে, যা মহাভারত কাহিনীর সঙ্গে মেলে না; মহাভারত আখ্যানে অর্জুন সেদিন পাণ্ডববাহু রচনা করেছিলেন বলা হয়েছে (:৯ অঃ), কিন্তু গীতায় প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে যুদ্ধোদ্যম তা করেন। গীতায় শৈব্য ও কানীরাঙ্গের নাম পাণ্ডবপক্ষের শ্রেষ্ঠ বীরদের মধ্য করা হয়েছে, কিন্তু মহাভারতে তাদের নাম যদি বা খুঁজে পাওয়া যায়, তাদের কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণের কথা নাই। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য এই কথা যে গীতার উপদেশে অর্জুনের যে কোন ভাবান্তর হ'ল, তা দেখা যায় না, প্রথমদিন যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের নিষেধ আক্ষেপ করছেন যে ভীষ্ম দ্রোণ পাণ্ডব সেনাকে অগ্নিবৎ দগ্ধ করছেন, এক ভীম তার যথাসাধ্য প্রতিকার চেষ্টা করছেন, কিন্তু অর্জুন নিলিপ্তভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করছেন। গীতা শুনে “তোমার কথামত কাজ করব” কৃষ্ণকে বলে অর্জুন কি নিলিপ্তভাবে থাকতেন? আরো দ্রষ্টব্য যে যুদ্ধপর্বগুলির মধ্যে কোথায়ও গীতার বা গীতার উপদেশের উল্লেখ নাই। শাস্তি পর্বে ও আশ্ব মেধিক পর্বে আছে, কিন্তু তা স্পষ্টত পরের কালে যোজিত। যুধিষ্ঠিরেরও কোঁরব-বাহিনীর মধ্যদিয়ে গিয়ে ভীষ্ম দ্রোণাদিকে প্রণাম করার ব্যবস্থা নাই, সঙ্ঘ

-ও কৃষ্ণের দৌত্যকালে তিনি তাদের প্রমুখাৎ প্রণাম জানিয়েদিলেন। অতএব ২১-৪৩ অধ্যায় বাদ হবে, তা মূল ভারতকথার অংশ নয়; ২৪ অধ্যায় বাদ হবে, কারণ ২৪ অধ্যায়ে কৃত্ত প্রাণ আবার ৪৪ অধ্যায়ে করা হয়েছে, সেখানেই গ্রাহ্য।

প্রথম দিনের যুদ্ধ বিবরণের মধ্যে ৪৭।৪৩২ হতে ৪৯।২৫^১, যাতে পাণ্ডব-পক্ষী বীর খেতের তীব্র যুদ্ধ ও যত্ন বর্ণিত হয়েছে, তা শুধু সংশোধকগণ নয়, প্রমাণ মহাভারতের সম্পাদকও প্রক্ষিপ্ত বলেছেন। খেতের নাম রথাত্মক সংখ্যানে নাই। ভীষ্মের দশদিন যুদ্ধ বিবরণ বহু বিস্তৃত, তার মধ্যে খেতের যুদ্ধ কথার মত আরো বহু প্রক্ষিপ্ত অধ্যায় ও শ্লোক আছে সন্দেহ নাই। ভীষ্মের মৈনাপত্যে প্রকৃতই দশদিন যুদ্ধ হয়েছিল কিনা, তাতেও সন্দেহ আছে কারণ ভীষ্ম তখন অতি বৃদ্ধ, এবং ভীষ্মের মৈনাপত্য কালে দশম দিনে ভীষ্মের পতন ছাড়া কোন প্রখ্যাত পাণ্ডব বা কৌরববীরের পতন হয় নাই। তৃতীয় দিন যুদ্ধ বিবরণে ও নবম দিন যুদ্ধ বিবরণে আছে যে কৃষ্ণ অর্জুনের যুদ্ধক্ষেত্রে বিরক্ত হয়ে নিজেই রথ থেকে লাফিয়ে নেমে ভীষ্মের দিকে ছুটলেন, অর্জুন অনেক কষ্টে তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। পর্বসংগ্রহে একবারই কৃষ্ণের প্রত্যোদ হাস্ত ভীষ্মের অভিযুখে ধাবনের কথা আছে। ডঃ বেলভল্কর বলেছেন যে তৃতীয় ও নবম দিবসে কৃষ্ণের ভীষ্ম অভিযুখে ধাবনের কথার মধ্যে একটি বাদ দিতে পারলে তিনি স্থখী হতেন, অর্থাৎ একটি যে পরের কালের যোজনা, তা তিনি অন্তর্ভব করছেন, কিন্তু নানাস্থানের পুঁথিতে তা থাকায় বাদ দিতে পারেন না। হয়তো তৃতীয় দিনের যুদ্ধ ও নবম দিনের যুদ্ধ একই দিনের কথা, এবং ভীষ্মের মৈনাপত্যে যুদ্ধ চারদিনেই শেষ হয়েছিল। কিন্তু বহুগতান্বী ধরে যে ঐতিহ্য গৃহীত হয়েছে, শুধু অন্তর্ধানের উপরে তা অন্তরক্ষম করা সম্ভব নয়। তবে তৃতীয় দিনের যুদ্ধ বিবরণ হতে কৃষ্ণের রথ হতে লাফিয়ে পড়ে ভীষ্মের দিকে দ্রুত গমনের কথা ইত্যাদি বাদ দেওয়া বটে, কারণ তৃতীয় দিনের এই ঘটনার বিবরণে আছে যে কৃষ্ণ তাঁর বত্রনাভ চক্র নিয়ে ছুটলেন^১। সেই চক্র তো কৃষ্ণের রথে বা শিবিরে থাকবে তা অর্জুনের রথে কৃষ্ণ কি করে পাবেন? পর্বসংগ্রহে কৃষ্ণের প্রত্যোদ হস্তে গমনের কথা

১। ৫৯.৮৭-৮৯ : "ততঃ সুনাতং বহুদেবপুত্রঃ সূর্যপ্রভং বজ্রদমপ্রভাবম্।

সুঃশান্তমুত্তম্য ভূজেন চক্রং রথাদবপ্ত্য বিম্বজ্য বাহান।

সংকম্পয়ন্ গাং চরণৈর্মহাত্মা বেগেন কৃষ্ণঃ প্রসঙ্গাং ভীষ্মম্ ॥"

আছে, নবম দিনের ঘটনায় ১০৬ অধ্যায়ে আছে যে কৃষ্ণ প্রত্যাদ নিয়েই ভীষ্মের দিকে ছুটলেন। ৫৯ অধ্যায়ে এবং ১০৬ অধ্যায়ে এই ঘটনার বিবরণ দিতে বহু সাধারণ শ্লোক আছে, তার থেকেও মনে হয় কোন পরের কবি শ্লোক নকল করে দ্বিতীয় ঘটনার বিবরণ লিখে বসিয়ে দিয়েছেন। অতএব ৫৯/৪৯-১০৭ শ্লোক বাদ হবে। প্রথম দিন থেকে চতুর্থ দিনের যুদ্ধ বিবরণে যে ছোট ঘটনার বিবরণ বাদের কথা বলা হল, তাছাড়া সংশোধিত পাঠ্যমত গ্রাহ্য। চতুর্থ দিনের যুদ্ধ বিবরণ শুনে ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করলেন যে আমাদের দিকে এত শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আছে, তারা পাণ্ডবদের কিছু ক্ষতি করতে পারছে না কেন? উত্তরে সঞ্জয় বললেন, চতুর্থ দিন যুদ্ধশেষে দুর্য়োধন গিয়ে ভীষ্মকে সেই প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তরে ভীষ্ম যা বলেছিলেন, তা আপনাকে শোনাচ্ছি (৬৫/১-২০)। ভীষ্মের উত্তর হ'ল যে পাণ্ডবগণ বাহুদেবের দ্বারা বক্ষিত, বাহুদেব হলেন বিশ্বের প্রভু, বিশ্বযুতি, বিষ্ণুর পরমপুরুষ; তিনিই আবার আত্মরূপ সংকর্ষণ, প্রহ্লাদ তাঁর আত্মা স্বকা, প্রহ্লাদ হতে তিনি অনিরুদ্ধকে সৃষ্টি করেছেন আবার অনিরুদ্ধও অধ্যায় বিষ্ণু স্বরূপ। সেই পরমপুরুষ বাহুদেবরূপে নরদেহ ধারণ করেছেন, পাণ্ডবগণ তাঁর বক্ষিত, তাই তারা অবধা এবং যুদ্ধে জয়ী হবে; বলদেব সাত্ত্বত বিধি গানে প্রকাশ করে বাহুদেবের আবাধনা করেছিলেন। ডঃ বেনভনকর বলেছেন যে ৬৪ ৬৮ অধ্যায়ে বিবৃত এই যে বিশ্ব উপাখ্যান বা চতুর্বাহুতত্ত্বযুক্ত সাত্ত্বতবিধি বা নারায়ণীয় ধর্ম বিবরণ, তা পবের কালের প্রক্ষেপ এবং বাদ দিতে পারলে খুশী হতেন, কিন্তু উত্তর ভারত দক্ষিণ ভারত সব স্থানের পুঁথিতে থাকায় বাদ দিতে পারেন নাই। কিন্তু কৃষ্ণকে বিষ্ণু ভগবানের অবতার বা সাক্ষাৎ ভগবান রূপে পূজা খৃঃ পূঃ তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতকের পূর্বে হয় নাই নারায়ণীয় বা সাত্ত্বত ধর্ম কৃষ্ণ কর্তৃক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরে প্রচারিত হয়। অতএব ৬৫-৬৮ অধ্যায় যে মূল ভারত কবীর অংশ নয়, অনেক পরের কালে যোজিত, তাতে কোন সন্দেহ নাই। এই চারটি অধ্যায় বাদ হবে ;

ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ বিবরণের মধ্যে ৭৬ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ এবং ৭৭/১-৫ শ্লোকে সঞ্জয়ের তিরস্কার অবাস্তব হিণাবে বাদ হবে। পঞ্চমদিনের যুদ্ধ বিবরণ (৬২-৭৪ অধ্যায়) ও ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ বিবরণের (৭৫-৯৯ অধ্যায়) অবশিষ্ট অংশ সংশোধিত পাঠ্যমত গ্রাহ্য। সপ্তম দিনের যুদ্ধ বিবরণও (৮০-৮৬ অধ্যায়) সংশোধিত পাঠ্যমত গ্রাহ্য। অষ্টম দিনের যুদ্ধ বিবরণ (৮৭-৯৬ অধ্যায়) মধ্যে

৮৯১-১৩ শ্লোক বাদ হবে—তাতে ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ ও সঙ্গের তিরস্কার আছে, তা অবাস্তব মনে হয়। ৯০ অধ্যায়ে অর্জুন উলূপীর পুত্র ইরাবানের সন্নিবেশে আগমন, অর্জুনের নিকট পরিচয় দান, এবং পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করে কোঁব কাহিনী বিচলিত করে অবশেষে কোঁবপক্ষে নবগত এক রাগস অতিরিক্ত আর্ধশত্রির হস্তে মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে। আদিপর্বে উলূপী সহ সঙ্গের কথা যেখানে আছে, সেখানে অর্জুন উলূপীর পুত্রের নাম নাই, পর্বসংগ্রহ হতে বক্রবাহন উলূপীর পুত্র সেই কথা মনে হয়। ভীষ্মের অষ্টম দিন যুদ্ধ বিবরণে ছাড়া ইরাবানের নাম মহাভাবতে আর কোথাও নাই, বিষ্ণুপুরাণে আছে, মনে হয় পৌরাণিক যুগে যুদ্ধ বিবরণ স্মৃতি করতে ইরাবানের কথা আনা হয়েছে। এই অধ্যায়ের ভাষায় কিছু পার্থক্য আছে, যথা “ব চম্” শব্দ পদপর দুবার ব্যবহৃত হয়েছে (৩২, ৪২ শ্লোকে), সেই শব্দের ব্যবহার যুদ্ধ বর্ণনায় অত্যন্ত বিশেষ নাই। এই অধ্যায় বাদ হবে, এবং ইরাবানের উল্লেখ থাকায় ৯১১, ২২ ; ৯৬১-১৩ ; ৯৮৮-৩ শ্লোক বাদ হবে।

নবম দিনের যুদ্ধ বিবরণ ৯৭-১০৭ অধ্যায় নিয়ে বর্ণিত। তার মধ্যে ১০৩ অধ্যায় বাদ দেওয়া যায় ; এটি সম্বল যুদ্ধ বিবরণ, যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে নদীর তুলনা করা হয়েছে, তা অনেক অধ্যায়ে আছে। এই অধ্যায়ে মধ্য দিনের যুদ্ধ বর্ণন বলে আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু ১০৪ অধ্যায়ে মধ্যদিনের যুদ্ধের কথা আছে। ১০২ অধ্যায়ের পরে ১০৪ অধ্যায় পড়লে স্বাভাবিক মনে হয়। ১০৩ অধ্যায় বাদ হবে। ১০৭ অধ্যায়ে আছে যে যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠিরাদি ভীষ্মের কাছে গিয়ে তাঁর বধের উপায় জানতে চাইলেন, এবং ভীষ্মও বলে দিলেন যে শিখণ্ডীকে সামনে রেখে যুদ্ধ কর, তাকে আমি আঘাত করব না, সেই সুযোগে আমাকে বধ করতে পারবে। বিপক্ষের সেনাপতির নিকট গিয়ে তার বধের উপায় জানার চেষ্টার কথা গ্রাহ্য নয়। সে কথা অল্পক্রমণিকাধ্যায়ে ১৮৩ শ্লোকে ছিল, সেটি সংশোধক-গণ বাদ দিয়েছেন। ১০৭।৪৫ ৯০২ শ্লোক বাদ হবে।

দশম দিনের যুদ্ধ বিবরণ ১০৮.১২২ অধ্যায়ে আছে। তার মধ্যে বহু পুনরাবৃত্তি, অর্থাৎ নানা কবির হস্তক্ষেপের নিদর্শন পাওয়া যায়। ১০৮, ১০৯ ও ১১৫ অধ্যায়ের প্রারম্ভে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন আছে, ১০৮ ও ১০৯ অধ্যায়ে প্রশ্ন যে শিখণ্ডী ও পাণ্ডবগণ কিভাবে ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল? ১১৫ অধ্যায়ে প্রশ্ন যে ভীষ্ম কিভাবে পাণ্ডব ও পাণ্ডালদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। ১০৮-১১৪ অধ্যায়

বাদ দিয়ে ১১৫-১১৬ অধ্যায় পড়লে দশম দিনের যুদ্ধের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। অতএব ১০৮-১১৪ অধ্যায় প্রসিদ্ধ হিসাবে বাদ হবে। ১১৬ অধ্যায়ের ২২-১০৯ শ্লোকে কথিত ভীষ্মের উত্তরাধিকারের জন্ত প্রতীক্ষার কথা বাদ হবে। সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যুতেই তো ক্ষত্রিয়দের স্বর্গলাভ হয় এই ধারণা ছিল, তাছাড়া ভীষ্ম যদি শাপদ্রষ্ট বহু হোঁ হন, তবে তো তাঁর মানবদেহ ত্যাগ করে যেতে বিলম্ব করবার কারণ নাই। শাপদ্রষ্ট বহুর কথা অবশ্য পৌরাণিক বর্ণনা, তবু আর কোন ক্ষত্রিয় বীর উত্তরাধিকার প্রতীক্ষার কথা বলতেন না, ভীষ্মই ব্যতীত কেন বলবেন? ১২০-১২১ অধ্যায়ে আছে যে অর্জুন শরশয্যা পতিত ভীষ্মের দৌহিত্যমান মন্তকের জন্ত তিনটি বাণ দিয়ে উপাধান বা বালিশের মত করে দিলেন, এবং ভীষ্মের শিলাসি নিবারণের জন্য বরুণ অস্ত্র প্রয়োগ করে ভূমি হতে জলের উৎস সৃষ্টি করলেন, যা ভীষ্মের মুখে দিয়ে পড়ল। এই সব অনৈসর্গিক কথা বাদ হবে, অর্থাৎ ১২০, ৬৪ ৫৪ ও ৬১২, ১২১ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হবে। ১২২ অধ্যায়ে ভীষ্মের পতনের পরে কর্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা আছে, তা গ্রাহ্য।

১২. দ্রোণ পর্ব : দ্রোণাভিষেক হতে জয়দ্রথ বধ অনুপর্ব

প্রথম অনুপর্ব দ্রোণাভিষেক, ১-১৬ অধ্যায়ে কথিত। যুদ্ধপর্বগুলির মধ্যে দ্রোণপর্ব বৃহত্তম, দ্রোণের সৈন্যপত্ন্যকালে পাঁচদিন যুদ্ধ হয়, তাতে দুইপক্ষের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ বীর নিহত হয়, সৈন্যক্ষয়ও সবচেয়ে বেশী হয়।^১ ভীষ্মপর্বে যেমন ১৩ অধ্যায়ে আছে যে সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্র হতে সহসা এসে ভীষ্মের মৃত্যু সংবাদ দিলেন, পরে দিন অতীতিক্রমিক যুদ্ধ বর্ণনা দিলেন, তেমন দ্রোণ পর্বেও আছে যে সঞ্জয় রাত্রে হস্তিনাপুরে এসে যুদ্ধরাত্রির সঙ্গে দেখা করে ভীষ্মের পতনের পরে দ্রোণকে সৈন্যপত্ন্যে বরণের কথা ও দ্রোণের পাঁচদিন যুদ্ধের সংক্ষেপ বর্ণনা দিয়ে তার মৃত্যুর কথা বললেন (১৬, ৭; ৬-৮ অধ্যায়), তার পরে দিন অতীতিক্রমিক বিস্তৃত যুদ্ধ বর্ণনা ১২ অধ্যায় থেকে আরম্ভ হ'ল। তবে দ্রোণ পতনের সংবাদ ভীষ্ম পতনের সংবাদে মত তত অল্পকথায় বলা হয় নাট, প্রথম অধ্যায়গুলির মধ্যে বহু প্রসিদ্ধ আছে। যথা ৩, ৪ অধ্যায়ে ভীষ্ম ও কর্ণের সাক্ষাতের কথা

বর্ণিত আছে, তা ভীষ্মপর্বে ১২২ অধ্যায়েই বর্ণিত হয়েছে, দ্রোণ পর্বের ৩৪ অধ্যায় পুনরুক্তি। আরো কিছু পুনরুক্তি আছে। গ্রাহ্য মনে হয় ১।১, ২, ৪-৭, ১৩, ৪৩, ৪৪ ; ৪ ১৫, ১৬, ১৮—তার মধ্যে ৪।১৫^১ ঈষৎ পরিবর্তিত হবে—“নিশম্য বচনং তস্ত চরুণাবতিবাত্ত চ” স্থলে “নিশম্য ক্ষে ডিতং তেবাং বধমাকুহ সত্ববম্” হতে পারে। পরে ৫-৮ অধ্যায়, সংশোধিত পাঠমত ; ১-৪ অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশ বাদ হবে। ৯, ০ অধ্যায়ে দ্রোণ বধে দ্রুতরাষ্ট্রের দীর্ঘ বিলাপ, ১১ অধ্যায়ে কৃষ্ণের মাহাত্ম্যের কথা বলে বিস্তৃত বিবরণ বলার আদেশ আছে। দীর্ঘ বিলাপ ও কৃষ্ণ মাহাত্ম্য প্রক্ষিপ্ত সন্দেহ নাই, গ্রাহ্য শুধু ৯।১৯ (বিলাপের অল্প অংশ) এবং ১১।৫০-৫১ (বিস্তৃত বিবরণ বলতে আদেশ)।

১২-১৩ অধ্যায়ে প্রথম দিনের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। সংশোধিত পাঠে কিছু কিছু শ্লোক বাদ হয়েছে। সংশোধিত পাঠমত গ্রাহ্য।

দ্বিতীয় অল্পপর্ব সংশ্লিষ্টক বধ ১৭-৩২ অধ্যায়ে বর্ণিত। দ্বাদশ দিবসের যুদ্ধ হতে সংশ্লিষ্টকদের কথা সপ্তদশ দিবসের যুদ্ধ পর্যন্ত আছে, দ্বাদশ দিবসের যুদ্ধেই তাদের শেষ নয়। দ্বিতীয় অল্পপর্ব সমস্তটাই দ্বাদশ দিবসের যুদ্ধ বর্ণনা। ২৩ ২৪ অধ্যায়ে রথীদের অশ্বধ্বজাদি বর্ণন, এবং দ্রুতরাষ্ট্রের কিছু বিলাপ ও যুদ্ধের গতি সম্বন্ধে প্রশ্ন, এই দুটি অধ্যায় অবাস্তব মনে হয়, বাদ হবে। ২৯ অধ্যায়ে অর্জুন ভগদত্তের যুদ্ধ বর্ণনায় ১৭-৩৯ শ্লোক বাদ হবে, তাতে আছে যে ভগদত্তের বৈষ্ণবাজ কৃষ্ণ বাক্য ধারণ করলেন এবং সেটা তাঁর গলার মালা হয়ে গেল। অনৈসর্গিক হিসাবে বাদ, কৃষ্ণ যখন বিষ্ণুর অবতার রূপে গৃহীত হয়েছেন, তখনকার কালের প্রক্ষেপ। অবশিষ্ট শ্লোক ও অধ্যায় সংশোধিত রূপে গৃহীত হতে পারে।

তৃতীয় অল্পপর্ব অভিমত্যা বধ, তৃতীয় দিবসের যুদ্ধ, ৩৩-৭১ অধ্যায় নিয়ে, তার মধ্যে ৫২-৭১ অধ্যায় সংশোধক মণ্ডলী বাদ দিয়েছেন ; সেগুলি ব্যাস ও নারদ কথিত নানা উপাখ্যান হিসাবেও বাদ হবে, তার মধ্যে আছে মৃত্যুর উৎপত্তি কথা, শ্রঙ্খল-স্ববর্ণীকী কথা ও বোডশ রাজক পর্ব। ৩৩ অধ্যায়ে ২২-২৪ শ্লোক বাদ হবে, তাতে অভিমত্যা কে বাণ এবং “অপ্রাপ্তযৌবন” বলা হয়েছে। ৩৪ অধ্যায়ে ১-১০ শ্লোক বাদ হবে, মঞ্জর পাণ্ডবগণের ও অভিমত্যা গুণগান করছেন, ১৯ শ্লোকে দ্রুতরাষ্ট্র অধীর হয়ে যুদ্ধের বিবরণ শুনতে চাইছেন, সেটিও বাদ হবে, ১২, ১৪^১ শ্লোক সংশোধকগণ বাদ দিয়েছেন, বাকী শ্লোক গ্রাহ্য। ৪২।১-২২

শ্লোকে শিবের বরে অর্জুন ভিন্ন পাণ্ডবগণকে নিবারণ করতে জয়দ্রথের সামর্থ্য প্রাপ্তির কথা আছে, তা অর্নৈসর্গিক হিসাবে বাদ হবে। জয়দ্রথ বাহুদ্বারে থেকে অভিমত্য়র বাহু প্রবেশের পরে শুধু যুধিষ্ঠির ভীম নকুল-সহদেবকে নয়, সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি অতিরথকেও নিবারণ করলেন, তাদের সহস্বে শিব হতে বরপ্রাপ্তির কথা নাই। মনে হয় সে বাহুদ্বারে জয়দ্রথ একা নয়, তার সঙ্গে আরো কয়েকজন কোঁরব পক্ষীর মহাবথ ছিলেন। ৫০।৩-১৫ শ্লোকে সমরভূমি বর্ণন, অবাস্তব হিসাবে বাদ হবে, ৫০।১, ২ শ্লোক পূর্ব অধ্যায় সহ যোগ হবে। অবশিষ্ট অধ্যায় সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য।

চতুর্থ অষ্টপর্ব, প্রতিজ্ঞাপর্ব, ৭২ ৮৪ অধ্যায়ে কথিত হয়েছে; প্রতিজ্ঞার কাল হ'ল ত্রয়োদশ দিবসের যুদ্ধশেষে। তার মধ্যে ৭৭-৭৮ অধ্যায়ে কৃষ্ণ কর্তৃক স্তম্ভদ্রা, উত্তরা ও দ্রৌপদীকে সান্ত্বনাবাদী বলার কথা, স্তম্ভদ্রার বিলাপের কথা ইত্যাদি আছে। কিন্তু পাণ্ডব নারীগণ যুদ্ধকালে উপগ্নব্যে বাস করছিলেন, সে কথা উল্লেখ পূর্বে আছে। অশ্বখামা যখন যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসের রাত্রিতে অতিক্রান্ত পাণ্ডব-পাঞ্চাল শিবির আক্রমণ করে তখন শিবিরে কোন নারী ছিল বলে উল্লেখ নাই। তার পরদিন নকুল উপগ্নব্যে গিয়ে রথে করে দ্রৌপদীকে শিবিরে নিয়ে আসেন। ত্রয়োদশ দিবসের যুদ্ধশেষে অর্জুন পরদিন জয়দ্রথ বধ করবার প্রতিজ্ঞা করবার পর তাঁরা বিক্রাম না করে যে রথে উঠে উপগ্নব্যে যাবেন ও কিরে আসবেন, তা মনে করবার কারণ নাই, তা সম্ভব নয়। অতএব ৭৭-৭৮ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত হিসাবে বাদ হবে; ৮০ ৮১ অধ্যায়ে কথিত স্বপ্নে কৃষ্ণ অর্জুনের একসঙ্গে শিবের নিকট গমন ও পাণ্ডপত অস্ত্রলাভের কথা আছে। সে কথা সম্পূর্ণ উদ্ভট কল্পনা হিসাবে বাদ হবে। যুদ্ধে পাণ্ডপত অস্ত্র অর্জুন ব্যবহার করেন নাই। ৮০ ৮১ অধ্যায় যে পরে প্রক্ষিপ্ত, তার আরো নিদর্শন এই যে ৭৯ অধ্যায় আছে যে কৃষ্ণ দারুককে ডেকে পরদিন প্রাতে নিজের রথ অস্ত্রসজ্জিত করে রাখতে বললেন, উদ্দেশ্য যে অর্জুন যদি সূর্যাস্তের পূর্বে সব বাধা চূর্ণ করে জয়দ্রথের নিকট গিয়ে তাকে বধ করতে পারবে না মনে হয়, তবে তিনি নিজের রথে উঠে সব বাধা চূর্ণ করে দিয়ে অর্জুনের জয় পথ করে দেবেন; ৮২।১ শ্লোকে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণ ও দারুকের কথাবার্তার রাত কেটে গেল। অতএব ৮০-৮১ অধ্যায় যে পরে প্রক্ষিপ্ত তাতে কোন সন্দেহ নাই। ৭২ অধ্যায়ে অর্জুনের বিবরণ, অভিমত্য়র মৃত্যু আশঙ্কায়, অনাবশ্যক দীর্ঘ মনে হয়। কিছু সংক্ষেপ

করা যায়, গ্রন্থ ১-২৫, ৫৫-৮৮। ৭৩ অধ্যায়েও অর্জুনের প্রতিজ্ঞা বর্ণনা আত্মশয্যা আছে, গ্রন্থ ১ ২৪, ৪৬-৫৩, এবং ২ নং শ্লোকে “বরদানেন কৃত্য” হলে আর কিছু বসবে। ৭৪ অধ্যায়ে গ্রন্থ ১-৩, ১০-৩৫ শ্লোক, ৪-২ শ্লোক অর্জুনের দেবসম্ভব ভয়ের উল্লেখ হেতু বাদ হবে। ৮৪ অধ্যায়ে ৫-৭ শ্লোক, অর্জুনের স্বপ্ন মহাদেবের দর্শন উল্লেখ, বাদ হবে। অবশিষ্ট ৩ অধ্যায় ও শ্লোক সংগ্রহ সংশোধিতরূপে গ্রন্থ।

প্রথম অষ্টপর্ব ভরতের বধ পর্ব, ৮৫-১৫২ অধ্যায় নিয়ে। ভরতের বধ হয় চতুর্দশ দিবসের যুদ্ধ স্থগিতকালের মধ্যে। ৮৫/১-৪ শ্লোকের পরে ৮৭ অধ্যায় বসবে। ৮৫/৫-২২ শ্লোকে আছে যে যুতরাষ্ট্র বলছেন কোঁবে শিবির হতে মঙ্গল ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি না, বিলাপ শুনি। এ বিষয়ে প্রথম খণ্ডে ১৪ অঙ্কচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। হস্তিনাপুর থেকে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ শিবিরের শব্দ শোনা সম্ভব নয়। ৮৫ অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশ যুতরাষ্ট্রের প্রলাপ এবং ৮৬ অধ্যায়ে সঞ্জয়ের তিরস্কার আছে, তা সব বাদ হবে। ৮৭ অধ্যায় হতে যুদ্ধ বর্ণনা আরম্ভ। ২২ অধ্যায়ে অর্জুনের সঙ্গে ঋতাবৃথের যুদ্ধ বিবরণ দিতে ঋতাবৃথের অভিপ্রাকৃত জায়গা কথা, বরুণদেবের ঔরসে ও পর্ণাশা নদীর গর্ভে জন্ম, ইত্যাদি কথা আছে, ৪৪২-৫২২ এবং ৫৭-৫৮ শ্লোকে, তা বাদ হবে। ২৪ অধ্যায়ে আছে যে দুর্গোধন দ্রোণের কাছে এসে অর্জুনকে পাব হয়ে যেতে দেবার জন্য অন্নযোগ করেন, এবং অর্জুনকে অন্নস্বরূপ করে গিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলেন। দ্রোণ বলেন, আমি বাহুমুখ ছেড়ে গেলে আরো বিপত্তি হবে, সমস্ত পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনী এগিয়ে যাবে, তার থেকে তোমার অঙ্গ মঙ্গপূত কবচ বেঁধে দিচ্ছি, তুমি গিয়ে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর। সম্ভবতঃ মন্ত্র পড়ে এক প্রস্থ কবচের উপর দ্বিতীয় এক প্রস্থ কবচ বাঁধা হল, যাতে বাণে ভেদ করা না যায়। এই ক্ষত্রে দ্রোণ একটি উপাখ্যান বললেন, বৃত্রবধ কালে শিব ইন্দ্রের শরীর মঙ্গপূত অস্ত্রকবচ বেঁধে দিয়েছিলেন, সেই উপাখ্যান, ২৫/১-১১, বাদ হবে। ২৫-২৭ অধ্যায়ে বাহুমুখে দুই পক্ষের যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তার মধ্যে ২৬ অধ্যায় বাদ দেওয়া চলে, তাতে ২৫ অধ্যায়ে বর্ণিত কিছু দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের পুনঃ বর্ণনা আছে। ২৮ অধ্যায়ে দ্রোণ সাত্যকির দৈর্য্য যুদ্ধ বর্ণিত, তার মধ্যে দেবগণ বিমান এসে যুদ্ধ দেখে খুসী হলেন সে কথা ৩৩-৩৪, ৪৩-৪৫ শ্লোকে আছে, তা বাদ হবে। বাকী শ্লোক গ্রন্থ।

১২-১০০ অধ্যায়ে রথ থাকিয়ে কৃষ্ণের অশ্বচর্য্য বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে আছে যে অর্জুন ভূমিতে বাণ বিন্দু করে অশ্বগণের মার্জন ও পানের নিমিত্ত একটি জলাশয় সৃষ্টি করেন — “হংস কাণ্ডবাকীর্ণ”। তা অনৈসর্গিক, অতএব ১২/৫২-৬৩ এবং ১০০/১, ৩-১২ শ্লোক বাদ হবে। মনে হয় যে কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে মধ্যে মধ্যে জলাশয়, সরোবর ইত্যাদি ছিল, যেমন কিছু দূরে হুদ ছিল—সেখানে দুর্বোধন আশ্রয়গোপন করেছিলেন। সেগুলির অবস্থান অর্জুনের জানা থাকায় তার একটির কাছে কৃষ্ণকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। ১০২ অধ্যায়ে দুর্বোধন অর্জুনের সম্মুখীন হলে কৃষ্ণের দীর্ঘ ভাষণ আছে, তার কিছু অংশ ৫-১৮ শ্লোক, অবাস্তর হিসাব বাদ হবে। ১০৫।১-৩০^২ শ্লোকে ধ্বজ বর্ণনা, বাদ হবে। ডঃ বেগভলকর বলেছেন, নানা অধ্যায়ে যে ধ্বজ বর্ণনা আছে, তা বর্জনীয় মনে হয়, কিন্তু বহু পুঁথিতে থাকায় তা বাদ দেন নাই। ১০৮ অধ্যায়ে আছে যে বক রাক্ষসের ভ্রাতা অলম্বুষ এসে অদৃষ্ট থেকে প্রথমে ভীমকে আক্রমণ করে, ভীম তার দিকে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে থাকলে তাকে রথে দেখা যায়, সে বহু অস্ত্রবর্ষণে পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনী ত্রাসিত করে, ভীমের কাছে পরাজিত হয়ে সে দ্রোণের বাহুে আশ্রয় নেয়। ১০৯ অধ্যায়ে আছে যে অলম্বুষকে সেইভাবে তীব্র যুদ্ধ করতে দেখে ঘটোৎকচ এগিয়ে আসে ও তীব্র যুদ্ধে তাকে নিধন করে। তার থেকে মনে হয় যে ১০৮।৩৬-৪৪ শ্লোক বাদ হবে, অর্থাৎ ভীমর হস্তে পরাজিত হয়ে অলম্বুষ দ্রোণের বাহুে আশ্রয় নেয় তা বাদ হবে, অলম্বুষ তীব্র যুদ্ধে পাণ্ডব পাঞ্চাল সৈন্যকে ত্রাসিত করেছে দেখেই ঘটোৎকচ এগিয়ে আসে ও অলম্বুষের সঙ্গে দৈবরথ যুদ্ধ আরম্ভ করে, অতএব ভীমের আর কিছু করতে হয় না। ১১০ অধ্যায়ের প্রথম অংশে দ্রোণের হস্ত সাত্যকির পরাজয় ও দ্রোণ কর্তৃক পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনী বিদ্রাবণের কথা আছে ও ১১০।৩৬ শ্লোক থেকে আছে যে যুধিষ্ঠির পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি শুনে গাণ্ডীবের টঙ্কার ধ্বনি শুনে না পেয়ে অর্জুনের অন্ত চিন্তিত হয়ে সাত্যকিকে তার সাহায্যার্থ প্রেরণ করলেন। কিন্তু যখন পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনী বিদ্রাবিত, তখন এক শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকিকে বাহিনী থেকে অগ্রত্যাগ ঘটবে, তা সম্ভব মনে হয় না। ১০৮ অধ্যায়ে আছে যে দ্রোণ সাত্যকি তীব্র কিন্তু সমান যুদ্ধ করলেন, কেউ জিততে পারলেন না; সূর্য পশ্চিম অকাশে তুলে পড়ল ও চারদিক ধূলায় আবৃত হয়ে গেল। সেই সময়ে সাত্যকিকে অর্জুনের সাহায্যে প্রেরণ সম্ভব, তাই ১১০/১-৩৫ শ্লোক বাদ

হবে, না হলে অসঙ্গতি থেকে যায়। ১১০ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের দীর্ঘ ভাষণ সংক্ষেপিত হবে, যুদ্ধকালে দীর্ঘ ভাষণের অবকাশ কোথায়? তাই ১১০।৩৬ ৪৭, ৬৮-৬৯ শ্লোক শুধু গ্রাহ্য, বাকী শ্লোক বাদ হবে। ১১১, ১১২ অধ্যায় গ্রাহ্য। ১১৩ অধ্যায় হতে ১২৪ অধ্যায় পর্যন্ত সাত্যকির কোরব বাহু বিদারণ করে অগ্রসর হওয়া বর্ণিত হয়েছে, কয়েকটি অধ্যায় প্রসিদ্ধ মনে হয়, বস্তুতঃ যুদ্ধের বর্ণনা মধ্যে সর্বত্র পরের কালের বোজনা বা প্রক্ষেপ আছে, সব নিঃসন্দেহভাবে চিহ্নিত করা যায় না। অতএব ১১৪।১-৫৬ শ্লোক—ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ ও সঞ্জয়ের ভৎসনা—বাদ দিয়ে সাত্যকির অভিযান বর্ণনা সংশোধিত পাঠ্যমত নিতে হবে। ১২৪ অধ্যায়ে পুনঃ ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ ও সঞ্জয়ের তিরস্কার আছে, যুদ্ধ বর্ণনাও আছে, সংশোধিতরূপে নিতে হবে। ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ ও সঞ্জয়ের উত্তর মধ্যে মধ্যে রাখা কর্তব্য। ১২৫ অধ্যায়ে পুনঃ অপরাহ্নে জোণের অপ্রতিহত বিক্রম ও জয়ের কথা বলা হয়েছে, অনেকটা ১০৬ ও ১১০ অধ্যায়ের মত, তার পরেই আবার ১২৬ অধ্যায় আছে যে অর্জুনের গাণ্ডীবটংকার শব্দ শুনে না পেয়ে, সাত্যকি কোথায় আছে বুঝতে না পেয়ে যুধিষ্ঠির ভীমকে অর্জুনের সাহায্যার্থ কোরবাহ ভেদ করে এগিয়ে যেতে বললেন। সে কারণে ১১০।১-৩৫ বাদ দেওয়া হয়েছে, সেই কারণে ১২৫ অধ্যায় বাদ হবে। ১২৪ অধ্যায়ের পরেই ১২৬ অধ্যায় হবে, ১২৬।১, ৩, ৪, ৮^২-২৬ বাদ হবে, ১২৬ অধ্যায়ের বাকী শ্লোক গ্রাহ্য। ১২৭ অধ্যায় সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। ১২৮।৪১-৫৬ শ্লোকও ও বাদ হবে, তাতে ১২৮।৮^২ ২৬ শ্লোকের মত অর্বাচীন ভাষায় যুধিষ্ঠিরের ছন্দিত্তা বর্ণিত হয়েছে, অর্নৈসর্গিক কথাও আছে। বাকী শ্লোক গ্রাহ্য। ভীম ও কর্ণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ কথা বহু দীর্ঘ করা হয়েছে, ১২৯, ১৩১-১৩৯ এই দশটি অধ্যায়ে। ১২৯ অধ্যায়ে বলা হ'ল যে কর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে বুধসেনের রথে আশ্রয় নিলেন। ১৩১, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬ এই চার অধ্যায়ে আরো চারবার ভীমের হস্তে কর্ণের পরাজয় ও বিরধীকরণ বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে কর্ণের সাহায্যার্থ প্রেরিত ৩১ জন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের ভীমের অস্ত্রে মৃত্যুর কথা আছে। সম্ভবতঃ এক শত ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যু বর্ণনা করতে এই উপায় অবলম্বন করা হয়েছে; না হলে কর্ণের এতবার পরাজিত ও বিরথ ভীমসহ যুদ্ধে হবার কথা নয়। প্রথমে একবার ভীমকে উপেক্ষা করে মূহু হুহু করে কর্ণ পরাজিত ও বিরথ হতে পারেন, তার পরে তীব্র যুদ্ধ করে ১৩৮-১৩৯ অধ্যায়ে যেভাবে বর্ণিত আছে, সেভাবে কর্ণ জয়লাভ করবেন তাই স্বাভাবিক। তাই গ্রাহ্য

কেবল ১২৯, ১৩০ অধ্যায়, ১৩১।১২-৫৮, ১৩২।৫-৮ ১৩৮।৫-২৮ ও ১৩৯ অধ্যায়, বাকী অধ্যায় ও শ্লোক বাদ হবে।

১৪০ অধ্যায় বাদ হবে, তাতে সাত্যকির হস্তে অলম্বুষের নিধন বর্ণিত, কিন্তু ১০৯ অধ্যায়ে ঘটোৎবচের হস্তে অলম্বুষের নিধন বর্ণিত আছে, সেটাই গ্রাহ্য। ১৪১ অধ্যায়ের প্রথমার্ধে সাত্যকি সহ ত্রিগর্ত রাজ এবং দুঃশাসনের যুদ্ধ বর্ণিত, কিন্তু সেই যুদ্ধ একবার ১২৩ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, অতএব ১৪০।১-১১১ বাদ হবে; ১৬-২৫ শ্লোকও বাদ হবে, সাত্যকি পথে কি করে এলেন তা কৃষ্ণের তখন জ্ঞানার কথা নয়, বাকী শ্লোক গ্রাহ্য। ১৪২-১৪৩ অধ্যায়ে ভূরিশ্রবা সাত্যকির যুদ্ধ বর্ণিত, সংশোধিত পাঠমতে গ্রাহ্য। ১৪৪ অধ্যায়ে পূর্ব ইতিহাস কথন, ভূরিশ্রবা কেন একবার সাত্যকিকে নিজের বশ করে ফেলতে পারেন, তার অনৈসর্গিক বিবরণ, এই অধ্যায় বাদ হবে। ১৪৫ অধ্যায়ে জয়দ্রথের নিকটে সমূল যুদ্ধ বর্ণনা গ্রাহ্য। ১৪৬ অধ্যায়ে অর্জুন জয়দ্রথের যুদ্ধ ও জয়দ্রথ বধ বর্ণিত—সংশোধক মণ্ডগী বহু শ্লোক বাদ দিবে কৃষ্ণ কর্তৃক সূর্য আবরণের অনৈসর্গিক কাহিনী দূর করেছেন, জয়দ্রথের মস্তক বাণে বাণে চালিত করে তার পিতা বৃদ্ধকর্ণের কোলে ফেলার কথা ও আনুসঙ্গিক কাহিনীও অর্থাৎ ১০৪১-১৩১ বাদ হবে। ১৪৭ অধ্যায়ে আছে অর্জুনকে আক্রমণ করে অর্জুনের যুদ্ধ যুদ্ধ সম্বন্ধে রূপ অজ্ঞান হয়ে গেলেন তাতে অর্জুন দুঃখ পেয়ে বিলাপ করলেন; বিলাপ কিছু সংক্ষেপ করতে ১৩-১৬১, ১২২-২৭২ বাদ হবে। কর্ণ অর্জুনকে আক্রমণ করতে আসলে কৃষ্ণ ইন্দ্রদত্ত শক্তির কথা বলে অর্জুনকে কর্ণ সহ যুদ্ধ হতে নিরস্ত করলেন; ইন্দ্রদত্ত শক্তির কথা অনৈসর্গিক, তাই সে কথা বাদ হবে; সাত্যকির প্রথমে কর্ণের হস্তে পরাজয়ের পরে কৃষ্ণ রাসভ গর্জিত স্বরে শম্ভু বাজিয়ে নিজের রথ আনালেন, তাতে উঠে সাত্যকি কর্ণকে পরাজিত করল। এই অংশ পরের কালের কবির যোজিত মনে হয়। ১২১ শ্লোকেই অধ্যায় শেষ হবে। ১৪৮ অধ্যায়ে আছে যে বর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে ভীম বিরোধ হলে কর্ণ তাকে যে গালি দিয়েছিলেন, সে কথা ভীম অর্জুনকে বললে অর্জুন কর্ণের সমীপস্থ হয়ে তাকে ভৎসনা করেন ও তার পুত্র বৃষসেনকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করেন। ভীমের নালিশ করা তার চরিত্রের উপযুক্ত নয়। তা'রপরে কৃষ্ণ কর্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা বর্ণন আছে। তাও অবাস্তব। তাই ১৪৮ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হবে। ১৪৯ অধ্যায়ে আছে যে কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম, সাত্যকি ঘিরে গিয়ে যুদ্ধিষ্ঠিরের

সঙ্গে মিলিত হলেন, যুধিষ্ঠির অঙ্গুনের প্রতিজ্ঞা পালন হয়েছে ভেনে আনন্দ প্রকাশ করলেন। এই অধ্যায় সংশোধিত পাঠ্যমতে গ্রাহ্য। ১৫০ অধ্যায়ে জ্রোণের নিকট গিয়ে দুর্যোধনের অস্থবোধ, সংশোধিত পাঠ্য গ্রাহ্য। ১৫১ অধ্যায়ে জ্রোণের উত্তর, অবহার হবে না, সারাবাত যুদ্ধ হবে, শত্রু শেব না করে নিবৃত্ত হব না। এই অধ্যায় হতে ১-৪, ৩৮ শ্লোক বাদ হবে, বাকী গ্রাহ্য। ১৫২ অধ্যায় কর্ণ ও দুর্যোধনের কথা সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য।

১৩. দ্রোণ পর্ব : ষটোৎকচ বধ, দ্রোণ বধ ও

নারায়ণাস্ত্র মোক্ষণ অনুপর্ব

দ্রোণ পর্বে ষষ্ঠ অনুপর্ব ষটোৎকচ বধ, ১৫৩-১৮৩ অধ্যায়ে বিবৃত। ষটোৎকচ নিহত হয় চতুর্দশ দিবসের যুদ্ধের পরে রাজ্যযুদ্ধে। ১৫৩ অধ্যায়ে আছে যে দুর্যোধন প্রাণ তুচ্ছ করে পাণ্ডব সেনা মধ্যে প্রবেশ করে সেনা ধ্বংস করতে লাগলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের বাণে বিসংজ্ঞ হয়ে পড়লেন, তখন দ্রোণ তার সাহায্যে এলেন। সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। ১৫৫ অধ্যায়ের জ্রোণের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে, মধ্যে ১৫৪ অধ্যায়ে সাধারণভাবে যুদ্ধ বর্ণনা অবাস্তব, তা বাদ হবে। জ্রোণের পাঞ্চালদ্রুথী নিধনের উত্তরে ভীম বহু কৌরবদ্রুথী নিধন করলেন, ১৫৫ অধ্যায় সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। এই অনুপর্বে অশ্বখামার বীরত্ব বেশী করে দেখান হয়েছে, তা পরের কালের প্রক্ষেপ সন্দেহ নাই। ১৫৬ অধ্যায়ে ৫৬২-১৭৯ শ্লোকে ষটোৎকচ ও তার রাক্ষস বাহিনীর সঙ্গে অশ্বখামার যুদ্ধের জয়ের বিবৃত বর্ণনা, পুনঃ ১৬৬ অধ্যায়ে ষটোৎকচ অশ্বখামার যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। ১৫৬। ৬২-১৭৯ শ্লোক বাদ হবে, ৩১-১৫ শ্লোক সংশোধকগণই বাদ দিয়েছেন। অধ্যায়ের অবশিষ্ট শ্লোক গ্রাহ্য। ১৫৭ অধ্যায়ে ভীম বাহ্লীক রাজের যুদ্ধ বর্ণনা ইত্যাদি গ্রাহ্য। ১৫৮ অধ্যায়ে আছে যে পাণ্ডবদের রাজ্যযুদ্ধে বল দেখে দুর্যোধন কর্ণের নিকট গিয়ে কোঃবাহিনীকে জ্ঞান করতে বললেন, কর্ণও আশ্বাস দিলেন, বললেন যে সব পাণ্ডবদের তিনি পরাজিত করবেন। তা শুনে কৃপ কর্ণকে ভৎসনা করে অঙ্গুনের শ্রেষ্ঠতার কথা বলেন, কর্ণ উত্তর দিলে অশ্বখামা (১৫৯ অধ্যায়ে) কর্ণকে গালি দিতে আরম্ভ করেন, দুর্যোধন এসে বিবাদ মিটিয়ে দেন। এইরূপ বর্ণনা প্রায় অবিকল বিরাট পর্ব উত্তর গোত্রহ যুদ্ধ মধ্যে আছে; যখন

দেবার যুদ্ধ চলছে, তখন একুণ বিবাদ সম্ভব নয়। অতএব ১৫৮/৮ হতে ১৫৯/১৮ পর্যন্ত বাদ হবে। ১৫৮/১-৭ এবং ১৫৯/১৯-১০০ সংশোধিত পাঠক্রম অনুসারে নেওয়া যেতে পারে। ১৬০ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির সহ যুদ্ধে অশ্বখামার জয় বর্ণিত হয়েছে, এই অধ্যায়ের মৌলিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, তবে বাদ দিবার যথেষ্ট কারণ নাই। ১৬১ অধ্যায়ে সঙ্কুল যুদ্ধ বর্ণন, বাদ হবে, অনেক শ্লোক অন্ত্যায় অধ্যায় থেকে নেওয়া দেখা যায়। ১৬২ অধ্যায়ে সাত্যকি সহ যুদ্ধে সোমদত্তের মৃত্যু, এবং দ্রোণ যুদ্ধিষ্ঠির যুদ্ধ বর্ণিত আছে। বাদ দিবার কারণ নাই। ১৬৩ অধ্যায়ে দীপ প্রজ্জ্বলনের কথা আছে, গ্রাহ্য। ১৬৪-১৬৬ অধ্যায়ে দুর্ধোধন কর্তৃক অস্ত্র ব্রথীদের প্রতি দ্রোণকে রক্ষা করার নির্দেশ, ও বিবিধ দ্রব্যযুদ্ধের বর্ণনা—সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। ১৬৭ অধ্যায়ে মদ্ররাজ পণ্ডের হস্তে বিরাটরাজ ভ্রাতা শতানীকের মৃত্যুর কথা আছে, কিন্তু ২১/২৫-২৬ শ্লোকে দ্বাদশ দিবসের যুদ্ধে দ্রোণের হস্তে শতানীকের মৃত্যুর কথা আছে; এবং রাক্ষসেন্দ্র অলম্বু এবে অর্জুনকে বাধা দিল সে কথা আছে, কিন্তু ১০২ অধ্যায়ে চতুর্দশ দিবসের যুদ্ধে ষট্টোৎকচ সহ যুদ্ধে অলম্বুয়ের মৃত্যুর কথা আছে—অতএব ১৬৭/২২-৬০ শ্লোক বাদ হবে, ১-২৮ গ্রাহ্য। ১৬৮ অধ্যায়ে নকুল পুত্র শতানীক, যুদ্ধিষ্ঠির পুত্র প্রতিবিদ্যা ইত্যাদিঃ যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে, শতানীকের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র পুত্র চিত্রসেনের যুদ্ধের কথা আছে, কিন্তু ১৬৭/২৯ শ্লোকে ভীষ্মের হস্তে ধৃতরাষ্ট্র পুত্র চিত্রসেনের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। ১৬৭ অধ্যায় বাদ দিলেও ১৬৮ অধ্যায় কয়েকটি অবাস্তব দ্রব্যযুদ্ধ বর্ণনা করে যুদ্ধ বিবরণ দীর্ঘ করা হয়েছে—মনে হয়, ১৬৮ অধ্যায় বাদ দেওয়াই সম্ভব। ১৬৯-১৭১ অধ্যায়ে উচ্চত্তর পর্বাণের ব্রথী দর দ্রব্যযুদ্ধ বর্ণিত, মোটের উপর পাণ্ডব পক্ষে জয় কথিত, সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য। ১৭২ অধ্যায়ে দুর্ধোধনের দ্রোণ ও কর্ণকে তিরস্কার করার কথা আছে, যথাসাধ্য যুদ্ধ না করার। তাতে দ্রোণ ও কর্ণ বিশেষতঃ কর্ণ তীব্রতর যুদ্ধ আরম্ভ করেন। মোটের উপর গ্রাহ্য। ১৭৩ অধ্যায়ে আছে যে কর্ণ পাণ্ডব পাকাল বাহিনীকে ভয় করে তুলেছেন দেখে যুদ্ধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, কর্ণকে নিবারণ কর, অর্জুনও কৃষ্ণকে বললেন, কর্ণের দিকে রথ চালিত কর, কিন্তু কৃষ্ণ বললেন, কর্ণের কাছে ইন্দ্রদত্ত অমোঘ শক্তি বা বাণ আছে, তুমি এখন তার সঙ্গে দ্রব্যযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়ে না, ষট্টোৎকচকে পাঠিয়ে দাও। ইন্দ্রদত্ত অমোঘ শক্তি বা বাণের কথা গ্রাহ্য নয়, অতএব ১৭৩ ৩৫-৬২ বাদ হবে, ৩৪ শ্লোকের পরে একটি শ্লোক যুক্ত হবে যে

অর্জুন বথা বলছেন তখন ঘটোৎকচ উপস্থিত হ'ল, তারপরে ৬৩-৬৮ শ্লোক বসবে, ঘটোৎকচ নিজেই কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ল। ১৭৪ ১৭২ অধ্যায়ে কর্ণ ঘটোৎকচের যুদ্ধ ও ঘটোৎকচের মৃত্যুর কথা আছে, কিন্তু অবাস্তব প্রক্ষেপ তার মধ্যে যথেষ্ট আছে, ১৭৪।৫-১০ শ্লোকে আছে যে জটাসুর পুত্র অলম্বুষ অকস্মাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে এসে বলে যে আমি পাণ্ডবদের মারতে চাই, দুর্যোধন তাকে বললেন, ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধরত হয়ে তাকে নিধন কর, তারপরে ঘটোৎকচ ও জটাসুর পুত্র অলম্বুষের যুদ্ধ বর্ণনা ৪০ শ্লোক পর্যন্ত, অলম্বুষ ঘটোৎকচের হস্তে নিহত হ'ল। ১৭৬ অধ্যায় আছে যে হিড়িম্ব ও কিম্বীর রাক্ষসের এক বন্ধু অলায়ুষ তার রাক্ষস বাহিনী নিয়ে দুর্যোধনের কাছে এসে বলল যে আমি ভীম ও ভীম-হিড়িম্বার পুত্রকে বধ করতে চাই, দুর্যোধন তাদের গ্রহণ করে যুদ্ধ করতে বললেন, ১৭৭ অধ্যায় আছে যে অলায়ুষ ভীমকে আক্রমণ করে বিপন্ন ক'রল; ১৭৮ অধ্যায়ে আছে যে তা দেখে ঘটোৎকচ এসে অলায়ুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে বধ করল। জটাসুর পুত্র দ্বিতীয় অলম্বুষ এবং অলায়ুষের কথা পর্বসংগ্রাহে নাই। সন্দেহ নাই যে যুদ্ধ বিবরণ স্মৃতি করতে এই অধ্যায়গুলি পরের যুগের কবিদের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। অতএব ১৭৪, ১৭৭, ও ১৭৮ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হবে। ১৭৫ ও ১৭৯ অধ্যায়ে কর্ণ ঘটোৎকচের যুদ্ধ বর্ণনা আছে কিন্তু তার মধ্যেও প্রক্ষেপ আছে। ১৭৫।৩৩-৩৫ শ্লোকে আছে যে কর্ণ সাধারণ অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করে যখন দেখলেন যে ঘটোৎকচকে বেশে আনা যাবে না, তখন দিব্যঅস্ত্র সজ্জান করলেন, ঘটোৎকচ ও মায়ামুক আরম্ভ করল, ৩৬-১১৪ শ্লোকে সেই যুদ্ধ বর্ণিত। পুনঃ ১৭৯।১৮-২০ শ্লোকে আছে যে সাধারণ অস্ত্রযুদ্ধে কর্ণ শ্রেষ্ঠতা লাভ করতে না পেরে দিব্যঅস্ত্র সজ্জান করলেন, তা দেখে ঘটোৎকচ অস্ত্রহীত হয়ে মায়ামুক আরম্ভ করল। তাই অনুমান সঙ্গত যে ১৭৫ ৩৪২-১১৪ শ্লোক বাদ হবে, ১৭৯।১-১৮ শ্লোক বাদ হবে, ১৭৫।৩৪^১ শ্লোকার্দ্ধঃ পরে ১৭৯।১৯ বসবে, একটি নূতন অধ্যায়ে ১৭৯।২০-৬৪ থাকবে, তার মধ্যেও ৬০ শ্লোকের শেষার্দ্ধ হতে ৬২ শ্লোক পর্যন্ত বাদ হবে—মৃত্যুর সময় ঘটোৎকচ স্বীয় দেহ মায়ামুকে বড করে কোঁরবৈশ্রব বহু নিষ্পিষ্ট করে নিধন করল—সে অনৈসর্গিক কথা গ্রাহ্য নয়।

১৮০-১৮২ অধ্যায়ে কথিত ঘটোৎকচের মৃত্যুর পরে কৃষ্ণের হর্ষ প্রকাশ এবং ইন্দ্রদত্ত অমোঘ শক্তির উপাখ্যান বলে সেটি ঘটোৎকচের উপর প্রযুক্ত হয়ে গেছে, এখন আর কর্ণসহ যুদ্ধে অর্জুনের ভয় নাই, এই কথা আছে, তা সব বাদ হবে।

ইন্দ্রদত্ত শক্তির কথা অনৈসর্গিক, এবং ঘটোৎকচের মৃত্যুর পূর্বে অনেকবার অর্জুন ও কর্ণ পরস্পর সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ করেছেন। ১৮৩ ১-১৮ বাদ হবে, তাতেও ইন্দ্রদত্ত শক্তির কথা আছে। ১৯-৫৭ শ্লোক গ্রন্থ, তাতে ঘটোৎকচের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠিরের শোক প্রকাশ, এবং কর্ণ সহ যুদ্ধে যখন ঘটোৎকচ বিপন্ন, তাকে সাহায্য করতে কোন মহারথী কেন গেল না সেই প্রশ্ন আছে। যুধিষ্ঠির জুঁক হয়ে নিজেই কর্ণবধ করতে যাবার উত্তোগ করলে কৃষ্ণ তাকে বুঝিয়ে নিবারণ করলেন, মূলে ব্যাসের কথা আছে, কিন্তু মধ্যরাতে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ব্যাস এসে উপস্থিত হবেন, তা বিশ্ব সযোগ্য নয়।

চতুর্থ অনুপর্ব দ্রোণবধ পর্ব ১৮৪-১৯২ অধ্যায় নিয়ে। যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবসে দ্রোণের বীৰ্য হ্রাস করতে কৃষ্ণের প্ররোচনায় দ্রোণের পুত্র অশ্বখামার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ দিবার কথা যে মিথ্যা ও প্রকৃষ্ট, সে কথা প্রথম খণ্ডে ১৮ অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। দ্রোণ বধ পর্বে তার উল্লেখ যে যে শ্লোকে আছে তা বাদ হবে, আরো কিছু বর্জনীয় আছে। ১৮৪ অধ্যায়ে অর্জুনের ঘোষণা মত রাত্রি যুদ্ধকালে দুই দণ্ডের জন্য বিরতি ও সৈন্যগণের নিজার কথা—সংশোধিত পাঠ মত গ্রন্থ। ১৮৫ অধ্যায়ে দুর্বোধনের অভিযোগ আছে যে দ্রোণ পূর্ণ শক্তিতে যুদ্ধ করেছেন না, উত্তরে দ্রোণ অর্জুনের বীৰ্যের প্রশংসা, নিজে যথাসাধ্য যুদ্ধ করেছেন বলে দুর্বোধন, কর্ণ ও শকুনিকে অর্জুন বধের চেষ্টা করে দেখাতে বলেন; আমার মতে এই অধ্যায় বাদ হবে, কারণ জয়দ্রথ বধের দিন অর্জুন ব্যূহের ভিতর প্রবিষ্ট হয়ে গেলে, জয়দ্রথের মৃত্যুর পরে এবং রাত্রি যুদ্ধের মধ্যে ১৭২ অধ্যায়ে—এই তিনবার দুর্বোধনের দ্রোণের নিকট গিয়া অসন্তোষ প্রকাশ বা তিরস্কারের কথা আছে, চতুর্থবার সেকপ তিরস্কার সম্ভব মনে হয় না। ১৮৬ অধ্যায়ে বিরতির পরে যুদ্ধে রূপদরাজ ও বিরাটরাজের দ্রোণের হস্তে মৃত্যু ও অস্ত্র দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বর্ণিত—সংশোধিত পাঠমত গ্রন্থ। ১৮৭ অধ্যায়ে দুর্বোধনের পরে সঙ্কুল যুদ্ধ বর্ণনা—সংশোধিত পাঠমত গ্রন্থ। ১৮৮ অধ্যায়েও সঙ্কুল যুদ্ধ বর্ণনা আছে, দ্রোণ অর্জুন দ্বন্দ্ব যুদ্ধ কালে দেব-গন্ধর্ব ঋষিগণের অন্তরিক্ষে আগমন ও যুদ্ধপ্রশংসা ৩৭২-৪৭ শ্লোকে আছে, তা বাদ হবে, বাকী সংশোধিত পাঠমত গ্রন্থ। ১৮৯ অধ্যায়ে সঙ্কুল যুদ্ধ বর্ণনা—সংশোধিত রূপে গ্রন্থ।

১৯০ অধ্যায়ে কৃষ্ণের মন্ত্রনার দ্রোণের বীৰ্যহ্রাসের জন্য মিথ্যা অশ্বখামার মৃত্যু সংবাদ দিবার কথা, এবং অন্তরিক্ষে বহু পুরাকালের ঋষি-বিখ্যামিত্র, বসিষ্ঠ, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ প্রভৃতির এসে দ্রোণকে বলা যে তোমার কাল পূর্ণ হয়েছে,

তখন অস্ত্র ত্যাগ করে তার ক্ষত প্রস্তুত হও, ইত্যাদি অগ্রাহ্য ও অনৈসর্গিক কথা আছে, সম্পূর্ণ অধ্যায়টি বাদ হবে। ১০ অধ্যায় বর্জন হেতু কিছু শ্লোক বদলে নিতে হবে, যথা ১^১ স্থলে “তথা দ্রোণঃ যোধয়ন্তমান্বিতং ব্রণমূর্দ্ধনি”, ১০ স্থলে “স শরক্ষয়মাসাত্ত ব্রণশ্রমেণ চার্দিতঃ,” ১১ শ্লোক স্থলে “উৎশ্রষ্টকামঃ শত্রুনি ভীষ্মবাক্য প্রচোদিতঃ। তেজসা হীরমা ন যুযুধে ন যথা পুরা” ॥ হতে পারে। ১১১-১১২ অধ্যায় উপরোক্ত সংস্কার করে নিয়ে সংশোধিত পাঠ নেওয়া সম্ভব, যদিও সেই অবস্থায় দ্রোণ দুইবার ধুইছায় আক্রমণ বার্থ করে দিয়েছিলেন, তৃতীয়বার ধুইছায়ের আক্রমণ করতে হল, তা ব্রাহ্মণ দ্রোণের মহিমা বাড়াতে বলা মনে হয়।

অষ্টম অল্পপর্ব নারায়ণাঙ্ক মোক্ষণ .৯৩-১০২ অধ্যায়ে বিবৃত। নারায়ণাঙ্ক ক্ষেপণের কথা গ্রাহ্য নয়, যে অস্ত্র নিঃশব্দে ক্ষতি করে না, কিন্তু অস্ত্রধারী পুরুষের উপর নানাক্রমে বর্ষিত হয়, সেজন্য অস্ত্র এখনও সৃষ্ট হয় নাই, তিন সহস্র বৎসর পূর্বে তো ছিলই না। ১০৫ / ৩১ ৩২ শ্লোক দ্রোণের নারায়ণাঙ্ক প্রাপ্তির কথা আছে—যে একদিন নারায়ণ ব্রাহ্মণবেশে দ্রোণের নিকট উপস্থিত হলে দ্রোণ তাঁকে উপহার-সম্ভবতঃ পাণ্ড অর্ঘ্য ইত্যাদি-দিলেন, নারায়ণ সেই উপহার গ্রহণ করে বধ দিতে চাইলেন, দ্রোণ বর হিসাবে পরম-অস্ত্র নারায়ণাঙ্ক চাইলেন নারায়ণ সেই অস্ত্র দিলেন। তবে সাবধান করে ছিলেন যে অস্ত্রটি যেন যখন তখন প্রয়োগ করা না হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে যারা বধ ও অস্ত্র-পরিচ্যাগ করে ও যারা পরাণাগত হয়, তাদের প্রতি এই অস্ত্র নিক্ষেপ করা উচিত নয়, অবধালোককে এই অস্ত্র নিক্ষেপে পীড়ন করলে ক্ষেপ্ত। স্বয়ং নিপীড়িত হবে; এই বলে নারায়ণ স্বর্গে চলে গেলেন। এই কাহিনী অনৈসর্গিক, নারায়ণ ব্রাহ্মণ বেশে দ্রোণের কাছে কেন আসবেন? তাছাড়া নারায়ণরূপে ভগবানের আরাধনা করা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষের কয়েক বৎসর পরে কৃষ্ণ নারায়ণীয় বা ভাগবৎ ধর্ম প্রচার করার পূর্বে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয় না। কৌরব পাণ্ডবদের কাল বৈদিক যুগের শেষাংশ, তখন বৈদিক দেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ হত, ঋক্বেদসংহিতার মধ্যে নারায়ণ বা ভগবানের আরাধনার কথা নাই। নারায়ণাঙ্কের প্রতিরোধ করতে কৃষ্ণ যে পন্থা অবলম্বন কবলেন—সকলে অস্ত্রত্যাগ করে বধ থেকে নেমে দাঁড়াবে, তাতে নারায়ণাঙ্ক তাদের ক্ষতি করবেনা, সে কথা নারায়ণ অস্ত্রদানের সময় বলেন নাই, তিনি বলেছেন যে অস্ত্রত্যাগ করে বধ থেকে নেমে যাওয়া দাঁড়াই তাদের প্রতি যেন এই অস্ত্র প্রযুক্ত না হয়, হলে প্রমোক্তার অনিষ্ট হবে, নারায়ণাঙ্ক অবধোর ও বধ

সাধন করতে ছাড়ে না। একথা ১১৫/৩৫২ শ্লোকার্কে আছে। নারায়ণাঙ্গ ক্ষেপণের কথা দুবার আছে, ১১৫/৫০ ও ১১২/১৫ শ্লোকে, সেও একটি অসঙ্গতি। এই অসঙ্গতির কারণেও নারায়ণাঙ্গ মোক্ষণের কথা অগ্রাহ্য।

অশ্বখামা দ্রোণের বধকালে উপস্থিত ছিলেন না। দ্রোণ বধ বিবরণ শুনে তিনি পলায়মান কোঁরব সেনা ঘিণিষে এনে পাণ্ডব পাঞ্চালদের আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু নকুলের নিকট বাধা পেয়েই ফিরতে বাধ্য হন। এই কথা অহুত্রমণিকা অধ্যায়ের ২০২ শ্লোক থেকে মনে হয়; ২০৩ শ্লোকে নারায়ণাঙ্গের কথাও আছে, কিন্তু তা পূর্বোক্ত কারণে বাদ হবে।

১১৩ অধ্যায় (দ্রোণ বধ বিবরণ শুনে অশ্বখামার ক্রোধ) মধ্যে ১-৮, ২৮-৩৬, ৬৮ গ্রাহ্য, বাকী বাদ হবে। ১১৪ অধ্যায় (ধৃতরাষ্ট্রের মন্তব্য) বাদ হবে।

১১৫ অধ্যায় (অশ্বখামার পাঞ্চাল বধ প্রতিজ্ঞা ও কোঁরব সেনার পুনঃ প্রস্তুতি) মধ্যে ৩, ৬^১, ৫^২, ৯^৩, ১৫-২৪, ৪৩-৪৯ গ্রাহ্য, বাকী বাদ হবে।

১১৬ অধ্যায় (গুরুবধে অর্জুনের অসহোষ প্রকাশ) মধ্যে ৭-১১, ১২^২-২০^১, ২৫^২ ২৭^১, ২৮ (প্রথম পাদ) ৩০ (দ্বিতীয় পাদ), ৩৬^২ ৩৪^৩, ৪০^২-৪৯^৩, ৫৪ গ্রাহ্য, বাকী শ্লোক বাদ হবে।

১১৭ অধ্যায় (ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের উত্তর) মধ্যে ২-২৬, ২৮, ২৯, ৩১-৪০ গ্রাহ্য, বাকী শ্লোক বাদ হবে। ১১৮ অধ্যায় (সাত্যকির উক্তি এবং কৃষ্ণের ইচ্ছিতে ভীম ও সহদেব কর্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে শাস্ত করণ) মধ্যে ৫ (প্রথম পাদ), ৮ (দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ পাদ) ৯ (প্রথম দ্বিতীয় পাদ), ১২^২-১৫^২, ১৬^২, ১৭^২-২১^২, ২৪^২-৩৭^২, ৪৬^২-৫৮ গ্রাহ্য, বাকী শ্লোক বাদ।

১১৯ অধ্যায়ে অশ্বখামা কর্তৃক নারায়ণাঙ্গ মোক্ষণের কথা ও কৃষ্ণের উপদেশে সেই অস্ত্র নিবারণের কথা আছে। অনৈসর্গিকতা হেতু বাদ হবে। ২০০ অধ্যায়ে অশ্বখামার ভীষ্ম যুদ্ধের কথা আছে, নারায়ণাঙ্গ বিফল হলে অশ্বখামা ভীষ্ম যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি ও ভীমকে পরাজিত করণ ইত্যাদি আছে। ২০০ অধ্যায়ের বহু শ্লোক সংশোধকরণ বাদ দিয়েছেন, আমার মনে হয় সবই বাদ হ'ব, কারণ প্রকৃত কথা যে অশ্বখামা আক্রমণ আরম্ভ ক'লে নকুলকেই পরাজিত করতে না পেয়ে নিবৃত্ত হলেন (অহুত্রমণিকা অধ্যায়, ২০২), সে কথা বাদ দিয়ে ব্রাহ্মণ কবি অশ্বখামার বীর্যবিকা দেখাতে চেয়েছেন। ২০১/১৪৭ শ্লোকে অর্জুনের হস্তে অশ্বখামার পরাভব ও অশ্বখামার পলায়ন বর্ণিত, তাও বাদ হবে।

২০১ / ৪৮-২৬ শ্লোকে ব্যাসের আগমন ও মহাদেবের মহিমা বর্ণনা, ২০২ অধ্যায়েও মহাদেবের মহিমা বর্ণিত। এগুলি পরের যোজনা হিসাবে বাদ হবে। পর্ব শেষ হবে ২০১ অধ্যায়ের শেষ তিন শ্লোক দিয়ে-১৯৮-২০০, তার মধ্যে ১৯৮ শ্লোক স্রোণপুত্র স্থলে দুর্গোধন অবহার ঘোষণা করলেন এইভাবে পরিবর্তিত করে নিতে হবে।

১৪. কর্ণপর্ব

কর্ণপর্ব বেশ বড় পর্ব, প্রমাণ সংস্করণে এই পর্বে ৫০১৪ শ্লোক আছে, কিন্তু এই পর্বের কোন অঙ্গুপর্ব বিভাগ নাই। কর্ণ সম্বন্ধে কয়েকটি অসঙ্গতি প্রথম খণ্ডের ৫ অঙ্কচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে; দ্বিতীয় খণ্ডের ১ অঙ্কচ্ছেদে সম্পাদকের মত উদ্ধৃত করা হয়েছে—যে এই পর্বে বহু প্রক্ষেপ ও যোজনা আছে। সম্পাদক বেশ কিছু অধ্যায় ও শ্লোক বাদ দিয়েছেন। কিন্তু ডঃ হুফসংকরের নীতি অনুসরণ করতে হওয়ায় অনেক বর্জনীয় শ্লোক ও অধ্যায় রাখতে বাধ্য হয়েছেন। অতএব প্রকৃষ্ট নির্বাচন অগ্রাঙ্ক পর্বের মত করে যেতে হবে।

১ / ১-১৬ শ্লোকে বৈশম্পায়ন কর্তৃক কর্ণকে সৈন্যপত্যে বরণ ও দুদিন যুদ্ধের পরে কর্ণের মৃত্যু সংক্ষেপে বর্ণিত, ১৭-২৭ শ্লোক অবাস্তর, বাদ হবে। ২। ১-৬, ৮-৯, ২০-২৩ গ্রাহ্য, বাকী শ্লোক অবাস্তর। ৩ অধ্যায়ে সঞ্জয় কর্তৃক সংক্ষেপে কর্ণের সৈন্যপত্যে যুদ্ধের বিবরণ কথিত, ৪ অধ্যায়ে তা শুনে ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ, এই দুটি অধ্যায় সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য। ৫৬ অধ্যায়ে নিহত কোরব পাণ্ডব বীরদের নাম, ৭ অধ্যায়ে অবশিষ্ট কোরববীরদের নাম, যুদ্ধের ফলের স্মারকলিপি হিসাবে সংশোধিত রূপে নেওয়া যায়, যদিও মূল কাহিনী এতে তার বিশেষ প্রয়োজন নাই। ৮-৯ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রের দীর্ঘ বিলাপ অনাবশ্যক মনে হয়, তবে ৭ অধ্যায় শেষে ধৃতরাষ্ট্রের শ্লোকে মুহামান হয়ে অচেতনপ্রায় হবার কথা আছে, তাই ৮ অধ্যায় সংশোধিত রূপে নেওয়া যায়, তার পর ৯। ২৪-২৭ গ্রাহ্য, বাকী বাদ হবে। ১০-১১ অধ্যায় কর্ণের সৈন্যপত্যে অভিষেক এবং ব্যূহ রচনা বর্ণিত, সংশোধিত পাঠ গ্রাহ্য।

১২-৩০ অধ্যায়ে ষোড়শ দিনের যুদ্ধের বিবরণ। ১২-১৪ অধ্যায় সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। ১৫ অধ্যায়ে অশ্বখামা ও ভীষ্মের যুদ্ধ বিবরণ মধ্যে সিন্ধু-চারণদের অন্তরিক্ষে আগমন ও গ্রাশংসা ২৭ ১-৩২ শ্লোক আছে, তা অঐতিহাসিক হিসাবে

বাদ হবে। ১৬ অধ্যায়ে অর্জুন সংশপ্তক যুদ্ধ বিবরণের মধ্যেও ১৭ ১২^১ শ্লোকে সিদ্ধ দেবর্ষি চারণদের আগমন ও গ্রাণসার কথা আছে, তা বাদ হবে। ২০^২ শ্লোক হতে অশ্বখামার সংশপ্তক সহ যুদ্ধে লিপ্ত অর্জুনের উপর আক্রমণ ও অর্জুন সহ যুদ্ধ, ১৭ অধ্যায়ে অশ্বখামা অর্জুনের যুদ্ধ ও অশ্বখামার বিপর্যস্ত হয়ে কর্ণের বাহে আশ্রয় গ্রহণের কথা আছে। ১৫ অধ্যায়ে আছে যে ভীমসহ তীর যুদ্ধে অশ্বখামা অচেতন হয়ে পড়লে তার সারথি তাকে নিয়ে সরে গেল। তার পরেই অশ্বখামা সে সংশপ্তকগণ সহ যুদ্ধে রত অর্জুনের উপর আক্রমণ করবে তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। অতএব ১৬ / ১২^২ শ্লোক হতে অধ্যায়শেষ এবং ১৭ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হবে। পরের যুগের ব্রাহ্মণ পুথিকার অশ্বখামার বীরত্ব বাড়াতে অনেক প্রক্ষেপ করেছে। ১৮ অধ্যায়ে অর্জুন হস্তে মগধবীর দণ্ডধার ও তার ভাতা দণ্ডের নিধন বর্ণিত; দণ্ডধার শিক্ষিত হস্তীতে আরোহন করে পাণ্ডবসেনা বিজয় করছিল, কোলাহল শুনে অর্জুন সংশপ্তকসহ যুদ্ধ হতে এসে তাকে বধ করেন। এই অধ্যায় সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য। ১৯ অধ্যায়ের ১-২৬ শ্লোকে পুনঃ অর্জুন সংশপ্তকগণের যুদ্ধ বিবরণ, গ্রাহ্য। ২৭-৫৩ শ্লোকে কৃষ্ণ কর্তৃক যুদ্ধভূমি বর্ণনা, সেই বর্ণনা পুনঃ ৫৮। ২-৩৩ শ্লোক আছে, সংশোধক ৫৮। ২ ৩৩ বাদ দিয়ে ৫৮। ৩৪-৪১ শ্লোক শোধিত ১৪ অধ্যায়ে, অর্থাৎ প্রমাণ ১৯ অধ্যায়ে ৫০ ৫৭ শ্লোক হিসাবে যোগ করেছেন, অর্থাৎ দ্বিতীয়বার একই বর্ণনা বাদ দিয়ে প্রথম বর্ণনাটি পূর্ণ করে নিয়ে রেখেছেন। সেইভাবে ১৯ অধ্যায় গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে ১৯। ৫৩^২ ৫৮ শ্লোক, সংশপ্তক যুদ্ধ শেষে কৃষ্ণ অর্জুনকে যেখানে পাণ্ডা রাজ্য কোঁঠবৈশ্য ধ্বংস করছিলেন সেখানে নিয়ে গেলেন, তা বাদ হবে, কারণ সেখানে গিয়ে যে অর্জুন পাণ্ডা রাজ্যের সাহায্যে যুদ্ধ করলেন, তা বলা হয় নাই, পরের অধ্যায়ে অশ্বখামাসহ যুদ্ধ পাণ্ডা রাজ্যের যত্ন বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে অর্জুনের কথা কিছুই নাই। ২০ অধ্যায় অশ্বখামার হস্তে পাণ্ডারাজ্যের যত্ন, সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। ২১ অধ্যায়ে সঙ্কুল যুদ্ধ বর্ণনা আছে, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। ২২ শ্লোকে ক্রপদরাজ্যের কথা আছে কিন্তু ক্রপদ রাজ্যের তো ভ্রোণপর্বতেই যত্ন হয়েছে। যুদ্ধ বর্ণনা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ২১ অধ্যায় পরে যোজিত মনে হয়, সেটি বাদ হবে। ২২ অধ্যায়ে পুনঃ সঙ্কুল যুদ্ধ বিবরণ আছে, ২৩ ২৪ অধ্যায়ে নানা দৈববধ যুদ্ধ বর্ণিত আছে, এই অধ্যায় গুলি সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। ২৬

অধ্যায়ে প্রথমে কূপ ও যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ বর্ণনা, তার মধ্যে কূপের বীর্য বেশী বাড়িয়ে বলা হয়েছে, যেন ব্রাহ্মণ লিপিকার যুধিষ্ঠায় হস্তে দ্রোণ নিধনের শোধ নিচ্ছেন, এই অংশ, ১২১^১ শ্লোক, বাদ হবে। ২১^২-৩৮ শ্লোকে কৃতবর্মা ও শিখণ্ডীর যুদ্ধ বর্ণিত, সেই অংশ গ্রাহ্য। ১৭ অধ্যায়ে অর্জুনের নানা রণীসহ যুদ্ধে জয় বর্ণিত, শোধিতরূপে গ্রাহ্য। ২০ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির দুর্বোধনের যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের জয় বর্ণিত, পরে সঙ্কুশ যুদ্ধ বর্ণিত; ২২ অধ্যায়ে আছে যে দুর্বোধন নৃতন সজ্জিত রথে এসে আবাব যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু পরাজিত ও বিনশ্ত হয়ে গেলেন, তখন কৃতবর্মা এসে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করায় ভীম এ স কৃতবর্মাকে আক্রমণ করলেন; উভয় অধ্যায় সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। ৩০ অধ্যায়ে সঙ্কুশ যুদ্ধ বর্ণনা ও অবহার ঘোষণা, গ্রাহ্য।

সপ্তদশ দিবসের যুদ্ধ প্রস্তুতি ও যুদ্ধ ৩১-৩৬ অধ্যায়ে বর্ণিত। এই বর্ণনার চারভাগ করা চলে—(ক) শল্যের কর্ণ সারথ্যে নিয়োগ ও কর্ণ শল্যের বাদান্তবাদ (খ) যুদ্ধের প্রথমাংশ, (গ) যুধিষ্ঠির অর্জুন কৃষ্ণ সংবাদ, (ঘ) যুদ্ধের শেষাংশ ও কর্ণ বধ। (ক) শল্যের কর্ণ সারথ্যে নিয়োগ ও বাদান্তবাদ ৩১-৪৫ অধ্যায়ে বর্ণিত। কৃষ্ণ সারথি অর্জুনসহ উপযুক্তরূপে যুদ্ধ করতে কর্ণ দুর্বোধনের কাছে সপ্তদশ দিবস প্রত্যাবে গিয়ে শল্যকে তাঁর সারথি করে দিতে বলেন। শল্য প্রথমে আপত্তি করেন, দুর্বোধন শল্যকে কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সারথি বলায় এবং ২য়ী হিসাবে তাঁকে কর্ণ অপেক্ষা হীন মূঢ়িত করা হচ্ছে না বলায় শল্য সম্মত হলেন। ৩১-৩২ অধ্যায় শোধিতরূপে গ্রাহ্য। ৩৩-৩৫ অধ্যায়ে দ্রিপুর উপাখ্যান ব্রহ্মা বর্জক শিবের সারথ্য স্বীকার, মধ্যে পরভরামের মহিমা বর্ণন—পরের কালের বোজনা হিসাবে বাদ হবে। ৩৬ অধ্যায় গ্রাহ্য, ৩২ অধ্যায়ের পরে স্বাভাবিক ভাবে বসে। ৩৭ অধ্যায় থেকে কর্ণ শল্যের বাদান্তবাদ; কোন ব্রহ্ম প্রিয় কবি সেটিকে অকারণ দীর্ঘ করেছেন। শ-্য প্রথমে বর্ণের সারথি হতে সম্মত হন নাই, কিন্তু সম্মত হয়ে তিনি স্তম্ভভাবে সারথ্যদার্য সম্পাদন করেছেন সন্দেহ নাই, তা না করলে কর্ণ তাকে দিনের শেষ পর্যন্ত বিশেষ অপগাছে যখন অর্জুনসহ বৈবধ হ'ল, তখন রাখতেন না। আরম্ভে তীব্র কলহ হলে ২য়ী সারথি উভয়েরই মন তিষ্ঠ হয়ে যায়, ২য়ী সারথির উপর বিশ্বাস রাখতে পারে না, সারথিও ২য়ীর নির্দেশ বিনা দ্বিধায় পালন করতে পারে না। ৩৬/২৭২-৩০^১ শ্লোকে শল্যের যে সাবধান বাণী আছে, তাই যথেষ্ট; ৩০২-৩২ শ্লোক সংশোধক বাদ দিয়েছেন।

৩৭ অধ্যায়ে দুর্নিমিত্ত দর্শনের কথা আছে, তা কেউ গ্রাহ্য করল না, দুর্নিমিত্তের কথা অবাস্তব। ১৩-৩১ শ্লোকে কর্ণের আত্মশ্লাঘাপূর্ণ উক্তি ও ৩৩-৪০ শ্লোকে শল্যের বিজ্ঞপূর্ণ উত্তর দুটিই অসঙ্গত। ৩০ শ্লোক পর্যন্ত উপজাতি বৃত্তের পরে ৩১ শ্লোক হতে বৈতালীষ অর্দ্ধসমবৃত্তের ব্যবহার থেকেও পরের যোজনা মনে হয়। ৩৮ অধ্যায়ে কর্ণের ঘোষণা, যে অর্জুনকে দেখিয়ে দেবে, তাকে বহু পুরস্কার দিব, এবং ৩৯ অধ্যায়ে শল্যের উপহাস এবং ভীম-অর্জুনের তুলনায় কর্ণকে হীন বলা, দুটিই অসঙ্গত; তার থেকেই ৪০-৪১ অধ্যায়ে কথিত বিবাদ, শল্যের বিজ্ঞপাত্মক হংস-কাক উপাখ্যান কথন, সবই অকবির বহুনা মনে হয়। ৪২ অধ্যায় কর্ণের স্বমুখে ভার্গবের অভিষাপ ও ব্রাহ্মণের রথচক্র ভূমিগ্রস্ত হবার অভিষাপের বিবরণ, সেই অভিষাপের কাহিনী গ্রাহ্য নয় তা পূর্বেই বলা হয়েছে, এবং শল্য যদি কর্ণের বীরত্বকে তুচ্ছ করবার চেষ্টা করে থাকেন, তখন কর্ণের পক্ষে সেই অভিষাপদ্বয়ের কথা বলা কোন মতেই সম্ভব নয়। ৪৪-৪৫ অধ্যায়ে মজ্জদেশের ও অঙ্গদেশের নারীপুরুষের ব্যবহারের নিন্দা উভয়ের মনকে আরো তিক্ত করবে, সে তিক্ততা দুঃখাধনের দুটি কথায় দূর হবে না। তাই ৩৭-৪৫ অধ্যায় সম্যক বাদ দেওয়া সঙ্গত।

(খ) ৫৬-৬৪ অধ্যায়ে সপ্তদশ দিবসের পূর্বাঙ্কের যুদ্ধ বিবরণ আছে। তার মধ্যে বহু প্রক্ষেপ আছে, সংশোধক ডঃ বৈষ্ণব অনেক শ্লোক বাদ দিয়েছেন, ৫৭, ৬২, ৬৩ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ ও ৫৮ অধ্যায় প্রায় সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন। অতএব এই অংশ সংশোধিতরূপে গ্রাহ্য;

(গ) ৬৫-৭৪ অধ্যায়ে কর্ণবধ হয় নাই জেনে যুধিষ্ঠিরের অর্জুনকে অপমান, অর্জুনের যুধিষ্ঠিরকে বধোত্তম ও কৃষ্ণের সত্য ও ধর্মের ব্যাখ্যা করে উভয় পক্ষকে শান্ত করার কথা আছে। যুদ্ধের মধ্যে এখানে কৃষ্ণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, কৃষ্ণের মধ্যস্থতা না থাকলে পাণ্ডবদের দুর্ভাগ্য আসতো। সংশোধক কিছু কিছু শ্লোক বাদ দিয়েছেন, সংশোধিত পাঠ সম্পূর্ণ গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ঘ) ৭৫-২৬ অধ্যায়ে সপ্তদশ দিবসের অপরাহ্ন যুদ্ধ, দুঃশাসন বধ ও কর্ণবধ বর্ণিত হয়েছে। সংশোধক কিছু শ্লোক ও অধ্যায় বাদ দিয়েছেন, তার উপরে আমার মতে অস্বাভাবিকতা ও অর্নৈসর্গিকতা হেতু আরো কিছু বাদ হবে যথা, ৭৬/৪০ (অর্জুনের রথ দেখা যাচ্ছে বলায় ভীমের সারথিকে পুরস্কার দিবার প্রতিশ্রুতি), ৮৭/৩৬-৮৮ (যুদ্ধ দেখতে অস্তুরিক্ষে দেবগণের আগমন ও কথাবার্তা); ৮৮

অধ্যায় সম্পূর্ণ (অশ্বখামার সন্ধি প্রস্তাব দুর্বোধনের নিকট, কর্ণ-অর্জুনের বন্দযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর সেই প্রস্তাব হান্ডকর), ১০/৮১-১১৬ (কর্ণের রথচক্র ভূমিগ্রস্ত হওয়া, কর্ণের সময় প্রার্থনা—বাদ হবে কারণ শাপের কথা গ্রহণ করা হয় নাই, এবং চক্র সত্যই প্রোথিত হলে সারথি শল্য কি করলেন তার উল্লেখ থাকা স্বাভাবিক ছিল), ১১/১-২২, ৩৪, ৩৫ (কৃষ্ণের কর্ণের প্রতি ভৎসনা ইত্যাদি)।

২২ অধ্যায় (শল্য কর্তৃক বিধ্বস্ত কর্ণ রথ নিয়ে দুর্বোধনের নিকট গিয়ে যুদ্ধ বর্ণনা) ও ২৬ অধ্যায় (যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে কর্ণের দেহ দর্শন) গ্রাহ্য। সংশোধক ১৩ অধ্যায় (কৌরব সৈন্য পলায়ন) ও ২৫ অধ্যায় (অবহার ঘোষণা ও শিবিরে গমন) বাদ দিয়েছেন। ২৪ অধ্যায় কিছু শ্লোক বাদ দিয়ে রেখেছেন, সেটি বাদ দেওয়াও যেত, তবে রাখলেও ক্ষতি নাই।

১৫. শল্য পর্ব

এই পর্বের প্রধান দুই ভাগ শল্যবধ পর্ব ও গদা পর্ব, প্রমাণ সংস্করণের ১২৮ অধ্যায় ও ৩০-৬৫ অধ্যায়। মধ্যে ২২ অধ্যায়ে হ্রদ প্রবেশ নামক একটি ছোট অল্পপর্ব।

প্রথম অল্পপর্ব শল্যবধ পর্ব। ১ অধ্যায়ে প্রথমে জনমেজয়ের প্রশ্নে বৈশম্পায়ন কর্তৃক সংক্ষেপে কর্ণবধের পরের সব ঘটনা বর্ণিত, পরে সঙ্গ্রহ কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কর্ণবধের পরের সব বিবরণ কথিত, সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। ২ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ, তার মধ্যে ১-১৯, ২০২-৩০১, ৫০২-৭০ গ্রাহ্য, বাকী শ্লোক পুনরুক্তি হেতু বাদ হবে। ৩ অধ্যায়ের ১, ২ শ্লোক ছাড়া বাকী শ্লোক সংশোধকগণ বাদ দিয়েছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য। ৪ অধ্যায়ে কৃপ কর্তৃক দুর্বোধনকে সন্ধি প্রার্থনার উপদেশ, ভারত মঞ্জরীতে এই উপদেশের কথা না থাকলেও গ্রাহ্য মনে হয়, তবে কিছু সংক্ষেপ হবে, গ্রাহ্য ১-১৪, ৪৩-৫১, মধ্যে বহু শ্লোকে অর্জুনের বীর্যের ও অঙ্গগৌরবের কথা, তা বাদ হবে। ৫ অধ্যায়ে দুর্বোধনের সন্ধি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ও যুদ্ধ চালাবার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন, সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। ৬ অধ্যায়ে শল্যকে কৌরব সেনাপতি করবার প্রস্তাব, তার মধ্যে অশ্বখামার গুণগান, ৭ শ্লোকের চতুর্থ পাদ হতে ১৭ শ্লোকের প্রথমপাদ, বাদ হবে, তা ভৃগুবংশীয় কবি বা লিপিকার কর্তৃক পরের কালে যোজিত সন্দেহ নাই। বাকী শ্লোক গ্রাহ্য। ৭ অধ্যায়ে শল্যকে সৈন্যপত্যে অভিষেক, পরে সপ্তদশ রাজ্রিতে বিশ্রামের কথা, মধ্যে আছে যে শল্য কৌরব

সেনাপতি হয়েছে জেনে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে প্রসন্ন করলেন, আমাদের কি কর্তব্য, তার উত্তরে কৃষ্ণের যেন বিজ্ঞপাত্মক ভাবে যুধিষ্ঠিরকেই শল্যবধ করতে বলা—বিজ্ঞপ-
নঙ্গত মনে হয় না, অতএব ২৭^২-৩৭ শ্লোক বাদ হবে, বাকী গ্রাহ্য। ৮ অধ্যায় হতে যুদ্ধ বর্ণনা আরম্ভ। ১১/১-৬ বাদ হবে, পরে যোদ্ধিত মনে হয়, কারণ ৭ শ্লোক হতে পুনঃ বর্ণনা আরম্ভ; এই অধ্যায়ে ১৪-১৮ শ্লোকে তুর্লক্ষণ বর্ণন, ভীমের গদার বর্ণনায়ুক্ত ৫০-৫৭ শ্লোক বাদ হবে, ৪৫^২-৪৭ সংশোধকগণ বাদ দিয়েছেন, বাকী শ্লোক গ্রাহ্য। ৯, ১০, ১২-১৭ অধ্যায়ে যুদ্ধ বর্ণনা, ১৭ অধ্যায়ে শল্যবধ, শোধিত রূপে গ্রাহ্য। ১৮ অধ্যায় পরে যোদ্ধিত মনে হয়, ১৭ অধ্যায়ের পরে ১৯ অধ্যায় স্বাভাবিক মনে হয়, ১৮ অধ্যায় বাদ হবে। ১৯-২০ অধ্যায়ে যুদ্ধের বর্ণন ও শাঘবধের কথা, শোধিত রূপে গ্রাহ্য। ২১ অধ্যায় বাদ হবে, কোঁরবরথী ক্ষেমধূষ্ঠি বধের কথা জ্যোৎস্না পর্বে ১০৭/১-৬ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে; এবং সাত্যকি ও কৃতবর্মা যুদ্ধের কথা শল্যপর্বে ১৭ অধ্যায়েই আছে। ২২ অধ্যায়ে সঙ্কুল যুদ্ধ বর্ণিত, বাদ দিবার কারণ নাই। ২৩ অধ্যায়ের ৪-৮ শ্লোক বাদ হবে, তা ১৭ অধ্যায়ের যুদ্ধের শেষভাগের বর্ণনার পুনরুক্তি। ২৪ অধ্যায়ে ১৭-৫০ শ্লোকে অর্জুনের দীর্ঘ উক্তি বাদ হবে, তা স্থানকালোচিত নয়। ২৭ অধ্যায়ে পুনঃ অর্জুনের অনাবশ্যক উক্তি আছে—১০^২-২৭^২; তা ছাড়া ২৭ অধ্যায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্ধোধনেন্দ্র উপস্থিতির কথা আছে এবং তার এক ভাতা স্বদর্শনের ভীমের হস্তে মৃত্যুর কথা আছে; কিন্তু ২৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে দুর্ধোধনকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখতে না পেয়ে কৃতবর্মা, অশ্বখামা ও কৃপ তাঁর খোঁজ করতে লাগলেন, পেলেন না, আর স্বদর্শনের মৃত্যুর কথা জ্যোৎস্না পর্বে ১২৭ অধ্যায়ে আছে। অতএব ২৭ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হবে। ২৫, ২৬, ২৮ অধ্যায়ে যুদ্ধের বিবরণ শোধিত রূপে গৃহীত হবে, ২৮ অধ্যায়ে সহদেবের হস্তে উলুক ও শকুনির মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে।

ইদং প্রবেশ অতঃপর্ব প্রমাণ সংস্করণের ২৯ অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ে যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনাও কিছু আছে। কিছু পুনরুক্তি হেতু বাদ হবে। গ্রাহ্য ১, ১০, ১৫, ২০, ২২^২, ২৩, ২৪^২, ২৬^২, ২৭, ৩৭-৩৭, ১০১ ১০২^২ শ্লোক। এই অধ্যায়ে আছে যে সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হলে সাত্যকি তাকে বধ করতে উত্তত হয়েছিলেন, বৈশ্যায়নের কথায় মুক্তি দিলেন। বৈশ্যায়নের আকস্মিক উপস্থিতির কথা এখানে গ্রাহ্য মনে হয় না, যুধিষ্ঠিরের কথায় সাত্যকি সঞ্জয়কে ছেড়ে দিলেন এই ভাবে পাঠ পারিবার্তিত হবে।

গদাযুদ্ধ অল্পপর্বের ৩০ অধ্যায়ে দুর্ধোধনের হৃদে অবস্থান সম্বন্ধে ভীমের সংবাদপ্রাপ্তি এবং পাণ্ডবগণের সাত্যকি কৃষ্ণ সহ সেই হৃদের নিকট রথ সহ গমন বর্ণিত, শোধিত পাঠ গ্রাহ্য। ৩১ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের দুর্ধোধনকে হৃদ হতে নির্গমন করতে আহ্বান ও দুর্ধোধন সহ কথা, ৬২-১৬১ শ্লোকে কৃষ্ণ কর্তৃক দুর্ধোধনের মায়া জয় করতে উপদেশ, অনাবশ্যক হিসাবে বাদ হবে। বাকীটা শোধিতরূপে গ্রাহ্য। কৃষ্ণের কুমন্ত্রণা দান এবং বলরামের গদাযুদ্ধ কালে আগমনের কথা যে গ্রাহ্য নয় তা প্রথমখণ্ডের ১৯ অঙ্কচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। ৩২ অধ্যায়ে দুর্ধোধনের হৃদ হতে নির্গমন ও যুধিষ্ঠির সহ কথা, কলে যুধিষ্ঠিরের দেওয়া কবচ শিবজ্ঞান ইত্যাদি পরিধান করে দুর্ধোধনের গদাযুদ্ধের জন্ত প্রস্তুতি এবং দুর্ধোধনের সদস্ত আহ্বানে ভীমের দুর্ধোধন সহ গদাযুদ্ধের জন্ত অগ্রসর হওয়া, শোধিত পাঠ গ্রাহ্য। ৩৩ অধ্যায়ে প্রথমে কৃষ্ণের উক্তি, পরে ভীম-দুর্ধোধনের পরস্পরের প্রতি তর্জন, তার মধ্যে ৭১-১৭১, ২৪-২৯ বাদ হবে, কারণ কৃষ্ণ অস্ত্রায় যুদ্ধের প্ররোচনা দিলেন বা দুর্ধোধনকে অধিক কৃতী বললেন, তা গ্রাহ্য নয়। প্রথম খণ্ড ১৯ অঙ্কচ্ছেদের আলোচনা মত বলরামের আগমন কথাবাদ অর্থাৎ ৩৪-৫৬ অধ্যায় এবং ৬০ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ। ৫৮ অধ্যায়ের প্রথমে অর্জুনের প্রশ্ন, গদাযুদ্ধ ভীম দুর্ধোধনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এবং কৃষ্ণের উত্তর, ভীম বলবান কিন্তু দুর্ধোধন অধিক কৃতী, অস্ত্রায় যুদ্ধ না করলে ভীম জিততে পারবে না, শুনে অর্জুনের স্বীয় বাম উরুতে চপেটাঘাত করে ইঙ্গিত দানের কথা আছে, তা গ্রাহ্য নয়, অতএব ৫৮।১-২১ শ্লোক বাদ হবে; ৪৯ ৬২ শ্লোকে প্রাকৃতিক বিকোভ ও সিদ্ধ চারুণদের কথা আছে, তাও বাদ হবে; ২২-৪৮ শ্লোক গ্রাহ্য। ৫৯ অধ্যায়ে আছে জয়লাভের পরে ভীমের দুর্ধোধন প্রতি উক্তি ও মন্তকে পদাঘাতের কথা, এবং যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভীমকে নিবারণ, শোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য। ৬০ অধ্যায়ে বলরামের কথা, বাদ হবে পূর্বেই বলা হয়েছে। ৬১।১-২১ গ্রাহ্য, পরে দুর্ধোধনের কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণকে অধর্ম ও ছল অবলম্বনে যুদ্ধজয়ের জন্ত ভীম নিন্দা, কৃষ্ণের উত্তর, দুর্ধোধনের উদ্দেশ্যে পুস্পকৃষ্টি এবং অবশেষে কৃষ্ণের উক্তি যে অধর্ম অবলম্বন না করলে পাণ্ডবগণ ভীম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহাযোদ্ধাদের পরাজিত করতে পারতেন না, কৃষ্ণ পাণ্ডবদের হিতের জন্ত অচীর উপায় বলে তাদের বধ সম্ভব করেছেন—এই সমস্তই অগ্রাহ্য এবং অসত্য, তাই ২২-৭১ শ্লোক বাদ হবে। ৬২ অধ্যায়ে আছে যে পাণ্ডবগণ সাত্যকি ও কৃষ্ণ সহ যুদ্ধ

দৃষ্টিতে ফিরলেন, অরক্ষিত কোঁরব শিবির হতে প্রচুব ধন রত্ন সংগ্রহ করলেন ইত্যাদি। ৭২-৩২ শ্লোকে আছে যে রথ থেকে সকলে নামবাব পরে কৃষ্ণ নামলেই অর্জুনের রথ পুড়ে গেল, কৃষ্ণ বললেন যে দ্রোণাদির ব্রহ্মাস্ত্রে রথ তপ্ত হয়েছিল, কৃষ্ণ রথে ছিলেন বলে জলে যায় নাই, তিনি নামলে জলে গেল। এই উপাখ্যান গ্রাহ্য নয়, কৃষ্ণের অতিপ্রাকৃত শক্তির দাবী মূল মহাভারতের অংশ নয়, এবং প্রতিরাত্রেই তো কৃষ্ণ রথ হতে নামতেন, দুর্যোধনের উদ্দেশ্যে হ্রদের নিকট গিয়েও তো কৃষ্ণ সহ সকলে রথ থেকে নেমেছিলেন, তখন কেন জলে যায় নাই, সুতরাং পূর্বে জলে না যাবার যে কারণ কৃষ্ণের সুখে বসান হয়েছে তাও বিচারনহ নয়। এই শ্লোক গুলি স্পষ্টতাই প্রক্ষিপ্ত এবং বাদ হবে। ১- ২. ৩৩-৩৯ শ্লোক মাত্র গ্রাহ্য। ৪০-৪৫ শ্লোকে আছে যে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, হস্তিনাপুরে গিয়ে গান্ধারীকে শাস্ত করে আনুন, না হলে গান্ধারী পাণ্ডবগণকে শাপ দিয়ে দগ্ধ করতে পারেন তাও বাদ হবে। ৬৩ অধ্যায়ে কৃষ্ণের হস্তিনাপুরে গমন এবং ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীকে সব জানিয়ে সান্ত্বনার বাণী বলা এবং অশ্বখামাদি ব্রাহ্মে পাণ্ডবশিবিরে হানা দিয়েছে বুঝতে পেরে ফিরে আসবার কথা আছে। এই সমস্ত পরে প্রক্ষিপ্ত সন্দেহ নাই, ৬৩ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হবে। ৬৪ অধ্যায়ে আছে যে ধৃতরাষ্ট্র শুন্তে চাইলেন, দুর্যোধন ভয় উরু হয়ে প'ড়ে থেকে কি বলেছিলেন, সঞ্জয় দুর্যোধনের দীর্ঘ বিলাপ বলে গেলেন ; ৩৮২-৩৯২ শ্লোকে চার্বাকের উল্লেখ আছে, দুর্যোধন বলছেন যে আমার বন্ধু চার্বাক আমার এইভাবে বধের কথা জানলে প্রতিকার করবে। শান্তিপর্বে ৩৮-৩৯ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণবেশী দুর্যোধন বন্ধু চার্বাকের কথা আছে, তাকে রাজসভায় ব্রাহ্মণরাই যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করার মেয়ে ফেললেন। এই ব্রাহ্মণবেশী ব্রাহ্মণের কাছ থেকে কিছু প্রতিকার যে দুর্যোধন আশা করেছিলেন তা মনে হয় না। মহাভারতে নানা স্থানে দীর্ঘ বিলাপ বাণী আছে, আমার মনে হয় যে সে সবই পরের যুগের প্রক্ষেপ, আর্ষগণ যখন তাঁদের বীর্ষ থেকে অনেকটা ব্রষ্ট হয়ে সংসার দুঃখময় মনে করতে আরম্ভ করেছিলেন। অতএব ৬৪ অধ্যায় বাদ হবে। ৬৫ অধ্যায়ে আছে যে অশ্বখামা কৃপ ও কৃতবর্মা গদাযুদ্ধের পরে পাণ্ডবগণ চলে গেলে দুর্যোধনের নিকটে এলেন, এবং অশ্বখামা পাণ্ডব পাঞ্চালদের শেষ করবেন প্রতিজ্ঞা করায় দুর্যোধনের নির্দেশমত কৃপ তাকে সৈন্যপত্ন্যপদে অভিষিক্ত করলেন। রথীগণ দুর্যোধনকে সেখানে ফেলে রেখে চলে গেলেন। এই অধ্যায় ভারত কথার অংশ রূপে গ্রাহ্য।

১৬ : সৌপ্তিক পর্ব

১-২ অধ্যায় নিয়ে সৌপ্তিক অন্নপর্ব। ১ অধ্যায়ে ১-৬, ১৭-৬৯ শ্লোক গ্রাহ্য, তাতে সৈন্যপাণ্ডে অভিষিক্ত অশ্বখামা ও অশ্ব দুই রথীর শিবির অভিযুখে গমন ও কার্য প্রণালী চিস্তন বর্ণিত। ৭-১৬ শ্লোকে দুর্যোধনের উদ্দেশ্যে ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ বাদ হবে, কারণ সঙ্ঘ বধন অশ্বখামাদির নিশীথ অভিযান বর্ণনা করছেন তখন দুর্যোধনের অশ্ব বিলাপ প্রাসঙ্গিক নয়। ২ অধ্যায়ে রূপ কথিত দৈব ও পুরুষকার সম্পর্কে তত্বকথা এবং বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর পঞ্চমর্শ গ্রহণের কথা আছে; তত্বকথা: কিছু বাদ দিয়ে ১-৩১, ১২-৩৫ শ্লোক নেওয়া যেতে পারে। ৩ অধ্যায়ে অশ্বখামার উত্তর ও স্তম্ভ পাণ্ডব পাঞ্চালদের সহসা আক্রমণ করে বধ করার প্রস্তাব, সে সংকল্প অশ্বখামার মনে পূর্ব হতেই ছিল, তাই ভনিভা কিছু বাদ দিয়ে ১-৩, ১৬-৩৬ শ্লোক নেওয়া যেতে পারে। ৪ ও ৫ অধ্যায় সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য, তার মধ্যে রূপের উক্তি ও স্তম্ভ শিবিরে আক্রমণের ধারা স্থির করণ বিবৃত আছে। ৬ অধ্যায়ে বর্ণিত মহাভূত রূপে শিবের পাঞ্চাল শিবিরের দায়রকার কথা এবং ৭ অধ্যায়ে বর্ণিত অশ্বখামার শিবস্তুতি ও শিবের নিকট হ'তে অস্ত্রপ্রাপ্তির কথা অতিপ্রাকৃত হিসাবে বাদ হবে। শিব যদি স্তম্ভস্তম্ভ সৈনিকগণের নিদ্রিত অবস্থায় হত্যার প্রয়াসী লোকের সামান্য স্তুতিতে তুষ্ট হয়ে তার সাহায্য করেন, তাহলে শিবকে যে উচ্চ শ্রেণীর দেব বলা যায় না, তা প্রক্ষেপকাণ্ডের চিন্তায় স্থান পায় নাই। ৮ অধ্যায়ে ৬৯-৭৫ শ্লোকে কথিত রক্তাক্ত ধারিণী কালীর ক্ষবির্ভাবের কথা ও ১৩৪-১৪২ শ্লোকে কথিত পিশাচ ও রাক্ষসগণের আবির্ভাব কথা বাদ হবে, বাকী বিবরণ গ্রাহ্য। ৯ অধ্যায়ে ১-৬১ শ্লোক গ্রাহ্য, রূপ অশ্বখামা কৃতবর্মার দুর্যোধনের নিকট এসে তাকে অচেতন দেখে বিলাপ, দুর্যোধনের চেতনা সঞ্চার হ'লে তার কাছে ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী দ্রোণদেয়গণ ও অজ্ঞাত পাঞ্চাল পাণ্ডব সৈন্তের বধ জ্ঞাপন ও দুর্যোধনের সন্তোষ প্রকাশ করে যত্ন তাতে বর্ণিত হয়েছে; ৬২-৬৩ শ্লোক বাদ—সঙ্ঘের দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্তি গ্রহণ না করার দিব্যদৃষ্টিশক্তি বিলুপ্তির কথাও বাদ হবে।

১০-১৮ অধ্যায় নিয়ে ঐষীক অন্নপর্ব। ঐষীকা একটি বিশেষরূপে নির্বিত বাণ, যা দিয়ে ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করা যায়।^১ অশ্বখামা ও অর্জুন ঐষীকা

যোগে ব্রহ্মশির অস্ত্র ক্ষেপণ করলেন তার থেকে এই অল্পপর্বের নাম । ১০ অধ্যায় গ্রাহ্য, তাতে আছে যে ষ্ট্রট্র্যামের সারথির নিবট হতে যুধিষ্ঠির ষ্ট্রট্র্যাম শিখণ্ডী দ্রোণদী পুত্রগণ ও অন্ত্রাত্ত পাঞ্চাল বীর ও সেনাদের রাখে নিধনেব কথা শুনে নকুলকে পাঠিয়ে দিলেন উপপ্লব্য থেকে দ্রোণদীকে নিয়ে আসতে । ১১ অধ্যায়ে আছে যে দ্রোণদীর কথায় ভীম নকুলকে সারথি ভাবে নিয়ে অশ্বখামা বধের জন্ত যাত্রা করলেন, তার মধ্যে ১৬-২১ শ্লোক অবান্তর হিসাবে বাদ হবে, বাকী গ্রাহ্য । ১২-১৩ অধ্যায়ে অর্জুনকে নিষে কৃষ্ণের ভীমকে অচ্যুসরণ এবং জাহ্নবী কূলে অশ্বখামাকে ব্যাস প্রভৃতি ঋষির সঙ্গে আসীন দর্শন, ভীমসেনকে ধনু উত্তত করতে দেখে অশ্বখামার ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ বর্ণিত ; এই দুই অধ্যায়ে অনৈসর্গিক কথা অনেক আছে, তা বাদ হবে, গ্রাহ্য, ১২।১-৬, ৮, ৪১ ; ১৩।১-৩, ৬-২২, বাকী শ্লোক বাদ হবে । ১৪ অধ্যায়ে অর্জুন কর্তৃক ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগের কথা আছে ; কিন্তু তাব পরে অনৈসর্গিক কথা আছে—যে নারদ সহসা আবির্ভূত হলেন, নারদ ও ব্যাস দুই ক্রমবর্ধমান দিব্যাস্ত্র জাত অগ্নিজ্ঞানার মধ্যে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর ধ্বংস নিবারণ করতে অশ্বখামা অর্জুন দুজনকেই তাদের অস্ত্র প্রত্যাহার করতে বললেন, অর্জুন করলেন কিন্তু অশ্বখামা পারলেন না, ইত্যাদি । তার থেকে ভাগবত পুরাণে অধিক স্বাভাবিক বর্ণনা আছে, যে অর্জুন প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করে অশ্বখামার অস্ত্র উপশম করলেন, তারপর নিজের অস্ত্র প্রত্যাহার করে নিলেন এবং অশ্বখামাকে বন্দী করে ফেললেন (ভাগবত-১।৭।২২-৫৩) । অতএব ১৪/১-৪৫, ৬২, ৭-৯ শ্লোকের পরে বসবে—“দৃষ্ট্বী লোকান্ দহ্যমানান্ অর্জুনঃ পরমাজ্ঞবিৎ । সংজহার ধ্বং অস্ত্রং মহদবীৰ্যং প্রদর্শয়ন ।

অনিচ্ছন্ তু গুরুপুত্রং নিহন্তুং সহস্রার্জুনঃ । অহারাশ্চ মুখমগ্নিং অসিনা সহমুর্ধজম্ ॥
বিশৃষ্টবান্ ততঃ পাপং দ্রোণপুত্রং হতদ্বিষম্ ।” অথবা এই অর্থ প্রকাশক অন্ত্র শ্লোক ।

১৪ অধ্যায়ের বাকী শ্লোক বাদ হবে । ১৫ অধ্যায় বাদ দিয়ে কয়েকটি শ্লোকে বলা যেতে পারে যে যে এইভাবে হতমান হয়ে অশ্বখামা অভিলাপ দিল যে পাণ্ডববধু উত্তবার গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হবে । তারপরে ১৬ অধ্যায়ের ১-২২ শ্লোক বাদ দিয়ে কয়েকটি শ্লোকে বলা হবে যে কৃষ্ণ বললেন যে তিনি অশ্বখামার শাপায়ুদিগ্ধ সন্তানকে বাঁচিয়ে দেবেন, সেই অভিমত পুত্র শিক্ষা লাভ করে ষাট বৎসর রাজত্ব করবে, বংশ পরিক্রম অবস্থায় তার চন্দ্র হওয়ায় তার নাম হবে

পবিত্র ভারপবে ২৩ ৩৭^২ শ্লোক হ'বে, ৩৭^২ বাদ হবে। ১৭, ১৮ অধ্যায়ের বাদ হবে, ত'তে শিবের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে, মহাভারত যুগের কয়েক শতাব্দী পরে তা যোজিত হয়েছে সন্দেহ নাই।

১৭. দ্বীপর্ব

এই পর্বে তিনটি অতুপর্ব আছে—(১) জল প্রাদানিক পর্ব, ১-১৫ অধ্যায় নিয়ে, অতুপর্বের নাম সংশোধক মণ্ডলী পরিবর্তিত করে “বিশোক” নাম দিয়েছেন ; সেই নামই অধিক যুক্তিযুক্ত ; (২) দ্বীপ-বিলাপ, ১৬-২৫ অধ্যায় নিয়ে ; (৩) শ্রাদ্ধ অতুপর্ব, ২৬-২৭ অধ্যায়ে—এই অতুপর্বই জল প্রাদানিক অতুপর্ব, এখানে উদ্ভবক্রিয়া বা মৃতের উদ্দেশ্যে জলদানের কথা আছে, শ্রাদ্ধের কথা শাস্তিপর্বের আরম্ভে আছে।

বিশোক অতুপর্ব : ১ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ, তার থেকে সংশোধকগণ বা বাদ দিয়েছেন, তার উপর ২, ৩, ১৩ শ্লোক অবাস্তব বা অসঙ্গতি হেতু বাদ হবে। ২ অধ্যায়ে বিহ্বল কর্তৃক সাজনা বাণী কথন, গ্রাহ্য। ৩-৭ অধ্যায়ে বিহ্বল ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে নানা সাজনা বাণী ও তত্বকথা শোনাচ্ছেন, ৮ অধ্যায়ে বৈপায়ন স্বাধি এসে সাজনা বাণী শোনালেন। এই ছয়টি অধ্যায় অনাবশ্যক ও পরে যোজিত মনে হয়। ৩।১^১ শ্লোকটি আছে যে ধৃতরাষ্ট্র বিহ্বলের কথা শুনে বিগত-শোক হলেন, তাহলে আর নানা কথা জিজ্ঞাসা কেন, এবং ব্যাসের আগমন কেন ? ৩-৮ অধ্যায় বাদ হবে। ৯ অধ্যায় বহুলাংশে ২ অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি হওয়ায় সংশোধকগণই বাদ দিয়েছেন। ১০ অধ্যায় প্রথম শ্লোক সহ গ্রাহ্য—এই অধ্যায়ে কুরুজীগণ সহ ধৃতরাষ্ট্রের কুরুক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ ; প্রথম শ্লোক সংশোধক বাদ দিয়েছেন, কিন্তু এখানে ৩-৮ অধ্যায় বাদ দেওয়াতে প্রথম শ্লোকটি রাখা প্রয়োজন। ১১ অধ্যায়ে আছে যে কুরুক্ষেত্র পানে যাত্রাকালে কৃপ, কৃতবর্মা ও অশ্বখামা ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করলেন ও পাণ্ডবগণ তাদের সন্ধানে আসবে ভয়ে তিনজন তিনদিকে চলে গেলেন। শোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য। ১২ অধ্যায়ে পাণ্ডবগণের ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আগমন, লৌহভীম চূর্ণ করণ ইত্যাদি ; ১৩ অধ্যায়ে কৃষ্ণ কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দান ও সাজনা ; ১৪ অধ্যায়ে গান্ধারীর নিকট কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের গমন, ১৫ অধ্যায়ে পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী সহ গান্ধারীর কথা—এই অধ্যায়গুলি সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য।

দ্বিতীয় বিলাপ অনুপর্ব ১৬-২৫ অধ্যায় নিয়ে, তার মধ্যে ১৬-২৪ অধ্যায় সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য। ২৫ অধ্যায়ের ৩৮-৫০ শ্লোক বাদ হবে—কারণ ৩৪ শ্লোকে গান্ধারী বলছেন কৃষ্ণকে, যে তুমি যখন বার্ষিকায় হ'য় উপপত্য ফিরে গেলে, তখনই আমি বুঝেছি যে আমার পুত্রগণ নিহত হ'ল^১, তার পরে আবার কৃষ্ণকে যুদ্ধ নিবারণ না করবার জন্য দোষী বলবেন এবং বৃষ্ণকুলের নিধন ও জ্ঞাতিশোকে কাতর অবস্থায় কৃষ্ণের কুংসিং উপায়ে মৃত্যু হবে, এই অভিযোগ দেবেন, তা গ্রাহ্য নয়। ২৫।৩৭ শ্লোকের পরে ২৬ অধ্যায় বসলেই সঙ্গত হয়।

শ্রাদ্ধ বা জল প্রাদানিক অনুপর্ব ২৬-২৭ শ্লোক নিয়ে। মৃতদেহ সমূহ সংকার ও মৃতের উদ্দেশে জল প্রদান করা হ'ল তাই বিবৃত হয়েছে। ২৭ অধ্যায়ে কুন্তী-কর্ণের পরিচয় দিয়ে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুনকে তার উদ্দেশেও জল প্রদান করতে বললেন। এই অধ্যায়দ্বয় সংশোধিত কণে গ্রহণ করা যায়।

১৮ শান্তি পর্ব ও অনুশাসন পর্ব

শান্তি পর্বে প্রমাণ সংস্করণে ১৩,৭৩২ শ্লোক ও অনুশাসন পর্বে ৭৭০১ শ্লোক আছে, এই দুই পর্বেই প্রমাণ মহাভারতের প্রায় এফ চতুর্থাংশ শ্লোক আছে। কিন্তু যখন প্রথম মহাভারত কাহিনী পর্বে পর্বে বিভক্ত করে পুঁথিতে লিখিত হয়, তখন অনুশাসন নামে পৃথক পর্ব ছিল না, শল্য পর্ব ও গদ্যপর্বে পৃথক পৃথক পর্ব ধরে অষ্টাদশ পর্ব বলা হত। যবদ্বীপে যে মহাভারত পাওয়া গেছে, তার মধ্যে শান্তি বা অনুশাসন কোনটাই পাওয়া যায় নাই, সেখানে প্রাপ্ত আটটি পর্বের মধ্যে আদি পর্ব আছে, সেই আদিপর্বের পর্বসংগ্রহে শান্তিপর্বে ৩৩৩ অধ্যায় ও ১৪,৫২৫ শ্লোক আছে বলা হয়েছে, অনুশাসন পর্বের উল্লেখ নাই। সংশোধিত সংস্করণের পর্বসংগ্রহ মতে শান্তি পর্বে ৩৩৭ অধ্যায় ও ১৪,৫২৫ শ্লোক, এবং অনুশাসন পর্বে ১৫৩ অধ্যায় ও ৮০০০ শ্লোক, অতএব যবদ্বীপে যখন মহাভারত গিয়েছে, তখন অনুশাসন পর্ব ছিল না, এবং অনুশাসন পর্ব শান্তিপর্বের অন্তর্ভুক্ত ও ছিল না। প্রমাণ সংস্করণে অনুশাসন পর্বের ১৬৭ অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম ১৬৬ অধ্যায় সম্পূর্ণ অবাস্তব বিষয় ও অবাচীন কাহিনী নিয়ে রচিত—বার বার ভ্রাক্ষা মহিমা ঘোষণা,

১। “তদৈব নিহতাঃ কৃষ্ণ মম পুত্রাস্তরুহিনঃ। যদেবাকৃত হামস্বং উপপত্যং গতঃ পুনঃ।”

ব্রাহ্মণকে দানে পুণ্যের কথা, ব্রাহ্মণের বিত্ত জেনে বা না জেনে নিলে অমার্জনীয় অপরাধ এবং শাস্তি হয়, তার উদাহরণ, ব্রাহ্মণের অধম্যতা ও লঘু দণ্ডের বিধান, ইত্যাদি আছে; ভৃগুবংশের মহিমার কথা বার বার উক্ত হয়েছে, ভৃগুব মহিমা দেখাতে পূর্ব কথিত কাহিনীর পরিবর্তিত রূপ আছে, যথা উত্তোগপর্বে ৯-১৮ অধ্যায়ে কথিত ও শাস্তি পর্বে ৩৪২ অধ্যায়ে কথিত ও বনপর্বে ১৮১ অধ্যায়ে কথিত নহষ উপাখ্যানে আছে যে অগস্ত্যের শাপে ইন্দ্র প্রাপ্ত নহষ সর্পে পরিণত হয়, কিন্তু অহুশাসন পর্বে ৯৯-১০০ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ভৃগু অগস্ত্যের জটীর মধ্যে থেকে অগস্ত্যকে অভিষাপ দিয়ে সর্পে পরিণত করেছিলেন। অহুশাসন পর্বের উপাখ্যান সমূহ সম্বন্ধে সংশোধকমণ্ডলী বলেছেন যে এক একটি উপাখ্যান মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে অর্বাচীনের মত প্রণয় করানো হয়েছে, অনেক স্থলে প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে উপাখ্যানের কোন সঙ্গতি নাই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণ চরিত্রে বলেছেন, “কতকগুলো বাজে কথা লইয়া এই অহুশাসন পর্ব গ্রথিত হইয়াছে। সমুদয়ই বোধ হয় তৃতীয় স্তরের। পর্বের শেষে ভীষ্ম স্বর্গারোহণ করলেন ইহাই কেবল প্রথম স্তরের।” অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র পরশরাম শাসিত অবস্থায় ভীষ্ম কর্তৃক রাজধর্মাদি বিষয় কখন মূল ভারত কথার অংশ বলে গেনেছেন। তবে তাঁর মত যে অহুশাসন পর্বের ১-১৬৬ অধ্যায় তৃতীয় স্তরের, অর্থাৎ বহু শতাব্দী পূর্বের বোঝনা, তা যে গ্রাহ্য তাতে সন্দেহ নাই। যবদ্বীপে মহাভারত যায় অহুমান খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে, তখন অহুশাসন পর্ব এবং তাতে বিবৃত উপাখ্যানাদি ছিল না। আলবেরুনি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর লোক, তিনি সুলতান মামুদের অভিধান কালে ভারতে এসে সংস্কৃত শিক্ষা কবেন। তিনি মহাভারতের পর্বগুলির নাম করেছেন, তার মধ্যে অহুশাসন পর্বের নাম নাই। ফেমেলের ভারত মঞ্জরী অহুমান ১০৫০ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়, তাতে অহুশাসন পর্ব নাই। অহুশাসন পর্বের ১-১৬৬ অধ্যায় যে মূল ভারত কাহিনীর অংশ নয়, তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। এখন অহুশাসন পর্বের ১৬৭ অধ্যায় এবং দীর্ঘ শাস্তিপর্বের কতটা মূল কাহিনীর অংশ তাই বিবেচ্য।

শাস্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের কথা আছে ৪০ অধ্যায়ে, অভিষেকের পরে প্রজাদের রাজসভা হতে বিদায়দানের কথা ৪১/৮-৯ শ্লোকে, ৪৪/১ শ্লোকে ও অহুশাসন পর্বের ১৬৭/১ শ্লোকে। এই তিনটির মধ্যে একটি মাত্র গ্রাহ্য। কবি বা লিপিকারগণ দেখাতে চেয়েছেন যে অহুশাসন ১৬৭/১ শ্লোকে যে প্রজাগণকে

বিদায় দিবার কথা আছে, তা অভিষেকের পরে নয়, ত্রিশদিন ধরে ভীষ্মের কথা শুনে ভীষ্মের অনুমতিতে সকলকে নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরবার পরে—অনুশাসন ১৬৬ অধ্যায়ে আছে যে ভীষ্ম সব কথা শেষ করে যুধিষ্ঠিরকে বললেন যে এখন ফিরে যাও, উত্তরায়ণ আরম্ভ হলে আমার বিদায় গ্রহণ করবার সময় এসেছে ; তখন পৌরজানপদগণ এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী প্রভৃতি সবাইকে নিয়ে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে ফিরলেন (অনু ১৬৬/১৫-১৭), অনু ১৬৭/১ শ্লোকে সেই পৌরজানপদগণকে বিদায় দেবার কথা বলা হয়েছে। তা যে নয়, তা শান্তিপর্বের ৫৩/ ৫-১৬ শ্লোক থেকে প্রতিপন্ন হয়,—যুধিষ্ঠির বলছেন, ভীষ্মকে এখন বহুজনের উপস্থিতি দিয়ে গীড়ন করা কর্তব্য নয়, তিনি শুধু উপদেশও দিতে পারেন, অতএব সৈন্য ও পরিজনদেব না নিয়ে শুধু আমরা নিজেরা তাঁর কাছে যাব। অনুশাসন পর্বের ১৬৭ অধ্যায় সবটা পড়লেও স্পষ্ট হয় যে ১৬৭/১ শ্লোকে অভিষেক সভা থেকে প্রজাগণকে বিদায় দেবার কথাই বলা হয়েছে। ৪ শ্লোকে অভিষেকের কথা আছে, ২ শ্লোকে হতপতি হতপুত্র নারীদের ব্যবস্থা করে দেবার কথা আছে, ৩ শ্লোকে প্রজাদের উপযুক্ত কার্যে ব্যাপ্ত করবার কথা আছে। এই অধ্যায়ে পঞ্চাশ রাজি হস্তিনাপুরে কাটিয়ে উত্তরায়ণ আরম্ভে অষ্টোষ্টি ক্রিয়ার সরঞ্জাম নিয়ে গিয়ে ভীষ্মের সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে, সেদিনেই ভীষ্ম দেহত্যাগ করলেন। অতএব মনে হয় যে এক সময় শান্তিপর্বের ৪০ অধ্যায়ের পরে অনুশাসন পর্বের ১৬৭ অধ্যায় ছিল ; তখন ভীষ্মের ৫৮ রাজি পরশব্যা ও ইচ্ছা যত্নের কথা কল্পিত হয়েছে, বিস্তৃত রাজধর্মাদি কথন কল্পিত হয় নাই। অর্থাৎ শান্তিপর্বের ৪১ (বা ৪৫) অধ্যায় হতে অনুশাসন পর্বের ১৬৬ অধ্যায় পর্যন্ত সমস্তই আরো পরের কালের বোঝনা। তার সমর্থক আর একটি উক্তি শান্তিপর্বে ৪৭।৩ শ্লোকে—“নিবৃত্ত মাভে অয়ন উত্তরে বৈ দিবাকরে” (সূর্যের উত্তরায়ন আরম্ভ হলেই)^১—সেই সময় ভীষ্ম তাঁর স্তব আরাধিত করছিলেন, যা কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে থেকেই শুনলেন, এবং তার পরে পাণ্ডবগণকে ভীষ্মের কাছে নিয়ে গেলেন। অনুশাসন পর্বের ১৬৭/৬২ শ্লোকটিও উত্তরায়ন আরম্ভের কথা আছে। তাহলে বহুদিন ধরে তত্ত্ব কথা ও কাহিনী শোনা হয় কেমন করে ?

১। নিবৃত্ত=returned, turned back (Apte's Sanskrit English Dictionary)—শ্লোকটির আক্ষরিক অর্থ সূর্য উত্তর অয়নে ফিরে আসা মাত্র।

ভীষ্মের পরশয্যায় শয়নকাল সম্বন্ধে বহু অসঙ্গতি পূর্ণ শ্লোকের আলোচনা ও অগ্রাগ্র আনুসঙ্গিক অসঙ্গতির কথা প্রথম খণ্ডে ১৭ অঙ্কে আলোচিত হয়েছে। তার থেকে অনুমান সঙ্গত যে পরশয্যা কাহিনী পরের কালের কল্পনা, যুধিষ্ঠির বহুবর্ষ-রাজত্ব করেছেন, ধর্মজ্ঞানও তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্ত; তাঁর পক্ষে রাজধর্মাদি কথা শোনা নিম্নপ্রয়োজন, মোক্ষধর্মামুশাসনে যে সাংখ্য ও একান্ত বৈরাগ্য মূলক ধর্মের বখা শাস্তিপর্বে আছে, তা কৃষ্ণক্ষেত্র যুদ্ধশালের পরে প্রচলিত হয়। তা ছাড়া ভীষ্ম-স্তুতব্রাহ্মে (৪৭ অধ্যায়) কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান বলা হয়েছে; সেটি ভারত কাহিনীর মূল পর্যায়ের কথা নয়, সেটা হ'ল খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর যোজনা, যখন ভগবদ্ গীতা মহাভারতে সন্নিবেশিত হয়েছে। অতএব শাস্তিপর্বের ৪৫ অধ্যায় হতে শেষ পর্যন্ত পরের বালের যোজনা হিসাবে, মূল ভারত কথার অংশ নয় হিসাব, বাদ হবে। এখন শাস্তিপর্বের ১-৪৪ অধ্যায় মধ্যে কতটা মূল ভারত কাহিনীর অংশ, তাই বিচার করতে হবে। শাস্তিপর্বের নামের এই সার্থকতা যে যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিদের দেহ সংস্কার করিয়ে জ্ঞাতি বর্গের, বিশেষতঃ না জেনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকে বধ করার জন্য, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, রাজ্য ছেড়ে বনে যেতে চান, শেষে অর্জুন ভীষ্মাদির কথা শুনে, বিশেষতঃ ব্যাস ঋষি ও কৃষ্ণের উপদেশে, মনে শাস্তি পান ও রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

১ অধ্যায়ে নারদ, কথ প্রভৃতির কথা আছে। কথ পাণ্ডবগণের কয়েক শতাব্দী পূর্বের ঋষি, নারদ দেবলোকের দূত ও গায়ক বলে কল্পিত। তন্নিম্ন ১ অধ্যায়ে কর্ণের প্রতি ভার্গবের অভিলাপ ও আর এক ব্রাহ্মণের অভিলাপের সূচনা আছে। পরশুরাম ভার্গবও কর্ণ ও পাণ্ডবগণের কালের বহু পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তাঁর অভিলাপ এবং অন্য ব্রাহ্মণের অভিলাপ পরে কল্পিত হিসাবে বাদ হবে, তা প্রথমখণ্ডের ৫ অঙ্কে বলা হয়েছে। কর্ণের জন্ম কথাও আদি পর্বে বলা হয়েছে। অতএব ১ অধ্যায় এবং কর্ণের জন্ম ও অভিলাপাদির কথাপূর্ণ ২-৫ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হবে। ৬ অধ্যায়ে কুন্তীর উক্তি এবং যুধিষ্ঠিরের অভিলাপ—জীগণ গুহ্য কথা গোপন রাখতে পারবেনা, তাও অবাস্তব এবং গ্রাস্য নয়।

৭ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের নির্বেদ বানী ও রাজ্যত্যাগের সংকল্প প্রকাশ, ৮-১০ অধ্যায় অর্জুন, ভীষ্ম, নকুল, সহদেব ও দ্রোণদীর উক্তি এবং যুধিষ্ঠিরের অনমনীয় উত্তর। যুধিষ্ঠির যদিও প্রধানতঃ অর্জুনকে সম্বোধন করে কথা বলছেন

তবু, ভীম, নকুল, সহদেব, দ্রোণদী—তঁরা চুপ করে বসে থাকবেন তা বলা যায় না। অতএব ১-১৯ অধ্যায় সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। ২০-২১ অধ্যায় দেব স্থান ঋষিব উক্তি ২২ অধ্যায় অর্জুনের উক্তি, গ্রাহ্য। ২৩ অধ্যায় ব্যাসের উক্তি, তার মধ্যে স্বহৃদয়ের উপাখ্যান (১৫-৪৫ শ্লোক) বাদ হবে বাকী গ্রাহ্য। ২৪, ২৫ অধ্যায়, ব্যাস যুধিষ্ঠিরের কথা গ্রাহ্য।

২৬ অধ্যায় যুধিষ্ঠিরের উক্তি, ধনের প্রযোজনীয়তার কথা খণ্ডনের চেষ্টা, বহুলাংশে ১৯ অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি, এটি বাদ হবে। সংশোধক মণ্ডনীও এই অধ্যায় বাদ দিয়েছেন। ২৭ অধ্যায়ে ভীম ও দ্রোণকে অধর্ম পথ অবলম্বন করে বধ করার জন্তু সন্তাপ প্রকাশ আছে, তা বাদ হবে কারণ ভীম ও দ্রোণ বধে পাণ্ডবগণ অধর্মের পথ নিয়েছিলেন, তা পরের কালের কল্পনা। ২৮ অধ্যায়ে ব্যাস কথিত অশ্ব-জ্ঞনক উপাখ্যান ও বাদ হবে, কারণ উপাখ্যানে প্রতিপাত্ত হল যে মাচুয তার অদৃষ্ট নিয়ে আসে, সেই অচসারে হুথ দুঃখ পায়, তবু শাস্ত্র নির্দিষ্ট পথে চলা উচিত। এই নীতি গ্রাহ্য মনে হয় না, এবং যুধিষ্ঠিরের মনে শান্তি আনার ব্যাপারে অবাস্তব মনে হয়। ২৯ অধ্যায়ে অর্জুনের অস্ত্রবোধে কৃষ্ণ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ—১-১৪৩ শ্লোক গ্রাহ্য, তার মধ্যে বোড়শরাজক কথার মূল রূপ আছে। ২৯।১৪৪-১৪৯ শ্লোক ও ৩০-৩১ অধ্যায়, নারদ কথিত স্বর্গলীলী ও স্বর্গের উপাখ্যান, বাদ হবে, কারণ নারদের উপস্থিতি গ্রাহ্য নয়, ২৯।১৪ শ্লোকেও নারদের উল্লেখ বাদ হবে। ৩২, ৩৩ অধ্যায়ে পুনঃ ব্যাসের ও যুধিষ্ঠিরের কথা, গ্রাহ্য।

৩৪-৩৫ অধ্যায়ে ব্যাস কথিত প্রায়শ্চিত্ত বিধি ও ৩৬ অধ্যায়ে কথিত শুক্যভক্য রিচার, অবাস্তব হিসাবে বাদ হবে। ৩৭।১-১৭ শ্লোকে ভীমের নিকট গিয়ে রাজধর্মাদি শ্রবণের সূচনা আছে, তা বাদ হবে, ৩৭।১৮-৪৯ শ্লোক গ্রাহ্য। ব্যাসের উপদেশ ও কৃষ্ণের উপদেশ শুনে যুধিষ্ঠিরের মন শান্ত হল ও তিনি হস্তিনাপুর অভিযুখে যাত্রা আরম্ভ করলেন। ৩৮ অধ্যায়ে বিবৃত হস্তিনাপুরে প্রবেশ ও দুঃখোধনের ব্রহ্মবৈবীক্য চার্বাকের নথ গ্রাহ্য। ৩৯ অধ্যায়ে বিবৃত চার্বাকের পূর্ব জন্মকথা বাদ হবে। ৪০ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক বর্ণিত, ৪১ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের কৃত কর্ম বিভাগ বর্ণনা, ও ৪২ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের আদেশে যুদ্ধে মৃত বীরদের শ্রদ্ধাক্রিয়া ও দ্রুতের ফলে অনর্থক নাশের ভয়, পোষণ ব্যবস্থা বর্ণন। এগুলি গ্রাহ্য। ৪৩ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের কৃত্যের উল্লেখ

রূপে স্তুতি, তা পথের কালের যোজনা হিণাবে বাদ হবে, গ্রাহ্য শুধু ৪৩।১-৩ শ্লোক, তা পরের অধ্যায়ে যুক্ত হতে পারে। ৪৪।১ শ্লোক বাদ হবে, প্রজাদের বিদায়দানের কথা ৪১ অধ্যায়েই আছে, ৪৪।২-১৬ গ্রাহ্য। অশ্বশাসন পর্বের ১৬৭ অধ্যায়ও বাদ হবে।

১৯. আশ্বমেধিক পর্ব

এই পর্বের প্রথমে ভীষ্মের দেহ সংস্কারের পরে যুধিষ্ঠিরের নির্বেদ ভাব ও ভৈরব্য অবলম্বনের ইচ্ছার প্রকাশ আছে; কিন্তু ভীষ্মের মৃত্যু হইয়াছিল, অষ্টপঞ্চাশৎ দিন শরণধার্য পরে নয়, তা মনে রাখলে যুধিষ্ঠিরের পুনঃ বিদায় ও নির্বেদের কারণ থাকে না। অতএব ১ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের নির্বেদ প্রকাশ ও স্বতরাষ্ট্রের সাস্ত্রনা বাণী, ২ অধ্যায়ে কৃষ্ণের উপদেশ, এবং ৩।১-১০ শ্লোকে ব্যাসের উপদেশ বাদ হবে। পুনরায় শোক ও তার শান্তির কথা যে প্রকৃষ্ট, তা ১৪ অধ্যায় হতে পরিস্কার বোঝা যায়; সেখানে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণ, ব্যাস, দেবদান, অর্জুন, ভীষ্ম, নকুল, সহদেব, দ্রোণদী ইত্যাদির কথায় যুধিষ্ঠিরের শোক হ্রাস ও মানসিক সম্ভাপ দূর হয়ে গেল, কিন্তু আশ্বমেধিক পর্বে যুধিষ্ঠিরকে সাস্ত্রনা বাণী বললেন শুধু স্বতরাষ্ট্র, কৃষ্ণ, ব্যাস, দেবদান, অর্জুন, ভীষ্ম, নকুল, সহদেব, দ্রোণদীর উক্তি শান্তি পর্বে আছে, আশ্বমেধিক পর্বে যুধিষ্ঠিরের শোকের পুনরুত্থানের পরে নাই। অর্থাৎ নিপিকার শান্তিপর্ব থেকে যুধিষ্ঠিরের শোক ও সাস্ত্রনের কথার জের টেনে চলেছেন। ৩।১১-১২ শ্লোকে যুধিষ্ঠির আশ্বমেধের জন্ত ব্যয় সংগ্রহের কথা জিজ্ঞাসা করছেন ও ব্যাস তার উত্তর দিচ্ছেন, গ্রাহ্য, তবে ভূমিকা হিসাবে তার পূর্বে কয়েকটি পংক্তি বসাতে হবে—তা এইভাবে হতে পারে :—

“অভিষিক্ত স্তথা রাজ্যে দ্ব্যকেশপুরুষোঃ ।

অশ্বশাসং স ধর্মায়া পৃথিবীং সাগরাস্তরাম্ ॥

অথ কদাচিৎ সংগ্রাপ্তং ব্যাসং সত্যবতীহৃতম্ ।

উবাচ বিনীতো রাজা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥

অহুজ্ঞাতোহস্মি ভগবন্ বাজিমেধং সদক্ষিণম্ ।”

তারপরে ৩।১১-১২ শ্লোক বসবে। ৪ অধ্যায়ে মরুত রাজা ও তাঁর স্বর্ণপাত্র ভূষিষ্ঠ যজ্ঞের বিবরণ গ্রাহ্য; ৫-১০.৩৩ পর্যন্ত যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ বাদ হবে, তার মধ্যে ইন্দ্র, বৃহস্পতি প্রভৃতির কথা আছে, ১০।৩৩-৩৭ গ্রাহ্য, স্বর্ণপাত্র দি

কিছু ভূপ্রোথিত হঃস্ব রইল তা বোঝাতে। ১১-১৩ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরকে সাক্ষাৎ দিতে কৃষ্ণের উপদেশ গ্রাহ্য নয়, কারণ ১০।৩৭ শ্লোকে আছে যে মনুস্তের স্বর্ণ-পাত্রে কথ্য জেনে যুধিষ্ঠির খুসী হয়ে সেই বিস্ত সংগ্রহ করে যজ্ঞ করবেন ঠিক করে মন্ত্রণা আবিস্ত করলেন, তখন তিনি আর শোকাচ্ছন্ন নন; তাছাড়া ১২ অধ্যায় প্রায় শান্তি পর্বের ১৬ অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি। ১৪ অধ্যায়ের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, সেটিও বাদ হবে।

১৫ অধ্যায়ে কৃষ্ণ ও অর্জুনের চারিদিকের বনে ও ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে ভ্রমণের কথা, ও কৃষ্ণের নিজ দেশে ফিরবার ইচ্ছা জ্ঞাপন, গ্রাহ্য। ১৬-৫১ অধ্যায়ে অর্জুনের প্রসঙ্গে কৃষ্ণ কর্তৃক অম্লগীতা ও ব্রাহ্মণ গীতা এই দুই ভাগে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দানের কথা আছে, কিন্তু ভগবদ্ গীতাই মূল মহাভারতে অল্পমান থা: পু: তৃতীয় শতাব্দীতে যোজিত হয়েছিল, অম্লগীতা ও ব্রাহ্মণ গীতার যোজনায় জ্ঞান অর্জুনের মুখে বসান হয়েছে, কৃষ্ণ, তুমি যুঝারস্তে যে ধর্মের উপদেশ দিয়েছিলে তা আমি ভুলে গেছি, তা আবার বল; কৃষ্ণ বললেন, ঠিক সেইভাবে এখন আমি বলতে পারব না, তবে তোমাকে ধর্মের কথা শোনাচ্ছি। তার থেকেই দেখা যায় যে অম্লগীতা ও ব্রাহ্মণ গীতা ভগবদ্ গীতার পরে যোজিত, সম্ভবতঃ কয়েক শতাব্দী পরে যোজিত। সংশোধক মণ্ডনী মন্তব্য করেছেন যে অম্লগীতার ভগবদ্-গীতার কিছু শ্লোক অবিকল বসিয়ে দেওয়া হয়ে ছ, এবং ভগবদ্গীতার কবিতা কিছু কিছু তব্ব বিস্তৃততর ভাবে বুঝাবার চেষ্টা আছে, তব্ব মোটের উপর নূতন তব্ব অম্লগীতা বা ব্রাহ্মণ গীতা হতে পাওয়া যায় না। মূল ভারত কথার অংশ নয় বলে ১৬-৫১ অধ্যায় বাদ হবে।

৫২ অধ্যায় ১৫ অধ্যায়ের পরে স্বাভাবিকভাবে বসে, এই অধ্যায়ে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিকট হতে বিদায় নিলেন। ৫৩।১-৬ শ্লোকে কৃষ্ণের ছায়া অস্তিমুখে যাত্রা বর্ণিত, গ্রাহ্য; ৫৩।৭ হতে ৫৩।২ শ্লোক পর্যন্ত কৃষ্ণ উত্তর সংবাদ, অবাস্তব কথায় পূর্ণ এবং পর্বসংগ্রহে তার কোন উল্লেখ নাই, এই অধ্যায় ও শ্লোক সমূহ বাদ হবে। সংশোধক মণ্ডনী বলেছেন যে ৫৬-৫৭ অধ্যায় আধুনিক কালে— অর্থাৎ ভারত-মঞ্জরী রচিত হবার পরে—যোজিত; ৫৫ অধ্যায়ের পরে ৫২ অধ্যায় বসালে কোন ছেদ পড়েনা, তা ছাড়া ৫৬-৫৭ অধ্যায়ে কবিতা উত্তর কর্তৃক গুরুপত্নীর জ্ঞান কুণ্ডল আহরণ আদিপর্বে পৌষ অম্লপর্বেরই বিবৃত হয়েছে। আমার মতে ৫৩।৭ হতে ৫৫ অধ্যায় এবং ৫৩।১, ২ ও বাদ হবে। তার মধ্যে আছে

যে কুরু পাণ্ডব যুদ্ধ নিবারণ না করবার জন্য উত্তর কৃষ্ণকে অভিশাপ দিতে উদ্বৃত হ'ল ইত্যাদি, তা ভৃগুকুলের গৌরব বাড়াতে যোজিত হয়েছে, উত্তর ভৃগুকুলজাত। ৫১।২২-২১ শ্লোকে কৃষ্ণের দ্বারকায় আগমন বর্ণিত, ৬০ অধ্যায়ে পিতা বহুদেবের নিকট সংক্ষেপে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বিবরণ বর্ণন, ৬১।১-২৪^১ শ্লোকে অভিমত্ব্যর মৃত্যু বিবরণ—এই সমস্তই গ্রাহ্য। ৬১।২৪^২-৪২ শ্লোকে দ্রৌপদী স্তম্ভদ্রা প্রভৃতির অভিমত্ব্যর মৃত্যুতে শোক বর্ণিত, অবাস্তব হিসাবে বাদ হবে। ৬২।১-২ শ্লোক ৬১।১-২৪^১ শ্লোকের পরে সেই অধ্যায়ে যুক্ত হবে, ৬২।৩-৮^১ ব্রাহ্মণ দেব প্রাদে বহুদানের কথা, বাদ হবে। ৬২।৮^২-৯^১, ১০-২১ গ্রাহ্য, তাতে ব্যাস কর্তৃক যুদ্ধিষ্ঠির, অর্জুন ইত্যাদির সাক্ষাতে উত্তরাকে আশ্বাসদানের কথা ও গুণবান পুত্রলাভের কথা আছে।

৬৩ ৬৫ অধ্যায়ে পাণ্ডব লাভগণের সৈন্য ও অশ্বচর সহ হিমালয়ে গমন। সেখানে মক্শতের যজ্ঞভূমি নির্ধার করে ধনাধ্যক্ষ কুবের ও সগণ রুদ্রের উদ্দেশ্যে স্বস্তায়ন করে ভূমিখনন করে বহু স্বর্ণপাত্র প্রাপ্তি ও হস্তী, অশ্ব, শবট ও অশ্বতর যোগে সেগুলি হস্তিনাপুরে আনয়নের কথা আছে, সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। ৬৬ অধ্যায়ে কৃষ্ণের স্তম্ভদ্রাসহ হস্তিনাপুরে আগমন কথা, ২নং শ্লোক বাদ হবে, কারণ তখন বাজিমেষের সময় নয়, উত্তরার প্রসবকাল। বাকী শ্লোক গ্রাহ্য, শুধু যেখানে অশ্বখামার অস্ত্রে দগ্ধ এইভাবে শিশুর বর্ণনা আছে তা পরিবর্তিত করে নিতে হবে, যথা ১৬^২ পাঙক্তিতে “অশ্বখামা হতো জাত” স্থলে “সৌহবং শোভে মৃতো জাত” হতে পারে। ৬৭ অধ্যায় বাদ হবে, ৬৬ অধ্যায়ে কুন্তী কৃষ্ণকে অশ্বরোধ করলেন মৃত বা মৃতপ্রায় শিশুকে বাঁচিয়ে দিতে, তারপরে ৬৭ অধ্যায়ে স্তম্ভদ্রার অশ্বরোধ নিষ্প্রয়োজন। ৬৮।১-১৩ গ্রাহ্য—স্মৃতিকাগৃহে কৃষ্ণের গমন ও উত্তরার বিলাপ, তারমধ্যে ১৩ শ্লোকে “দ্রোণ পুত্রাস্ত্র নির্দগ্ধং” স্থলে “তীত্রশোকাগ্নিনা দগ্ধং” বসবে, কারণ পিতা, ভাতা ও স্বামীর মৃত্যুর শোকের দাহনে গর্ভস্থ শিশু বিপন্ন হয়েছিল মনে হয়। এই অধ্যায়ের অবশিষ্ট শ্লোক প্রলাপ হিসাবে বাদ হবে। ৬৯ অধ্যায়ে কৃষ্ণ কর্তৃক উত্তরার মৃত বা মৃতবৎ শিশুকে সজীবকরণ বিবৃত হয়েছে, গ্রাহ্য। কেবল ১৬ শ্লোক বাদ হবে, উত্তরার গর্ভস্থ শিশুর দেহে অশ্বখামার ব্রহ্মাস্ত্র প্রবেশ করেছিল, তা অসম্ভব। সেই কারণে ৭০।১-৩ শ্লোকও বাদ হবে, বাকী শ্লোক গ্রাহ্য।

তাতে অভিমত্যাশ্রয়ের সংজ্ঞা প্রাপ্তি এবং পাণ্ডবগণের স্বর্ণসন্তার সহ হিমাশ্রয় হতে প্রত্যাবর্তনের কথা আছে।

৭১-৭২ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞার্থ দ্রব্য সন্তার আহরণের কথা আছে আরো আছে যে উৎসৃষ্ট অশ্বরক্ষার্থ অজু'ন রক্ষী হ যাবেন। ৭৩ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞার্থ দীক্ষাগ্রহণ এবং অজু'নের যথাক্রমে ত্রিগর্ত রাজ্যে, প্রাগ্জ্যোতিষপুরে, সিদ্ধ দেশে, মণিপুরে, মগধে, নানা দক্ষিণ দেশীয় রাজ্যে ও গান্ধারে গমন ও অশ্বমোচনার্থ যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। সর্বত্রই অজু'ন কোথায়ও ভীত যুদ্ধ করে, কোথাও যুদ্ধযুদ্ধ করে জয়ী হয়েছেন বলে বর্ণিত, কেবল মণিপুরে তিনি পুত্র বক্রবাহনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে বিসংজ্ঞ মুমূর্ষু হন, তখন উলুপী মণির সংস্পর্শে—অর্থাৎ উপযুক্ত ঔষধ দিয়ে—অজু'নকে সচেতন বা সজীবিত করেন। পূর্ব নির্ণয় মতে চিত্রাঙ্গদার কথা বাদ হবে, অতএব ৭২। ৩৮-৩৯, ৮০। ১-১২ শ্লোক বাদ হবে; ৮০। ৫৭ শ্লোক সংশোধিত হবে, যথা “উলুপ্যা সহ তিষ্ঠন্তীং” স্থলে “উলুপীং তত্র তিষ্ঠন্তীং” হতে পারে। ৫৯^২ শ্লোকটি বাদ হবে। ৮১/১২-৪, ৮-১২ বাদ হবে, ২৩^১ও বাদ হবে, ২৪ শ্লোকে মাতৃভ্যাং সহিত: “স্থলে মাত্রা চ সহিত:”, ২৭ শ্লোকে ভার্গবভ্যাং স্থলে ভার্ঘবা বসবে। এই সংশোধন যোগ করে ৭৪ ৮৪ অধ্যায়ের শোধিত পাঠ গ্রাহ্য।

৮৫ অধ্যায়ে অশ্বমেধের যজ্ঞবাট প্রস্তুতি বর্ণিত, ৮৬ অধ্যায়ে কৃষ্ণ সহ বৃষ্ণিবীড়দের আগমন বর্ণিত, উভয় অধ্যায় গ্রাহ্য। ৮৭ অধ্যায়ে অজু'নের অশ্বসহ প্রত্যাবর্তন বর্ণিত, ২৭ শ্লোকে বক্রবাহনের আগমন, “মাতৃভ্যাং সহিত: স্থলে স্বমাত্রা সহিত: বা এইরকম কিছু হবে। সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। ৮৮ অধ্যায়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের আরম্ভ বর্ণিত, মধ্যে ৬নং শ্লোক হতে চিত্রাঙ্গদার উল্লেখ বাদ হবে, এবং ২-৪ শ্লোকে চিত্রাঙ্গদা উলুপী দুজনকে বোঝাতে দ্বিবচন ব্যবহৃত হয়েছে, তার স্থানে একবচন বসাতে হবে। এই ভাবে শুদ্ধ করে অধ্যায় গ্রাহ্য। ৮৯ অধ্যায়ে যজ্ঞের বর্ণনা ও সমাপ্তি সম্পূর্ণ গ্রাহ্য।

৯০ অধ্যায়ে কথিত স্বর্ণ নকুল উপাখ্যান বাদ হবে। তা অনৈসর্গিক এবং অবিশ্বাস্য। ৯১ অধ্যায়ে যজ্ঞে পশুবধের নিন্দা আছে, সংশোধকগণ বলেছেন যে সেটি বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষত: সম্রাট অশোকের স্থাপিত নিয়মের প্রভাব সূচিত করে; ৯২ অধ্যায়ে ক্রোধরূপী ধর্মের জমদগ্নি ঋষিকে পরীক্ষার কথা ও পিতৃ-গণের শাপে ধর্মের নকুলরূপ প্রাপ্তি ইত্যাদি কথা আছে। এই দুটি অধ্যায় ও বাদ হবে, তা মূল ভাষ্যত কাহিনীর অংশ নয়।

২০. আশ্রমবাসিক পর্ব

১ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের ধৃতরাষ্ট্রকে আরামে রাখবার বর্ণনা, তার মধ্যে ১৩ শ্লোক বাদ হবে, কারণ সৌপ্তিক পর্বের এক নায়ক রূপকে আবার পাণ্ডবগণ রাজ-গৃহে স্থান দেবেন, তা মনে হয় না, ২৩^১ শ্লোকটি বাদ হবে, উলুপী পাণ্ডব প্রাসাদে থাকতেন না, চিত্রাঙ্গদাকে কাল্পনিক সাব্যস্ত করা হয়েছে। বাকী শ্লোক গ্রাহ্য। ২-৪ অধ্যায়ে ভীমের দুর্বাবহারে জ্ঞান অজ্ঞদের যথাসাধ্য সম্মান দেওয়া সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রের সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা, বাসের সমর্থনে যুধিষ্ঠিরের সম্মতি দান—গ্রাহ্য। সন্ন্যাসগ্রহণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে পঞ্চদশ বর্ষে। ৫।১ ৬ গ্রাহ্য, ৫।৭ শ্লোক হতে ৭ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত বাদ হবে—ধৃতরাষ্ট্রের বিদায় নেবার পূর্বে যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেবার কারণ নাই। ১৪।১৫ বৎসর এক প্রাসাদেই তো কাটালেন। সেই সঙ্গে ৮।১০-৩, যুধিষ্ঠিরের উত্তর, বাদ হবে। ৮।৪।২ শ্লোক গ্রাহ্য। ৮।১০ শ্লোক হতে ৯ অধ্যায় শেষ পর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্রের প্রজাগণকে সম্ভাষণ ও বিদায় বাকী, ১০ অধ্যায়ে প্রজাগণের মুখপাত্রের উত্তর; তারতম্যজনীতে এই প্রসঙ্গের কোন উল্লেখ নাই, এই প্রসঙ্গ তার পরের প্রক্ষেপ মনে হয়, তাই বাদ হবে। ১১-১২ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রের ভীষ্ম, দ্রোণ, স্বপ্নজগণ ও জয়দ্রথের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও দানের জ্ঞান অর্থবাচন, ভীমের অসম্মতি হেতু যুধিষ্ঠির ও অর্জুন কর্তৃক তাদের পৃথক অংশ হতে প্রয়োজনীয় অর্থ দান, ধৃতরাষ্ট্রের শ্রীকৃষ্ণ ও দান বর্ণিত; পরে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সন্ন্যাসে দীক্ষাগ্রহণ ও শতবৃষ রাজর্ষির আশ্রমে গমন, কুন্তীরও পুত্রদের সনির্বন্ধ অত্নরোধ অগ্রাহ্য করে তাদের সঙ্গে বনে গমন বর্ণিত হয়েছে। বিহ্ব ও সঞ্জয় একই সময় বনে গিয়ে পৃথকভাবে তপস্বী করার কথাও আছে। মোটের উপর গ্রাহ্য, মধ্যে মধ্যে দুই একটি শ্লোক, যথা ১৭।১৪২, ১৮^২, বাদ হবে। ২০ অধ্যায়ে আছে নারদের আগমন ও ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির গতি সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাকী অনৈসর্গিক হিসাবে বাদ হবে।

২১-২৪ অধ্যায়ে আছে যে যুধিষ্ঠিরাদি মাতার অদর্শন হেতু দুঃখিত ভাবে দিন কাটিয়ে অবশেষে বনে গিয়ে মাকে ও ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে দর্শন করে আসা স্থির করে ধোম্য ও যমুংস্রর উপর রাজ্যভার দিয়ে দর্শন করতে গেলেন; তাদের দুঃখের আতিশয় বর্ণন বাদযোগ্য মনে হয়। বহু পৌর-জানপদ সঙ্গে নেবার কথাতেও সন্দেহ জাগে, তবু দুই একটি শ্লোক, যথা ২৩।৬ রূপের উল্লেখ হেতু

বাদ দিয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে। ২৫ অধ্যায়ে পাণ্ডব ও পাণ্ডবস্ত্রীগণের বর্ণনার মধ্যে ৫-৮ শ্লোক বিরাটপর্বে ১১।১৩-১৭ শ্লোকের পুনরাবৃত্তি, ৫-৮ শ্লোকও বাদ হবে; ২৫। -৪ গ্রাহ্য, ৪নং শ্লোকে যে আছে স্তূত সবার পরিচয় দিলেন, তাই যথেষ্ট। ২৬ অধ্যায়ে যুতরাষ্ট্র যুদ্ধিষ্ঠিরের আলাপ গ্রাহ্য, পরে বর্ণিত বিহুরের আত্মার যুদ্ধিষ্ঠিরের দেহে আশ্রয় গ্রহণ গ্রাহ্য নয়, তাই ২৬, ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩ শ্লোক বাদ হবে, বাকী গ্রাহ্য। ২৭ অধ্যায়ে পাণ্ডবগণের আশ্রয় বাসের বর্ণনা, ও ব্যাসের আগমন কথা, গ্রাহ্য।

২৮ অধ্যায় পুত্রদর্শন পর্বের সূচনা—বাস এসে বললেন, আমা তপোবলে এতোমাদের অদ্বুত দৃশ্য দেখাব। ২৯-৩৩ অধ্যায়ে পুত্র দর্শন পর্ব; বাস সকলকে নিয়ে ভাগীরথীর তীরে গেলেন, সেখানে সন্ধ্যা হয়ে গেলে আত্মিক করে বাস ভাগীরথী জলে অবগাহন করে যুদ্ধে মৃত পাণ্ডব-কৌরববীরদের আবাহন করলেন, তার ফলে পাণ্ডব কৌরববীরগণ শরীরে যুদ্ধের পূর্বে যেমন ছিলেন তেমন ভাবে ভাগীরথীর জল থেকে উঠে এলেন, সমস্ত রাজি পিতা, মাতা, বন্ধু, স্ত্রীগণসহ স্থখে কাটিয়ে ভোর হতেই তাঁরা ভাগীরথী জলে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেলেন; বাস বললেন কুরুজীদের মধ্যে ধারা পতির সান্নিধ্য চায়, তারা ভাগীরথীতে অবগাহন করে প্রাণ ত্যাগ করলেই প তিলোকে যাবে; তখন যুদ্ধিষ্ঠির সহ বে কোঁদবস্ত্রীগণ আশ্রয় এসে-ছিগ, সকলেই নদীতে ডুব দিল। এই কাহিনী অনৈসর্গিক, এবং ৩৩ অধ্যায় শেষে পাঠ ও শ্রুতিহীন থাকায় পরের কালের বোজনা অনুমান করা যায়, সে কথা সংশোধকও বশেছেন। ভারতমঞ্জরীতে শুধু আছে যে বাস স্বর্গনদীজলে (অর্থাৎ ছায়াপথে) মৃত বীরগণ সঞ্চরণ করছে তাই কুরুজীদের দেখালেন। অতএব কর্তৃমান আকারে পুত্র দর্শন কথা খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পরে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে; ২৮-৩৩ ও সেই সঙ্গে ৩৪ অধ্যায়, শরীরে মৃতের দর্শন দেওয়া সম্ভব কিনা তার বিচার, ও ৩৫ অধ্যায় জনমেজয়ের পিতা পরিক্রিষ্টকে দর্শন কথা, বাদ হবে। ভারতমঞ্জরীতে যেমন আছে, সেই সেই ভাবে ছায়াপথে মৃত বীরদের বিচরণ করতে দেখা গেল, সেই ভাবে কয়েকটি শ্লোক যোগ করে নিতে হবে।

৩৬ অধ্যায়ে ব্যাসের কথায় যুতরাষ্ট্রের পাণ্ডবগণকে স্বরাজধানীতে ফিরবর উপদেশ দান ও পাণ্ডবগণের প্রত্যাবর্তন বর্ণিত। তার মধ্যে ১-৪, ১৯, ২০ শ্লোক বাদ হবে, বাকী গ্রাহ্য।

৩৭-৩৯ অধ্যায়ে যুতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে যুদ্ধিষ্ঠিরের শোক

ও তাঁদের অশ্রোষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন বর্ণিত হয়েছে; তা মোটের উপর গ্রাহ্য, কিন্তু নারদ এসে সংবাদ ও সাঙ্ঘনা দিলেন, তা বাদ দিয়ে একজন ঋষি এসে সংবাদ দিলেন ও সাঙ্ঘনা বাণী বলে গেলেন, এইভাবে পরিবর্তন করে নিতে হবে।

২১. মৌসল পর্ব

কৃষ্ণ পাঞ্চরাত্র বা নারায়ণীষ বা ভাগবত ধর্ম নামক একটি নূতন ধর্ম প্রচার করেছিলেন, এবং সেই ধর্ম বলরাম বা সংকর্ষণের নিকট হতে আয়ত্ত করে শাঙিল্য তা বিবৃত করে এব খানা সংহিতা প্রণয়ন করেছিলেন, তার প্রমাণ আমরা পাই ব্রহ্মসূত্রের ২/২/৪২-৪৫ সূত্রে এবং তার শঙ্করভাষ্য, এবং মহাভারতের শান্তিপর্বের নারায়ণীয় অংশে, ৩৩৪-৩৫১ অধ্যায়ে, ভীষ্মপর্বের বিংশ উপাখ্যানেও (৬৪-৬৮ অধ্যায়ে)। তার কিছু কথা আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ৩ অধ্যায় ১৪ খণ্ড (শাঙিল্য বিতা) এবং ৩ অধ্যায় ১৭ খণ্ড (পুরুষ যজ্ঞ, ঘোর ঋষির কৃষ্ণকে উপদেশ) কৃষ্ণের প্রচারিত ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। পুরুষ যজ্ঞ খণ্ড হতে অনুমান করা যায় যে মাহুকের জীবনকে যজ্ঞ রূপে মনে করে সভ্য, ঋজুতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে জীবনের কর্তব্য সম্পাদন করলেই পরম শ্রেয়োলাভ হয়, বৈদিক দ্রব্যযজ্ঞের কোন প্রয়োজন নাই, ভগবানকে ভক্তিভাবে আরাধনা করতে হবে, এই শিক্ষা কৃষ্ণের প্রচারিত ধর্মের অঙ্গ ছিল। খৃঃপূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে পাণিনি কৃষ্ণের ধর্মকে বেদ বিরোধী বলে বর্ণনা করেছেন। বৈদিক দ্রব্যযজ্ঞ করণীয় নয়, এই শিক্ষা দেওয়াতে সমসাময়িক ব্রাহ্মণগণ, এবং পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণ বিরোধী ছিলেন। অবশেষে ক্রমবর্ধমান কৃষ্ণউপাসক ভাগবত সম্প্রদায়কে স্বীকার করে ভাগবদ্ গীতা প্রণীত করে মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সমসাময়িক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের মুখপাত্র হিসাবে কৃষ্ণদৈপায়ন ব্যাস কৃষ্ণের নব-ধর্মের প্রচার বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন, করতে না পেরে যাদবদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধের স্ফূর্তি নিয়ে এবং যাদবদের মতপ্রিয়তার স্ফূর্তি নিয়ে প্রভাসে যাদবগণের এক বার্ষিক উৎসবে তিনি তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দিয়ে তাদের প্রায় নিমূল করেন। কৃষ্ণদৈপায়ন যে প্রভাসে যাদবদের আত্মহত্যার পরিকল্পনা করেন, তার আভাস পাওয়া যায় কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ১৬।৩ প্রকরণে, এই খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর পুস্তকে আছে যে অতিমাত্রায় হর্ষের বশীভূত হয়ে দৈপায়ন ঋষিকে আক্রমণ করে বৃক্ষসমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এখানে হর্ষ অর্থে

অতপান জনিত উত্তেজনা। বৌদ্ধ জাতক কাহিনী মতে কৃষ্ণদৈত্যাশ্রয় মূলভাষাতে যাদবকুল ধ্বংসের অভিশাপ দিয়েছিলেন। মহাভারত কাহিনী মতে কথ, বিশ্বামিত্র ও নারদ অভিশাপ দিয়েছিলেন, কিন্তু কথ ও বিশ্বামিত্র কৃষ্ণ অর্জুনের তিন চার শত বর্ষের পূর্বকার ঋষি, এবং নারদ দেবলোকের গায়ক, তাঁরা এসে অভিশাপ দেবেন তা কপকথা হিসাবে বর্জনীয়। যাদবকুল ধ্বংসের ব্যাপারে কৃষ্ণদৈত্যাশ্রয়ের ভূমিকা গোপন করতে মূলপর্বকে সম্পূর্ণ অবাস্তব রূপ দেওয়া হয়েছে। তাই মূল পর্ব থেকে মূলভারত কাহিনী উদ্ধার করা সম্ভব নয়। পর্বটির পুনর্নির্ধারন প্রয়োজন। যা হোক, কিছু অংশ এইভাবে রাখা যায় :—

১ অধ্যায়ে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে তা বাদ হবে। ২৩২-৩১-গৃহে গৃহে ঋতু প্রস্তুতি নিষেধ গ্রাহ্য, তার পূর্বে শ্লোক বসবে যে যাদবগণের পানমত্ততা বেড়ে গিয়েছিল।

২ অধ্যায়ে গ্রাহ্য ১০, ১১, তার পরে ২৩২-২৪ ; ২৩১ শ্লোকটির পূর্বে শ্লোক বসবে যে প্রতি বৎসরই যাদবদের প্রভাসে তীর্থযাত্রা এবং উৎসব হত।

৩ অধ্যায়ে ৭-৪৭ গ্রাহ্য, যদিও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে বিবাদ হ'ল, যজ্ঞ করা না করা নিয়ে বিবাদ হল, তাতে সন্দেহ আছে। হয়তো যজ্ঞ করা না করা নিয়ে বিবাদ আরম্ভ হতে পুরানো কথাও উঠে গেল ; যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণদের অন্ন না দিয়ে বানরদের দেওয়া হল তার উল্লেখ ১৪ শ্লোকে আছে। ৪/১৪২-১৭১, ১২, ২৫-২৭ বাদ হবে অনৈসর্গিকতা হেতু, বাকী শ্লোক গ্রাহ্য। এখানে কৃষ্ণের প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে।

৫ অধ্যায়ে অর্জুনের দ্বারকায় আগমন বর্ণিত, ৬ শ্লোক বাদ, কৃষ্ণের বোড়শ সহস্র স্ত্রীর উল্লেখ হেতু। ৬ অধ্যায়, বহুদেব সহ অর্জুনের কথোপকন, গ্রাহ্য ১৩২-১৭ অনৈসর্গিক, বাদ হবে, বাকী গ্রাহ্য। ৭ অধ্যায়ে ইন্দ্রপ্রস্থ অভিমুখে অর্জুনের হতাবশিষ্ট যাদব বৃদ্ধ শিশু ও স্ত্রীগণ সহ যাত্রা ও পথে দস্যুগণ কর্তৃক বহু নারী-হরণ, অর্জুন কর্তৃক মার্তিকাবতে কৃতবর্মার পুত্র ও স্ত্রীগণকে, ইন্দ্রপ্রস্থে কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্র ও বৃষ্ণি ভোজ বংশীয় স্ত্রীগণকে ও সরস্বতী নদীকূলে এক জনপদে সাত্যকি পুত্র ও সম্পর্কিত স্ত্রীগণকে স্থাপন বর্ণিত। ৩৮ শ্লোক বাদ হবে, বোড়শ সহস্র কৃষ্ণের স্ত্রীর উল্লেখ হেতু, ৭৬ শ্লোক বাদ হবে ব্যাসের উল্লেখ হেতু, বাকী সব শ্লোক গ্রাহ্য।

৮ অধ্যায়ে অর্জুনের ব্যাসের সঙ্গে কথা বর্ণিত আছে, পরে যুধিষ্ঠিরের

নিকট নিবেদন আছে। ব্যাস মহা কথার বাদ হবে, অতএব গ্রাহ্য ৩৮ শ্লোক, তারপর অর্জুন উবাচ বলে ৭২, ১২১ ২৩২ গ্রাহ্য, বাকী সব শ্লোক বাদ হবে।

২২. মহাপ্রস্থানিক পর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্ব

১ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যভার পরিস্থিতির উপর দিয়ে ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী মহা রাজধানী ত্যাগ ও ভারত পরিক্রমা আরম্ভ বিবৃত, গ্রাহ্য, কিন্তু ১২, ১৪-১৫২ ২৭২-২৮২ ৩৪-৪৩১ অনৈসর্গিকতা হেতু বা অন্ত কারণে বাদ হবে।

২ অধ্যায়ে বর্ণিত ভারত পরিক্রমা শেষ করে হিমালয়ে আরোহণ, দ্রৌপদী এবং সহদেব, নকুল, অর্জুন ও ভীমের ক্রমে ক্রমে প্রাণহীন হয়ে পতন গ্রাহ্য।

৩ অধ্যায়ে আছে যে ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরের জন্য দিব্য রথ নিয়ে এলেন, কুকুরকে নেওয়া হবে কিনা সেই তর্কের পরে বুঝুর ধর্মদেব হয়ে গেলেন, যুধিষ্ঠির স্বর্গ-নদীতে স্নান করে দিব্য দেহ প্রাপ্ত হলেন। অনৈসর্গিকতা হেতু বাদ হবে; প্রকৃত বথ্যানে হয় যে দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণের মৃত্যুর পরে যুধিষ্ঠির পর্বতশিখরে উঠে যোগ অবলম্বন করে দেহত্যাগ করলেন, তাঁর আত্মাকে নিয়ে যেতে চর্ম-চক্ষুর অদৃশ্য রথ আসলো ও তাঁকে উর্দ্ধলোকে নিয়ে গেল।

স্বর্গারোহণ পর্বে সবই মৃত্যুর পরের কথা, এবং তার মধ্যে অংশাবতরণ কাহিনীর জের টানা হয়েছে। এই পর্ব সম্পূর্ণ বাদ হবে।

২৩. উপসংহার

মূল ভারত কাহিনীর উপাখ্যানবর্জিত ও প্রাক্ষিপ্ত বর্জিত রূপ কি ছিল, কি হতে পারে, তাই আমাদের নির্ণয় প্রয়াস। যে ভাবে নির্ণয় করা হল, তাতে গ্রাহ্য শ্লোকসংখ্যা অনুমান ২৪০০০ হবে। আদিপর্বে বলা হয়েছে যে উপাখ্যান বর্জিত ভারত কাহিনী ২৪০০০ শ্লোকে বিবৃত হয়েছিল, পরে উপাখ্যান ও খিল পর্ব চরিত্রবংশ যোগ করে লক্ষ শ্লোকময় মহাভারতে পরিণত হয়। অনৈসর্গিক কথাও মূল ভারত কাহিনীতে ছিল না এই আমার বিশ্বাস, আদিপর্বের ৬১ অধ্যায়ে বিবৃত ভারতমুদ্রে কোন অনৈসর্গিক কথা নাই। অনৈসর্গিক কথা, প্রাক্ষিপ্ত ও উপাখ্যান বাদ দিয়ে কি কাহিনী পাওয়া গেল তা যদিও প্রথম তিন খণ্ডের পাঠকের কাছে অজানা নয়, তবু সেই মূল ভারত কাহিনীর সারমর্ম পরের খণ্ডে বিবৃত হল।

চতুর্থ খণ্ড

মহাভারতের মূল কাহিনী

১. আদিপর্ব—পুরু, ভরত ও কুরু-পাণ্ডব বংশ

মহাভারত কাহিনীর নায়ক যুধিষ্ঠির এবং প্রতিনায়ক দুৰ্যোধন উভয়েই কুরু-বংশীয় নৃপতি। কুরুবংশ চন্দ্রবংশের একটি শাখা, চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ চন্দ্র পুত্র বৃধ। মনে হয় যে শ্রামাভ খেত আৰ্যগণ চন্দ্রের উপাসক ছিলেন, তাদের মধ্যে যোন বীৰ্যবান রাজা চন্দ্র নামধারী ছিলেন। ভূতত্ত্ববিদগণ বলেন যে পৃথিবীতে চতুর্থ বা শেষ তুষার যুগের আরম্ভ হয় অল্পমান পঞ্চাশ সহস্র বৎসর পূর্বে, তখন উত্তর মেকর চারিদিকে বহুদূর পর্যন্ত তুষারের গভীর স্তর বিস্তৃত হয়ে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তরাংশ আচ্ছাদিত করে, এবং সমুদ্রের জল কমে গিয়ে ভূমধ্য সাগর, লোহিত সাগর ইত্যাদি প্রায় জলশূন্য হয়ে যায়। অল্পমান দ্বাদশ সহস্র বৎসর পূর্বে সেই তুষার যুগ শেষ হয়, তুষার স্তরের বহুলাংশ গলে সমুদ্রের জল বৃদ্ধি করে, ভূমধ্য সাগর, লোহিত সাগর প্রভৃতি পুনরায় ক্রমে জলপূর্ণ হয়, এবং বহু নিম্নভূমিস্থ মাঠের বাসস্থান প্রাণিত করে। এই মহা প্রাণনের কথা বহু দেশের পুরাণে বা জনশ্রুতিতে বিদ্যমান আছে। তুষার আবরণ মুক্ত হয়ে পৃথিবীর বহু ভূভাগ বাসযোগ্য হয়, এবং প্রাণনের জলও ক্রমে ক'মে নিম্নভূমিকে পুনঃ বাসযোগ্য করে। এই সময়ে আৰ্যজাতির দুটি প্রধান গোষ্ঠীর কথা জানা যায়, উত্তর দেশে যারা অল্প তুষারাবৃত ভূমিতে শীতের মধ্যে প্রধানতঃ পশুশিকার করে প্রাণ ধারণ করত, তারা গৌরবর্ণ বা ধবলখেত আৰ্য—নর্ডিক (Nordic), এবং তুষার আচ্ছাদনের দক্ষিণে যারা কৃষি, পশুপালন, ইত্যাদি করে জীবনধারণ করত, তারা শ্রামাভ খেত আৰ্য (dark white)। গৌরবর্ণ আৰ্যগণ প্রাণ ধারণের জন্য সূর্যের তাপের আবশ্যকতা ভাল করে বুঝত, তারা ছিল প্রধানতঃ সূর্য উপাসক—তাদের থেকেই সূর্যবংশীয় আৰ্য হ'ল। শ্রামাভ খেত জাতি চন্দ্রের সৌন্দর্য দেখে আনন্দ পেত, চন্দ্রমানে মাস ও বৎসরের পরিমাপ করতে শিখল—তারা চন্দ্রের উপাসন, তাদের থেকেই চন্দ্রবংশ।

সূর্যের তাপে তুষার আচ্ছাদন দূর হয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ ভূমি বাসযোগ্য হ'ল, তাই সূর্য উপাসক আৰ্যগণ নূতন যুগকে বৈবস্বত যুগ বা মহাস্তর নাম দিল—বিদ্যমান

বা সূর্য হিমের উপর জয়ী হওয়ায় বৈবস্বত নাম হ'ল। এবং গৌরবর্ণ আৰ্যগোষ্ঠীর প্রথম নায়ক বা প্রধান বৈবস্বত মন্ত নামে পরিচিত হলেন। বৈবস্বত মন্তর পুত্রগণ— ইক্ষাকু, নাভাগ, নরিশ্রুত প্রভৃতি পৃথিবীর নানা দেশে ভিন্ন ভিন্ন সূর্যবংশীয় কুলের সৃষ্টি করে। মন্তর কন্যা ইলাকে চন্দ্রপুত্র বুধ বিবাহ করে, তাদের পুত্র পুরুববা। পুরুববার পুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র নহব, তার পুত্র যযাতি। পুরুববা, আয়ু নহব ও যযাতির কথা ঋগ্বেদে আছে, কিন্তু তাদের জন্ম ও নিবাস স্থান ককেশাসের পার্বত্য অঞ্চলে বা কাশ্মীর সমুদ্রের তীরে ছিল অনুমান করা সম্ভব, তারা ভারতবর্ষে আসে নাই।

যযাতি অম্বরকুলের পুরোহিত শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে এবং অম্বররাজ বৃষপর্বীর কন্যা শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন। দেবযানীর পুত্র যজ্ঞ ও তুর্বজ্জ ; শর্মিষ্ঠার পুত্র জহ্মু, অম্ব ও পুরু। সূর্যবংশীয় আৰ্যগণের এক বা একাধিক শাখা স্থল পথে ইলাবৃতবর্ষ, অর্থাৎ কাশ্মীর সাগর থেকে পামীর মালভূমি পর্যন্ত পারশ্বের উত্তরস্থ দেশ দিয়ে কারাকোরম ও হিমালয় পর্বতমালা ভেদ করে ভারতবর্ষে এসে কয়েকটি রাজ্য স্থাপন করে। তার মধ্যে অযোধ্যা উল্লেখযোগ্য। যযাতি কোন কারণে তার কনিষ্ঠ পুত্র পুরু উপর প্রীত হয়ে তাকে নিজ রাজ্য দিয়ে দান। ফলে পুরুর সমৃদ্ধি ও পুরুবংশের বহু বিস্তার হয়। সূর্যবংশীয় আৰ্য গোষ্ঠীর ভারতবর্ষে আগমনের পরে পুরুবংশের এক গোষ্ঠী স্থলপথে ভারতবর্ষে আসে, কুরুপাঞ্চাল ও অন্যান্য রাজ্য তাদের উত্তর-পুরুষেরা স্থাপন করে।

দ্রুপদ নামক এক পুরুবংশীয় বীর ভারতবর্ষের এক জনপদে রাজ্যস্থাপন করেন; সম্ভবতঃ এই দ্রুপদ ভারতবর্ষে প্রথম পৌরব বা পুরুবংশীয় রাজা; তিনি পরাক্রমশালী এবং হুশাসক রাজা বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। একদিন তিনি সঙ্গে অমাত্য, পুরোহিত ও সেনাদল নিয়ে অরণ্যে যুগয়ায় যান ও বহু যুগ শিকার করেন। তারপরে একটি বৃক্ষশৃঙ্গ প্রাপ্তর পার হয়ে মালিনী নদীর তীরস্থ কণ্ঠমুনির আশ্রমের নিকটে উপস্থিত হ'ন। সেই প্রান্তরে সেনাদলকে অপেক্ষা করতে বলে তিনি অমাত্য ও পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে কণ্ঠমুনিকে দর্শন করবার ইচ্ছায় আশ্রমসীমার মধ্যে প্রবেশ করেন। তখন কণ্ঠমুনি ফগমূল আহরণার্থ গিয়েছিলেন, রাজার আহ্বানে একটি হৃন্দরী তরুণী বাইরে এসে রাজাকে অভ্যর্থনা করে তাঁকে মূনির আগমন প্রতীক্ষা করতে বলে। রাজার প্রশ্নের উত্তরে তরুণীটি জানায় যে মালিনী নদীর তীরে শিশু অবস্থায় পক্ষীগণ বা শকুন্তগণ রক্ষিত অবস্থায় তাকে পেয়ে

কথমুনি তাকে কন্যার মত পালন করেছেন ও শকুন্তলা নাম দিয়েছেন। রাজা তার সঙ্গে আশ্রম কুটীরে প্রবেশ করে তাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করে স্ত্রী হতে আমন্ত্রণ করেন ; শকুন্তলা কিছু দ্বিধা করে সম্মত হয়, তবে সৰ্ত্ত কবে নেয় যে তার গর্ভে জাত পুত্রকে দুষ্যস্তের রাজ্যে সুবধাজ করতে হবে। নির্জন আশ্রম কুটীরে শকুন্তলার সঙ্গে মিলন করে রাজা কথমুনির প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা না করেই আশ্রম থেকে নির্গত হয়ে সৈন্যদল, অমাত্য ইত্যাদি নিয়ে নিজ রাজ্যে চলে যান।

কথমুনি ফলমূল সংগ্রহ করে আশ্রমে ফিরলে শকুন্তলা প্রতিদিনের মত তাঁকে পাণ্ডা, আসন নিয়ে অভ্যর্থন করতে এল না। মুনি দুষ্যস্তের আগমন সংবাদ পেয়ে ব্যাপার বুঝে শকুন্তলাকে ডেকে বললেন, তোমাকে আমি সম্ভ্রাদান করব, তার জন্য প্রতীক্ষা না করে তুমি নিজেই আশ্রম ত্যাগ করেছ, তাতে তোমার লজ্জা করতে হবে না, তুমি ক্ষত্রিয় কন্যা, বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে তোমার জন্ম, ক্ষত্রিয় রাজার সঙ্গে গান্ধর্ব মতে মিলিত হয়েছ, তাতে অধর্ম হয় নাই। শকুন্তলা তখন মূনির আশ্রিত ফল উঠিয়ে রেখে তাঁর পা ধুইয়ে দিয়ে আসন পেতে দিয়ে বলল, পৌত্র-বংশের রাজা দুষ্যস্ত আপনাকে দর্শন করতে এসেছিল, আমি তাকে পতিত্বে বরণ করেছি, আপনি তার ও আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। কথমুনি শকুন্তলাকে আশীর্বাদ করে বললেন, তোমার গর্ভে জাত পুত্র রাজচক্রবর্তী হবে।

যথাকালে শকুন্তলা একটি স্তন্য সন্তান পুত্র প্রসব করল। পুত্রের ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত শকুন্তলা পুত্র সহ কথমুনির আশ্রমে মূনির স্নেহধন্য হয়ে রইল। পুত্রটি বলবান্ ও নির্ভীক হল, সব বকম ব্যাপ্তকে ভয় না করে নিজের আয়ত্তে এনে বৃক্ষের সঙ্গে বেঁধে রাখত। তার ছয় বৎসর পূর্ণ হলে কথমুনি বললেন, শকুন্তলা, এবার তোমার পতিগৃহে যাবার সময় হয়েছে; বিবাহিত কন্যা বহুকাল পিতৃগৃহে থাকবে, তা বাঞ্ছনীয় নয়; তোমার পুত্রেরও অন্তবিজ্ঞা ও রাজধর্ম আয়ত্ত করতে হবে। কথমুনির আদেশে তাঁর কয়েকজন শিষ্য শকুন্তলা ও তার পুত্রকে দুষ্যস্ত রাজার রাজসভায় নিয়ে তাদের পরিচয় দিয়ে ফিরে চলে গেল। কিন্তু দুষ্যস্ত প্রথমে শকুন্তলা ও তার পুত্রকে নিজের স্ত্রী ও পুত্র বলে স্বীকার করলেন না; বললেন, দুষ্ট তাপসি, তুমি আমার গান্ধর্বমতে বিবাহিতা স্ত্রী ও এটি আমার পুত্র তা আমি মেনে নিতে পারি না; তোমার যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। শকুন্তলার মুখ ক্রোধে ও দুঃখে রক্তবর্ণ হয়ে গেল; তিনি নিজেকে বহু চেষ্টার সংবরণ করে বললেন, তোমার হৃদয় জানে যে আমি সত্য বলছি;

তুমি যদি আমাকে ও তোমার পুত্রকে অস্বীকার কর, তার কি কোন সাক্ষী থাকবে না, তোমার অন্তর্ধামী সেই পাপের জন্য তোমাকে দণ্ড করবেন না? জী পতির ধর্ম অর্থ-কাম সিদ্ধির সহায়ক, আমি কি তোমার যোগ্য নই? আমাকে যদি গ্রহণ নাও কর, তবে তোমার পুত্রকে আশ্রয় দাও। দুঃস্থ আবার বললেন, ছুটে নাগীগণ মিথ্যাভাবিনী হয়, এই পুত্র যে আমা হতে জাত তা আমি কেমন করে জানব? শকুন্তলা দৃষ্টভাবে দুঃস্থের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি হৃদয় সত্য অস্বীকার করছ, ভুলে যাচ্ছ যে সত্য মহত্ব অশ্বমেধযজ্ঞের থেকে বেশী ফলপ্রসূ। এই পুত্রকে যদি তুমি নাও স্বীকার কর, এ কালে তোমার রাজ্য শুধু নয় আরো অনেক দেশ জয় করে রাজচক্রবর্তী হবে।

তখন রাজার সঙ্গে যে পুরোহিত বধ মূনির আশ্রমে গিয়েছিলেন, তিনি বলে উঠলেন, রাজন্ সত্য ও ধর্ম থেকে বিচূত হয়ো না; এই পুত্রকে গ্রহণ করে তার ভরণ পোষণ কর ও তার মায়ের অপমান কোর না। সাত বৎসর পূর্বে তুমি বধ মূনির আশ্রমে তাঁর এই পালিতা কণ্ডার সঙ্গে নির্জন কুটিরে ছিলেন, আর এই বালকের মুখ যেন তোমার মুখের প্রতিচ্ছবি।^১ রাজা তখন বালকটিকে পুত্র বলে স্বীকার করে কোলে নিয়ে আদর করলেন, শকুন্তলাকে মহার্ষ্য বস্ত্র দিয়ে সম্মানিত করলেন, বললেন যে তোমাকে লোকে যাতে ছুটনারী মনে না করে তাই লোকসমক্ষে তোমাকে পরীক্ষা করে নিলাম।

পুরোহিতের কথা—ভরণ কর (ভরত)—থেকে দুঃস্থ শকুন্তলার পুত্রের নাম ভরত হল। যথাকালে সে নানা অভিযানে নিজের বীর্য প্রমাণ করে রাজচক্রবর্তী হয়েছিল। তার নাম থেকেই দেশের নাম হল ভারতবর্ষ।^২

ভরতের প্রপৌত্র হস্তী, তিনি হস্তিনাপুর নগর প্রতিষ্ঠা করেন। হস্তী-পুত্র বা পৌত্র অজমীচ, অজমীচের পুত্রদের মধ্যে ঝঙ্ক হতে কুরুবংশের উৎপত্তি

১। মূলে দৈববানীর কথা আছে, তা অনৈসর্গিক।

২। ভাগবত পুরাণ মতে স্বায়ম্ভুব মহুর পুত্র প্রিয়ব্রতের প্রপৌত্র স্বাভাভদেবের পুত্র ভরত রাজার নাম হতে দেশের নাম ভারতবর্ষ হয়। কিন্তু বৈবস্বত মহুর পূর্বের ছয়জন মহুর কথা পুরাণকারদের কল্পনা মনে হয়। হরিবংশ বর্ষ অধ্যায়ে আছে যে বৈবস্বত মহাস্তরের রাজা পৃথুর কালে রাজপদ দৃষ্টি কৃষি গোপালন প্রভৃতির আরম্ভ হয় অর্থাৎ সভ্যতার আদম্ভ হয়।

হয়—ঋক্বেদ পুত্র সংবরণ, সংবরণের পুত্র কুরু। কুরু থেকে শান্তনু সপ্তম পুরুষ।
অজমীচের আর এক পুত্র নীল বা নীলী হতে পাঞ্চাল বংশের উৎপত্তি হয়।

২. আদিপর্ব—কথারস্তু, উপরিচর বহু ও সত্যবতী

উপরিচর বহু ছিলেন পুরুবংশের এক শাখার রাজপুত্র। তিনি প্রথম
বোঁবনে আশ্রমে থেকে তপশ্চা আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু একদিন মনের মধ্যে
আদেশ পেলেন যে আশ্রমে মূনির মতন জীবন যাপন না করে নূতন দেশে
আধিনিবাস স্থাপন করে রাজত্ব করলে তাঁর জীবনের কর্তব্য স্ফূর্তভাবে পালন
করা হবে। তিনি কুরুপাঞ্চাল দেশের দক্ষিণে পর্বত ও নদীবহুল প্রদেশে
গিয়ে একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করেন, তার নাম হল চেদি রাজ্য। তার
রাজধানী দৈপুরী, বর্তমান কালে তেভুর নামে পরিচিত, জবলপুর হতে কয়েক
মাইলে পশ্চিমে অবস্থিত। উপরিচর বহু অশ্বপৃষ্ঠে পর্বতের সাহুদেশে মাল-
ভূমিতে বিবরণ করতে ভালোবাসতেন, সেই জন্তই তাঁর উপরিচর নাম হয়।
পূর্তকর্মেও তাঁর উৎসাহ ছিল। তাঁর রাজ্য মধ্যে কোলাহল পর্বত হতে মাটি ও
পাথরের ধস নেমে শুষ্কিমতী নদীর স্রোত অবরুদ্ধ করে ফেলে, রাজা নূতন
বসতিকারী ও স্থানীয় লোক নিয়ে নদীর স্রোত বাধামুক্ত করবার কাজে ব্রতী
হন। এই কার্যে একজন পুরুষ তাঁকে দক্ষভাবে সাহায্য করেন, তাকে পরে রাজা
তাঁর সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন, একটি স্ত্রী নারীও স্রোত বাধা মুক্ত করবার
পরিচরনা কালে কার্যকর উপায় নির্ণয়ে সহায়তা করেন, উপরিচর প্রীত হয়ে
সেই নারীকে বিবাহ করেন, তার নাম গিরিকা। রাজার পঞ্চপুত্রের মধ্যে
একজন ছিল বৃহদ্রথ, সে পিতার রাজ্য ছেড়ে গিয়ে মগধের একঅংশে নূতন
রাজ্য স্থাপন করে, তার রাজধানী হয় গিরিব্রজ। উপরিচর বহুর শিকারেও
কৃতিত্ব ছিল। একদা পিতৃগণের আঁকে যুগমাংস নিবেদন করবার ইচ্ছায়
তিনি যুগয়ায বাহির হন, যুগের অহুসংগণ করতে করতে বহু দূরে যমুনা কুলস্থ
এক বনে উপস্থিত হন। সেখানে নিকটে যমুনা নদী পার হবার খেয়াঘাট
ছিল, খেয়াঘাটের অধিকারী ছিলেন এক দাসরাজা, তিনি যমুনায় মৎস্য-
জীবীদেরও প্রধান বা রাজা ছিলেন, তাঁর কুলের পুরুষ নারী নানা কাজে
যমুনার কূলে ও নিকটস্থ বনে যাতায়াত করত। উপরিচর রাজার সেখানে
বাস্তিবাগ আবশ্যক হওয়ায় যমুনা কূল হতে একটি দাসকুলের নারীকে আমন্ত্রণ

করে তার সঙ্গে রাজ্যস্থাপন করেন, তার নাম অদ্রিকা। কালে অদ্রিকা যমজ পুত্রকন্যা প্রসব করে মারা যায়। উপরিচর বহু পুত্রটিকে নিয়ে গিয়ে পালন করেন, তার নাম দেন মৎস্ত; সেই পুত্র চেদি রাজ্যের পশ্চিমে নতুন স্থানে মৎস্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। কত টিকে দাসরাজ্য নিয়ে পালন করেন, তার নাম হয় সত্যবতী, সে খুব সুন্দরী হয়ে ওঠে। মৎস্তজীবদেহ সঙ্গে কাঁচ করায় গায়ে তার প্রায়ই মৎস্তের গন্ধ থাকত, তাই সে মৎস্তগন্ধা নামেও পরিচিত ছিল। মধ্যে মধ্যে সেই কন্যা খেয়া নৌকা বেয়ে লোক পারাপার করে দিত।

একদিন পরাশর ঋষি তীর্থযাত্রার পথে যমুনার খেয়া পার হার সময় সত্যবতী বা মৎস্তগন্ধাকে দেখে মুহূর্ত্ত হন ও তার সঙ্গে সঙ্গম প্রার্থনা করেন। সত্যবতী বলে, নৌকায় আর লোক নাই বটে, তবে পারে লোকজন আছে তারা সব দেখতে পাবে। তখন দৈবযোগে কুয়ানায় দুই পার আচ্ছন্ন হয়ে যায় পারের লোকজনদের দেখা যায় না। সত্যবতী তবু আপত্তি জানায়, বলে আমি কুমারী কন্যা পিতার শাসনে আছি, কন্যাত্ব নষ্ট হলে আমি কেমন করে গৃহে ফিরে যাব। পরাশর বলেন তুমি কন্যাত্ব ফিরে পাবে, অর্থাৎ সন্তান জন্ম দিয়ে তার তার আমাকে দিয়ে তুমি পিতৃগৃহে ফিরতে পারবে, তাছাড়া যে বর চাও তা তোমাকে দেব। সত্যবতী চাইল যে তার দেহ থেকে মৎস্তের গন্ধ দূর হয়ে সুগন্ধ হোক, পরাশর সেই বর দিলেন। অর্থাৎ তাকে খড়িমাটি, -ববচূর্ণ ইত্যাদি দিয়ে গাত্র মার্জনা করে সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে প্রসাধন করতে শেখালেন। তাদের সঙ্গমের ফলে সত্যবতীর গর্ভদ্বার হল, যথাকালে পরাশরের উপদেশ মত নির্জন এক দীপে পুত্র প্রসব করে স্মৃতিকামানের পরে পুত্রটির তার পরাশরের উপর দিয়ে সত্যবতী পিতৃগৃহে ফিরে গেল ও আগের মত খেয়া পারাপার ইত্যাদি করতে লাগল।

৩. আদিপর্ব—শান্তনু, ভীষ্ম ও সত্যবতী

গঙ্গা নদীর এক দক্ষিণমুখী প্রবাহিনীর কূলে হস্তিনাপুর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। -পুরুবংশীয় হস্তী নামক রাজা সেই নগর প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনি কুরু পূর্ব-বর্তী। সেই নগরকে কেন্দ্র করে সম্রাট কুরুরাজ্য গড়ে ওঠে। পাকালগণও -হস্তীর বংশধর, পুরুবংশ কুরু ও পাকাল এই দুই বংশে ভাগ হয়, পাকালগণ কুরু -রাজ্যের পূর্বদিকে রাজ্যস্থাপন করে। পুরুবংশের থেকে আরো শাখা উদ্ভূত

হষে উত্তর ভারতে ও মধ্যভারতে আরো কয়েকটি রাজ্য স্থাপন করে। কুরু বংশে এক রাজ্য ছিলেন প্রতীপ, তার পুত্র শাস্ত্র প্রতাপশালী রাজা ছিলেন, তিনি কুরুরাজ্য বিস্তার করেন এবং চক্রবর্তী বা রাজরাজ বলে স্বীকৃত হন। শাস্ত্র রাজা মৃগয়া করতে প্রায়ই বাহির হতেন। একদিন গঙ্গাতীরে একটি পরম সুন্দরী যুবতীকে দেখে তাকে জীকপে বরণ করেন। এই জীর নামও ছিল গঙ্গা। সেই জী ভীষ্ম বা দেবব্রতকে জন্ম দিয়ে শাস্ত্র রাজাকে ছেড়ে চলে যায়, সম্ভবতঃ সে ককেশাস্ থেকে উপনিবেশ স্থাপনার্থ আগত এক গোষ্ঠীভুক্ত নারী ছিল, কুরুরাজ্যে সেই গোষ্ঠীর অবস্থানশালে সে শাস্ত্রকে বিবাহ করে, কিন্তু একটি পুত্রের জন্ম হলে তার পিতৃগোষ্ঠী কুরুরাজ্য ছেড়ে অশ্রুত বসতি সন্ধানে গেলে তাদের সঙ্গে চলে যায়। শাস্ত্র খাত্রী ও পরিচারিকার সাহায্যে পুত্রটিকে পালন করেন ও তার শস্ত্র-শাস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, কালক্রমে সে অস্ত্রদিগ্ভাব অপরাজের হয়ে ওঠে, তার নাম ছিল দেবব্রত। উপযুক্ত বয়স হলে শাস্ত্র তাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন, তাকে নিয়ে রাজ্যে ভ্রমণ করতেন। শাস্ত্র নিজের গুণে প্রজাদের প্রিয় ছিলেন, দেবব্রতও প্রজাদের প্রিয় হয়ে ওঠেন।

গঙ্গা দেবী চলে যাবার পরে অনেক বৎসরের মধ্যে শাস্ত্র আর বিবাহ করেন নাই। দেবব্রতকে যৌব রাজ্যে অভিষেক করার পরে একদিন কার্য উপলক্ষে যমুনাতীরে গিয়ে থেয়া নৌকার পাটনি সত্যবতীকে দেখে মুগ্ধ হন এবং দাসরাজ্য কাছে গিয়ে তাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করেন। দাসরাজ সুযোগ বুঝে বলেন যে কন্যার পুত্র হলে সেই রাজ্যের অধিকারী হবে, সেই সর্ব মেনে নিলে বিবাহ হতে পারে। শাস্ত্র তাঁর উপযুক্ত পুত্র দেবব্রতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন, তাকে বঞ্চিত করে দাসরাজ কন্যার পুত্রকে রাজ্য দেবার সর্ব তিনি মেনে নিতে পারলেন না, দুঃখিত মনে ফিরে গেলেন, কিন্তু বাস্তবিক কন্যাকে না পাবার দুঃখ হেতু তাঁর মন বিষন্ন ও দেহ অস্থস্থ হয়ে গেল। দেবব্রত তাই দেখে সন্ধান নিয়ে ব্যাপার কি জানতে পারলেন; তিনি দাসরাজ্য কাছে গিয়ে বললেন, আপনি আপনার পালিত কন্যা সত্যবতীর সঙ্গে রাজা শাস্ত্রের বিবাহ দিন, আমি তাঁর পুত্র দেবব্রত রাজ্যের উত্তরাধিকারের দাবী ছেড়ে দিচ্ছি। দাসরাজ তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে বললেন, তুমি উত্তরাধিকারের দাবী ছেড়ে দিচ্ছ, কিন্তু তোমার পুত্রগণ ভবিষ্যতে দাবী করতে পারে। দেবব্রত বললেন, আপনি যদি সে ভয় করেন তবে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে আমি

বিবাহই করব না। এই প্রতিজ্ঞা করাতে দেবব্রত ভীষ্ম নামে খ্যাত হলেন, পিতার স্নেহের জন্য ভীষ্ম স্বার্থত্যাগ করায়। দাসরাজ তখন শাস্ত্রতত্ত্ব সঙ্গে সত্যবতীর বিবাহ দিতে সম্মত হলেন। ভীষ্ম সত্যবতীকে মাতৃসম্বোধন করে রথে চড়িয়ে হস্তিনাপুরে নিয়ে গেলেন এবং পিতার নিকট সব কথা জানিয়ে সত্যবতীকে উপস্থিত করে দিলেন। শাস্ত্র ভীষ্মকে আশীর্বাদ করে সত্যবতীকে বিবাহ করলেন।^১

কালক্রমে শাস্ত্র সত্যবতীর দুইটি পুত্র হ'ল, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্য। শাস্ত্রের মৃত্যু হলে চিত্রাঙ্গদ রাজপদে অধিষ্ঠিত হল। চিত্রাঙ্গদ অশিক্ষায় নিপুণ ও বীৰ্য্যভিমানী ছিল, মনে করত যে দেব দানব গান্ধর্ব-মাতৃষের মধ্যে তার সমকক্ষ বীর আর নাই। তার দর্পের কথা জেনে গান্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদ তাকে যুদ্ধে আহ্বান করেন, কুরুক্ষেত্র ও সরস্বতী নদী তীরে তিন বৎসর ক্রমাগত এই যুদ্ধ চলতে থাকে, অবশেষে গান্ধর্বরাজ জয়ী হয়ে কুরুবংশীয় চিত্রাঙ্গদকে বধ করেন, তখনো তার বিবাহ হয় নাই। চিত্রাঙ্গদের অস্ত্যোষ্টিক্রিয়ার পরে ভীষ্ম বিচিত্রবীৰ্যকে সিংহাসনে বসালেন, বিচিত্রবীৰ্য অপ্রাপ্তবর্ষাবন ছিল, অতএব ভীষ্মই তার অভিভাবক রূপে রাজ্য চালাতেন। বিচিত্রবীৰ্য প্রাপ্তবর্ষাবন হলে ভীষ্ম তার বিবাহের কথা চিন্তা করতে লাগলেন; চিত্রাঙ্গদ বিবাহ না করেই যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করে, তাই বোধ হয় ভীষ্ম বিচিত্রবীৰ্যের বিবাহের জন্য ত্রাণিত হলেন। সেই সময় কাশীরাজের তিনটি সুন্দরী কন্যার স্বয়ম্বর সভা হবে জেনে ভীষ্ম সেখানে অস্থমজ্জিত হয়ে গেলেন। স্বয়ম্বর সভায় তিন কন্যাকে এনে রাজাদের নাম কীর্তন আরম্ভ হ'ল, ভীষ্ম তিন কন্যাকেই নিজের রথে তুলে নিয়ে বললেন যে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কন্যা হরণ করে বিবাহ শ্রেষ্ঠ বলে কীর্তিত, আমি এই কন্যা তিনটিকে হরণ করছি, আপনারা পারলে বাধা দিন। উপস্থিত রাজন্তগণ ভীষ্মকে আক্রমণ করল, কিন্তু ভীষ্ম তাদের প্রতিরোধ কাটিয়ে কুরুরাজ্যের দিকে অগ্রসর হলেন। শাষ নামক একজন নৃপতি ভীষ্মকে অনুসরণ করে গিয়ে তাকে যুদ্ধে আহ্বান করে, ভীষ্ম রথ ঘুরিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। শাষ রাজ প্রথমে বহু বাণ নিক্ষেপ করে ভীষ্মকে বিব্রত করে তোলেন, ভীষ্ম "সাধু, সাধু" বলে নিজেও তীব্র যুদ্ধ আরম্ভ করেন, শাষরাজের

১। শাস্ত্র ভীষ্মকে দেখে মৃত্যু বরণ দিয়েছিলেন বলে কাহিনীতে আছে, কিন্তু তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সে বরণ দেবার সামর্থ্য শাস্ত্রের থাকতে পারে না।

অস্ত্র কেটে তার সারথি ও রথের অংশগণকে বধ করেন, তার পরে আবার হস্তিনাপুর অভিমুখে যান। হস্তিনাপুরে গিয়ে তিন কন্যাকেই বিচিত্র বীর্যের হস্তে সম্ভ্রাদান করতে উত্তত হলে কাশীরাজের স্ত্রোষ্ঠ কন্যা অম্বা বলে যে সে শাশুরাজকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করেছে, তার পিতারও তাতে সম্মতি ছিল, স্বয়ম্বরে সে শাশুরাজকেই বরণ করত। ভীষ্ম তখন সত্যবতীর ও মদ্রী পুত্রোহিতের সঙ্গে পরামর্শ করে অম্বাকে তার ইচ্ছ মত স্থানে চলে যেতে অনুমতি দিলেন, এবং অন্য যে দুটি কন্যা, অম্বিকা ও অম্বালিকা, তাদের সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ দিলেন।

বিচিত্রবীর্যের তখন নূতন যৌবন, যুগয়াব বা রাজকার্যে তার ঔৎসুক্য জন্মান হয় নাই। দুটি সুন্দরী তরুণী স্ত্রী লাভ করে সে মাত্রাধিক ভোগে লিপ্ত হ'ল, ফলে সাত বৎসর পরে বস্মারোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হল। কোন সন্তানও রেখে গেল না। এখানে ভীষ্মের কর্তব্য পালন ক্রটির কথা মনে হয়। চিত্রাঙ্গদ তার পিতা শান্তনুর জীবনকালের মধ্যেই অস্ত্রবিদ্যা ও শাস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত্ব করেছিল, রাজকার্যও শিখেছিল। পিতার মৃত্যুর পরে তাকে নিজের ইচ্ছায় চালিত করা ভীষ্মের সম্ভব হয় নাই। হলে তিন বৎসর ধরে তাকে গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকুন্তে দিতেন না, বধাকালে বিবাহ করতেও সম্মত করাতে পারতেন। বিচিত্র-বীর্য পিতার মৃত্যুর সময় অপ্রাপ্তযৌবন ছিলেন। তার অস্ত্রশিক্ষা ও শাস্ত্রবিদ্যা বাতে পূর্ণ হয়। ক্ষত্রিয় রাজত্বের মত যুগয়াব স্পৃহা হয়, রাজকার্যও শেখে, তা দেখা প্র রাজন ছিল। তাছাড়া ক্ষত্রিয় রাজত্ব বোধে খ্যাত হয়ে নিজে স্বয়ম্বরে বৃত্ত হবে বা নিজের জন্তু নিজেই কন্যা হরণ করে আনবে, তাই বাঞ্ছিত ছিল। ভীষ্মের মত অতিরিক্ত তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যৌবন প্রাপ্ত হতেই তার জন্তু সুন্দরী দুটি কন্যা হরণ করে এনে তাকে দিলেন, তাতে তার ক্ষতি হবে, ঙ্গাকি বোঝেন নাই? এ যেন নিজের ভোগের ইচ্ছা বিসর্জন দিয়ে অপরকে অতিরিক্ত ভোগের ব্যবস্থা করে দিবে একপ্রকার তৃপ্তি লাভ করা, অপরিমিত ভোগে ধর্ম-অর্থ কাম বিষয়ে অনভিজ্ঞ যুবককে ধ্বংসের পথে যেতে দেওয়া। যেন রাজ অধিকার ছেড়ে দিয়েও রাজ্য শাসনের দায়িত্ব স্বহস্তে রাখবার ইচ্ছার প্রকাশ।

৪. আদি পর্ব—ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুরের জন্ম ও বিবাহ :

পাণ্ডুর মৃত্যু

উভয় পুত্রেরই নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হ'লে সত্যবতী ভীষ্মকে কুরুকুলের মঙ্গলের জন্ত নিজে রাজ্যভার সম্পূর্ণ গ্রহণ করে বিবাহ করতে অচ্যরোধ করলেন ; ভীষ্ম বললেন, রাজ্য ত্যাগ ও চিৎকুমার থাকবার প্রতিজ্ঞা করে তিনি তা করতে পারেন না, করলে সত্যচ্যুত হবেন। বিচিত্রবীর্ষের পত্নীদ্বয়ের গর্ভে নিয়োগ মতে পুত্র উৎপাদন করতেও তিনি সম্মত হলেন না। সত্যবতী তখন নিজ কানীন পুত্র কৃষ্ণদৈপায়নকে বিচিত্রবীর্ষের ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন করতে নিয়োগ করবার কথা বললেন। ভীষ্ম সম্মতি দিলেন। সত্যবতী কৃষ্ণদৈপায়নকে ডেকে পাঠালেন ও বধূদের গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্ত তাকে নিয়োগ করতে চাইলেন। কৃষ্ণদৈপায়ন সম্মত হলেন। বধূদের সে কথা জানিয়ে সত্যবতী প্রথমে অম্বিকাকে দৈপায়নের নিকট প্রেরণ করলেন। দৈপায়নের রক্ত পাটল শ্মশ্রু ও জটাভার এবং দীপ্ত চক্ষু দেখে অম্বিকা ভয় পেলেন ও চক্ষু বুজলেন ; যথাসময়ে অম্বিকার একটি পুত্র সন্তান হ'ল, তার নাম দেওয়া হল ধৃতরাষ্ট্র, কিন্তু সঙ্গমকালে অম্বিকা চক্ষু বুজে থাকার জন্তই হোক বা অন্য কোন কারণে হোক, পুত্রটি অন্ধ হয়ে জন্মাল। পরের বৎসর আবার দৈপায়নকে ডেকে পাঠিয়ে সত্যবতী অম্বালিকাকে তার কাছে প্রেরণ করলেন, অম্বালিকাও ঋষির রক্তপাটল শ্মশ্রু ও জটা ও দীপ্ত চক্ষু দেখে ভয় পেলেন, তার মুখ রক্তশূন্য পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করল। যথাসময়ে অম্বালিকার একটি পুত্র জন্মাল, তার মুখবর্ণ পাণ্ডুর বা ফ্যাকাশে বলে তাকে পাণ্ডু নাম দেওয়া হল। তৃতীয় বার দৈপায়নকে ডেকে পাঠিয়ে সত্যবতী অম্বিকাকে বললেন ঋষির কাছে গিয়ে উত্তম পুত্র সন্তান লাভ কর, কিন্তু অম্বিকা ব্যাসের রূপ ও গাত্রগন্ধ স্মরণ করে নিজে তার কাছে না গিয়ে তার এক অকপা দাসীকে নিজের বস্ত্র ও অলঙ্কারে সাজিয়ে ব্যাসের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেই দাসীর গর্ভে যে পুত্র হল, তার নাম হল বিদুর, বিদুর কালে পরম ধার্মিক বলে খ্যাতি লাভ করেন, বলা হ'ত সে তিনি ধর্মের অংশে জন্মেছেন।

ভীষ্ম বিচিত্রবীর্ষের ক্ষেত্রে জাত পুত্রদ্বয়ের বধোচিত শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রবিজ্ঞা শিকার ব্যবস্থা করলেন, রাজ্যশাসনের ভার ভীষ্মের উপরই রইল। রাজপুত্রেরা সাবালক-

হলে পাণ্ডকে রাজপদে অভিষিক্ত করা হ'ল, ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ হলেও অন্ধত্ব হেতু রাজপদে অভিষিক্ত হতে পারলেন না। কিন্তু অন্ধ হলেও তিনি দীর্ঘকাল মহাবল পুরুষ হয়ে উঠলেন। ভীষ্ম তখন রাজপুত্রদের বিবাহের উদ্যোগ করতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র সম্বন্ধে তিনি চিন্তা করে স্থির করলেন যে গান্ধাররাজ স্তবলের কন্যা তার উপযুক্ত স্ত্রী হবে, স্থির করে স্তবলরাজের নিকট তিনি প্রস্তাব পাঠালেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ জেনে প্রথমে গান্ধাররাজ বিধা করেছিলেন, পরে কুরুবংশের গৌরব স্মরণ করে সম্মতি দিলেন, স্তবলরাজের পুত্র শকুনি তার বোনকে হস্তিনাপুরে নিয়ে এল, হস্তিনাপুরেই ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর বিবাহ উৎসব হ'ল। পাণ্ডু কুন্তিভোজ রাজ্যের কন্যা স্তবদ্রী পৃথা বা কুন্তীকে স্বয়ম্বরে লাভ করেন। পৃথা যহু নায়ক শুরের কন্যাদের মধ্যে একজন, কুন্তিভোজ ছিলেন শুরের পিসাত ভাই, নিঃসন্তান, তিনি পৃথাকে কন্যা হিসাবে নিয়ে পালন করেন। কুন্তিভোজের গৃহে দুর্বাশা কিছুকাল অতিথিরূপে ছিলেন, অতিথির পরিচর্যার ভার কুন্তীর উপর ছিল। এই পরিচর্যার ফলে কুন্তীর একটি কানীন পুত্র হ'ল, সেই পুত্রই কর্ণ, লোকাপবাদের ভয়ে কুন্তী কাঠের বাগ্গে করে নবজাত পুত্রকে ভাসিয়ে দিলেন, নদীর প্রবাহে বাগ্গ ভেসে যায় দেখে স্রুত অধিরথ সেটিকে টেনে এনে দেখলেন যে তার মধ্যে একটি জীবিত পুরুষ শিশু আছে; তার নিজের কোন সন্তান ছিল না, তিনি শিশুটিকে তুলে তাঁর স্ত্রী রাধাকে দিলেন, দুজনেই খুসী হয়ে শিশুটিকে নিজেদের পুত্রের মত পালন করতে লাগলেন, তার নাম দিলেন বহুব্রহ্ম, কারণ শিশুটির সঙ্গে বাগ্গে মূল্যবান বস্তাদি ছিল। এই ব্যাপার ঘটেছিল কুন্তীর স্বয়ম্বরের পূর্বে, শিশুটির জন্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট গোপনতা অবলম্বন করা হয়েছিল, তাই ঘটনাটি জন-সাধারণের গোচর হয় নাই। কুন্তীর বিবাহে কুন্তিভোজ পাণ্ডকে বহু যৌতুক দান করেন। যৌতুক সহ কুন্তীকে নিয়ে পাণ্ডু হস্তিনাপুরে এসে নিজের ভবনে বাস করতে লাগলেন। ভীষ্ম উদ্যোগী হয়ে পাণ্ডুর আর একটি বিবাহ দেন। মদ্ররাজের কন্যার খুব স্তবদ্রী বলে খ্যাতি রটেছিল; মদ্ররাজদের কুলপ্রথা অনুসারে কন্যাসুহৃৎ নিয়ে কন্যার বিবাহ দেওয়া হত, স্বয়ম্বর হত না। শুষ্কের পরিম্ভাণ স্থির করে সেই পরিমাণ অর্থ দিয়ে মদ্ররাজকন্যাকে হস্তিনাপুরে এনে ভীষ্ম তার সঙ্গে পাণ্ডুর বিবাহ দিলেন। ভীষ্ম বিহুরের বিবাহও উদ্যোগ করে দিলেন, দেবক নামক সন্ধর বর্ণের রাজার স্তবদ্রী কন্যার সঙ্গে বিহুরের বিবাহ হ'ল।

তারপরে পাণ্ডু চতুৰঙ্গ সৈন্য নিয়ে দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হলেন। মগধরাজ দীর্ঘ পাণ্ডুর প্রতিরোধ করতে গিষে পরাজিত ও নিহত হ'ল। মগধ জয় করে পাণ্ডু ক্রমান্বয়ে বিদেহ, কাশী, স্বৰ্ণ, পুণ্ড্র ইত্যাদি নানা দেশ জয় করে বহু ধনরত্ন ও বহু পশু—গো, অশ্ব, অবি অজ্ঞা এবং বহু রথ লাভ করলেন। বিজয় গোঁরবে হস্তিনাপুরে ফিরে এসে ভীষ্মকে, মাতাকে ও অগ্ন্যাত্ন বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করলেন ও তাদের সাদর আলিঙ্গন লাভ করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে পরামর্শ করে ধনরত্ন ও পশুধন সত্যবতী, ভীষ্ম, মাতা অম্বালিকা ও বিহ্বলকে ভাগ করে দিলেন। পাণ্ডুর বীর্ষ ও আহুত ধনে হস্তিনাপুরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করা সম্ভব হ'ল। কিন্তু ভীষ্মের নির্দেশে সেই যজ্ঞের বজ্রমান হলেন ধৃতরাষ্ট্র। রাজগণে যিনি অধিষ্ঠিত, তারই অশ্বমেধ যজ্ঞের বজ্রমান হবার কথা; ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ, কিন্তু অক্ষত হেতু রাজ্য পান নাই। তাই বোধ হয় তাকে হীনমন্ত্রতা থেকে বাঁচাতে তাকে যজ্ঞের বজ্রমান করা হ'ল। পাণ্ডু সেই নির্দেশের প্রতিবাদ মুখে করলেন না, কিন্তু তিনি তারপর রাজ্য ছেড়ে বনে ব'ন যুগয়া করে জীবন যাপন করতে আরম্ভ করলেন। কুন্তী ও মাত্রী পাণ্ডুর কাছে গিয়ে বনে তার সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। হিমালয় পার হয়ে গন্ধমাদন হ'য় শত-শৃঙ্গ পর্বতে পাণ্ডু নিবাসস্থান ঠিক করে নিলেন। সেখানে পাণ্ডুর পুত্রদের জন্ম হয়; যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন কুন্তীর গর্ভে, নকুল ও সহদেব মাত্রীর গর্ভে। পুত্রদের জন্ম হস্তিনাপুরে কুরুকুলের নিবাসে হয় নাই, পাণ্ডুর যত্নের পরে ঋষিগণ শিশু পুত্রগণকে ও কুন্তীকে হস্তিনাপুরে পৌঁছে দেন, বলেন যে শিশুগণ পাণ্ডুর পুত্র, বলে তারা চলে যান। তখন কেউ সন্দেহ করেছিল যে শিশুগণ সত্যিই পাণ্ডুর পুত্র কি না, কেউ কেউ বলেছিল এরা পাণ্ডুরই পুত্র। ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ইত্যাদি শিশুদের পাণ্ডুর পুত্র হিসাবে গ্রহণ করে তাদের ভরণ পোষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।^১ কালে এই শিশুদের দেবমন্তব জন্মের কাহিনী রচিত হয়েছে, যথা ত্রুবাংগর বরে প্রাপ্ত মন্ত্রবলে ধর্মদেবকে আকর্ষণ করে তার ঔরসে যুধিষ্ঠিরের জন্ম, বায়ুদেবকে আকর্ষণ করে তার ঔরসে ভীমের জন্ম, ইন্দ্রদেবকে আকর্ষণ করে তার ঔরসে অর্জুনের জন্ম, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আকর্ষণ করে তাদের ঔরসে নকুল ও সহদেবের জন্ম। কিন্তু পাণ্ডুর উপর কিন্নম ঋষির অভিশাপ কাহিনী ইত্যাদি অবাস্তব কাহিনী বাদ দিয়ে শিশুগণ পাণ্ডুরই ঔরসজাত

ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ও পাণ্ডুপুত্রদের শিক্ষালাভ ও গুরুদক্ষিণা দান ১৯৫

পুত্র] ছিল সেই অল্পমানই সঙ্গত। পুত্রগণের অতি শৈশব অবস্থায় পাণ্ডুর মৃত্যু হয়, মাত্রীর পাণ্ডুর চিতায় বা অন্তভাবে মৃত্যু হয়, তার পরে ঋষিগণ কুন্তী ও পাণ্ডুপুত্রদের হস্তিনাপুরে পৌঁছে দেন।

ধৃতরাষ্ট্র বহু পুত্র ও একটি কন্যার জনক হন। জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন, যুধিষ্ঠিরের জন্মের একবর্ষ পরে জাত। জ্যেষ্ঠ পুত্র গর্ভে থাকাকালে গান্ধারীর শারীরিক শ্রানি থাকায় ধৃতরাষ্ট্রের সেবার জন্য একটি বৈশ্ব দেবিকা নিযুক্ত করা হয়। তার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের ওরসে যুধিষ্ঠির জন্ম হয়। তারপরে গান্ধারীর গর্ভে দুঃশাননা দি বহু পুত্র ও দুঃশলা নামে একটি কন্যা জন্মে। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর শতপুত্রের কাহিনী আছে, সম্ভবতঃ ১৭।১৮টি পুত্র জন্মেছিল, বহুপুত্রকে গৌরবার্থে শতপুত্র বলা হত। পুত্রদের মধ্যে দুর্যোধন, দুঃশানন, দুর্মর্ষণ, দুর্মুপ ও বিকর্ণ উল্লেখযোগ্য, বাকী পুত্রদের জন্মও মৃত্যু ছ'ড়া মহাভারতে বিশেষ কোন কথা নাই। দুঃশলার বিবাহ হয়েছিল সিদ্ধপতি জয়দ্রথের সঙ্গে।

৫. আদি পর্ব : ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ও পাণ্ডুপুত্রদের শিক্ষালাভ ও গুরুদক্ষিণা দান

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ ও পাণ্ডুপুত্রগণ হস্তিনাপুরের রাজসভানে একসঙ্গে বাগ্যজ্ঞীড়া ও শিক্ষা আরম্ভ করে। ভীষ্ম সবচেয়ে বলবান ছিলেন, ছেলেবেলার জুইমিও তার ছিল। সে মধ্যে মধ্যে কাউকে মাটিতে ফেল চুল ধরে টেনে নিয়ে ধেত, নদীতে স্নানের সময় জলে মাথা ডুবিয়ে ধরে শ্বাসরোধের উপক্রম হলে ছেড়ে দিত, কেউ গাছে চড়লে গাছ ধরে এত জোরে নাড়া দিত যে সে পড়ে বাবার ভয়ে চেটিয়ে উঠতো। এই ভাবে পীড়ন বেনীর ভাগ ধার্তরাষ্ট্রদের উপর হওয়ায় তারা ভীষ্মের উপর রাগ ও হিংসা পোষণ করত; বিশেষতঃ দুর্যোধন কয়েকবার ভীষ্মকে ঘেরে ফেলবার চেষ্টা করে, ধার্তরাষ্ট্রদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ বলী ছিল। কিন্তু ভীষ্মের সঙ্গে পেরে উঠত না। ভীষ্মের পীড়ন ছিল নিজের বলের মততায়, তার মধ্যে কৌতুক ছিল কিন্তু ঘেবতাব ছিল না, কিন্তু পীড়িত ধার্তরাষ্ট্রদের জ্যেষ্ঠ দুর্যোধনের মনে হিংস্র ঘেবতাব ছিল। একবার প্রমাণ কোটিতে জলবিহার করে পটমণ্ডপ ভূমে ভোজনের আয়োজন হ'ল, অতিরিক্ত সম্ভরণে শ্রান্ত ভীষ্ম ভোজনের পরে পটমণ্ডপ শীতল ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। দুর্যোধন

তখন কয়েকজন ভাইকে নিয়ে ভীমের হাত পা বেঁধে যেখানে নদীর তীর শোভা সেখানে নদীর মধ্যে ফেলে দিল। ভীম জেগে উঠে বাঁধন ছিঁড়ে কূলে উঠে এলো। আর একবার ভীম যখন ঘুমিয়ে ছিল, তখন দুর্ঘোষনাদি কয়েকটি বিবাক্ত সাপ ভীমের গায়ে উপর ফেলে দেয়, জেগে উঠে ভীম সাপগুলি মেয়ে-ফেলে, কয়েকটি দংশনে বিষের জ্বালা ভোগ করে বেঁচে যায়। আর একবার খাণ্ডের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে ভীমকে খেতে দেয়, ভীম বিষের জ্বালা ভোগ করেও ভোজ্য ও বিষ জীর্ণ করে ফেলে। এইসব ঘটনা নিয়ে পাণ্ডবগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করত, যুধিষ্ঠির বলেন যে এইসব ঘটনা ভীম, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে জানাবার দরকার নাই, তবে ভীমকে ও অন্ত পাণ্ডবদের খুব সাবধানে থাকতে হবে, ভীমকে আরো বলেন যে ধার্তরাষ্ট্রদের উপর বলের মত্ততায় যেন আর পীড়ন না করে। এইভাবে পাণ্ডবগণ সাবধান হয়ে যাওয়ার আর অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই, কিন্তু ধার্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণ মধ্যে বিদ্বেষভাব ও সন্দেহ থেকে যায়।

কুপাচার্য এই রাজপুত্রদের শাস্ত্র ও শাস্ত্রশিক্ষার জন্য প্রথম গুরু নিযুক্ত হন। মহর্ষি গোতমের পুত্র শরদ্বানু গোতম শিশুকাল হতে ধনুঃশর নিয়ে খেলা করতেন, গুরুর আশ্রমে তিনি শাস্ত্র পাঠের থেকে অস্ত্রবিজ্ঞা শিখতেই বেশী উৎসুক ছিলেন। যখন অত্র আশ্রমিকগণ বেদান্ত্যাস করত, শরদ্বানু গোতম অস্ত্রচালনা অভ্যাস করতেন, এইভাবে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিদ হয়ে ওঠেন। তিনি গুরুগৃহ থেকে ফিরে নিজের আশ্রম স্থাপন করে শিষ্যদের অস্ত্রশিক্ষা দিতেন। তাঁর আশ্রমের সংলগ্ন জনপদের একটি কন্যা শরদ্বানের রূপ ও অস্ত্রচাতুর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে তার কাছে যায়, শরদ্বানের ঔরসে সেই কন্যার গর্ভে যমজ পুত্রকন্যা জাত হয় ; শরদ্বানু কন্যাটিকে বিবাহ না করায় সে শিষ্যদের শরবনে ফেলে দিয়ে চলে যায়। শাস্ত্রর রাজার একজন সৈনিক শরবনে শিষ্যদের দেখতে পায়, তাদের কাছে ধনুর্বাণ ও কুশাভিন দেখে বুঝতে পারে যে তারা শরদ্বানের সন্তান, সৈনিক সেকথা শাস্ত্রর রাজার নিকট নিবেদন করলে শাস্ত্রর কুপাবিষ্ট হয়ে শিষ্যদ্বয়কে আনিয়ে পালনের ব্যবস্থা করেন, তারা কিছু বয়ঃপ্রাপ্ত হলে শরদ্বানু গোতম এসে পরিচয় দিয়ে তাদের নিয়ে বান ও পুত্রটির শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই পুত্রটিই কুপ ও কন্যাটির নাম কুপী, শাস্ত্ররাজার কুপায় তাদের জীবন রক্ষা হওয়ায় এইভাবে তার পরিচিত হয়। কুপ শিক্ষা সমাপ্ত করে আচার্যের কাজ করতে থাকেন, তাকেই প্রথমে ভীম রাজভবনের মধ্যে বাসস্থান ঠিক করে দিয়ে পাণ্ডব ও

স্বতরাষ্ট্রদের আচার্য পদে নিযুক্ত করেন। কল্যাণের যথাকালে দ্রোণের সঙ্গে বিবাহ হয়। পাণ্ডব ও স্বতরাষ্ট্রদের শিক্ষা কিছুদূর অগ্রসর হলে ভীষ্ম যোগাতর আচার্যের সন্ধান করতে থাকেন। যোগাতর আচার্য দ্রোণ নিজের থেকেই সেই রাজপ্রাসাদে এসে উপস্থিত হ'ন। দ্রোণও ছিলেন অবিবাহিত নারী পুরুষের পুত্র, ভরদ্বাজ ঋষির ঔরসে তার জন্ম। তার মাতা স্বতরাষ্ট্র পুত্রের জন্মের পরে একটি দ্রোণ বা কলসের মধ্যে সন্তোজাত শিশুটিকে রেখে যায়, ভরদ্বাজ শিশুটিকে পালন করেন। দ্রোণ বা কলসীর মধ্যে ছিল বলে বালকটি নাম দেওয়া হল দ্রোণ। প্রথমে অগ্নিবিশ ঋষির কাছে দ্রোণ শিক্ষালাভ করে; রাজা পৃষতের পুত্র ক্রপদও অগ্নিবিশ ঋষির শিষ্য হয়, একসঙ্গে শিক্ষাকালে দ্রোণ ও ক্রপদের মধ্যে সখা হয়েছিল। দ্রোণ গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপ্ত করে কুপীকে বিবাহ করেন, তাদের একটি পুত্র হয়, নাম অশ্বখামা, তার কাম্মানাকি অশ্বের হ্রেষাধ্বনির মত ছিল। দ্রোণ প্রথমে উপযুক্ত ঋষিক বা আচার্যের কাজ না পেয়ে ক্রীপুত্র নিয়ে দারিদ্র্যভ্রংশ ভোগ করেন। রাজা পৃষতের মৃত্যুর পরে ক্রপদ পাঞ্চাল রাজ্যের রাজা হন। আশ্রমজীবনের সখার কাছে গেলে তার দানে তার দারিদ্র্যভ্রংশ দূর হবে, এই মনে করে দ্রোণ ক্রপদরাজার কাছে গিয়ে তাকে সখা বলে সম্বোধন করে সাহায্য প্রার্থনা করেন। ক্রপদ রাজসভায় দরিদ্র ব্রাহ্মণের সখা সম্বোধনে বিরক্ত হন, বলেন যে সখা হয় সমানে সমানে, এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একজন রাজপুত্র সহ গুরুর আশ্রমে বাসকালীন যে সখা, তা সমূহ রাজ্যন্যর সঙ্গেও থাকবে তা দাবী করতে পারেন না। দ্রোণ তা শুনে নিজেকে অপমানিত মনে করে ক্রপদ রাজসভা ত্যাগ করে নানা স্থানে ঘুরে অবশেষে হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয়ে কুপের শিষ্য পাণ্ডব ও স্বতরাষ্ট্রদের নিকট এসে দেখলেন যে তারা দণ্ড ও বীটা—একটি হাততুই লম্বা লাঠি বা বাঁশ ও একটি বিষতগ্রন্থ কাঠের বা বাঁশের কাঠি—দিয়ে খেলছে (ডাঙা-গুলি খেলা), বীটাটি একটি জলশূন্য কুপে পড়ে গেল, রাজপুত্রগণ অনেক চেষ্টা করে সেটিকে তুলতে পারল না। দেখে দ্রোণ বললেন, তোমাদের দেখি শিক্ষার অনেক বাকি আছে, এই বীটা তুলতে পারছ না? বলে তিনি কয়েকটি তীক্ষ্ণগ্রন্থ ঈষিকা বা শর তুলে নিয়ে একটি কায়দা করে ছুঁড়ে দিলেন, ঈষিকার তীক্ষ্ণ কাঁটার মত অগ্রভাগ বীটায় বিধে গেল, তারপরে কায়দা করে একটির পর একটি ঈষিকা ছুঁড়লেন, বাতে প্রত্যেকটি তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ আগেরটির কোমল শেষভাগের মধ্যে ঢুকে যায়। এমনি করে ঈষিকার সারি কুপের উপরের দিকে পর্যন্ত বিস্তৃত হ'ল,

তখন হাত দিযে সন্তর্পণে টেনে বীটাসহ সব ঈষিকা উপরে তুলে আনলেন। দেখে রাজপুত্রগণ মুগ্ধ হয়ে বলল, আপনার জ্ঞাত কি করতে পারি। দ্রোণ বললেন, আমার কথা ভীষ্মের কাছে গিয়ে বল। ভীষ্ম এসে দ্রোণের পরিচয় পেয়ে বললেন, আপনার মত আচার্য খুঁজছিলাম, আপনার বাসস্থানাদি ঠিক করে দেব, আপনি এই কুমারদের শিক্ষার ভার নিন। এইভাবে দ্রোণ রাজভবনে নিবাস পেলেন ও কুমারদের প্রধান আচার্য পদে বৃত্ত হলেন, তাঁর আর পরিবার ভরণ পোষণের দৃষ্টিস্তা রইল না। কুমারগণ নূতন আচার্যের পদবন্দনা করে তাকে ঘিরে বসল। দ্রোণ হাসিমুখে তাদের বললেন, তোমাদের আমি ভাল করে অস্ত্রশিক্ষা দেব। তোমাদের হৃদয়ক্ষিপণ হিসাবে আমার একটি কাজ করে দিতে হবে। অত্র কুমারগণ চুপ করে রইল, শুধু অর্জুন বলল, আপনি যা আদেশ করেন, তা করবার বধ্যসাধ্য চেষ্টা করব; দ্রোণ প্রীত হয়ে অর্জুনকে তুলে ধরে তাকে আলিঙ্গন ও তার মস্তক আশ্রয় করলেন।

তারপর দ্রোণ কুমারগণকে নানা প্রকার অস্ত্রশিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। অর্জুন গুরুর শিক্ষামত অতদ্রুতভাবে অস্ত্রচালনা অভ্যাস করতে লাগলো। একদিন সন্ধ্যার পরে ভোজনের সময় হঠাৎ দীপ নিবে গেলে অর্জুন দেখল যে অন্ধকারেও খাত্ত নিষে হাত ঠিক মুখে পৌঁছে দিচ্ছে। তার থেকে তার মনে হ'ল যে দিক নির্দিষ্ট করে অন্ধকারে বাণ ছুঁড়লেও লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারে। অর্জুন একটি লক্ষ্য স্থির করে তার দিক নির্ণয় করে বাণ নিক্ষেপ করলে, বাণ লক্ষ্যে বিদ্ধ হয়ে গেল। উৎসাহিত হয়ে অর্জুন অন্ধকারে লক্ষ্যে বাণ বিদ্ধ করা অভ্যাস আরম্ভ করলো। ধৃতকের টঙ্কার শুনে দ্রোণ এসে ব্যাপার দেখে অত্যন্ত খুসী হলেন, অর্জুনকে বললেন, তোমাকে আমি শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ করে দেব। তাকে দক্ষিণ হস্তে জ্যা আকর্ষণ করে বাম হস্তে তীর নিক্ষেপ করাও অভ্যাস করালেন, দুই হাতেই সমান পটুতার সঙ্গে বাণ লক্ষ্যে নিক্ষেপ সমর্থ হওয়ায় তাকে সব্যসাচী নাম দিলেন।

সকল কুমারকেই বথ চালনা, অসমান গতিতে বথ চলতে থাকলেও লক্ষ্য বিদ্ধ করা, বথারোহণে যুদ্ধ, অশ্বচালনা, অশ্বারোহণে যুদ্ধ, হস্তীপৃষ্ঠ হতে যুদ্ধ, গদাযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হ'ল; সব অস্ত্রেই অর্জুন পটুতা লাভ করে এবং শ্রেষ্ঠ বথী বথ। ভীম ও দুর্ধোধন গদাযুদ্ধে কুশল হ'ল, তার মধ্যে ভীম বলাধিক্য হেতু শ্রেষ্ঠ হ'ল। দ্রোণ পুত্র অশ্বখামাও কুমারদের সঙ্গে অস্ত্রশিক্ষা

লাভ করে। দ্রোণের অস্ত্রশিক্ষার খ্যাতি বিস্তৃত হওয়ায় অগ্ন্যস্ত্র স্থান হতেও শিক্ষার্থী হস্তিনাপুরে এসে দ্রোণের নিকট হতে শিক্ষালাভ করে। একদিন দ্রোণ শিল্পীকে দিয়ে কাষ্ঠ নিমিত্ত ভাস বা নীল পক্ষী প্রস্তুত করিয়ে সেটি একটি বৃক্ষের উঁচু শাখায় বেধে একে একে কুমারদের পরীক্ষা করতে লাগলেন, একটি স্থান নির্দেশ হবে বললেন, এইখানে একে একে দাঁড়িয়ে ভাসটির শিরের দিকে ধসকে বাণ যোজনা করে লক্ষ্য কর, আমি বলামাত্র বাণ ছাডবে। প্রথমে যুধিষ্ঠির কে লক্ষ্য করতে বলে প্রশ্ন করলেন, ভাসটিকে দেখতে পাচ্ছ? যুধিষ্ঠির বলল, পাচ্ছি। দ্রোণ প্রশ্ন কবলেন, তোমার দৃষ্টিপথে আর কি কি আছে? যুধিষ্ঠির বলল, বৃক্ষটিকে দেখতে পাচ্ছি, আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, কুমারদেব অনেককে দেখতে পাচ্ছি। দ্রোণ বললেন, তুমি সরে এস, তোমার লক্ষ্যে একাগ্রতা নাই। এইভাবে ক্রমে অগ্ন্যস্ত্র কুমারদের ভাসের শিরের দিকে লক্ষ্য করতে বললেন, প্রশ্ন করে বুঝলেন, সকলেই ভাসটিকে ছাড়া বৃক্ষটিতে ও তার চতুর্দিকস্থ অগ্ন্যস্ত্র সব কিছু দেখতে পাচ্ছে। শেষে অর্জুনকে লক্ষ্য করতে বললেন, অর্জুন বলল, ভাসটিকে দেখতে পাচ্ছি, আর কিছু আমার দৃষ্টিপথে পড়ছে না। দ্রোণ আবার প্রশ্ন করলেন, ভাসটিকে সমগ্র দেখতে পাচ্ছ? অর্জুনের উত্তর হ'ল, না, শুধু ভাসের শির দেখতে পাচ্ছি। দ্রোণ আদেশ দিলেন, বাণ মেয়ে ভাসের শির কেটে ফেল। অর্জুন বাণ ছুড়লেন, ভাসের শির কেটে ভাসের শির ও দেহ পড়ে গেল। দ্রোণ অর্জুনের একাগ্রতাকে প্রশংসা করে অগ্ন্যস্ত্র শিষ্যদের বললেন, এইরকম একাগ্রতা আয়ত্ত করতে না পারলে অস্ত্রচালনায় পংম শ্রেষ্ঠতা আয়ত্ত করা যায় না, প্রত্যেকের এইভাবে লক্ষ্যে একাগ্রতা লাভের চেষ্টা করতে হবে।

কিছুদিন পরে গঙ্গাস্নান কালে একটি হাঙ্গর এসে দ্রোণের হাঁটুর নীচে কামড়ে ধ'ল। দ্রোণ শিষ্যদের ডেকে বললেন, হাঙ্গরে আমার ডান পা কামড়ে ধরেছে, শীঘ্র আমাকে রক্ষা কর। অগ্ন্যস্ত্র শিষ্যরা কি ভাবে উদ্ধার করা যায় স্থির করতে না পেয়ে বলয় আনো, অসি আনো, ইত্যাদি চীৎকার করতে করতে অগ্ন্যস্ত্র সংগ্রহ করতে করতেই অর্জুন ধনুর্বাণ নিয়ে দ্রোণের দক্ষিণ পাখের নীচে জলের মধ্যে পাঁচটি তীক্ষ্ণ বাণ মেয়ে হাঙ্গরটিকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলল ও গুরুকে রক্ষা করল। দ্রোণ উঠে বললেন, তোমার তুল্য ধনুর্ধর আর দেখি না, তুমি আমার নিকট হতে ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র গ্রহণ কর। এই কথা বলে অর্জুনকে

নিরালায় নিয়ে ব্রহ্মশির অস্ত্রের প্রয়োগবিধি শিখিয়ে দিলেন, এবং সেই অস্ত্র, বিশেষরূপে নির্মিত অগ্নিবাণ—তাকে দিয়ে বললেন যে এই অস্ত্র প্রয়োগ করলে তীব্র অগ্নিনিখা জলে উঠবে, যদি অমানুষ শত্রু আক্রমণ কবে, বা বিশেষ বিপদ আসে, তবেই শুধু এই অস্ত্র প্রয়োগ করবে, সাধারণ যুদ্ধে প্রয়োগ করবে না।

তার পরে দ্রোণ ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে জানালেন যে কুমারগণের অস্ত্রশিক্ষা শেষ হয়েছে, তাঁরা ইচ্ছা করলে একদিন রঙ্গস্থল প্রস্তুত করিয়ে তাদের অস্ত্রপটুত্ব দেখতে পাবেন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে ডেকে বললেন, দ্রোণ যে ভাবে রঙ্গস্থল প্রস্তুত করতে বলেন, শিল্পী ডেকে সেই ভাবে রঙ্গস্থল প্রস্তুত কর। দ্রোণর লক্ষে পরামর্শ করে বিদুর একটি বিস্তীর্ণ রঙ্গভূমি ও তার চারদিকে ঘিরে বয়েক লারি মঞ্চ প্রস্তুত করিয়ে প্রেক্ষাগার তৈয়ার করলেন, মধ্যে রাজকুলের, প্রজাদের, রাজকুলের স্ত্রীদের বসবার স্থান পৃথক পৃথক আবে ফরা হ'ল। অস্ত্র শিক্ষা প্রদর্শনীর দিন স্থির করে সকলকে জানান হল, নির্দিষ্ট দিনে দ্রোণ শিষ্যদের নিয়ে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করলেন, শিষ্যগণ ভূমিতে দাঁড়িয়ে লক্ষ্যে তীর নিক্ষেপ, অশ্বপৃষ্ঠ থেকে লক্ষ্যে তীর নিক্ষেপ, হস্তোপৃষ্ঠে উঠে যুদ্ধের অভিনয়, রথ মণ্ডলাকারে চালিয়ে অস্ত্র রথীর অস্ত্র নিবারণ, অসি চর্ম হস্তে যুদ্ধের অভিনয়, ইত্যাদি দেখাগো। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সব বর্ণনা করে যেতে থাকলেন। ভীষ্ম ও দুর্্যোধন গদাযুদ্ধের অভিনয় দেখাতে গিয়ে প্রদর্শনীর কথা ভুলে পরস্পরকে ভূপাতিত করবার চেষ্টা আরম্ভ করল, তখন দ্রোণ অশ্বখামাকে পাঠিয়ে তাদের গদাযুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন। শেষে অর্জুনকে ডেকে দ্রোণ সব রকম অস্ত্রে পটুত্ব দেখাতে বললেন। অর্জুন নানা অস্ত্র চালনা দেখাল, আগ্নেয়াস্ত্রে অগ্নি সৃষ্টি করল, বরুণ্যাস্ত্রে জল বর্ষণ দেখাল, বায়বাস্ত্রে বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি করল, রথে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করতে করতে অকস্মাৎ যেন অস্ত্রহীন হ'ল, ঘূর্ণ্যমান কৃত্রিম বরাহের মুখ একসঙ্গে পাঁচটি বাণ বিদ্ধ করল, রশিবদ্ধ ঘূর্ণ্যমান বুধভৃঙ্গ একুশটি বাণ বিধে দিল। তার অস্ত্র কোণল দেখে সকলে জয়ধ্বনি করল।

এমন সময় রঙ্গস্থলের দ্বারদেশ হতে বজ্রকণ্ঠে একজন বলে উঠল, অর্জুন, তুমি যত অস্ত্র খেলা দেখালে, তা সবই আমি দেখাতে পারি; সেই আগন্তুক কর্ণ, সে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে বিশেষ শ্রদ্ধা না দেখিয়ে দ্রোণ ও কৃপকে প্রণাম জানাল, দ্রোণের অহুমতি নিয়ে অর্জুনের মতই পটু ভাবে নানা অস্ত্রের প্রয়োগ দেখাল। আগন্তুক কে, তা জানতে সকলে উৎসুক হ'ল। দুর্্যোধনের মনে হল, অর্জুনের

যোগ্য প্রতিদ্বন্দী পেয়েছি, একে আমার পক্ষে নিতে হবে। আগন্তুক অর্জুনের সঙ্গে অস্ত্রযুদ্ধ দেখাবার অহুমতি চাইল। তখন কৃপ এসে বললেন, অর্জুন পাণ্ডুরাজ ও কুন্তীর তৃতীয় পুত্র, তুমি তোমার নাম ও কুলপরিচয় দাও, রাজপুত্রগণ প্রতিদ্বন্দীর পরিচয় না পেয়ে তার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেন না। তা শুনে আগন্তুকের মুখে লজ্জা ও ক্ষোভ দেখা দিল। দুর্ধোধন বলে উঠল, আচার্য কৃপ, অর্জুন যদি রাজা বা রাজপুত্র সহ ছাড়া দ্বন্দ্বযুদ্ধ না করতে চায়, তাহলে আমি এই আগন্তুককে অঙ্গরাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করে দিচ্ছি, বলে তখনই পুরোহিত ডেকে সে গার চৌকিতে বসিয়ে মঙ্গলঘট থেকে শিরে জল ঢেলে কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের সামন্ত রাজপদে অভিষিক্ত করল। কর্ণ দুর্ধোধনকে বলল, হে নরশ্রেষ্ঠ, তোমাকে আমি এই অভিষেকের কি প্রতিদান দিতে পারি? দুর্ধোধন বলল, তোমার আজীবন সখ্যাই শুধু আমি কামনা করি। কর্ণ দুর্ধোধনকে আলিঙ্গন করে আজীবন সখ্যের প্রতিজ্ঞা করল।

এমন সময় লাঠিতে ভর কবে স্রুত অধিরথ বঙ্গস্থলে এলো, তাকে দেখে কর্ণ অভিষেকসিক্ত শির নত করে তার চরণ বন্দনা করল, অধিরথ তাকে পুত্র বলে ডেকে 'তুমি ধনু' বলে তাকে আলিঙ্গন করল। তা দেখে ভীষ্ম পরিহাস করে বলে উঠল, স্রুতপুত্র, তুমি প্রতোদ হাতে নিয়ে বধ চালাও, অঙ্গরাজ্য পাবার যোগ্যতা তোমার নাই। দুর্ধোধন লাফিয়ে সেখানে এসে বলল, ভীষ্ম তুমি কেন এমন কথা বল? বীরত্ব বার আছে, সেই রাজপদের যোগ্য। কুলের গৌরব অবাস্তব। এই বীর যে বীর্য ও অস্ত্র চাতুর্য দেখিয়েছে, তাতে শুধু অঙ্গরাজ্যের কেন, আরো বড় রাজ্যের এমন কি সমস্ত পৃথিবীর রাজা হবার সে উপযুক্ত। ইতিমধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল, দুর্ধোধন একটি মশাল এক হাতে নিয়ে অগ্র হাতে কর্ণকে ধর্ম বঙ্গস্থলের বাইরে চলে গেল। তখন ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিও বঙ্গস্থল থেকে চলে গেলেন, জোণও শিষ্যদের নিয়ে স্বভবনে প্রস্থান করলেন। কর্ণকে পেয়ে দুর্ধোধনের মনে অর্জুন হতে ভয় দ্রুত হল, আর যুধিষ্ঠিরের মনে কর্ণ সম্বন্ধে ভয় অম্মাল।

বঙ্গস্থলে অস্ত্রের খেলা দেখিয়ে অস্ত্রশিক্ষাদান সম্পূর্ণ হয়েছে বলে দ্রোণ এবার গুরুদক্ষিণার কথা উঠালেন। বললেন, তোমাদের বণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে পাঞ্চাল-রাজ্য অক্রমণ করে ক্রপদ রাজকে বন্দী করে আমার কাছে এনে দিতে হবে, ক্রপদরাজকে বা তার পুত্রদের বধ করবে না, অথবা মৈত্রক্ষয় ও করবে না, তোমাদের

উদ্দেশ্য হবে শুধু প্রতিরোধ চূর্ণ করে ঋণদরাজকে জীবিত ধরে আমার কাছে নিয়ে আসা, আমি পাঞ্চাল রাজধানীর বাইরে থাকব, তোমরা ভিতরে অভিযান করে যাবে। কুমারগণ রণসজ্জা করে রথে রথে দ্রোণসহ অগ্রসর হয়ে গেলেন, দ্রোণ রাজধানীর বাইরে একটি স্থান বেছে নিয়ে সেখানে স্থিতি করে কুমারদের এগিয়ে যেতে বললেন। কৃপাণ্ডবদেব অঙ্গসজ্জিত হয়ে এসে আক্রমণ করতে দেখে ঋণদরাজ তাঁর সৈন্য সজ্জিত করে বাধা দিতে এলেন, কিন্তু কুমারদের, বিশেষতঃ ভীম ও অর্জুনের সম্মুখে পাঞ্চালবীরগণ দাঁড়াতে পারলেন না, ভীম ঐচ্ছিকনা হেতু বিপক্ষের রথী ও সৈন্য বধ করেছেন দেখে অর্জুন তাকে শরণ করিয়ে দিলেন যে রথী বা সৈন্য বধ তাঁদের উদ্দেশ্য নয়, ঋণদরাজকে ঘিরে নিয়ে বন্দী করতে হবে। তাই করা হ'ল, এই একটি মাত্র অভিযান যাতে পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রগণ একসঙ্গে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করেছেন। দ্রোণেব কাছে কুমারগণ ঋণদরাজকে নিয়ে গেলেন। দ্রোণ বললেন, রাজা, তুমি প্রাণের উন্ন কোর না ; তুমি আর আমি গুরুগৃহে সতীর্থকপে অন্তরঙ্গ সখা ছিলাম, তারপব তুমি বলেছিলে যে রাজা ও অরাজা দক্ষিণ ভ্রাক্ষণের সখা থাকতে পারে না , তাই আমি তোমার রাজ্যের অর্দ্ধেক ভাগ নিয়ে সেখানে রাজা হব, বাকী অর্দ্ধেক তোমার রাজত্ব থাকবে। গঙ্গানদী তোমার রাজ্যের সীমা দিয়ে গিয়েছে, এই নদীর উত্তরস্থিত পাঞ্চাল রাজ্য, অর্ধেক জনপদ নিয়ে, আমি নিয়ে নিলাম ; দক্ষিণ ধারে স্থিত অংশ, কাম্পিল্য-পুর ও চর্ময়তী পর্যন্ত বিস্তৃত মাকন্দী জনপদ তোমার ভাগে রইল। এখন আমাদের আবাব সখা হতে কোন বাধা নাই। ঋণদরাজ সেই ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হলেন। তাঁর রাজ্যের উত্তরাংশ দ্রোণেব হাতে ছেড়ে দিতে হল। কিন্তু তাতে দ্রোণ ও ঋণদের সখা জার ফিরে এল বা ভা বলাই বাহুল্য। পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্র কুমারগণ এইভাবে গুরুদক্ষিণা দিয়ে স্বভবনে ফিরলেন।

৬. আদি পর্ব—জতুগৃহদাহ ও পাণ্ডবগণের গুপ্ত বাস ; হিড়িম্ব ও বক বধ

কুমারগণের শিকাসমাপ্তি ও গুরুদক্ষিণা দানের পরে দুই বৎসব কাল পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরেই ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের নান্য শাস্ত্রে ও ভাষায় অধিকার এবং সকলের সঙ্গে অসাময়িক ব্যবহারে এবং ভীম-অর্জুনের অদ্ভুত বীরত্ব দেখে প্রজাগণ তাদের

প্রতি আকৃষ্ট হ'ল। সমিতিতে ও রাজপথে তারা প্রকাশ্যভাবেই বল ত আরম্ভ করল যে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধত্ব হেতু প্রথমে রাজা হতে পারেন নাই, তিনি পাণ্ডুর বনগমনের পরে রাজ্যভার নিয়ে ভীষ্মের সাহায্যে শাসনকর্ম চালাচ্ছিলেন, এখন জ্যেষ্ঠ পাণ্ডু-পুত্র যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যভার দিয়ে দিন, যুধিষ্ঠির রাজ্যভার গ্রহণের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়েছে। দুর্ধোধন প্রজাদের কথাবার্তা শুনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন, এক সময় ধৃতরাষ্ট্রকে একলা শেষে বললেন যে প্রজাগণ তাঁকে ও ভীষ্মকে উপেক্ষা করে যুধিষ্ঠিরকে রাজা করে দেওয়া কামনা করছে, সময়মত তার ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে বললেন, পাণ্ডু কখনও আমার অসম্মান করে নাই; তার পুত্র যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ ও সকলের প্রিয়, তাকে রাজধানী থেকে সরিয়ে দিলে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ ঘূষাষিত হয়ে বিদ্রোহ ঘটতে পারে। দুর্ধোধন উত্তর দিলেন, এখন রাজকোষ ও সৈন্যবল আমাদের আয়ত্তে আছে, আপনি যদি নির্বাসনেও উদ্দেশ্য বুঝতে না দিয়ে পাণ্ডবগণকে বারণাবতে পাঠিয়ে দেন, তাহলে অর্থ ও মান দিয়ে আমরা প্রজাপ্রধানদের বশ করে নিতে পারি। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, সে কথা আমিও ভেবেছি, কিন্তু প্রকাশ করি নাই, কারণ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিহুর এরা পাণ্ডবগণকে নির্বাসন দেওয়া সমর্থন করবেন না। তাদের মতে আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডুর পুত্রগণ সমান অধিকারী। দুর্ধোধন বললেন, দ্রোণপুত্র আমার পক্ষে আছেন, দ্রোণ তার প্রিয় পুত্রের বিরুদ্ধে যাবেন না, কৃপ ও তার ভাগিনেয় ও ভগিনীপতির বিরুদ্ধতা করবেন না। ভীষ্মও নির্লিপ্ত, আমাদের ও পাণ্ডুপুত্রদের মধ্যে ইতরবিশেষ করেন না। এক বিহুর পাণ্ডবদের পক্ষপাতী, কিন্তু একা তিনি কি করবেন?

ধৃতরাষ্ট্র তখন দুর্ধোধনের প্রস্তাবে সম্মত হ'লেন। প্রথমে মন্ত্রীদের অর্থ ও মান দিয়ে বশ করা হ'ল, তারা ধৃতরাষ্ট্রের ইঙ্গিতে বারণাবতের শোভা খুব বাড়িয়ে বর্ণনা করতে লাগল। ধৃতরাষ্ট্র একদিন পাণ্ডবদের ডেকে বললেন, মন্ত্রীরা বলছে বারণাবত একটি গঙ্গার কূলে অবস্থিত সুন্দর স্থান, সেখানে গিয়ে তোমরা কিছুদিন থেকে আসতে পার। যুধিষ্ঠির তাতে সম্মতি দিলেন, তিনি ভীষ্ম, বাহ্লক, দ্রোণ কৃপ, বিহুর প্রভৃতির নিকট গিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে মাকে ও ভাইদের নিয়ে বারণাবত যাত্রা করলেন। ইতিমধ্যে দুর্ধোধন পুৰোচন নামক এক মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, তুমি শীঘ্র বারণাবতে গিয়ে একটি সুন্দর কিন্তু সহজে দাহ্য গৃহ প্রস্তুত কর, তুমি পাণ্ডবগণের নিবটে কোথাও তোমার নিজের বাসস্থান ঠিক-

করে নিয়ে তাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখবে, তাদের প্রয়োজন মত ভোজ্য, শকট, বথ ইত্যাদি সংগ্রহ করে দিয়ে তাদের বিশ্বাসভাজন হবে, তারপরে একদিন অকস্মাৎ তাদের গৃহে অগ্নি সংযোগ হবে তাদের পুড়িয়ে মারবে। বিদুর দুর্যোধনের অভিপ্রায় বুঝে পাণ্ডবদের যাত্রাকালে সাবধান করে দিলেন, যুধিষ্ঠিরের জানা স্নেহভাবায় বললেন, তোমরা পুরোচন ও অগ্নি সঙ্ঘে সাবধান থাকবে, গৃহভিত্তির নীচে গভীর সুরঙ্গ করে সেখানে আশ্রয় নিলে গৃহে অগ্নি লাগলেও তোমরা দক্ষ হবে না, আগে থেকে চারদিক ঘুরে পথঘাট চিনে রাখলে ও যাত্রিতে নক্ষত্র দেখে দিকনির্ণয় করা অভ্যাগ করলে কোন বিপদ আসলে দিনে বা রাত্রিতে তোমরা নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যেতে পারবে। যুধিষ্ঠির বললেন, বুঝেছি। বারণাবতে পৌঁছে প্রথম দশদিন ব্রাহ্মণদের ও গ্রামিনীদের আতিথ্য লাভ করলেন, তারপরে পুরোচন জানাল, আপনাদের জন্ম গৃহ নির্মিত হয়ে গেছে, এখন সেখানে যেতে পারেন। পাণ্ডবগণ সেই নবনির্মিত গৃহে বাসের জন্ম গেলেন, পুরোচন এসে গৃহের ব্যবস্থা সব দেখিয়ে দিল। পুরোচন চলে গেলে যুধিষ্ঠির বললেন, ভীম, দেখ, কেমন বসা বা চর্বি, ধূপ ইত্যাদির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, এই গৃহের সব বেডায় প্রচুর পরিমাণে বসা, লাক্ষা, ধূপ ইত্যাদি লাগান হয়েছে, যাতে আগুন লাগলে মুহূর্তে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, জড় বা লাক্ষার গন্ধ নাই, তবে বেড়া পর্যবেক্ষণ করলেই বুঝবে যে প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা দিয়ে বেড়ায় শরের ও বাঁশের ফাঁক পূর্ণ করা হয়েছে; আমাদের পুড়িয়ে মারতে এই জড়গৃহ প্রস্তুত হয়েছে। ভীম বললেন, তাহলে আমরা এখানে থাকি কেন, চলুন অস্ত্র যাই। যুধিষ্ঠির বললেন, আমাদের পুড়িয়ে মারবার পরিকল্পনা করেছে, আমাদের সাবধানে চলতে হবে, এখনই অস্ত্র গলে পুরোচন বুঝবে যে আমরা তার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছি, তাহলে সে কোন উপায়ে আমাদের শীঘ্র বধ করতে চেষ্টা করবে। তাই এখন আমাদের কর্তব্য, এখানেই থেকে রক্ষার উপায় করি; ভিত্তির নীচে গভীর সুরঙ্গ কেটে পাটাতন ও মাটি দিয়ে ঢেকে রাখি, যাতে সহসা সুরঙ্গের অস্তিত্ব বোঝা না যায়, আর যুগ্মার নাম হবে বাইরে গিয়ে চারদিকের পথ ঘাট চিনে রাখি, যাত্রিতেও যাতে দিকভ্রম না হয়, তাই নক্ষত্র চিনে রাখি। পাণ্ডবগণ সেই পরিকল্পনা মতে চলতে লাগলেন, শীঘ্রই বিদুর একজন অভিজ্ঞ খনক পাঠিয়ে দিলেন, যে অভিজ্ঞান দেখিয়ে বিদুর প্রেরিত প্রমাণ করে যাত্রিতে সুরঙ্গ কাটতে থাকল, দিনে মাটির প্রলেপ দেওয়া পাটাতন পেতে ভিত্তির সঙ্গে মিলিয়ে রাখত।

এইভাবে গভীর সুরঙ্গ ও গৃহের প্রবেশ দ্বারের পশ্চাদ্ভাগ দিঘে সুরঙ্গ হতে নির্গমন পথ কবে নির্গমন দ্বারও লতাগুলে প্রচ্ছন্ন করে রাখল।

এইভাবে পাণ্ডবগণের বারণাবতে এক বৎসর কেটে গেল; পুরোচন-মনে কবল যে পাণ্ডবগণ নিশ্চিন্ত হয়ে আছে, এইবার তাদের আগুনে পুড়িয়ে ফেলা যাক। তার মুখের ভাব দেখে যুধিষ্ঠির বুঝলেন যে আগামী কৃষ্ণ চতুর্দশী বা অমাবস্যাতে গৃহে আগুণ লাগবে। তাঁর পরামর্শে কৃষ্ণ চতুর্দশীর আগের দিন কুন্তী ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করলেন, ব্রাহ্মণ পুরুষ স্ত্রীর সঙ্গে ববাহত অন্ন লোকও এসে পান ভোজন করল, তাদের মধ্যে এক নিষাদস্রীও তার পঞ্চপুত্র ছিল। পান ভোজন করে ব্রাহ্মণ ও অন্ন লোকেরা চলে গেল, নিষাদী ও তার পুত্রগণ মাত্রাধিক পান ভোজনের ফলে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। নিমজ্জিভেরা চলে গেলে ভীম প্রথমে পুরোচনের গৃহে, পরে জতুগৃহে আগুণ লাগিয়ে দিলেন, পুরোচনের গৃহও জতুগৃহের খুব নিকটে প্রস্তুত হয়েছিল। নিষাদী ও তার পুত্রগণকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন না, খেতকায় আর্ঘ্যগণ কৃষ্ণবর্ণ আদিবাসীদের প্রাণের বিশেষ মূল্য দিতেন না। গৃহে আগুন লাগিয়ে সুরঙ্গপথে পাণ্ডবগণ নির্গত হবে গঙ্গা নদীর খেয়ানোকায় গঙ্গা পার হয়ে গভীর বনের মধ্যে চলে গেলেন, কুন্তী চলতে না পারায় ভীম তাঁকে বহন করে নিয়ে চললেন। অনেকদূর গিয়ে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ তলে তাঁরা আশ্রয় নিলেন। ভীম পিপাসার্ত হয়েছিলেন, সারস ও জলচর পক্ষী বকলরব শুনে বুঝলেন যে নিকটেই জলাশয় আছে। যুধিষ্ঠিরকে বলে ভীম সেদিকে গিয়ে জলপান ও স্নান করলেন, তারপর উত্তরীর ভিজিয়ে জল নিয়ে বটবৃক্ষ তলে এসে দেখেন যে মাতা ও ভ্রাতৃগণ সকলেই সুস্থ, একজনের পাহারা দেওয়া উচিত মনে করে ভীম জেগে বসে রইলেন।

সেই বনে হিড়িম্ব নামক রাক্ষস ও তার বোন হিড়িম্বার বাস ছিল। কয়েকজন মানুষ কাঁছাকাছি কোথায়ও এসে আশ্রয় নিয়েছে, তা শব্দে ও গন্ধে বুঝে হিড়িম্ব তার বোনকে বলল, দেখ কাছে কোথায় মানুষ এসে বিশ্রাম নিচ্ছে; তুমি গিয়ে তাদের মেয়ে নিয়ে এস, ২৪দিন পরে আমরা মাংসের মাংস খেয়ে তৃপ্তিলাভ করব। হিড়িম্বা গিয়ে দেখল যে কয়েকজন বট বৃক্ষতলে সুখে নিদ্রা যাচ্ছে, 'আর একজন দীর্ঘকায় সূদর্শন পুরুষ জেগে বসে পাহারা দিচ্ছে, পুরুষটিকে দেখে হিড়িম্বা মুগ্ধ হয়ে গেল, তার মনে হল, এই আমার উপযুক্ত স্বর্গ, একে মেয়ে মাংস না খেয়ে একে পতিত্রে বরণ করলে আমি বহুশাল সুখ পাব। এই মনে করে হিড়িম্বা নিজের

কেশ বাস সম্বৃত করে গুছিয়ে নিল, তারপর ভীমের কাছে গিয়ে বলল, এই বনে রাক্ষস আছে, আমার ভাই হিড়িম্ব আমাকে পাঠিয়েছে তোমাদের মাংস খাবার জন্য তে মাদের মেয়ে নিয়ে যেতে ; কিন্তু আমি তোমাকে দেখে মুগ্ধ কামাহত হয়েছি, তোমাকে আমি পতিক্রমে কামনা করি, তাই জেনে তুমি আমার সঙ্গে উচ্চিৎ ব্যবহার কর, আমি তোমাকে দুর্গম গিরিগুহার নিয়ে নরমাংস লোভী রাক্ষসদের হাত হতে রক্ষা করব। ভীম বললেন, এই যে এরা ঘুরিয়ে আছে, এরা আমার মা ও ভাই, এদের রাক্ষসের হাতে ফেলে কি আমি একা পাব ? হিড়িম্বা বলল, এদের জাগিয়ে দাও, আমি সবাইকেই নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাব। ভীম বললেন, আমি যক্ষ রাক্ষস কাউকেই ভয় করি না, তুমি যা খুসী করতে পার ; ইচ্ছা হলে তোমার ভাইকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। ইতিমধ্যে হিড়িম্বার বিলম্ব দেখে হিড়িম্ব সেখানে উপস্থিত হল, হিড়িম্বার সংস্রব কেশবাস দেখে ও তাকে ভীমের সঙ্গে আলাপ করতে দেখে তাকে প্রথমে ধমকাল, বলল আজ তুই যাদের আশ্রয় করেছিস, তাদের সঙ্গে তোকেও মেয়ে শেষ করব, তুই রাক্ষসকুলে কলঙ্ক দিলি। এই বলে হিড়িম্ব প্রথমে হিড়িম্বাকে লক্ষ্য করে ছুটে এল। এর মধ্যে ভীম বলে উঠলেন, তোর বোন আমাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে প্রেম নিবেদন করেছে, ওর কি দোষ, তুই ওর দিকে বা ঘুমন্ত মাহুসদের দিকে না গিয়ে আমার দিকে আয় দেখি, তোর মাহুসের মাংস খাবার লোভ জন্মের মত শেষ করে দিই।

তারপর ভীম ও হিড়িম্বের মধ্যে ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল, এগুনো পিছানোর শক্তায় অনেক বৃক্ষশাখা ভেঙ্গে পড়ল। শব্দ শুনে কুন্তী ও পাণ্ডবভ্রাতাগণ জেগে উঠলেন, ভীমকে রাক্ষসের হাতে নিপীড়িত মনে করে অজুর্ন বললেন, তোমার ভয় নাই, আমি তোমার সাহায্যে আসছি। ভীম বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে দেখ, আমি একাই এই রাক্ষসকে শেষ করে দিচ্ছি। এই বলে যেন নৃতন বল পেয়ে হিড়িম্বকে ভুলে ধরে ঘুরিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, এবং আবার পতিত অবস্থাতেই তাকে মুষ্টি, জজ্ঞা ইত্যাদি দিয়ে দারুণ প্রহার দিলেন। হিড়িম্ব আর্তনাদ করে মাঝা গেল। পাণ্ডবগণ ভীমের বলের প্রশংসা করলেন ; অজুর্ন বললেন, অদূরেই একটি নগর আছে মনে হয়, চলুন আমরা সেই দিকে গিয়ে নগরে আশ্রয় নিই। পাণ্ডবগণ কুন্তীসহ নগর অভিযুখে বললেন, হিড়িম্বাও সঙ্গে চলল। ভীম বললেন, তুই কেন আসছিস, লাত বধ স্বরণ করে আমাদের কখন কি কতি করবি, আয় তোকেও শেষ করে দিই। বৃধিষ্ঠির বললেন, এই রাক্ষসী আর আমাদের কি করতে পারবে,

মিছামিছি জীহতা কোর না। হিড়িম্বা যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে কুন্তীকে বলল। আমি আপনার এই পুত্র ভীমকে দেখে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে স্বাক্ষসধর্ম ত্যাগ করে তাকে পতিত্বে বরণ করেছি, এখন তিনি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে আমি কি করে বাঁচবো? আপনি দয়া করে ওর সঙ্গে আমার মিলন ঘটিয়ে দিন, দুঃখ হতে জ্ঞান করা ধর্ম, প্রতিদানে আমিও আপনাদের বিপদকালে রক্ষা করব। যুধিষ্ঠির বললেন, তোমাকে আমরা বিশ্বাস কবছি, কিন্তু আমি যা বলি তাই পালন করতে হবে; তুমি অনাফিক সেরে বিবাহের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে ভীমসেনের সঙ্গে দিনের বেলায় যথেষ্ট বিহার করতে পারো, কিন্তু সন্ধ্যা হলেই ভীমসেনকে আমাদের কাছে নিয়ে আসতে হবে, রাত্রে সে আমাদের সঙ্গে থাকবে। হিড়িম্বা সেই মর্ত মেনে নিল; ভীম বললেন, তোমার যে পর্বস্ত সন্তান জন্ম না হয়, সেই পর্বস্ত আমি তোমার সঙ্গে বিহার করব, সে কথাতোও হিড়িম্বা রাজি হল। তারপর বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ করে হিড়িম্বা ভীমসেনকে নিয়ে চলে গেল, তার সঙ্গে কখনও রমণীয় পুষ্পবনে, কোনদিন সুন্দর পদ্মসরোবরকূলে, কোনদিন গিরিশৃঙ্গে উঠে বিহার করতে লাগল। রাজি হলেই ভীম ভাইদের কাছে চলে আসতেন, কখনও হিড়িম্বার সঙ্গে, কখনও একা। এইভাবে দুইবৎসর কাটলে হিড়িম্বার একটি পুত্রসন্তান হ'ল, জন্মের সময় তার মস্তক কেশহীন ও ঘট সদৃশ হওয়ায় তার নাম দেওয়া হ'ল ঘটোৎকচ, অর্থাৎ যার ঘট বা শির উৎকচ বা কেশহীন। হিড়িম্বা তার পুত্রকে নিয়ে কুন্তীর কাছে দেখাতে আনলে কুন্তী তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, তুমি পাণ্ডবদের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুমি কুরুকুল জাত, তাই মনে রেখে প্রয়োজন মত পিতা-পিতৃব্যকে সাহায্য করতে এসো। পাণ্ডবগণ স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলে এই শিশুকে নিয়ে ভীম শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন অনুমান করা যায়, না হ'ল যে আর্থ যুদ্ধ বিজায পারদর্শী হয়ে কর্ণের মত অতিরথ হতে পারতো না।

এদিকে বাদগাবতে জতুগৃহ যেদিন পুড়ে গেল, নগরবাসীগণ এসে পোড়া ঘরের মধ্যে একটি জীব ও পাঁচটি পুরুষের দেহ দেখে মনে কবল যে পাণ্ডবগণ কুন্তীসহ পুড়ে মরেছেন, পুরোচনের গৃহও দহ্ন এবং পুরোচনকে মৃত দেখে তারা খুসী হ'ল, বলল যে দুর্ধোধনের এই ছষ্ট অমাত্য পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারতে গিয়ে নিজেও পুড়ে মরেছে। তারা হস্তিনাপুরে সংবাদ পাঠিয়ে দিল। সংবাদ শুনে ধৃতরাষ্ট্র আদেশ দিলেন, কুন্তীর ও তার পুত্রগণের দেহ সংস্কার করতে এখনই বারগাবতে লোক পাঠিয়ে দাও। তাই দেওয়া হ'ল; উহক ক্রিয়া হস্তিনাপুরে

করা হ'ল, ধৃতরাষ্ট্র সবার সম্মুখে কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদির নাম করে শোক প্রকাশ করলেন। ভীষ্ম জ্যোৎস্নাও শোক প্রকাশ করলেন। বিদুরকে ততটা শোকাভিভূত দেখা গেল না, বিদুরের বিশ্বাস ছিল যে পাণ্ডবগণ পলায়ন করতে পেরেছে, তবে সে কথা তিনি কাউকে বলেন নাই।

২৮ন থেকে বনান্তরে গিয়ে কয়েক বৎসর কাটিয়ে পাণ্ডবগণ একচ্ক্রান নগরে গেলেন, সেখানে ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়ে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় নিলেন। সেখানে পাণ্ডবগণ বেদ, বেদাঙ্গ ও অন্ত্য শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে এবং পর্যায়ক্রমে নগরে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তারা তাদের দেহ সৌষ্ঠবে ও ভদ্র আচরণে পুরবাসীদের প্রীতি অর্জন করলেন। একদিন সেই ব্রাহ্মণ গৃহস্থের বাড়ীতে জন্মনের রোল উঠল। তখন কুন্তী ও ভীষ্ম গৃহে ছিলেন; অন্ত্য পাণ্ডবগণ ভিক্ষার্থ বহির্গত হয়েছেন। ভীষ্ম কুন্তীকে বললেন, জন্মন এরা কেন করে জেনে এসো। কুন্তী ভিতরে গিয়ে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলে ব্রাহ্মণ বলল যে এই নগরও নিকটস্থ জনপদ একজন রাক্ষসবাজার অধীন, তার নাম বক, সে তার রাক্ষস সৈন্য নিয়ে নগর ও জনপদ অন্ত্য শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা করে, কিন্তু তাকে প্রতিদিন ভক্ষণের জন্য একটি মাহুঘ, দুইটি মহিষ, ও কুড়ি ভার শালি তুলুলের পক্ষ অন্ন দিতে হয়, নগর ও জনপদের গৃহস্থদের পালা করে এতদিন তা দিতে হয়, কয়েক বৎসর পরে এখন আমার পালা এসেছে, আমি, আমার স্ত্রী, আমার কন্যা ও শিশুপুত্র আছে, কে রাক্ষসের ভক্ষ্য হতে যাবে তাই নিয়ে জন্মন উঠেছে। কুন্তী বললেন, আমার পঞ্চপুত্র আছে, তারমধ্যে একজন রাক্ষস বধও করেছে, সেই রাক্ষসের কাছে মহিষদ্বয়ও অন্ন নিষে যাবে। ব্রাহ্মণ মুখে আপত্তি করলেও শেষে খুসী হয়ে সন্মত হল এবং মহিষ ও পক্ষ অন্ন সংগ্রহ করে দিল, পরদিন তাই নিয়ে বকের বাসস্থানের কাছে গিয়ে ভীষ্ম বককে নাম ধরে কয়েকবার ডেকে পক্ষ অন্ন ভক্ষণ করতে আরম্ভ করলেন। বক এসে একজন মাহুঘ তার অন্ত্য প্রেরিত অন্ন ভক্ষণ করছে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্মকে পিঠের উপর প্রহার করতে আরম্ভ করল। ভীষ্ম আক্ষেপ না করে অন্ন ভক্ষণ শেষ করলেন, তারপরে বকরাক্ষসের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধে তাকে নিস্তেজ করে তাকে মাটিতে ফেলে দিলেন, তারপরে পিঠে জাহ্নু দিয়ে চেপে ধরে একহাতে তার চুল ধরে, আর এক হাতে তাব কটিবস্ত্র ধরে এমন উপর দিকে টান দিলেন যে রাক্ষসের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে গেলে, সে রক্তবমন করে মারা গেল; বকের চীৎকার শুনে

তার পরিবারস্থ রাক্ষস রাক্ষসী সেখানে এলো, ভীম তাদের বললেন, তোমরা এখানে থাকতে পার, তবে মাংসের মাংস খাওয়া ছেড়ে দিতে হবে, তোমাদের কেউ যদি মাংসের লোভে মাংস মারে, তাহলে তারও এই দশা হবে। তারা বলল যে এখন থেকে তারা আর মাংসের লোভে মাংস মারবে না। ভীমের বিক্রমে একচক্রা নগরবাসী ও সন্নিহিত জনপদবাসী প্রতিদিন একটি করে মাংসকে রাক্ষসের ভক্ষণার্থ পাঠাবার দায় থেকে মুক্ত হ'ল; কিন্তু ভীম নগরবাসী ও জনপদবাসীদের নিকট আত্মপ্রকাশ না করে, রাক্ষসরাজ পরিবারকে শাসনবাক্য ব'লে, অলক্ষিতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

৭. আদিপর্ব—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ও পাণ্ডবগণের অর্ধরাজ্য প্রাপ্তি

ঋষদ রাজ দ্রোণ-শিষ্যদের হস্তে পরাভূত হয়ে দ্রোণকে রাজ্যের অর্ধভাগ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন; দ্রোণ আগেকার সখ্য ফিরে আসবার কথা বলেছিলেন, কিন্তু দ্রোণও নিশ্চয়ই জানতেন যে এরূপ ভাবে হতমাম থাকে করা হল, তার মনে বন্ধুপ্রীতি আসবে না। ঋষদ রাজের মনে প্রতিহিংসা স্পৃহা প্রবল হয়ে উঠলো, নিজ পুত্র শিখণ্ডী বীর ছিল বটে, কিন্তু অতিরিক্ত পরায়ে নয়, তাই তিনি চিন্তা করে স্থির করলেন সে দ্রোণবধের সামর্থ্য যার হবে আশা করা যায় এমন একজন তরুণকে দত্তক পুত্র নেবেন। পাঞ্চাল কুলে ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে একটি ১৫।১৬ বয়স্ক তরুণ অজ্ঞানিশায় পটুত্বের পরিচয় দিয়েছে, তাকেই ঋষদরাজ দত্তক পুত্র নেওয়া স্থির করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের কনিষ্ঠা সহোদরা কৃষ্ণা তখন ১২।১৩ বৎসরের তরুণী, নর্তিক আর্ষগণের মত তার গৌরবর্ণ দেহ নয় বটে, তবে কৃষ্ণাভ শ্বেত আর্ষদের মত তার দেহের ঔজ্জ্বল্য, মুখমণ্ডল অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন, সমস্ত অঙ্গই স্বঠাম ও লাবণ্যময়, এক কথায় সে অপূর্ব সুন্দরী, যেমন সুন্দরী কুলে হয়তো শতবার্ষিক জন্ম নেয়। এই কথাটিকেও ঋষদরাজ দত্তক রূপে গ্রহণ করা স্থির করলেন, ভাতা-ভগ্নী যাতে পূর্বের মত এক সঙ্গেই বড় হয়ে উঠে। তিনি তাদের দত্তক নেবার জন্য একটি যজ্ঞের অহুষ্ঠান করলেন, ঋষিকদের বলে দিলেন যে প্রচার করতে হবে পুত্রটি যজ্ঞাগ্নি হতে জাত ও দ্রোণ বধের জন্য দীক্ষিত ও কন্যাটি যজ্ঞবেদী হতে জাত ও কুরুকুলের ক্ষয়ের জন্য উদ্ধৃত। কহিকগণ যজ্ঞ অহুষ্ঠান শেষ করে এসে যজ্ঞাগ্নিতে

সুদৃশ অশ্ব-শক নিক্ষেপ করে ঘন ধূমের সৃষ্টি করল, সেই ধূমের মধ্যে যজ্ঞাগ্নির উপর দিয়ে তরুণটিকে নিয়ে দেখিয়ে বলল যে কুমার যজ্ঞাগ্নি থেকে আবির্ভূত, এবং কন্যাটিকে যজ্ঞবেদীর উপর দিয়ে তুলে ধরে বলল যে কন্যাটি যজ্ঞবেদী হ'তে আবির্ভূত হয়েছে। লোকসাধারণের মধ্যে সেই কথাই প্রচার হল। ঋপদরাজ তাদের নিজ সম্ভানের মত পালন করতে ও শিক্ষা দিতে লাগলেন। তরুণটিকে অঙ্গশিক্ষার উৎকর্ষের জন্য দ্রোণের শিষ্ঠ করা হয়েছিল এই কথা মহাভারতে আছে বটে, কিন্তু তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না, দ্রোণের উপর বিদ্বেষে তার উপর প্রতিহিংসা নিতে থাকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন, তাকে ঋপদরাজ দ্রোণের কাছেই কেন পাঠাবেন? ভারতবর্ষে তখন বহু অঙ্গবিদ্ব আচার্য ছিল; অবস্তিপুত্রের সান্দীপনি মুনির আশ্রমে অঙ্গশিক্ষা লাভ করে কৃষ্ণ অতিরথ ও শ্রেষ্ঠ অঙ্গবিদ্ব হয়েছিলেন; অগ্নিবিশ মুনির আশ্রমে দ্রোণ ও ঋপদরাজ শিক্ষালাভ করেন, অগ্নিবিশ ধৃষ্টদ্যুম্নের শিক্ষাকালে না থাকলেও তার আশ্রমে উপযুক্ত আচার্য তার স্থান নিয়েছিলেন এই অনুমান সঙ্গত। কোন বিখ্যাত অঙ্গগুরুর কাছে ধৃষ্টদ্যুম্নের অঙ্গশিক্ষা সমাপ্ত হয়, এবং সেও অতিরথ পরিবারে স্বীকৃতি লাভ করে।

কৃষ্ণার রূপ বয়সের সঙ্গে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠে; তাকে কন্যা হিসাবে ঋপদরাজ গ্রহণ করবার অনুমান সাত বৎসর পরে তার জ্ঞান স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করা হয়। ঋপদরাজের ইচ্ছা ছিল যে কন্যাটির বিবাহ দেবেন অর্জুনের সঙ্গে। তার সম্মান না পেয়ে তিনি কৃষ্ণার পানিগ্রার্থীদের কঠিন পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। কঠিন লৌহদণ্ড দিয়ে ধনুকের কোদণ্ড প্রস্তুত করা হয়, সেই কোদণ্ড বেকিয়ে জ্যা-দ্রোণণ করতে খুব বল ও কৌশলের প্রয়োজন; তারপর ঘূর্ণায়মান চক্রের ছিট দিয়ে উপরে বংশদণ্ডে আবদ্ধ একটি মণ্ড, তাকে যুগপৎ পাঁচটি বাণ মেয়ে বিদ্ধ করতে হবে। অর্থাৎ অর্জুন বা তার তুল্য কুশলী ধনুর্বিদ ছাড়া কেহ কৃষ্ণাকে লাভ করতে পারবে না। রাজা ঋপদ এইভাবে কৃষ্ণার পণ স্থির করে স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করতে লাগলেন এবং চারিদিকে রাজসভাবর্গের নিকট স্বয়ম্বর সভার আস্তে আমন্ত্রণ পাঠালেন। রাজসভাদের ও অন্যান্য অভ্যাগতদের বাসের জন্য সপ্ততল বিশিষ্ট বংশদণ্ড ও কাষ্ঠ নির্মিত আবাস প্রস্তুত হ'ল। এরূপ সপ্ততল আবাসকে 'বিমান বলা হ'ত।

পাণ্ডবগণ একচক্রায় থাকতে স্বয়ম্বরের সংবাদ পেলেন ভীম কর্তৃক এক বাক্স বধের অল্প কয়দিন পরেই। তাঁরা যে ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করছিলেন, সেখানে

কয়েকজন ব্রাহ্মণ অতিথি এসে জানালো যে তারা দ্রুপদরাজকণ্ঠার স্বয়ম্বর দেখতে যাচ্ছে, স্বয়ম্বরসভা হবে পাঞ্চাল রাজধানী কাম্পিলাপুরে, সেখানে ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, কারণ দ্রুপদরাজ বিত্তশালী নৃপতি ও দানে উদারহস্ত। তাদের কাছ থেকে দ্রুপদরাজকণ্ঠার অপকৃষ্ট রূপের কথা শুনে পাণ্ডবগণও সেখানে যাওয়া স্থির করলেন; তাঁরা ব্রাহ্মণদের ছাড়িয়ে অগ্রসর হয়ে গেলেন। যখন গঙ্গাতীরে পৌঁছালেন তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অর্জুন এক হাতে মশাল, এক হাতে ধনুক ও পিঠে বাণপূর্ণ ভূষ নিয়ে আগে আগে চললেন। সেই সময় গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ সপরিবারে জলজীভা করছিলেন, তিনি পাণ্ডবগণকে গঙ্গানদী পার হতে উপক্রম করতে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, সন্ধ্যাকালে ও রাত্রির পূর্বভাগে গন্ধর্বগণের নদীতে জলজীভার অধিকার, অতএব কেহ এখন নদীপার হতে গেলে আমার বধ্য হবে, আমি গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ, কুবেরের প্রিয় সখা, সন্ধ্যাকালে গঙ্গায় জলকেলি করবার সময় দেবগণও আমার কাছে আসে না। অর্জুন বললেন, গঙ্গানদীতে ও সমুদ্রে সর্বকালে সকলের সমান অধিকার, তোমার কথা শুনে ভয় পেয়ে আমরা কেন গঙ্গা পার করা হতে বিরত হব? তা শুনে অঙ্গারপর্ণ রখে উঠে অর্জুনের প্রতি শাপিত শর নিক্ষেপ আরম্ভ করল, অর্জুন দ্রুতহস্তে মেনব বাণ কেটে দিয়ে অগ্নিবাণ দিয়ে অঙ্গারপর্ণের রখে আগুন ধরিয়ে দিলেন, কাঠের রথ জ্বলে গেল। গন্ধর্বরাজ আহত অবস্থায় রথ থেকে লাফিয়ে পড়তে মাটিতে পড়ে গেল, অর্জুন তাকে চুল ধরে টেনে যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে গেলেন। গন্ধর্বরাজপত্নী কুন্তীনসৌ যুধিষ্ঠিরের নিকটে এসে স্বামীর জীবন ভিক্ষা চাইলেন। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, গন্ধর্ব হতগৌরব হয়েছে, এখন তার স্ত্রী তার স্বাকাকর্ষী হয়েছে, ওকে না মেরে ছেড়ে দাও। অর্জুন স্তোম্য লাভের কথায় গন্ধর্বরাজকে ছেড়ে দিলেন। অঙ্গারপর্ণ তখন অর্জুনের সঙ্গে সখ্য প্রার্থনা করল এবং আগ্নেয়াস্ত্রবিজ্ঞা শিখতে চাইল, তার পরিবর্তে চাক্ষুষবিজ্ঞা শিখিয়ে দিতে চাইল, যার ফলে দূরের দ্রব্য নিকটের দ্রব্যের মত স্পষ্ট দেখা যায়, তাছাড়া পঞ্চপাণ্ডবদের প্রত্যেককে একশত গন্ধর্বদেশীয় অশ্ব দিতে চাইল। অর্জুন তার সখ্য গ্রহণ করে বিজ্ঞা বিনিময় করলেন, আর বললেন, গন্ধর্বদেশীয় অশ্ব এখন আপনার কাছেই থাক, আমাদের প্রয়োজন মত চেয়ে নেব।

তারপরে পাণ্ডবগণ গঙ্গানদী পার হয়ে গেলেন, উৎকোচক নামক তীরে তাঁরা ধোম্য নামক একজন ব্রাহ্মণকে পুত্রোহিতরূপে নিযুক্ত করে সঙ্গে নিয়ে চললেন।

দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানী কাশ্মিলাপুরে পৌঁছে তাঁরা জ্ঞপদরাজের প্রাসাদ-সংলগ্ন বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে স্বয়ম্বরের আয়োজন দেখলেন। তারপর তাঁরা ব্রাহ্মণবেশেই এক কুন্তকাত্মের গৃহে আশ্রয় নিলেন।

স্বয়ম্বরের দিন পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণবেশে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হয়ে ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই বসলেন। যথাসময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃষাকে নিয়ে পুরোহিত সঙ্গে করে সভায় উপস্থিত হলেন। পুরোহিত মঙ্গলাচরণ শেষ করলে ধৃষ্টদ্যুম্ন বজ্রগস্তীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, যিনি এই ধন্যকে জ্যা পরিয়ে ঘূর্ণায়মান চক্রের ছিদ্ৰ দিয়ে যুগপৎ পাঁচটি বাণ মেঝে উপরে বংশদণ্ডে লদ্ধিত মৎস্তটি বিদ্ধ করতে পারবেন, তিনি এই রূপবতী কন্যাকে লাভ করবেন। তারপরে ধৃষ্টদ্যুম্ন উপস্থিত রাজগণকে একে একে দেখিয়ে কৃষার কাছে তাদের পরিচয় জানালেন।

রাজগণ এক একজন করে উঠে লক্ষ্যবেধের চেষ্টা আরম্ভ করলেন। কিন্তু অধিকাংশ রাজা ধনুর্দণ্ড নত করে জ্যা পরাতেই পারলেন না, চেষ্টা করতে গিয়ে কেউ কেউ উন্টে পড়ে গেলেন। দুই একজন রাজা জ্যা রোপণ করতে পারলেন, কিন্তু তাঁরা ঘূর্ণায়মান চক্রের ছিদ্ৰ দিয়ে পত্রের পাঁচটি বাণ মারতে গিয়ে একটি দিয়েও লক্ষ্য বিদ্ধ করতে পারলেন না। তার পরে আর কোন রাজা উঠছে না দেখে ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন উঠে ধনুর্দণ্ডকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে ধনুর্দণ্ডে জ্যা রোপণ করে চক্রের ছিদ্ৰ দিয়ে দ্রুতহস্তে পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ করে লক্ষ্য বিদ্ধ করলেন, মৎস্তটি বিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। লক্ষ্যবিদ্ধ হয়েছে জেনে ও লক্ষ্যভেদকারীর দেহসৌষ্ঠব দেখে কন্যা স্মিতমুখে বরমাল্য হস্তে তার দিকে অগ্রসর হলেন। ইতিমধ্যে রাজগণ বিস্ময় হয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন, বলে উঠলেন যে স্বয়ম্বরে ক্ষত্রিয়দের অধিকার, রাজকুলবর্গকে স্বয়ম্বর সভায় আমন্ত্রণ করে

নে তাদের কাউকে কন্যাদান না করে এক ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করে জ্ঞপদরাজ তাদের অপমান করেছেন, অতএব তিনি বধ্য। অনেকে জ্ঞপদরাজার দিকে অগ্রসর হচ্ছে দেখে অর্জুন লক্ষ্যবেধের ধনুক ও বাণগুলি তুলে নিলেন ও জ্ঞপদরাজের সামনে এসে দাঁড়ালেন, ভীমও এসে তার পাশে দাঁড়ালেন। রাজকুলদের পক্ষে কর্ণ অগ্রসর হয়ে জ্ঞপদকে লক্ষ্য করে বাণ ছুঁড়লেন, অর্জুন সে বাণ অর্ধপথে কেটে দিলেন, কর্ণ দ্রুতহস্তে বাণ নিক্ষেপ আরম্ভ করলে অর্জুনও দ্রুতহস্তে বাণ দিয়ে কর্ণের সব বাণ কেটে দিলেন; তা দেখে কর্ণ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি লাক্ষাণ ধনুর্বেদ, বা পরশুরাম, বা বিষ্ণু? অর্জুন ও ইন্দ্র ছাড়া কাউকে

জানি না যে আমার বাণ এভাবে কাটতে পারে। অর্জুন বললেন, আমি সাক্ষাৎ ধনুর্বেদ বা পরশুরাম নই, আমি ব্রাহ্মণ, শুক্লর নিকট হতে ধনুর্বিদ্যা ভাল করে আয়ত্ত করেছি। কর্ণ তাকে ব্রাহ্মণ জেনে তার সঙ্গে আর বাণ বিনিময় করলেন না। ইতিমধ্যে শল্য বিনা অস্ত্রে আক্রমণ করতে এগিয়ে এলেন, তিনি শ্রেষ্ঠ মল্লযোদ্ধা ছিলেন, আর্যদের নিয়ম ছিল যে বিনা অস্ত্রে যে আক্রমণ করে, তাকে বিনা অস্ত্রেই প্রতিরোধ করতে হবে। শল্য দ্রুপদরাজের দিকে অগ্রসর হতে গেলে ভীম তাকে আটকালেন, দুজনের তীব্র মল্লযুদ্ধ হল, কিছুক্ষণ পরে ভীম শল্যকে তুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেললেন। তখন বিরতির সুযোগ নিয়ে কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে উঠে উচ্চ গম্ভীর স্বরে বললেন, রাজগণ, আপনারা নিবৃত্ত হন, কৃষ্ণা ধর্মতঃ জিতা হয়েছে। সে কথা শুনে রাজগণ আর আক্রমণ চেষ্টা না করে স্ব স্ব নিবাসে ফিরে গেলেন, তারপরে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন। অর্জুন ও ভীম কৃষ্ণাকে নিয়ে তাঁদের কুন্তকার শালায় গেলেন; যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবকে নিয়ে লক্ষ্যভেদ হলে সভায় তুর্ধ্ব নিনাদ আরম্ভ হলেই সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন।

কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে ভীম ও অর্জুন কুন্তকার শালায় পৌঁছে কুন্তীকে ডেকে বললেন, দেখ আজ কেমন ভিক্ষা এনেছি, কুন্তী গৃহের ভিতর থেকেই বললেন, তোমরা সকলে মিলে তা ভোগ কর। গৃহের বাইরে এসে কৃষ্ণাকে দেখে তার পরিচয় পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে বললেন, আমি রাজপুত্রীকে না দেখে বলেছি যে তোমরা সকলে মিলে ভোগ কর, এখন আমাকে যাতে মিথ্যা কথনের দোষ স্পর্শ না করে আর রাজপুত্রীকে পাপ স্পর্শ না করে, তার তোমরা বিধান কর।

এখানে কুন্তীর যে উক্তি, আমাকে যেন মিথ্যা কথনের দোষ স্পর্শ না করে, সে কথার বিশেষ মূল্য নাই; উত্তম কোন ভোজ্য ভিক্ষারূপে পাওয়া গেছে মনে ক’রে কুন্তী সকলে মিলে ভোগ করার কথা বলেছিলেন, রাজকন্যাকে আনা হয়েছে জানলে সে কথা বলতেন না, ব্রাহ্মণ ধারণায় যে কথা বলেছেন, তা রাজকন্যা সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতে পারে না। মনে হয় যে এখানে মহাভারতকার একটু পরিহাস দিয়ে কৃষ্ণার শঙ্ক পতিত্বের ব্যাপারটিকে লঘু করতে চেয়েছেন।

যুধিষ্ঠির কুন্তীকে বললেন, তোমার মিথ্যা ভাবণের দোষ হবে না। অর্জুনকে বললেন, তুমি লক্ষ্যভেদ করে রাজকন্যাকে জয় করেছ, তোমার সঙ্গেই কন্যার বিবাহ হলে শোভন হয়; তুমি অগ্নি জ্বলে যথারীতি রাজকন্যাকে বিবাহ কর। অর্জুন বললেন, আপনি ও ভীম আমার জ্যেষ্ঠ, আপনারা অবিবাহিত থাকতে

আমার প্রথমে বিবাহ করা উচিত হবে না, আমরা চার ভাই ও এই কন্যা আপনার শাসনাধীন, আপনি চিন্তা করে স্থির করুন কি করলে আমাদের ধর্ম ও বংশ নষ্ট হবে না। তখন পঞ্চভ্রাতা সকলেই কন্যার দিকে লক্ষ্য করে দেখলেন, কন্যার অপকৃপ কপ দেখে সকলেই মুগ্ধ ও কামপীড়িত হলেন। তা বুঝে যুধিষ্ঠির বললেন, যাতে আমাদের ভাইদের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষা, ঘেয, শত্রুতা না হয়, তার জন্য আমি বলি যে আমরা পঞ্চভ্রাতাই এই অপকৃপা কন্যাকে বিবাহ করি। তাতে অর্জুন আপত্তি করলেন না, অন্য ভ্রাতারা অসম্মোদন করল। কৃষ্ণার কি ইচ্ছা তা কেউ জিজ্ঞাসা করল না।

এই সময় কৃষ্ণ বলরামকে নিয়ে সেই কুন্তকার শালায় উপস্থিত হয়ে কুন্তীকে পিতৃশ্রমা বলে প্রণাম করলেন, তারা দূর থেকে ভীম-অর্জুন কৃষ্ণার অমুসরণ করেছিলেন। তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিলেন, এবং যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, আমরা গুপ্তভাবে বাস করছি, আপনারা চিন্তন কেন করছেন? কৃষ্ণ হেলে বললেন, আমি গুপ্ত রাখলেও প্রকাশ পায়, স্বয়ংস্বর সভায় অর্জুন ও ভীম যে বীর দেখালেন, তাতেই তাদের আমি চিন্তাম; তাগো আপনারা সকলে অগ্নিদাহ থেকে বেঁচেছেন, আপনাদের কল্যাণ হোক। আপনারা গুপ্তভাবে আছেন, আমরা আপনাদের কথা প্রকাশ করব না, বলে কৃষ্ণ ও বলরাম চলে গেলেন।

এদিকে ঋষ্ঠিহ্যায় ও ভীম-অর্জুন-কৃষ্ণাকে অমুসরণ করে সেই কুন্তকার কর্ম-শালায় তাদের প্রবেশ করতে দেখে ভিতরে না গিয়ে বাইরে থেকে তাদের কথাবার্তা শুনে বুঝতে চেষ্টা করলেন তারা কে। তারা যে কজির রাজপুত্র, তা বুঝে ফিরে গিয়ে ঋপদরাজের কাছে তা নিবেদন করলেন। তখন ঋপদরাজ স্বীয় পুরোহিতকে পাঠিয়ে দিলেন, এবং বধ পাঠালেন, কুন্তী কৃষ্ণা ও যুধিষ্ঠিরাদিকে রাজভবনে যেতে আমন্ত্রণ করলেন। তাঁরা রাজভবনে সকলে গেলেন, কুন্তী কৃষ্ণাকে নিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন, এ দিকে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ঋপদরাজের কথা হল। যুধিষ্ঠির তাঁদের গোপন বাসের কারণ বুঝিয়ে বললেন, ঋপদরাজ বললেন যে পাণ্ডবদের রাজ্যলাভে তিনি সাহায্য করবেন। অর্জুনই লক্ষ্যভেদ করেছেন জেনে ঋপদরাজ আনন্দিত হয়ে অর্জুন-কৃষ্ণার বিবাহ অহুষ্ঠানের কথা বললেন, যুধিষ্ঠির বললেন, আমরা স্থির করেছি যে কৃষ্ণা হেন-রত্নকে আমরা পঞ্চভ্রাতা যুক্তভাবে বিবাহ করব। তা শুনে ঋপদরাজ বললেন,

নে তো বেদ-বিরুদ্ধ লোকাচারবিরুদ্ধ হবে। যুধিষ্ঠির বললেন, ধর্মবিরুদ্ধ হবে না, এরূপ বিবাহ আর্থদের মধ্যে পূর্বেও হয়েছে। ঋগদরাজ বললেন, আগামী কাল কুন্তী, ধৃষ্টদ্যুম্ন ইত্যাদির সামনে তোমার সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করব। পরদিন আলোচনায় ঋগদরাজ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন যুক্তবিবাহের বিরুদ্ধে মত দিলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, পুরাতন কালে এরূপ বিবাহ হয়েছে—জাটীলা গোতমী একসঙ্গে সাতজন ঋষির পত্নী হয়েছিল, বার্কী মারিষা দশ প্রচেতার স্ত্রী হয়েছিল। ইতিমধ্যে বৈশ্যায়ন ঋষি এসেছিলেন, তিনি ঋগদরাজকে ডেকে নিয়ে রাজভবনে প্রবেশ করে কি সব তাকে বললেন। সভায় ফিরে এসে ব্যাস কিছ কথা বললেন, এরূপ বিবাহকে অধর্ম বললেন না, অর্জুন বা কৃষ্ণ কোন কথাই বলল না, শেষে ঋগদরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাব স্বীকার করে নিয়ে পঞ্চলাতার সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এই বিবাহের সংবাদ গেলে ধৃতরাষ্ট্র দুর্বোধন ও কর্ণের মত উপেক্ষা করে ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের পরামর্শ মত রাজ্যের অর্ধভাগ পাণ্ডবগণকে দিয়ে তাদের সঙ্গে সম্ভাব রাখা স্থির করে বিদুরকে উপহার সহ ঋগদরাজকে পাঠিয়ে কুন্তী, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণকে হস্তিনাপুরে আনালেন। কৃষ্ণ ও বলরাম তাদের সঙ্গে হস্তিনাপুরে গেলেন, বোধহয় দেখাতে চাইলেন যে প্রয়োজন হলে পাণ্ডবগণ যাদব বীরদের সাহায্যও পাবে। হস্তিনাপুরে তাদের যথারীতি অভ্যর্থনা করা হল, পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিদের প্রণাম জানালেন। ধৃতরাষ্ট্র তাদের বিশ্রাম করে ক্লাস্তি দূর করতে বললেন। দুদিন দিন পরে পাণ্ডবদের ডাকিয়ে বললেন, জাতি বিরোধের মূল উৎপাতন করা কর্তব্য, তাই এই হস্তিনাপুর রাজ্য দুইভাগ করে তোমাদের ও আমার পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া স্থির করেছি; হস্তিনাপুর নগর সহ কুরুরাজ্যের পূর্বাঙ্গ ধার্ত্তরাষ্ট্রদের দখলে থাকবে, তোমরা কুরুরাজ্যের পশ্চিমভাগ নিয়ে খাণ্ডবপ্রায়ে তোমাদের রাজধানী স্থাপন করে নিতে পার। পাণ্ডবগণ সেভাবে রাজ্য বিভাগ মেনে নিলেন, যদিও বনবৃদ্ধি হতে বৃক্শাদি কেটে নতুন রাজধানী পত্তনের ভার তাদের নিতে হল। তাঁরা কৃষ্ণ ও বলরাম সহ খাণ্ডবপ্রায়ে গেলেন, যেখানে সাময়িক বাসস্থান সবার চিত্ত ঠিক করে নিয়ে কুরুর সঙ্গে পরামর্শ করে নতুন রাজধানীর পরিকল্পনা করলেন, চরণ কেটে স্থপতি ও নগরশিল্পী নিয়োগ করে দখলস্থল অতঃপর নতুন নগর গড়ে তুললেন,

সেটিকে প্রাকার বেষ্টিত করা হল, নাম দেওয়া হ'ল ইন্দ্রপ্রস্থ। তারপর কৃষ্ণ ও বলরাম পাণ্ডবদের নিকট হতে বিদায় নিয়ে দ্বারকায় চলে গেলেন।

৮. আদিপর্ব—অর্জুন বনবাস ও স্বভদ্রা হরণ ;

থাণ্ডব-বন-দহন

পঞ্চ ভ্রাতার একটি সুন্দরী স্ত্রী হওয়াতে স্বভাবতই কৃষ্ণার সহ সঙ্গ করা সম্বন্ধে পাণ্ডবগণ একটা নিয়ম করে নিয়েছিলেন, কৃষ্ণা পর্যায়ক্রমে এক এক ভ্রাতার সঙ্গ করবে, এক ভ্রাতার সহিত সঙ্গকালে অন্য কোন ভ্রাতা সঙ্গাভিগামে কৃষ্ণার কাছে গেলে তার একবৎসর একমাস বনে নির্বাসন স্বীকার করে নিতে হবে। কৃষ্ণার প্রথমে লক্ষ্যভেদকারী অর্জুনের প্রতি বেশী আকর্ষণ ছিল; যুধিষ্ঠিরের সহিত কৃষ্ণার সঙ্গের জন্ত নির্দিষ্ট পর্যায়কালে কৃষ্ণা একবার অর্জুনের সঙ্গে বিহার করেছিলেন। ফলে অর্জুনকে একবৎসর একমাসের জন্ত বনে নির্বাসন স্বীকার করে নিতে হল। বনবাস কালে প্রথমে অর্জুন গঙ্গাঘাটে গিয়ে যেখানে অনেক ব্রাহ্মণের বসতি ছিল, সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে পুরাণকথা, বেদবেদান্ত পাঠ ইত্যাদি শ্রবণ করতেন ও অগ্নিহোতাদি করতেন। একদিন শ্রান করতে গঙ্গায় নেমেছেন, তখন কয়েকজন লোক তাঁকে নৌকায় উঠিয়ে দূরে একটি প্রাসাদে নিয়ে গেল, সেখানে একটি সুন্দরী নাগকন্যা দেখলেন এবং অগ্নিহোত্রেব সব ব্যবস্থা দেখলেন। অর্জুন গঙ্গায় শ্রান করে অগ্নিহোত্ব করবেন মনস্থ করেছিলেন, সেই প্রাসাদেও অগ্নিহোত্রেব ব্যবস্থা রয়েছে দেখে তিনি অগ্নিহোত্ব সম্পন্ন করলেন, তারপর নাগ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে, এখানে কেন আমাকে আনা হয়েছে। কন্যা বলল, আমি কৌরব্য নামক নাগরাজের কন্যা উলুপী, তোমাকে দেখে আমার মনে তোমার প্রতি কামনার উদ্বেক হয়েছে, তাই তোমাকে পিতার প্রাসাদে আনিয়েছি। অর্জুন বললেন, আমি এখন বনবাসী ও ব্রহ্মচারী, তোমার কামনা কেমন করে পূর্ণ করব? উলুপী বলল, আমি তোমার ব্যাপার জানি, তুমি কৃষ্ণা সম্বন্ধে ব্রহ্মচারী ব্রত নিয়েছ, অল্প সকাম্য কন্যার কামনা পূরণে তোমার ব্রত নষ্ট হবে না, আমার কামনা পূরণ না করলে আমি খুব দুঃখ পাব। অর্জুন তার কথায় সম্মতি দিলেন, সেখানে আতিথ্য গ্রহণ করে রাজি উলুপীর সঙ্গে কাটালেন। পরদিন আবার নাগরাজের ভবন থেকে অর্জুন গঙ্গাঘাটে তাপসদের কাছে ফিরে এলেন। সেখান থেকে

নানা তীর্থে ভ্রমণ করতে করতে অর্জুন প্রভাসে উপস্থিত হলেন। তিনি প্রভাসে এসেছেন শুনে কৃষ্ণ প্রভাসে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলেন, অর্জুনের প্রভাসে আসবার কারণ জেনে নিলেন। তারপর তাকে অতিথির মত সমাদর করে রৈবতক পর্বতে নিয়ে গেলেন, সেখানে পর্বত, তীর্থ, নদী, বন ইত্যাদি দেখালেন, তারপর দ্বারকায় নিজভবনে নিয়ে গেলেন ও যাদব নায়ক ও কুমারদের সঙ্গে পরিচিত করে দিলেন, তারাও অর্জুনকে অভ্যর্থনা করল। তারপর গিরিধ্বজ উপলক্ষ্যে রৈবতক গিরির একাংশ নানাভাবে সাজান হল, যাদব নায়ক ও কুমার কুমারীগণ রথে, শকটে ও পদব্রজে গিরি পরিক্রমা করে উৎসব করল। কুমারীদের মধ্যে একটি সুন্দরীকে দেখে অর্জুনের মন চঞ্চল হল, তা দেখে কৃষ্ণ তাকে উপহাস করে পরে বললেন এটি আমার বোন শ্রুভদ্রা, সারণের সহোদরা। অর্জুন বললেন, তুমি যদি তোমার এই বোনের সঙ্গে আমার বিবাহ ষটিয়ে দিতে পার, তবে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। কৃষ্ণ বললেন, ক্ষত্রিয়দের স্বয়ম্বরে ও হরণ করে কত্তা বিবাহ করা প্রশস্ত, স্বয়ম্বর করলে কত্তা কাকে বরণ করবে বলা যায় না, তুমি শ্রুভদ্রাকে বিবাহার্থ হরণ করতে পার, আমার রথ সেজন্ত তোমাকে দিতে পারি। অর্জুন কৃষ্ণের রথ নিয়ে শ্রুভদ্রা গিরিদেবতাকে অর্ঘ্য দিয়ে যখন ফিরে যায়, তখন রক্ষীদের মধ্য হতে তাকে সহসা রথে তুলে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে অভিমুখে রথ চাণ্ডিয়ে দিলেন। রক্ষীগণ ছুটে গিয়ে নায়কদের সমিতিগৃহে সংবাদ দিলে ভেরী বাজিয়ে নায়কদের সমবেত করা হ'ল, বলরাম ও অগ্র অনেক নায়ক অর্জুনের আচরণে ক্রোধ প্রকাশ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণ বললেন যে হরণ করে বিবাহ ক্ষত্রিয়দের মধ্যে প্রশস্ত, এবং অর্জুন সব দিক দিয়ে শ্রুভদ্রার যোগ্য পাত্র; তার পশ্চাকাবন করে তাকে বন্দী বা বধ করার চেষ্টা না করে তাকে ও শ্রুভদ্রাকে বন্ধুভাবে ফিরিয়ে এনে বিবাহ অনুষ্ঠান করলে ভাল হবে। কৃষ্ণের কথা যাদব নায়কগণ মেনে নিলেন, অর্জুন শ্রুভদ্রাকে ফিরিয়ে এনে দ্বারকাতে তাদের বিবাহ অনুষ্ঠান করা হ'ল। যুধিষ্ঠিরকে সংবাদ পাঠান হ'ল, তিনি এই সম্বন্ধে আনন্দ প্রকাশ করে উত্তর পাঠালেন।

নির্বাসন কাল শেষ হলে অর্জুন শ্রুভদ্রাকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরলেন, সেখানে শ্রুভদ্রা কুন্তীকে ও কৃষ্ণাকে প্রণাম করল, তারা তাকে আদর করে গ্রহণ ক'রলেন, যদিও কৃষ্ণ নতুন বিবাহ করে তাকে আনায় অর্জুনের প্রতি শ্লেষ করে প্রথমে কথা বলেছিলেন। অর্জুন শ্রুভদ্রা ইন্দ্রপ্রস্থে পৌঁছাবার কয়েকদিনের মধ্যেই কৃষ্ণ, বলরাম, সারণ ও আরো অনেক যাদব নায়ক প্রচুর উপহার নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এসে

অর্জুনকে সেই সব উপহার দিলেন, যুধিষ্ঠির যাদব নায়কদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ও সম্মান করলেন। কয়েকদিন বিবাহ সংক্রান্ত আনন্দ উৎসবের পরে বলরামের নেতৃত্বে অগ্নি যাদব নায়ক ও কুমারগণ দ্বারকার ফিরে গেল, কৃষ্ণ আরো কিছুদিন পরে যাবেন বলে রয়ে গেলেন। কৃষ্ণ ও অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থের বহির্দেশে নানাদিকে বেড়িয়ে দেখলেন, একদিন তাঁরা যমুনার দীর্ঘকাল সন্ତরণ করে যমুনাতীরস্থ এক উজ্জানভবনে কৃষ্ণা ও হস্তদ্রার সঙ্গে বসে প্রচুর ভোজ্য ও পানীয় সেবন করলেন ও নৃত্যগীত উপভোগ করলেন, তারপরে তাঁরা দূরে যমুনা তীরস্থ বনে গিয়ে আলাপ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ বললেন, ইন্দ্রপ্রস্থের বহির্দেশে যমুনার তীরে বিস্তীর্ণ অরণ্য আছে, সেটাকে পুড়িয়ে ফেলে পরিষ্কার করলে সেখানে একটি সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে উঠতে পারে। সেই অরণ্য খাণ্ডব বন, তার কিছুটা পরিষ্কার করে ইন্দ্রপ্রস্থ নগর স্থাপিত হয়েছিল, বিস্তীর্ণ অংশ বনরূপেই ছিল। অর্জুন বললেন, এই বন পোড়াবার চেষ্টা পূর্বে করা হয়েছে, কিন্তু বনবাসী অনার্য ও আদিবাসী আশুপ নিবিয়ে দেয়, সেই সঙ্গে আবার বৃষ্টি হয়ে সব আশুপ নিবিয়ে দেয়; আর বনে হিংস্র পশু, মর্প ইত্যাদি অনেক আছে, আশুপ যদি সমস্ত বনে ধরে ওঠে, তাঁরা বেরিয়ে এলে বিপদ ঘটতে পারে। কৃষ্ণ বললেন, বনবাসীদের অগ্নি চলে যাবার আদেশ দেওয়া যায়, যারা না গিয়ে আশুপ নেবাতে চেষ্টা করবে, তাদের বধ করা হবে জানিয়ে দেওয়া যায়, আর বহু পশুরা যেমন বেরিয়ে আসে, সংগে সংগে তাদের বধ করতে পারি তুমি আর আমি দুটি রথে অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকলে। অর্জুন বললেন, তার পূর্বে আমার উপযুক্ত কঠিন টান সহ ধনুক, এবং কঠিন চাপ সহ পাটাতনযুক্ত ও অস্ত্রের জন্ত অনেক প্রকোষ্ঠযুক্ত একখানি রথ প্রস্তুত করে নিতে হবে। বর্থাশিল্পী ও কর্মকার ভেদে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে অর্জুন একখানি হৃদ্য রথ ও স্বয়ম্বরের জন্ত প্রস্তুত ধনুকের মত দৃঢ় কোদণ্ড যুক্ত ধনুক প্রস্তুত করালেন, কৃষ্ণও একটি বজ্রনাভ চক্র প্রস্তুত করালেন, তাঁর নাভিদণ্ডে বহু গোচর্ম নির্মিত শৃঙ্গ তিস্ত দৃঢ় রজ্জুকুণ্ডলীর মত জড়ানো, এবং নেমিকে বলরাকার ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণ ফলক; রজ্জুকুণ্ডলীর মত লক্ষ্যে নিক্ষেপ করলে তার নেমিফলক লক্ষ্য কেটে বিখণ্ডিত করে দিয়ে ক্ষেপ্তার হস্তে ষূর্গনের বেগে ফিরে আসে। রজ্জুকুণ্ডলী নিক্ষেপের বহুদিনের অভ্যাস না থাকলে এই বজ্রনাভ চক্র নিফল হয়, তাই যদিও কৃষ্ণ তাঁর বজ্রনাভ চক্র দিয়ে যুদ্ধে শত্রু বিনাশ করেছেন, অগ্নি বর্থাগণ সেরূপ চক্র ব্যবহারের চেষ্টা করেন নাই।

এইভাবে বথ ও অশ্ব প্রস্তুতিতে কিছুকাল কাটিয়ে কৃষ্ণ ও অর্জুন প্রস্তুত হয়ে খাণ্ডবদাহের অনুমতি যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে নিয়ে দাঁড় করবার দিন স্থির করলেন; অরণ্যবাসীদের তা জানিয়ে দিয়ে বন ছেড়ে যাবার আদেশ পাঠালেন, নির্দিষ্ট দিনে বনের নানা স্থানে অগ্নিসংযোগ করে যে পথে পশু ও মানুষ নির্গত হতে পারে, সেখানে কাছাকাছি ভিন্ন ভিন্ন বথে থেকে কৃষ্ণ ও অর্জুন বত হিংশ পশু ও সর্প বাইরে এল, তাদের বধ করলেন; বহু জাতির লোকের মধ্যে যারা বন ছেড়ে না গিয়ে আগুন নেবাবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে বাইরে এল, তারাও নিহত হ'ল। বনের মধ্যে দানবশিল্পী ময় ছিলেন, তিনি বাইরে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে জীবন ভিক্ষা চাইলে অর্জুন তাকে অভয় দিলেন, তা শুনে কৃষ্ণও তাকে যেতে দিলেন। বনদহনকালে আকাশে মেঘ হয়ে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু আগুনের শিখা উঁচু ও প্রখর হয়ে ওঠার বৃষ্টি পড়তে না পড়তে বাষ্পীভূত হয়ে গেল। বন গুড়ে কয়েকদিনের মধ্যে ভস্মে পরিণত হ'ল। ক্রমে সেখানে নানা দেশ থেকে আর্য উপনিবেশকারী এসে বসতি স্থাপন, ভূমি কর্ষণ ও পশু পালন আরম্ভ করে একটি সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে তুলল।

অর্জুন স্তম্ভদ্রাহরণ বিবাহের বর্ষকাল বা তার কিছুদিকাল পরে স্তম্ভদ্রা একটি সুন্দর পুত্র সন্তান প্রসব করে, তার নাম হয় অভিমহ্য। কালে শিক্ষিত হয়ে যে অর্জুনের সমকক্ষ অতিরথ হয়ে উঠেছিল। স্তম্ভদ্রাহরণ পুত্র জন্মের পরে কৃষ্ণার যুধিষ্ঠিরের ঔরসে একটি পুত্র জন্মে, তার নাম হয় প্রতিবিদ্য। তার এক বৎসর পরে ভীমের ঔরসে কৃষ্ণার স্তম্ভসোম নামক পুত্র হয়, তার এক বৎসরান্ত অর্জুনের ঔরসে কৃষ্ণায় শ্রীতকর্মা নামক এক পুত্র হয়। তারপরে এক এক বৎসর অন্তর নকুলের ঔরসে কৃষ্ণার শতানীক নামে এক পুত্র ও সহদেবের ঔরসে শ্রীতসেন নামে এক পুত্র হয়। কৃষ্ণার গর্ভে পুত্র জন্মের বিলম্ব দেখে অহুমান করা যায় যে অর্জুনকে বধন নির্বাসনে যেতে হল, সেই জ্যোতিষ মাস কৃষ্ণাও ব্রহ্মচারিণী-রূপে বাস করেছেন, অথ পতিদের সঙ্গে সহবাস করেন নাই। অর্জুন স্তম্ভদ্রাকে বিবাহ করে আনলে পরে কৃষ্ণা জ্যোষ্ঠাভ্রতমে পঞ্চপতির প্রতি তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন। সেই কারণেই বোধ হয় মহাপ্রস্থান কালে কৃষ্ণার পতন হলে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, এর অর্জুনের প্রতি বেনী পক্ষপাত ছিল, সেই দোষে এর পতন হ'ল। কিন্তু সেই পক্ষপাত কি অত্যাশ বলা যায় ?

খাণ্ডবগণের পুত্রগণ বেদবেদান্তে শিক্ষাপ্রাপ্ত হ'ল, তার সঙ্গে অর্জুনের কাছ

থেকে তারা অস্ত্রবিদ্যা শিখল, নানাবিধ অস্ত্র ও অস্ত্রের প্রয়োগ শিখল। স্বগঠিত দেহ মহারথ পুত্রদের নিয়ে পাণ্ডবগণ স্থখে দিন কাটাতে লাগলেন।

৯. সভা পর্ব—দানবশিল্পী ময় কর্তৃক বিচিত্র সভাগৃহ নির্মাণ

থাণ্ডব বনদাহকালে অর্জুন দানবশিল্পী ময় যখন দাহমান বন হতে নির্গত হয়, তার পরিচয় জেনে তাকে অভয় দিয়েছিলেন, অত্র আদিবাসীদের মত বধ করেন নাই। থাণ্ডব বন পুড়ে ভস্ম হ'য়ে গেলে একদিন ময়দানব অর্জুনের নিকট এসে বলল, আপনি আমাকে প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছিলেন, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি? অর্জুন বললেন, আমি কোন প্রতিদান চাই না। ময়দানব বার বার বলায় কৃষ্ণ বললেন, আপনি বিখ্যাত শিল্পী, আপনি রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্য একটি রমণীয় সভাগৃহ প্রস্তুত করে দিন, যা দানবীষ ও ভারতীয় স্থাপত্য বিচার উপযুক্ত প্রয়োগে ভারতবর্ষে অভুলনীয় হবে। ময়দানব তাই করে দেবে বলে শুভদিনে কৃষ্ণ ও অর্জুন সমভিব্যাহারে চতুর্দিকে সহস্র হস্ত পরিমিত সমচতুর্দশ ভূমি মাপ করে নিল। তার প্রস্তুতি চলছে এমন সময় কৃষ্ণ পাণ্ডবদের বললেন, বহুদিন এখানে কেটে গেল, এবার আমার দ্বারকায় ফিরতে হবে। তাঁর আজ্ঞায় তাঁর রথ যাত্রার জন্য সজ্জিত করা হ'ল; তিনি স্তম্ভদ্বা ও কৃষ্ণার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রথে উঠলেন, যুধিষ্ঠির রথে উঠে দারুকের হাত হতে প্রগ্রহ বা লাগাম নিয়ে নিজেই রথ চালাতে আরম্ভ করলেন, অর্জুন রথে উঠে কৃষ্ণকে চামর দিয়ে বাতাস দিতে স্বরু করলেন, ভীম, নকুল, সহদেব রথের পিছনে পিছনে চললেন। কিছুদূর গেলে কৃষ্ণ বললেন, আপনারা অনেক দূর এসেছেন, এবার ফিরে যান। তখন আর একবার প্রণাম ও আলিঙ্গনের পালা শেষ করে পাণ্ডবগণ ফিরলেন, কৃষ্ণ তাঁর রথে দ্বারকায় চলে গেলেন।

ময় দানব অর্জুনের কাছে এসে বলল, আমি কিছুদিনের জন্য চলে যাব, বিন্দুসর নামক সরোবরের নিকটে হিমালয়ের উত্তরে আমি মণিমুক্তা সংগ্রহ করে রুষপর্বার সভাগৃহ প্রস্তুত করেছিলাম, সেখানে গিয়ে দেখি যদি দেওয়াল ও ভিত্তি-গাত্র হতে মণি বৈদূর্ঘ্য সংগ্রহ করা যায়, আর শিল্পী ও শ্রমিক সংগ্রহ করে আনতে হবে। বলে ময়দানব পূর্ব-উত্তর দিকে যাত্রা করে কৈলাস ও ও মৈনাক পর্বতের কাছে হিরণ্যশৃংগ পর্বত ও বিন্দুসরের কাছে পৌঁছে গেল, সেখানে রুষপর্বার পতিত সভাগৃহ হতে যথেষ্ট মণিবৈদূর্ঘ্য সংগ্রহ করল। বিন্দুসরে রুষপর্বার ব্যবহৃত স্বর্ণ-

বিন্দু চিহ্নিত গুৰুত্বীয় গদা এবং দেবদত্ত নামক শব্দ নিমজ্জিত ছিল, ময় সেগুলিও সংগে নিল, পৰ্বত গাত্ৰ হতে ক্ষটিক যথেষ্ট পরিমাণে নিল, পরে শ্রমিক ও শিল্পী নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরল। গদা ভীমের ব্যবহারের উপযুক্ত বলে তাকে দিয়ে দিল, দেবদত্ত শব্দটি অজু'নকে দান করল। তারপর বৎসর কাল ধরে সভাগৃহ প্রস্তুত করল। সভাগৃহ মধ্যে মণিবৈদূৰ্য খচিত কৃত্রিম পদ্ম ও মৃণালযুক্ত স্বচ্ছ জলপূৰ্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরোবর আর ভিত্তি গাত্ৰে ক্ষটিক, মণি-বৈদূৰ্য ইত্যাদি খচিত এমন ভাবে সমচতুৰ্ভুজ কয়েকটি স্থান প্রস্তুত করল যে হঠাৎ দেখে জলপূৰ্ণ মনে হয়। সভাগৃহের দেওয়াল, ছাদের অভ্যন্তর ভাগ ইত্যাদি স্থানেও বিচিত্র কারুকাৰ্য করল। সভাগৃহের চারিদিকে পুষ্পবৃক্ষশোভিত সরণি এবং পদ্মসরোবর হ'ল। এইভাবে চৌদ্দ মাসে অপূৰ্ব সভাগৃহ প্রস্তুত করে যুধিষ্ঠিরের কাছে নিবেদন করল। তার যথেষ্ট প্রশংসা করে তাকে উপহার দিয়ে যুধিষ্ঠির সভা প্রবেশের দিন স্থির করলেন, সেদিন মাংগলিক অহুষ্ঠান করে যুধিষ্ঠির সভাগৃহে প্রবেশ করলেন, অনেক ঋষি, মুনি ও অনেক রাজকুমার সেদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যুধিষ্ঠিরের সভারোহণ উৎসব সম্বৰ্ধিত করলেন।

১০. সভা পর্ব—ইন্দ্রপ্রস্থের সমৃদ্ধি, বাজসূয় যজ্ঞের কল্পনা, জরাসন্ধ বধ

ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধ রাজ্য হয়ে উঠল। যুধিষ্ঠিরের স্বশাসনের খ্যাতি ব্যাপ্ত হওয়ায় নতুন নতুন আৰ্যগোষ্ঠী এসে তাঁর রাজ্যমধ্যে নিবাস স্থাপন করল। খাণ্ডব বন ভগ্নস্বায়ং হওয়ায় সেখানে শত্রুক্ষেত্র, গোচারণভূমি ইত্যাদি সহ বিত্তীর্ণ জনপদ গড়ে উঠল। রাজ্যমধ্যে আরো বহু পতিত স্তম্ভ-ভূগাকীর্ণ ভূমি ছিল, সেগুলিও ধীরে ধীরে শত্রুক্ষেত্র রূপে, বা পশুচারণ ভূমিতে, বা গ্রাম-জনপদ রূপে পরিণত হ'ল। ভীম ও অজু'নের বীর্যের খ্যাতি হেতু কোন শত্রু রাজ্য বা সাম্রাজ্য স্থাপন প্রয়াসী রাজা ইন্দ্রপ্রস্থ আক্রমণ করতে সাহস করে নাই। তাই রাজ্যের পৃষ্ঠি ব্যাহত কোন দিকে হয় নাই। যুধিষ্ঠির বেদনির্দিষ্ট যজ্ঞ শ্রদ্ধা করে সম্পন্ন করতেন ও ব্রাহ্মণদের বহু দান করতেন, বেদ-বেদাঙ্গ চর্চাভেও তাঁর প্ৰুহা ছিল, তাই তিনি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের প্রিয় ছিলেন। যুধিষ্ঠির কোন বৃহৎ রাষ্ট্র আক্রমণ করে ইন্দ্রপ্রস্থ রাষ্ট্রভুক্ত করতে চেষ্টা করেন নাই, তবে ইন্দ্রপ্রস্থের

সংলগ্ন বা নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যাধিপতি পাণ্ডবরাষ্ট্রের ছত্রতলে এসে নিরাপদ হবার বাসনায় নিজেদের সামন্ত রাজা বলে যুধিষ্ঠিরকে অধিরাজ বলে মেনে নিল। বাইরে যেমন, রাজ্য অন্তঃপুরেও তেমন, এই সময় পাণ্ডবগণের সুখসমৃদ্ধির কাল। পাণ্ডবগণের পুত্রদের জন্মকথা পূর্বেই বলা হয়েছে, তবে তাদের জন্ম হয় খাণ্ডবদাহের পরে, ময়দানব কর্তৃক সভাগৃহ প্রস্তুতেরও পরে। অভিমত্য়র জন্মের পরে অন্নপ্রাশন-নামকরণ উপলক্ষ্যে কৃষ্ণ দ্বারকা থেকে আসেন এবং সেই স্মার্ত যজ্ঞে প্রধান অংশ নিয়ে হুভদ্রাকে ও পাণ্ডবদের তুষ্টিসাধন করেন। কৃষ্ণার পুত্রদের জন্মের পরে তাঁর আসবার কথা জানা যায় না; তবে তাদের জন্মে রাজগৃহে আনন্দ উৎসব হতে থাকে তা বলাই বাহুল্য। পুত্রগণের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গৃহে আচার্যগণ তাদের বেদ বেদান্ত শিক্ষা দেন, অজু'ন স্বয়ং তাদের অস্ত্রশিক্ষা দেন, তারা দ্রুত শিক্ষা আয়ত্ত করে পিতামাতাদের প্রীতি অর্জন করল। ঘরে বাইরে সুখ সমৃদ্ধি দেখে যুধিষ্ঠিরের পুরাকালের বিখ্যাত রাজাদের মত রাজসূয় যজ্ঞ করবার ইচ্ছা হ'ল, তবে তিনি তার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র হয়েছেন কিনা তাই স্থির করতে নানা লোকের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাঁর ভ্রাতৃগণ, পুরোহিত ধোঁয়া, সভাসদগণ, এমন কি কৃষ্ণদৈপায়ন ঋষি, যিনি মধ্যো মধ্যো অকস্মাৎ উপস্থিত হতেন, তিনিও যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির স্থির করলেন যে কৃষ্ণের পরামর্শ না নিয়ে তিনি অগ্রসর হবেন না। তিনি দূত পাঠিয়ে কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করলেন, কৃষ্ণও আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এসে পাণ্ডবগণ, কুন্তী, হুভদ্রা, কৃষ্ণা প্রভৃতির সঙ্গে কুশল ও প্রণাম অভিবাদন বিনিময় করে বিপ্রামার্শ তাঁর জন্তু নির্দিষ্ট ঘরে গেলেন। বিপ্রাম ও ভোজনের পরে যুধিষ্ঠির তাঁর সমস্ত জানালেন, বললেন তোমার কৃপায় আমার রাজ্যের বেশ সমৃদ্ধি হয়েছে, ভীম অজু'নের মত বীর আছে, তাদের দ্বারা গঠিত ও শিক্ষিত চতুরঙ্গ সেনাদল আছে, সকলে বলছে যে আমি রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারি, কিন্তু তোমার মত না হলে আমি অগ্রসর হতে চাই না। কৃষ্ণ বললেন, আপনি রাজসূয় যজ্ঞ করবার উপযুক্ত বটে, কিন্তু এখন ভারতবর্ষে সবথেকে শক্তিশালী নৃপতি হলেন জরাসন্ধ, মগধরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বৃহদ্রথের পুত্র। তার একুশ অকোহিনী সৈন্য ও বহু বীর্ষবান সেনাপতি আছে, এবং তার প্রভাপের ভয়ে হোক বা অস্ত্র কারণে হোক, ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজ্যই তার সমর্থনকারী। জরাসন্ধ থাকতে আপনি রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারবেন না, সম্মুখ সমরে তাকে জয় করা সম্ভব মনে করি না। কংস

তার জামাতা ছিল, কংস বধের পরে জরাসন্ধ একবার মথুরা অবরোধ করে আক্রমণ করে, সেবার আমরা অনেকটা দৈবের অত্যাশ্রয়ে জরাসন্ধের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারি; কিন্তু বার বার আক্রমণ করলে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না বিবেচনা করে যাদব নায়কদের মত নিয়ে আমরা পর্বত ও সমুদ্র রক্ষিত দ্বারকায় গিয়ে নিবাস স্থাপন করি। আমার মতে তাকে দমন করার একমাত্র উপায় তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয় ও বধ করা; ভীম, অর্জুন ও আমি যদি তার রাজধানী রাজগৃহে উপস্থিত হয়ে তাকে সঙ্গত কারণ দেখিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করি, তাহলে ক্ষত্রিয় ব্যবহার নীতি অনুসারে যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না; সঙ্গত কারণও আছে, কারণ যে তার সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রতিরোধ চেষ্টাকারী ছিয়ারিজন রাজগৃহকে বন্দী করে কারাগৃহে রেখেছে, তার উদ্দেশ্য যে একশত জন রাজগৃহ বন্দী হলে তাদের সকলকে রক্তের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করে বলি দেবে; যজ্ঞে এককালে নব্বলি হ'ত, কিন্তু এখন তা অধর্ম বিবেচিত হয়; আমরা গিয়ে জরাসন্ধকে বলব, আপনি এই অধর্ম উদ্দেশ্য ত্যাগ করে বন্দী রাজাদের মুক্তি দিন, বিকল্পে আমাদের একজনের সঙ্গে যরণ পণ করে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করুন। এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, আমি জরাসন্ধের প্রতাপ সম্যক না বুঝে রাজস্বয় যজ্ঞের কল্পনা করছিলাম, এখন মনে করছি যে সে কল্পনা ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ হবে। তোমাকে, ভীমকে, অর্জুনকে শক্ররাষ্ট্রে বিপদের মধ্যে সৈন্তবলশূন্যভাবে প্রেরণ করতে আমার মন উঠছে না। কৃষ্ণ, ভীম, অর্জুন তিনজনেই যুধিষ্ঠিরকে উৎসাহবাণী দিলেন; অর্জুন বললেন, আমরা যদি জরাসন্ধ বধ করে আসতে নাও পারি; অন্ততঃ ছিয়ারি জন রাজগৃহের মুক্তির জন্য বিপদবরণ পুণ্য কর্ম হবে। কিছুক্ষণ বিধা করে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের পরিকল্পনা অস্থায়ী কর্মে সম্মতি দিলেন। ভীম ও অর্জুনকে নিয়ে কৃষ্ণ গিরিব্রজ অভিযুক্তবান্ধা আরম্ভ করলেন, গিরিব্রজের তোরণ দ্বার দিয়ে নগরে প্রবেশ না করে যেখানে নগর প্রাচীর পর্বতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সেখানে একটি চৈত্য বা কুরুজের উপর উঠে যেখানে রক্ষিত ভেরী এত জোরে বাজালেন যে ভেরীর চর্ম ছিড়ে গেল। রক্ষীরা শব্দ শুনে ছুটে এল; কৃষ্ণ, ভীম, অর্জুনকে নিরস্ত্র ও স্নাতক বেশ-খারী দেখে তাদের ব্রাহ্মণ মনে করে রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা তাদের আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে কৃষ্ণ বললেন, যাত্রি হ'লে আপনাকে বলব। রাজা তাদের নিয়ে যজ্ঞগৃহে পাহারায় রাখতে বললেন। যাত্রি হলে কৃষ্ণ সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন; নিজেদের পরিচয় দিলেন, এবং বললেন, আপনি ছিয়ারি জন

রাজ্যকে ক্রমের উদ্দেশ্যে বাল দিবার জ্ঞাত বন্দী করে রেখেছেন, তা বর্তমান আর্থিক বিক্রম ও অর্থ ; আপনি হয় তাদের সকলকে মুক্তি দিন, না হয় আমাদের একজনের সঙ্গে মরণ পণ করে যুদ্ধ করুন। জরাসন্ধ বললেন, আপনাদের কথায় আমি আমার সংকল্পচ্যুত হ'ব না, দ্বন্দ্বযুদ্ধই করব, তবে যুদ্ধের ফল অনিশ্চিত ; কাল আমি মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতিকে ডেকে নির্দেশ দিতে চাই যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমার মৃত্যু হলে আমার পুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষেক করবে। কৃষ্ণ বললেন, তাই করুন। পরদিন রাজা জরাসন্ধ মন্ত্রী, সেনাপতি, পুত্র সহদেব প্রভৃতিকে ডেকে পরিস্থিতি জানিয়ে বললেন, দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমার মৃত্যু হলে সহদেবকে যেন রাজ্যে অভিষেক করা হয়। তারপরে প্রস্তুত হয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জ্ঞাত ভীমকে বেছে নিলেন, বহুকণ মল্লযুদ্ধের পরে জরাসন্ধ অবসন্ন হয়ে পড়লেন ও সেই সুযোগে ভীম তাকে বধ করলেন। কৃষ্ণ কারাগার হতে বন্দী রাজাদের মুক্তি দিয়ে বললেন, রাজা যুধিষ্ঠির রাজস্বয় বজ্ঞ করতে ইচ্ছুক, আপনারা সকলে তাঁকে সেই যজ্ঞে সহযোগিতা দেবেন। কৃষ্ণের সম্মুখেই সহদেবকে মগধরাজ্যে অভিষেক করা হ'ল ; সহদেবও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন, এবং কিছু ধনরত্নাদি সহ একখানি রথ কৃষ্ণ ভীম-অর্জুনকে উপঢৌকন দিলেন। সেই রথে কৃষ্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এসে যুধিষ্ঠিরকে ঘটনা জানালেন, বললেন যে এখন আপনার রাজস্বয় বজ্ঞ করাতে বাধা আসবে না। যুধিষ্ঠির বললেন, তোমার বুদ্ধিতেই এটা সম্ভব হ'ল। কৃষ্ণ তারপরে বিদায় নিয়ে দ্বারকা ফিরে গেলেন, যুধিষ্ঠির রাজস্বয় যজ্ঞের প্রস্তুতি আরম্ভ করলেন।

১১. সত্যপর্ব—রাজস্বয় যজ্ঞের জন্য দিগ্‌বিজয়

ও ধনরত্ন সংগ্রহ

কৃষ্ণ চলে গেলে অর্জুন বললেন, আমাদের এবার রাজস্বয় যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট ধনরত্ন সংগ্রহার্থ অভিযান করতে হবে। যুধিষ্ঠির বললেন, শুভকণে তোমরা এক একজন এক একদিক চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হও, ধনরত্ন সংগ্রহ করে বৎসরকাল অশ্রু ফিরে আসবে। অর্জুন উত্তর দিকে অভিযান করলেন—ভীমসেন পূর্বদিকে, সহদেব দক্ষিণ দিকে ও নকুল পশ্চিম দিকে।

ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনী নিয়ে অর্জুন উত্তরদিকে অগ্রসর হলেন,

কুলিন্দগণের দুটি জনপদ তিনি প্রথমে জয় করলেন, স্তম্ভল রাজা তার সেনা নিয়ে অর্জুনের পক্ষে যোগ দিল, তাকে সঙ্গে নিয়ে শাকল দ্বীপ আক্রমণ করে সেখানকার রাজা প্রতিবিদ্যাকে পরাজিত করলেন, শাকল দ্বীপ ছাড়া মণ্ডদ্বীপের রাজগণের সঙ্গেও অর্জুনকে যুদ্ধ করতে হ'ল, তীব্র যুদ্ধে অর্জুন তাদের পরাজিত করলেন। এই রাজ্যগুলি বর্তমান পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও পাকিস্তানি পাঞ্জাবের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বলে মনে হয়, পাঞ্জাব নদী বহুল, দুই নদীর মধ্যস্থিত দেশকেই দ্বীপ বলা হ'ত, পরে দোয়াব নাম হয়। মণ্ডদ্বীপের রাজগণের মধ্যে অনেকে অর্জুনের সঙ্গে মিলে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর আক্রমণ করে ভগদত্তের সম্মুখীন হলেন। মহাভারত যুগে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হিমাচল প্রদেশে বা তার অংশে অবস্থিত ছিল, পৌরাণিক যুগে ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থ কামরূপ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামে পরিচিত হয়েছিল। ভগদত্তও অসাধারণ বীর ছিলেন ও তাঁর কিরাত ও চীন সৈন্য যথেষ্ট ছিল। আটদিন তীব্র যুদ্ধ করে ভগদত্ত শ্রান্ত হয়ে অর্জুনের নিকট নতিস্বীকার করে প্রত্ন করলেন, তেঁয়ার বীরত্ব দেখে সন্তুষ্ট হলাম, তুমি কি চাও? অর্জুন বললেন, আপনি আমার পিতা পাণ্ডুর সখা, আপনাকে আমি আদেশ দিতে পারি না, সুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করেছেন, তাতে বহু দক্ষিণা দিতে হবে, আপনি শ্রীতিভরে কিছু ধনরত্ন দান করে সাহায্য করুন। ভগদত্ত যথেষ্ট ধনরত্ন অর্জুনকে দিলেন। সেখান থেকে উত্তরে গিয়ে অর্জুন অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, উপগিরি নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য হতে কর আদায় করলেন। সেখান থেকে এগিয়ে কুলুত রাজ্য আক্রমণ করলেন, বর্তমানে যা কুলু উপত্যকা, হিমাচল প্রদেশের অংশ। কুলুতের রাজা বৃহস্পতি পরাজয় স্বীকার করে যথেষ্ট কর দিলেন, এবং কুলুতের রাজা হিসাবেই রয়ে গেলেন। কুলুতরাজের সাহায্যে অর্জুন কুলুতের উত্তরস্থ কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য জয় করে কর আদায় করে বিধগধ নামক এক পৌরবরাজ কর্তৃক রক্ষিত দেশ, সম্ভবত, জম্মু, আক্রমণ করলেন, পৌরবরাজের সাহায্যার্থ আগত পার্বত্য মহারথদের জয় করে অর্জুন পৌরব রাজের রাজধানী জয় করলেন, তারপর পর্বতবাসী দস্যুদের পরাভূত করলেন। তারপর কাশ্মীর দেশের উপর অভিযান করে তার নানা প্রদেশস্থ রাজগণকে বশীভূত করে কর আদায় করলেন। পরে অভিসারী নগরী, উয়গানগরী, নিংহপুর, বাহ্লীক দেশ, দরদ ও কাছোজ দেশ জয় করে যথেষ্ট ধনরত্ন পেলেন, নানা জাতীয় অশ্ব, বিচিত্র কমল ইত্যাদিও করের অংশ রূপে লাভ করলেন, তার পরে পূর্বদিকে গিয়ে এনে কিন্নর ও গন্ধর্বদের দেশ জয়

করলেন ; কিন্তুরদের দেশ তিনি উপত্যকা তিস্তসংলগ্ন কিছু আধুনিক উত্তর প্রদেশের অংশ ; গন্ধর্বদের দেশ ভারতের সীমানা থেকে উত্তরে কৈলাস পর্বত, মানস সরোবর পর্যন্ত বিস্তৃত । সে দুটি দেশ থেকে কর নিয়ে তিনি হরিবর্ষে— তিস্ততের মাগভূমিতে—প্রবেশ করতে উচ্চত হলেন । হরিবর্ষের সীমানার বক্ষীদল তাঁকে বলল, এই উচ্চমান-ভূমিতে যাদের ভয় নয়, তারা এখানে বেঁচে থাকতে পারবে না ; তুষারপুষ্প শীতাতিক্রম, কুয়াসা ইত্যাদি বাধা হেতু সম্মুখে কি আছে তা দেখতে পাবেন না, সৈন্যদল হঠাৎ কোন গহ্বরে পড়ে আর উঠতে পারবে না । আপনি কি উদ্দেশ্যে এতদূর এসেছেন ? অর্জুন রাজসূয় যজ্ঞের জন্য ধনরত্ন সংগ্রহের চেষ্টার কথা বললে তারা রেশমী বস্ত্র, বিচিত্র অলঙ্কার ও সুন্দর মৃগচর্ম উপহার দিল, তাই নিয়ে অর্জুন ফিরলেন । সেখান থেকে সমস্ত লব্ধ সম্পদ সাংখ্যানে রক্ষা করে ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে যুধিষ্ঠিরের নিকট সব নিবেদন করলেন ।

ভীম পূর্বদিকে অভিযান করে বহু দেশ জয় করলেন । পাকালরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের কল্পনার কথা শুনে স্বেচ্ছায় ধনরত্ন দিলেন ; চেদিরাজ শিশুপাল ভীমকে সসৈন্য উপস্থিত হতে দেখে অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করে নিজ প্রাসাদে কিছুদিন রাখলেন, তারপর যজ্ঞের জন্য কিছু ধনরত্ন কর হিসাবে দিলেন । বিদেহ, কোসল, উত্তর কোসল, অযোধ্যা, দশার্ণ, কানী ইত্যাদি রাজ্য ভীম যুদ্ধে জয় করে যজ্ঞের জন্য কর নিলেন । জরাসন্ধের মৃত্যুর পরে মগধের সামন্তরাজ দণ্ড ও দণ্ডধর নিজেদের স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণা করেছিল, তাদের পরাজিত করে ভীম কর আদায় করলেন ; রাজগৃহের রাজা সহদেব প্রীতিপূর্বক যজ্ঞের জন্য ধনরত্ন দিলেন । সহদেবের সাহায্য নিয়ে ভীম অঙ্গদেশ আক্রমণ করে কর্ণকে পরাজিত করে যজ্ঞের জন্য কর নিলেন ; নিষাদরাজ ও কিরাত রাজকে পরাজিত করে যজ্ঞের জন্য ধনরত্ন নিলেন ; পরে শূন্স, বঙ্গ, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত ইত্যাদি দেশ জয় করে নিজেদের বীর্যের পরিচয় দিলেন । পুণ্ড্ররাজ বাহুদেব একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন, কৃষ্ণ বাহুদেবের সঙ্গে তিনি স্পর্ধা করে নিজেকে তার সমান বলে প্রচার করলেন, কিন্তু ভীমের কাছে হেরে গিয়ে কর দিলেন । এইভাবে অভিযান শেষ করে বিপুল ধনরত্ন সংগ্রহ করে ভীম ইন্দ্রপ্রস্থে এসে যুধিষ্ঠিরের নিকট সব ধনরত্ন নিবেদন করলেন ।

সহদেব সৈন্যদল নিয়ে দক্ষিণ মুখে যাত্রা করলেন । তিনি শূরসেন রাজ্য, মৎস্ত রাজ্য, অপরা মৎস্তদেশ ও বিদ্যাপর্বতস্থ নিষাদরাজ্য জয় করে কর আদায়

করলেন। কুন্তিভোজে প্রীতিপূর্বক যজ্ঞের জন্তু ধনরত্ন উপহার দিলেন। অবশিষ্ট দেশে বিন্দু অহুবিন্দু তীব্র যুদ্ধ করে পরাজয় স্বীকার করে কর দিল। মাহীশ্মতী আক্রমণ করলে নীলরাজ্যের নৈঋতদলমুঠে অগ্নিপ্রবাহে সহদেবের সৈন্যদল প্রথমে বিপর্যস্ত হল; শুষ্ক তৃণভূমিতে অহুকুল বায়ুপ্রবাহ তীব্র অগ্নিশ্রোত তৈরি করে, তবে তৃণ দহন করে অগ্নি অবশেষে শান্ত হয়। অগ্নি শান্ত হলে সহদেব তার সৈন্যদের উৎসাহ দিয়ে এগিয়ে যান ও জয়লাভ করেন। নীলরাজ কিছু ধনরত্ন কর হিসাবে দেন। ভোজকটরাজ কুম্বী ও বিদর্ভরাজ ভীষ্মক কুষ্মের সঙ্গে পাণ্ডবদের প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বিবেচনা করে খেচ্ছার রাজসূয় যজ্ঞের জন্তু ধনরত্ন উপহার দিলেন। তারপর সহদেব শূর্য্যাক, ভালাকট, দণ্ডক প্রভৃতি অনার্য অধাষিত রাজ্য জয় করে যজ্ঞার্থ কর আদায় করেন; পাণ্ডুরাজ, দ্রাবিড়রাজ, লঙ্কাধিপতি প্রভৃতির কাছে সহদেব দূত পাঠিয়েই যজ্ঞের জন্তু কিছু কিছু কর প্রাপ্ত হন। এইভাবে অভিযান সমাপ্ত করে সহদেব ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে যুধিষ্ঠিরের হস্তে সংগৃহীত ধনরত্ন তুলে দেন।

নকুল অভিযান করেন পশ্চিম দিকে। দক্ষিণ পাঞ্জাবস্থ রোহিতক (বর্তমানে রোহতক) দেশ ও শৈর্য্যাক দেশ (বর্তমানে হিমালয়) তীব্র যুদ্ধে জয় করে তিনি যজ্ঞের জন্তু কর আদায় করলেন। তারপরে শিবি, ত্রিগর্ত, অম্বষ্ঠ, বাটধান প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করে গোধন ও যবধাত্তাদি কর হিসাবে গ্রহণ করলেন। তারপর সিন্ধুকুলস্থ আভীরদের জয় করে কর আদায় করলেন, তারপর উত্তরে গিয়ে উত্তর জ্যোতিষ, দিব্যকটপুর ইত্যাদি জয় করে যথেষ্ট ধনরত্ন পেলেন। আবার দক্ষিণে গিয়ে রামঠ, হারহুণা, প্রভৃতি সৌরাষ্ট্র সন্নিহিতস্থ রাজ্য জয় করলেন, সেখানে অবস্থান করে দ্বারকায় বাহুদেবের নিকট দূত পাঠালেন, কুষ্ম বাহুদেবের কথায় ষাদবগণ কিছু ধনরত্ন যজ্ঞের কর হিসাবে পাঠিয়ে দিল। পরে শাক্য দ্বীপ পার হয়ে ময়ূদেশের রাজধানীতে গেলেন, সেখানে তার মাতুল শল্য তার উদ্দেশ্য জেনে প্রীতিভরে যজ্ঞার্থ ধনরত্ন দিলেন। এইভাবে ধনরত্ন, যব, ধাত্ত, গোবৃথ সংগ্রহ করে নকুল ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরলেন ও লক্ষ সম্পদ যুধিষ্ঠিরের কাছে বুদ্ধিয়ে দিলেন।

১২. সভাপর্ব—রাজসূয় যজ্ঞ ও শিশুপাল বধ

এইভাবে দিগ্‌বিজয় ও অর্থ সংগ্রহ শেষ হলে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞারম্ভের কথা চিন্তা করছেন, এমন সময় কুষ্ম ষাদবকুলের একাধিক নাযক নিয়ে এবং প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞের জন্তু যুধিষ্ঠিরকে সেই ধনরত্ন দান করলেন।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকেই রাজত্বের যজ্ঞে দীক্ষা নেবার কথা বললেন, কৃষ্ণ বললেন, আপনিই সম্রাট হবার উপযুক্ত পাত্র, আপনি যজ্ঞের দীক্ষা নিম্ন। তখন যুধিষ্ঠির রাজত্বের যজ্ঞের যতমান রূপে দীক্ষা নিলেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যজ্ঞের ব্রহ্মা বা প্রধান ঋত্বিক হয়ে হোতা, অধ্বৰ্যু ও উদগাতা রূপে ভিন্ন ভিন্ন ঋত্বিক নিয়োগ করলেন। যুধিষ্ঠির সহদেবকে ও মন্ত্রীদের আদেশ দিলেন, ধৌম্যের পরামর্শমত যজ্ঞের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ যথাসম্ভব দ্রুত সংগ্রহ কর; ইন্দ্রসেন, বিশোক প্রভৃতি সারথীদের যজ্ঞ সন্তার বয়ে আনতে নিযুক্ত কর। যজ্ঞের দিন স্থির করে যুধিষ্ঠিরের আদেশ মত ভারতেব সমস্ত রাজত্ববৃন্দের নিকট যজ্ঞ উপস্থিত হবার আমন্ত্রণ দিয়ে দূত পাঠানো হ'ল; ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, ধার্মাষ্ট্রদের আমন্ত্রণ কবতে নকুল নিজে গেলেন, তাঁরা যথাকালে যজ্ঞের জন্ত কিছু ধনরত্ন উপহার নিয়ে সকলেই উপস্থিত হলেন। সপুত্র জমদগ্নি, শাঘ, প্রাগ, জ্যোতিষপতি ভগদত্ত, পার্বতীয় মহারথ রাজগণ, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, কুন্তিভোজ, ভীষ্মক, ইত্যাদি প্রায় সব বাজন্তই যথাকালে উপস্থিত হলেন। রাজ্যের প্রধান বৈশ্য শৃঙ্গগণকেও যজ্ঞে আমন্ত্রণ দেওয়া হ'ল। সকলের জন্ত পাণ্ডবগণ যথাযোগ্য আবাসস্থান শয্যা ও ভোজনের ব্যবস্থা করলেন।

যজ্ঞ আরম্ভ হবার পূর্বে যজ্ঞ অচ্যুতের নানা কার্যের ভার ভাগ করে দেওয়া হল; যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, দ্রোণ ইত্যাদিকে প্রণাম জানিবে এবং উপস্থিত রাজত্ববর্গ ও ব্রাহ্মণদের অহুমতি নিয়ে কর্ম বিভাগ করে দিলেন—তুশাসনকে দিলেন ভোজ্যপত্রের দ্রব্যের রক্ষা ও পরিবেশনের অধ্যক্ষতা, অশ্বখামাকে দিলেন ব্রাহ্মণদের অভ্যর্থনা করে তাদের নির্দিষ্ট আবাসে পৌঁছে দিয়ে তাদের স্নানসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখবার ভার, সঞ্জয়কে দিলেন রাজগণের অভ্যর্থনা ও দেখাশুনা করবার ভার; কৃপাচার্যকে দিলেন সূর্য্য রজত ইত্যাদি রক্ষার ভার ও দক্ষিণাদানের ভার; তুর্বোধনকে দিলেন রাজত্বদের প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করে তার রক্ষণের ভার; ভীষ্ম দ্রোণের উপর দায়িত্ব দিলেন যে যজ্ঞ অচ্যুতের কর্তব্য অকর্তব্য সম্বন্ধে কথা উঠলে তার মীমাংসা করে দেবেন। কৃষ্ণের উপর যজ্ঞ রক্ষার সর্বদোষস্ত করিতে হ'ত।

যজ্ঞের আরম্ভে উপস্থিত সকল ব্যক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত ব্যক্তিকে অধ্যক্ষানের প্রথা ছিল। ভীষ্মের উপদেশ নিয়ে যুধিষ্ঠির সহদেবকে বললেন,

কৃষ্ণকে অর্ঘ্যদান কর। সহদেব তাই করলেন, কৃষ্ণও অর্ঘ্য গ্রহণ করলেন। তখন শিশুপাল উঠে আপত্তি জানালো, যে কৃষ্ণ অর্ঘ্যদানের যোগ্য পাত্র নয়, তাকে অর্ঘ্যদান করে যজ্ঞকর্তা যুধিষ্ঠির উপস্থিত সকলের অসম্মান করেছেন। যুধিষ্ঠির শিশুপালকে শাস্ত করতে চেষ্টা করলেন, ভীষ্ম বুঝিয়ে বললেন যে কৃষ্ণ বীর হিসাবে, বেদজ্ঞ হিসাবে, সকলের শ্রেষ্ঠ ও সর্বাংশে অর্ঘ্যের উপযুক্ত। শিশুপাল তীব্রভাবে কৃষ্ণের ও ভীষ্মের নিন্দা করল, অবশেষে স্বীয় মতানুবর্তী কয়েকজন বাজাকে নিয়ে যজ্ঞের দ্রব্যাদি নষ্ট করতে আরম্ভ করল। ভীষ্ম তাকে আক্রমণ করতে উত্তত হলেন, কিন্তু ভীষ্ম ভীষ্মকে নিবৃত্ত করে বললেন, শিশুপাল কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বাস করে না, কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করে তার বীর্য পরীক্ষা করুক। তখন শিশুপাল কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করল, যজ্ঞবাটের বহির্দেশে বিস্তৃত ক্ষেত্রে শিশুপাল ও তার অনুবর্তী কয়েকজন রাজা রথে অস্ত্রাদি সজ্জিত করে প্রস্তুত হ'ল। কৃষ্ণও তাঁর রথ সজ্জিত করে নিয়ে তাদের সম্মুখীন হ'লেন, তাঁর তীব্র আক্রমণের ফলে শিশুপালের অনুবর্তী রাজগণ রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করল, শিশুপাল ষণ্মাসাধা যুদ্ধ করে কৃষ্ণের অস্ত্রে নিহত হ'ল।^১ তখন শিশুপালের দেহের সৎকার করা হ'ল, তাঁর পুত্রকে চেদির রাজা বলে অভিষেক করা হ'ল, বিশেষ অতৃষ্ঠানের সময় তখন অবশ্য ছিল না, শিরে মহনসহ জল ঢেলেই অভিষেক সম্পন্ন হ'ল। তারপরে নিবিঁয়ে মহাসমাগোহে যজ্ঞের সব অতৃষ্ঠান নিয়মমত সম্পন্ন করা হ'ল। প্রাপ্ত ধনরত্নের অধিক ভাগ যুধিষ্ঠিরের আদেশ মত ব্রাহ্মণদের ও ঋত্বিকদের দক্ষিণা হিসাবে দিয়ে দেওয়া হ'ল, তাতে ঋত্বিক ও ব্রাহ্মণগণ খুব সন্তোষ প্রকাশ করল, ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ জানাল।

যজ্ঞ সমাপ্তির পরে উপস্থিত রাজগণ যুধিষ্ঠিরকে সত্ৰাট বলে অভিনন্দন করলেন। তারপর স্বদেশে ফিরবার অনুমতি চাইলেন। যুধিষ্ঠির তাদের ধন্যবাদ দিয়ে স্বদেশে ফিরবার অনুমতি দিলেন, তাঁর আদেশে তাঁর ভ্রাতৃগণ, পাণ্ডবপুত্রগণ, মন্ত্রীগণ রাজগণের অনুগমন করলেন, অর্থাৎ কিছুদূর তাদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে সম্মান দেখালেন। অভিমত্যা ও দ্রৌপদী পুত্রগণ পার্বতীর মহারথদের অনুগমন করল—

তখন তারা নিভাস্ত শিল্প নয়; অভিমত্যা অল্পমান ১৮১২ বৎসর বয়স্ক, দ্রৌপদেয়-
গণ ১৭১৮ থেকে ১৩১৪ বৎসর বয়স্ক।

১৩. সভাপর্ব—দ্যুত ও অনুদ্যুত

রাজস্বয় যজ্ঞ সমাপ্তির পরে জ্ঞাতীদের প্রতি সৌহার্দ্য দেখাতে যুধিষ্ঠির
দুর্যোধনকে বয়েকদিন ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে যেতে বললেন। দুর্যোধন শকুনিকে নিয়ে
বয়েকদিনের ভ্রমণ হয়ে গেলেন। যজ্ঞকালেই যুধিষ্ঠিরের সম্পদ ও উপহারের
প্রাচুর্য দেখে দুর্যোধনের মনে ঈর্ষা জেগেছিল, ময় নির্মিত অপূর্ব সভাগৃহ দেখে
এবং ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য দেখে সেই ঈর্ষা আরো প্রবল হয়ে উঠলো,। হস্তিনাপুরে
যিরে যাবার পথে শকুনিকে দুর্যোধন বলে উঠলেন, তুমি চলে যাও, যুধিষ্ঠিরের
তুলনায় হীন ও মরিচক হয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না। তাকে শকুনি বুঝিয়ে
ফিরিয়ে নিয়ে গেল, তাকে বলল যে যুধিষ্ঠিরের সব ঐশ্বর্য আমি দ্যুত ক্রীড়াযোগে
তোমার করায়ত্ত করে দেব, তুমি তোমার পিতাকে বলে যুধিষ্ঠিরকে দ্যুত ক্রীড়ার
জন্ত আমন্ত্রণ কর। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে দুর্যোধন ও শকুনি তাদের উদ্দেশ্য জানালো,
ঐশ্বৰ্যের বিশদভাবে বর্ণনা করল। ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে দ্যুত ক্রীড়ার নিমন্ত্রণ করতে
সম্মত হন নাই; ইতস্ততঃ করছিলেন, দুর্যোধন আত্মহত্যা করবার ভয় দেখিয়ে তার
সম্মতি করালেন। ধৃতরাষ্ট্র বিহ্বরকে ডাকিয়ে বললেন, তুমি ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে
যুধিষ্ঠিরকে দ্যুতক্রীড়ার জন্ত আমন্ত্রণ করে নিয়ে এস। বিহ্বর দ্যুতক্রীড়ার কুখ্যলের
কথা বলতে গেলেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তার আপত্তি অগ্রাহ করে তার আদেশ বলবৎ
রাখলেন। তাই বিহ্বরকে ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে দ্যুতক্রীড়ার আমন্ত্রণ জানাতে
হ'ল। যুধিষ্ঠির বললেন, দ্যুত ক্রীড়ার ফলে বহু অনর্থ হয়। বিহ্বর বললেন,
সেকথা আমি মহারাজকে বলেছিলাম, তবু তিনি আদেশ দিলেন, এখন তুমি যা
ভাল বিবেচনা কর, তাই করতে পার। যুধিষ্ঠির বললেন, দ্যুতে আমন্ত্রিত হয়ে
নিবৃত্ত হওয়া ক্ষত্রিয়দের ধর্ম নয়, অতএব আমি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

ভাতৃগণকে ও জ্ঞীগণকে নিয়ে ও কিছু পরিচারক সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্ঠির হস্তিনা-
পুরে গেলেন। সেখানে কুরুজীগণ দ্রৌপদীর স্ত্রী ও মূল্যবান অলঙ্কার দেখে ঈর্ষা
কাতর হয়ে তার সঙ্গে নির্লিপ্তভাবে কথাবার্তা বলল। পরদিন যুধিষ্ঠির দ্যুত
সভায় উপস্থিত হয়ে বললেন, কার সঙ্গে দ্যুতক্রীড়া করতে হবে? দুর্যোধন

উত্তর দিলেন, আমার মাতুল শকুনি আমার প্রতিনিধি হয়ে দ্যুতক্রীড়া করবে, আমি পণের অর্থের জন্য দায়ী থাকব। যুধিষ্ঠির বললেন, একজনের আহ্বানে দ্যুতক্রীড়া করতে এসে তার প্রতিনিধির সঙ্গে দ্যুতক্রীড়া করা কেমন হবে? শকুনি, তুমি দ্যুতক্রীড়ায় নিপুণ, ছল করে আমাকে পরাজিত কোর না। দ্যুতক্রীড়া থেকে অকপট যুদ্ধ শ্রেষ্ঠ, আর্ঘ্যগণ ছল করে রাজ্য বা অর্থ জয় করতে চান না। শকুনি বললো, তোমার যদি ভয় থাকে, তবে নিবৃত্ত হও। যুধিষ্ঠির বললেন, দ্যুতের আহ্বানে এসে নিবৃত্ত হব না।

তার পরে দ্যুতক্রীড়া আরম্ভ হ'ল। যুধিষ্ঠির বললেন, আমি মহামূল্য মণি মুক্তা খচিত এই সোনার হার পণ করছি, তোমার পণ কি? দুর্বোধন বললেন, আমারও যথেষ্ট মণি মুক্তা সঞ্চয় আছে, তা নিরে গর্ব করি না, তুমি দ্যুতে জয় লাভ করলে তা দেব। প্রতিপণ ঠিক নির্দিষ্ট হ'ল না, কিন্তু ইতিমধ্যে শকুনি পাশার দান ফেলে বলল, এই পণ জিতে নিলাম। দুর্বোধন ও শকুনির আচরণ থেকে অনুমান করা সঙ্গত, যে কোনরকম ছল করে শকুনি পাশার দান ফেলছিল, শকুনি ও দুর্বোধনের জানা ছিল যে কোন দানই যুধিষ্ঠির জিতে পারবেন না।

দ্বিতীয়বার খেলার পূর্বে যুধিষ্ঠির বললেন, সহস্র স্বর্ণমুদ্রা (নিষ্ক) পূর্ণ বহু ভাণ্ড আমার কোবে আছে, তাই পণ করছি। শকুনি পাশার দান ফেলে বলল, তা সব জিতে নিলাম।

তৃতীয় বার খেলার সময় যুধিষ্ঠির বললেন, যে ষ্ট্র-অশ্ব-বাহিত রাজরথে আমরা এসেছি, সেই ব্যাঘ্রচর্মের আন্তরণযুক্ত, সোনার জালের ঝালর যুক্ত রথ, যার মূল্য সহস্র রথের সমান, তাই পণ করছি। শকুনি দুষ্টকোণে পাশার দান ফেলে বলল, তা জিতে নিলাম।

চতুর্থ বার খেলার সময় যুধিষ্ঠির বললেন, আমার সহস্র তরুণী দাসী আছে, তারা সুন্দর বেশ ভূষার সজ্জিত, নৃত্যগীত পারদর্শিনী, সেবা কুশল; আমার সেই ধন পণ করছি। শকুনি কোণে পাশার দান ফেলে বললো, তা জিতে নিলাম।

তার পরে যুধিষ্ঠির ক্রমান্বয়ে (৫) সহস্র সুশিক্ষিত যুবক পরিচারক (৬) সহস্র শিক্ষিত হস্তী, (৭) যুদ্ধরথ সহ বছরখী, (৮) গন্ধর্বরাজ চিত্রবর্ধের (অন্ধারপর্ণের) প্রদত্ত পাঁচশত গন্ধর্বদেশীয় অশ্ব (৯) বাহন সংযুক্ত দশ সহস্র শকট, এবং (১০) চারশত স্বর্ণপূর্ণ তামার বা লোহার ভাণ্ড—পণ করলেন; শকুনি প্রতিটি পণিত দ্রব্য কোণে পাশার দান ফেলে জিত নিল।

এই সময় বিহ্বর ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে দ্যুত ক্রীড়ার অনিষ্টতা, এবং শকুনির ছলনার কথা নিবেদন করলেন ; বললেন সে দুর্বোধনের এই পাপে কুরুকুল ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । ধৃতরাষ্ট্র কোন উত্তর করলেন না, দুর্বোধন বিহ্বরকে ভৎসনা করে চুপ করে থাকতে বলে শকুনিকে বললেন, দ্যুতক্রীড়া চালিয়ে যাও । যুধিষ্ঠিরকে তখন দ্যুতের নেশা পেয়ে বসেছে, তিনি (১১) তাঁর অবশিষ্ট ধন, (১২) তাঁর সব গো, অশ্ব, ছাগ, মেঘের যুথ, (১৩) তাঁর রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ ও রাজ্য, (১৪) রাজপুত্রদের—অর্থাৎ ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেবের—পরিহিত মহার্য বসন ভূষণ রাজি, (১৫) নকুল, এবং (১৬) সহদেবকে পণ করে সব হারলেন ।

তারপর যুধিষ্ঠিরকে স্তব্ধ দেখে শকুনি বিজয় করে বল্ল, তুমি মাদ্রীপুত্রদের পণ রেখে হারালে, কিন্তু তোমার সহোদর অর্জুন ও ভীমকে কখনও পণ রাখতে পারবে না । শুনে যুধিষ্ঠির (১৭) অর্জুনকে, ও (১৮) ভীমকে পণ রেখে কপট দানে হেরে গেলেন । শকুনি বল্ল, তুমি দ্রৌপদীকে পণ কর নাই । যুধিষ্ঠির তখন (১৯) দ্রৌপদীকে পণ করলেন, এবং কপট পাশার দানে হেরে গেলেন । তখন দুর্বোধন, দুঃশাসন, কর্ণ প্রভৃতি হর্ষে মত্তপ্রায় হ'ল, ধৃতরাষ্ট্রও তাঁর হর্ষ গোপন রাখতে পারলেন না ।

দ্রৌপদীকে দ্যুতপণে জয় করে দুর্বোধন উৎফুল্ল হয়ে বিহ্বরকে বললেন, দ্রৌপদীকে সভায় আনো, সে সভাগৃহ ঝাট্টি দিবে পরিষ্কার করে দাসীদের সঙ্গে থাকুক । বিহ্বর বললেন, দ্রৌপদীকে অপমান করলে অত্যন্ত কুফল হবে । দুর্বোধন তখন প্রতিকামী বা সংবাদবাহককে আদেশ দিলেন, তুমি গিয়ে দ্রৌপদীকে সভায় আনো । প্রতিকামী দ্রৌপদীর নিকট গিয়ে জানালো, যুধিষ্ঠির দ্যুতের নেশায় আপনাকে পণ করে হেরেছেন, এখন দুর্বোধন দাসীভাবে কাজ করতে আপনাকে সভায় আসতে বলছেন । দ্রৌপদী বললেন, তুমি গিয়ে জিজ্ঞাসা করে এসো, রাজা পূর্বে আমাকে পণ করেছেন, না পূর্বে নিজেই পণ করেছেন । প্রতিকামী সভায় গিয়ে সে কথা জানালে যুধিষ্ঠির মাথা নীচু করে রইলেন, দুর্বোধন বললেন, দ্রৌপদী সভায় এসে নিজেই সেই প্রশ্ন করুন । প্রতিকামী দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে সে কথা বললে দ্রৌপদী বললেন, ভগবান মানুষকে সুখ ও দুঃখ দেন, কিন্তু ধর্ম ত্যাগ না করলে শান্তি আসে ; তুমি গিয়ে সভাস্থ সদৃশদের জিজ্ঞাসা কর, এস্থলে ধর্ম সঙ্গত কর্ম কি ? প্রতিকামী সভায় গিয়ে সে কথা বললে সদৃশগণ কোন উত্তর দিল না । তা দেখে দুর্বোধন আবার প্রতিকামীকে বললেন, দ্রৌপদীকে সভায়

আনো, সভায় এসে সদস্যদের মত জাহুক। প্রতিকামী ইতস্ততঃ করায় দুর্ধোধন বললেন, প্রতিকামী ভীমকে ভয় পাচ্ছে; দুঃশাসন, তুমি গিয়ে দ্রোপদীকে সভায় আনো। দুঃশাসন রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করে বললো, কৃষ্ণ, তুমি দুর্ধোধন কর্তৃক বিজিত হয়েছ, লজ্জা না করে সভায় এসে তাকে ভজনা কর। কৃষ্ণ তখন কুরুবৃদ্ধদের আশ্রয় নিতে চাইলেন, কিন্তু দুঃশাসন ক্রতপদে অগ্রসর হয়ে কৃষ্ণর চুল ধরে সভায় টেনে নিয়ে গেল। সভায় এসে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুনের দিকে লজ্জা বোঝ ও দুঃখভরে তাকালেন, দেখলেন য তারাও লজ্জিত, ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হয়ে আছে। ইতিমধ্যে দুঃশাসন কৃষ্ণকে সম্মুখে নাড়া দিয়ে হাসতে হাসতে বললো, তুমি দাসী হয়েছ; তাকে কর্ণ, শকুনি, দুর্ধোধন সমর্থন করে হাসতে লাগলো। কৃষ্ণ বললেন, রজস্বলা একবস্ত্রা আমি প্রকাশ্যে বাজসত্য কুরুবৃদ্ধদের সামনে থাকতে চাই না, আমাকে টেনে এনে যে অধর্ম করা হয়েছে, ভীম দ্রোণাদি কি তা বুঝতে পারছেন না? আমি ধর্মতঃ জিতা হয়েছি না অজিতা আছি, তা তাঁরা বিচার করে বলুন। ভীম বললেন, কৃষ্ণ, তুমি যে প্রশ্ন তুলেছ, তুমি ধর্মতঃ জিতা কি অজিতা, সে প্রশ্নের অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজন, মহলা তার উত্তর দেওয়া যায় না। দ্রোপদী ক্রন্দনরুদ্ধ হয়ে বললেন, এই সভায় কুরুবৃদ্ধগণ আছেন, তাঁরা তাঁদের পুত্রদের পুত্রবধূদের শাসন কর্তা, তাঁরা বিচার করে আমার প্রশ্নের উত্তর দিল।

দ্রোপদীর অবস্থা দেখে ভীমের অত্যন্ত রাগ হল, তিনি বললেন, আমাদের রাজগৃহে বহু নষ্ট আছে, তাদের কাউকে আমরা কোনদিন দ্যুতের পণ করি নাই; রাজা যে আমাদের সব ধন ঐশ্বর্য পণ করে নষ্ট করেছেন, তাতে আমার তত দুঃখ নাই; কিন্তু আমাদের সকলের প্রিযা দ্রোপদীকে পণ করে তাকে যে ক্লেশ দিয়েছেন, তা ক্ষমার যোগ্য নয়; সহদেব, তুমি আগুন আনো, রাজার বাহুদ্বয় আজ দহু করব। অর্জুন বললেন, ভীম, আমাদের ধার্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমান কোর না, তিনি নিজের ইচ্ছায় তো দ্যুতক্রীড়া করেন নাই, ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক আহৃত হয়ে দ্যুতক্রীড়া করেছেন। তখন দুর্ধোধনের এক ভ্রাতা বিকর্ণ বললো, সভাসদগণ যে বিচার করে দ্রোপদীর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না, তা অত্যন্ত অশ্রদ্ধায়; আমি আমার মত বলি, দ্যুত একটি বাসন, তাতে লিপ্ত হয়ে লোকে ধর্ম ভুলে যায়; যুধিষ্ঠির দ্যুতক্রীড়ার আহৃত হয়ে দ্যুতের মত্ততায় নিজেকে প্রথমে পণ করে হারলেন, তারপরে পঞ্চ পাণ্ডবের সাধারণ স্ত্রীকে পণ করলেন, নিজে

জিত হয়ে তা করবার তাঁর অধিকার ছিল না। কর্ণ তাকে প্রচণ্ড ধমক দিলেন, বললেন যে জ্ঞানী বুদ্ধগণ যে সমস্তার উত্তর দিতে পারছেন না, বাণ-বুদ্ধি তুমি তাতে কথা বলতে আসো কেন ?

এই বলে কর্ণ দৃশাসনকে বললেন, পাণ্ডবদের ও দ্রোণদীর পশিধেয় বস্ত্র নিয়ে নাও। পাণ্ডবগণ তাঁদের বহুমূল্য বসন, ভূষণ খুলে দিলেন। দৃশাসন দ্রোণদীর বস্ত্রাঞ্চল ধরে টান দিল। দ্রোণদী দৃশাসনকে নিরস্ত হতে বলে কুরুসভায় নিবেদন করলেন, এই দুইলোক আমাকে জোর করে সভায় টেনে এনেছে, এই দুর্বস্থায় পড়ে আমি আমার প্রথম কর্তব্য করতে পারি নাই, এখন আমি আপনাদের সকলকে আমার প্রণাম ও অভিবাদন জানাচ্ছি। এই বলে দ্রোণদী নিজের বসন সম্বৃত করে ভূমিশায়া নিলেন; আর দৃশাসন বলে বললেন, পূর্বে বাইরের কোন লোক আমার বেশ স্পর্শ করলে পাণ্ডবগণ তাকে ক্ষমা করেন নাই, এখন সবার সামনে দৃশাসন আমাকে বেশ আকর্ষণ করে নিয়ে এল, তা দেখেও তাঁরা নিশ্চল আছেন, এ আমারই দুর্ভাগ্য। আমি সতী স্ত্রী, সত্যের মধ্যে অপমানিত হয়েছি, আপনারা কোন কথা বলছেন না, আপনাদের ধর্ম কোথায় ? এখন আপনারা দয়া করে বিচার করে বলুন, আমি ধর্মতঃ জিতা বা অজিতা, দাসী বা অদাসী।

ভীষ্ম বললেন, আমি পূর্বেই বলেছি, এই প্রশ্নে নানা সূক্ষ্ম প্রশ্ন ওঠে, সহুস্তর দেওয়া যায় না। দুর্যোধন বললেন যুধিষ্ঠির ও পাণ্ডব ভ্রাতাগণ প্রশ্নটির উত্তর দিন। কর্ণ বললেন, ধর্মশাস্ত্র মতে ভার্য্যা, পুত্র ও দাস স্বতন্ত্রধনের অধিকারী নয়, তাদের ধনে তাদের প্রভুর অধিকার, এবং পতি জিত হলে তার পত্নীও জিতা হয় : যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, অর্জুন, নকুল, সহদেব সকলেই আমাদের দাস হয়েছে, অতএব কৃষ্ণ তুমিও জিতা হয়েছ, এখন পাণ্ডবদের ছেড়ে ধার্তরাষ্ট্রদের কাউকে ভজনা কর।

তা শুনে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বললেন, কর্ণের দুই কথায় আমি রাগ করতে পারি না। আপনি যদি কৃষ্ণকে দূতের পণ না করতেন, তবে এসব কথা উঠতো না। দুর্যোধন বলে উঠলেন, হে যুধিষ্ঠির, তোমার ভাইরা তোমার বাসনাধীন, তুমিই বল কৃষ্ণ জিতা কি অজিতা। এই কথা বলে দুর্যোধন নিজের বাম উরু অনাবৃত করে কৃষ্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তা দেখে ভীষ্ম গর্জে উঠলেন, এই উরু আমি যদি গদা দিখে না ভাঙ্গি, তবে যেন আমার পিতৃলোকে গতি না হয়। বিহ্বল

বললেন, ধার্তরাষ্ট্রগণ ধর্ম অতিক্রম করে নিজেদের বিপদ উপস্থিত করেছে ; যুধিষ্ঠির অজিত থাকতে যদি কৃষ্ণাকে পণ করে হারতেন, তাহলে কৃষ্ণা জিতা হত, কিন্তু নিজে জিত ও দাস হয়ে তার কোন অধিকার ছিল না কৃষ্ণাকে পণ করতে । হর্ষোধন বললেন, ভীম বা অর্জুন সে কথা বললে মেনে নিতে পারি । অর্জুন বললেন, রাজা যুধিষ্ঠির অজিত থাকতে আমাদের সবার প্রভু ছিলেন, কিন্তু জিত হয়ে দাস হয়ে তিনি কেমন করে আমাদের বা কৃষ্ণার প্রভু থাকতে পারেন ?

সেই সময় ধৃতরাষ্ট্রের যজ্ঞগৃহে ও অগ্নিগৃহ স্থানে অশুভ লক্ষণ দেখা গেল । যজ্ঞগৃহে ঢুকে শৃগালের দল উচ্চ রব করতে লাগলো, বাইরে গর্দভের দল উচ্চস্বরে ডেকে উঠল, নানা অশুভ শব্দক পাখীর ডাকও শোনা গেল । গান্ধারী ও বিদুর গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে অশুভের প্রতিকার করতে বললেন, ধৃতরাষ্ট্র হর্ষোধনকে বললেন, তুমি কুলঙ্গীকে সভায় এনে কুখা বলে অমঙ্গল এনেছ । কৃষ্ণাকে ডেকে বললেন, তুমি পরমা মতী, আমার বধুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তোমাষ আমি বর দিতে ইচ্ছা করি । কৃষ্ণা প্রার্থনা জানালেন, আমার পতি যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেবকে দাসত্ব মুক্ত করে দিন । ধৃতরাষ্ট্র বললেন, তাই হবে । ধৃতরাষ্ট্র আরো বর দিতে চাইলেন, কৃষ্ণা আর কোন বর চাইলেন না, ধৃতরাষ্ট্র স্বতঃ— প্রবৃত্ত হয়ে পাণ্ডবদের রাজ্য রাজধানী ধন সম্পদ সব ফিরিয়ে দিলেন ।

কর্ণ পাণ্ডবদের বিক্রম করবার ইচ্ছা সন্মরণ করতে পারলেন না, বলে উঠলেন যে এ বড় আশ্চর্য যে পাণ্ডবগণের উদ্ধার কর্তা হ'ল তাদের স্ত্রী । ভীম বেগে উঠে বললেন, আমি সব শত্রুকে এখনই ধ্বংস করি । যুধিষ্ঠির তাকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে নিবারণ করলেন, তারপর ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করলেন । ধৃতরাষ্ট্র বললেন, তোমরা নিজ রাজধানীতে ঘিরে গিয়ে যেমন রাজ্য ও ধনসম্পদ ভোগ করছিলে, তাই কর ; দ্যুতে অপমানের কথা ভুলে যাও, ধার্তরাষ্ট্রদের সঙ্গে সৌভাদ্র্য যেন তোমাদের বজায় থাকে । তাই হবে, বলে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণা ও ভীষ্মকে নিয়ে রথে আরোহণ করে ইন্দ্রপ্রস্থের পথে যাত্রা শুরু করলেন ।

ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য সম্পদ সব ফিরিয়ে দিলে হুঃশাসন গিয়ে হর্ষোধন, কর্ণ ও শকুনিকে বলল, বৃদ্ধ রাজার কীর্তি দেখ, তিনি আমাদের সব প্রয়াস নষ্ট করে দিয়েছেন । হর্ষোধন, কর্ণ ও শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে বললেন, রাজসভায় দ্রৌপদীর ও পাণ্ডবদের যে অপমান হয়েছে, তা তাড়া ভুলবে না, সৌভাদ্র্য পূর্বের মত অব্যাহত রাখবার আশা বাতুলতা, পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই আমাদের বিনাশ করবে.

তার থেকে তাদের আবার এনে তাদের রাজ্য দ্যুতক্রীড়ার ছলে আমাদের আয়ত্ত করে নিলে আমরা ধনরত্ন দিয়ে অনেক রাজাকে বশ করে আমাদের পক্ষে আনতে পারবো। ধৃতরাষ্ট্রও যৌকের মাধ্যম পাণ্ডবদের সব কিরিয়ে দিয়ে তার প্রতিক্রিয়া অল্পতব করছিলেন, তিনি পাণ্ডবদের আবার দ্যুতের জন্ত ডাক্তে অল্পমতি দিলেন। যুধিষ্ঠিরের কাছে ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বান আসলে তিনি তাতে সাড়া দিলেন—দ্বিতীয় বার দ্যুতক্রীড়ার আহ্বানে যাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না, দ্যুতের আহ্বানে একবার গেলেই ক্ষত্রিয়দের ধর্মপালন করা হ'ত, তবে বিপৎকালে বুদ্ধিমান ধার্মিক লোকেরও মতিভ্রম হয়। এইবার দ্যুতের পণ হ'ল যে, যে পক্ষ হারবে, তার দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করতে হবে, অজ্ঞাতবাসে প্রকাশ হ'লে আবার দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করতে হবে। শকুনির পাশার দানে যুধিষ্ঠিরের পরাজয় হ'ল। পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী বনবাসের জন্ত প্রস্তুত হলেন অজিন চর্ম ধারণ করে। বিদুরের কথামত কুন্তী বিদুরের গৃহে আশ্রয় নিলেন। পাণ্ডবগণ যুগচর্ম পরিধান করে যাচ্ছেন দেখে দুষ্টশাসন তাদের বিদ্রোপ করতে লাগলো, বলল, তোমাদের ধনসম্পদের বড় গর্ব হয়েছিল, এখন কি হ'ল; দ্রৌপদীকে ডেকে বলল, তোমার এই ক্লীব পতিদের ত্যাগ করে আমাদের মধ্যে কাউকে বরণ কর, তাহলে বনে না গিয়ে সুখে থাকবে। শুনে ভীষ্ম বললেন, তুমি আমাদের মর্মঘাতী কথা বলে যাচ্ছ, যুদ্ধকালে তোমার মর্মচ্ছেদ করব। দুষ্টশাসন “গরু, গরু” বলে পাণ্ডবদের উপহাস করতে লাগলেন, ভীষ্ম আরো ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, যুদ্ধকালে তোর বুক চিরে রক্ত পান করব। অর্জুন বললেন, এসব কথা এখন বলে কি লাভ, তেরো বৎসর কেটে গেলে প্রতিকার করা যাবে। দুর্যোধন ভীষ্মের গতির অন্তকরণ করে তাকে উপহাস করছিলেন। ভীষ্ম বললেন, যুদ্ধকালে দুর্যোধন, দুষ্টশাসন, কর্ণ ও শকুনির রক্ত পৃথিবী রঞ্জিত করবে।

এত বিপর্যয়ের মধ্যেও যুধিষ্ঠির তার ধৈর্য হারালেন না। ধৃতরাষ্ট্র ও অন্ত কুরুক্ষেত্রের নৃমক্ষার ও অভিবাদন করে বললেন, আমবা যাই, আবার যথাসময়ে দেখা হবে।

পাণ্ডবগণ কৃষ্ণা সহ বিদুরের গৃহে গিয়ে কুন্তীর সঙ্গে দেখা করলেন, কুন্তী কৃষ্ণাকে আলিঙ্গন করে বললেন, বৎসে, তুমি শোকে ভেঙ্গে পোড়ো না, তুমি পতির প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য ভাল করে জান, তোমাকে আব কি উপদেশ দেব? তুমি পতিদের বিশেষ করে সহদেবের, ভালো করে দেখাশোনা করবে। পুত্রদের

দিকে তাকিয়ে পাণ্ডু ও মাতঙ্গীর নাম করে চোখের জল ফেলে বললেন, এই দুর্দৈব কেন তোমাদের ভোগ করতে হচ্ছে জানি না; আমারই দুর্ভাগ্য যে তোমাদের এই অবস্থায় দেখছি। যা হোক, তোমরা বনে ধর্ম অবলম্বন করে থেক, ধর্মের জয় শেষ পর্যন্ত হবেই।

১৪. বনপর্ব (আবগ্যক পর্ব)—পাণ্ডবগণের দ্বৈতবনে নিবাস স্থাপন

দ্যুতে পরাজিত পাণ্ডবগণ সশস্ত্র হয়ে কৃষ্ণ সহ হস্তিনাপুরের পথ দিয়ে পদব্রজে গিয়ে প্রধান তোরণদ্বার দিয়ে নির্গত হলেন। তাদের পিছন পিছন হস্তিনাপুর-বাসী ব্রাহ্মণ ও অন্ত্র জাতীয় প্রজাগণ এসে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ প্রভৃতির ব্যবহারের নিন্দা করে তাঁদের সঙ্গে বনে যেতে চাইল। যুধিষ্ঠির তাদের বুঝিয়ে অনেক কষ্টে নিবৃত্ত করে গৃহে ফেরত পাঠালেন। প্রজারা বিদায় নিয়ে চলে গেলে যুধিষ্ঠিরাদি ইন্দ্রসেনাদি সারথি চালিত রথে উঠে ইন্দ্রপ্রস্থ অভিমুখে যাত্রা করলেন। প্রজাদের আচরণের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে প্রজাহরণ করা যেতে পারে। বিদুর বললেন, পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দিন, এবং দুঃশাসন প্রকাশভাবে শ্রোপদী ও ভীষ্মের প্রতি অত্যাচারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুক, তা হলেই প্রজাগণ সন্তুষ্ট হবে। তা শুনে ধৃতরাষ্ট্র সহসা জ্বলু হয়ে উঠে বললেন, তুমি সর্বদাই পাণ্ডবগণের হিত ও আমার পুত্রদের অহিত কামনা কর, তুমি যেখানে খুসী চলে যাও, আমার রাজ্যে থাকবার দরকার নেই। শুনে বিদুর পাণ্ডবদের অনুসরণ করে তাদের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটস্থ বনে মিলিত হলেন, তাদের সঙ্গে কথা আরম্ভ করার অল্পকাল পরেই সঞ্জয় এসে বিদুরকে মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রের অনুতাপ ও আত্মবিস্ময়ের কথা জানাল, বিদুর হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন।

পাণ্ডবগণ “বনবাসায় দীক্ষিত” হয়ে হস্তিনাপুর থেকে বেরিয়েছিলেন, তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থে তাঁদের রাজ-প্রাসাদে না গিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের উপকণ্ঠে এক বনে আশ্রয় নিয়ে রাজ-প্রাসাদে সংবাদ পাঠালেন, সেখান থেকে দ্বারকা, পাকালদেশ, চেদিরাজ্য ও কেকয়দেশে জ্ঞতগামী দূত পাঠিয়ে নিজেদের বিপর্দয়ের কথা জানালেন। প্রাসাদ হতে দীর্ঘকাল বনে বাসের জন্য পাচক, দাস, দাসী, বৎস, সর্বলোক সমস্ত অস্ত্র ও খদ্যৈর যুদ্ধব্যবস্থা, বস্ত্র, প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমস্ত ইত্যাদি আনিতে নিলেন।

অল্প কালের মধ্যে কয়েকজন বৃষ্টিবীরকে নিয়ে কৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু ও কেকয়রাজপুত্রগণ এসে বনে পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। কৃষ্ণ এসে বললেন, যা শুনলাম তাতে হর্ষোদন, দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণ সত্ত্ব বধযোগ্য; আপনাদের ইচ্ছাপ্রসঙ্গে যে শ্রী ও সম্পদ দেখে গিয়েছিলাম, তা ধার্তরাষ্ট্রগণ অত্যাচারে হরণ করেছে; আমার ইচ্ছা বৃষ্টিবীরদের নিয়ে যুদ্ধ করে তাদের শেষ করে দিয়ে আপনাদের রাজ্যশ্রী উদ্ধার করে হিই। যুদ্ধিষ্ঠির কৃষ্ণকে তার গুণভেদে জন্তু সম্বর্ণনা করে বললেন, রাজগণের সাম্মুখে যে সময় বা পণ করেছে, সেটা রক্ষা করতে আমি ধর্মতঃ বাধ্য, তাই দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বর্ষ অজ্ঞাতবাসের পরে যদি প্রয়োজন হয়, যদি ধার্তরাষ্ট্রগণ তাদের সর্বমুখ আমাদের রাজ্য প্রত্যর্পণ না করে; তবে তোমার ও বৃষ্টিবীরদের সাহায্য নেব। ধৃষ্টদ্যুম্নাদি সেই কথায় অহুমোদন করলেন। কৃষ্ণ জানালেন, ইতিমধ্যে তাঁর অতুপস্থিতি কালে সৌভগতি শাশুরাজ দ্বারকা আক্রমণ করে বহু অনিষ্ট করেছিল, তাঁকে শাশুরাজের দেশে গিয়ে তার উপযুক্ত উত্তর দিয়ে আসতে হয়েছে। আগোচনা শেষ করে যুদ্ধিষ্ঠির তাঁর পণ রক্ষার অটল দেখে কৃষ্ণ হস্তদ্রা ও অভিমুখ্যকে নিয়ে বৃষ্টিবীরগণ সহ দ্বারকায় ফিরলেন, সেখানে অভিমুখ্যর শিক্কা সমাপ্তির ব্যবস্থা হ'ল। ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঁচজন দ্রৌপদী-পুত্রকে নিয়ে পাঞ্চাল বাজধানীতে গিয়ে তাদের শিক্কাপূর্তির ব্যবস্থা করলেন। চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু তার বোন কার্ণগুম্বতীকে—নকুলের স্ত্রীকে নিয়ে দেশে ফিরলেন এবং কেকয় রাজপুত্রগণ তাদের বোন সহদেবের স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেল।

তারা চলে গেলে পাণ্ডবগণ যখন দূরে বনের উদ্দেশ্যে যাত্রায় জন্তু প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন ইচ্ছাপ্রসঙ্গের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র প্রজাগণ এসে বলল, আপনার স্থাপিত এই হৃন্দর পুরী, আপনার হৃন্দর সভাগৃহ, আপনাদের ভক্ত প্রজা আমাদের ফেলে আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? পাণ্ডবগণের পক্ষে অর্জুন উত্তর দিলেন, রাজা বনে গিয়ে তপস্তা করে শত্রুদের ধন-মান-যশ জয় করবেন, আপনারা প্রার্থনা করুন সেই উদ্দেশ্য যেন সিদ্ধ হয়। প্রজাগণ ফিরে গেলে যুদ্ধিষ্ঠির অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কোন বনে গিয়ে বাস করি? অর্জুন বললেন, আমার মতে দ্বৈতবন আমাদের দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের উপযুক্ত বন, সেখানে সুপেয় জলপূর্ণ পদ্ম-কলহায় শোভিত হৃন্দর সরোবর আছে, চারদিকে যুগযুগ ও অত্যাশ্রয় পণ্ডপূর্ণ বন বন আছে। যুদ্ধিষ্ঠির দ্বৈতবনে গিয়ে বনবাসের কাল কাটানো অহুমোদন করলেন,

তঁারা প্রত্যেকে তাঁদের নিজস্ব রথে দ্বৈতবন অভিমুখে যাত্রা করলেন, বিশজন ভৃত্য, বথেষ্ট ধনুঃশর, কোদণ্ড, মোর্বা (ধনুঃ জ্যা), অস্ত্রাস্ত্র অস্ত্র, পাণ্ডবভ্রাতাগণের বস্ত্রাদি, রত্ননের সবজাম ও অস্ত্রাস্ত্র প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে তাদের অহুসরণ করল, আর কয়েকটি রথে দ্রোণদীর যাত্রী ও দাসীগণ দ্রোণদীর বস্ত্র-অলঙ্কারাদি ও প্রসাধন দ্রব্যাদি নিয়ে তাদের সঙ্গে চলল। দ্বৈতবনে পৌঁছে সেখানে হৃস্কর সরোবর ও গভীর বন, মধ্যে মধ্যে তপস্বীদের কুটির, দেখে পাণ্ডবগণ খুশী হলেন, এবং পুষ্প ও লতাজাল শোভিত একটি বৃক্ষের নিকটে এসে রথ হতে নামলেন। বনবাসী মুনি ঋষিগণ তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন, তাঁরাও প্রতি অভিবাदन জানালেন। সেই বিরাট বৃক্ষছায়ায় পাণ্ডবগণের ও তাঁদের অহুচরদের জন্ত কুটির প্রস্তুত করা হ'ল, গোশালা অশ্বশালাও প্রস্তুত করা হ'ল। সেখানে যুগ পক্ষী শিকার করে খাদ্য সংগ্রহ করে পাণ্ডবগণ দিন কাটাতে লাগলেন।

বনে বাস আরম্ভ করে কৃষ্ণা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করতে প্রচোদিত করতে লাগলেন। ধার্তরাষ্ট্রগণ ছল করে দূত ক্রীড়ায় জিতেছে বুঝেও তাদের অস্ত্রায় ক্ষমা করে যুধিষ্ঠির অহুদূতের সর্ভ পালন করতে চান, অস্ত্রায়ের প্রতিকার চেষ্টা না করে ত্রয়োদশ বর্ষ রাজ্যহীন অবস্থায় কাটিয়ে দিতে চান, সেই মনোবৃত্তির নিন্দা করে বললেন যে ধর্মশাস্ত্র মতে সর্বদা সকলকে ক্ষমা করা উচিত নয়, সর্বদা সকলের উপর বীরত্ব প্রকাশ করাও উচিত নয়, উপযুক্ত পাত্রে ক্ষমা ও উপযুক্ত অবস্থায় বীরত্ব প্রকাশ করা বর্তব্য, ত্রয়োদশনাড়ি প্রথম থেকে যে ব্যবহার পাণ্ডবদের সঙ্গে করে এসেছে, সেই কথা স্মরণ করে তাদের ছল করে ত্রয়োদশ বর্ষ পাণ্ডবগণের রাজ্য অধিকার কখনও ক্ষমার যোগ্য নয়। যুধিষ্ঠির বললেন যে সত্য সম্পূর্ণভাবে পালন করাই তিনি ধর্ম মনে করেন, তাই তিনি করবেন। ভীম দ্রোণদীর যুক্তির সমর্থন করে কথা বলেন। যুধিষ্ঠির তাকে বুঝান যে কোঁরব পক্ষে অনেক মহাবীর আছে, শুধু ভীম ও অর্জুন তাঁদের সঙ্গে পেরে উঠবেন না; কৃষ্ণকে যুধিষ্ঠিরকে -বলা হয়েছে যে তিনি অহুদূতের সর্ভ পালন করবেন, এখন তাদের আবার সাহায্যার্থ ডাকতে পারেন না। বনবাসের ত্রয়োদশ মাস পূর্ণ হলে ভীম বললেন এক এক মাসকে এক এক বর্ষের প্রতীক ধরে আমাদের ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাস হয়েছে মনে করে রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করা যেতে পারে। যুধিষ্ঠির তাঁকে কাল পর্যায় সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন।

১৫. বনপর্ব : অর্জুনকে ইন্দ্রলোকে গমন

এই সময়, বনে পাণ্ডবগণের ত্রয়োদশ মাস দৈবতবনে কাটলে, কৃষ্ণদৈবাশ্রয় এসে অবস্ৰাণ উপস্থিত হলেন, এবং যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ভূবিষ্মা এবং আরো বহু শ্রেষ্ঠ বীর খার্তব্যইদের পক্ষে আছে, অর্জুন শ্রেষ্ঠতর অস্ত্রবিদ্যা আশ্রয় না করে তাদের জয় করতে পারবে না ; তোমাকে প্রতিশ্রুতিবিদ্যা শিখিয়ে দিচ্ছি, তুমি এই বিদ্যা আশ্রয় করে অর্জুনকে শিখিয়ে দাও, তারপরে তাকে ইন্দ্রলোকে শ্রেষ্ঠ অস্ত্রের জ্ঞান ও অস্ত্রশিক্ষার জ্ঞান প্রেরণ কর ; তাছাড়া এক বনে বহুদিন একাদিক্রমে স্থিতি করা ঠিক নয়, তোমরা অত্র এক বনে গিয়ে এখন বাস আরম্ভ কর। ব্যাসের কথা শুনে পাণ্ডবগণ অমুচরদের নিয়ে দৈবতবন ছেড়ে সরস্বতী নদীর তীরে মরুভূমির নিকটস্থ কাম্যাক বনে গিয়ে স্থিতি করলেন। সেখানে যুধিষ্ঠির কয়েকদিন অভ্যাস করে প্রতিশ্রুতি বিদ্যা আশ্রয় করে অর্জুনকে তা শিখিয়ে দিলেন, তার পরে ব্যাসের নির্দেশ অনুসারে তাকে ইন্দ্রলোকে গিয়ে শ্রেষ্ঠতর অস্ত্র সংগ্রহ করতে ও শ্রেষ্ঠতর অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করে আসতে উপদেশ দিলেন।

ইন্দ্রলোক হিমালয়ের উত্তরে ও উত্তর পশ্চিমে আর্যদের পূর্বনিবাস ; অর্জুন সেখানে যেতে হিমবান্ (হিমালয়) গন্ধমাদন ও ইন্দ্রকীল পর্বত পার হইয়া বান। (৩৭।৪১-৪২)। পুরাণ মতে হিমবানের একদিকে কিম্পুকষবর্ষ বা কিন্নরদের দেশ ; কিন্নরদেশের অংশ এখন সিমলা হতে কিছু দূরে উত্তর প্রদেশের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে চিনি উপত্যকায় বিরাজিত আছে।^১ তার উত্তরে হরিবর্ষ, তিব্বতের মালভূমি। তার উত্তর পশ্চিমে ইলাবৃত বর্ষ, মধ্য এশিয়ায় আর্য নিবাস ছিল, যেখানে সমরখন্দ, বোখারা ইত্যাদি এখন অবস্থিত মনে হয় সেটাই ইন্দ্রলোক ; সেখানকার আর্য অধিপতি ইন্দ্র নামে পরিচিত হতেন। সেখান থেকে আর্যদের এক শাখা ভারতে আসেন। ভারতে এসে আর্যদের কথিত ভাষা কিছু পরিবর্তিত হয়েছিল ; মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত মূল আর্যভাষাকে প্রতিশ্রুতি বিদ্যা বলা হয়েছে। সেখানে অস্ত্রশিক্ষার জ্ঞান বা অত্র কোন কাজের জ্ঞান গেলে সেখানকার

১। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত “মণিমাহেশ্বর” তৃতীয় সন্দর্ভ, কিন্নর-দেশ, দ্রষ্টব্য। রাহুল সংকৃত্যায়ণের “কিন্নর দেশে” গ্রন্থেও কিন্নর দেশের ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণিত আছে।

ভাষা জানা প্রয়োজন। কৃষ্ণদৈপায়ন দেশ হতে দেশান্তরে ভ্রমণ করতেন, তাঁর মধ্য এশিয়ার ভাষা জানা ছিল, সেই ভাষার জ্ঞানই প্রতিশ্রুতি বিত্তা। যুধিষ্ঠির ভাষা শীঘ্র আয়ত্ত করতে পারতেন, যথা হস্তিনাপুরে থাকাকালে তিনি স্লেচ্ছ ভাষা শিখেছিলেন, যা তাঁর ভ্রাতৃগণ শেখে নাই। এই জগতই সম্ভবতঃ ব্যাস অজু'নকে প্রতিশ্রুতি বিত্তা নিজে না শিখিয়ে যুধিষ্ঠিরকে শিখিয়ে চলে গেলেন, যুধিষ্ঠিরের নিকট হতে অজু'নও শিখে নিলেন, দুজনে সেই ভাষার কথা বললে শীঘ্র আয়ত্ত করা সম্ভব। এই বিত্তা শিখে অজু'ন ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণার নিকট হতে বিদ্যায় নিয়ে উত্তরে যাত্রা আরম্ভ করলেন।

পথে কিরাতদলপতি একজনের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়; হিমালয় অঞ্চলে কিরাতদের বাস ছিল, রাজা ভগদত্তের সৈন্যদলের মধ্যে কিরাতবাহিনী ছিল বলে বর্ণিত হয়েছে। অজু'ন একটি বরাহ লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করে সেটিকে পাত্তিত করেন, অন্তরিক থেকে কিরাতদলপতি লোকজনসহ এসেছিলেন, তিনিও বরাহটি লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করেন। বরাহটি কার শিকার হ'ল, কে পাবে, তা নিয়ে অজু'ন ও কিরাত নেতার মধ্যে বিবাদ বাধে, দুজনেই বলেন, আমি আগে লক্ষ্য করে তাঁর ছুঁড়েছি। এইভাবে কথা কাটাকাটি থেকে তাদের যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল; অজু'ন মনে করেছিলেন যে সহজেই তিনি কিরাত নেতার উপর জয়লাভ করবেন, কিন্তু কিরাত নেতা অজু'নের সব বাণ যেন সহজেই কেটে দিলেন, তাঁর ক্ষিপ্রকারিতা ও ধনুর্বিজ্ঞাপটুতা দেখে অজু'ন আশ্চর্য হয়ে গেলেন। অজু'ন যত বাণ ছোঁড়েন, সবই কিরাত নেতা কেটে কেলে। অজু'নও কিরাতনেতা নিক্ষিপ্ত সব বাণ অধিপথেই কেটে দেন। এইভাবে অজু'নের বাণ ফুরিয়ে গেল, তখন অজু'ন বাহযুদ্ধ আরম্ভ করলেন, কিন্তু বাহযুদ্ধেও কিরাতনেতা পটু, বহুক্ষণ চেষ্টার পরে অজু'ন বিপর হয়ে পরাজয় স্বীকার করলেন। কিরাতনেতা অজু'নের অস্ত্রশিক্ষা ও বাহযুদ্ধ কৌশল দেখে প্রীত হয়েছিলেন, তিনি অজু'নকে আশ্বাস দিয়ে বন্ধুভাবে গ্রহণ করলেন, এবং অজু'নকে কিরাতদের ধনুর্বিজ্ঞা কৌশল শিখিয়ে দিলেন। কিরাতগণ প্রাক্-আর্য সভ্যতার ধারক বাহকদের মত পশুপাতি শিবের উপাসক ও ধনুর্বিজ্ঞায় কুশল ছিল, কথিত আছে যে শিব তাঁর প্রেষ্ঠ ধনুর্বিজ্ঞা দিয়ে যজ্ঞকারী আর্যদের বিব্রত করেছিলেন। অজু'ন ইলাবৃতবর্ষে অস্ত্রশিক্ষার জ্ঞান যাবেন জেনে কিরাতনেতা তাঁর যাত্রার সুবিধা করে দিলেন। কিরাত দেশের মধ্য দিয়ে সার্ববাহদল তাদের ভ্রমাস্ত্র নিয়ে ইলাবৃত বর্ষ ও ভারতবর্ষের মধ্যে যাত্রায়

করত, কিবাতনেতা একটি ইলারুতবর্ষগামী সার্থবাহ দলের নেতার সঙ্গে অর্জুনের পরিচয় করে দিলেন। তাকে অভিবাদন জানিয়ে অর্জুন সার্থবাহদলের সঙ্গে ইলারুতবর্ষ বা ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হলেন।

ইলারুতবর্ষে তখন আর্যদের সমৃদ্ধির যুগ, অর্জুন সেখানকার রাজার সভায় গিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন এবং আগমনের উদ্দেশ্য জানানেন, বললেন যে তিনি ইন্দ্ররাজের সেনানীদের সঙ্গে কাজ করে উন্নত যুদ্ধ কৌশল ও অস্ত্রচালনা শিখতে চান। ইন্দ্র ভারতের কুরুবংশের গৌরবের কথা জানতেন অর্জুনকে কুরুরাজবংশের পুত্র জেনে তাকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন, এবং তার প্রার্থনা মত সেনানীদের মধ্যে তাকে স্থান দিলেন; বললেন, তুমি এখানকার অস্ত্রবিদ্যা পাঁচ বৎসর অভ্যাস করে আয়ত্ত কর, তারপরে গুরুদক্ষিণা দিয়ে দেশে ফিরতে পারবে। অর্জুন ইন্দ্রলোকের দক্ষ সেনানীদের নিকট হতে নূতন কৌশল যা দেখলেন তা শিখে নিলেন ও তাদের সঙ্গে অস্ত্রচালনা অভ্যাস করে যেতে লাগলেন। সেই সঙ্গে গন্ধর্ব চিত্রসেনের সাহায্যে ইন্দ্রলোকের নৃত্যগীত আয়ত্ত করতে লাগলেন ও পঞ্চবর্ষে বেশ পটুতা লাভ করলেন। অস্ত্রশিক্ষা শেষ হলে ইন্দ্রের নির্দেশে নিবাত-কবচ নামক অস্ত্ররদের বিরুদ্ধে অভিযান করে সেই ইন্দ্রলোকের বিরকারী অস্ত্ররদের প্রায় ধ্বংস করে ফেললেন। তারপরে অর্জুন দেশে ফিরবার অহুমতি পেলেন। ইন্দ্রলোকের কিছু কিছু বিশিষ্ট অস্ত্র তিনি ইন্দ্রের অহুমতিতে সঙ্গে নিয়ে আবার সার্থবাহ দলের সঙ্গে দেশে ফিরলেন। এই মধ্য এশিয়ার আর্য নিবাস ইন্দ্রলোক ও দেবলোক স্বর্গ সম্পূর্ণ পৃথক, মধ্য এশিয়ায় সত্যই সমৃদ্ধ আর্যনিবাস ছিল, দেবলোক স্বর্গ কল্পনা বা সত্য তা কেউ বলতে পারে না।

১৬. বনপর্ব—পাণ্ডবগণের তীর্থযাত্রা

কাম্যক বন থেকে অর্জুন অস্ত্রশিক্ষার জন্ত যাত্রা করে গেলে যুধিষ্ঠিরাদি চার ভ্রাতার ও কৃষ্ণার আর সেখানে থাকতে ইচ্ছা হল না। তাঁরা স্থির করলেন অস্ত্র কোথাও গিয়ে অর্জুনের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করবেন, বা তীর্থভ্রমণ করে চিত্ত বিনোদন করবেন। এই সময় তাঁরা লোমশ নামক একজন বহুতীর্থাভিজ্ঞ ঋষির সাহায্য পান। লোমশ ঋষি কাম্যক বনে আসেন ও যুধিষ্ঠিরাদি তাঁকে সাগ্রহে অভ্যর্থনা করেন। যুধিষ্ঠিরাদি তীর্থভ্রমণ করতে চান জেনে ঋষি বললেন, আমি যদিও সব তীর্থ ঘুরেছি তোমাদের পথ প্রদর্শক হয়ে আর একবার যেতে পারি। তিনি

প্রথম উপদেশ দিলেন, মহারাজ, ভ্রমণ করত হলে লঘুভার হতে হবে। বহু ব্রাহ্মণ পাণ্ডবগণের পাচক ও পরিচারকবৃন্দসহ বনে বাসের স্বযোগ নিয়ে সেখানে এসে ভোজনের জন্ত তাদের উপর নির্ভরশীল হয়েছিল। যুধিষ্ঠির আদেশ দিলেন, ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ যারা আমাদের আশ্রয় করেছেন, যারা পথশ্রম, ক্ষুৎপিপাসা, শীতাতপ ইত্যাদি কষ্ট সহ করতে পারবেন না, যারা নানারকম মাংস ও মিষ্টান্ন ভোজের অভিলাষী, তারা সকলে ফিরে যান, তারা হস্তিনাপুরে গিয়ে রাজা যতরাষ্ট্রের বা পাঞ্চাল নগরে গিয়ে রাজা দ্রুপদের আশ্রয় নিতে পারেন। সেই আদেশ মত অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ফিরে গেল, অল্প কয়েকজন তীর্থযাত্রার কষ্ট সহ করতে পারবে বলে রয়ে গেল। ইন্দ্রসেনাদি সারথি, রথ, অশ্ব, পাচক ও পরিচারকগণকে এবং দ্রোণদীর খাজী দাসীদের যুধিষ্ঠির সঙ্গে নিলেন; সকলে ভিন্ন ভিন্ন রথে উঠলে যাত্রা স্বরূপ করা হল, স্থানে স্থানে যাত্রা বন্ধ করে নিত্য কর্ম, ভোজন ও শয়নের ব্যবস্থা করা হত। যুধিষ্ঠিরাদি লোমশ ঋষির নির্দেশ মত প্রথমে নৈমিষারণ্য পার হবে গোমতী নদীর তীরে তীর্থস্নান ও দেবপিতৃগণের উদ্দেশ্যে তর্পন করেন। পরে কন্যা-তীর্থ, অশ্ব-তীর্থ, গো-তীর্থ হয়ে কালকোটি ও বিবপ্রস্থ নামক পর্বতে উঠে সেখানে একদিন কাটালেন। তারপর বাহদা নদীতে স্নান করে গঙ্গা-সমুদ্র সঙ্গমে স্নান ও তর্পণ করলেন। সেখান থেকে যাত্রা করে গয় রাজর্ষির পুণ্যভূমিতে গিয়ে গয়শির পর্বত, মহানদীর বেতসলতা শোভিত নিব্বার-ধারা ও পবিত্রকট পর্বত দেখলেন। সেখান থেকে গিয়ে ব্রহ্মসর নামক সরোবরের তীরে তাঁরা কিছুকালের জন্ত বাস করলেন; সেখানে অগস্ত্য ঋষি দেহত্যাগ করেছিলেন—লোমশ ঋষির উপদেশ মত যুধিষ্ঠির সেখানে চাতুর্মাস্ত যজ্ঞের অহুষ্ঠান করলেন, তাই চার মাংস সেখানে থাকতে হল। সেখান থেকে তাঁরা গেলেন মণিমতী নগরে অগস্ত্যের আশ্রমে, মণিমতী পুরী ইবল-বাতাপি নামক অশ্রবরয়ের অশ্বীন ছিল, সেখানে অগস্ত্য ঋষি বাতাপি নামক অশ্রবকে নিধন করে ইবলের নিকট হতে বহু ধনবস্তু আদায় করেছিলেন। সেখানে যুধিষ্ঠিরাদি লোমশ ঋষির নিকট অগস্ত্য-লোপামুদ্রার কাহিনী শুনলেন। সেখান থেকে তীর্থযাত্রীগণ ভাগীরথী তীরে গেলেন এবং ভাগীরথীতে অবগাহন স্নান করে তৃপ্তি পেলেন। সেখানে লোমশ ঋষি এই কাহিনী শোনালেন—যথা অগস্ত্যের সমুদ্র পান, সগর রাজার পুত্রগণের কপিল মুনির শাপে ভস্ম হওয়া, সগরপৌত্র অংগুমান কর্তৃক যজ্ঞীয় অশ্বের উদ্ধার এবং অংগুমান পৌত্র ভাগীরথ কর্তৃক গঙ্গাবতরণ সাধন ও ভাগীরথীর প্রবাহ কপিল-

মুনির আশ্রমের নিকট দিঘে নিয়ে গিয়ে ভস্মমাংকৃত সগর পুত্রগণের সদগতি প্রাপ্তিকরণ।

গঙ্গানদী হতে যাত্রা করে যাত্রীদল হেমকুট পর্বত পার হয়ে কোশিকী নদীর তীরে পৌঁছলেন। সেখানে রাজা লোমপাদের রাজ্য ছিল, লোমপাদ কিভাবে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনিয়ে তাকে দিঘে যজ্ঞ করিবে অনাবৃষ্টি শুষ্ক দেশে ধারাবর্ষণ আনলেন, সেই কাহিনী লোমশ ঋষি সবিস্তারে বল্লেন। সেখান থেকে ধীরে ধীরে তীর্থযাত্রীদল গঙ্গাসাগর সঙ্গমে গিষে স্নান করলেন। তারপর সমুদ্রের তীর ধরে অগ্রসর হয়ে বলিঙ্গ দেশে বৈতরণী নদীর তীরে এলেন। সেই নদীতে যুধিষ্ঠির আবার স্নান ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তর্পন করলেন, সাগরতীরে পৌঁছে সমুদ্রেও অবগাহন স্নান করলেন। তারপর সকলে মহেন্দ্র পর্বতে গেলেন। মহেন্দ্র পর্বত মহানদী ও গোদাবরী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী পূর্বঘাট পর্বতমালার অংশ; জনশ্রুতিমতে মহেন্দ্র পর্বতে পরশুরামের জীবনের শেষভাগ কেটেছিল। সেখানে একরাত্রি বাস করে আরো দক্ষিণে সমুদ্র উপকূল ঘেঁষে চলে, গোদাবরী সমুদ্র সঙ্গমে পৌঁছে সকলে স্নান করলেন। গোদাবরী নদী পার হয়ে যুধিষ্ঠিরাদি ত্রাবিড় রাজ্যের মধ্য দিঘে সমুদ্রকূলের কাছ দিঘে যেতে যেতে বহু সাগর তীর্থ দেখলেন, অবশেষে শূর্য্যারক তীর্থে উৎসাহিত হলেন। সেখানে সমুদ্রের এক বাহু অতিক্রম করে তাঁরা একটি সুন্দর অরণ্য শোভিত দ্বীপে গেলেন, সেখানে অনেক যজ্ঞবেদী দেখলেন, লোক প্রবাদ মতে দেবগণ সেখানে যজ্ঞ করেছিলেন। শূর্য্যারক তীর্থে ফিরে সেখান থেকে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে যাত্রা করে পথে অনেক তীর্থ দেখে তাঁরা অবশেষে প্রভাস তীর্থে উপনীত হলেন।

প্রভাসে যুধিষ্ঠিরাদি এসেছেন জেনে বলরাম, কৃষ্ণ, সাত্যকি প্রভৃতি বৃষ্ণিগণ এসে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বলরাম বল্লেন, বনবাসে যুধিষ্ঠিরাদির ক্লেশ ও হস্তিনাপুরে দুর্বোধনাদির সমৃদ্ধি দেখে লোকের মনে হতে পারে যে ধর্মপথে চললেই যে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, সে ধারণা ভুল। সাত্যকি বলেন, যুধিষ্ঠিরাদির ক্লেশের কথা বলে মৌখিক সহানুভূতি না দেখিয়ে আমরা অভিযান করে পাণ্ডবদের রাজ্য উদ্ধার করে দিতে পারি, যুধিষ্ঠির যদি তার বনবাস অজ্ঞাতবাসের পণ পূর্ণ করতে চান, তাহলে অভিমত্যাগে ইন্দ্রহৃৎসব রাজ্যভার দিতে পারি, সেই এখন রাজ্যভার নেবার উপযুক্ত হয়েছে; ধর্মরাজ তার পণ পূর্ণ করলে অভিমত্য তাঁকে রাজ্য ছেড়ে দেবে। কৃষ্ণ বল্লেন, রাজ্য উদ্ধার করতে

পাণ্ডবগণই সমর্থ, তা যখন পণের স্তূপ পালন না করে তাঁরা করতে চান না, তখন আমাদের এখন কিছু করণীয় নাই, সময় পালন হয়ে গেলে যদি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রাজ্য ফিরিয়ে না দেয়, তবে আমরা প্রয়োজনমত পাণ্ডবদের সাহায্য করব। যুধিষ্ঠির বললেন, কৃষ্ণই ঠিক কথা বলেছেন; শাত্যকিকে ধনুর্বাদ দিবে বললেন, সময় পালন করে আমরা তোমার সাহায্য নেব। বৃষ্ণিগণ বিদায় নিয়ে গেলে যুধিষ্ঠিরাদি প্রভাস তীর্থে স্নান তর্পণ করে সেখান থেকে বিদূর্ত রাজ্য স্থিত পয়োক্ষী নদী তীর্থে গেলেন। সেখানে নৃগ রাজা সোমযজ্ঞ করে ইন্দ্রকে তুষ্ট করেছিলেন, এই জনশ্রুতি আছে। পয়োক্ষী নদীতে স্নান করে যুধিষ্ঠিরাদি আবার যাত্রা করে বৈদূর্ঘ্য পর্বত ও নর্মদা নদী দেখলেন। লোমশ ঋষি বললেন, এখানে শর্বাতি রাজার রাজ্য ছিল, তাঁর কন্যা শকুন্তাকে ভৃগুবংশীয় চ্যবন ঋষি বিবাহ করেন, বৃদ্ধ চ্যবনঋষি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ভেষজের গুণে যৌবন প্রাপ্ত হ'ন, এবং ইন্দ্রের বোম অগ্রাহ্য করে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে যজ্ঞে সোমরশ্মির ভাগী করে দেন। সেখান থেকে তীর্থযাত্রীগণ পুষ্কর তীর্থে যান, পুষ্কর সরোবরের পার্শ্বস্থিত আর্চীক পর্বতের তিনটি শৃঙ্গ ও তিনটি প্রস্তম্ব দেখলেন, সেগুলি পরিক্রমা করে তাঁরা পুষ্করতীর্থে স্নান করলেন। সেখান থেকে সকলে যমুনা নদীর তীরে গেলেন, মাদ্রাতা রাজা ও সোমক রাজা যমুনা তীরে যেখানে ভিন্ন ভিন্ন কালে যজ্ঞ করেছিলেন, সেই স্থান লোমশ ঋষি দেখিয়ে দিলেন, এবং সকলকে মাদ্রাতার উপাখ্যান শোনালেন, সোমক রাজার কাহিনীও শোনালেন, যিনি ঋষিকের কথার একমাত্র পুত্র জন্তকে যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করেছিলেন। সেখানে ছয় রাত্রি বাস করে তীর্থ যাত্রীদল যমুনা তীরস্থ প্রস্রাবতরণ তীর্থে যান, সেই তীর্থকে স্বর্গের দ্বার বলা হত; সেখানে পাণ্ডব ভ্রাতাগণ কৃষ্ণ সহ স্নান করে পুত হলেন।

তারপর সরস্বতী নদী যেখানে মরুস্থলে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, সেখানে লোমশ ঋষি সবাইকে নিয়ে গেলেন, সে স্থানের নাম বিনশন। সেখান থেকে বিপাশা ও বিতস্তা নদীদ্বয় পার হয়ে যমুনার দুটি উপনদী—জলা ও উপজলা—দেখিয়ে লোমশ ঋষি বললেন যে এখানে শিবি রাজার রাজ্য ছিল, শিবিরাজ উদীনর যজ্ঞ করে ইন্দ্র সম হয়ে উঠেছিলেন; ইন্দ্র শোন হয়ে ও অগ্নি কপোত হয়ে উদীনর রাজার আশ্রিত বাৎসল্যের পরীক্ষা করেন, কপোতকে বাঁচাতে উদীনর নিজদেহমাংস দিয়ে কপোতের সমান ভাব না করতে পেরে নিজেই ভুগাদেও উঠে পড়লেন, তখন ইন্দ্র অগ্নি হাওয়া প্রকাশ করে তাঁর প্রশংসা করল, কিন্তু ফলে উদীনর স্বর্গে গেলেন, অর্ধাৎ প্রাণত্যাগ করলেন।

তারপরে যুধিষ্ঠিরাদিকে নিয়ে লোমশ ঋষি হিমালয়ের পথে অগ্রসর হলেন। গঙ্গাধারে এসে যুধিষ্ঠির লোমশের উপদেশমত গঙ্গাস্তব করলেন, তারপর দুর্গম পথে যেতে হবে জেনে যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন, তুমি কৃষ্ণাকে ও আর সকলকে নিয়ে এখানেই অপেক্ষা কর, নকুল ও আমি লোমশ ঋষিসহ গঙ্কমাদন কৈলাস ইত্যাদি দেখে আসি। ভীম সে প্রস্তাবে সন্মত হলেন না, কৃষ্ণাও বললেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলল, আমি পদব্রজে পর্বত আরোহণ করতে পারব। সেই সময় পুলিন্দাধিপতি রাজা সুবাহ গঙ্গ ও অশ্বারোহী কিরাত ও পুলিন্দ সেনা নিয়ে উপস্থিত হলেন, যুধিষ্ঠির ভীমাদির পরিচয় জেনে তাদের সাদর অভ্যর্থনা করলেন। সেই দিন ও রাত্রি তাঁরা রাজা সুবাহর আতিথ্য গ্রহণ করলেন, তারপরে নিজেদের সব অশ্ব, রথ, সারথি, পাচক, অস্ত্রচর, ধাত্রী ও দাসী, গাভী ও গোরক্ষীদের সুবাহ রাজার কাছে ত্রস্ত করে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণা, ধোম্য ও লোমশ ঋষি হুচারজন ব্রাহ্মণসহ পদব্রজে হিমালয়ের পথে যাত্রা আরম্ভ করলেন।

পর্বত আরোহণ করতে আরম্ভ করবার সময় যুধিষ্ঠির বললেন, অর্জুনকে অনেকদিন না দেখে আমাদের সবারই মন খাবাপ আছে, তাকে শীঘ্র দেখতে পাবো আশা করে আমরা ইন্দ্রলোকের দ্বারভূত গঙ্কমাদন পর্বতে উঠতে যাচ্ছি; পর্বতে উঠবার সময় খুব সতর্ক হয়ে উঠতে হবে, সন্মত ভাবে চারদিকে দৃষ্টি রেখে না উঠলে এখানে বিপদ হতে পারে; গঙ্কমাদন পর্বতে বদরী বিশাল ও নরনারায়ণাশ্রম অবস্থিত,^১ এবং সেখানে গন্ধর্ব-ব্রাহ্মসেবিত কুবেরের সুন্দর পদ্য সরোবর আছে। বীরগণ অসিচর্ম ধর্ষ্যণ সজ্জিত হয়ে যাত্রা আরম্ভ করলেন, এবং সুন্দর বৃক্ষলতা বর্ণা যুগপক্ষী দেখে তারা আনন্দিত মনে অগ্রসর হতে লাগলেন। এইভাবে তাঁরা কিন্নর গন্ধর্ব অধ্যুষিত গঙ্কমাদন পর্বতে পৌঁছালেন। কিন্তু গঙ্কমাদন পর্বতে উঠতে আরম্ভ করেই তাঁরা তীব্র শীতল বাতাস পেলেন, তা অল্পকাল মধ্যে ঝঞ্ঝাবাতে পরিণত হল, বৃক্ষের শাখা ভেঙ্গে পড়তে থাকলো, বাতাসে ধূলি কঁাকর উড়িয়ে সকলকে অতিষ্ঠ করে তুললো। ভাব করে পথ দেখতে না পেয়ে এবং ঝড়ের তাড়নায় বিব্রত বোধ করে যাত্রীগণ

১। যাত্রার বিবরণ হতে দেখা যাবে যে গঙ্কমাদন পর্বতের পথে বদরী-বিশাল, গঙ্কমাদন পর্বতে নয়।

পথ পার্বত্ব বড় বড় বৃক্ষের কাণ্ড আঁকড়ে ধরে নিজেদের সামলে রাখবার চেষ্টা করলেন, ভীম কৃষ্ণকে এক হাতে জড়িয়ে অগ্নি হাতে একটি বৃক্ষের কাণ্ড আশ্রয় করলেন। ঝড় কমে আসলে জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল, মধ্যে মধ্যে শিলাবর্ষণও হ'ল, সকলে ভিজে গেলেন। জলের ধারা পথে প্রবাহ সৃষ্টি করে যাত্রীদের আরো বিপন্ন করে তুলল। অবশেষে বর্ষণ শেষ হ'ল, জলের প্রবাহ তার কিছু পরে বন্ধ হ'ল, সূর্য আবার দেখা গেল। তখন যাত্রীদল আবার চলতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু সেই অবস্থায় এক ক্রোশ অগ্রসর হলে কৃষ্ণ মুচ্ছিতা হয়ে পড়ে গেলেন। নকুল তা প্রথমে দেখে গিয়ে কৃষ্ণকে ধরলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে ডেকে কৃষ্ণের অবস্থা জানালেন। তখন ধর্ম্য এসে শাস্তিমন্ত্র জপ করলেন, পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের দেহে হাত বুলিয়ে মুখে বাতাস করে তার চেতনা ফিরিয়ে আনলেন। জ্ঞান হলে যুগচর্য বিছিয়ে তাকে শুতে দিয়ে বিশ্রাম করতে বলা হ'ল। যুধিষ্ঠির বললেন, ক্রমে পার্বত্য পথ আরো কঠিন হবে, তুষারাবৃত দেশ ও আসবে, কৃষ্ণ কেমন করে সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করে চলবে? ভীম বললেন, প্রয়োজনমত আমি তাকে বহন করে নিতে পারি, কিন্তু অগ্নি কাউকে যদি বহন করতে হয়, তা হলে আমার পুত্র ঘটোৎকচকে সংবাদ দিতে পারি, যে কয়েকজন বলবান রাক্ষস অহুচর নিয়ে এসে আমাদের সাহায্য করতে পারবে, কৃষ্ণকে বা প্রয়োজনমত অগ্নিদের বহন করতে পারবে। ঘটোৎকচকে সংবাদ দেওয়াই স্থির করে সহদেবকে সংবাদ দিতে প্রেরণ করা হ'ল; সহদেব পুলিন্দ রাজ্যে গিয়ে রথ নিয়ে ঘটোৎকচের অরণ্য রাজ্যে গিয়ে সংবাদ দিলেন, ঘটোৎকচ কয়েকজন বলবান রাক্ষস অহুচর নিয়ে সুবাহুর রাজ্যে রথটি রেখে উপরে উঠে এলেন। ইতিমধ্যে বাকী যাত্রীদল কয়েকটি কাছাকাছি গুহা খুঁজে নিয়ে তাতে আশ্রয় নিলেন। যদিও বৈশম্পায়নের মহাভারতে সে কথা নাই, তবু অনুমান করা যায় যে যুধিষ্ঠির যখন একটি অহুষ্ঠান করে ভীম ও হিড়িম্বার বৈধ মিলনের পথ করে দিয়েছিলেন, তখন পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে হিড়িম্বা ও ঘটোৎকচকে উপেক্ষা করেন নাই, তাদের রাজভবনে এনে ঘটোৎকচকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, না করলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বেই ঘটোৎকচ আর্ষযুদ্ধ বিজ্ঞায় শিক্ষিত অতিরথ রূপে গণিত হবে কি করে? রথাত্তিরথ-সংখ্যান অনুপর্বে ঘটোৎকচকে ভীম অতিরথ বলে বর্ণনা করেছেন। ভৈমিনির আশ্রমেধিক পর্বে হিড়িম্বাকে ভীমের গৃহে স্থিত এবং

ষটোৎকচের পুত্র মেঘবর্গকে যুধিষ্ঠিরের এক সেনানী ও সভাসদরূপে স্বীকৃত দেখা যায়। সেইভাবে সম্পূর্ণ না রাখলে ষটোৎকচ সর্বদা পাণ্ডবগণকে নানা-ভাবে সাহায্য করতে আসবে কেন, পাণ্ডবগণই বা সাহায্য দাবী করবেন কোন মুখে ?

ষটোৎকচ আসলে কুশল বিনিময়াদির পরে ভীম বললেন, তোমার মাতা দ্রৌপদী ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, দুর্গম পার্বত্য পথে উঠতে পারছেন না, তাকে বহন করে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল। ষটোৎকচ দ্রৌপদীকে স্বহস্তে তুলে নিয়ে সঙ্গে চলতে লাগলো। ব্রাহ্মণ অহুচরেরা সঙ্গে চললো, বান্ধীদের মধ্যে যে অবসর হয়ে পড়ে, তাকেই তারা স্বহস্তে তুলে নিয়ে বহন করতে লাগলো। পথ বখন আরো দুর্গম হয়ে এল, তখন লোমশ ঋষি ও ভীম ছাড়া সকলকেই বাহকদের স্বহস্তে আরোহণ করতে হ'ল। এইভাবে অগ্রসর হয়ে বান্ধীদল বদরী-বিশাল দেখতে গেলেন ও বদরীবিশাল স্থিত নরনারায়ণাশ্রমের কাছে ধেমে সকলে বাহকদের স্বহস্ত থেকে নেমে চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। নরনারায়ণাশ্রমের ঋষিগণ পাণ্ডবদের পরিচয় জেনে তাদের অভ্যর্থনা করে নিলেন, পাণ্ডবগণও তাদের প্রতি বথারীতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। সেখান থেকে ষটোৎকচ ও তার ব্রাহ্মণ অহুচরগণ বিদায় নিয়ে গেল। পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণা, লোমশ ঋষি ও ধোম্য পুরোহিতসহ কিছুকাল সেই আশ্রমেই আনন্দে কাটালেন। দিনে তারা চারদিকে ঘুরে ফিরে দৃশ্য দেখে কলমূল সংগ্রহ করে নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করতেন। বর্ণনা থেকে মনে হয় যে বদরী হ'ল গঙ্গাযাত্রার পর্বতমালায় একটি শৃঙ্গ। লোমশ ঋষি পাণ্ডবগণের সঙ্গে আরো কিছুকাল রয়ে গেলেন।

১৭. জটাসুর বধ ও বক্ষয়ুদ্ধ

নরনারায়ণাশ্রমে বাসকালে একজন লোক ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়ে শাস্ত্র আলোচনা করে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বনিষ্ঠতা স্থাপনের চেষ্টা করে ; সে ছিল জট নামক এক অসুর, তার উদ্দেশ্য ভাল ছিল না। যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ জানলেই লোককে আদর সম্বর্ধনা করতেন, জীবনে বহু অলস ব্রাহ্মণ পোষণ করেছেন। তিনি জটাসুরকে ব্রাহ্মণ মনে করে তাকে অতিথিরূপে তাঁদের সঙ্গেই সেই আশ্রমে রাখলেন। সে মধ্যে মধ্যে কৌতূহল ভরে পাণ্ডবগণের অস্ত্র-শস্ত্র পরীক্ষা করে দেখতো। একদিন বখন ভীম

স্বগম্ভীর গিয়েছেন এবং লোমশ, ধোম্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ স্নান করতে গিয়েছেন, তখন সহসা জটাসুর পাণ্ডবগণের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দ্রৌপদীকে ও তিন পাণ্ডব ভ্রাতাকে ধরে আশ্রমের থেকে চলে যেতে চেষ্টা করল। সহদেব আপনাকে মুক্ত করে আপনার খজা অশ্বরের কবল থেকে কেড়ে নিলেন—এবং ভীমসেনের উদ্দেশ্যে চীৎকার করতে করতে অশ্বরের প্রতি তাঁর খজা উত্তত করলেন, তবে দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃদ্বয়কে বাঁচিয়ে আশ্রিত করবার স্বযোগ পেলেন না। যুধিষ্ঠির অশ্বরকে অধর্ম পথ নেবার জন্ত, বিশ্বাস ভঙ্গ করবার জন্ত, ভৎসনা করতে তাকে সবলে জড়িয়ে ধরলেন, যাতে সে বিশেষ অগ্রসর হতে না পারে। এর মধ্যে ভীম এসে উপস্থিত হয়ে বললেন, তুষ্ট অশ্বর, তুই যখন আমাদের অস্ত্রে হাত দিয়ে পরীক্ষা করতিস, তখনি আমার সন্দেহ হয় যে তুই কখনো ব্রাহ্মণ নস, আজ কৃষ্ণার অঙ্গে হাত দিয়েছিস, তোর আর রক্ষা নাই। ভীমকে দেখে বিপদ বুঝে জটাসুর যুধিষ্ঠির, নকুল ও দ্রৌপদীকে ছেড়ে দিয়ে মল্লযুদ্ধের জন্ত উত্তত হল। ভীম ও জটাসুর পরস্পরকে মুষ্টি দিয়ে আঘাত ও বাহুর চাপে পীড়ন করতে লাগলো, পরস্পরের প্রতি বৃক্ষের শাখা ভেঙ্গে ছুঁড়ে দিল, প্রস্তর কুড়িয়ে নিক্ষেপ করল। তারপরে স্বযোগ পেয়ে ভীম জটাসুরের গ্রীবায় বজ্র-তুলা মুষ্টি প্রহার করলেন, ফলে অশ্বর মাথা ঘুরে অবশ হয়ে পড়ল। তখন ভীম তাকে বাহুবল মধ্যে নিষ্পেষিত করলেন, তারপরে উপরে তুলে ঘুরিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেললেন। তার ফলে জটাসুরের মৃত্যু হল।

জটাসুরের নিধনের পরে পাণ্ডবগণ বদরিকার নরনারায়ণাশ্রমে কিছুকাল থাকলেন। যুধিষ্ঠির একদিন বল্লভন, অজুঁন অস্ত্রশিক্ষার জন্ত যে গেছে, তারপরে চার বৎসর পুরো কেটে গিয়েছে, অজুঁন বনেছিল যে পাঁচ বৎসর অস্ত্রবিচার শিক্ষা করে ফিরে আসবে, তার প্রতীক্ষায় আমরা এই পর্বতাঞ্চলে বাকী সময় কাটিয়ে দিই। কিছুকাল সেই আশ্রমে কাটাবার পরে তাঁরা উত্তরমুখে যাত্রা আরম্ভ করলেন, সপ্তদশ দিবসে রাজর্ষি বৃষপর্বীর আশ্রমে উপস্থিত হলেন, সেখানে সপ্তাহকাল বিশ্রাম নিলেন। তারপরে সেখানে তাঁদের সঙ্গী লোমশ ও ধোম্য ত্রিভুজ বিগ্রহগণকে সেট আশ্রমে রেখে, এবং নিজেদের সঙ্গে যে মণিহস্তাদি ছিল, সেই আশ্রমের ঋষির নিকট গচ্ছিত রেখে, পাণ্ডবগণ রুকা, লোমশ ও ধোম্য সহ আরো অগ্রসর হয়ে চললেন, তাঁদের পঃ পঃ হুর্গম হয়ে এল, দ্বিহু হুর্গম পর্বতে চলা তাঁদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, সাবধান সতর্কতাই এগিয়ে চললেন। চতুর্দশ দিনে

তারা কৈলাস পর্বত কিছু দূর থেকে দেখলেন, এই কৈলাস মানস সরোবরের সন্নিহিত কৈলাস নদ্র, হিমালয়-গঙ্গাদানের এক শিখর। তারপর মাল্যবান পর্বত অতিক্রম করে তারা গঙ্গাদান পর্বতে আরোহণ করতে আরম্ভ করলেন। সেখানে সুন্দর পুষ্প শোভিত বৃক্ষমালা ও নানা পার্বত্য সুন্দর দৃশ্য দেখে তারা মোহিত হলেন। কয়েকদিন আরোহণের পরে তারা আষ্টিষেণের আশ্রমে পৌঁছে গেলেন, রাজর্ষি আষ্টিষেণের কাছে নিজেদের পরিচয় দিয়ে তাঁকে প্রণাম করে সেই আশ্রমে স্থিতি করলেন। রাজর্ষি বললেন, এই পর্বতের উপর দিকে গন্ধর্ব-অপ্সরা-কিন্নরগণ বাস করে, তাদের গান বাজনা এই আশ্রম থেকেই শোনা যায়, কুবেরের প্রাসাদ ও তাঁর বক্ষরক্ষ সেনাদল আরো উপরে এই পর্বতেই বাস করে, যক্ষ/বা বক্ষ সেনাদল মাহুষ দেখলে আক্রমণ করতে পারে; তাই আশ্রমে থেকে গন্ধর্ব কিন্নরদের গীতবাণ শোনা ভাল, উপরে উঠে তাদের নিকটে যেতে চেষ্টা করবেন না, এখানে থেকেই অজ্ঞানের প্রতীক্ষা করুন।

পাণ্ডবেরা সেখানেই বাস করতে লাগলেন, খাত্তের জন্ত সেখানে প্রধানত কলমূল আহরণ করতেন। একদিন সেখানে অদ্ভুত সুগন্ধি পাঁচরঙ্গা ফুলরাশি বাতালে উড়ে এসে পড়ল, জ্যোপদী তা দেখে ভীমকে বললেন, আমরা যদি এই পর্বতের আরো উপরে উঠতে পারি, তাহলে এই ফুলের বৃক্ষ বা গুল্ম এবং আরো কত সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাব। তার উত্তরে ভীম বললেন, উপরে উঠলে বিপদের সম্ভাবনা আছে শুনেছি, আমি প্রথমে নিজে উঠে দেখি, তারপরে সম্ভব হলে তোমাকে নিয়ে যাব। ভীম যুধিষ্ঠিরকে না জানিয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পর্বতের উপরে উঠতে লাগলেন। বহু উচ্চে উঠে ভীম সম্মুখে প্রাচীরবেষ্টিত সুন্দর উদ্যান ও তার মধ্যে অবস্থিত রত্নখচিত প্রাসাদ দেখতে পেলেন, উদ্যানের মধ্যে সেই পাঁচরঙ্গা ফুলের গাছও দেখতে পেলেন। ভীম কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলেন, তারপর শঙ্খধ্বনি ও জ্যোষাষ শব্দ করলেন। শব্দ শুনে বহু বক্ষরক্ষ সৈন্য এসে বল্ল, এটি কুবেরের প্রাসাদ ও উদ্যান, এখানে মাহুষের আস্বার অধিকার নাই, বলে তারা ভীমকে আক্রমণ করল; কিন্তু ভীমের অস্ত্রে অনেকে হত ও অনেকে আহত হ'ল, তাদের হতাবশিষ্ট দল চীৎকার করতে করতে ফিরে গেল। তখন মণিমান নামে এক কুবের সেনানী এসে ভীমকে আক্রমণ করলো, কিন্তু ভীমের সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে যুদ্ধ করে মণিমানও নিহত হ'ল। কুবের বিপর্ষয়ের সংবাদ পেয়ে রথে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে এলেন। ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব,

ধোঁয়া, পর্বতের উপরিভাগ হতে নানা শব্দ ও চীৎকার শুনে ভীমকে দেখতে না পেয়ে সেই শব্দ লক্ষ্য করে অগ্রসর হলেন, এবং ভীমকে রক্তাক্ত দেহে অস্ত্র সজ্জিত অবস্থায় দেখে ও বহু মৃত যক্ষ রাক্ষসের দেহ দেখে যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন, তুমি এটা বেশী হুঃসাহসের কাজ করেছ, আমার প্রিয় কামনা করলে এমন সাহসের কাজ আর কোর না। কুবের রথে সজ্জিত হয়ে উপস্থিত হলে যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব নিজেদের পরিচয় জানিয়ে কুবেরকে প্রণাম জানিয়ে যুক্তহস্তে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভীম প্রণাম না করেই স্পর্ধাভরে দাঁড়িয়ে রইলেন। কুবের বললেন, হে যুধিষ্ঠির, দেশকাল বুঝে ধর্মযুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণ পরাক্রম প্রদর্শন করে ইহলোকে যশ ও পরলোকে সমগতি প্রাপ্ত হয়, ভীম দেশকাল বিবেচনা না করে বীরপ্রকাশ করে হুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে, তুমি তাকে সংযত করে রেখো। তারপরে ভীমের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কৃষ্ণার ইচ্ছা অনুযায়ী পর্বতের উর্দ্ধ দেশে এসে যক্ষরক্ষ সৈন্যদের ও মণিমানু নামক আমার সেনানীকে বধ করেছ, তা হুঃসাহসের কাজ হয়েছে বটে, কিন্তু মণিমানু মাহুকের হাতে মৃত্যু হবে সেই অভিশাপ গ্রস্ত ছিল, তুমি সেই জন্ত মণিমানুকে মারতে পেরেছ, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। ভীম তখন নিজের অস্ত্রশস্ত্র সংরত করে কুবেরকে প্রণাম জানালেন। কুবের বললেন, তোমরা রাজর্ষি আষ্টিবেণের আশ্রমে থেকে অর্জুনের প্রতীক্ষা কর, আমার আদেশে যক্ষরক্ষ সৈন্যগণ তোমাদের বিপদ হতে রক্ষা করবে। যুধিষ্ঠিরাদি তখন আনন্দিত মনে আশ্রমে ফিরে গেলেন, কুবেরের মৃত সৈন্যদের দেহের সংকার করবার আদেশ দিবে নিজ প্রাণাদে ফিরে গেলেন।

পাণ্ডবগণ আষ্টিবেণের আশ্রমে ফিরে ষমনিয়মাди ব্রতপালন করতে লাগলেন, ফলমূলাদি আহরণ করে ও চারিদিকের শোভন দৃশ্য দেখে আনন্দে কাল কাটাতে লাগলেন। একদিন বহু গর্জ্ব এসে তাঁদের গঙ্ঘাদান পর্বতের শিখরে নিয়ে গেল, কুবের নির্মিত নানা উত্থান, সরোবর, বিপ্রাম গৃহ তাদের দেখালো, কুবেরের উত্থানের মধ্য দিয়ে তাদের বিচরণ করতে দিল; তাঁরা পরম প্রীতিভরে নিকটে প্রাকৃতিক ও কুবের নির্মিত সুন্দর দৃশ্য ও দূরের হিমরাজি আবৃত উচ্চ পর্বতশিখর দেখে পরম আনন্দ লাভ করলেন। তারপরে তাঁরা আশ্রমে ফিরে এলেন। এইভাবে থাকতে থাকতে অর্জুনের আগমন কাল এসে গেল, অর্জুন পঞ্চবর্ষ ইন্দ্রলোকে কাটিয়ে ইন্দ্রের আদেশে নিবাতকবচ অনুরদের ধ্বংস করে গঙ্ঘাদানে এসে ভ্রাতাদের সঙ্গে ও কৃষ্ণার সঙ্গে মিলিত হলেন।

১৮. বনপর্ব—অর্জুনের প্রত্যাবর্তন, ভীষ্মের

অঙ্গগর হতে মুক্তি

অর্জুন গন্ধমাদনে এসে ভাতৃগণের, কৃষ্ণার, ও পুরোহিতের কাছ থেকে সাদর অভ্যর্থনা পেয়ে এং নিজে সকলকে প্রণাম, অভিবাদনাদি করে সেদিন বিজ্ঞান নিলেন। পরদিন তিনি সংক্ষেপে তাঁর প্রবাস জীবনের বর্ণনা দিলেন, বললেন যাত্রাকালে কিভাবে একজন কিরাতনেতার সঙ্গে দ্বন্দ্ব হার স্বীকার করে তার কাছ থেকে উন্নততর বাণ ক্ষেপণ প্রণালী শিখলেন, কিভাবে সার্থবাহগণের সঙ্গে গন্ধমাদন হতে পার্বত্য পথে ইলাবৃতবর্ষে বা ইন্দ্রলোকে মধ্য এশিয়ার অর্ধ নিবাসে পৌঁছে সেখানকার ইন্দ্র নামে পরিচিত রাজার নিকট পরিচয় দিলেন, কিভাবে তাঁর প্রসাদ লাভ করে সেনানীদল মধ্যে থেকে উন্নত অস্ত্রশিক্ষা লাভ করলেন ও ইন্দ্রের উপদেশে গন্ধর্ব চিত্রসেনের সাহায্যে ইন্দ্রলোকস্থ নৃত্য গীত আশ্রয় করলেন, কি ভাবে ইন্দ্রের অনুজ্ঞায় ইন্দ্রের অস্ত্রসজ্জিত রথে গিয়ে নিবাতকবচ নামক অশ্বরদলকে ধ্বংস করলেন, কি ভাবে উন্নত আগ্নেয়াস্ত্র, বরুণাস্ত্র (জলক্ষেপণাস্ত্র), বায়ুযান্ত্র ইত্যাদি লাভ করে ইন্দ্রের অনুমতি নিয়ে পুনঃ সার্থবাহদের সঙ্গে ফিরে এলেন। তাঁর বিশেষ অস্ত্রগুলি দেখালেন, সেগুলির প্রয়োগ দেখাতে গিয়ে তাঁর মনে হ'ল যে বৃথা প্রয়োগে অস্ত্রের শক্তি নষ্ট হয়ে যায়, তাই প্রয়োগ না দেখিয়ে তার কারণ বলে আবার অস্ত্রগুলি যথাযথ ভাবে রক্ষা করলেন।

অর্জুনের সঙ্গে পাণ্ডবভাতৃগণ ও কৃষ্ণা প্রায় চার বৎসর মহা আনন্দে কুবের আলয়ের নিয়ন্ত্রিত গন্ধমাদন পর্বতের আশ্রমে কাটিয়ে দিলেন। তাঁদের বনবাস-কালের মোট দশ বৎসর পূর্ণ হলে ভীষ্ম একদিন অর্জুন, নকুল ও সহদেবের সঙ্গে কথা বলে নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, এখানে আমরা সুখে আছি, এখানকার জীবনে অভ্যস্ত হয়েছি, এখানে আমরা জীবনের শেষ পর্যন্ত কাটাতে পারি, কিন্তু তাহলে রাজা হিসাবে আপনাব কীর্তি ও যশের লাঘব হবে; এখন আমরা ধীরে ধীরে কুরুরাজ্যের নিকট যে বন, তাতে ফিরে যাই, সেখানে দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ করে এক বৎসর দুবে কোথাও অজ্ঞাতবাসে কাটিয়ে তারপর কৃষ্ণ, সাত্যকি প্রভৃতি আমাদের হিতকামীদেব সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের রাজ্য উদ্ধার করব। যুধিষ্ঠির এই প্রস্তাবে সন্মতি দিলেন। তখন পাণ্ডবগণ কুবের-আলয় প্রদক্ষিণ করে তাদের সাহায্যকারী যক্ষরক্ষদের অভিবাদন করে আশ্চর্যের অনুমতি নিয়ে

সেখান থেকে সমতলদেশে ফিরবার পথ ধরলেন। নানা সুন্দর দৃশ্য দেখতে-
দেখতে কৈলাস পর্বতের পাশ কাটিয়ে তাঁরা বৃষপর্বার আশ্রমে ফিরলেন।
সেখানে একদিন বিশ্রাম করে সেখানে শস্ত ধনরত্নাদি নিয়ে ও বিপ্রদের সঙ্গে
নিয়ে আবার যাত্রা আরম্ভ করে তাঁরা বদরিকায় নরনাবায়ণাশ্রমে পৌঁছে সেখানে
একমাস কাটালেন। সেখান থেকে নামতে আরম্ভ করে স্ববাহুর রাজ্যে কয়েক-
দিনের মধ্যে পৌঁছে গেলেন। স্ববাহু রাজা তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা করলেন,
তাঁরা স্ববাহুকে প্রতি-অভিনন্দন করে তাঁদের রথ-অশ্ব-পরিজনদের রক্ষা করার
জ্ঞাত ধন্যবাদ জানালেন। সেখানে একরাত্রি বাস করে তাঁদের রথ, অশ্ব, ইন্দ্র-
সেনাদি সারথি, পরিচারকবৃন্দ, পৌরোগবৃন্দ (যারা পটগৃহ বা তাঁবুর সরঞ্জাম
নিষে আগে আগে চলে), পাচকগণ ও কুশার ধাত্তীও দাসীদের নিয়ে ধমনী নদী
সেখানে পর্বতের থেকে নেমে এসেছে সেখানে গেলেন। সেখান থেকে বিশাখবৃন্দ
নামক এক বনে গেলেন, সেই বন চৈত্ররথ বনের মত সুন্দর। সেখানে তাঁরা
প্রায় এক বৎসর কাটিয়ে দিলেন। তার মধ্যে একদিন ভীম শিকার করতে
বেরিয়ে আকস্মিক ভাবে একটি বৃহৎ অজগরের কুণ্ডলীভূত হয়ে নিম্নে মুক্ত-
করতে পারছিলেন না, তাঁর বিলম্ব দেখে তিনি বেদিকে গিয়েছিলেন, সেইদিকে
যুধিষ্ঠির অহুচরগণসহ অগ্রসর হয়ে ভীমের অবস্থা দেখে তাঁকে অজগরের কুণ্ডল
হতে মুক্ত করলেন। তাঁদের বনবাসের একাদশ বর্ষ পূর্ণ হ'ল, তাঁরা স্থির
করলেন যে দ্বাদশ বর্ষ দৈতবনে গিয়ে কাটাবেন, এবং দৈতবনে ফিরে দৈতবনে
সম্মোহনতীরে আবার তাঁরা তাঁদের আবাস গড়ে তুললেন।

১৯. বনপর্ব—ঘোষ যাত্রা

পাণ্ডবগণ দৈতবনে ফিরে এসে বাস আরম্ভ করলে চঃমুখে হর্ষোধন সে
সংবাদ পেলেন। কর্ণ দুঃশাসনাদিকে সে সংবাদ জানালে তারা হর্ষোধনকে পরামর্শ
দিলেন, পাণ্ডবগণ একাদশ বৎসরের উপর বনে থেকে হর্দিশাশ্রিত হয়ে আছেন,
তাদের মনঃকষ্ট বাড়তে আমরা কুরুজীগণকে সুসজ্জিত স্ব-অলঙ্কৃতবেশে নিয়ে
দৈতবনের সম্মোহনের কাছে গিয়ে জনকীডাদি করি; পাণ্ডবগণ আমাদের
ঐশ্বর্য দেখে ক্লিষ্ট হবেন সন্দেহ নাই। হর্ষোধনের সেই পরামর্শ মনঃপূত হয়,
যতরাষ্ট্রের সম্মতি লাভ করতে হর্ষোধন তাঁকে বুঝান যে দৈতবনে কোঁরবদের

গোসম্ভ আছে, তা গণনা করে নবজাত গোবৎসদের দেহে কোঁরবদের স্বামিদের চিহ্ন এঁকে দিতে হবে, সে কাজ দৈতবনের সরোবরতুলে করলেই সুবিধা হবে। যুতরাষ্ট্র সন্মতি দিলেন। তখন কর্ণ ও শকুনিকে নিয়ে দুর্ধোধন, দুঃশাসন, ও আরো কয়েকজন যুতরাষ্ট্রপুত্র তাদের জীগণকে উত্তম ভাবে সজ্জিত অলংকৃত করে যুহৎ গৈরাদল সাজিয়ে দৈতবনে গিয়ে সরোবরের এক গব্বাতি বা দুই মাইল দূরে তাদের পটবাস স্থাপন করলেন। দুর্ধোধনের অধ্যাক্রম্য বৃষ ও গাভী গণনা এবং গোবৎস চিহ্নিত করা হ'ল। তারপরে নৃত্যগীতকুশল গোপ ও গোপকথাগণ ধার্তরাষ্ট্রদের নৃত্যগীত দেখিয়ে তাদের মনোরঞ্জন করল, এবং কোঁরবজ্ঞীদের কাছ থেকে যথাযোগ্য উপহার পেল। তারপরে ধার্তরাষ্ট্রগণ বনে যুগ বরাহ শিকার করলেন, এবং অম্লচরদের আদেশ দিলেন, দৈতবনের সরোবরের এক পারে পটমণ্ডপ তুলে দাও, সেখানে গিয়ে আমরা সজ্জীক জলকেলি করব। সেই সরোবরের একটি পার হতে সামান্য দূরে পাণ্ডবদের বাসের জন্ত নির্মিত কুটির-গুলি ছিল। যখন কোঁরব অম্লচরগণ এক পারে পটমণ্ডপ তুলতে এল, তখন গন্ধর্বগণ সেই সরোবরে জলজীড়া করছিল। গন্ধর্বগণ কোঁরব অম্লচরদের পটমণ্ডপ তুলতে বাধা দিল, বলল যে কুবের ভবন থেকে গন্ধর্বগণ সজ্জীক এই সরোবরে জলকেলি করতে এসেছে, এখন আর কারো এখানে জলকেলি করা চলবে না। অম্লচরগণ দুর্ধোধনকে সেকথা জানালে দুর্ধোধন সেনানীদের ডেকে সৈন্য নিয়ে গন্ধর্বদের দূর করে দিতে আদেশ দিলেন। সেনানীগণ সৈন্য নিয়ে এসে গন্ধর্বদের বলল, কোঁরবরাজ দুর্ধোধন এখানে মহিষীদের নিয়ে জলজীড়া করতে চান, সঙ্গে বহু সৈন্য আছে, তোমরা এখন এই সরোবর ছেড়ে অন্তর্য চলে যাও। গন্ধর্বনেতাগণ বলল, আমরা দেবযোনি সম্ভূত, দুর্ধোধন আমাদের আদেশ দেয় কেমন করে? আমাদের আক্রমণ করলে তোমরাই বিপন্ন হবে। দুর্ধোধন তখন আক্রমণ করবার আদেশ দিলেন, গন্ধর্বগণও তাদের নেতা চিত্রসেনের আদেশ পেয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিষে প্রস্তুত হ'ল। গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে অনেক কোঁরবসেনা নিহত হ'ল, অনেকে পলায়ন করল। কর্ণ পরাঙ্মুখ না হয়ে তীব্র যুদ্ধ করে অনেক গন্ধর্বসেনা বিনাশ করালেন, তখন চিত্রসেন স্বয়ং কর্ণের সম্মুখীন হলেন, চিত্রসেন ও অস্ত্র গন্ধর্বরথীদের আক্রমণে কর্ণের রথ ভেঙ্গে গেল, অশ্ব-সারথি মারা পড়লো, কর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে বিকর্ণের রথে উঠে যুদ্ধভূমি হতে পশ্চাদ্গত হতে বাধ্য হলেন। দুর্ধোধন যথান্যায় যুদ্ধ করে পরাভূত

হ'লেন, ও বন্দী হলেন, দুর্ধোধন, দুঃশাসন ও ধার্তরাষ্ট্রীগণকে বন্দী করে নিয়ে গন্ধর্বগণ জয়ধ্বনি করে নিজেদের পথে চললো।

দুর্ধোধনের কয়েকজন সেনানী যুধিষ্ঠিরের নিকট সংবাদ দিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করল। যুধিষ্ঠির ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেবকে বললেন, তোমরা শীঘ্র বধ অস্ত্র সজ্জিত করে নিয়ে গিয়ে দুর্ধোধন, দুঃশাসন প্রভৃতিকে ও কুরুজীদের উদ্ধার কর। যদি পারো, মিষ্টবাক্যে কার্য উদ্ধার করবে, তা না পারলে যুদ্ধই করবে। ভীম বললেন, দুর্ধোধনাদি আমাদের ঐশ্বর্য ও বল দেখিয়ে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছিল, গন্ধর্বদের কাছ থেকে তার উপযুক্ত ফল পেয়েছে, গন্ধর্বগণ আমাদের কাজ করে দিয়েছে, আমরা সেনা আর তাদের বিরুদ্ধতা করব? যুধিষ্ঠির বললেন, জ্ঞাতীদের মধ্যে কলহ-শত্রুতা থাকলেও বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের মিলিত হতে হয়, বিশেষতঃ কুলজীদের অপমান থেকে রক্ষা করা-কর্তব্য। তখন ভীমার্জুনাদি তাদের বধ সাজিয়ে নিয়ে অগ্রণর হলেন, গন্ধর্বদের কাছে গিয়ে বললেন, তোমরা দুর্ধোধন-দুঃশাসনাদিকে ও কুরুজীগণকে মুক্ত করে দাও, বিশেষতঃ পরজী হরণ মহা অপরাধ, তোমরা যেচ্ছায় মুক্ত করে না দিলে আমাদের বাধা হয়ে বল প্রয়োগ করতে হবে। গন্ধর্ব রথীগণ বললো, আমরা আমাদের রাজা চিত্রসেনের আদেশই শুধু পালন করি, আর কারো আদেশে আমরা কাজ করি না। পাণ্ডবগণ তখন যুদ্ধ আরম্ভ করলেন, পলায়মান কোঁরবসেনা এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিল। গন্ধর্ব সেনাগণ বন্দীদের নিয়ে চলে যাচ্ছিল, তারা যুদ্ধের জন্ত ফিরে দাঁড়াল। যুদ্ধ ক্রমশঃ তীব্র হয়ে উঠলো, অনেক গন্ধর্বসেনা নিহত হল, স্বয়ং চিত্রসেন অর্জুন সহ যুদ্ধে বিভ্রত হয়ে পড়লেন; তখন তিনি উচ্চস্বরে অর্জুনকে ডেকে বললেন, অর্জুন, আমি গন্ধর্ব চিত্রসেন, ইচ্ছালোকে আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল স্বরণ কর; ধার্তরাষ্ট্রগণ তোমাদের অপমানিত করতে বৈতবনে এসেছে জেনে আমি তাদের শাস্তি দিয়েছি। অর্জুন তখন যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দিয়ে বললেন, বন্দীদের মুক্ত করে দিন। চিত্রসেন বললেন, দুর্ধোধন পাণ্ডাচারী, সে আপনাদের অনেক লাঞ্ছনা করেছে, সে কি যুক্তির বোধ্য? চলুন যুধিষ্ঠিরের কাছে, তিনি যা বলেন তাই হবে। যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলে তিনি বন্দীদের মুক্তি দিতে অস্বীকার করলেন, সেই সঙ্গে চিত্রসেন ও গন্ধর্বদের প্রশংসা করে বললেন, তোমরা যে সমর্থ হয়েও দুর্ধোধন ও তার ভ্রাতাদের বধ কর নাই, তা ভাল করেছ, এম হর্ষ হতে পারে, কিন্তু কুলজীগণ সহ এরা বন্দী থাকলে কুলের অধ্যাতি হবে, এদের ছেড়ে দাও, তোমাদের কাম্য-যদি কিছু থাকে,

আমরা দিতে পারি, তা বলো। চিত্রসেন তখন বন্দীদের মুক্তি দিলেন, প্রতিদানে কিছু প্রার্থনা না করে চলে গেলেন। তারপর যুধিষ্ঠির দুর্ধোধনকে বললেন, এমন হঠকারিতার কাজ আর কোর না, গৃহে ফিরে যাও, যা ঘটে গেল তার জন্ত মনে দুঃখ রেখো না। দুর্ধোধন অভিবাদন করে বিদায় নিলেন, সঙ্গে দুঃশাসনাদি ভাতৃগণ ও কুরুজীগণ চলে গেল।

কিছুদূর গিয়ে দুর্ধোধন আত্মগ্নানিভরে বসে পড়লেন, বললেন—যে জাতি শত্রুদের মর্মসীড়া দিতে এসেছিলাম, তাদের কৃপায় জীবন নিয়ে রাজধানীতে ফিরতে পারবো না; দুঃশাসন, তুমি গিয়ে হস্তিনাপুরে আমার স্থলে রাজা হও, আমি এখানেই প্রায়োপবেশন করে প্রাণত্যাগ করব। দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি দুর্ধোধনকে বোঝাতে অনেক চেষ্টা করলেন, দুঃশাসন তার পায়ে ধরলেন; কর্ণ বললেন, পাণ্ডবগণ তোমার সাম্রাজ্য মধ্যে বাস করছে, সম্রাটের বিপদ হলে প্রজার কর্তব্য সম্রাটকে বিপদ মুক্ত করা; পাণ্ডবগণ তাই করেছে, তার জন্ত এত লজ্জাবোধ কেন? কিন্তু দুর্ধোধন নিজের ক্ষোভে অভিভূত হয়ে রইলেন। রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন, কারা যেন বলছে—তোমার ভয় নাই, যুদ্ধে কর্ণ অর্জুনকে বধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাও পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহ ত্যাগ করে তোমার পক্ষেই যুদ্ধ করবে এবং পাণ্ডবগণ পরাজিত হবে। বোধহয়, দুর্ধোধনের আকাজক্ষাই স্বপ্নে রূপ নিয়েছিল। বা হোক, পরদিন কর্ণ দুঃশাসনাদি দুর্ধোধনকে প্রায়োপবেশনের সংকল্প ত্যাগ করতে বললে দুর্ধোধন সহজেই সম্মত হয়ে গেলেন, এবং সকলকে নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরলেন। হস্তিনাপুরে ভীষ্ম ঘোষণাত্মক ঘটনার কথা শুনে দুর্ধোধনকে পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত করে তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে বললেন। দুর্ধোধন উপেক্ষার হাসি হেসে কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেলেন। তারপর নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে যথেষ্ট দান করে ব্রাহ্মণদের খুসী করতে লাগলেন, সামন্ত ও মিত্র রাজাদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করে বহুভাবে সংবাদ ও উপহার বিনিময় করে তাদের সপক্ষে রাখবার প্রয়াস করতে লাগলেন। সে প্রয়াস অনেকটা সফল হয়েছিল, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সম্ভাবনা যখন দেখা দিল, অনেক রাজকুল তখন দুইপক্ষের দাবীর ঞ্চার-অন্য়ার বিচার না করে বিনা বিধায় দুর্ধোধনের পক্ষ অবলম্বন করে।

২০. বনপর্ব : জয়দ্রথের দ্রৌপদী হরণ ও অনগ্রহ

একদিন পাণ্ডবগণ সকলে যুগ্মা করতে গিয়েছেন, আশ্রমে পুরোহিত ধোম্য ও দ্রৌপদী আছেন। দ্রৌপদী আশ্রম গৃহের সম্মুখস্থ একটি কদম গাছের শাখা টেনে ধরে ফুল তুলছেন, এমন সময় রাজা জয়দ্রথ একটি ক্ষুদ্র বাহিনী সহ আশ্রমটির কাছে এসে পড়লেন, তিনি এক স্বয়ংবর সভা থেকে গৃহাভিমুখে যেতে বনর পথ ধরে চলেছিলেন। অপূর্ব সুন্দরী একটি নারী আশ্রম গৃহের বাইরে পুষ্পিত বৃক্ষশাখা টেনে ধরে ফুল তুলছে দেখে সেই বাহিনীস্থ সকলের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট হ'ল। জয়দ্রথ তার লুচর কোটিকান্তকে বললেন, এই রমণী দেবী না মানবী, কার কন্যা, কার স্ত্রী তা জেনে এসো, আমি পারলে একে আমার সঙ্গে আমার রাজধানীতে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করতে চাই। কোটিকান্ত দ্রৌপদীর নিকট গিয়ে বললো, আমি শিবি বংশের স্বরথ রাজার পুত্র কোটিকান্ত, এই বে বাহিনী দেখছো, ওটি জয়দ্রথ রাজার বাহিনী, বাহিনীতে জয়দ্রথ রাজা ছাড়া তার ভ্রাতৃগণ ও সামন্ত রাজগণ আছেন। তারা জানতে চান, তুমি কার কন্যা, কার স্ত্রী ; অপূর্ব সুন্দরী মানবী হ'লে এই বনে কেন একা রয়েছ। দ্রৌপদী বৃক্ষের শাখা ছেড়ে দিয়ে আশ্রমগৃহে প্রবেশ করে বেশমের উত্তরীয় ধারণ করে উত্তর দিলেন, আমি দ্রুপদ রাজার কন্যা, পঞ্চপাণ্ডব আমার পতি, তারা যুগ্মায় গিয়েছেন, অল্পক্ষণ পরেই ফিরবেন ; তুমি প্রতীক্ষা কর, আশ্রমে ফিরে পাণ্ডবগণ অতিথির যোগ্য অভ্যর্থনা দিয়ে তোমাদের সকলকে প্রীত করবেন। কোটিকান্ত জয়দ্রথের কাছে ফিরে গিয়ে জয়দ্রথের কাছে জানানো, এই নারী যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের প্রিয় মহিষী, এর সঙ্গে সুজনের মত সাক্ষাৎ মাত্র করে সৌবীর অভিমুখে যাত্রা করুন। জয়দ্রথের মনে তখন হুটবুদ্ধি এসেছে, বললো যে এই নারীকে দেখে মনে হচ্ছে এই নারীই সুন্দরী এর তুলনায় সব নারী বানরীর মত। এই বলে জয়দ্রথ আশ্রমে প্রবেশ করে দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে তার ও তার স্বামীদের বার্তা জিজ্ঞাসা করলেন ; দ্রৌপদী বললেন, তারা সকলেই কুশলে আছেন, যুগ্মা থেকে আর অল্পকালের মধ্যেই ফিরবেন, ইতিমধ্যে আমার আতিথ্য গ্রহণ কর, তোমাকে যুগ্মাধসের প্রাভাশ পরিবেশন করতে বলি। তোমার সিন্ধু-সৌবীর রাজ্যের কুশল তো? জয়দ্রথ বললেন, তুমি রাজ্যভ্রষ্ট পতিদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব কেন বনে বাস করছ? আমার বধে উঠে এসো, আমার

মহিষী হয়ে স্থখে সিদ্ধ-সৌবীর দেশে রাজপ্রাসাদে বাস করবে। দ্রৌপদী বললেন, এই প্রস্তাব করতে তোমার লজ্জা হ'ল না? আমি কি অবলা অরক্ষিতা যে তোমার বশ হব? ভীম অর্জুনের ক্রোধ হতে ইন্দ্রসহায় হলেও তুমি রক্ষা পাবে না। এই কথায় জয়দ্রথের মনের পরিবর্তন হ'ল না বুঝে দ্রৌপদী নানা কথা বলে সময় কাটাতে চেষ্টা করলেন, যাতে পাণ্ডবগণ এসে পড়েন। কিন্তু জয়দ্রথ তাতে না ভুলে দ্রৌপদীর উত্তরীয় ধরে টান দিলেন। দ্রৌপদী জোরে থাকা দিয়ে জয়দ্রথকে ফেলে দিলেন। কিন্তু জয়দ্রথ উঠে দ্রৌপদীকে হাত ধরে টানতে লাগলেন, জয়দ্রথের অন্তরঙ্গ রাজার সাহায্যার্থ এগিয়ে এলো। তা দেখে দ্রৌপদী পুরোহিত ধোম্যাকে ডাক দিয়ে অবস্থার প্রতি সচেতন করে জয়দ্রথের রথে উঠলেন, রথ চলতে আরম্ভ করলো। ধোম্য পিছনে পিছনে দৌড়ে পরজী-হরণের জন্য জয়দ্রথকে ভৎসনা করতে থাকলো।

এর অল্পক্ষণ পরে পাণ্ডবগণ যুগ্মা থেকে ফিরে এলেন, নিজ নিজ রথে যুগ্মায় গিয়েছিলেন নিজ নিজ রথেই ফিরলেন। এসে দেখলেন যে দ্রৌপদীর প্রিয় দাসী আশ্রম গৃহের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। যুধিষ্ঠিরের সারথি ইন্দ্রসেন তার কাছে গিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করতেই সে উত্তর দিল, জয়দ্রথ বাহিনী নিয়ে এসে দ্রৌপদীকে জোর করে তার রথে উঠিয়ে নিয়ে গেছে; একটি পথ দেখিয়ে বললো,—এই পথ দিয়ে গেছে, এখনো সম্ভ্রান্তা শাখা প্রশাখা এই পথের দুপাশে দেখা যাচ্ছে, পাণ্ডবগণ রথ নিয়ে সেপথে শীঘ্র গেলে তাকে ধরতে পারবেন। শুনে যুধিষ্ঠির তখনই সেই পথে দ্রুত রথ চালাবার আদেশ দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে দূরে জয়দ্রথ বাহিনীর উৎকৃষ্ট ধূলি আকাশে দেখা গেল, আর একটু অগ্রসর হতেই জয়দ্রথের বাহিনী পাণ্ডবগণের দৃষ্টি পথে এসে গেল। ভীম অর্জুন উচ্চকণ্ঠে জয়দ্রথকে ডেকে তাকে তিরস্কার করে তাকে থামতে বললেন, কিন্তু জয়দ্রথ বাধাদান করা স্থির করে সঙ্গী রথী ও সৈন্যদের ফিরে পাণ্ডবদের সম্মুখীন হতে বললেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই জয়দ্রথের বাহিনী সন্নিবিষ্ট হয়ে গেল। কোটিকাশ্র ভীমের হাতে মারা পড়লো, তার পিতা স্বয়ং রণহস্তী হতে নকুলের উপর আক্রমণ করলে নকুল ঋজুঘাতে হস্তীর শুণ্ড ও দস্ত ছিন্ন করলেন, হস্তীটি ঘুরে গিয়ে বেদনার জালায় স্বপক্ষের সৈন্য দলিত করল। অর্জুনের অস্ত্রে বহু সিদ্ধ-সৌবীর দেশীয় রথী মারা পড়লেন। যুধিষ্ঠিরও সৌবীর রথীদের সঙ্গে যুদ্ধে তাদের অনেককে মারলেন, এক শ্রেষ্ঠ বীর তাঁর রথের অশ্বচতুষ্টয় নিধন করলে

তিনি তার বুকে নারীচ বাণ মেয়ে নিধন করে সহদেবের রথে উঠে পড়লেন। সহদেবও গজারোহী বীরদের কয়েকজনকে শেষ করেছিলেন। যুদ্ধের গতি দেখে জয়দ্রথ কৃষ্ণকে তার রথ থেকে নামিয়ে দিয়ে রথ দ্রুত চালিয়ে পালাবার চেষ্টা করল। কৃষ্ণকে যুধিষ্ঠির সহদেবের রথে তুলে নিলেন। ভীম অবশিষ্ট রথী ও সৈন্য বধ করছিলেন, অর্জুন বললেন এই নিরীহদের মেয়ে কি হবে, জয়দ্রথ পালিয়ে যাচ্ছে, তাকে অনুসরণ করে শাস্তি দিই চলুন। ভীম তখন যুধিষ্ঠিরকে ডেকে বললেন, আপনি নকুল সহদেব দ্রৌপদীকে আশ্রমে নিয়ে যান, আমরা জয়দ্রথের অনুসরণ করে যাচ্ছি। যুধিষ্ঠির বলে দিলেন, ছুঃশলা ও গান্ধারীর কথা মনে করে তাকে বধ কোর না, বলে তিনি দ্রৌপদীকে নিয়ে নকুল সহদেবসহ আশ্রমে ফিরলেন। ভীম ও অর্জুন দ্রুত রথ চালিয়ে জয়দ্রথের অনুসরণ করলেন, বহুদূর থেকে লক্ষ্য করে বাণ মেয়ে অর্জুন অপূর্ব পটুত্বের পরিচয় দিয়ে জয়দ্রথের অশ্বচতুষ্টয়কে মেয়ে ফেললেন। একটু অগ্রসর হয়ে তাঁরা দেখলেন যে জয়দ্রথ রথ থেকে নেমে দৌড়ে পালাচ্ছে, ভীমও তাঁর রথ থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে জয়দ্রথকে ধরে ফেললেন, মুষ্টি আঘাতে ও পদাঘাতে জয়দ্রথকে অজ্ঞান করে দিলেন। বিসংজ্ঞ হয়ে গেলেও ভীম তাকে প্রহার করে চলেছেন দেখে অর্জুন বললেন, রাজার নির্দেশ মনে রাখবেন, ওকে মেয়ে ফেলবেন না। ভীম বললেন, রাজা দয়ালু, তুমিও বালস্বভাববশে তার কথার পুনরাবৃত্তি করছ, আমি আর কি করি; বলে প্রহার বন্ধ করে অর্ধচন্দ্র বাণ নিয়ে জয়দ্রথের কেশ স্থানে স্থানে মুণ্ডন করে দিয়ে তাকে বেঁধে রথে তুলে নিলেন। ভীম ও অর্জুন তাকে নিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে উপস্থিত করলেন। যুধিষ্ঠির জয়দ্রথের অবস্থা দেখে হেসে বললেন, ওকে বন্ধনমুক্ত করে দাও। ভীম বললেন, ওকে দ্রৌপদীর কাছে হাত জোড় করে বলতে হবে যে আমি পাণ্ডবগণের দাস হয়েছি। শুনে যুধিষ্ঠির ভীমকে মিষ্টমুখে বললেন, আমাকে যদি মান্য কর তবে আমার কথায় ওকে মুক্ত ক'রে দাও। 'দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছা বুঝে বললেন, ওর কেশ স্থানে স্থানে মুণ্ডিত করে ওর দেহে পঙ্কাজ্য চিহ্নিত করে দিয়েছ, রাজার দাস ও হয়েছে, ওকে বন্ধন-মুক্ত করে দাও। মুক্ত হয়ে বিহ্বলভাবে জয়দ্রথ রাজাকে প্রণাম করল, রাজা তাকে বললেন, তুমি অদাস হয়ে তোমার রথ অশ্ব নিয়ে চলে যাও, কিন্তু ধর্ম তোমার মতি হোক, পরের স্ত্রী হরণের মত ঘণ্য কাজ আর কোরো না। তারপর জয়দ্রথ অবশিষ্ট বল নিয়ে চলে গেল।

জয়দ্রথ নিজেই দুর্দশায় কাতর হয়ে প্রতিশোধের জন্য গন্ধাধারে গিয়ে এক শ্রেষ্ঠ অস্ত্রশিক্ষকের নিকট কিছুদিন ধরে অস্ত্রশিক্ষা নিল, তার সংকল্প ছিল যে অস্ত্র চাতুর্যে পাণ্ডবগণকেও অতিক্রম করে যাবে। কিছুকাল শিক্ষার পরে অস্ত্রগুরু তাকে বললেন, তুমি যতটা উৎসর্গ লাভ করতে সক্ষম, তা করেছ। অর্জুনের সমকক্ষ তুমি কখনও হতে পারবে না, তবে অস্ত্র পাণ্ডবগণকে মধ্যে মধ্যে যুদ্ধে পরাভূমুখ করতে পারবে। তখন জয়দ্রথ গুরুর নিকট হতে বিদায় নিয়ে যথাযোগ্য দক্ষিণা দিয়ে দেশে ফিরলেন।

পাণ্ডবগণ দ্বাদশবর্ষ বনবাসের যে অল্পসাল বাকী ছিল, তা নিবিড় বৈতবনে কাটিয়ে দিলেন, ত্রয়োদশ বর্ষ আশু হবার প্রাক্কালে তাদের সঙ্গে যে ব্রাহ্মণদল তখনও ছিল, যুধিষ্ঠির তাদের বললেন, এবার আমাদের অজ্ঞাতবাস আরম্ভ হবে, আপনারা সকলে নিজ নিজ বাসে ফিরে যান, ত্রয়োদশ বর্ষে আমরা কোথায় আছি তা যদি দুর্ধোধন বা কর্ণ বা শকুনি জানতে পারে, তাহলে আমাদের আবার দ্বাদশ বর্ষ বনে কাটাতে হবে; তাই আমরা গুপ্তভাবে ছদ্মবেশে বাস করব, আপনারা সঙ্গে থাকলে তা সম্ভব হবে না। ভীম বললেন, রাজা ধর্মপথে তাঁর সময় পালন করছেন, আমরাও কোন দুঃসাহসের কাজ করে রাজাকে সময় পালন থেকে ভেঁটে করি নাই, সময়ের বাকী অংশও রাজা ধর্ম অবলম্বন করে পালন করবেন, আমরাও তাই চাই। শুনে রাজা খুশী হলেন, যুধিষ্ঠিরের প্রসাদভিক্ষু বিপ্রগণ অভিবাদন জানিয়ে স্ব স্ব গ্রামে বা নগরে চলে গেল। বৈতবনে যে যতিদের আশ্রয় ছিল, তারা অবশ্য রয়ে গেল। যুধিষ্ঠির তখন ভীম, অর্জুন, নকুল, মহদেব, দ্রোণদী ও পুরোহিত ধৌম্যকে সঙ্গে নিয়ে তাদের সরোবর তীরস্থ কুটিরসমূহ থেকে দূরে নির্জন বনে গিয়ে অজ্ঞাতবাস কোথায় কিভাবে করা যেতে পারে তার পরামর্শে প্রবৃত্ত হলেন।

২১. বিরাট পর্ব—অজ্ঞাত বাস—সময় পালন

এক ক্রোশ দূরে ঘন বনের মধ্যে গিয়ে একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে সেখানে উপবেশন করে পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রোণদী অজ্ঞাত বাস সম্বন্ধে পরামর্শ আরম্ভ করলেন। যুধিষ্ঠির প্রথমে অর্জুনকে প্রশ্ন করলেন, কোন দেশে গিয়ে অজ্ঞাত বাস করা সম্ভব। অর্জুন পাক্কাল, চেদি, মৎস্ত ইত্যাদি কয়েকটি দেশের নাম দিলেন, যুধিষ্ঠির বললেন, মৎস্তরাজ বৃদ্ধ, ধার্মিক, পাণ্ডবগণের প্রতি অচ্যুত, সেখানে

অজ্ঞাতবাস করা সম্ভবত হবে। তারপরে চিন্তা করে যুধিষ্ঠির বললেন যে তিনি বিরাট রাজ্যের সভাসদ ও অক্ষজ্যোতির সহচর ব্রাহ্মণ রূপে আশ্রয় নেবেন, নাম নেবেন কহ। ভীষ্মবললেন, তিনি বল্লব নাম নিয়ে বিরাট রাজ্যের মহানগর বা বৃক্শনালায় অধ্যক্ষতার কাজ করবেন। অর্জুন বললেন, দুই হাতে বহু জ্যাঘাত চিহ্ন চাকতে তিনি নারীবেশ ধারণ করে বলয় ও কুণ্ডল পরবেন, বৃহন্নলা নামক ক্লীব বলে নিজের পরিচয় দিয়ে গীতবাত্তের শিক্ষকতা করবেন। নকুল বললেন, তিনি গ্রহিক নাম নিয়ে অশ্বখুণ্ডের রক্ষকদের কর্তা হবেন; সহদেব বললেন, তিনি তস্তিপাল নাম নিয়ে বিরাটরাজ্যের গোয়খুণ্ডের প্রধান রক্ষক হবেন। কৃষ্ণ বললেন, তিনি বিরাটরাজ্য মহিষী স্তম্বেশ্বার সৈনিকী, অর্থাৎ কেশবন্ধন ও প্রসাধন নিপুণা পরিচারিকা হবেন।

এইভাবে নিজেকে মধ্য স্থির করে নিয়ে পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনের সর্বোত্তম কূলে তাঁদের আশ্রমে ফিরে এসে ইন্দ্রসেন ও অজ্ঞাত সারথীদের তাঁদের বথ অশ্ব নিয়ে দ্বারকা গিয়ে থাকতে আদেশ দিলেন, ধোম্যকে বললেন, আপনি অগ্নিহোত্রের সঙ্গাম নিয়ে জ্ঞপদরাজ্যের গৃহে আশ্রয় নিন; পৌরোগব ও পাচকগণ পটগৃহ ও মহানগরের আবাসস্থান নিয়ে, গৌরঙ্গীগণ গাভী নিয়ে জ্ঞপদরাজ্যের আশ্রমে গিয়ে থাকবে, দ্রোপদীব খাত্তী ও দাসীগণ পুরোহিত ধোম্যের সঙ্গে জ্ঞপদরাজ্য গৃহে গিয়ে আশ্রয় নেবে। ধোম্য যজ্ঞায়ি প্রজলিত করে তাতে আহুতি দিয়ে পাণ্ডবগণের কুশল, সমৃদ্ধি ও বিজয় প্রার্থনা করলেন, পাণ্ডবগণ দ্রোপদীসহ সেই যজ্ঞায়ি প্রদক্ষিণ করলেন; যুধিষ্ঠির নির্দেশ দিলেন, পাণ্ডবগণের সম্মুখে কেহ প্রাণ করলে তারা বলবে যে পাণ্ডবগণ দ্বৈতবন থেকে তাদের ছেড়ে চলে গেছেন, কোথায় গেছেন তা কেউ জানে না। তারপর পাণ্ডবগণ দ্রোপদীসহ সে স্থান হতে চলে গেলেন। তারা চলে গেলে পরে ইন্দ্রসেনাদি বথ অশ্ব নিয়ে দ্বারকা অভিযুগে যাত্রা করল; পুরোহিত ধোম্য দাস, দাসী, পৌরোগব, পাচক, গাভী ও নানা সঙ্গাম শকটে নিয়ে পাঞ্চালরাজ্য গৃহের দিকে চললেন।

পাণ্ডবগণ প্রথমে যমুনা নদীর দিকে চললেন, তারা সকলেই নিজ নিজ অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিয়েছিলেন। যাত্রা পথে যুগ্ম করে ভোজ্য সংগ্রহ করেছেন, কখন পাঁহাডের উপর রাজিবাস করেছেন, কখনও বনের মধ্যে নিরাপদ স্থান দেখে সেখানে বাস করেছেন। যমুনা নদী পার হলে পাঞ্চাল রাজ্যের দক্ষিণ ও দর্শন-রাজ্যের উত্তর দিয়ে চলে, শ্রবণ রাজ্যের মধ্য দিয়ে গিয়ে, মৎস্য দেশের বনে

উপনীত হলেন, কেহ প্রশ্ন করলে বললেন, আমরা মৎস্ত দেশের শিকারী। মৎস্ত-দেশের বন হতে নিজস্ব হস্তে যখন দূরে বিরাট রাজধানীর প্রাচীর ও মধ্যে কবিত ক্ষেত্র দেখা গেল, তখন কৃষ্ণ বললেন, এখানে বিশ্রাম করা যাক, বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। যুধিষ্ঠির বললেন, বন ও নগর সন্নিহিত কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গমস্থলে থাকা নিরাপদ নয়, নানা লোকে দেখে নানা প্রশ্ন করতে পারে, অর্জুন তুমি কৃষ্ণকে কাঁধে তুলে নাও, বিরাট নগরে পৌঁছে আমরা বিশ্রাম নেব। অর্জুন কৃষ্ণকে বহন করে নিয়ে নগর প্রাচীরের বহির্দেশ পর্যন্ত এসে তাকে নামিয়ে দিলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, আমাদের এইভাবে সব অস্ত্র 'নবে নগরে যাওয়া ঠিক নয়, অর্জুনের গাভীর ধড়, আমাদের স্বর্ণখচিত কোদণ্ড, কোষ ইত্যাদি দেখে লোকে চিনে ফেলতে পারে। অর্জুন বললেন, ওই টিলাব উপরে খুব উঁচু ঘনশাখা বিশিষ্ট শমীবৃক্ষ দেখা যাচ্ছে, স্থানটিও নির্জন মনে হচ্ছে, ওখানে উঠে অস্ত্রশস্ত্র বেঁধে শমীবৃক্ষের উঁচু শাখায় বেঁধে পাতা দিয়ে ঢেকে আবার বেঁধে রাখা যায়, যাতে বৃষ্টির জল গিয়ে অস্ত্র না লাগে। যুধিষ্ঠির সেই প্রস্তাব অঙ্গমোদন করলে সকলে টিলাব উপর উঠে শমীবৃক্ষতলে এসে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে ধনুক সমস্ত জ্যামুক্ত করে নিয়ে কোদণ্ড, তুণ, কোষবন্ধ অসি, নারায়ণ ইত্যাদি এক সঙ্গে লম্বালম্বি করে বাঁধলেন, প্রায় এক মাসের সমান উঁচু একটি বস্তা হল। যুধিষ্ঠিরের কথামত নকুল বস্তাটি নিয়ে বৃক্ষের উঁচু শাখায় উঠে সেখানে বাঁধলেন, পাতা দিয়ে ঢেকে যেদিক যেদিক থেকে বৃষ্টির জল লাগতে পারে মনে হল, সেই সেই দিকে ঘন করে পত্রের আবরণ দিয়ে আবার বাঁধা হ'ল। তারপর সেখান থেকে নগর অভিমুখে যেতে মেষ-পালকদের সঙ্গে দেখা হতে তারা বললেন, আমাদের মৃত মাতার দেহ শমীবৃক্ষে বেঁধে দিয়েছি, এটি আমাদের কুলপ্রথা।

নগরে প্রবেশ করে কোথায়ও তাঁরা রাজিটা গুপ্তভাবে থাকলেন, পরদিন বেশ পরিবর্তন করে একে একে পঞ্চ ভ্রাতা বিরাট রাজের কাছে গিয়ে নিজেদের পূর্ব নির্দিষ্ট কর্মের উপযুক্ত প্রকাশ করে কর্ম প্রার্থী হলেন, বিরাটরাজও তাদের সঙ্গে কথা বলে খুসী হয়ে তাদের ঈক্ষিত পদে তাদের নিয়োগ করলেন। কৃষ্ণ সাধারণ বেশ পরে প্রাসাদের সামনে দিবে ঘোরাঘুরি করে রাণী স্নেহের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, রাণী তাকে ডেকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে কৃষ্ণ বললেন, আমি সৈরিন্দ্রী, কেশ সংস্কার, গন্ধদ্রব্যে প্রসাধন প্রস্তুত ও মাল্য রচনায় দক্ষতা লাভ করেছি, একসময়ে কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামার সেবা করেছি, পরে ক্রপদকুমারীর সেবা করেছি,

আমাকে তারা মালিনী বলে ডাকতেন, এখানে অমরুপ কর্মের সন্ধানে এসেছি। রাণী বললেন, তোমাকে আমি আমার সৈয়দীরূপে নিয়োগ করতে পারি, কিন্তু তোমার মুখে ও সর্বাঙ্গে এত রূপলাবণ্য, ভয় হয় যে রাজা আমাকে ভুলে তোমাকে নিয়ে থাকতে চাইবেন। কৃষ্ণা বললেন, আমার পাঁচজন বলবান্ যুবক গুরুব্রাহ্মণী আছেন, তারা আমাকে রক্ষা করেন, আমিও তাদের ছাড়া অস্ত্র গুরুব্রাহ্মণী চিন্তা করি না। তারা এখন হুঃখে পড়েছেন, তাই আমার কর্মসন্ধানে ফেরা, কিন্তু তাবা দ্রবস্থার মধ্যেও সর্বদা আমার দিকে দৃষ্টি রাখেন। আমাকে, ধর্ম থেকে কেউ বিচলিত করতে পারবে না; আপনি নির্ভয়ে আমাকে সৈয়দী করে রাখতে পারেন, তবে আমি কারো উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করি না এবং কারো পদ-প্রক্ষালন করি না। রাণী হৃদেষ্ণা কৃষ্ণার সর্ভ মেনে নিয়ে তাকে সৈয়দী পদে নিয়োগ করলেন।

যুধিষ্ঠির কঙ্ক নামে রাজ সভাসদরূপে রাজা বিরাটের প্রীতি অর্জন করলেন। ভীম বল্লব নামে মহানসের অধ্যক্ষতা কর্মে খুব দক্ষতা দেখালেন, তার বল ও বাহ্যবুদ্ধি অভিজ্ঞতার কথা জেনে রাজা তাকে মল্লক্রীড়ায় যোগ দিতে বলেন, শারদ উৎসবে রাজ অমরোদ্যে মল্লক্রীড়ায় বিরাট রাজ্যের শ্রেষ্ঠ মল্লবীর জীমূতকে পরাজিত করলেন। অর্জুন বৃহন্নলা নামে নারী বেশ ধারণ করে রাজকন্ঠা উদ্ভরা ও তার সখীদের নৃত্যগীত পারদর্শিনী করে তুললেন, মধ্যে মধ্যে রাজা বা রাণীর আগমনে নিজেও নৃত্যগীত করে সকলকে তৃপ্ত করতেন। নকুল গ্রন্থিক নামে অশ্বচর্য্য দক্ষতা দেখিয়ে রাজার অশ্বযুগ্মের উন্নতি করলেন, সহদেব তস্তিপাল নামে রাজ্যের গোবৃথ রক্ষণে ও চিকিৎসার কৃতিত্ব দেখালেন। এইভাবে অজ্ঞাতবাসের দশমাস নির্বিঘ্নে কেটে গেল। বিরাট রাজার জ্ঞাত কৃষ্ণা চন্দন বাটা ইত্যাদি দিয়ে গন্ধলেপন প্রস্তুত করে দিতেন, কিন্তু বিরাটরাজ কখনও কৃষ্ণার দিকে কুদৃষ্টি দেন নাই। রাণীর ভ্রাতা কীচক হঠাৎ একদিন কৃষ্ণাকে দেখে বিপদ বাধালেন।

২২. বিরাট পর্ব—কীচক বধ

রাণী হৃদেষ্ণার ভ্রাতা কীচক ছিলেন বিরাট রাজার সেনাপতি, তিনি মহাবল সম্পন্ন এবং যুদ্ধবিজ্ঞান কৌশলী ছিলেন; বিরাট রাজ্যের প্রতিবেশী ত্রিগর্তরাজ অশ্বর্গী তার কাছে কয়েকবার পরাজিত হয়েছিলেন। পরবাস্তুর ভূমি ও ধনবস্তু লাভ উদ্দেশ্য নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ হ'ত; সেকালে বৃষ

ও গাভী শ্রেষ্ঠ ধন বলে পরিগণিত হ'ত, এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র আক্রমণ করে গো-
বৃথ হরণও যুদ্ধের একটি উদ্দেশ্য ছিল ; -বিরাট বা মৎস্য রাজ্য গোবৃথসমৃদ্ধ ছিল,
সুশর্মা গোবৃথ হরণের চেষ্টাতেই বিরাটরাজ্য কয়েকবার আক্রমণ করে কীচকের
কাছে পরাজিত হ'ন। কীচকের বল ও যুদ্ধনিপুণতার জন্য বিরাটরাজও
তাকে সমীহ করে চলতেন। হঠাৎ একদিন সূদেষ্ণার কাছে অপূর্ব সুন্দরী
কৃষ্ণাকে দেখে কীচক সূদেষ্ণার কাছ থেকে তার পরিচয় জেনে অর্থাৎ দশমাস
পূর্বে সেই নারী সৈরিন্ধীরূপে নিযুক্ত হয়েছে, এই কথা জেনে নিজেই একসময়
তার কাছে গিয়ে বললেন, তোমার অপক্লপ রূপ আমাকে মুগ্ধ করেছে, তুমি সামান্য
পরিচারিকা বৃত্তি ছেড়ে আমার প্রাসাদে এসে স্থখভোগ কর, আমার পূর্ব
প্রণয়িনীগণ তোমার দাসী হয়ে থাকবে, আমিও তোমার আজ্ঞাবহ হব। কৃষ্ণা
বললেন, আমি পরম্পরী, নৃপুরুষ কখনো পরম্পরীকে স্ববশে আনতে চান না,
পাপাত্মা পুরুষ তা ক'রে বিপদে পড়ে। কীচক তবু নির্বন্ধ প্রকাশ করার কৃষ্ণা
বললেন, পাঁচজন বলবান গন্ধর্ব স্বামী গুপ্ত থেকে সর্বদা আমাকে রক্ষা করেন, আমার
প্রতি অসদাচরণ করলে তারা তোমাকে বধ করবে।

কীচক তখন তার বোন সূদেষ্ণাকে বললেন, তোমার সৈরিন্ধীকে আমার
অন্তর্কুল করে দাও। সূদেষ্ণা বললেন, তুমি কোন পর্ব উপলক্ষে উত্তম সুরা ও
অন্ন প্রস্তুত করে আমাকে আমন্ত্রণ কর, আমি আমার জ্ঞাত সুরা আনতে সৈরিন্ধীকে
পাঠিয়ে দেব, সেখানে নির্জনে মিষ্ট অন্ননয় করলে সৈরিন্ধী তোমার প্রতি অন্তর্কুল
হতে পারে। কীচক শীঘ্রই এক পর্বদিনে স্বগৃহে প্রচুর খাত ও সুরা প্রস্তুত করিয়ে
সূদেষ্ণাকে আমন্ত্রণ জানাল। সূদেষ্ণা সৈরিন্ধীকে বললেন, তুমি কীচকের বাস-
গৃহ থেকে আমার জ্ঞাত উৎকৃষ্ট সুরা নিয়ে এস, সে উৎকৃষ্ট সুরা ও খাত প্রস্তুত
করিয়ে আমাকে আমন্ত্রণ করেছে। কৃষ্ণা বললেন, কীচক আমার কাছে লজ্জাকর
এক প্রস্তাব করেছিল, আমি তার গৃহে যেতে চাই না, দয়া করে অল্প কোন
পরিচারিকাকে সুরা আনতে বলুন। সূদেষ্ণা বললেন, আমি তোমাকে আমার
জ্ঞাত সুরা আনতে পাঠিয়েছি জানলে কীচক তোমার উপর কোন অত্যাচার
করবে না, এই স্বর্ণপাত্রের সুরা নিয়ে এস। কৃষ্ণা মনে মনে প্রার্থনা করলেন,
আমি যদি পতিদের ভিন্ন অল্প পুরুষের চিন্তা না করে থাকি, তাহলে কীচক যেন
আমাকে তার বশ করতে না পারে। এই প্রার্থনা করতে করতে কৃষ্ণা স্বর্ণপাত্র
নিয়ে সুরা আনতে গেলেন। কীচক তাকে দেখে আনন্দিত হয়ে বলল, তোমার

জ্ঞাত অনেক স্বর্ণ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়ে রেখেছি, আমার কামনা পূর্ণ কর। কৃষ্ণ বললেন, রাণী হৃদেষ্ণু আমাকে তার জ্ঞাত উৎকৃষ্ট সুরা নিয়ে যেতে বলেছেন। কীচক বলল, সুরা আমি আর কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি, বলে কৃষ্ণার দক্ষিণ পাণি হাত দিয়ে ধরে তাকে মিষ্ট কথা বলতে লাগল। কৃষ্ণ তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কীচককে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে দ্রুতপদে রাজসভায় উপস্থিত হ'লেন। কীচক উঠে দৌড়ে গিয়ে রাজার সম্মুখেই কৃষ্ণাকে চুল ধরে টেনে মাটিতে ফেলে পদাঘাত কবল। সেখানে দৈবক্রমে ভীমসেনও উপস্থিত ছিলেন, তাকে আত্ম-বিস্মৃত হ'য়ে কীচকের উপরে ঝাপিয়ে পড়তে উত্তত দেখে যুধিষ্ঠির অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী বর্ষণে শব্দ করে ভীমকে সাবধান করে দিলেন। কৃষ্ণা সাক্ষ্যকণ্ঠে বললেন, যারা সর্বদা শরণার্থীকে নির্ভয় আশ্রয় দিত, তারা আজ কোথায়? তাদের প্রিয়া স্ত্রীকে দুঃলোক পদাঘাত করে দেখেও তারা নিশ্চেষ্ট কেন? রাজা বিরাটই বা কেমন ধর্মপালক, তার সামনে নির্দোষী নারীকে পদাঘাত করা হ'ল দেখেও তিনি কেন প্রতিকার করেন না? বিরাটরাজ বললেন, তোমার ও কীচকের মধ্যে পূর্বে কি ঘটেছে, তা না জেনে বিচার করব কি করে? যুধিষ্ঠির বললেন, সৈরিঙ্গী, তুমি রাণী হৃদেষ্ণুর কাছে যাও, তোমার গন্ধর্ব পতিরা নিশ্চয় মনে করছেন যে এখনও অত্যাচারীকে শাস্তি দেবার সময় এসে নাই; উপযুক্ত সময়ে তারা অত্যাচারীকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন। কৃষ্ণা বললেন, যারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অক্ষকৌডামন্ততার কারণে অসম্মান-ভাজন হয়েছেন, সেই হৃদয়বান কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের জ্ঞাতই আমি ধর্মচারিণী আছি; এই বলে হৃদেষ্ণুর কাছে চলে গেলেন। তার অশ্রুপূর্ণ মুখ দেখে হৃদেষ্ণু প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে? কৃষ্ণা বললেন, রাজসভায় সকলের সম্মুখে কীচক আমাকে পদাঘাত করেছে, কিন্তু কেউ প্রতিকার করে নাই। হৃদেষ্ণু বললেন, কীচক তোমাকে অপমান করেছে, তার শাস্তি দেব। কৃষ্ণা বললেন, আমার গন্ধর্ব পতিরাই তাকে শাস্তি দেবেন।

সেদিন রাত্রে ভীম বধন মহানসের কাজ সেবে নিদ্রাশয়, কৃষ্ণা গিয়ে তাকে জাগিয়ে দিলেন। ভীম জেগে উঠে কৃষ্ণাকে দেখে বললেন, কেন এমন করে এখানে এখন এসেছ খুলে বল। আমি যা প্রতিকার করতে পারি, করব। তোমার কথা বলে শীঘ্র চলে যাও, তোমাকে এখানে বেন কেউ না দেখে। কৃষ্ণা বললেন, তুমি তো দেখলে, রাজসভায় আশ্রয় নিয়েও আমি কীচকের পদাঘাত

থেকে বাঁচতে পারি নি। কীচক আমাকে কামনা করছে, বিরাটরাজ বাড়ে আমার প্রতি আকৃষ্ট না হন, সেই উদ্দেশ্যে স্বদেশী কীচকের কামনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন; মিষ্ট কথায় আমাকে বশ করতে না পেয়ে কীচক বল প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেছে, মনে হয় যে রাজা বিরাটও তাকে ভয় করেন। এভাবে আমার উপর যদি বল প্রকাশ করতে থাকে তবে আমার মৃত্যু ছাড়া কোন পথ থাকবে না। স্বামীর কর্তব্য ক্রীকে রক্ষা করা, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম আর্তকে উদ্ধার করা; জয়দ্রথের হাত থেকে আমাকে যেমন উদ্ধার করেছিলেন, তেমন কীচকের হাত থেকেও বাঁচাও।

ভীম চিন্তা করে বললেন, বিরাটরাজ একটি নৃত্যশালা তৈয়ার করে দিয়েছেন, দিনের বেলা সেখানে নৃত্য-গীত শিক্ষা হয়, রাত্রে শূন্য থাকে। সেখানে বিপ্রামের জন্য একটি পালঙ্কও আছে। তুমি কীচককে বল সেখানে তোমার সঙ্গে সন্ধ্যার পরে মিলিত হতে যেন আসে, সেখানে তোমার পরিবারে আমি পালঙ্কে শুয়ে থাকব, কামনার পাত্রী বলে আমাকে আলিঙ্গন করতে আসলে আমি কীচকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে তাকে মেরে ফেলব। সেই প্রস্তাবে সন্মত হয়ে কৃষ্ণ তাঁর নিজের শয়নাগারে ফিরে গেলেন।

পরদিন প্রাতে কীচক কৃষ্ণর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, দেখলে তো। আমার কাছে থেকে রাজাও তোমাকে রক্ষা করতে পারে না; আমি সেনাপতি হলেও আমিই প্রকৃতপক্ষে এই দেশের রাজা; তুমি আমার কাছে আসলে স্বর্থ ও প্রতিপত্তি লাভ করবে, আমি তোমাকে পৃথক আবাসগৃহ ও শত দাসী দেব, এবং যত চাও রত্ন অলঙ্কার বেশভূষা দেব। কৃষ্ণ বললেন, তুমি আমাকে যদি চাও তাহলে রাজা যে নৃত্যশালা নির্মাণ করে দিয়েছেন, যেখানে দিনে মেয়েরা নৃত্যগীত শেখে, রাত্রে শূন্য থাকে, সেখানে সন্ধ্যার কিছু পরে তুমি একলা আসলে আমাকে পাবে, এইভাবে আসলে আমার দুর্দান্ত গন্ধর্ব পতিরা জানতে পারবে না। কৃষ্ণর কথা শুনে কীচক আনন্দিত হয়ে সেইভাবে সন্ধ্যতগৃহে আসতে সন্মত হ'ল ও কৃষ্ণ সেকথা এক সময় ভীমকে জানিয়ে দিলেন। দিন শেষে কীচক গন্ধ মাল্য অশ্লিপন দিয়ে প্রসাদন করে সন্ধ্যার কিছু পরে নৃত্যশালায় একা গেল, ভীম তার পূর্বেই এসে পালঙ্কে শুয়েছিলেন, তাকে অন্ধকারে কৃষ্ণ মনে করে কীচক অগ্রসর হতে হতে বলল, তোমার জন্য দাসীপূর্ণ পৃথক গৃহের ব্যবস্থা করেছি। কাছে আসলে তার স্বপ্নভঙ্গ হ'ল, ভীম উঠে তাকে পরজীবীর উপর লোভ করবার

শান্তি এবার পেতে হবে, বলে তাকে আক্রমণ করলেন। কীচকও খুব বলশালী পুরুষ ছিল, দুজনের মধ্যে অন্ধকারে বহুক্ষণ মল্ল-যুদ্ধ হ'ল। তারপর ভীমের অধিক বল হেতু কীচক ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়ল, তখন ভীম তাকে উঠিয়ে ঘুরিয়ে জোরে ফেলে দিলেন, এবং পতিত অবস্থায় আরো প্রহার দিয়ে বধ করলেন। তারপরে কৃষ্ণকে ডেকে বাতি জালিয়ে দেখালেন যে কীচক মৃত পড়ে আছে। দেখিয়ে ভীম চলে গেলেন। নৃত্যশালায় রক্ষীগণ গৃহের মধ্যে বাটাপট শব্দ শুনে ভেগে উঠেছিল, ঘরে আলো দেখে তারা নৃত্যশালায় এসে দেখল যে কীচকের মৃতদেহ পড়ে আছে, কৃষ্ণ পালাবার চেষ্টা না করে বললেন, এই দেখ, সেনাপতি আমার ধর্ম নষ্ট করতে চেষ্টা করে আমার গন্ধর্ব স্বামীদের হাতে হত হয়েছে।

রক্ষীগণ কীচকের লাভাদের সংবাদ দিল। তারা বখন এল, তখনও কৃষ্ণ নৃত্যশালায় একটি স্তম্ভ খরে দাঁড়িয়ে আছেন। তারা দেখে বলল, এই নারীরা জন্তু কীচক এইভাবে নিহত হয়েছে, একেও বেঁধে নিয়ে কীচকের সঙ্গে দাহ করব। তারা রাজা বিরাটের কাছে কৃষ্ণার জন্তু কীচকের নিধন সংবাদ জানিয়ে বলল, কীচকের মেহের সঙ্গে এই নারীকেও দাহ করতে চাই, এই নারীই কীচকের মৃত্যুর কারণ। বিরাট রাজা কীচকলাভা ও তার অহুচরদের বীর্ষ জানুর্ভেদন, তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে সাহস করলেন না। কীচকের লাভাগণ ও অহুচরগণ উপকীচক নামে পরিচিত ছিল, তারা কীচকের দেহ-স্থানে নেবার সময় কৃষ্ণাকেও বেঁধে নিয়ে চলল। কৃষ্ণ চীৎকার করে উঠলেন, হে আমার গন্ধর্ব পতিগণ, তোমরা কোথায় আছ, বিপদে আমাকে রক্ষা কর। সে চীৎকার শুনে ভীম চীৎকার করে উত্তর দিলেন, আমি তোমার কথা শুনেছি, ভয় নেই। তিনি তোরণের দিকে না গিয়ে নগর প্রাকারের নিকটস্থ এক বৃক্ষে আবোহন করে প্রাকারের উপরে উঠলেন, সেখান থেকে বাইরের দিকের এক বৃক্ষে উঠে নেমে কৃত-স্থান অভিমুখে চললেন, পথে একটি অর্দ্ধ শুক বৃক্ষ দেখে তার কাণ্ড ভেঙ্গে নিয়ে স্বল্প সোটিকে নিয়ে অগ্রসর হ'লেন। তাকে দেখে উপকীচকগণ ভয় পেয়ে বলে উঠল, ওই মৈত্রিলীপ এক ভয়ানক গন্ধর্ব পতি আসছে, বলে তারা পালাতে গেল। ভীম এসে কৃষ্ণাকে বন্ধনযুক্ত করে উপকীচকদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের অনেককে বৃক্ষ কাণ্ডের আঘাতে বধ করলেন। কৃষ্ণাকে বললেন, আমি এটীর সন্ধান করে মহানলে ফিরে যাবি, তুমি তোরণ দ্বারপথে ফিরে রাণী

স্বদেশ্যের কাছে চলে যাও। কৃষ্ণ গৃহে ফিরে অঙ্গ প্রক্ষালন করে বেশ পরিবর্তন করে রাণীর সঙ্গে দেখা করলেন।

বিরাটরাজ সৈরিক্সীর গন্ধর্ব পতিদের হস্তে কীচক ও উপকীচক বধ বৃত্তান্ত জেনে রাণীকে বললেন, তোমার সৈরিক্সী তার অপকৃপ রূপে পুরুষের কামনা জাগায়, কিন্তু তার গন্ধর্ব পতিগণ ভয়ানক; সৈরিক্সী এখানে থাকলে আরো কোন বিশিষ্ট পুরুষ তার কাছে কামনা জানিয়ে গন্ধর্বদের শিকার হতে পারে, অতএব ওকে বিদায় করে দাও। রাণী স্বদেশ্য রাজার আদেশ কৃষ্ণাকে জানালে কৃষ্ণ বললেন, আমাকে আর ত্রয়োদশ দিন মাত্র সময় দিন, তারপরে আমার গন্ধর্বপতিগণ বিপদমুক্ত হয়ে প্রকাশ্যে এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। স্বদেশ্য রাজাকে জানিয়ে সৈরিক্সীর অত্নরোধমত তাকে রেখে দিলেন।

২৩. বিরাট পর্ব—গোহরণ অনুপর্ব

অজ্ঞাতবাসের বৎসর আরম্ভ হ'তেই দুর্বোধন নানা রাজ্যে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ চর পাঠিয়ে পাণ্ডবগণের সন্ধান আরম্ভ করেছিলেন। অজ্ঞাতবাসের কাল যখন প্রায় শেষ হয়ে এল, চর সব ফিরে এসে জানানো যে পাণ্ডবগণের সন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না। দুর্বোধন, দ্রোণ, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রুপাদসহ আরো সন্ধানের কথা বললেন। তার পরে ত্রিগর্তপতি শূরমা বললেন যে বিরাট রাজ্যের সেনাপতি কীচক তার পরাক্রান্ত ভাতৃগোষ্ঠী ও সৈন্য নিয়ে কয়েকবার ত্রিগর্তরাজ্য আক্রমণ করে পশুধন বহু লুণ্ঠন করেছে, শূরমা মহাবল কীচকের সঙ্গে পেরে ওঠেন নাই, এখন শোনা যাচ্ছে যে গন্ধর্বদের হস্তে কীচক ও তার ভাতৃগণ নিহত হয়েছে, অতএব বিরাট রাজ্য আক্রমণ করে পশুধনবহু লুণ্ঠন করা যেতে পারে। বিরাট রাজ্য গোবৃথের জন্ত বিখ্যাত ছিল; শূরমা প্রস্তাব করলেন যে ত্রিগর্তবাহিনী ও কৌরববাহিনী দুদিক থেকে বিরাট রাজ্য আক্রমণ করে গোধন লুণ্ঠন করে নিজ নিজ রাজ্যভূক্ত করবে। কর্ণ সেট প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন, পাণ্ডবগণ সম্ভবতঃ হিংস্র পশুর হস্তে প্রাণ দিয়েছে, না দিয়ে থাকলেও তারা হীনবল, প্রকাশিত হয়েই বা কি করতে পারবে; শূরমার প্রস্তাব গ্রহণ করলে ত্রিগর্ত রাজ্য যেমন লুণ্ঠিত সম্পদ ফিরে পাবে, তেমন কৌরব রাজ্যেরও সমৃদ্ধি হবে। দুর্বোধনাদি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, পাণ্ডবগণের আরো অন্তঃসন্ধানের আদেশ আর হ'ল না; স্থির হ'ল

যে আগামী কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী দিন অশ্বর্মা তার বাহিনী নিয়ে বিরাট রাজধানীর দক্ষিণে স্থিত গোশালা হতে রক্ষীদের বিভাড়িত করে বহু সহস্র বৃষ ও গাভী হরণ করবে, তাদের প্রতিরোধ করতে বিরাট রাজার সৈন্যদল দক্ষিণে যাবে, সেই স্বযোগ নিয়ে তারপর দিন কৃষ্ণ অষ্টমীতে কোঁরববাহিনী বিরাট রাজধানীর উত্তরে স্থিত গোশালা হতে রক্ষীদের তাড়িয়ে দিয়ে বহু সহস্র গোশন হরণ করবে।

সেই পরামর্শমত কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথিতে অশ্বর্মা তার সৈন্যবল নিয়ে বিরাট রাজধানীর দক্ষিণ গোশালার রক্ষীদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে তাদের বিপর্যস্ত করে বহু সহস্র গোশন ত্রিগর্ত রাজ্য অভিমুখে নিয়ে যেতে আরম্ভ করল। পরাজিত গোরক্ষীগণ দ্রুত রাজধানীতে গিয়ে রাজার কাছে অবস্থা নিবেদন করল। বিরাট রাজ তাঁর ভ্রাতা শতানীক সহ রথ অথ সেনাদল সাজিয়ে দক্ষিণ দিকে দ্রুত অভিযান আরম্ভ করলেন। ইতিমধ্যে পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবালের এক বৎসর শেষ হ'য়ে গিয়েছিল, বিরাট রাজ বখন শত্রুর প্রতিরোধে যেতে উদ্যত হয়েছেন, তখন যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব পৃথক পৃথক তার কাছে নিবেদন করল যে তারাও বখী রূপে বিরাট রাজের সহায়তা করবে। বিরাট রাজ তাদের প্রত্যেককে-রথ, বর্ম, কবচ, অস্ত্রাদি দিতে আদেশ দিয়ে তাঁর বল নিয়ে যাত্রা করলেন। যুধিষ্ঠিরাদি বর্ম অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁর পশ্চাতে গেলেন। বিরাট রাজ ত্রিগর্ত-সেনার সম্মুখীন হয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন, কিন্তু অশ্বর্মার সঙ্গে বিরাট, শতানীক ইত্যাদি কেহ পেরে উঠলেন না, বিরাট রাজ বন্দী হলেন। ইতিমধ্যে পাণ্ডবগণ এসে পড়লেন, ভীম অশ্বর্মাকে আক্রমণ করে তাকে তীব্র যুদ্ধে বিপর্যস্ত করলেন, সেই স্বযোগে বিরাট রাজ অশ্বর্মার রথ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেমে গিয়ে আবার যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। ভীম অশ্বর্মাকে পরাজিত করে বন্দী করে যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে গেলেন, অশ্বর্মা সমস্ত গোশন ফিরিয়ে দেওয়া স্বীকার করলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। গোযুধ আবার বিরাট রাজার গোশালার বিরে এল।

পংদিন প্রভাতে বিরাট তার বখী ও সৈন্যবল নিয়ে রাজধানীতে ফিরবার পূর্বেই কোঁরব বাহিনী বিরাট রাজের উত্তর গোশালার রক্ষীদের আক্রমণে পর্যুদস্ত করে ষাট হাজার বৃষ ও গাভী হস্তগত করে হস্তিনাপুর অভিমুখে যেতে উদ্যত হল। বিভাড়িত গোষ্ঠরক্ষীগণ রাজধানীতে এসে রাজকুমার উত্তরের নিকট সেই সংবাদ দিয়ে বলল, রাজ! আপনাকে তার অবর্তমানে রাজ্যের ও ধনের রক্ষাকর্তা বলে থাকেন, আপনি শীঘ্র এসে উত্তর গোশালার গোশন রক্ষা করুন। রাজকুমার

উত্তর বললেন, রাজা প্রায় সব রথী আর সৈন্য স্বশর্মার প্রতিরোধ করতে দক্ষিণে নিয়ে গেছেন, তাছাড়া আমার দক্ষ সারথি কিছুদিন আগে এক যুদ্ধে নিহত হয়েছে। আমি একজন দক্ষ সারথি পেলে কোঁরবদের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিতে পারতাম, দক্ষ সারথির অভাবে কি করি? বৃহন্নলারূপে স্থিত অর্জুন সৈরিন্দ্রী রূপধারিণী কৃষ্ণাকে চুপে চুপে বললেন, তুমি রাজকুমারকে বলতে পার যে বৃহন্নলা দক্ষ সারথি, পূর্বে অর্জুনের সারথ্যও করেছে, সে রাজকুমারের সারথি হয়ে যেতে প্রস্তুত আছে। সৈরিন্দ্রী সেকথা রাজকুমারকে জানালে রাজকুমার বললেন, আমি নিজে বৃহন্নলাকে বলতে পারব না, সৈরিন্দ্রী বলল, আপনার বোন উত্তরা তাকে বলবে, উত্তরার অনুরোধ বৃহন্নলা রক্ষা করবে। উত্তরার অনুরোধে বৃহন্নলা রাজকুমার উত্তরের সারথ্য গ্রহণ করে সারথির উপযুক্ত বর্ম কবচ ধারণ করে নিল। রাজকুমার বৃহন্নলাকে সারথি নিয়ে গোদন উদ্ধারার্থ যাত্রা করলেন।

অর্জুন উত্তরের রথ প্রথমে নগর প্রাকারের বাইরে শমীবৃক্ষের নিকটে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে কোঁরব বাহিনী দেখা গেল। কোঁরব বাহিনীর বিশালত্ব দেখে সেই বাহিনী দ্রোণ, কর্ণ, ভীষ্ম, কপ, দুর্বোধন, দুঃশাসন ইত্যাদি রথীদের দ্বারা রক্ষিত জেনে রাজকুমার ভয়গ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি অর্জুনকে বললেন, অল্পসংখ্যক গোপরক্ষী ও সৈন্য নিয়ে আমার একাকী কোঁরব সৈন্য আক্রমণ করা বুদ্ধির কাজ হবে না, বরং ফিরে যাই। অর্জুন বললেন, আপনি রাজপ্রাসাদে স্ত্রী-পুরুষ সকলের সম্মুখে গর্বভরে বলেছেন যে আপনি কোঁরবদের কাছ থেকে গোদন উদ্ধার হবে জানবেন, তার চেষ্টা না করেই ফিরলে সকলে উপহাস করবে; সৈরিন্দ্রীও আমার সারথ্যের প্রশংসা করেছে, সারথ্য না দেখিয়ে আমি ফিরব না। ভয় না করে অগ্রসর হয়ে কোঁরবসেনার সম্মুখীন হ'ন। উত্তর তাতে আশ্বস্ত না হয়ে রথ থেকে নেমে পালাতে চেষ্টা করল। অর্জুন তার পিছে পিছে গিয়ে তাকে ধরে ফেললেন, বললেন যে তোমার এত ভয় হয়েছে, তবে আমি রথীরূপে যুদ্ধ করছি, তুমি অশ্বের বজ্র ধরে আমার কথামত রথ চালিত কর। এই বলে অর্জুন নিম্নের পড়িচয় দিলেন, পঞ্চপাণ্ডব ও কৃষ্ণার বিরাট রাজগৃহে অজ্ঞাতবাসের কথা জানিয়ে দিলেন। উত্তরের সন্দেহভঞ্জন করতে তার নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললেন তোমার এই ধনুক আমার টান সহাবে না, তুমি ওই শমীবৃক্ষে উঠে ওই যে বস্ত্র দেখা যায়, ওটিকে নাহিয়ে আন। উত্তর বলল, শমীবৃক্ষে শুনেছি একটি শব বাঁধা আছে। অর্জুন বললেন, শব নেই, শব থাকলে তোমাকে উঠতে

কেন বলব? ওই বস্তাতে আমাদের উত্তম অস্ত্ররাজি রক্ষিত আছে। তখন উত্তর শমীবৃক্ষে উঠে বস্তাটি নামালেন, বস্তা খুললেই দেখা গেল তার মধ্যে আছে কয়েকটি উজ্জল ধনুকের কোদণ্ড, বহু বাণভরা তুণীর ও কয়েকটি কোষবদ্ধ অসি, এবং আরো নানা অস্ত্র। অর্জুন সেগুলির মধ্য হতে নিজের গাণ্ডীব ধনু দেখিয়ে তাতে জ্যারোষণ করে নিলেন, তাঁকে বাণপূর্ণ কয়েকটি তুণীর ও দীর্ঘ খড়া নিলেন, বাকী ধনুক, অসি কোনটি কোন পাণ্ডব-ভ্রাতার, তাও উত্তরকে বণে দিলেন। অর্জুনের পরিচয় পেয়ে ও অস্ত্রাদি দেখে উত্তর খুব খুসী হয়ে বলল, আমি দক্ষ সারথি, আমার অশ্বগুলিও শীঘ্রগামী ও বীর্যবান। অর্জুন রথে অস্ত্রশস্ত্রাদি নিয়ে উঠে কোঁরবগণ অভিযুগে রথ চালাতে বললেন, এবং গাণ্ডীব ধনুকে টঙ্কার দিলেন ও শব্দ বাজালেন।

অর্জুনের গাণ্ডীবের টঙ্কার শুনে কোঁরবগণ বুঝল যে স্বয়ং অর্জুন যুদ্ধার্থ এসেছেন। দ্রোণ কোঁরবদের সতর্ক করে দিলেন, বললেন অর্জুন অসাধারণ বীর ও কিপ্রযোদী, তা মনে রেখে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। কর্ণ অর্জুনের প্রশংসার ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, আচার্য দ্রোণ অর্জুনের পক্ষপাতী, কিন্তু আমি অর্জুনকে পরাজিত করতে পারব। তাতে কৃপ ও অশ্বত্থামা কর্ণকে কিছু কথা শোনালেন, তার পরে ভীষ্ম ও দুর্ধোধন তাদের বিবাদ মিটিয়ে দিলেন। দুর্ধোধন বললেন, অর্জুন যদি এসে থাকে, তবে তো ভাল কথা, অজ্ঞাতবাসের কালের মধ্যে প্রকাশ হেতু পাণ্ডবদের আবার দ্বাদশ বৎসরের ক্ষত্র বনবাস স্বীকার করতে হবে। তাতে ভীষ্ম বললেন, বিভিন্ন ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ষমান ব্যবহৃত হয়; দ্যুতের পণে বনবাস কাল চাক্স বৎসর দিয়ে পরিমিত হয়—ত্রয়োদশ চাক্স বৎসর ত্রয়োদশ সৌর বৎসরের থেকে পাঁচ মাস আরো দিন কম, পাণ্ডবগণের বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের ত্রয়োদশ বৎসর চাক্স বৎসর হিসাবে পূর্ণ হবে আরো কয়েকদিন কেটে গেছে, পাণ্ডবগণ তাদের সময় পালন করেছে, পুনঃ বনবাসের প্রশ্ন উঠে না। এখন আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। অর্জুন আসাতে যুদ্ধে জয় সহজ হবে না, এদিকে আমরা দুর্ধোধন রাজাকে ও অজ্ঞাত গোধন রক্ষা করতে চাই, তাই আমার প্রস্তাব এই যে দুর্ধোধন আমাদের সৈন্তের চতুর্থাংশ নিয়ে হস্তিনাপুরের দিকে যাত্রা করুক, তাৎ পশ্চাতে আর এক চতুর্থাংশ সৈন্ত হত গোধুধ হস্তিনাপুরের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাক, বাকী অর্ধাংশ সৈন্ত নিয়ে আমরা অর্জুনের প্রতিরোধ করি ও তাকে আটকে রাখি। সেই পরিকল্পনা সকলের মনঃপূত হল, এবং কোঁরব বাহিনী

সেইভাবে ভাগ করে হস্তিনাপুরের দিকে দুর্যোধন চতুর্থাংশ সৈন্য নিয়ে চললেন, তার পিছনে গোবৃথ তাঁড়িয়ে সৈন্যদলের চতুর্থাংশ চলল ; দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, ভীষ্ম প্রভৃতি বাকী সৈন্য নিয়ে অর্জুনের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু অর্জুন কোঁরবদের পরিকল্পনা বুঝে উত্তরকে বললেন, তুমি মূল কোঁরব বাহিনীর সম্মুখে না গিয়ে একপাশ দিয়ে খুব দ্রুত উত্তরে এগিয়ে চল, সামনে দুর্যোধন যাচ্ছে, তার পিছনে গোবৃথ ; তুমি রথ দুর্যোধন ও গোবৃথের মধ্যে নিয়ে চল। উত্তর তাই করলেন, সেখানে পৌঁছে অর্জুন শঙ্খধ্বনি করে ও ধনুকের টঙ্কার শব্দে গোবৃথকে ব্যাকুল করে দিলেন, তারা ঘুরে গিয়ে উর্দ্ধপুচ্ছে তাদের পরিচিত গোশালার দিকে এমন ছুট দিল যে কোঁরব সৈন্যদল তাদের রুথুতে পারল না। অর্জুনের আক্রমণে দুর্যোধন বিপন্ন হবেন ভয় করে কর্ণ দুর্যোধনের রক্ষার্থ অগ্রসর হয়ে গেলেন, অর্জুনের সঙ্গে বাণযুদ্ধে আহত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। দ্রোণ, কৃপ ও অন্তর্থাপাও অর্জুনের সম্মুখীন হয়ে আহত হয়ে ফিরতে বাধ্য হলেন, ভীষ্মও অর্জুনের শরে ব্যথিত হয়ে ধ্বজদণ্ড ধরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন, তার সারথি তার রথ সরিয়ে নিয়ে গেল। দুর্যোধন দুঃশাসনও অর্জুনের বাণের মুখে থাকতে না পেরে সরে গেলেন। তখন অর্জুন সম্মোহনী অস্ত্র ব্যবহার করলেন, বোধহয় গন্ধক চূর্ণ ও বস্ত্রধূপ চূর্ণের বিস্ফোরণে জাত ধূম বায়ব্যাস্ত্রে সকলের রথের দিকে ছড়িয়ে দিলেন, ফলে কোঁরব রথীগণ, সম্ভবতঃ ভীষ্ম বাদে, সবাই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। অর্জুনের আদেশে উত্তর গিয়ে ভীষ্ম ভিন্ন আর সব রথীদের পরিচ্ছদ হতে মহার্ঘ বস্ত্রখণ্ড কেটে আনল, উত্তরা অহরোধ করেছিল তা আনতে, তা দিয়ে তার পুতুলের সজ্জা হবে।

রথীগণ কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করে দেখলেন যে অর্জুন নিশ্চেষ্টে দাঁড়িয়ে আছেন। দুর্যোধন বলে উঠলেন, আপনারা অর্জুনকে এমন ভাবে আহত করুন যাতে সে ফিরতে না পারে। ভীষ্ম বললেন, তোমরা এতক্ষণ সংজ্ঞাহীন ছিলে, অর্জুন ইচ্ছে করলেই সকল রথীকে বধ করতে পারত, তা সে করে নাই, সে ধর্মযুদ্ধই করে। এখন অবশিষ্ট সৈন্য রথ নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে চল, গোবৃথ পুনঃ সংগ্রহের কোন আশা নাই। কোঁরব রথীগণ তখন প্রত্যাবর্তনের সঙ্কেতধ্বনি করল। অর্জুন শঙ্খ বাজিয়ে জয় হ'ল জানিয়ে উত্তরকে বললেন, রথ আবার শমী বৃক্ষের নিকট নিয়ে চল। সেখানে গিয়ে অর্জুনের নির্দেশমত অর্জুনের গাভী, অসি ও অস্ত্রাস্ত্র অস্ত্র উত্তর পুনঃ অস্ত্র পাণ্ডবদের অস্ত্রসহ বস্তায় বেঁধে শমী

বৃক্ষে বুলিয়ে দিল। অর্জুন উত্তরকে বললেন, আমার ও অশ্রু পাণ্ডবগণের ও কৃষ্ণার পরিচয় এখন তোমার পিতাকে বা অশ্রু কাউকে জানিও না, আমরা সময় স্থির করে তাঁর কাছে পরিচয় দেব। তুমি গোপবক্ষী পাঠিয়ে গোবৃথ উদ্ধারের সংবাদ জানিয়ে দাও, আমরা বিশ্রাম করে শেষ বেলায় রাজপ্রাসাদে যাব।

এদিকে বিরাট রাজ ভীমের সাহায্যে শ্বশুরমাকে পরাজিত করে নগরে এসে বধন জয় ঘোষণা করতে বলেন, তখনি শুনলেন যে উত্তর গোগৃহ হতে গোবৃথ হরণেব জন্তু কোঁরববাহিনী এসেছে, উত্তর বৃহন্নলাকে সারথি করে নিয়ে তাদের সম্মুখীন হতে গেছে। শুনে বিরাট রাজ উদ্ভিগ্ন হয়ে তাঁর বধী ও সৈন্যদের আদেশ দিলেন, তোমাদের মধ্যে যারা বিশেষ আহত হও নাই, তারা এখনই উত্তর গোগৃহে রাজকুমার উত্তরের সাহায্য করতে যাও। আর কুমারের কি অবস্থা তা দূত মুখে সত্তর জানাব। কঙ্কবেশী যুধিষ্ঠির বললেন, বৃহন্নলা বধন সঙ্গে গেছে, তখন রাজকুমারের জন্তু কোন চিন্তা নাই। তার কিছু কাল পরে উত্তরের প্রেরিত গোপবক্ষীগণ এসে সংবাদ দিল যে কোঁরববাহিনী কর্তৃক হত গোধন উদ্ধার হয়েছে, এবং কোঁরব বাহিনী পরাজিত হয়ে ফিরে গেছে; রাজকুমার ও বৃহন্নলা বিশ্রাম করে পরে এসে সাক্ষাৎ করবে। বিরাটরাজ উৎফুল্ল হয়ে কুমার উত্তরের লাভস্বর অন্ত্যর্থনার আদেশ দিলেন; কঙ্ক বললেন, আমি তো বলেছি যে বৃহন্নলা বধন সঙ্গে গেছে, তখন কুমারের জন্তু কোন ভয় নাই। বিরাটরাজ আনন্দিত মনে কঙ্কের সঙ্গে পাশা খেলতে প্রবৃত্ত হলেন, খেলতে খেলতে বললেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ইত্যাদি মহাবীরদের আমার পুত্র একা পরাজিত করেছে। কঙ্ক বললেন, বৃহন্নলা সঙ্গে ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছে। বার বার বৃহন্নলার কথা বলে তার পুত্রের মহিমা খর্ব করার রাজা জুঁক হয়ে পাশা হাতে কঙ্কের মূখের উপর জোরে আঘাত করলেন, ফলে কঙ্কের নাক হতে রক্ত পড়তে লাগল। কঙ্ক হাতে সে রক্ত ধারণ করে সৈরিক্সীর দিকে তাকালেন, সৈরিক্সী তার ইঙ্গিত বুঝে একটি জলপূর্ণ পাত্র এনে ধরলেন, কঙ্ক তার মধ্যে রক্ত ফেলে হাত ধুয়ে মুখ নাক ও ধুয়ে নিলেন। অর্জুন একবার বলেছিলেন যে বিনা যুদ্ধে যদি কেহ যুধিষ্ঠিরকে এমন আঘাত করে সে তার রক্ত মাটিতে পড়ে, তাহলে আঘাতকারীকে বধ করবন। সেইজন্য যুধিষ্ঠিরের এই সতর্কতা। তারপরে দ্বারপাল এসে জানাল যে কুমার উত্তর ও বৃহন্নলা দর্শনপ্রার্থী। রাজা বললেন, তাদের এখানে আনো। “যুধিষ্ঠির দ্বারপালের কানে কানে বলে দিলেন, প্রথমে কুমার উত্তরকে আসতে দাও, বৃহন্নলাকে

‘পরে আস্তে’ দেবে, তার বিশেষ কারণ আছে। দ্বারপাল তাই প্রথমে উত্তরকে রাজার নিকট যেতে দিল। রাজকুমার রাজসভায় এসে প্রথমে পিতাকে প্রণাম করল, পরে কঙ্ককে প্রণাম করে তার নাকে ‘রক্ত’ দেখে প্রসন্ন করল, এর এমন অবস্থা কে করল। রাজা বললেন, আমি তোমার জয়ে আনন্দ প্রকাশ করছিলাম, কিন্তু এই বিপ্র বার বার বৃহন্নলার কথা বলে তোমার জয়গৌরব লাঘব করতে চেষ্টা করেছে, তাই আমি ক্রুদ্ধ হয়ে পাশা দিয়ে ওকে আঘাত করেছি। রাজকুমার বলল, মহারাজ এটি অত্যন্ত অগ্রায় কৰ্ম হয়েছে, বিপ্লের অভিশাপে আমাদের সমূহ বিপদ হবে। রাজা তখন যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, আমি পূর্বেই আপনাকে ক্ষমা করেছি, আমার মনে ক্রোধ নেই, আমি জানি যে বলবান প্রভু মধ্যো মধ্যো আচরণে ধৈর্য রাখতে পারেন না। কিন্তু আমার রক্ত ভূমিতে পড়লে আপনার ঘোর অকল্যাণ হত, তাই আমি তা পড়তে দিই নাই। ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠিরের নাক হতে রক্ত পড়া বন্ধ হ’ল, তখন তিনি দ্বারপালকে ইঙ্গিত করলেন, এবার বৃহন্নলাকে আস্তে দাও। বৃহন্নলা এসে রাজা ও কঙ্ককে অভিবাদন করলেন। তখন রাজা উত্তরকে প্রশংসার স্বরে বললেন, ‘কেমন করে একাকী দ্রোণ, কর্ণ, ভীষ্ম ইত্যাদি মহারথদের বিমূখ করে গোধন উদ্ধার করলে? কুমার বলল যুদ্ধ জয়ের গৌরব আমার প্রাপ্য নয়। বিশাল কোঁবব বাহিনী দেখে আমার ভয় হয়েছিল, এক দেবকুমার এসে আমাকে অভয় দিবে অসং যুদ্ধভার গ্রহণ করলেন ও হত গোধন অপূর্ব কোণলে উদ্ধার করলেন; যে কোঁবব রথী তার সম্মুখীন হল, তাকেই অনায়াসে পরাজিত করলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, সেই দেবকুমার এখন কোথায়? রাজকুমার বলল, তিনি কাল কি পরশু এসে দেখা দেবেন। তারপর বিরাট রাজের অহুমতি নিয়ে বৃহন্নলা আহত বস্ত্র খণ্ড সমূহ উত্তরাকে দিয়ে দিলেন। পরে পঞ্চ পাণ্ডব একত্র মিলিত হয়ে উত্তরের সঙ্গে পরামর্শ করে বিরাট রাজার সম্মুখে পরিচয় দান পদ্ধতি স্থির করলেন।

২৪. বিরাট পর্ব—বৈবাহিক অনুপর্ব

উত্তর গোত্রহের যুদ্ধের পরে মধ্যে একদিন বাদ দিয়ে তৃতীয় দিনে প্রাতে পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণ জ্ঞান করে শুক্ল বসন ও নানা আভরণ ধারণ করে বিরাট রাজ-সভায় গেলেন, সেখানে গিয়ে যুধিষ্ঠির সিংহাসনে বসলেন, অত্র পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণ

তঁার হৃদিকে বসলেন। রাজা বিরাট সভাগৃহে এসে তাঁদের সেইভাবে বসে থাকতে দেখে বিস্ময় ও ক্রোধভরে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, কহ, তোমাকে সভাসদ 'ও দ্যুতক্রীড়ার নঙ্গী হিসাবে নিয়োগ করেছিলাম, তুমি আমার সিংহাসনে কেন বসেছ ? অর্জুন দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, ইনি স্বয়ং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, ইনি ইন্দ্রের সিংহাসনের অর্দ্ধভাগেও বসতে পারেন। বিরাট রাজ জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি যদি যুধিষ্ঠির, তবে ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রোণদী কোথায় ? অর্জুন বললেন, এই মহাকায় পুরুষ, যিনি আপনার মহানসে বরুণ নাম নিয়ে অধ্যাক্ষতা করেছেন, ও রাজ-কুলের স্ত্রী-কন্যাদের ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বরাহ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর সঙ্গে খেলা দেখিয়েছেন, ইনি ভীমলেন, এর হাতেই কীচক প্রাণ দিয়েছে। এই যে দুই রূপবান পুরুষ, এর মধ্যে যিনি আপনার অশ্বপাগ হাষেছিলেন, ইনি নকুল, আর যিনি আপনার গোপগণের অধ্যাক্ষতা করেছেন, ইনি সহদেব। এই যে পদ্মপলাশের মত চক্ষুস্বতী যুহাসিনী রূপবতী নারী, ইনি দ্রোণদী, আর আমি অর্জুন—যুধিষ্ঠির ও ভীমের অমুজ এবং নকুল ও সহদেবের অগ্রজ। আমরা সকলে আপনার রাজ্যে স্থখে অজ্ঞাতবাস কাল বাপন করেছি।

তারপর কুমার উত্তর অর্জুনকে দেখিয়ে বলল, এই সেই দেবকুমার, যিনি উত্তর গোত্রের যুদ্ধে কৌরবগণকে বিপর্যস্ত করে গোধন উদ্ধার করেন।

বিরাটরাজ বললেন, আমি বৃহন্নলার পরিচয় না জেনে যুধিষ্ঠিরের কাছে অপরাধ করেছি, সেই অপরাধ ক্ষালনের জন্ত, এবং উপকারী পাণ্ডবগণকে শ্রীত করবার জন্ত, কুমারী উত্তরাকে অর্জুনের হস্তে সম্ভ্রম করি, উত্তর, তুমি কি বল ? কুমার উত্তর বলল, পাণ্ডবগণ পূজ্য, তাদের বেতাবে মনস্থ করেছেন, সেইভাবে সম্মানিত করুন। রাজা বিরাট তখন ভীমের বাহুবলে স্বর্গমার পরাজয় ও পাণ্ডবদের সাহায্যে দক্ষিণ গোত্রের যুদ্ধে জয়ের কথা বলে এবং অর্জুনের বীরত্বের প্রশংসা করে, যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, আপনার ব্যবহারে আমার কিছুমাত্র গ্লানি হয় নাই। তারপর বিরাটরাজ পাণ্ডবগণকে একে একে আলিঙ্গন করে মস্তক আচ্ছাদন করলেন; আবার যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আমার নৌভাগ্য যে আপনারা আমার গৃহে অজ্ঞাতবাস সুসম্পন্ন করেছেন। আমার রাজ্যে আপনার অবাধ অধিকার আছে মনে করবেন। আমার কন্যা উত্তরাকে অর্জুন স্ত্রীরূপে গ্রহণ করুন। তিনি তার উপযুক্ত ভর্তা। যুধিষ্ঠির তা শুনে অর্জুনের দিকে তাকালেন। অর্জুন বললেন, আমি উত্তরাকে পুত্রবধূরূপে

গ্রহণ করছি। বিরাটরাজ প্রশ্ন করলেন, স্ত্রীরূপে কেন নয়? অর্জুন বললেন, আমি আপনার অন্তঃপুরে শুদ্ধভাবে এক বৎসব বাস করে আপনার যৌবনপ্রাপ্ত কন্যাকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিয়েছি, সে আমার সঙ্গে বিনা সঙ্কোচে পিতা ও আচার্যের মত ব্যবহার করেছে। তাকে এখন স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলে লোকে আমার দুর্গম করবে, পুত্রবধূ রূপে নিলে আমাব শুদ্ধ চরিত্রে কেহ সন্দেহ করবে না। আমার যুবক পুত্র অভিমত্য় মহাবীর, বাসুদেবের ভাগিনেয় ও প্রিয় শিষ্য, সে সব দিক দিয়ে উত্তরার উপযুক্ত ভর্তা। বিরাটরাজ বললেন, আপনার কথা আপনার মত ধর্মনিষ্ঠ বীরের উপযুক্ত হয়েছে। আপনার পুত্রের সঙ্গে উত্তরার বিবাহ দিন, আপনার সঙ্গে এই সম্বন্ধ স্থাপন করতে পেরে আমি ধন্য। যুধিষ্ঠিরও অভিমত্য় উত্তরার বিবাহ অমুমোদন করলেন।

তারপর বিরাটরাজ ও যুধিষ্ঠির বাসুদেবের নিকট ও সকল মিত্ররাজদের নিকট সংবাদ পাঠালেন। অর্জুন কৃষ্ণের নিকট পৃথক দূত পাঠিয়ে বিবাহার্থ অভিমত্য়কে, ও হুভদ্রা এবং বৃষ্ণিবীরদের বিবাহ উৎসবে আনতে অনুরোধ করলেন। যথা সময়ে কৃষ্ণ অভিমত্য়, হুভদ্রা ও বহু বৃষ্ণিবীরকে নিয়ে এলেন, ইন্দ্রসেন ও অন্যান্য সারথি পাণ্ডবদের রথ অশ্ব নিয়ে এল। জ্রপদরাজ ও তাঁর পুত্রগণ দ্রৌপদী পুত্র-গণকে নিয়ে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে এলেন। মহাসমারোহে অভিমত্য়ের সঙ্গে উত্তরার বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ'ল। তারপরে পাণ্ডবগণ বিরাট রাজ্যের মধ্যে উপপন্যে তাঁদের অস্থায়ী নিবাস গড়ে নিলেন।

২৫. উদ্যোগ পর্ব—রাজ্য উদ্ধারের মন্ত্রণা ও সেনা সংগ্রহ

অভিমত্য় উত্তরার বিবাহ উৎসব শেষ হলে বিরাট রাজ্যের রাজনতায় পাণ্ডবগণ, বলরাম, কৃষ্ণ, সাত্যকি, জ্রপদরাজ, বিরাটরাজ ইত্যাদি সমবেত হয়ে পাণ্ডবগণের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে আরম্ভ করলেন। সকলে কৃষ্ণের দিকে তাকালে কৃষ্ণ বললেন, আপনারা জানেন যে যুধিষ্ঠির শকুনির কাছে কপট দ্যুতে পরাজিত হয়ে রাজ্যভ্রষ্ট ও বনবাসী হন, দ্যুতের কপটতা বুঝেও পাণ্ডবগণ দ্যুতের সর্ত পালন করেছেন, এখন তাঁরা নিজ রাজ্যভাগ ফেরত চান; কিভাবে তাঁরা নিজ রাজ্যভাগ ফিরে পাবেন, অথচ দুর্ধোষনাদিরও অমঙ্গল ঘটবে না, আপনারা তার উপায় চিন্তা করুন। পাণ্ডবগণ হুভদ্রাদের সাহায্যে যুদ্ধ করে রাজ্য উদ্ধার করতে

পারেন, কিন্তু শাস্তির পথে তা সম্ভব হ'লেই ভাল হয়। দুর্ধোধন এখন সর্বমত পাণ্ডবদের বাজ্যভাগ ফেরত দেবেন কিনা, তা না জেনে যুদ্ধের জ্ঞাত প্রস্তুত হওয়া উচিত নয়। আমার মতে প্রথমে দূত পাঠিয়ে দুর্ধোধনের ইচ্ছা জানা প্রয়োজন, তাকে জ্ঞানের পথে চলতে প্রচোদিত করা তার স্বহৃদদের কর্তব্য।

বলরাম বল্লেন, যুধিষ্ঠির দ্যুতক্রীড়ায় অকৌশলী হয়েও দ্যুতকুশল শকুনির সঙ্গে দ্যুতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছিল, এটি তার অবিবেচনার পরিচয়। দুর্ধোধন শকুনিকে তার প্রতিনিধি করে জিতেছিল, তার দোষ কি? এই কথা মনে রেখে নম্রভাবে কথা বলতে হবে, দূতকে এই উপদেশ দিয়ে কোঁরব সভায় পাঠানো কর্তব্য। সামের পথে রাজ্যপ্রাপ্তি শ্রেয়ঃ।

যুধিষ্ঠির ইচ্ছা করে শকুনির সঙ্গে পাশা খেলায় প্রবৃত্ত হ'ন নাই, তার সঙ্গে পাশা খেলতে একরকম বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর অবিবেচনা হয়েছিল ভ্রাতৃগণকে, নিজেকে ও দ্রোণদীকে পণ রাখতে—দ্রোণদীর কথা দ্যুতসভাতেই ভীম বলেছিলেন। সত্যাকি বলরামের কথায় উদ্ব্যাপ্রকাশ করে বল্লেন যে যুধিষ্ঠিরের শকুনির সঙ্গে খেলাতে কোন অত্যাচার হয় নাই, দ্যুত খেলার কপটতা হচ্ছে বুঝেও তিনি গণের সর্ব সম্পূর্ণ পালন করেছেন, এখন তিনি জ্ঞান মতে তাঁর রাজ্যভাগ প্রত্যর্পণের দাবী করবেন, তা করতে নম্রতা প্রকাশ কেন করবেন?

জ্ঞানদরাজ বল্লেন, সত্যাকি ঠিক কথা বলেছেন, যুধিষ্ঠির জ্ঞানমত তার দাবী জানাবেন। আমার সঙ্গে অভিজ্ঞ পুরোহিত আছে, তাকে দূত করে পাঠানো যায়, তাকে বলে দিতে হবে যে পাণ্ডবগণ অহুদ্যুতের পণ বহু ক্লেশ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ পালন করেছে, এখন তারা তাদের রাজ্যভাগ ফেরত পেতে জ্ঞানমতে অধিকারী, তা ফেরত দিয়ে যেন দুর্ধোধন ধর্ম পালন করেন। কিন্তু আমার মনে হয় যে দুর্ধোধন এককাল সম্পূর্ণ মহারাজ্য ভোগ করে পাণ্ডবগণের ভাগ সহজে ফেরত দেবে না, যুদ্ধের জ্ঞাত বল সংগ্রহ করবে, স্তত্রাং আমাদেরও মিত্র রাজগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে বার্তা পাঠাতে হবে।

কৃষ্ণ জ্ঞানদরাজকে বল্লেন, আপনার পুরোহিতকে উপদেশ দিয়ে দিন যাতে পাণ্ডবগণের দাবী শাস্তভাবে জানায়, এবং দুই পক্ষের মধ্যে সৌভাজ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বলে। তাতে দুর্ধোধন যদি সামের পথে চলে, তবে তাতে সকলেরই হিত হবে। আর যদি সামের পথে পাণ্ডবদের রাজ্যভাগ পাওয়া সম্ভব

না হয়, তবে অত্র মিত্র রাজগণকে সংবাদ দিয়ে আমাকে সংবাদ দেবেন। আমরা অভিমতের বিবাহে এখানে এসেছিলাম, এখন ফিরে যাব।

তারপর সভাভঙ্গ হ'ল, কৃষ্ণ বলরাম অত্রা অদব নায়কদের নিয়ে দ্বারকায় ফিরে গেলেন। পাণ্ডবগণ বিরাট রাজের রাজধানীর সন্নিকটে উপপ্রব্য নামক স্থানে নিজেদের অস্থায়ী বসতি স্থির করে নিলেন। দ্রুপদরাজ তাঁর পুরোহিতকে দূত নিযুক্ত করে ধৃতরাষ্ট্র সভায় পাঠিয়ে দিলেন, উপদেশ দিয়ে দিলেন যে আপনি ত্রায়ধর্ম যুক্ত কথ্য বলে পাণ্ডবগণের দাবীর যুক্তিযুক্ততা বুঝিয়ে বলবেন, এবং পাণ্ডবগণ পণের সর্ব পালন করতে কত ক্লেশ সহ্য কবেছে, যে কথা বলে বুদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির মনে সহায়ত্ব উদ্রেক করবার চেষ্টা করবেন, শান্তির পথে সকলেরই কল্যাণ হবে তা বুঝিয়ে বলবেন। দূত প্রেরণ করে দ্রুপদরাজ ও বিরাটরাজ মিত্র রাজগণের নিকট বুদ্ধিষ্ঠিরের রাজ্য-উদ্ধারের ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করে বিশ্বস্ত লোক পাঠালেন। পাণ্ডবগণ বল সংগ্রহ করছেন চরমুখে জেনে দুর্ধোধনও বল সংগ্রহ ব্যাপারে বিপুল উত্তম করতে আরম্ভ করলেন। অর্জুন ও দুর্ধোধন উভয়েই একই দিনে দ্বারকায় পৌঁছে কৃষ্ণের সাহায্য চাইলেন। কৃষ্ণ বললেন, আমি কোন পক্ষেই যুদ্ধ করব না, নিরস্ত্র থেকে যেটুকু সম্ভব, সেটুকু সাহায্য করতে পারি। সেভাবে কৃষ্ণকে স্বপক্ষে নিতে দুর্ধোধন কোন উৎসাহ দেখালেন না।^১ কিন্তু অর্জুন লাদরে তাঁকে বরণ করে নিলেন, এবং দুর্ধোধন চলে গেলে তাঁকে সারথি হতে অহ্বরোধ করলেন। কৃষ্ণও তাতে সম্মতিদান করলেন। দুর্ধোধন বলরামের নিকটেও গেলেন, কিন্তু বলরাম বললেন, আমি কৃষ্ণের বিকক্ষে যেতে পারি না, তুমি স্ববীর্থে

১। উত্তোগপর্বে ৭ অধ্যায়ে আছে যে দুর্ধোধন ও অর্জুন একই দিনে কৃষ্ণের নিকট সাহায্য প্রার্থনার উপস্থিতি হলে কৃষ্ণ একদিকে অযুধ্যমান নিজে, অত্রদিকে তাঁর শিক্ষিত সেনাদল, এই দুটির মধ্যে বেছে নিতে বলায় অর্জুন অযুধ্যমান কৃষ্ণকে বেছে নিলেন, দুর্ধোধন কৃষ্ণের শিক্ষিত সেনাদল পেয়ে খুসী হলেন। এই বৃত্তান্তে লন্দেহ আসে এই কারণে যে পরে বলরাম বলেছেন, আমি কৃষ্ণকে বলেছিলাম, পাণ্ডবদের যেমন সাহায্য করছ, দুর্ধোধনকেও তেমন সাহায্য কর, কিন্তু সে তা শুনল না (উত্তোগ, ১৫৭/২৯-৩০)। কৃষ্ণের শিক্ষিত সেনাদল দুর্ধোধনকে দিলে বলরাম' সেকথা কেন বলবেন? কৃষ্ণই বা দুর্ধোধনকে অত্রায়কারী জেনে তাকে নিজের সেনাদল কেন দেবেন?

জয়লাভের চেষ্টা কর। তারপর কৃতবর্মা'র কাছে গেলে কৃতবর্মা দুর্ধোধনের পক্ষে, নিজ সৈন্য বল নিয়ে যোগ দিতে রাজী হয়ে গেলেন। অপর পক্ষে অর্জুনের ভক্ত সাত্যকি নিজ বল নিয়ে পাণ্ডবদের পক্ষে যোগ দিলেন। কৃষ্ণ ও সাত্যকি অর্জুনের সঙ্গে উপপ্লব্যে এলেন। কৃতবর্মা তার সৈন্যদল হস্তিনাপুরে নিয়ে গেলেন।

মন্ত্ররাজ শল্য তাঁর বিরাট সেনাদল নিয়ে পাণ্ডব পক্ষে যোগ দেওয়ার ইচ্ছায় বাত্মা আরম্ভ করেন। দুর্ধোধনের নির্দেশ মত তাঁর কর্মচারীগণ শল্য ও তার বাহিনীর আগমনপথে পটমণ্ডপ স্থাপন, কুপধনন, খাত্ত সংগ্রহ ইত্যাদি করে শল্য কাছে আসতেই তাঁকে ও তাঁর সৈন্যদলকে অভ্যর্থনাকরে বিশ্রাম ও ভোজনের সুন্দর আয়োজন করে দিল, দুর্ধোধন নিকটে গোপনভাবে রইলেন। অভ্যর্থনায় প্রীত হয়ে কর্মচারীদের পাণ্ডবপক্ষের লোক মনে করে শল্য বললেন, এই সুন্দর ব্যবস্থা কোন পুরুষের নায়কত্বে হয়েছে, তাকে উপস্থিত কর, তাকে আমি পুরস্কৃত করব, যুধিষ্ঠির তাতে অসন্তুষ্ট হবেন না। তখন দুর্ধোধন শল্যের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনি যদি আমার কৃত আয়োজনে প্রীত হয়ে থাকেন, তবে আমার পক্ষে যোগ দিন। শল্য প্রার্থিত পুংস্কার দেবার কথা বলেছিলেন, দুর্ধোধনের কথায় তার পক্ষে যোগ দেওয়াতে তাঁর সত্যপালন হবে মনে করে দুর্ধোধনের পক্ষে যোগ দিতে স্বীকার করলেন। তারপর যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কি অবস্থায় তিনি দুর্ধোধনের পক্ষে যোগ দিয়েছেন, তা জানালেন। যুধিষ্ঠির বললেন, আপনি সত্যপালনে বাধ্য মনে করে দুর্ধোধনের পক্ষে যোগ দিয়েছেন, তাতে আমি আর কি বলব? তবে অর্জুন কর্ণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত হ'লে অর্জুনের বীর্যের কথা বেশী করে বলবেন। শল্য তা বলতে সম্মত হয়ে চলে গেলেন। পাণ্ডবগণের পক্ষে ঋষদরাজ এবং তাঁর পুত্রদ্বয় শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্রাষ্ট্র আরো অনেক পাক্কাল মহাবীর ও সৈন্য নিয়ে এবং বিরাটরাজ তাঁর পুত্রদ্বয় শল্য ও উত্তরকে নিয়ে এবং মৎস্য সৈন্যদল নিয়ে যোগ দিলেন। সাত্যকি তাঁর সেনাদল নিয়ে এলেন; তা ছাড়া চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু (শিউপাল পুত্র) এবং জরাসন্ধ পুত্র জয়ৎসেন ও সহদেব তাদের সৈন্যদল নিয়ে যোগ দিলেন, দক্ষিণ দেশ হতে পাণ্ডুরাজ তাঁর সৈন্যদল নিয়ে যোগ দিলেন। পার্বত্য মহাবীরগণও পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিলেন। পাণ্ডবদের মোট সাত অর্কোহিনী সৈন্য হ'ল। খার্তরাষ্ট্রদের পক্ষে কৃতবর্মা ও শল্য তাদের সৈন্যদল সহ রইলেন, তাছাড়া প্রাগ্ জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত এক অর্কোহিনী চীন ও কিরাত সৈন্য নিয়ে যোগ দিলেন; ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ছাড়া মহাবীর

ভূরিশ্রবা, সিদ্ধসৌবীরের অধিপতি জয়দ্রথ, কাশ্যোজরাজ হৃদক্ষিণ, মাহীশূরীরাজ নীল এবং ত্রিগর্তরাজ ও তাঁর ভ্রাতৃগণ তাদের সৈন্য নিয়ে ধার্তরাষ্ট্রদের পক্ষে যোগ দিলেন।^১ ধার্তরাষ্ট্রদের পক্ষে মোট একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য হ'ল। প্রতি অক্ষৌহিনীতে ২১,৮৭০ রথ, ২১৮৭০ রণহস্তী, ৬৫৬১০ অশ্বারোহী ও ১০৯৩৫০ পদাতিক সৈন্য, এই বিবরণ পাওয়া যায় (আদিপর্ব, ২/১৯-২৭)। এই হিসাব ঠিক হলে দুই পক্ষে বোদ্ধাই প্রায় চল্লিশ লক্ষ হয়, তার উপর সারণি, মাহুত, অশ্ব ও রথের পরিচর্যাকারী ইত্যাদি ধরলে আরো বহু লক্ষ লোক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল বলতে হয়। এত অধিক সংখ্যক লোক প্রাচীন ভারতে একটি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল তা সম্ভব মনে হয় না। উপরি লিখিত সংখ্যার দশমাংশ নিলে সংখ্যা বিশ্বাসযোগ্য হয়।

২৬. উত্তোগ পর্ব—দ্রুপদ পুরোহিত ও সঞ্জয়ের দৌত্য

দ্রুপদরাজের পুরোহিত কৌরব-সভায় এনে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যার্ক দ্ব্যুতের পণের সর্ব অল্পসারে প্রত্যর্পণের দাবী জানানেন। তিনি বললেন, যুধিষ্ঠির পাশা খেলার কপট কৌশল অবলম্বিত হচ্ছে বুঝেও অল্পদ্যুতের পণের সর্ব সম্পূর্ণভাবে পালন করেছেন; যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতাদের ও দ্রৌপদীকে বনে বহু কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, অজ্ঞাত বাস কালেও তাঁরা বহু দুঃখ ভোগ করেছেন; কিন্তু পাণ্ডবগণ তাঁদের রাজ্যার্ক ফিরে পেলে অপমানের শোধ তুলবার যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা ভুলে যাবেন। পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রদের মধ্যে যাতে প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ থাকে, আপনারা তার উপায় করুন। সামের পথ অবলম্বন না করলে কুককুলের ধ্বংস হবে, তা কারোই বাঞ্ছিত হতে পারে না। এখানে উপস্থিত ভীষ্ম দ্রোণাদি বৃহদজন কুলের হিত কোন্ পথে হবে, তা বুঝতে পারেন; ছর্ষোধন বা আর কেহ যদি বিরূপ ভাব অবলম্বন করে, তবে তাঁরা তাকে বুঝিয়ে সামের পথে এনে উভয় পক্ষের কল্যাণ করুন। ধার্তরাষ্ট্রগণ যদি মনে করেন যে তাঁরা একাদশ

১। উত্তোগপর্বের ১৯।২৫ শ্লোকে কেকয় রাজবংশের পঞ্চভ্রাতাকে ধার্তরাষ্ট্র পথে আগত বলা হয়েছে, কিন্তু রথাতিরথ-সংখ্যান কালে ভীষ্মপঞ্চ কেকয়—কাশিক, নীল, সূর্য দত্ত, শঙ্খ ও মদিরাথকে পাণ্ডবপক্ষে পণনা করেছেন (উত্তোগ—১৭।১৪-১৫)। বোধ হয় ১৯।২৫ শ্লোকে “কেকয়াঃ” শব্দে “ত্রিগর্তাঃ” হবে।

অকোঁহিণী নৈন্ত সংগ্রহ করেছেন, পাণ্ডবগণ সাত অকোঁহিণী মাত্র পেয়েছেন; অতএব যুদ্ধে ধার্তরাষ্ট্রগণ জয়লাভ করবেন, তবে তাঁরা যেন ভীম, অৰ্জুন, সাতাকি প্রভৃতির বীর্য ও কৃষ্ণের বুদ্ধি শ্রবণ করেন।

ভীম দূতের কথা শুনে বললেন, আপনি যা বলেছেন তার অনেক কথা সত্য, তবে আপনার বচন বড় ভীক্ষ। কর্ণ ভীমকে তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠলেন, পাণ্ডবেরা যদি তাদের পণের সত্য সম্পূর্ণরূপে পালন করে রাজ্য ফেরত চাইত, তবে দুর্যোধন রাজ্য ফেরত দিতে দ্বিধা করতেন না, কিন্তু পাণ্ডবগণ সত্য সম্পূর্ণ পালন না করে বল সংগ্রহ করে তার ভয় দেখিয়ে রাজ্য প্রত্যাৰ্পণ দাবী করছে, দুর্যোধন সেই দাবী কখনও মেনে নেবেন না। কর্ণের মনে সম্ভবতঃ ছিল যে অহুদ্যুতের কাল হতে সৌর বংশের মানে ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হয় নাই। সে কথা উত্তর গোত্র হুন্ধকালে দুর্যোধন তুলেছিলেন, ভীম তার উত্তরে বলেছিলেন যে দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ বা সত্বেয় বেলায় যেমন, দ্যুতের পণের সত্যমত নির্বাণনের কালের ব্যাপারেও তেমন, চান্দ্র বংশের মান চলিত আছে, চান্দ্র বংশের মান মত উত্তর গোত্র হুন্ধ দিবসের পূর্বেই অহুদ্যুতের সময় হতে ত্রয়োদশ বর্ষ গত হয়ে গেছে। সেই উত্তর কর্ণের না জান্‌বার কথা নয়, তাই কর্ণের কথায় ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণকে তাঁর ভাষায় ভিবন্ধার করতে আরম্ভ করলেন। হুতবাষ্ট্র ভীম ও কর্ণের বিবাদ খামিয়ে দূতকে বললেন, আপনার বার্তা আমরা শুনেছি, আপনি বিশ্রাম করে ফিরে যান, আমরা আমাদের দূতের মুখে উত্তর পাঠাবো।

কিছুদিন পরে সঞ্জয় ধার্তরাষ্ট্রদের দূত হিসাবে উপপ্ৰবো এলেন। তিনি এসে কুশলবার্তা বিনিময় করে হুতবাষ্ট্র ও দুর্যোধনের উপদেশ মত যুধিষ্ঠিরের ধর্মপ্রবণতার প্রশংসা করে বললেন যে রাজ্য উদ্ধারের জন্য যুধিষ্ঠির যদি যুদ্ধের পথ নেন তাহলে তাঁকে বহু স্বজন ও জাতি বধের পাণে নিপ্ত হতে হবে, তার থেকে বাদব রাজ্যে গিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে জীবন ধারণ করাও তাঁর পক্ষে শ্রেয়ঃ হবে। অর্থাৎ দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের রাধাভাগ ফিরিয়ে দেবেন না, কিন্তু তিনি যুদ্ধে জাতিবধও চান না; যুধিষ্ঠিরের মত ধর্মাত্মা যেন যুদ্ধে জাতিবধের পাপ হতে বিরত থাকেন। সঞ্জয়ের ভাষণ শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, আমি যদি পণের সত্যমত আমার রাজ্যভাগ ফিরে পাই, তাহলে আমি যুদ্ধ করে জাতিবধ করতে চাইব কেন? অধর্ম করে আমি স্বর্গরাজ্যও চাই না। কিন্তু দুর্যোধন পণের সত্য পালন না করে আমাদের রাজ্য ভোগ করতে থাকবেন, আর আমরা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে থাকব সেই

উপদেশ দেবেন, তাই বা কেমন ধর্ম? ক্ষত্রিয়ের ধর্ম স্বরাজ্য রক্ষার জন্য বা উদ্ধারের জন্য জীবন পণ করে যুদ্ধ করা, আমরা তা না করে যদি নিশ্চেষ্ট থাকি, তাহলে কি স্বধর্ম ত্যাগকণ অপরাধ হবে না? আমরা চাই যে দুর্বোধন আমাদের রাজ্য-ভাগ ফিহিয়ে দিয়ে নিজের রাজ্য ভাগ সুখে ভোগ করতে থাকুন, তাহলে যুদ্ধ বা জাতিবধের প্রশ্নই উঠবে না, দুই পক্ষের মধ্যে প্রীতির ভাব আবার প্রতিষ্ঠিত হবে। এখানে সর্বধর্মবিদ্ কৃষ্ণ আছেন, তাঁর মতে কোন্ পথে ধর্ম, কোন্ পথে অধর্ম হবে তা শোনা যাক।

কৃষ্ণ বললেন, সঞ্জয়, তুমি সকল বর্ণের ধর্ম জান, তুমি কেন বলছ যে পাণ্ডবগণ যদি নিজ রাজ্য ভাগ উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করে, তাহলে তাদের অধর্ম হবে? আমি কোঁরব পাণ্ডব উভয় পক্ষের শ্রীবৃদ্ধি দেখতে চাই, লোকক্ষয়কারী যুদ্ধে কুরুকুল ও বহু ক্ষত্রিয় ধ্বংস হয়ে যাক তা কখনো চাই না। সামের পথে কার্ণোদ্ধার করবার চেষ্টা প্রেষ্ঠ, কিন্তু সামের পথে কার্ণোদ্ধার না হলে অন্তায় সহ্য করেও যুদ্ধের পথ হতে নিবৃত্ত থাকা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়। যে গোপনে বা লোকের সাক্ষাতে অন্য লোকের ধন হরণ করে, তাকে চোর বলা হয়, তাকে বলপ্রয়োগ করে শাসন করাই ধর্ম। তেমন যদি একজন লোক অপর কোন লোকের সম্পদ বা রাজ্য অন্তায় করে নিজের আয়ত্তে রাখে, বা বলপ্রয়োগে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করে, তখন তার প্রতিকার করতে শ্রান্ত্য অধিকারীর বলপ্রয়োগ বা যুদ্ধ করতে হবে, তাই ধর্ম পথ। তুমি এখন যুধিষ্ঠিরকে ধর্মের কথা বলতে এসেছ, কিন্তু যুধিষ্ঠির কখনও ধর্মপথ হতে বিচ্যুত হন নাই; অপর পক্ষে দ্যুত সভার কৃষ্ণার উপর অধর্ম আচরণ করা হ'ল, তখনতো ধর্মের কথা তুমি দুর্বোধন দুঃশাসনকে বল নাই, একমাত্র বিহ্বল কৃষ্ণার সপক্ষে কিছু কথা বলেছিলেন, তখন যদি ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রদের অধর্ম হতে নিবারণ করতেন, তা হলে সকলেরই মঙ্গল হত। ভীষ্মও তাঁর সম্মুখে কুলবধূর অপমান উপেক্ষা করেছিলেন। তারপর কর্ণ, দুর্বোধন, দুঃশাসন বখন দ্রোপদী, ভীম, অর্জুনকে অপমানের কথা বলে, তখনও তুমি বা কোঁরবসভায় আর কেহ ধর্মের কথা বল নাই। আমি নিজেই শীঘ্র কোঁরবসভায় উপস্থিত হয়ে কোনটি ধর্মের পথ, কোনটি অধর্ম, সে বিষয়ে কথা বলে সন্ধির চেষ্টা করব। যদি ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুত্রগণ সে উপদেশ গ্রহণ করে, তবেই তাদের ও পাণ্ডবদের মঙ্গল হবে। তারা যদি আমার কথা উপেক্ষা করে নিজেদের বলের স্পর্ধায় অধর্ম করে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যভাগ নিজ অধিকারে রাখতে চায়, তবে গদাহস্তে ভীম ও

গাণ্ডীবহস্তে অর্জুন তাদের সমস্ত দর্প দূর করে দেবে। যুদ্ধে জ্ঞাতিবধ করা অধর্ম হবে, সেই কথার ছলে পাণ্ডবদের যুদ্ধ হতে বিরত করা যাবে না। সর্তপালন করে পাণ্ডবদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করলেই যুদ্ধভয় দূর হবে।

কৃষ্ণের কথার শেষে যুধিষ্ঠির বললেন, সঞ্জয়, তুমি ফিরে গিয়ে কুরুবৃদ্ধদের ও গুরুদের আমার প্রণাম জানাবে, সমবয়স্কদের আমার অভিনন্দন ও কনিষ্ঠদের আমার আশীর্বাদ জানাবে, কিন্তু বলবে যে আমার ইচ্ছাপ্রসূ রাজ্য পণের সর্তমত আমাকে ফেরত না দিলে যুদ্ধ ছাড়া অন্য পথ আমাদের নাই। ধর্মপথে থেকে ধার্তরাষ্ট্রগণ কুলক্ষয়ের ভয় দূর করুন।

তারপরে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে ফিরে গেল। যুতরাষ্ট্র ও অন্যান্য তাঁর পঙ্গীয় লোকেরা সঞ্জয়ের মুখে প্রেরিত বার্তার উদ্ভবের জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন। সঞ্জয় হস্তিনাপুরে পৌঁছে দেখেন যে যুতরাষ্ট্রের রাজসভায় সকলে সমবেত হয়েছে। সঞ্জয় যথ হতে একেবারেই রাজসভায় উপস্থিত হলেন, এবং যুধিষ্ঠিরের প্রেরিত কুশলবার্তা জানিয়ে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের উত্তর বিস্তৃতভাবে বললেন। যুতরাষ্ট্র দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করলেন, কৃষ্ণ কি বললেন, অর্জুন কি বলল, ইত্যাদি; তাই সঞ্জয়কে তাদের বক্তব্যের কথা বার বার বলতে হল। তারপরে যুতরাষ্ট্র প্রশ্ন করলেন, পাণ্ডবদের পক্ষে কোন কোন বীর সমবেত হয়েছেন। সঞ্জয় পাণ্ডব পক্ষে সমাগত বীরদের নাম করলেন; তাদের নাম ও বীরত্বের কথা শুনে যুতরাষ্ট্র পরাজয় আশঙ্কা করে কিছু বিলাপ করে পুত্র হৃষোধনকে নামের পথ নিতে বললেন। তাতে হৃষোধন উত্তর দিলেন, আপনি ভয় কেন করছেন? বনবাস কালের আরম্ভেই যখন ইচ্ছাপ্রসূর নিকটস্থ বনে পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণ ও অন্যান্য বৃষিবীরগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেশু, কেকয় রাজভাতাগণ ইত্যাদি মিলিত হয়েছিল, এবং কৃষ্ণ আমাদের উপর মত্ত আক্রমণ করবার কথা বলেছিলেন, সে কথা আমি চরমুখে জেনে ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপকে বলেছিলাম, এখন অধিকাংশ রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি সহানুভূতিশীল আছে, বৃষি ও পাক্বালগণ যদি আমাদের উপর আক্রমণ করে, তবে তাদের ঠেকানো সহজ হবে না; আমাদের পক্ষে কি বিনীত হয়ে সন্ধি করা কর্তব্য? তখন ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ও অন্যান্য আমাদের নাম করে বললেন, তারা আক্রমণ করলে আমাদের পরাজিত করতে পারবে না, অতএব তুমি ভয় কোরো না। এখন রাজাদের মধ্যে বেশীর ভাগ আমাদের পক্ষে এসেছেন। ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-কর্ণ-অন্যান্য আমাদের সহায় আছেন, অতএব এখন পাণ্ডবদের আক্রমণের ফল সম্বন্ধে

ভয় কেন করছেন ? রাজ্য আমি প্রত্যর্পণ করব না, যদি পাণ্ডবগণ যুদ্ধ করে তবে যুদ্ধেই তাদের সম্মুখীন হ'ব ।

দুর্যোধনের এই কথার কোন উত্তর ভীষ্ম বা দ্রোণ বা কৃপ দেন নাই । তাই মনে হয় যে মহাযুদ্ধে কুল ধ্বংস ও ক্ষত্রিয়ক্ষয়ের জন্য তাঁদের অনেকটা দায়িত্ব আছে ।

কৃষ্ণ নিজেই সজ্জিত সপক্ষে কথা বলতে হস্তিনাপুরে আসবেন জেনে কি ভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হবে তার আলোচনা হল । ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের অবস্থানের জন্য সবরকম উপকরণে সজ্জিত সুন্দর গৃহ প্রস্তুত করতে, ও কৃষ্ণকে উপহার দেবার জন্য মণি, বস্ত্র, রথ, অশ্ব, হস্তী ও কর্মকুশল ভৃত্য এবং ভরুণী দাসী সংগ্রহ করে রাখতে বললেন । বিদুর বললেন, এই সব দিয়ে কৃষ্ণকে ভূলাতে পারবেন না, তাঁকে প্রথামত পাণ্ড, অর্ঘ্য, গো, মধুপর্ক ও আসন দিয়ে সম্বর্ধনা করুন এবং তাঁর ঈপ্সিত কার্য ককন, সামের পথ অবলম্বন করুন, তাতেই কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হবেন । দুর্যোধন বললেন, কৃষ্ণ সম্মানার্থ বটে, কিন্তু আমি যুধিষ্ঠিরের রাজ্যভাগ ছেড়ে দেব না । যুদ্ধই হবে, বেশী সম্মান দেখালে কৃষ্ণ মনে করবেন যে আমরা ভয় পেয়েছি । ভীষ্ম বললেন, যেভাবে অভ্যাগত সজ্জনকে অভ্যর্থনা করে, তা অন্ততঃ করতে হবে । বিদুর সেখান থেকে বিদায় নিলে দুর্যোধন বললেন, আমার মনে একটি পরিকল্পনা এসেছে ; কৃষ্ণই পাণ্ডবদের বল ও বুদ্ধিদাতা ; আমরা যদি তাকে বন্দী করে রাখি, তবে পাণ্ডবেরা সহজেই আমাদের বশে আসবে । শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, কৃষ্ণ দূত হয়ে আসছেন, তাছাড়া তিনি আমাদের সম্বন্ধী ; তাকে বন্দী করার কথা মনে এনো না, তা অতিশয় অধর্ম হবে ।

২৭. উদ্যোগ পর্ব—কৃষ্ণের দৌত্য

সকল বিদায় নিয়ে গেলে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরাদির সঙ্গে কিছু আলোচনা করলেন । যুধিষ্ঠিরের মনে রাজ্য ফিরে পেয়ে আগে যেমন বহু বৎসর ইচ্ছামত বস্ত্র, দান ও প্রজার হিতের জন্য পূর্ত কর্ম, অর্ঘ্য কৃপ, পুতুর, রাস্তাঘাট প্রস্তুত করেছেন, তাই করবার ইচ্ছা ; অপর দিকে যুদ্ধ হলে জাতি ও গুরু বধ করতে হবে, সেই জন্য দ্বিধা, তা কৃষ্ণের নিকট প্রকাশ করলেন । কৃষ্ণ বললেন যে আমি আপনাদের ধর্মতঃ প্রাপ্য রাজ্যের দাবী ছেড়ে না দিয়ে শান্তি স্থাপন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব, তা যদি না করতে পারি, তবে আপনার স্বধর্ম পালন—যুদ্ধ করতেই হবে ।

তাতে জ্ঞাতিবধ বা গুরুবধ হবে মনে করে বিধা করবেন না। দ্যুত সভায় হুঃশাসন, দুৰ্বোধন ও কর্ণ কৃষ্ণকে যেভাবে অপমানিত করেছে, তাতে তারা বধ্য ; এবং ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি তা নিবারণ করবার কোন চেষ্টা না করায় তাঁরাও বধ্য হয়েছেন তা মনে রাখবেন। ভীষ্ম বললেন, শাস্তি স্থাপন করতে তুমি প্রাণপণ চেষ্টা করবে ; কুরুকুলের ধ্বংস নিবারণ করতে যদি আমাদের দুৰ্বোধনের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়, তাও ভাল। কৃষ্ণ তাকে বললেন, আপনার মুখে কি শুনছি ? আপনি দুৰ্বোধন হুঃশাসনকে বধের জন্য উন্মুখ ছিলেন শুনেছি, আপনি প্রকৃতিস্থ হ'ন, কুজিয়ের স্বধর্ম বিস্মৃত হবেন না ; আমি শাস্তির পথে ধার্তরাষ্ট্রদের আনুতে চেষ্টা করব, কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়, তবে যুদ্ধ করতে হবে, যুদ্ধ হ'লে আপনার ও অর্জুনের উপর প্রধান ভার পড়বে, তার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হ'ন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের মত মনের বিধা প্রকাশ করে বললেন, তুমি উভয় পক্ষের স্বহৃৎ ও সম্বন্ধী, তুমি চেষ্টা করলে দুৰ্বোধন প্রভৃতিকে সামের পথে আনতে পারো। কৃষ্ণ বললেন, কর্মের ফল পুরুষকার ও দৈব এই উভয়ের উপর নির্ভর করে ; পুরুষকার দিয়ে যতটা সম্ভব, দুৰ্বোধনাদিকে সামের পথে আনতে ততটা চেষ্টা করব। নকুলও কৃষ্ণকে সক্ষির চেষ্টা করতে বললেন ; শুধু সহদেব বললেন, যুদ্ধ হলে ভালই হয় ; না হলে দুৰ্বোধন, হুঃশাসন, কর্ণ আমাদের উপর, বিশেষতঃ দ্রোণদীর উপর, যে অপমানের ভার চাপিয়েছে, তার শোধ তুলব কেমন করে ? সাত্যকি সহদেবের কথা সমর্থন করলেন। দ্রোণদী বললেন, সহদেবই ঠিক কথা বলেছেন ; আমার অন্য পতিদের, বিশেষ করে ভীষ্মের কথা শুনে মর্মান্বিত হয়েছি। হুঃশাসন আমাকে চূলে ধরে সভায় টেনে নিয়ে গেছে, দুৰ্বোধন ও কর্ণ আমাকে অপমানকর কথা বলেছে, যুদ্ধ না হলে তার শোধ আমরা কি করে নেব ? অবশ্য তারা যদি সম্মানে আমাদের প্রাণ্য রাজ্যভাগ ফিরিয়ে দেয় তো অন্য কথা ; কিন্তু তার জন্য তাদের যিষ্টে কথায় তোষামোদ করা উচিত হবে না। মনের হুঃখে দ্রোণদীর চোখের মৌকে জল পড়তে লাগল। কৃষ্ণ তাকে সাহুনা দিয়ে বললেন, ধার্তরাষ্ট্রগণ আমার হিতকর বাণী যদি গ্রাহ্য না করে, তবে যুদ্ধই হবে, তুমি শাস্ত হও।

যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি যে শত্রুসভায় গিয়ে তাদের মতবিরুদ্ধ কথা বলবে, তাতে তোমার বিপদ হতে পারে, আমার সেই শঙ্কা হ'চ্ছে। কৃষ্ণ বললেন, আমার জন্য ভাববেন না। আমি আমার বধ অস্ত্র সজ্জিত করে নিয়ে যাব, আমার অস্ত্রপূর্ণ বধের সামনে যে শত্রুভাবে আসবে, সেই বিধ্বস্ত হয়ে যাবে।

তাছাড়া আমি নিজের রক্ষার দিকে চোখ রাখব এবং সাত্যকিকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তার পরে কৃষ্ণ প্রস্তুত হয়ে তাঁর সজ্জিত রথে সাত্যকিকে নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করলেন, সঙ্গে অন্য রথে অনুরগণ পটমণ্ডপের উপকরণ ও আহাৰ ইত্যাদি নিয়ে চলল। পথে বৃকস্বল গ্রামে রাতিতে বিশ্রাম করে দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে কৃষ্ণ হস্তিনাপুরের নিকটে পৌঁছে গেলেন। সেখান থেকে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এবং ধৃতরাষ্ট্রের কয়েকজন পুত্র কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করে হস্তিনাপুরে নিয়ে গেলেন। হস্তিনাপুরে পৌঁছে কৃষ্ণ প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদে গেলেন, সেখানে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৃষ্ণকে গো, মধুপর্ক, পান্ন, আসন ইত্যাদি দিখে সম্মান করলেন। কৃষ্ণ সকলকে ষথাষোগ্য অভিবাদন করে কিছুক্ষণ সৌজগ্ৰময় কথা বলে, কিছু হাস্ত পরিহাস করে, বিহুরের গৃহে গেলেন, সেখান আতিথ্য গ্রহণ করে বিহুরকে নিজের আগমনের কারণ বললেন, কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর কুন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। পাণ্ডবগণের বনবাস কালে কুন্তী বিহুরের গৃহেই ছিলেন। কুন্তীর প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ তাকে পাণ্ডবগণের ও দ্রৌপদীর কুশল সংবাদ দিলেন; বললেন—আপনার পুত্রগণ দুঃখকষ্ট ভয় করে বীরের মত দিন কাটাচ্ছেন, তারা ক্ষুদ্র স্বখ চান না, তারা শ্রেষ্ঠ ভোগস্বখ লাভ করতে বা মহাক্লেশ সহ করতে প্রস্তুত হয়েছেন—অর্থাৎ তারা রাজ্যস্বখ ভয় করে নিতে বা সেই উদ্দেশ্যে যত্নাবরণ করতে প্রস্তুত হয়েছেন—আপনি দেখবেন তারা সিদ্ধকাম হয়ে এসে আপনাকে প্রণাম করবে।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বে কৃষ্ণ দুর্যোধনের গৃহে গেলেন, সেখানে দুর্যোধনের সঙ্গে দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি ছিলেন। তারা আসন থেকে উঠে কৃষ্ণকে অভিনন্দন করলেন, কিছু কথার পরে দুর্যোধন কৃষ্ণকে সায়মাশ—সন্ধ্যাকালীন আহাৰ—গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ করলেন। কৃষ্ণ বললেন, আমি দূত হয়ে এসেছি, দূত সফল হলে সম্মান ও ভোজন গ্রহণ করে। দুর্যোধন বললেন, আমার সঙ্গে আপনার কোন বিরোধ নাই, আপনার দৌত্য সফল হোক বা না হোক, আমার সঙ্গে সায়মাশ গ্রহণে আপত্তি কেন? কৃষ্ণ বললেন, লোকে সম্প্রীতি থাকলে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে, আমি এখন পাণ্ডবদের দূত, তাদের সঙ্গে তো আপনার সম্প্রীতি নাই, আর অনশন পীড়িত হলে ভোজনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে, আমি অনশন পীড়িত হই নাই।

সেখান থেকে কৃষ্ণ বিহুরের গৃহে ফিরলেন; সেখানে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি এসে বললেন, আপনার জ্ঞান সব প্রয়োজনীয় সম্ভার পূর্ণ গৃহ সজ্জিত করে রাখা

হয়েছে, সেখানে এসে বিশ্রাম করুন। কৃষ্ণ বললেন, আমার জন্ম গৃহ সজ্জিত রেখেই আপনারা আমার সম্মান করেছেন, কিন্তু বিহ্বলের গৃহে বিশ্রাম করাই আমার কাম্য, আপনারা ফিরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। বিহ্বলের গৃহেই কৃষ্ণ ভোজন ও বিশ্রাম করলেন।

পরদিন ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভা সজ্জিত করে কৃষ্ণকে সংবাদ দিতে দুর্বোধন ও শকুনি এলেন। কৃষ্ণ নিজেই রথে বিহ্বরকে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে গেলেন, দুর্বোধন ও শকুনি তাদের অনুসরণ করলেন। সাত্যকি তাদের পরে গেলেন। সভায় গিয়ে কুশলবার্তা বিনিময়ের পরে কৃষ্ণ উঠে ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে বললেন, যাতে পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রগণের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়, এবং কুরুকুল ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমি এসেছি। আপনি তো সবই জানেন—পাণ্ডবগণ অহুদ্যতে পরাজিত হয়ে দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস স্বীকার করে নিল, এবং অজ্ঞাতবাসকালে প্রকাশ হয়ে পড়লে পুনঃ দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের সর্তও স্বীকার করে নিল, এবং তা কষ্ট করে পূরণ করল এই বিশ্বাসে, যে সর্ত পূরণ করলে তারা তাদের রাজ্য ফিরে পাবে। তারা দ্যুতের পণের তাদের পালনীয় সর্ত সম্পূর্ণ পালন করেছে, এখন ধর্মতঃ আপনারা আপনাদের পালনীয় সর্ত পূরণ করুন, তাদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করুন। পাণ্ডবগণ আপনাকে পিতৃবৎ মনে করে, তারা বিশ্বাস করেছে যে আপনি থাকতে তাদের রাজ্য ফিরে পেতে কোন বাধা হবে না। তাদের সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করবেন না, আপনার দুর্বিনীত পুত্রকে শাসন করে তাকে ধর্মপথে চলতে বাধ্য করুন, আমি ভীম অর্জুনকে প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা থেকে নিবৃত্ত করব। এই যে উত্তরপক্ষে ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়বর্গ সমবেত হয়েছে, এরা পরস্পরকে সংহার না করে শান্তির উৎসবে একসঙ্গে পানাহার করে স্বদেশে ফিরে যাক। ধার্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণ যদি বদ্ধভাবে থাকে, তাদের রাজ্যদ্বয় সুকৃতভাবে সমগ্র ভারতের অপ্রতিদ্বন্দী নেতা হতে পারবে। হে মহারাজ, আপনি চেষ্টা করে সমবেত রাজকুলগণকে মৃত্যুপণ হতে রক্ষা করুন, কুরুপাঞ্চাল কুলের ধ্বংস নিবারণ করুন, সমগ্র উত্তর ভারতকে এক হয়ে সমৃদ্ধ হতে সহযোগ দিন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমি রাজ্যের ভার দুর্বোধনের হস্তে ছেড়ে দিয়েছি, আপনি তাকে বলুন।

কৃষ্ণ তখন দুর্বোধনকে সম্বোধন করে বললেন, হে রাজন, আপনি মহৎ কুরুকুলে জাত, আপনার নিকট মহৎ ব্যবহারের আশা করি। আপনি

লোকেব পরামর্শে পাণ্ডবগণের রাজ্যভাগ ধর্ম অতিক্রম করে নিজ অধিকারে রাখতে ইচ্ছা করেছেন, ভেবেছেন যে ভীষ্ম, দ্রোণ কর্ণ আপনাকে জয়ী করবে, কিন্তু ভীষ্ম, অর্জুনের বীর্য স্বরণ করেন। তাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে বাস করলে আপনি বহুকাল আপনার নিজ রাজ্যভাগ ভোগ করতে পারবেন, কুরুকুলের ও সমবেত রাজগণের ধ্বংস নিবারণ করতে পারবেন। ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবিধের সেবা লোকে করে থাকে, কিন্তু ধর্মের প্রতিকূল ভাবে অর্থ ও কামের ভোগ করলে শেষ পর্যন্ত দুঃখ ও মৃত্যু আসে। আপনি বুদ্ধিমান, শাস্ত্রভাবে একটু ভেবে দেখলেই আমার কথা যে যুক্তিযুক্ত, তা বুঝতে পারবেন। পাণ্ডবগণ তাদের রাজ্যভাগ ফিরে পেতে ধর্মতঃ অধিকারী হয়েছেন, তা ফিরিয়ে দিন। আর আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে যুক্ত মহারাজ্যে যুতরাষ্ট্র মহারাজকপে উপদেষ্টা হয়ে থাকুন, যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ বলে রাজা হবেন ও আপনাকে যুবরাজ করবেন।^১

দুর্যোধন উত্তর দিলেন, আমি বিশ্বাস করি যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রমুখ আমার পক্ষে সমবেত বীরগণকে পাণ্ডবগণ কখনও জয় করতে পারবে না। পিতার হস্তে যখন রাজ্যভার ছিল, তখন স্নেহের মোহে হোক, ভয়ে হোক, অর্ধরাজ্য পাণ্ডবদের দান করেছিলেন। রাজ্য এখন আমার, আমি কোন মোহে কোন ভয়ে আবার অর্ধরাজ্য ছেড়ে দেব না। সম্পূর্ণ মহারাজ্য যুধিষ্ঠিরের হস্তে দেওয়া দূরে থাক, সেটুকু ভূমিতে সূচীবিদ্ধ করা যায়, সেটুকু ভূমিও ছেড়ে দেব না।

ভীষ্ম, দ্রোণ দুর্যোধনকে কিছু তিরস্কার, কিছু উপদেশ দিলেন, ফলে দুর্যোধন সভা ছেড়ে উঠে গেলেন। দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতি সেই সঙ্গে উঠে গেল। ভীষ্ম বল্লেন, দুর্যোধন ক্রোধ লোভের বশ, তার অহুবর্তী কয়েকজন বীর পেয়েছে, মনে হয় যে তার দোষে ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস হবে। শুনে কৃষ্ণ বল্লেন, শুধু দুর্যোধনের দোষ নয়, আমি কুরুব্রহ্মদেরও দোষী মনে করি। তাঁরা যদি বোঝেন যে দুর্যোধন সমগ্র কুরুকুলকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তাঁরা মিলিত হয়ে দুর্যোধনকে দমন কেন করেন না? কংস যখন যাদবকুলকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি কয়েকজন যাদব বৃদ্ধের অহুসোদে মাতুল কংসকে বধ করে যাদবকুল রক্ষা করি। কুরুব্রহ্মগণ ও সেরূপভাবে কুরুকুল রক্ষা করতে পারেন।

কৃষ্ণের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বিহ্বল হইলেন, তুমি গান্ধারীকে রাজসভায় ডেকে আন, এবং দুর্ধোধনকে সভায় ফিরে আসিতে বল। গান্ধারীর কথা শুনে দুর্ধোধনের মন ফিরিতে পারে। গান্ধারী সভায় এসে দুর্ধোধনকে ধর্মপথে চলে পাণ্ডবগণের রাজ্যভাগ ফিরিয়ে দিলে কুলকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচাতে উপদেশ দিলেন, কিন্তু দুর্ধোধন কোন উত্তর না দিয়ে আবার চলে গেলেন। এবং দুঃশাসন কর্ণ শকুনির সঙ্গে মিলিত হয়ে কৃষ্ণকে বন্দী করবার পরামর্শ করতে লাগলেন। সাত্যকি পূর্ব হতেই সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন, তিনি তাদের মন্ত্রণা বুঝে সভায় এসে লোকেরা প্রকাশ করলেন। শুনে কৃষ্ণ হেসে বললেন, হে মহারাজ, আপনার পুত্রগণ আমাকে বন্দী করবার মন্ত্রণা করছে, চেষ্টা করে দেখুক, তাহলে আমিই তাদের বন্দী করে যুদ্ধিষ্ঠিরের নিকট সমর্পণ করব। দূত হয়ে এসে সেরূপ চেষ্টার কথা আমি মনে আনতাম না। কিন্তু আমাকে বন্দী করার চেষ্টা করলে তার ফল তারা পাবে। ধৃতরাষ্ট্র দুর্ধোধনকে পুনঃ সভায় ডেকে আনিয়া কৃষ্ণকে বন্দী করবার মন্ত্রণার জন্য ভীষ্ম ভীষ্মন করলেন, ইতিমধ্যে কৃষ্ণ সাত্যকি ও কৃতবর্মা হাত ধরে সভায় বাইরে এসে নিজের অস্ত্রসজ্জিত রথে উঠলেন; কৃতবর্মা দুর্ধোধনের পক্ষে যুদ্ধ করতে হস্তিনাপুরে এলেও তিনি দাদববীর, দাদব সাত্যকি তাকে ডেকেছিলেন দাদবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে প্রয়োজন হলে সাহায্য করতে, তিনি সেই ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।

বিহ্বলের গৃহে ফিরে এসে কৃষ্ণ কুন্তীকে জানালেন যে সন্ধির চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল, যুদ্ধ করেই পাণ্ডবগণকে স্বীয় রাজ্য উদ্ধার করতে হবে। কুন্তী বললেন, যুদ্ধিষ্ঠিরকে বলবে, তোমার বীর্যবান ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম, এখন ক্ষত্রধর্ম পালন কর, অর্জুনকে বলবে, তার জন্মের পূর্বে আমরা ইন্দ্রসম বীর্যবান পুত্রের জন্য প্রার্থনা করেছিলাম, অর্জুন সেইমত বীর্যবান হয়েছে, এখন সেই বীর্য পূর্ণভাবে যেন প্রয়োগ করে; ভীষ্ম চিরকালই মহাশয়, আমি জানি যে সে প্রাণপণে যুদ্ধ করে যাবে। পথে তোমার মঙ্গল হোক, বলে তিনি কৃষ্ণকে বিদায় দিলেন।

কৃষ্ণ পথ হতে কর্ণকে আমন্ত্রণ করে নিজ রথে উঠিয়ে নিলেন; হস্তিনাপুরের বাইরে এসে বললেন, আপনি স্মৃতপুত্র ন'ন, আপনি কুন্তীর কানীন পুত্র, শাস্ত্রমতে কানীন পুত্র তার মাতার বিবাহকারী পুরুষের পুত্র বলে গণ্য হয়। সে হিসাবে আপনি পাণ্ডব জ্যেষ্ঠ পুত্র, আপনি পাণ্ডবপক্ষে এসে যোগ দিন, আপনাকে যুদ্ধিষ্ঠিদাদি জ্যেষ্ঠরূপে রাজপদ দেবে। আপনার বীর্যের উপর নির্ভর করে দুর্ধোধন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে চলেছে, আপনাকে সহায় না পেলে সে নিবৃত্ত হবে, ফলে

কজ্জিয়কুল-ধ্বংসী যুদ্ধ নিবারণিত হবে। কিন্তু কর্ণ কৃষ্ণের প্রস্তাবে সন্মত হলেন না। কর্ণ বললেন, কুন্তী আমাকে জন্মের পরেই ত্যাগ করেছেন, স্মৃত অধিরথ আমাকে পালন করেছে, স্মৃতবংশে আমি বিবাহ করেছি, পুত্র পৌত্র হয়েছে; আর দুর্যোধন আমাকে অর্জুনের যোগ্য প্রতিদ্বন্দী জেনে আমাকে অজরাভ্যে বহু বৎসর পূর্বে অতিথিত্ব করেছে, আসন্ন যুদ্ধে আমার উপর নির্ভর করেছে, আমি তার বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারি না। কিন্তু আপনি পাণ্ডবদের কাছে আমার জন্মকথা বলবেন না; ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির আমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জানুলে রাজ্য আমাকে দেবে, আমি আবায় দুর্যোধনকেই দেব; তার থেকে যুধিষ্ঠিরই রাজ্যভাগ পেয়ে ভোগ করুক। আপনি তাদের পক্ষে আছেন, তাদেরই জয় হবে, তা জেনেও আমি দুর্যোধনকে ছেড়ে যাব না। কৃষ্ণ তখন কর্ণকে আলিঙ্গন করে নামিয়ে দিলেন। পরে ঋতবেগে রথ চালিয়ে উপগম্যে ফিরলেন। উপগম্যে ফিরে যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে তাঁর দৌত্যের বিবরণ জানালেন, যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হতে বললেন, এবং কুন্তীর বার্তা তাদের জানিয়ে দিলেন। যুধিষ্ঠির সব কথা শুনে বললেন, পিতামহ ভীষ্ম, শুরুর দ্রোণ ইত্যাদির সঙ্গে যত্নপূর্ণ করে যুদ্ধ করতে হবে? কৃষ্ণ বললেন, আপনারা দ্যুতের পণের সর্ব সম্পূর্ণ পালন করে রাজ্য ফিরে পেতে অধিকারী হয়েছেন, সে অধিকার আপনাদের ক্ষত্রধর্ম অনুসারে আদার করে নিতে হবে। যুধিষ্ঠির আবায় বললেন, শুরুর ও জাতি বধ করে আমাদের রাজ্যলাভ কি ধর্মসঙ্গত হবে? অর্জুন উত্তর দিলেন, কৃষ্ণ ও কুন্তী ক্ষত্রধর্ম অনুসারে যুদ্ধ করতে বলছেন, ফল বাই হোক যুদ্ধই আমাদের করতে হবে, তাঁরা কখনও আমাদের অধর্ম করতে বলবেন না। কৃষ্ণ অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি ঠিক বলেছ।

২৮. উযোগপর্ব—সৈন্য সমাবেশ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি

কর্ণকে কৃষ্ণ রথে তুলে হস্তিনাপুরের বাইরে এসে যে প্রস্তাব করেছিলেন, কর্ণ তা প্রত্যাখ্যান করলে পরে তাদের মধ্যে আসন্ন যুদ্ধের স্থান কাল নিয়ে কথা হয়েছিল। কর্ণ বললেন, কুরুক্ষেত্র অতি পবিত্র স্থান, সেখানে যুদ্ধ হলে লোকে স্বর্গে যায় বলে বিশ্বাস আছে, যুদ্ধ যাতে কুরুক্ষেত্রেই হয়, আপনি তার ব্যবস্থা করবেন। কৃষ্ণ বললেন, আপনি ফিরে গিয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, কপকে বলবেন যে এই মাসটি চমৎকার, শীত গ্রীষ্মের আতিশয্য নাই, এখন ছত্র ও জালানি কাঠ সহজেই সংগ্রহ করা যায়, ওষধি ও বনস্পতিসমূহ এখন সতেজ, বহুজাতীয় বৃক্ষ এখন ফলবান,

জল নির্মল ও স্বাদ, এবং মক্ষিকার উপদ্রব কমে, সাতদিন পরে ইন্দ্র-দৈবত নক্ষত্রে অমাবস্তা, সেদিন থেকে সময় সত্তার সংগ্রহ করে অবিলম্বে যুদ্ধ আরম্ভ করা বাঞ্ছনীয়। সেদিন ছিল চান্দ্র কার্তিক মাসের কৃষ্ণা সপ্তমী বা অষ্টমী, যুদ্ধ আরম্ভ অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে, সেদিন মধ্য নক্ষত্রে চন্দ্র ছিল।^১ ভীষ্মের পতন হয় পৌষ মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীতে, তুর্বোধনের মৃত্যু হয় পৌষমাসে অমাবস্তার রাতে।

কৃষ্ণ উপদ্রব্যে ফিরে এসে সন্ধি প্রস্তাবের ব্যর্থতা জানিয়ে পাণ্ডবদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে বললেন। সাত অকোহিনীর নায়ক স্থির হল ঋণদরাজ, বিরাটরাজ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, চেকিতান, সাত্যকি ও ভীমসেন।^২ পরে নায়ক কিছু পরিবর্তন করে স্থির হ'ল ঋণদরাজ, বিরাটরাজ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, ধৃষ্টকেতু (চেদিরাজ) ও সহদেব (জগদম্বপুত্র, মগধরাজ)।^৩ সপ্ত নায়কের উপরে কে সেনাপতি হবে, সে বিষয়ে কিছু মতভেদ হ'ল; সহদেব নাম করলেন বিরাটরাজের, নকুল নাম করলেন ঋণদরাজের, অর্জুন নাম করলেন ধৃষ্টদ্যুম্নের, এবং ভীমসেন নাম করলেন শিখণ্ডীর। যুদ্ধিষ্ঠির কৃষ্ণকে নির্বাচনের ভার দিলে কৃষ্ণ সব বীরদের প্রশংসা করলেন, প্রধান সেনাপতি কাকে করা হবে তা বললেন না। যুদ্ধিষ্ঠির, অর্জুন ও কৃষ্ণের অধিনায়কত্বে সকলে কাজ করেছে, তাই প্রধান সেনাপতি নিয়োগের তেমন প্রয়োজন ছিল না। তবে ভীষ্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কালে শিখণ্ডী নায়কত্ব করেছে, জোণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন নায়কত্ব করেছে, সেকথা কৃষ্ণ আশ্বমেধিক পর্বে বলেছেন।^৪

তারপর জৌপদী ও অত্যাচারী পাণ্ডবশ্লিগণের উপদ্রব্যে বসবাসের ব্যবস্থা করে, তাদের রক্ষার জন্য প্রাকার তুলে ও ছোট একটি সৈন্যদল নিযুক্ত করে পাণ্ডব বাহিনী কুরুক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করলেন। মৎস্য রাজ্য ছিল বর্তমান চোলপুরের পশ্চিমে, ও তার রাজধানী বিরাট, বর্তমানে বৈরাট নামে পরিচিত গ্রাম, জয়পুরের চল্লিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত, কুরুক্ষেত্র বিরাট থেকে নানাবিক

১। ভীষ্ম পর্ব, ১৭।২ ও নীলবর্ণের টিকার প্রথমার্শ।

২। উত্তোগপর্ব, ১৫১।৪-৫

৩। উত্তোগপর্ব, ১৫৭।১০-১২

৪। আশ্বমেধিক, ৬০।২, ১৫

একশত পঞ্চাশ (১৫০) মাইল উত্তরে। কয়েকদিন চলে কুরুক্ষেত্রে পৌঁছে ব্রথীগণ সকলে শঙ্খধ্বনি করে আনন্দ প্রকাশ করলেন। কিছু বিশ্রাম নিয়ে ধুইহুয় ও সাত্যকি কুরুক্ষেত্র প্রান্তরের দক্ষিণ ভাগে হিরণ্যতী নদীর তীরে শিবির স্থাপনের উপযুক্ত ভূমি নির্বাচন করলেন, তাদের নির্দেশে শিল্পীগণ সকল রাজা ও নায়কের জন্ত উপযুক্ত ভবন ও সাধাবর্ণ সৈন্ত বা ভট্টদের আবাস স্থান প্রস্তুত করল; অশ্ব, হস্তী, বথ ইত্যাদির জন্ত উপযুক্ত আশ্রয় প্রস্তুত হ'ল, এবং যথেষ্ট শিল্পী, ভিষক বা চিকিৎসক ইত্যাদির জন্তও স্থান নির্দিষ্ট হ'ল। কৃষ্ণের নির্দেশে শিবিরের চারদিকে পরিখা কোটে হিরণ্যতী নদীর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হল, কয়েকটি সেতু করে ব্রক্ষার ব্যবস্থা হ'ল। যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ও ভোজন দ্রব্য ও অগ্ন্যাগ্ন সমরসজ্জার সংগ্রহ করা হল।

কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবগণ শিবির স্থাপন আরম্ভ করেছেন, চরমুখে জেনে দুর্বোধনও কুরুক্ষেত্রে সত্বর গিয়ে শিবির সংস্থাপনের আদেশ দিলেন। তিনি এগারো জন অর্কোহিনী নেতা স্থির করে দিলেন—দ্রোণ, কৃপ, মদ্ররাজ শল্য, সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ, কাশ্যোজ রাজ সুদক্ষিণ, অশ্বকবুলের যাদব নায়ক কৃতবর্মা, অশ্বখামা, কর্ণ, ভূবিশ্রবা, শকুনি ও বাহলীক রাজ। সর্বসেনাপতি ভীষ্মকে নিয়োগ করে তাঁর অভিষেক করলেন। তারপরে বাহিনী কুরুক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করল। হস্তিনাপুর থেকে কুরুক্ষেত্র অনুমান ৬০।৭০ মাইল। সে পথ অতিক্রম করে কুরুক্ষেত্র প্রান্তরের উত্তর ভাগে দুর্বোধন ও কর্ণ কোঁরব শিবির স্থাপনের স্থান নির্বাচন করে একাদশ অর্কোহিনীর উপযুক্ত স্থান অনুমান করে সীমানা নির্দেশ করে দিলেন। পরে শিল্পীগণ নির্দেশমত রাজা ও নায়কদের ভবন, ভট বা সৈন্তদের আবাস, হস্তী-অশ্ব-বথের জন্ত আশ্রয় স্থান, ইত্যাদি সব নির্মাণ করলেন। যথেষ্ট অস্ত্র ও অগ্ন্য সমর সজ্জার ও খাদ্য সংগ্রহ করা হ'ল। কোঁরব শিবির বিস্তারে প্রায় হস্তিনাপুরের মত হ'ল। দুই শিবিরের মধ্যে কয়েক ক্রোশ স্থান রাখা হল বৃহৎ সংস্থাপন ও যুদ্ধের জন্ত।

দুপক্ষেব শিবির প্রস্তুত, তার মধ্যে ব্রথী ও সৈন্তগণ অধিষ্ঠিত, এই সময় অকস্মাৎ একদিন কয়েকজন বৃষ্ণিবীরকে সঙ্গে নিয়ে বলরাম উপস্থিত হলেন। যথারীতি অভ্যর্থিত হয়ে বসে তিনি বললেন, ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হচ্ছে, আমি অস্ত্রের অসাক্ষাতে কৃষ্ণকে অনেকবার বলেছিলাম, তুমি যেমন পাণ্ডবদের সাহায্য করছ, তেমন ধার্তরাষ্ট্রদের সাহায্য কর, উভয় পক্ষের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ আছে, তা কৃষ্ণ

শুনল না ; কুষের সাহায্যপ্রাপ্ত পাণ্ডবদের জয় নিশ্চিত, আমি নিকটে থেকে কোঁরবদের ধ্বংস দেখতে চাই না। অতএব আমি সরস্বতী নদীর সব তীরে ভ্রমণ করতে যাচ্ছি। এই বলে তিনি সঙ্গীদের নিয়ে চলে গেলেন।

তারপরে শকুনি গুহ্র উল্লুক ধার্তরাষ্ট্রদের দূত হয়ে এসে পাণ্ডবদের বীরত্বে তাক্ষিণ্য প্রকাশ করে বলল, কাল থেকে যুদ্ধ আরম্ভ হবে ; তোমাদের যদি কিছু মাত্র বীর্ষ থাকে, কাল থেকে তা প্রকাশ করে দেখিযো। তার কথার ধরণে বিরক্ত হয়ে পাণ্ডবগণ তীক্ষ্ণ ভাষায় উত্তর দিলেন, তবে পরদিন থেকে যুদ্ধ আরম্ভ হবে তা স্বীকার করে নিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কোন পক্ষ আকস্মিক আক্রমণ করে জয়লাভের চেষ্টা করে নাই—এক অশ্বখামার যুদ্ধশেষে স্থপ্ত পাণ্ডব-পাঞ্চাল বীর ও সৈন্যদের রাত্রিতে এসে অতর্কিত ভাবে হত্যা করা ছাড়া সমগ্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অনেকটা মধ্য যুগে ইংলণ্ড ক্রান্স প্রভৃতি দেশে যেমন tournament (টুর্নামেন্ট) বা ব্রহ্মভূমিতে নীমিত যুদ্ধ হত তার মত মনে হয়। দেশ, কাল, নিয়ম সব স্থির করে নিয়ে তবে যুদ্ধ হ'ল, কোন পক্ষ যাতে আকস্মিক আক্রমণের সুবিধা না পায়। তাই যদি হ'ল, তবে জরাসন্ধ-ভীমের দ্বন্দ্ব যুদ্ধের মত দুর্ধোধন-ভীমের দ্বন্দ্ব যুদ্ধেই রাজ্য প্রত্যর্পণ করা না করা নির্দ্ধারিত হবে, তা কেন স্থির হ'ল না ?

যুদ্ধারম্ভের পূর্বদিন দুর্ধোধনের অত্মরোধে ভীষ্ম দুই পক্ষের রথী ও অতিবৃদ্ধদের নাম ও গুণের কথা বললেন। তার মধ্যে কর্ণকে অর্জুনের বলায় কর্ণ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে দুর্ধোধনকে বললেন, লোকে বলে যুদ্ধের বচন গ্রাহ্য, কিন্তু ভীষ্ম অতিবৃদ্ধ হয়ে বালকের মত হয়ে গেছেন, তিনি আমাকে অসথা অপমান শুধু এখন নয়, অনেক সময়ই করে থাকেন। তাঁকে আপনি প্রধান সেনাপতি করেছেন, কিন্তু আমি তাঁর নেতৃত্বে, তিনি বেঁচে থাকতে, যুদ্ধ করব না। তাঁর পতন হলে আমার বীর্ষ আপনাকে দেখাব।

যুদ্ধের প্রথম দিনে যুদ্ধারম্ভের পূর্বে কোঁরবপক্ষ থেকে যুষ্মৎস্থ যুধিষ্ঠিরের আহ্বানে এসে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেয়।

২৯. ভীষ্মপর্ব : দশদিন যুদ্ধশেষে ভীষ্মের পতন

উল্লুক প্রস্থাপ্ত প্রেরিত বার্তামত পরদিন থেকে যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। মহাভারত কাহিনী মতে অষ্টাদশ দিনের যুদ্ধের প্রথম দশদিন কোঁরব পক্ষে ভীষ্মের সেনাপতিত্বে

যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু ভীষ্মের সেনাপতিত্বকালে যুদ্ধের মধ্যে এক ভীষ্ম ভিন্ন কোন বিশিষ্ট বীর বা রথী নিহত হয় নাই। দ্রোণের সেনাপতিত্বে পাঁচদিন যুদ্ধেই যুদ্ধে সমাগত রাজা ও রথীদের অধিকাংশ নিহত হয়। কর্ণ ভীষ্মকে অতিবুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছিলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে ভীষ্মের বয়স ১৫০ বৎসরের কম হবে না।^১ ককেদীয়া দেশের মাতার রক্তগুণে ১৫০ বৎসর বয়সেও তিনি যুদ্ধক্ষম ছিলেন, তবে যৌবনকালের মত বীর্য তখন তাঁর থাকার সম্ভব নয়। তৃতীয় খণ্ডে ভীষ্মপর্বের আলোচনা করতে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে, যে ভীষ্মের সেনাপতিত্বে যুদ্ধ বোধহয় চারদিন মাত্র চলেছিল, তাই সত্য মনে হয়। বা হোক, দশদিন চলেছিল ধরে নিয়েই কাহিনী বলতে হবে।

ভীষ্মপর্বের প্রথম অধ্যায়ে যুদ্ধের অন্ত কৃত নিয়মের উল্লেখ আছে—যথা পদাতিক সৈন্তের সঙ্গে পদাতিক, অশ্বরোহী সৈন্তের সঙ্গে অশ্বরোহী যুদ্ধ করবে। মোট বোদ্ধাসংখ্যার পুরো অর্দ্ধভাগ পদাতিক সৈন্ত ছিল, কিন্তু দুইদিকের পদাতিক বাহিনীর মধ্যে কোন যুদ্ধ বর্ণিত হয় নাই। অপর পক্ষে ভীষ্ম যে প্রতিদিন দশ লক্ষ পাণ্ডব পাঞ্চাল সেনা নিধনের ব্রত নিয়েছিলেন, সে ব্রতপালনে অধিকাংশ পদাতিক সেনা বধ করেছিলেন সন্দেহ নাই। সেরূপ পঞ্চম দিবসের যুদ্ধে অর্জুন পঁচিশ হাজার মহারথ নিধন করলেন বলা হয়েছে (৭৩।৩৩ শ্লোক), কিন্তু তারা কখনও সকলে মহারথ নয়, অধিকাংশই পদাতিক সৈন্ত সন্দেহ নাই। ভীষ্মের কথা বলা হয়েছে যে দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে তিনি কলিঙ্গরাজ, কলিঙ্গ রাজপুত্র ও সমস্ত কলিঙ্গবাহিনীকে বিনষ্ট করলেন; বাহিনীর অধিকাংশ পদাতিক সৈন্ত সন্দেহ নাই (৫৪।১২১ শ্লোক)। বোদ্ধাদের দশভাগের তিনভাগ অশ্বরোহী বলা হয়েছে, রথী ব্রত, গজারোহী বোদ্ধাও তত সংখ্যক, কিন্তু অশ্বরোহী বোদ্ধা তার তিনগুণ, কিন্তু দুইদিকের অশ্বরোহী বাহিনীর পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ কোথাও বর্ণিত হয়

১। দেবব্রত বা ভীষ্মকে শান্তনু যুবরাজ করবার চার বৎসর পরে সত্যবতীকে দেখেন (আদির ১০০।৪১-৪৫), সত্যবতীর প্রথমপুত্র চিত্রাঙ্গদ পিতার মৃত্যুকালে প্রাপ্ত বয়স্ক ছিল, রাজা হয়ে তিন চার বৎসর পরে গন্ধর্ব সহ যুদ্ধে মৃত হয়। দ্বিতীয় পুত্র বিচিত্রবীৰ্য তখনও অপ্রাপ্ত যৌবন ছিল, অল্পমান অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে দুটি কানী কন্যা বিবাহ করে দাত বৎসর পরে গত হয়, তার দুই বৎসর পরে পাণ্ডুর জন্ম, পাণ্ডুর পুত্র অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে চৌষষ্ঠি বৎসর বয়স্ক ছিলেন।

নাই। যুদ্ধ বর্ণনার মধ্যে অধিকাংশই রথীদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ বা গুলুল যুদ্ধ, মধ্যে মধ্যে গজারোহী বোঝা সহ রথীবোদ্ধার যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। প্রাচীনকালে যুদ্ধে পদাতিক বাহিনী ও অশ্বরোহী বোদ্ধাগণ কি শুধু রথী ও গজারোহী বোদ্ধার হস্তে মৃত্যুবরণ করতে যুদ্ধক্ষেত্রে আসতো ?

ভীষ্মের সেনাপতিত্বে যুদ্ধের প্রথম দিনে বিরাট রাজকুমার উত্তর শল্যের হস্তে নিহত হয়। সেদিন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের নিকট অভিযোগ করলেন, ভীষ্ম নির্মমভাবে পাণ্ডব-পাঞ্চাল সৈন্য শেষ করছেন, ভীষ্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন কিন্তু ভীষ্মকে ঠেকাতে পারছেন না, তোমার সখা অর্জুন মধ্যস্থভাবে যুদ্ধ যুদ্ধ করে চলেছে, সে এরকম করবে জানলে আমি যুদ্ধে মত দিতাম না। কৃষ্ণ অর্জুনকে তখন কিছু না বলে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আপনি চিন্তিত হবেন না, আপনার পক্ষে আমি আছি আপনার হিতাকাজী, বাফের বীর সাত্যকি প্রায় অর্জুনের মত যুদ্ধপটু, বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আছেন দ্রোণ বধের জন্য দীক্ষিত, অপরাধিত শিখণ্ডী ভীষ্মবধের জন্য উন্মুখ আছেন, তাছাড়া মহাবীর অভিমন্যু, ঘটোটকচ এবং আরো বহু রথী আপনার পক্ষে আছে। যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে নেতৃত্ব নিয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ করতে বললেন। ভীষ্ম প্রথম থেকেই প্রাণপণ যুদ্ধ করছিলেন, তাকে কিছু বলায়ও প্রয়োজন ছিল না। অর্জুন নিজেকে উপেক্ষিত মনে করে বা অন্য কোন কারণে দ্বিতীয় দিন তীব্রতর যুদ্ধ করলেন, মধ্যাহ্ন পর্যন্ত শুধু ভীষ্মকে ঠেকিয়ে রাখলেন তা নয়, কোঁরব পক্ষের বহু সৈন্য শেষ করে দিলেন। তার বীরত্ব দেখে দুর্যোধন এসে ভীষ্মের নিকট অভিযোগ করলেন, আপনি ও দ্রোণ স্নেহবশতঃ অর্জুনকে মর্মঘাতী শর মারছেন না, কর্ণ থাকলে অর্জুনের অস্ত্রচাতুর্ষ্যের বখাৰ্ঘ উত্তর দিতে পারত, কিন্তু আপনি তাকে অসম্মান করে যুদ্ধবিরত করেছেন, এখন অর্জুনকে দমন করবার উপায় করুন। ভীষ্ম ত্রুষ্ক হয়ে তীব্রতর যুদ্ধ আরম্ভ করলেন, শেষপর্যন্ত ভীষ্ম ও অর্জুন সমযুদ্ধ করলেন, কেউ কাউকে মর্মঘাতী বাণ মারতে পারলেন না। সেদিন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণের মধ্যেও তীব্র যুদ্ধ হ'ল, এবং ভীষ্ম তীব্র যুদ্ধ করে কলিঙ্গ রাজপুত্র, কলিঙ্গরাজ ও কলিঙ্গ বাহিনী শেষ করে দিলেন। দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ ফল পাণ্ডবদের পক্ষে গেল। তৃতীয় দিনের যুদ্ধে দুই পক্ষের বীরগণ তীব্র যুদ্ধ করলেন, দুর্যোধন ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে বুকে বাণবিদ্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তাতে কোঁরব পক্ষ কিছু বিচলিত হয়ে পড়ল, চৈতন্য লাভ করে দুর্যোধন ভীষ্মকে আগের দিনের মত পাণ্ডবদের স্নেহভরে মর্মঘাতী আঘাত না করার অভিযোগ করলেন।

ভীষ্ম জুড় হুয়ে নিজের নিরাপত্তা তুচ্ছ করে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের সবদিকে বাণ প্রহার করতে লাগলেন, তাতে পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনী বিচলিত হলে অর্জুন ও সাত্যকি বোঝাদের ফিরে বথাসাধ্য যুদ্ধ করতে আদেশ দিয়ে নিজেরাও ভীষ্মের দ্রোণের অস্ত্রের প্রতিরোধ করতে লাগলেন ; অর্জুন পর পর কয়েকবার ভীষ্মের ধনুকের জ্যা কেটে দিলেন । সেদিনের যুদ্ধ বিবৃতিতে মহাভারতের কাহিনীতে চক্রহস্তে কৃষ্ণ ভীষ্মবধের জন্য ছুটে গেলেন, ভীষ্ম তাকে জগৎপতি বলে আবাহন করলেন, এই কথা আছে, কিন্তু তা দ্বিতীয় স্তরের কবির রচনা মনে হয়, কারণ স্বর্গলোক হতে কৃষ্ণের হস্তে চক্র আসবার ইঙ্গিত ও কৃষ্ণকে জগৎপতি রূপে চিত্রিত করা হয়েছে ; তদ্বির সেদিন অর্জুন মর্মঘাতী বাণ মারবার চেষ্টা না করলেও ভীষ্মের প্রতিযুদ্ধ সূষ্ঠু ভাবেই করছিলেন । সেদিনও পাণ্ডবপক্ষই জয়লাভ করিলেন । চতুর্থ দিনের যুদ্ধেও ভীষ্ম ও অর্জুন সমযুদ্ধ করলেন, ভীষ্ম বহু গর্ভবৈশ্রব্য বধ করে ভগদত্তের সঙ্গে যুদ্ধে বিপন্ন হ'লে ষটোৎকচ এসে ভগদত্তের প্রসিদ্ধ রণহস্তীকে ব্যথিত ও বিভ্রান্ত করলেন, দ্রোণ প্রভৃতি এসে ভগদত্তকে রক্ষা করলেন । পঞ্চম দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম প্রথমে পাণ্ডববৈশ্রব্য বিধ্বস্ত করেন, কিন্তু পরে অর্জুন তীব্র যুদ্ধ করে পঁচিশ হাজার কৌরববৈশ্রব্য নিধন করেন । কিন্তু সেদিন অর্জুন অশ্বখামাকে বিপদগ্রস্ত করে দয়া করে ছেড়ে দিলেন । যুদ্ধ বিবরণে দেখা যায় যে অর্জুন যথেষ্ট যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু যখন দ্রোণ বা কৃপ বা অশ্বখামা বা কৃতবর্মা বিপন্ন হয়েছে, তখন তাদের দয়া করে ছেড়ে দিয়েছেন, ভীষ্মকে পিতামহ বলে ভক্তি করতেন, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর অস্ত্র কেটে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁকে মর্মভেদী অস্ত্রে পীড়িত করেন নাই । ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধের সাফল্যের জন্য যুধিষ্ঠির তাদের প্রশংসা করেন । সপ্তম দিনে সঙ্কুল যুদ্ধে কৌরববাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়, পরে দ্রোণের হস্তে বিরাট রাজপুত্র শল্যের মৃত্যু হয়, এবং ভগদত্ত ষটোৎকচকে পরাজিত করে চতুর্থ দিনের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলেন । অষ্টম দিনের যুদ্ধফল পাণ্ডবদের পক্ষে যায়, বহু ধৈর্যধন যুদ্ধের বর্ণনা আছে, তার উল্লেখ নিম্নয়োজন । অষ্টম দিনের শেষে দুর্ধোধন ভীষ্মকে সেনাপতিত্ব কর্ণের হাতে তুলে দিতে বলেন, দুর্ধোধনের মনে ছিল যে ভীষ্ম ইচ্ছা করে পাণ্ডবগণকে নিপাত করছেন না । ভীষ্ম জুড় হুয়ে আরো তীব্র যুদ্ধ, নিজের প্রাণের মামা সম্পূর্ণ ছেড়ে যুদ্ধ করার প্রতজ্ঞা করলেন । তাই নবম দিনের যুদ্ধ কৌরবদের পক্ষে আশাপ্রদ হল, সেই দিন অর্জুন ভীষ্মের সমান তালে তীব্র যুদ্ধ করে ভীষ্মকে ব্যথিত করবার চেষ্টা না

করায় কৃষ্ণ প্রত্যেক বা চাবুক হাতে নিয়েই ভীষ্মের দিকে ছুটে গেলেন। অর্জুন তাঁর পিছনে গিয়ে তীব্রতর যুদ্ধ করবার প্রতিজ্ঞা করে তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন। সেদিন যুদ্ধশেষে পাণ্ডবদের পরামর্শ সভায় অর্জুন বললেন, বাল্যকালে যার ক্রোড়ে উঠে গাভ্র ধূলি ধুসরিত করে দিয়েছি, পিতা বলে যাকে ডেকেছি, তাঁকে এখন কেমন করে বধ করব? কৃষ্ণ বৃহস্পতি নীতি উদ্ধৃত করে বললেন, গুণী গুরুবৃদ্ধও যদি আততায়ী হ'বে আক্রমণ করে, তাকে বধ করাই ধর্ম।^১ যুধিষ্ঠিরকে সঙ্কোচন করে কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন যদি নিতান্তই ভীষ্মকে বধ করতে না চায়, তবে কালকের যুদ্ধে আমাকে বরণ ককন, আমি ভীষ্মকে বধ করে আপনার রাজ্য লাভের পথ করে দেব। যুধিষ্ঠির বললেন, তোমাকে প্রতিজ্ঞাপ্রস্ট করতে চাই না। আলোচনার পরে অবশেষে স্থির হ'ল যে পরদিন অর্জুন সব শ্রেষ্ঠ কৌরববীরদের বাধা দিয়ে ভীষ্মের সাহায্যে বেতে দেবেন না, শিখণ্ডী ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে নিধন করবে। পরদিন সেই ভাবেই যুদ্ধ হ'ল। অর্জুন শ্রেষ্ঠ কৌরববীরদের যুদ্ধে ব্যাপৃত করে রাখলেন, নিরঙ্কুশ অবসর পেয়ে শিখণ্ডী তীব্র যুদ্ধ করে অবশেষে ভীষ্মকে পাতিত করলেন।

অর্জুনই শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে ভীষ্মকে পিছন থেকে বাণ মেয়ে পাতিত করে ছিলেন, সেরূপ কথাও মহাভারতে আছে। শিখণ্ডী নারী হয়ে জন্মে পুরুষ হয়ে গিয়েছিলেন, তাই তাকে ভীষ্ম অস্ত্রাঘাত করলেন না, তাকে দেখে যুদ্ধ হতে বিরত হলেন, সেই স্বযোগে অর্জুন ভীষ্মকে বধ করলেন, এই কাহিনী গ্রাহ্য নয়। তাতে শিখণ্ডীর বীর্য এবং অর্জুনের মনুষ্যত্ব এই উভয়কেই তুচ্ছ করা হয়েছে। শিখণ্ডীকে মহাভারতে বহুস্থলে “অপরাজিত” বলা হয়েছে, কিন্তু এই কাহিনীতে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হয়েছে যে তাঁর বীর্য এতটা নয় যে তিনি বাণ মেয়ে ভীষ্মের বর্ম ভেদ করে তাঁকে আমূল বিদ্ধ করতে পারেন। অর্জুন যদি সম্মুখ যুদ্ধে তাঁর প্রতি একদা স্নেহশীল পিতামহকে মর্মঘাতী বাণ মারতে না চেয়ে থাকেন, তবে তিনি কি কারো পশ্চাতে লুকিয়ে তেমন বাণ মারবেন? ভীষ্মকে যেমন, দ্রোণকেও তেমন, অর্জুন ঝাঁচিয়ে যুদ্ধ করেছেন, দ্রোণপর্বে অর্জুন জোর গলায় বলেছেন যে গুরু দ্রোণকে আমি কখনও বধ করব না। ভীষ্ম সম্বন্ধে তিনি কি অত ভাব নিয়ে থাকতে পারেন?

১। ভীষ্ম ১০.৭।১০.১—“জ্যায়সমপি চেদ্বৃদ্ধং গুণৈরপি সমহিতং।

আততায়িনমাস্ত্রাযঃ হৃদ্যাদাতকমাতনঃ।”

মহাভারতে যুদ্ধ কাহিনী বহু পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু যে সব গাথা থেকে মহাভারত কাহিনী রচিত হয়েছিল, তাও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। ভীষ্মপর্বের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছে, দশদিন যুদ্ধ চলবার পর সঞ্জয় অকস্মাৎ যুদ্ধক্ষেত্র হতে হস্তিনাপুরে এসে খুতরাষ্ট্রকে জানানেন যে কোঁরব পিতামহ ভীষ্ম যুদ্ধে শিখণ্ডীর হস্তে নিপাতিত হয়েছেন। সে কথা আরো কয়েকবার আছে, যথা দ্রোণপর্বে ১।১১ শ্লোক—“হতং দেবব্রতং শ্রদ্ধা পাঞ্চালোন শিখণ্ডিনা” (পাঞ্চাল শিখণ্ডীর দ্বারা দেবব্রত হত হয়েছেন শুনে—), কর্ণপর্বে ২।১২ শ্লোকে—“তং হতং যজ্ঞসেনস্ত পুত্রেষেহ শিখণ্ডিনা। পাণ্ডবেয়াভিগুপ্তেন শ্রদ্ধা মে ব্যথিতং মনঃ।” [সেই তেজস্বী বীর) পাণ্ডবগণের দ্বারা রক্ষিত রূপদপুত্র শিখণ্ডীর দ্বারা হত হয়েছে শুনে আমার মনে ব্যথা হয়েছে], কর্ণপর্বে ৯।৩৭ শ্লোক—“ভীষ্মপ্রতিযুধ্যস্তং শিখণ্ডী সায়কোত্তমৈঃ। পাতয়ামাস সমরে সর্বশস্ত্রভূতাং বচম্॥” (সর্ব-অস্ত্র-ধারীদের শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে প্রতিযুদ্ধ না করা অবস্থায় শিখণ্ডী যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বাণসমূহ দিয়ে পাতিত করেছিল—এখানে শিখণ্ডীকে দেখে ভীষ্ম তার সঙ্গে প্রতিযুদ্ধ করেন নাই, সেকথা থাকলেও অর্জুনের বাণ নিক্ষেপের কথা নাই), শল্যপর্বে ২৩০.২।-৩১.১ শ্লোকে—“ভীষ্মস্ত নিহতো যত্র লোকনাথ প্রতাপবান্। শিখণ্ডিনং সমাসাচ্চ যুগেন্দ্র ইব জঘৃকম্” (যেখানে বহুলোকের আশ্রয়স্থান প্রতাপশালী ভীষ্ম শিখণ্ডীর সম্মুখীন হয়ে নিহত হয়েছেন, যেন সিংহ শৃগালের হস্তে নিহত হয়েছে)। এইরূপ শ্লোক আরও অনেক আছে। অতএব শিখণ্ডীর অস্ত্রেই ভীষ্মের পতন হয়, অর্জুনের অস্ত্রে নয়, সে সন্দেহ সন্দেহ থাকতে পারে না।

ভীষ্মের পতনে পাণ্ডবগণ উৎফুল্ল হলেন, ধার্তরাষ্ট্রগণ দুঃখিত হলেন। তখনই অবহার বা যুদ্ধবিবর্তি ঘোষণা করে প্রধান রথীগণ ভীষ্মকে শেষ দেখা দেখতে গেলেন। ভীষ্ম অর্জুনকে তত্কাশিষ দিলেন, দুর্বোধনকে বললেন তাঁর মৃত্যুতেই যেন যুদ্ধ শেষ হয়, কর্ণকে বললেন যে তিনি কর্ণের বীর্যের কথা জানেন, কিন্তু তার পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষ হেতু তাকে দমাতে চেয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই ভীষ্মের মৃত্যু হ'ল; দেখে যদি এমনভাবে শরবিদ্ধ হয় যে দেহ ভূমি স্পর্শ করে না, তবে বেশীক্ষণ বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

৩০. দ্রোণ পর্ব : প্রথম তিন দিনের যুদ্ধ—অভিমন্যু বধ

ভীষ্মের সেনাপতিত্বে দশ দিনের যুদ্ধ শেষে কৌরব পক্ষে নয় অকোহিণী, এবং পাণ্ডবপক্ষে পাঁচ অকোহিণী মৈত্র অবশিষ্ট রইল, ভীষ্মের পতনের পরে দুর্যোধন দ্রোণকে সেনাপতি পদে বৃত্ত করলেন। দ্রোণের সেনাপতিত্বে যুদ্ধ পাঁচদিন চলেছিল; কর্ণ ভীষ্মের সেনাপতিত্ব কালে যুদ্ধে যোগ দেন নাই, তিনি এবার যুদ্ধ আরম্ভ করলেন; যুদ্ধ দুই পক্ষ থেকেই ভীষ্মভর হ'ল; ফলে এই পাঁচদিনের মধ্যে উভয় পক্ষের বহু শ্রেষ্ঠ রথী ও রাজা নিহত হল।

দুর্যোধন প্রথমেই দ্রোণকে অনুরোধ করেন, যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করে আমার কাছে এনে দিন। দ্রোণ প্রস্ত করলেন, তোমার কি অভিপ্রায়? দুর্যোধন বললেন,, বন্দী করে আনলে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে আমার দ্যুতক্রীড়ায় জয়লাভ করে রাজ্যে অধিকার লাভ করব, তাতে আর যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না। দ্রোণ বললেন, অর্জুন কর্তৃক যুধিষ্ঠির যদি ব্রহ্মকিত না থাকে, তবে তাকে জীবিত করে আনব। সে কথা চরমুখে যুধিষ্ঠির জ্ঞানতে পেরে অর্জুনকে জানিয়ে প্রতিকার করতে বললেন। অর্জুন বললেন আমি আচার্য্য দ্রোণকে বধ করব না, কিন্তু আপনাকে প্রাণপণে রক্ষা করব।

প্রথম দিনের যুদ্ধে—যুদ্ধারম্ভ হতে একাদশ দিনের যুদ্ধে—দ্বৈরথ যুদ্ধ কয়েকটি হ'ল। সঙ্কুল যুদ্ধও হ'ল। উল্লেখযোগ্য বন্দ্যযুদ্ধ হয় অভিমন্যু সহ পৌরবের, অভিমন্যু পৌরবের রথের অশ্ব বধ করে অসিচর্ম হাতে নিয়ে পৌরবের রথের উপর লাফিয়ে উঠে তার কেশ দৃঢ়ভাবে ধরে বধ করতে উত্তত হয়, পৌরবের দুর্দশা দেখে জয়দ্রথ ক্ষত এসে রথ হতে নেমে অসি চর্ম হস্তে অভিন্যাকে আক্রমণ করে। তাকে দেখে অভিমন্যু নেমে পড়ে অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। জয়দ্রথের অসি অভিমন্যুর চর্মের, অর্থাৎ ঢালের অন্তঃস্থিত ধাতুস্থরে লেগে ভেঙ্গে গেল। ইতিমধ্যে শল্য প্রভৃতি আরো অনেক কৌরব রথী এসে অভিমন্যুকে ঘিরে কেন্দ্র, জয়দ্রথ তার রথে আশ্রয় নিল। শল্য অভিমন্যুকে লক্ষ্য করে একটি লোহার শক্তি (বর্শার মত ক্ষেপণাস্ত্র) নিক্ষেপ করলেন। অভিমন্যু সেটিকে ধরে ফেলে সেটি ছুঁড়ে দিয়ে শল্যের সারথিকে বধ করল। শল্য তখন তার গদা নিয়ে অবতীর্ণ হলেন; অভিমন্যুও গদা হাতে নিল, এর মধ্যে গদা হস্তে ভীষ্ম এসে অভিমন্যুকে নিবৃত্ত করে শল্যের সঙ্গে গদাযুদ্ধ আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ গদাযুদ্ধের পরে দুজনেই পড়ে গেলেন, শল্যকে অচেতন দেখে কৃতবর্না এসে

তাকে নিজ রথে ভুলে নিলেন, ভীম নিজেই উঠে গদা হস্তে বিচরণ করতে লাগলেন।

দিনের শেষভাগে দ্রোণ পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনী আক্রমণ করে ব্যাসদত্ত ও সিংহসেন নামে দুই পাঞ্চালবীরকে বধ করলেন, পাণ্ডব-পাঞ্চাল বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বিপদগ্রস্ত করল ; ইতিমধ্যে কোলাহল শুনে অর্জুন এসে পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনীকে আবার গৃহবদ্ধ করে দ্রোণের সম্মুখীন হয়ে তীব্র যুদ্ধে তাকে বিমুগ্ধ করলেন, ফলে তাঁর যুধিষ্ঠিরকে অবিস্তৃত ধরে নেবার উদ্দেশ্য সফল হ'ল না। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে এল এবং অবহার ঘোষিত হল।

শিবিরে ফিরবার পরে দুর্বোধন যুধিষ্ঠিরকে ধরে আনতে পারা গেল না কেন প্রশ্ন করলে দ্রোণ বললেন, আমি পূর্বেই বলেছি যে অর্জুন কাছে থাকলে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করে আনা যাবে না ; তুমি অর্জুনকে যুদ্ধের কেন্দ্রে থেকে দূরে ব্যাপ্ত করে রাখবার উপায় কর, তাহলে যুধিষ্ঠিরকে আমি বন্দী করে আনতে পারব। সেকথা শুনে ত্রিগর্তাধিপতি হুশ্রীমা নিজের থেকেই তাঁর পঞ্চভাতা সত্যবধ, সত্যধর্মা, সত্যব্রত, সত্যায়ু ও সত্যকর্মা এবং আরো অনেক রথীকে ডেকে নিয়ে একসঙ্গে শপথ করলেন যে তাঁরা অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রের একদেশে তাঁদের সঙ্গে আমরণ যুদ্ধের জন্ত আহ্বান করবেন, তাঁদের একজনও শেষ থাকতে যুদ্ধ হ'তে নিবৃত্ত হবেন না। একসঙ্গে শপথ নেওয়ার তাঁরা সংশ্লিষ্ট নামে পরিচিত হ'লেন, তাঁদের মুখপাত্র হুশ্রীমা অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রের দক্ষিণ ভাগে তাঁদের সঙ্গে যুত্ম পর্বন্ত যুদ্ধ করতে আহ্বান জানালেন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, এভাবে আমরণ যুদ্ধের জন্ত আহ্বাত হলে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারি না, অতএব আমি সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাচ্ছি, আপনাকে রক্ষা করবার ভার পাঞ্চাল মহারথ সত্যজিৎকে উপর দিয়ে বাচ্ছি, অস্ত্র বর্ধীগণও প্রয়োজনমত তাকে সাহায্য করবে। যুধিষ্ঠির অনুমতি দিলেন। অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রের দক্ষিণ ভাগে হুশ্রীমা প্রমুখ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন, তাঁরা প্রাণ তুচ্ছ করে যুদ্ধ করতে থাকল, এবং তাঁদের অনেকে অর্জুনের অস্ত্রে নিহত হলেও বাকী বর্ধীগণ যুদ্ধ করেই চলল। ইতিমধ্যে দ্রোণ কোঁরববীরদের নিয়ে পাণ্ডব-পাঞ্চাল বাহিনীর উপর আক্রমণ করে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন, সত্যজিৎ বহুকণ যুদ্ধ করে নিহত হ'ল ; বৃষ্টিহায় এসে পলায়মান রথী ও অস্ত্র বোদ্ধাদের তিরস্কার করে সংহত করলেন ; ভীম, সাত্যকি, ঘটোটকচ এসে বৃষ্টিহায়ের সঙ্গে যোগ দিয়ে কোঁরববাহিনী

বিপর্যস্ত করে দিলেন, বহু পদাতি, রথী ও গজযোদ্ধীকে বিনষ্ট করলেন। তখন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুররাজ ভগদত্ত তাঁর বর্মাবৃত শিক্ষিত রণহস্তীতে আরোহণ করে পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনীকে আক্রমণ করলেন, সেই গজরাজের বিক্রমে ও ভগদত্তের অস্ত্রে পাণ্ডব পাঞ্চালগণ বিত্রস্ত হ'লেন। ভীম তাঁর ভীষণ গদা প্রহারে গজ-রাজকে দমন করবার চেষ্টা করে নিজেই বিপন্ন হয়ে অনেক কষ্টে রক্ষা পেলেন। সৈন্যদলের আর্ত চীৎকার ও ভগদত্তের হস্তীর বৃহত্তরানি শুনে অর্জুন সংশপ্তক-দলের কয়েকজন অবশিষ্ট ছিল, তাদের ছেড়ে ভগদত্তের অভিমুখে চললেন, বহুক্ষণ যুদ্ধ করে অবশেষে ক্ষুরপ্র বাণ দিয়ে গজরাজের বর্ম দেহচ্যুত করে তাকে মর্মে তীক্ষ্ণ বাণাঘাত করে মেঝে ফেললেন, ভগদত্তকে বক্ষস্থলে শক্তির আঘাতে বধ করলেন। তার পরে কিছুক্ষণ এলোমেলো যুদ্ধের পরে অবহার ঘোষণা হ'ল। অর্জুন এসে পড়ায় সেদিনও দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করতে পারলেন না।

শিবিরে ফিরে দুর্বোধন দ্রোণকে বললেন, আপনি স্বেযোগ পেয়েও যুধিষ্ঠিরকে আজ বন্দী করে আনলেন না। দ্রোণ বললেন, স্বেযোগ কখন পেলাম? প্রথমে ভীম, সাত্যকি প্রভৃতি এসে, পরে অর্জুন ফিরে এসে পাণ্ডব-পাঞ্চাল বাহিনীকে অস্ত্রাঘাত করে তুলল। তুমি কাল আবার নূতন সংশপ্তক দল দিয়ে অর্জুনকে দূরে নেবার বন্দোবস্ত কর, কাল আমি যুধিষ্ঠিরকে ধরতে না পারলেও পাণ্ডবপক্ষের এক শ্রেষ্ঠ বীরকে বধ করব। সেই কথামত সশর্মা পুনরায় একটি নূতন সংশপ্তক-দল গঠন করে অর্জুনকে আগের দিনের মত যুদ্ধের জন্ত আহ্বান করলেন। অর্জুন তাই দ্রোণ সৈন্যপত্যের তৃতীয় দিন, যুদ্ধারম্ভের ত্রয়োদশ দিন, দূরে সারাদিন কঠিন সংগ্রামে ব্যাপ্ত রইলেন। দ্রোণ সেদিন চক্রবাহ্য রচনা করলেন—পরস্পর শৃঙ্খলিত শকটশ্রেণী দিয়ে বিশাল একটি চক্রের মত করে সজ্জিত করে শকট প্রাচীরের অন্তরালে থেকে কোঁরবরথীগণ চক্ররক্ষা ও পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনীর উপর বাণ বর্ষণ করবে; চক্রের একটিমাত্র দ্বার রাখা হ'ল, সেখানে দ্রোণের নেতৃত্বে অশ্বখামা, জয়দ্রথ, শকুনি, শল্য, ভূরিশ্রবা এবং কয়েকজন যুতরাষ্ট্র পুত্র ব্যূহবদ্ধ হয়ে দ্বার রক্ষা করবে, তাদের পশ্চাতে সৈন্যসহ দুর্বোধন, কর্ণ, দ্রুশাসন, কৃপ ও লক্ষ্মণ প্রমুখ বহু তরুণ বয়স্ক কুমার যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকবে। প্রাতে যুদ্ধ আরম্ভ হলে ভীম, ধৃষ্টদ্যায়, সাত্যকি প্রভৃতি মহাবীরগণ ব্যূহদ্বার ভেদ করে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে দ্রোণ ও তাঁর সঙ্গীয় রথীদের বাণ ও অস্ত্রবর্ষণে বিমুগ্ধ হলেন। কোন পাণ্ডব-পাঞ্চাল বীরই যখন ব্যূহভেদ করতে পারলেন না, তখন যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকে

ব্যাহভেদ করতে অহুমতি দিলেন। অভিমত্যা বলল, 'আমি ব্যাহদ্বার ভেদ করে ভিতরে যেতে পারব, কিন্তু একাকী ভিতরে গিয়ে বিপন্ন হলে কিভাবে বোধহয় পারব না। ভীম বললেন, তুমি যদি ব্যাহদ্বার ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করতে পার, তাহলে আমি, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি ভোমার কৃত ছিদ্রপথ দিয়ে প্রবেশ করে তোমাকে সাহায্য করব। অভিমত্যা তখন ব্যাহদ্বারে অবস্থিত দ্রোণ প্রমুখ রথীদের উপর অবিরত তীরবৃষ্টি করে তাদের মধ্য দিয়ে পথ করে রথ নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। কিন্তু ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি যখন অভিমত্যা'কে অহুসরণ করতে চেষ্টা করলেন, তখন জয়দ্রথ সেই ছিদ্র বন্ধ করে দিলেন; জয়দ্রথ দ্রোণ ও ব্যাহদ্বারে উপস্থিত অত্যাশ্র কৌরব রথীদের বাধা কাটিয়ে তাদের ভিতরে প্রবেশ করা সম্ভব হল না। ফলে অভিমত্যা'কে কৌরব বীর সমাকুল চক্রব্যূহের মধ্যে একাকী যুদ্ধ করে যেতে হল। অভিমত্যা প্রবেশ করেই তার সম্মুখে স্থিত বহু সাধারণ রথী ও পদাতিক সৈন্য ধ্বংস করল। দুর্ধোধন বাধা দিতে গিয়ে বিপন্ন হলেন, তখন কর্ণ, কৃতবর্মা, কৃপ, অশ্বখামা, শল্য প্রভৃতি অগ্রসর হয়ে অভিমত্যা'কে যুদ্ধে ব্যাপ্ত করে দুর্ধোধনকে অপসরণের স্বযোগ করে দিলেন। কর্ণের তীব্র বাণবর্ষণে অভিমত্যা বিচলিত না হয়ে ঘন বাণ বর্ষণে কর্ণকেই বিপর্যস্ত করে তুলল, ফলে কর্ণও পিছনে সরে গেলেন। শল্য অভিমত্যা'র বাণাঘাতে মুর্ছিত হয়ে পড়লে তার সারথি তাকে নিয়ে সরে গেল। দুঃশাসন স্পর্ধা সহকারে অভিমত্যা'র দিকে অগ্রসর হয়ে দারুণ বাণাঘাত সহ করতে না পেয়ে পালিয়ে গেল। কর্ণ আবার এগিয়ে এসে অভিমত্যা'কে স্বপ্নে আনতে চেষ্টা করলে নিজেই অস্ত্রপ্রহারে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, তার সারথি তাকে নিয়ে গেল। শল্যপুত্র ঋত্নবর্ষ ও তার সঙ্গী বহু রাজপুত্র অভিমত্যা'র সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে প্রাণ দিল; দুর্ধোধন পুত্র লক্ষণও অভিমত্যা'র হস্তে নিহত হল। অভিমত্যা'র এই অসাধারণ বীরত্ব দেখে দুর্ধোধন শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তখন দ্রোণের পরামর্শে যুগপৎ ছয়জন রথী—দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বখামা, কৃতবর্মা ও কোশলরাজ বৃহদল—অভিমত্যা'কে আক্রমণ করলেন। অভিমত্যা যথাসাধ্য প্রতियুদ্ধ করে তাদের মধ্যে বৃহদলকে নিহত করল, বাকী রথীগণ তার রথের মশ বধ করলেন, ধনুকের জ্যা বার বার কেটে দিলেন; জ্যা ফুরিয়ে যাওয়াতে অভিমত্যা অসিচর্ম হস্তে নেমে এল, কিন্তু দ্রোণ তার মুষ্টিতে বাণাঘাত করে অসি হস্তচ্যুত করে দিলেন, কর্ণ তার চর্ম কেটে দিলেন। অভিমত্যা রথ থেকে চক্র ভুলে নিল, কিন্তু তা নিক্ষেপ করবার পূর্বেই সেটিও কাটা গেল।

অভিমত্যা তার শেষ অস্ত্র গদা হাতে নিল, তা দেখে গদাযুদ্ধ কুণল হুঃশাসন পুত্র গদাহস্তে এগিয়ে এগ, অস্ত্র বধীরা দাঁড়িয়ে অভিমত্যা ও হুঃশাসন পুত্রের গদাযুদ্ধ দেখতে থাকল। কিছুক্ষণ পরে গদাঘাতে হুঃশাসনই পড়ে গেল, ক্লান্ত অভিমত্যা উঠে দাঁড়াবার পূর্বেই হুঃশাসন পুত্র উঠে তার মস্তকে গদাঘাত করল, অভিমত্যা পড়ে গিয়ে আঁব উঠল না। এইভাবে অভিমত্যা নিহত হ'লে কোঁরবগণ জয়ধ্বনি করে অবহার ঘোষণা করল।

অর্জুনকে সংশপ্তক বড় একটি দল যুদ্ধে ব্যাপ্ত রেখেছিল, তার মধ্যে এক সুশর্মা ছাড়া সকলকে বধ করে অর্জুন সঙ্কায় শিবিরে ফিরে অভিমত্যার নিধন বার্তা শুনলেন; জয়দ্রথ কর্তৃক বাহ্যার অবরোধের কথা শুনে তাকেই অভিমত্যার মৃত্যুর জ্ঞাত প্রধানতঃ দায়ী মনে করে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, জয়দ্রথ বধি যাক। যুদ্ধিষ্ঠির বা পুরুষোত্তম কৃষ্ণের শরণ না নেয়, তবে কাল সূর্যাস্তের পূর্বেই তাকে বধ করবেন, না করতে পাবলে পুত্রের চিত্রায় জীবন বিসর্জন করবেন। সেই প্রতিজ্ঞার কথা কোঁরব শিবিরে পৌঁছে গেলে জয়দ্রথ মৃত্যু এড়াতে নিজদেশে ফিরে যেতে চাইলেন, কিন্তু দ্রোণ তাকে অস্ত্র দিয়ে বললেন, তোমার রক্ষার জন্য এমন ব্যবস্থা করব যে অর্জুন সূর্যাস্তের মধ্যে তোমার কাছে পৌঁছাতেই পারবে না। চিন্তা ও পরামর্শ করে তিনি একটি পরিকল্পনা করে ফেললেন—সম্মুখে দুর্মর্ষণের নেতৃত্বে পনের শত শিক্ষিত গজারোহী যোদ্ধা থাকবে, তার পিছনে হুঃশাসন ও বিকর্ণ তাদের রথে উপযুক্ত বল সঙ্গে নিয়ে বাহ্যারের সম্মুখে থাকবে, চক্রশকট বাহের দ্বারে স্বয়ং দ্রোণ যথেষ্ট বল নিয়ে থাকবেন, তার পশ্চাতে কৃতবর্মা তার বাদববাহ নিয়ে থাকবে, তার পশ্চাতে কাঞ্চোজরাজ সুদক্ষিণ ও জনসন্ধ থাকবে তাদের সৈন্য নিয়ে, তারপরে প্রধান কোঁরববাহিনী নিয়ে দুর্বোধন থাকবে, তারও তিন গব্যুতি বা ছয় মাইল পশ্চাতে নিজ বাহিনী সজ্জিত করে জয়দ্রথ থাকবে, তার সামনে ছয় জন মহারথ থাকবে অর্জুনকে আটকাতে—কর্ণ, সৌমদত্তি (ভূরিশ্রবা), শল্য, অশ্বখামা, কপ ও কর্ণপুত্র বৃষসেন। এই পরিকল্পনার কথা জেনে কোঁরবগণ আশঙ্কিত হ'ল, জয়দ্রথও আর স্বদেশে ফিরবার কথা ভুললেন না।

৩১. দ্রোণ পর্ব—চতুর্থ দিনের যুদ্ধ—জয়দ্রথ বধ

এইভাবে জয়দ্রথকে রক্ষা করবার যে পরিকল্পনা, তা তৃতীয় দিনের সঙ্কায় মধ্যেই পাণ্ডবগণ জানতে পারলেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, তুমি ভারী

দায়িত্ব নিয়েছ। অর্জুন বললেন, তুমি কাল আমার বীর্য দেখবে, আমি সন্ধ্যার মধ্যেই সব বাধা অতিক্রম করে জয়দ্রথকে বধ করতে পারব। কৃষ্ণ তাকে উৎসাহ দিলেন, এদিকে নিজ সারথি দারুককে ডেকে বললেন, তুমি কাল প্রভাতে আমার রথ সব অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করে রেখো, আমি যদি দেখি যে অর্জুন যথাকালে জয়দ্রথের কাছে পৌঁছতে পারবে না, তবে আমি রাসভ-রবে আমার শঙ্খ বাজাব, তুমি তৎক্ষণাৎ আমার সজ্জিত রথ আমার কাছে নিয়ে আসবে, আমি নিজে যুদ্ধ করে অর্জুনকে যথাকালে জয়দ্রথের নিকট উপস্থিত হবার পথ করে দেব। দারুক উত্তর দিল, আপনার আদেশ মত আপনার রথ আমি প্রভাতেই সজ্জিত করে রাখুব, কিন্তু আপনি যার সারথি, তার আর কোন সাহায্যের দরকার হবে না।

পরদিন প্রভাতে অর্জুন কৃষ্ণকে সারথি নিয়ে যাত্রা করলেন। দুর্মর্ষণ ও দুঃশালন এবং তাদের গজসৈন্য ও অশ্রুবর্তী রথীদের সম্মুখীন হয়ে অর্জুন অল্পকালের মধ্যেই দুর্মর্ষণের হস্তীবাহিনী ও দুঃশালনের রথীবাহিনী বিজ্ঞাবিত ও বহুলাংশে বিনষ্ট করে দিলেন। তারপর দ্রোণের সম্মুখে এসে বললেন, আমি আপনার শিষ্য, আমাকে প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য এগিয়ে যেতে দিন। দ্রোণ বললেন, আমাকে পরাজিত না করে যেতে পারবে না। অর্জুন দ্রোণের সঙ্গে কিছুক্ষণ শর বিনিময় করলেন। তারপর কৃষ্ণ বললেন, সময় নষ্ট না করে শকটব্যাহের একদিক ভেঙ্গে এগিয়ে চল। অর্জুন তাই করলেন। যুধামন্যু ও উত্তরমৌজাকে অর্জুন চক্রবাকী হিসাবে সঙ্গে নিয়েছিলেন, তারাও এগিয়ে চলল। আর কিছুদূর গিয়ে তাঁরা কৃতবর্মা ও হৃদক্ষিণের বাহিনী দেখতে পেলেন। কৃষ্ণ শীঘ্র বাধা কাটিয়ে অগ্রসর হবার উপদেশ দেওয়ায় অর্জুন তীক্ষ্ণ শর দ্রুত নিক্ষেপ করে কৃতবর্মাকে বিসংজ্ঞ করে দিলেন, কিন্তু মর্মঘাতী শর মারলেন না। কাশ্যোজ-রাজের বাহিনীর সম্মুখীন হয়ে অর্জুন হৃদক্ষিণকে বধ করলেন, তার সাহায্যার্থ আগত শ্রতায়ুধ নিজের নিক্ষিপ্ত গদার আঘাতে মারা পড়লেন, গদাটি নিক্ষিপ্ত হলে ঘুরে এসে তাকেই আঘাত করল। অর্জুন দ্রুত সম্মুখে অগ্রসর হয়ে চললেন, কিন্তু কৃতবর্মা সংজ্ঞা লাভ করে যুধামন্যু ও উত্তরমৌজাকে যুদ্ধে ব্যাপৃত করে আটকে রাখল। শ্রতায়ুধকে পড়তে দেখে তার দুই ভাই শ্রতায়ু ও অচ্যুতায়ু মহলা তোমর ও শূল নিক্ষেপ করে অর্জুনকে অজ্ঞান করে দিল; কৃষ্ণ দ্রুতবেগে মণ্ডলাকারে রথ ঘুরিয়ে অর্জুনকে সংজ্ঞালাভের অবকাশ দিলেন, অর্জুন সংজ্ঞালাভ করে তীক্ষ্ণ বাণে শ্রতায়ু ও অচ্যুতায়ুকে বধ করলেন।

এইভাবে কয়েকজন বিশিষ্ট রথীকে বধ করে অর্জুন এগিয়ে যাচ্ছেন ছেনে
জ্রোণের কাছে গিয়ে দুর্যোধন অহুযোগ করলেন যে, অর্জুন আপনাকে পার হয়ে
যেতে পারবে না আমার বিশ্বাস ছিল, সে পার হয়ে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, আপনি
বাহুমুখ থেকে গিয়ে তাকে নিবারণ করুন। জ্রোণ বললেন, আমি বাহুমুখ ছেড়ে
গেলে পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনীর বহু রথী সামনে এগিয়ে যাবে, তাতে আরো বেশী
বিপদ হবে। তুমি যথাস্থানে গিয়ে অর্জুনকে বাধা দাও। তোমাকে অভেত
বর্ম পরিয়ে দিচ্ছি, বলে দুর্যোধনের দেহে দ্বিতীয় এক প্রস্থ বর্ম পরিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে অর্জুন বহুদূর অগ্রসর হয়ে গেলেন। অর্জুন দ্রুতহস্তে বাণ মেয়ে
সৈন্ত মেয়ে বা বিদ্রাবিত করে যে পথ করেন, সেই পথে কৃষ্ণ দ্রুত রথ চালিয়ে
দেন। প্রায় মধ্যাহ্ন কালে অবস্থি রাজ ভ্রাতা বিন্দ ও অহুবিন্দ এসে অর্জুনের
পথ আটকাল, কিন্তু অর্জুনের সম্মুখে তারা বেশীক্ষণ থাকতে পারল না, অর্জুন
অল্পকালেই মধ্যো তাদের বধ করলেন। তারপরে অশ্বপরিচর্চা করে রথের অশ্ব-
গণকে সতেজ করে নেবার কথা হ'ল। অর্জুন পথের একপাশে অল্প দূরে একটি
হংসাদিপক্ষী শোভিত ছোট হ্রদের কাছে রথ নিয়ে গেলেন, নিজে তুণীর পিঠে
নিয়ে ধনুর্বাণ হস্তে সামনে দাঁড়ালেন, কোন রথী বা গজসৈন্ত আক্রমণ করতে
এলে তাকে বাণ মেয়ে শেষ করে দিতে থাকলেন; ইতিমধ্যে কৃষ্ণ অশ্বগুলিকে
বন্ধন মুক্ত করে তাদের দেহে বিদ্ধ বাণাদি তুলে ফেলে তাদের অঙ্গ মার্জনা করে
খাতজল দিয়ে তাদের সতেজ করে তুললেন ও আবার রথে যুক্ত করে দিলেন।
তারপর কৃষ্ণ অর্জুন লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হলেন। অকস্মাৎ দুর্যোধন এসে তাদের
পথরোধ করলেন, অর্জুনের বাণে দুর্যোধনের বর্ম ভেদ হচ্ছে না দেখে কৃষ্ণ বললেন,
তোমার হাতের বল আর গাভীর শক্তি কি নষ্ট হয়ে গেল? অর্জুন বললেন,
জ্রোণ দুর্যোধনকে অভেত বর্ম পরিয়ে দিয়েছেন, আমি বর্ম ভেদ না করেই ওকে
বধ করছি। বলে অর্জুন দুর্যোধনের রথের অশ্ব বধ করলেন ও বাণ দিয়ে
দুর্যোধনের পাণি ও অঙ্গুলি দ্রুত বিকৃত করে দিলেন। দুর্যোধন তখন আর এক
রথীর রথে উঠে চলে গেলেন। কৃষ্ণ অর্জুন আবার তাদের লক্ষ্য জয়দ্রথের
দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন।

এদিকে ব্যাহদ্বারের সম্মুখে জ্রোণের নেতৃত্বে কোঁরব বাহিনীর সঙ্গে বৃধিষ্ঠির-
ভীম-সাতাকি-ধৃষ্টদ্যুম্ন ইত্যাদির নেতৃত্বে পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনীর যুদ্ধ হচ্ছিল।
প্রথমে পাণ্ডব-পাঞ্চাল বাহিনীর আক্রমণে জ্রোণের অধীনস্থ কোঁরব বাহিনী ভয়

ও বিনষ্ট হতে আরম্ভ হল।^১ দ্রোণ বহু চেষ্টা করে যুষ্টিদ্র্যামকে আক্রমণ করে তার রথের অশ্ব বধ করতে পারলেন, তখন সাত্যকি এসে দ্রোণকে যুদ্ধে ব্যাপ্ত করে নানা অস্ত্রে বিপন্ন করলেন।^২ এইরূপভাবে যুদ্ধ চলতে থাকল। কৃষ্ণ ও অর্জুন দুর্বোধন পরাজিত হয়ে সরে গেলে আরও অগ্রসর হয়ে ছয় মহাবীর যজ্ঞিত জয়দ্রথকে দেখতে পেলেন, অর্জুন গাণ্ডীবের টঙ্কার ধ্বনি করলেন, কৃষ্ণ জোরে তাঁর পাঞ্চজন্ত শব্দ বাজালেন। তখন আটজন রথীর সঙ্গে যুগপৎ অর্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হল—ভূরিশ্রবা, শল, কর্ণ, বুধসেন, জয়দ্রথ, কৃপ, মদ্ররাজ শল্য ও অশ্বখামা। যুধিষ্ঠির বহুদূরে নিনাদিত পাঞ্চজন্ত শব্দ ধ্বনি শুনে অর্জুনকে বিপন্ন মনে করে সাত্যকিকে বললেন, তুমি ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করে অর্জুনের সাহায্যে শীঘ্র যাও। সাত্যকি বললেন, আপনাকে রক্ষা করার ভার অর্জুন আমার উপর দিয়ে গেছেন। যুধিষ্ঠির বললেন, এখানে আরও অনেক বীর আছেন—ভীম, যুষ্টিদ্রাম, শিখণ্ডী, ঘটোটকচ প্রভৃতি, তারা আমাকে রক্ষা করতে সমর্থ হবেন। যুধিষ্ঠিরের মনে তখন দ্রোণের হস্তে বন্দী হবার ভয় বিশেষ ছিল না, কোঁরবদের শ্রেষ্ঠ বহু রথী জয়দ্রথের রক্ষার্থ ব্যূহের অভ্যন্তরে বহু দূর ছিলেন, বারা দ্রোণের সঙ্গে ছিল তাদের উচ্চ মানের যোদ্ধা মনে হয়নি, তাদের বেশ কয়েকজন পাণ্ডব পাঞ্চাল বীরদের হস্তে নিহত হয়েছিল, পাণ্ডব-পাঞ্চাল পক্ষীয় কয়েকজনও নিহত হয়েছিল। কোঁরব পক্ষের নিহত বীরদের মধ্যে দ্রাক্ষস বীর অলম্বুষ উল্লেখযোগ্য, ভীষ্ম তাকে মহাবীর বলে বর্ণনা করেছিলেন, সে ঘটোটকচের হস্তে নিহত হয়।^৩ সাত্যকির অনুরোধে যুধিষ্ঠির সাত্যকির রথ প্রতিদিন যে পরিমাণ অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত করা হত, তার পাঁচগুণ অধিক অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত করে দিতে আদেশ দিলেন ও উৎকৃষ্ট যত্ত দিলেন। যত্ত পান করে নতুন সজ্জিত রথে সাত্যকি অর্জুনের সাহায্যার্থ ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করলেন। ব্যূহের মুখে দ্রোণের সঙ্গে অল্লকাল শর-যুদ্ধ করে সাত্যকিও অর্জুনের মত শব্দট ব্যূহ ভেঙ্গে ভিতরে চলে গেলেন। তারপর কৃতবর্মা সঙ্গে তীব্র যুদ্ধ করে তাকে অজ্ঞাধাতে অজ্ঞান করে দিয়ে যুধামন্যু ও উত্তমৌজাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। তারপর ভূরিশ্রবার সঙ্গে সাত্যকি

১। দ্রোণ ৯৫ অঃ

২। দ্রোণ ৯৮ অঃ

৩। দ্রোণ পর্ব, ১০৯ অঃ

যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পরস্পরের রথের অশ্ব বধ করে ভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে অসি চর্ম যোগে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে লাগলেন, উভয়েরই চর্ম ভেঙ্গে যাওয়ায় মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করলেন; ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে বশে এনে অসি দিয়ে তার শিরশ্ছেদ করতে উত্তত হলে অর্জুনরথস্থ কৃষ্ণ দেখতে পেয়ে অর্জুনকে বললেন, সাত্যকি বিপন্ন, তাকে রক্ষা কর; অর্জুন ক্ষুরপ্র বাণ দিয়ে ভূরিশ্রবার দক্ষিণ হস্ত কেটে দিলেন। ভূরিশ্রবা অর্জুনকে ডেকে বললেন, আমি যখন আর একজনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত, তুমি কেন তার মধ্যে আমার হাত কেটে দিয়ে অধর্ম যুদ্ধ করলে? অর্জুন বললেন, আমার পক্ষীয় বীরকে বাঁচাতে আমি তোমার হাত কেটে দিয়েছি, তাতে অধর্ম কেন হবে? সাত্যকি বিপদমুক্ত হয়ে নিজের অসি দ্বারা কৃষ্ণ, অর্জুন প্রভৃতির নিবেদন সত্ত্বেও ভূমিতে নিশ্চেষ্ট ভাবে উপবিষ্ট ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদ করলেন। ইতিমধ্যে বহুক্ষণ অর্জুনের বা কৃষ্ণের ধনুকের টঙ্কার বা শঙ্খনাদ না শুনে বৃষ্টিষ্টির ভীমকে অর্জুনের সাহায্যার্থ পাঠিয়ে দিলেন, বললেন যে ষষ্ঠদ্বার, ষটোৎকচ প্রভৃতিই তাঁকে রক্ষা করতে পারবে। ভীম বাহমুখে দ্রোণের সম্মুখীন হয়ে বললেন, আমি শত্রু, অর্জুনের মত দয়ালু নই; ব'লে দ্রোণের সারথি ও রথের অশ্ব নিধন করে রথখানি উল্টে দিলেন, দ্রোণ কোনমতে নিজেকে বাঁচিয়ে অগ্নি রথে যখন উঠলেন, তখন ভীম বহুদূরে অগ্রসর হয়ে গেছেন। ভীমের সম্মুখে প'ড়ে যে রথী বা গজগৈরী বা অশ্বারোহী বাধা দিতে চেষ্টা করল, তাকেই ভীম বধ করলেন, তারপর কর্ণের নিকটস্থ হয়ে কর্ণের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। কর্ণ প্রথমে দুই তিনবার ভীমসহ যুদ্ধে বিরথ হয়ে অগ্নি রথে উঠে প্রস্তুত হয়ে ফিরলেন, অবশেষে ভীমকে বিরথ করে দিলেন, ভীমের সারথি যুধামন্যুর রথে উঠে নিজেকে রক্ষা করে। কর্ণ প্রথমে যখন কয়েকবার ভীমের নিকট পরাজিত হন, তখন দুর্ধোধন কর্ণের সাহায্য করতে কয়েকজন ক'রে নিজের স্রাতা প্রেরণ করেন, তারা সকলেই ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে বিনষ্ট হয়। এইভাবে সেদিনের যুদ্ধে ত্রিশ জনের অধিক ধৃতরাষ্ট্র পুত্র নিহত হয়।

ভীম বিরথ হয়ে মৃত হস্তী ও ভগ্ন রথের স্তূপের মধ্যে আশ্রয় নেন। তার অবস্থা দেখে অর্জুন অগ্রসর হয়ে কর্ণের প্রতি বাণ বর্ষণ আরম্ভ করেন। কর্ণ কয়েকবার ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়েছিলেন, তিনি তখন অর্জুনের সম্মুখীন না হয়ে নিরাপদ স্থানে চলে গেলেন। ভীম উত্তমোজ্জ্বল রথে গিয়ে উঠলেন। এইভাবে সাত্যকির হস্তে ভূরিশ্রবার মৃত্যু হওয়ায় এবং ভীমসহ যুদ্ধে শ্রান্তিজন্য

কর্ণ পশ্চাদপসরণ করায় অর্জুনের ভার বিছুটা লাঘব হ'ল, আরো তিনি সাত্যকি ভীম যুধামন্যু ও উত্তমোজা এই চারজন বীরের সাহায্য পেলেন। তাদের সাহায্যে সব বাধা চূর্ণ করে জয়দ্রথের বধের সম্মুখীন হয়ে তার সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ করে সূর্যাস্তের পূর্বেই তাকে বধ করলেন। জয়দ্রথ বধের পরেও কৃপ ও অশ্বখামা অর্জুনকে আক্রমণ করেন; অর্জুন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করত সত্ত্বেও কৃপ অর্জুনের বাণে মুচ্ছিত হয়ে যান, তার সারথি তাকে নিয়ে সরে যায়। মাতুলের অবস্থা দেখে অশ্বখামাও তখন যুদ্ধ আর না করে সরে যায়। কৃপের মুচ্ছা দেখে অর্জুন দুঃখ প্রকাশ করেন, দেখা যায় যে অভিমন্যুর মৃত্যুর পরে তীব্র যুদ্ধ করা সত্ত্বেও গুরুব প্রতি মোহ অর্জুন কাটিয়ে উঠতে পারেন নাই। কৃপ, অশ্বখামা ও কৃতবর্মাণে আকুল হয়েও অর্জুন বধ না করে ছেড়ে দিয়েছেন, তার ফলে যুদ্ধশেষে হতাবশিষ্ট পাণ্ডব-পাঞ্চাল বীরগণ রাত্রিতে অত্যন্তভাবে তাদের হস্তে নিহত হয়েছিল। কৃপ, অশ্বখামা অপহৃত হবার পরেও কিছুক্ষণ দুই পক্ষের বীরদের মধ্যে যুদ্ধ চলল, তবে বিশৃঙ্খল ভাবে। সন্ধ্যা হলে কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, ভাগ্যক্রমে তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে পেরেছ। অর্জুন বললেন, তোমার সাহায্য পেয়েই তা সম্ভব হয়েছে। তখন অর্জুন, কৃষ্ণ, সাত্যকি, ভীম ইত্যাদি কিরে, গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে সব সংবাদ জানালেন। যুধিষ্ঠির জয়দ্রথবধের সংবাদ পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন। যুধিষ্ঠির সাত্যকি ও ভীমকে পর পর অর্জুনের সাহায্যে পাঠিয়ে বিচক্ষণ সেনাপতির উপযুক্ত কাজ করেছিলেন, তাদের সাহায্য পেয়ে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা পূরণের কার্য সহজ হয়ে এসেছিল। না হলে হয়ত কৃষ্ণের পরিকল্পনা মত কৃষ্ণের নিজের অস্ত্রধারণ করে অর্জুনের পথের বাধা দূর করে দিতে হত।

৩২. দ্রোণ পর্ব—রাত্রি যুদ্ধ ও পঞ্চম দিনের যুদ্ধ—

ঘটোৎকচ বধ ও দ্রোণ বধ

জয়দ্রথের মৃত্যুর পরে দুর্ধোদন দুঃখিত মনে দ্রোণের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, জয়দ্রথ অর্জুনের হস্তে নিহত হয়েছে, তাছাড়া আমাদের পক্ষের ভূরিপ্রবা, অশ্বমুখ, জনসন্ধ ইত্যাদি মহাবীরও মৃত্যুবরণ করেছে। আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহবশতঃ শুধু অর্জুনকে নয়, সাত্যকিকেও ভীমকেও বৃহদ্রথ

অতিক্রম করে যেতে দিলেন, ফলে আমাদের বহু বর্ষী ও সৈন্য নিহত হ'ল, এবং আপনার জয়দ্রথ বন্ধার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'ল। যারা আমার বধার্থে শুভাকাঙ্ক্ষী নহ, তাদের উপর নির্ভর করে এই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে আমি ভুল করেছি। একমাত্র কর্ণ সর্বদা আমার জন্ত প্রাণপণ যুদ্ধ করেছে। তার সাহায্য নিয়ে যারা আমার জন্ত প্রাণ বিসর্জন করেছে, তাদের ঋণ শোধ করতে বা যুদ্ধ জয় করতে আমি এখন যাই। দ্রোণ দুর্যোধনের কথা শুনে বললেন, তুমি আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করো। আমি স্বেচ্ছায় অর্জুন বা মাত্যকি বা ভীমকে পথ দিই নাই, আমার পংগু বন্দন বয়স হয়েছে, আমার ভুলনায় তারা যুবক, ক্ষিপ্ততার সঙ্গে বাহু ভেঙ্গে এগিয়ে গেছে, আমি নিবারণ করতে পারি নাই। এখন যদি যুদ্ধ করতে চাও, তবে ঘোষণা করে দাও যে আজ অবহার হবে না, সারারাত্রি যুদ্ধ চলবে। দুর্যোধন তাই ঘোষণা করে দিলেন। ফলে যুদ্ধান্তে যে নিষম হয়েছিল, সন্ধ্যাকালে সারা রাত্রির জন্ত অবহার বা যুদ্ধ বিরতি হবে, সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হ'ল। দ্রোণের সেনাপতিত্বে যুদ্ধের চতুর্থ দিন, অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চতুর্দশ দিন, প্রায় সারারাত্রি যুদ্ধ চলল। দুর্যোধন নর ঘোষণা শুনে পাণ্ডব-পাঞ্চালগণ পুনঃ যুদ্ধের জন্ত বাহুবদ্ধ হয়ে প্রস্তুত হ'ল।

রাত্রি যুদ্ধের তিনটি ভাগ করা যায়, প্রথমে গোধূলির আলোকে যুদ্ধ, দ্বিতীয় দীপ জ্বল যুদ্ধ, তৃতীয় অর্জুনের ঘোষণা মত দুই দণ্ড বিশ্রাম নিয়ে কৃষ্ণা দ্বাদশীর স্নান চন্দ্রালোকে ও উষার আলোকে যুদ্ধ। প্রথমে দুর্যোধন ভীমবেগে পাণ্ডব বাহিনীর উপর আক্রমণ করে বেশ কিছু সৈন্য ধ্বংস করলেন, তারপর যুধিষ্ঠির ভীম প্রতি-আক্রমণ করে দুর্যোধনকে বিসংজ্ঞ করে দিলেন। কোরব সেনার মধ্যে কোলাহল উঠল, রাজা নিহত হয়েছেন। শুনে দ্রোণ দুর্যোধনের সাহায্যার্থে অগ্রসর হলেন। ইতিমধ্যে দুর্যোধন সংজ্ঞা লাভ করে আবার যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি যুধিষ্ঠিরের সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন। ভীম যুদ্ধে উভয় পক্ষেই বহু বর্ষী ও সৈন্য নিহত হ'ল। ভূবিশ্রবাস পিতা সোমদত্ত পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে মাত্যকিকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু মাত্যকির হস্ত পরাজিত ও নিহত হলেন। সোমদত্তের পিতা বৃদ্ধ বাহলীক-রাজ ভীমের অস্ত্রে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। ভীমের হস্তে অর্জুন কয়েকজন শত্রুরাও তনয় প্রাণ দিলেন। যুধিষ্ঠিরও সেই রাত্রিতে যথেষ্ট বীর্য প্রদর্শন করলেন; একবার দ্রোণের সম্মুখীন হয়ে তাঁর নিকৃষ্ট সব অস্ত্র নষ্ট করে দিলেন, দ্রোণের

ব্রহ্মাজ্ঞ পৰ্বন্ত স্বীয় ব্রহ্মাজ্ঞ দ্বারা প্রতিহত করলেন। তারপর কৃষ্ণের কথায় সরে গেলেন। দ্রোণ তখন পাঞ্চাল সেনার উপর আক্রমণ চালালেন; কিন্তু অর্জুন ও ভীম পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনীর দুই পার্শ্ব রক্ষা করে দ্রোণের ও দুর্বোধনের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিলেন। বর্গ অগ্রসর হয়ে অর্জুনের সম্মুখীন হলে অর্জুন কর্ণের সারথি ও রথের অশ্ব বধ করে কর্ণের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন, কর্ণ কৃপাচার্যের বধে উঠে চলে গেলেন। এইভাবে দ্বাদ্বি যুদ্ধের প্রথম ভাগের যুদ্ধ পাণ্ডব পক্ষের অস্ত্রবুল হ'ল।

তারপরে দুই পক্ষেই দীপ ও মশাল জালিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র কিছুটা আলোকিত করা হল। পদাতিক সৈন্যগণকে মশালবাহী করা হল, রথে ও গজপৃষ্ঠে দীপ জ্বালান হ'ল। দীপ প্রজ্বালনের পরেও প্রথমে পাণ্ডব পাঞ্চালদের জয় হ'ল। সাত্যকি, অর্জুন, ভীমের হস্তে কিছু কিছু কোরব রথী নিহত হ'ল, ধৃষ্টদ্যুম্নও দ্রোণের সম্মুখীন হয়ে তাঁর অস্ত্র কেটে দিয়ে তাঁর পাঞ্চালসেনা ধ্বংস বহু করতে সমর্থ হ'ল। যুদ্ধের গতি দেখে দুর্বোধন আবার দ্রোণ ও কর্ণকে তীব্র যুদ্ধ করে শত্রু বিনাশ করতে বলেন, দুর্বোধন দীপ জ্বালার পরে একবার ভীমের হস্তে, একবার সাত্যকিব হস্তে বিপর্যস্ত হয়ে উগ্র হয়ে উঠেছিলেন। তখন যুত্যা ভূচ্ছ করে দ্রোণ ও কর্ণ যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। কর্ণ পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনী ধ্বংস করছেন দেখে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে ডেকে বললেন, শীঘ্র কর্ণকে নিবারণ কর। অর্জুন কর্ণের দিকে বধ নিতে বললেন, কিন্তু কৃষ্ণ বললেন, এখন ঘটোৎকচ কর্ণের সম্মুখীন হোক, ঘটোৎকচও কর্ণের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী; কৃষ্ণ বোধ হয় সমস্ত দিন যুদ্ধ ক্লাস্ত অর্জুনকে বিশ্রাম দিতে চেয়েছিলেন। ঘটোৎকচ উৎফুল্ল ভাবেই কর্ণের সম্মুখীন হ'ল এবং অনেকক্ষণ স্বকৌশলে যুদ্ধ করে কর্ণকে এতটা বিপর্যস্ত করল যে কোরবগণ কর্ণের নিরাপত্তার জন্য ত্রাসিত হয়ে উঠল। কিন্তু কর্ণ নিজেই প্রাণপণ যুদ্ধ করে ঘটোৎকচকে ঠেকিয়ে রাখলেন এবং শেষে একটি বিশিষ্ট তীক্ষ্ণ বাণ মেরে ঘটোৎকচকে পাতিত করলেন। ঘটোৎকচের পতনে পাণ্ডব পাঞ্চালগণ অত্যন্ত শোকার্ত হলেন; যুধিষ্ঠির বলে উঠলেন, ঘটোৎকচ আমাদের প্রিয় পুত্র ও প্রায় অভিমহ্যর মত অতিরথ ছিল, হিমালয়ে তীর্থভ্রমণ কালে যে আমাদের অনেক সাহায্য করেছিল; কর্ণের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে সে যখন বিপর্যস্ত হয়, তখন অস্ত্র কোন মহারথ এসে কেন কর্ণকে যুদ্ধে ব্যাপ্ত করে ঘটোৎকচকে অবসর দিল না? অভিমহ্য বধের বিবরণ শুনে অর্জুন জয়দ্রথকে

পুত্রের মৃত্যুর কারণ মনে করে তাকে বধ করল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অভিমন্যুর মৃত্যুর জন্য দ্রোণ ও কর্ণেরই দায়িত্ব বেশী, অর্জুন তো গুরু দ্রোণকে বধ করবে না, কর্ণকে তো বধ করতে পারতো। আমি নিজে আজ কর্ণবধ করব। বলে যুধিষ্ঠির কর্ণের অভিমুখে রথ চালিয়ে দিলেন। কৃষ্ণ তাঁর নিকটস্থ হয়ে অত্ননয় করে বললেন, আপনি আর কয়েক দিনের মধ্যেই বুদ্ধজয়ী হয়ে রাজ্য পাবেন, অর্জুনই কর্ণকে মারবে, আপনি এখন কর্ণের অভিমুখে না গিয়ে দুর্বোধন বা তার ভাইদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। যুধিষ্ঠির তখন নিবৃত্ত হলেন। ভীষ্ম ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন, আপনি দ্রোণকে বধের জন্য দীক্ষিত, যুদ্ধক্লান্ত দ্রোণকে এখন বধ করুন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের দিকে অগ্রসর হলেন, আরো কয়েকজন রথী ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে চলল, দ্রোণের পার্শ্বেও হতাবশিষ্ট কোঁরববীরগণ পার্শ্বরক্ষী হয়ে এল। কিন্তু তখন সকলেই ক্লান্ত ও নিজালু বুঝে অর্জুন উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, তোমরা যে যেখানে আছ, দুই দণ্ড বিশ্রাম করে বা ঘুমিয়ে নাও, দুইদণ্ড পরে চাঁদ উঠলে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হবে। উভয় পক্ষের যোদ্ধাগণ ঘোষণাটিতে খুসী হয়ে বিশ্রাম করে নিল।

কৃষ্ণ দ্বাদশীর ক্ষীণ চন্দ্র দিগন্ত অতিক্রম করে কিছু উপরে উঠলে যখন একটু আলো হ'ল, তখন আবার যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। যুদ্ধারম্ভের পূর্বে দুর্বোধন দ্রোণের নিকট গিয়ে বললেন, অর্জুন আপনার প্রিয় শিষ্য বলে তাকে আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন, তাই আমি শকুনি ও কর্ণকে নিয়ে কোঁরববাহিনীর অর্দ্ধভাগ নিয়ে অর্জুনের সম্মুখীন হয়ে তাকে বিনাশ করব, আপনি অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ সৈন্ত নিয়ে পাঞ্চালদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। দ্রোণ তা করতে অস্বমতি দিলেন, দুর্বোধনের সন্দেহের জন্য অসন্তুষ্টি প্রকাশও করলেন। কোঁরববাহিনী দুইভাগ হয়ে বাহুবল হ'ল, একদিকে দুর্বোধন-কর্ণ-শকুনির নেতৃত্বে, অন্যদিকে দ্রোণের নেতৃত্বে। কৃষ্ণ ও ভীষ্মের উপদেশ মত অর্জুন দ্রোণের বাহিনী ডানদিকে রেখে ও কর্ণ-দুর্বোধনের বাহিনী বামদিকে রেখে এগিয়ে গিয়ে পিছন দিক থেকে কর্ণ দুর্বোধনের বাহিনী আক্রমণ করে বহু রথী ও সৈন্ত নিধন করলেন, অন্যদিকে দ্রোণের সম্মুখে আগত ঋষদ্রাজ ও বিরাটরাজের সঙ্গে দ্রোণ কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে উভয়কেই সমলোকে প্রেরণ করলেন ; ঋষদ্রাজ, বিরাটরাজ উভয়েই বৃদ্ধ ; সারাদিন এবং রাত্রির তিন প্রহর অবিশ্রাম যুদ্ধ করে তাঁদের যে ক্লান্তি আসে, তা দুই দণ্ডে দূর হয় না, দ্রোণও বৃদ্ধ বটে, তবে দ্রোণের ক্ষিপ্ততর অশ্রুচালনার উত্তর তাঁরা দিতে পারলেন না।

ইতিমধ্যে সূর্যোদয় হ'ল ; দুইপক্ষের সকল যোদ্ধা যুদ্ধ থামিয়ে কিছুক্ষণ সূর্যস্তব

করলেন। তারপরে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল। ভীম ধৃষ্টদ্যুম্নকে পিতৃবধের প্রতিশোধ নিতে বলে নিজের কোঁরববাহিনী আক্রমণ করলেন, কোঁরববাহিনীর দুটি ভাগ আর পৃথক রইল না, সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। ভীম কর্ণের সম্মুখীন হয়ে কর্ণকে বিব্রত করেন, শেষে কর্ণের বাণে তার অশ্বগুলি নিহত হওয়ায় নকুলের রথে উঠে গেলেন। দ্রোণ অর্জুনের সম্মুখীন হলেন, বহুক্ষণ তাঁরা পরস্পরের অস্ত্র নিবারণ করলেন, কেউ জিতলেন না, অর্জুন গুরুকে মর্মে আঘাত করতে নিবৃত্ত থাকলেন। সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধে দুর্ধোধনকে পরাজিত দেখে কর্ণ দুর্ধোধনের সাহায্যার্থ এগিয়ে এলেন, তা দেখে ভীম এলে আবার কর্ণকে যুদ্ধে ব্যাপ্ত করলেন, কর্ণ ভীমের সারথিকে নিধন করলেন, ভীম গদার আঘাতে কর্ণের সারথিকে মেয়ে কর্ণের রথের একটি চাকাও ভেঙ্গে দিলেন। এইভাবে বহুক্ষণ সঙ্কুল যুদ্ধ চলল। অবশেষে ভীম, অর্জুন ও সহদেব অর্জুনকে ডেকে বললেন, তুমি অগ্রসব রথীকে নিবারণ করে ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণের সঙ্গে নিরঙ্কুশ যুদ্ধের অবকাশ দাও। অর্জুন তাই করলেন। দ্রোণও বুদ্ধ এবং ক্লান্ত^১, তাঁর রথে অস্ত্র সঞ্চয়ও ফুরিয়ে এসেছিল।^২ দুর্ধোধনের বিলাপ ও অগ্রযোগ শুনে রাত্রি যুদ্ধেব আদেশ দিয়ে তিনি নিজেকেও বিপন্ন করছেন, তা পূর্বে বুঝতে পারেন নাই। তিনি মনে বুঝলেন যে তাঁর কাল শেষ হয়েছে। তবু শেষ বীর্ষ উদ্দীপ্ত করে দুইবার ধৃষ্টদ্যুম্নের আক্রমণ প্রতিহত করলেন, তৃতীয়বার আর পারলেন না। মৃত্যু আসন্ন জেনে তিনি উপবিষ্ট হয়ে যোগস্থ হ'লেন বা হতে চেষ্টা করলেন, সেই অবস্থায় ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর রথে উঠে তাঁর শিরশ্ছেদ করলেন। দ্রোণের মৃত্যুতে ভীম আনন্দ প্রকাশ কবে ধৃষ্টদ্যুম্নকে সাধুবাদ দিলেন ও আলিঙ্গন করলেন। শ্রুতশত্রু অবস্থায় গুরুর শিরশ্ছেদ করায় অর্জুন অসন্তুষ্ট হয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের কিছু নিন্দা করলেন। সাত্যকি নিজে অগ্ররূপ অবস্থায় ভূরিশ্রমের শিরশ্ছেদ করেছেন, সেকথা ভুলে ধৃষ্টদ্যুম্নের নিন্দা সমর্থন করলেন। বিবাদ বেশীদূর যাতে না যায়, সেই উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ দুইপক্ষকে শান্ত করে দিলেন। দ্রোণের মৃত্যুতে কোঁরবসেনা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করতে লাগল।

দ্রোণের পুত্র অশ্বখামা দ্রোণের মৃত্যুর সময় দ্রোণের নিকটে ছিলেন না। কর্ণের মুখে কি অবস্থায় দ্রোণকে বধ করা হয়েছে শুনে বললেন, যে তিনি একাই

১। আশ্বমেধিক পর্ব, ৯০।১।

২। দ্রোণ পর্ব, ১৯১।৩।

ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও পাণ্ডবগণকে বধ করবেন। তিনি ছত্রভঙ্গ কোরব সেনা পুনরায় ব্যূহবদ্ধ করে অগ্রসর হলেন, তা দেখে পাণ্ডব পাঞ্চালগণও পুনরায় ব্যূহবদ্ধ হলেন। কিন্তু অশ্বখামা অস্ত্রচাতুর্ঘ্য বেশী দেখাতে পারলেন না, নকুল তার সম্মুখীন হয়ে মণ্ডলাকারে ঘুরে ঘুরে তার অগ্রগতি বন্ধ করে দিলেন,^১ তাকে পরাজিত করতে না পেরে অশ্বখামা ফিরে গেলেন। অশ্বখামা কর্তৃক নারায়ণাঙ্গ ক্ষেপণের কথা প্রমাণ মহাভারতে আছে—যে অস্ত্র জ্বালা সৃষ্টি ক’রে সশস্ত্র যোদ্ধাকে পীড়িত করে, কিন্তু নিরস্ত্রকে কোন বাধা দেয় না, কিন্তু সেরূপ অস্ত্র তিন সহস্র বৎসর পূর্বে ছিল তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। নারায়ণাঙ্গ বিফল হ’লে অশ্বখামা তীব্র যুদ্ধ করে একে একে ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও ভীমকে পরাজিত করেন। সে কথাও ব্রাহ্মণ মহিমা বাড়াতে পরে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে তাতে সন্দেহ নাই।

দ্রোণের পতনের দিনে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবসে, মধ্যাহ্নেই অবহার ঘোষিত হ’ল।

৩৩. কর্ণপর্ব—কৃষ্ণের ধর্ম ব্যাখ্যা, দুঃশাসন বধ ও কর্ণ বধ

দ্রোণের মৃত্যুর পর দুর্যোধন কোরবপক্ষে কর্ণকে সেনাপতি করলেন। কর্ণ দুই-দিন তীব্র যুদ্ধ ক’রে অর্জুনের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে নিহত হ’ল। যুদ্ধের এই দুই দিনও দুর্যোধন সংশ্লিষ্টক দল গঠন করে দিনের প্রথমার্ধে অর্জুনের যুদ্ধক্ষেত্রের কেন্দ্র হ’তে দূরে রাখবার চেষ্টা করেছেন, উদ্দেশ্য যে কর্ণ সহজেই পাণ্ডব-পাঞ্চাল সেনা ও রথী বিনাশ করতে পারবেন। কিন্তু ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রভৃতি রথীদের বীরত্বের ফলে তা সম্ভব হয় নাই। প্রথম দিন অর্জুন বধন সংশ্লিষ্টকদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত, তখন কুলভাষিপতি ক্ষেমধৃতি রণহস্তীতে আরোহণ করে এসে পাণ্ডব-পাঞ্চাল বাহিনী জাগিত করে দেন, তখন ভীমও একটি রণহস্তীতে আরোহণ করে ক্ষেমধৃতির সম্মুখীন হন ও বহুক্ষণ ব্যাপী তীব্রযুদ্ধে তাকে বধ করেন। তারপর অশ্বখামা ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন, অনেকক্ষণ সমান যুদ্ধ করে ভীম ও অশ্বখামা উভয়েই সন্ধান হয়ে পড়েন, তাদের সারথিরা তাদের পিছনে নিয়ে যান। তখন গিরিব্রজের রাজা দণ্ডার পাণ্ডব-পাঞ্চালবাহিনী বিজ্ঞাবিত করেন, উপস্থিত পাণ্ডব-পাঞ্চালগণ তার প্রতিরোধ করতে অসমর্থ হন। সৈন্যদের আঁর্ত কোলাহল

শুনে অর্জুন এসে তীব্র যুদ্ধে দণ্ডধারকে নিধন করেন, দণ্ডধারের ভ্রাতা দণ্ড ও অর্জুনকে আক্রমণ করে প্রাণ হারান। অর্জুন সংশপ্তকদের শেষ করতে ফিরে যান। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধে দুর্ধোধন বিরথ ও বিগন্ন হ'লে কর্ণ এসে তাকে রক্ষা করেন। সাত্যকি কর্ণকে যুদ্ধে বাপ্ত করেন। দুর্ধোধন নূতন রথে উঠে ফিরে এলেন, ইতিমধ্যে অর্জুন সংশপ্তক বাহিনী শেষ করে এসে পড়েন, দুর্ধোধনের রথের অশ্ব ও সারথি নিধন করেন, তার সাহায্যে অশ্বখামা এলে অশ্বখামার রথের অশ্ব বধ করে তার ধনুকের জ্যা বার বার কেটে তাকে বিপর্যস্ত করে দিলেন। অর্জুন মূল যুদ্ধক্ষেত্রে আনার পূর্বে অশ্বখামা সেদিন বীরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুরাজ প্রবীরকে বধ করেন, কিন্তু অর্জুন তাঁর দর্প চূর্ণ করে দিলেন; কৃপ, কৃতবর্মা ও দুঃশালনকে বাণে বাণে বিক্ষত করে দিলেন। কর্ণ তখন সাত্যকিক ছেড়ে অর্জুনকে নিবারণ করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু সাত্যকি, অর্জুন ও অত্মাশ্র পাণ্ডব পাঞ্চাল রথীদেহ তীব্র যুদ্ধে কোঁরব বাহিনী পিছু হঠতে বাধ্য হ'ল। ইতিমধ্যে সূর্যাস্ত হলে অবহার ঘোষণা হ'ল, পাণ্ডব পাঞ্চালগণ জয়ধ্বনি করে তাঁদের শিবিরে ফিরলেন।

পরদিন যুদ্ধের পূর্বে কর্ণ শল্যকে নিজের সারথি করে নিতে চাইলেন, দুর্ধোধনকে বললেন, সারথির গুণে অনেক সময় রথী জয়লাভ করে; আমার রথ, অশ্ব, ধনুক অর্জুনের রথ, অশ্ব, ধনুকের থেকে নিকৃষ্ট নয়, আমার বীর্য অর্জুনের থেকে বেশী, কিন্তু অর্জুন যেমন উৎকৃষ্ট সারথি কৃষ্ণকে পেয়েছে, আমার তেমন সারথি নাই; শল্য আমার সারথি হলে আমিও কৃষ্ণের সমকক্ষ সারথি পেয়ে যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাতে পারব। দুর্ধোধন মজরাজ শল্যকে কর্ণের সারথি হতে অস্বরোধ করলে শল্য নিজেকে অপমানিত মনে করে বললেন, আমি কর্ণের থেকে রথী হিসাবে কম নই, আমি কেন তার সারথি হব? আপনি আমাকে অপমান করছেন, আমি আপনার পক্ষ ছেড়ে চলে যাব। দুর্ধোধন তাকে বোঝালেন, আপনাকে অপমান করা আমার উদ্দেশ্য নয়, কর্ণকে আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ রথীও বলি নাই; কৃষ্ণ রথী শ্রেষ্ঠ হয়ে ও অর্জুনের সারথি হয়ে তার যুদ্ধে পটুতা বাড়িয়ে দিয়েছেন, আপনি কৃষ্ণের মত বা তার থেকে শ্রেষ্ঠ সারথি, আপনি কর্ণের সারথি হয়ে তার যুদ্ধ-ক্ষমতা বাড়িয়ে দিন। তখন শল্য কর্ণের সারথি হতে সন্মত হলেন, কিন্তু বলে নিলেন যে কর্ণের বা কোঁরবপক্ষের উপকারের জন্য মধ্যো মধ্যো আমি কর্ণকে অপ্রিয় কথা বলতে পারি, তাতে কর্ণ বা আপনি রাগ করতে পারবেন না। শল্যের সে কথা কর্ণ ও দুর্ধোধন মেনে নিলেন। শল্য কর্ণের

সারথ্যের ভার নিয়ে তা সূচাক্রমাবে করেছিলেন সন্দেহ নাই। মহাভারতের বর্তমান রূপে শল্যের সারথ্যের আরম্ভকালে কর্ণ ও শল্যের যে দীর্ঘকালব্যাপী বিবাদের কথা আছে, তা পরের কালের কবির প্রক্ষেপ।

পরদিন—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সপ্তদশ দিন—ঘোরতর যুদ্ধ হ'ল,। সেদিনও দিনের প্রথম ভাগে সংশপ্তক বাহিনী অর্জুনকে মূল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে নিয়ে ব্যাপৃত রাখে, আবার অশ্বখামা মধ্যে মধ্যে এসে অর্জুনকে আক্রমণ করে, সেদিন অর্জুন প্রথম হাতেই তীব্র যুদ্ধ করেন, তবে অশ্বখামাকে বার বার বিমুখ করতে এবং সংশপ্তক বাহিনীর মধ্যে এক সূর্যমা ছাড়া বাকী সকলকে বধ করতে তাঁর যথেষ্ট সময় লাগে ও পরিশ্রম হয়। এদিকে কর্ণ যোগ্যতর সারথি পেয়ে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। সঙ্কুল যুদ্ধে কর্ণ ভানুদেব, সেনাবিন্দু প্রভৃতি পাঁচজন পাঞ্চালবীরকে বধ করেন, আবার ভীমসেনের সঙ্গে কর্ণপুত্র ভানুসেন নিহত হয়। পাণ্ডব পাঞ্চাল সেনা বিচলিত করে কর্ণ যুধিষ্ঠিরের দিকে গেলেন, তার পার্শ্বরক্ষী দুই পাঞ্চালবীরকে বধ করলেন, এবং লাত্যাকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি যুধিষ্ঠিরের সাহায্যে এসে কর্ণকে যুদ্ধে ব্যাপৃত করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও বাণে বাণে যুধিষ্ঠিরের দেহ হতে চর্ম বিচ্যুত করে তাঁকে ক্ষত বিক্ষত করে দিলেন, তার পশ্চাদ্ধাবন করে শুনিয়ে দিলেন, আপনি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের মত বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞ নিয়ে থাকেন, আপনি কেন ক্ষত্রিয়বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন। তারপরে কর্ণ আবার পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনী ধ্বংসের দিকে মন দিলেন। যুধিষ্ঠির ঐশ্বর্যকীর্তির রথে বসে কর্ণের বীরত্ব দেখলেন এবং নিজের বাহিনীর রথী ও সৈন্যদের যথাসাধ্য যুদ্ধ করতে উৎসাহ দিতে লাগলেন।

অত্যাধিক ভীম কোঁরববাহিনী বিনাশ করছিলেন। কর্ণ শল্যকে তাঁর রথ ভীমের অভিযুগ্মে নিয়ে যেতে বললেন। ভীম কর্ণের যুদ্ধে উভয়েই কিছু বাণাহত হলেন, তারপরে ভীমের একটি দৃঢ় নিষ্কিপ্ত বাণ কর্ণের পার্শ্ব ভেদ করায় তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন, শল্য তাঁর রথ দূরে নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে কর্ণ সংজ্ঞালভ করে ফিরে এসে পুনঃ ভীমকে আক্রমণ করে তাঁকে বিব্রত করে দিলেন। রথ হতে গদাঘাতে নেমে পড়ে ভীম কোঁরব বাহিনীর কিছু অশ্বারোহী সৈন্য গদাঘাতে বধ করলেন, সেই সৈন্যদের শকুনি ভীমকে বাহনহীন দেখে তাকে আক্রমণ করতে পাঠিয়েছিলেন। তারপর আর একটি অস্ত্রসজ্জিত রথে আরোহণ করে পুনঃ কর্ণের অভিযুগ্মে চললেন। নিকটে এসে দেখেন যে যুধিষ্ঠির নতন

একটি রথে এসে কর্ণকে আক্রমণ করতে গিয়ে হতসারথি হয়ে বিপদগ্রস্ত হয়েছেন। তখন ভীম অবিরল ধারায় বাণ নিক্ষেপ করে কর্ণকে বিব্রত করলেন, কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে ছেড়ে ভীমের দিকে বধ ফিরিয়ে তাকে আক্রমণ করতে বাধ্য হলেন। অবসর পেয়ে যুধিষ্ঠির রণক্ষেত্র ছেড়ে একেবারে শিবিরে চলে গেলেন, সেখানে গিয়ে দেহে লগ্ন বাণ ও শল্য তুলে অঙ্গন প্রলেপ লাগিয়ে শয়ন করলেন। ভীম কর্ণের যুদ্ধ দেখে সাত্যাকি এসে ভীমের পার্শ্বরক্ষী হয়ে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। কর্ণের সাহায্যেও কোঁরব রথী আসল। এইভাবে সঙ্কুল যুদ্ধ বলতে লাগল।

ইতিমধ্যে অর্জুন সংশপ্তক যুদ্ধ শেষ করে মূল যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন। তাকে ভীম জানালেন যে যুধিষ্ঠির কর্ণের বাণে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে শিবিরে গিয়েছেন, বেঁচে আছেন কিনা সন্দেহ। অর্জুন বললেন, আপনি গিয়ে দেখে আসুন। ভীম বললেন, তুমি যাও, আমি এখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গেলে লোকে বলতে পারে যে আমি কর্ণের ভয়ে চলে গিয়েছি। অর্জুন ও কৃষ্ণ শিবিরে গেলেন, যুধিষ্ঠিরকে শিবিরে শয়ান দেখে অর্জুন তাকে প্রণাম করলেন। যুধিষ্ঠির মনে কবলেন, কৃষ্ণ অর্জুন কর্ণবধের পরে তাঁকে সংবাদ জানাতে এসেছেন, তিনি প্রথমেই তাদের কর্ণবধের ক্ষণ প্রশংসা করলেন। অর্জুন বললেন, কর্ণ-বধ এখনও হয় নাই, আমি সংশপ্তক গণের সঙ্গে যুদ্ধ সেরে মূল যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েই ভীমের কাছে সংবাদ পেলাম যে আপনি কর্ণের অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন, তাই আপনি কেমন আছেন দেখতে এলাম। কর্ণবধ হয়ে গেছে এই আশ্বাস ভঙ্গ হওয়ায় যুধিষ্ঠির অকস্মাৎ ক্রোধাভিভূত হয়ে পড়লেন, অর্জুনকে বললেন, ভীক, তোমার গাণ্ডীব কৃষ্ণকে দাও, তুমি কৃষ্ণের সারথি হয়ে যাও, কৃষ্ণই কর্ণবধ করবে। অর্জুনও ক্রুদ্ধ হয়ে কোষ থেকে অসি নিষ্কাশিত করলেন, কৃষ্ণ বলে উঠলেন, অর্জুন এখানে তোমার শত্রু কে আছে যে অসি হাতে নিলে? অর্জুন বললেন, আমার শপথ আছে, আমাকে যে বলবে তোমার গাণ্ডীব যুদ্ধকে দিয়ে দাও, তাকে বধ করব; ধর্মরাজ তোমার সামনেই আমাকে সে কথা বলেছেন। কৃষ্ণ বললেন, তাই বলে তুমি তোমার শপথ রক্ষা করতে তোমার পুত্রনীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করবে? অকারণে প্রাণী বধ না করা হ'ল ধর্ম, বরং অসত্য বলবে বা সত্যভঙ্গ করবে, কিন্তু অকারণ প্রাণী বধ করবে না। কোন বিশেষ অবস্থায় পড়লে ধর্মপথ কি, তা নিয়ে লোকের বুদ্ধিব্রণ হয়; অনেকে বলে যে ঋতিতে বা শাস্ত্রেই ধর্ম পথের নির্দেশ আছে,

কিন্তু সব অবস্থায় কথা তো শাস্ত্রে থাকতে পারে না, বিচার না করে যে শাস্ত্রের
অনুশাসন মেনে চলে তার প্রায়শঃ ধর্মহানি হয়। আমি তোমাকে ধর্মপথ নির্ণয়ের
মানদণ্ড বলে দিই—যা ধারণ করে, তাই ধর্ম, ধর্ম প্রজ্ঞাকে ধারণ বা রক্ষা করে,
যে পথে প্রজ্ঞা বা মাহুবেশের রক্ষা হয়, সেটাই ধর্মপথ। শাস্ত্রে বলে সত্য রক্ষা ধর্ম,
শাস্ত্র বলে প্রাণী বধ না করা ধর্ম, শাস্ত্র বলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃবৎ পূজনীয় গুরু,
গুরু যদি আততায়ী হয়ে তোমাকে বধোক্ত হয, শুধু তখন সে বধ্য হয়, অন্যথা
গুরু বধ মহাপাপ। এখন ধর্মপথ নির্ণয়ের মানদণ্ডে বিচার করে দেখ—তোমার
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তোমাকে বধ করতে উত্তম নন, অতএব তাকে বধ করলে সত্যভঙ্গের
অপরাধ হতে তোমার অনেক বেশী অপরাধ, ধর্মহানি, হবে; এখানে তোমার
সত্যভঙ্গই শ্রেয়ঃ। অর্জুন বললেন, তোমার কথা বুঝেছি, এখন লোকদৃষ্টিতে
আমার যাতে সত্যভঙ্গ না হয়, তার উপায় বল। কৃষ্ণ বললেন, সম্মানযোগ্য
পূজনীয় ব্যক্তির পক্ষে অপমান মৃত্যুতুল্য, তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সর্বদা “আপনি”
করে বল, তাঁকে “তুমি” বলে একটু নিন্দা কর, সেটাই তাকে বধ করার তুল্য হ’বে।
অর্জুন তখন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, তুমি যুদ্ধকালে সর্বদা অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধিত হ’চ্ছ
এখন যুদ্ধক্ষেত্র হতে দূরে এসে শুয়ে আছ, শত্রুবধ এখনও হয় নাই বলে আমাদের
নিন্দা করার তোমার কোন অধিকার নাই। এক ভীমসেনই আমাদের শত্রুবধ
না করার কথা শোনাতে পারেন, তিনি প্রথম থেকে ক্লান্তিহীনভাবে কঠিন যুদ্ধ করে
যাচ্ছেন। তোমার অবিবেচনার জন্যই আমাদের এত ক্লেশ সহ্য করতে হয়েছে,
তুমি জানতে দ্যুতখেলা অধর্ম, দ্যুতে ছলনা হচ্ছে বুঝেও তুমি দ্যুত খেলায় আসক্ত
থেকে সব সম্পদ ও মান নষ্ট করেছ। এইভাবে যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করে অর্জুন
আবার অসি তুললেন। কৃষ্ণ প্রশ্ন করার অর্জুন বললেন, গুরুজনকে বধের তুল্য
অশ্রমণ করে আমি পাপ করেছি, সেই পাপ ক্ষালন করতে আত্মহত্যা কর’।
কৃষ্ণ বললেন, আত্মহত্যা আরো বেশী পাপ, তাও তুমি জানো না? অর্জুন চিৎকার
করলেন, তা হলে গুরুনিন্দার পাপক্ষালন কিভাবে করব? কৃষ্ণ উত্তর দিলেন,
স্বধীজন বলেন, আত্ম প্রশংসা আত্মহত্যা তুল্য। তুমি আত্মপ্রশংসা কর, তাকে
মানি অনুভব করবে, তাতেই তোমার অপরাধক্ষালন হবে। অর্জুন তখন গাভীর
আশ্বালন করে বললেন, আমার তুল্য ধর্মবিদ কে আছে, আমি বীণে বাঁজঃ তুল,
ইত্যাদি। আত্ম প্রশংসা করে মানি অনুভব করে মূঃ নীচু করে দিলেন। তখন
যুধিষ্ঠির বললেন, আমার জন্যই তোমাদের এত দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে, তুমি

ঠিকই বলেছি, তোমরা ভীমকেই রাজা কর, আমি বনে চলে যাব। এই বলে তিনি শয়ন থেকে উঠে পড়লেন। তাকে হাতে ধরে কৃষ্ণ বোঝালেন, অর্জুন নিজের নত্য পালন নিয়ে সমস্তায় পড়েছিল, সেই সমস্তা দূর করতে তাকে বলেছিলাম আপনার নিন্দা করতেও অর্জুন তাই করেছিল, আমাদের সেই অপরাধ ক্ষমা করুন। অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরের পায়ে প্রণত হয়ে তাকে নিন্দা ও অপমান করবার জ্ঞাপ্ত ক্ষমা চাইলেন। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে তুলে আলিঙ্গন করলেন। কৃষ্ণকে বললেন, তোমার বুদ্ধিতেই আমরা আজ বিপদ থেকে উদ্ধীর্ণ হলাম, তুমি চিরদিন এইরূপ আমাদের সহায় থাক। অর্জুনকে বললেন, অত্যন্ত শারীরিক ব্যাধায় আমার মন বিকল ছিল, তাই তুমি যুদ্ধরাস্তা হয়েও যখন আমাকে দেখতে এলে, তখন কঠিন কথা বলেছি, আমাকে ক্ষমা করে মনের সব গানি দূর করে তুমি এখন গিয়ে পূর্ণ শক্তিতে কর্ণের সম্মুখীন হও, তোমারই জয় হবে। অর্জুন ও কৃষ্ণ তখন যুদ্ধক্ষেত্রে অভিযুক্তে তাঁদের রথে উঠে যাত্রা করলেন।

পথে যেতে যেতে যুধিষ্ঠিরের গজ্ঞানাবাক্য শুনে ও নিজের ব্যবহারের জ্ঞাপ্ত অর্জুনের মনে যে ক্ষোভ ও লজ্জা দিল, তা সম্পূর্ণ দূর করে দিতে কৃষ্ণ অর্জুনের সঙ্গে মিষ্ট আলাপ করলেন এবং তার বীরত্বের প্রশংসা করলেন, এবং তার বীর্যকে উদ্দীপ্ত করতে কর্ণ দ্যুতসভায় পাণ্ডবদের ও কৃষ্ণকে যেভাবে অপমান করেছিল, তা শ্রবণ করিয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নিতে উত্তেজিত করলেন। এইভাবে কথা বলতে বলতে কৃষ্ণ ক্ষতবেগে রথ চালিয়ে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন।

রণক্ষেত্রে তখন দুই পক্ষের বীরগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করে চলেছে। পাঞ্চাল বীরদের সঙ্গে যুদ্ধে কর্ণের একপুত্র সুষেণ নিহত হল, তা দেখে কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষণ তীব্র সমরে পাঞ্চালসেনা বিজ্ঞাবিত করতে লাগলেন। ভীম বিপর্যয় দেখে অর্জুনের প্রত্যাগমনের আশা তার সারথিকে জানিয়ে ষাণ্মাধ্য যুদ্ধ করে চললেন। এর মধ্যে তাঁর সারথি বল্ল, অর্জুন এসে গেছেন, ওই তো গাভীর টঙ্কার শোনা যাচ্ছে। অর্জুন ও ভীমের রণক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হল, তারপর দুজনে তর্দিকে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। দুঃশাসনকে দেখে ভীম তাকে আক্রমণ করলেন, তাকে বাণাহত পাতিত কবে বথ থেকে নেমে গিয়ে দুঃশাসনের বুক চিরে রক্তপান করলেন, তা দেখে কোরবগণ ভ্রাসিত হয়ে গেল। অন্তর্দিকে কর্ণ ও অর্জুনের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হল। কুরুক্ষেত্রে এই নপ্তদশ দিবসের অপরাহ্ন কালীন যুদ্ধের মত যুদ্ধ আর কখনও দেখা যায় নাই—অন্ততঃ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধকালে হয় নাই—একথা যুদ্ধশেষে

শল্য গিয়ে দুর্ধোধনের কাছে বলেছিলেন। কর্ণ ও অর্জুন বহুক্ষণ ধরে পরস্পরকে লক্ষ্য করে নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করেন ও বিপক্ষের অস্ত্র কেটে দেন, রথীর নির্দেশমত সারথিদ্বয় রথ চালান। এইভাবে বহুক্ষণ আশ্চর্য যুদ্ধের পরে অর্জুন জয়ের পথে অগ্রসর হ'লেন, কর্ণের বর্ম বাণাঘাতে কর্ণের দেহচ্যুত হয়ে গেল, এবং বুকে দারুণ শল্যের আঘাতে তিনি হতচেতন হয়ে প'ড়ে গেলেন, আর উঠলেন না। ছিন্নধ্বজ রথ নিয়ে গিয়ে শল্য দুর্ধোধনের কাছে যুদ্ধের বর্ণনা দেন—আশ্চর্য সমান সমান যুদ্ধ বহু দণ্ড ধরে চালছিল, মধ্যো মধ্যো কর্ণ প্রবল হ'ন, মধ্যো মধ্যো অর্জুন প্রবল হ'ন, শেষে যেন দৈবের কৃপায় অর্জুন প্রবল হয়ে উঠে আর দমলেন না, কর্ণকে বর্মহীন কবচহীন করে মৃত্যুবাণ হানলেন। শুনে দুর্ধোধন কর্ণের স্তম্ভ হুঃখ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ ও অর্জুন কর্ণ বধের কথা যুধিষ্ঠিরকে গিয়ে জানালে যুধিষ্ঠির রণক্ষেত্রে এসে কর্ণের দেহ দেখে তবে সন্তুষ্ট হ'ন। তারপর সেদিন অবহার ঘোষিত হয়।

৩৪. শল্য পর্ব ও গদা পর্ব—শল্যের ও দুর্ধোধনের পতন

অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধে কোরব পক্ষে শল্য সেনাপতি হলেন। তিনি যথাসাধ্য যুদ্ধ করে মধ্যাহ্নকালে যুধিষ্ঠির ও ভীমের যুক্ত আক্রমণে নিহত হ'ন। তারপর পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ মহোৎসাহে ধার্তরাষ্ট্রগণের অবশিষ্ট রথী ও সেনা শেষ করে আনলেন। ধার্তরাষ্ট্রগণ পক্ষে যখন শুধু কৃপ, অশ্বখামা ও কৃতবর্মা, এই তিনজন রথী অবশিষ্ট, তখন তাঁরা দেখলেন যে দুর্ধোধনকে দেখা যায় না। দুর্ধোধন যুদ্ধের ফল বুঝে সৈন্যদের যুদ্ধ করতে শেষবার উৎসাহ দিয়ে নিজে বৈপায়ন হ্রদে গিয়ে আত্মগোপন করেন। অশ্বখামা, কৃপ, কৃতবর্মা দুর্ধোধনের সন্ধানে বৈপায়ন হ্রদের কাছে গিয়ে দুর্ধোধনকে দেখতে পান, এবং তার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করেন, ইতিমধ্যে পাণ্ডবগণ ও মাত্যকি সেদিকে আগছেন দেখে তারা কিছুদূরে গিয়ে যুদ্ধের অন্তরালে আত্মগোপন করেন। যুধিষ্ঠিরের আহ্বানে দুর্ধোধন হ্রদ থেকে উঠে এসে বললেন, তুমি সমগ্র রাজ্যের ভার গ্রহণ কর, আমার পক্ষে সব বীর প্রায় নিহত হয়েছে, আগার আর রাজ্যে স্পৃহা নাই। যুধিষ্ঠির বললেন, তোমার দান এইভাবে গ্রহণ করব না, আমরা শান্তির স্তম্ভ অনেক চেষ্টা করেছিলাম, তুমি যুদ্ধের পথ বেছে নিলে, এখন আর শান্তি হয় না, তুমি যুদ্ধ কর। দুর্ধোধন বললেন। তোমরা অস্ত্রসজ্জিত রথে এসেছ, আমার

কাছে শুধু আমার গদা আছে, শিরজ্ঞাণ, কবচ কিছু নাই, আমি কেমন করে যুদ্ধ করব ? যুধিষ্ঠির বললেন, তোমাকে কবচ ও শিরজ্ঞাণ দিচ্ছি, তা পরে নিয়ে আমাদের একজনের সঙ্গে যুদ্ধ কর, তাকে পরাজয় করতে পারলেই তোমার জয় হ'ল ধরা হবে। দুর্যোধন শিরজ্ঞাণ, কবচ ধারণ করে গদা ঘুরিয়ে বললেন, তোমাদের যে খুসী এগিয়ে এস, আমার গদাঘাতে তার প্রাণ দিতে হবে। ভীম গদাহস্তে এখিরে গেলেন, ভীম দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আপনি কি বুদ্ধিতে বলেছিলেন, আমাদের একজনের সঙ্গে যুদ্ধ কর, তাকে পরাজিত করতে পারলেই তোমার জয় হবে ? দুর্যোধন যদি ভীম ছাড়া আর কাউকে বেছে নিত, তা হলে আপনাদের এতদিনের যুদ্ধ বৃথা হয়ে যেত।

ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ অনেকক্ষণ চলেছিল। ভীম অধিক বলবান, কিন্তু দুর্যোধন বহুদিন ধরে গদাযুদ্ধের অভ্যাস করেছিলেন, বলরামের নিকট থেকে গদা গ্রহণ কালে সঠিক পদক্ষেপ পদ্ধতি শিখেছিলেন। কখনও ভীম আহত হয়ে পড়ে যান, কখনও দুর্যোধন আহত হয়ে পড়ে যান। শেষে ভীম গদা উত্তত করে ছুটে আসছেন দেখে দুর্যোধন লাফিয়ে উঠে গ্রহণ এড়াতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এড়াতে পারেন না, গদার আঘাত তাঁর উরুর উপর পড়ে ও উরু ভেঙ্গে যায়। ভীম জয়লাভ করে দুর্যোধনের শিরে পদ দিয়ে আঘাত করেন, তাকে যুধিষ্ঠির নিরস্ত করেন, বলেন যে পরিত্যক্ত শত্রুকে সেভাবে অপমান করা অধর্ম। জয়লাভ করে পাণ্ডবগণ, সাত্যকি ও কৃষ্ণ চলে গেলেন।

৩৫. সৌপ্তিক পর্ব : স্তম্ভ পাণ্ডব-পাঞ্চালবীরের হত্যা

পাণ্ডবগণ হ্রদের নিকট হতে চলে গেলে কুপ, অশ্বখামা ও কৃতবর্মা আবার দুর্যোধনের কাছে এলেন। অশ্বখামা প্রস্তাব করলেন, রাত্রিতে পাণ্ডব-পাঞ্চালদের শিবিরে আকস্মিক আক্রমণ করে তাদের শেষ করে দেবেন। দুর্যোধন সেই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে রাত্রি যুদ্ধের জন্য অশ্বখামাকে সেনাপতি পদে বরণ করলেন।

পাণ্ডবগণ যুদ্ধক্ষেত্রে ঘিরে পাঞ্চাল বীরদের দুর্যোধনের পতনের কথা জানালেন। যুদ্ধ শেষের ও জয়লাভের আনন্দে পাঞ্চাল রথীগণ, দ্রৌপদেয়গণ, অন্ত্যাত্ম রথী ও সৈন্যগণ জয়ধ্বনি করে শিবিরে ঘিরে বথেষ্ট পান ভোজন করে নিদ্রায় ও সুরার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে অচেতন হ'ল। কৃষ্ণ, পাণ্ডবগণ, সাত্যকি ও যুয়ুৎসু কোরব

শিবিরে প্রবেশ করে দেখলেন যে কোন সমর্থ পুরুষ নাই, কুরুজীগণ নপুংসক রক্ষীগণ সহ আছে ; দুর্বোধনের শিবিরে রত্নসম্ভার দেখে বিজয়ী হিসাবে পাণ্ডবগণ তা নিয়ে নিলেন, যুযুৎসুর উপর কুরুজীগণকে হস্তিনাপুরে পৌঁছে দেবার ভার দেওয়া হ'ল। তারপর পাণ্ডবগণ ও সাত্যকি কৃষ্ণের কথায় কোন শিবিরে না থেকে সেই রাত্রি ওঘবতী নদীর তীরে কাটিয়ে দিলেন, যুধিষ্ঠিরের অহুরোধে কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সঙ্গে দেখা করে তাদের দুঃখ ও কোভ দূর করতে চেষ্টা করলেন, তারপর ফিরে গিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কৃষ্ণের যদি মনে হয়ে থাকে যে পাণ্ডব-পাঞ্চাল শিবিরে রাত্রে আকস্মিক আক্রমণ হতে পারে, তনে ধুট্টদ্রাাদিকে সাবধান করে দেন নাই কেন, তার কোন কারণ মহাভারত কাহিনীতে নাই। বিকল্পে অনুমান করা যায় যে যুদ্ধে জয়লাভ পূর্ণ হলে পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ ও সাত্যকিসহ হস্তিনাপুরে চলে গিয়েছিলেন, গিয়ে যুধিষ্ঠির শুধু কৃষ্ণকে ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদে প্রেরণ করলেন এই কথা জানাতে যে পাণ্ডবগণ এসে প্রাসাদ অধিকার করতেন, ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সেখানে আশ্রিত গুরুজন হিসাবে থাকতে পারবেন।

অশ্বখামা কৃপ ও কৃতবর্মা কে নিয়ে রাত্রিতে অতর্কিতভাবে নিদ্রিত ও স্বপ্নে অচেতন পাণ্ডব পাঞ্চাল রথী ও সৈন্য আক্রমণ করতে গেলেন ; কৃপ এভাবে আক্রমণে প্রথমে সম্মত হ'ন নাই, অবশেষে স্থির হ'ল যে অশ্বখামা শিবিরে প্রবেশ করে রথী ও সৈন্যদের বধ করবে, কেহ শিবির থেকে পলায়ন করতে চেষ্টা করলে কৃপ ও কৃতবর্মা শিবিরের বাইরে তাদের বধ করবেন। শিবিরের তিনদিকে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সেই আগুনের আলোতে ধুট্টদ্রা, শিখণ্ডী, দ্রোণদীপুত্রগণ ও আরো অনেককে অশ্বখামা বধ করে, যে রথী বা সৈনিক শিবিরের বাইরে যায়, তাকে কৃপ বা কৃতবর্মা বধ করেন, এইভাবে শিবিরস্থ প্রায় সকল রথী ও সৈনিক নিহত হ'ল, কয়েকজন মাত্র পলায়ন করতে সমর্থ হ'ল। এই নিশীথ অভিযান শেষ করে তিন রথী হ্রদের তীরে দুর্বোধনের কাছে সংবাদ দিলেন যে পাণ্ডব-পাঞ্চাল শিবিরে আর কেহ অবশিষ্ট নাই, তা শুনে আনন্দ প্রকাশ করে দুর্বোধন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ধুট্টদ্রায়ে সারথি শিবির হতে পালাতে পেরেছিল, যে গিয়ে পাণ্ডবদের সংবাদ দিল। পাণ্ডবগণ দ্রুত শিবিরে ফিরে হত্যাকাণ্ড দেখলেন। দ্রোণদীপুত্রগণকে নিহত দেখে যুধিষ্ঠির নকুলকে উপদ্রব্যে গিয়ে দ্রোণদীকে নিয়ে আসতে বললেন।

দ্রৌপদী এসে পুত্রদের মৃত দেখে ও ঘটনার বিবরণ শুনে ভীমকে বললেন, তুমি আমাকে বিগদে একাধিক বার রক্ষা করেছ, আজ পুত্রহস্তা অশ্বখামাকে বধ করে প্রতিশোধ নাও, অশ্বখামার বধ সংবাদ না শোনা পর্যন্ত আমি প্রায়োপবেশনে থাকব। তা শুনে নকুল সে রথে উপগ্রব্য থেকে দ্রৌপদীকে নিয়ে এসেছিলেন, সেই রথে অশ্ব নিয়ে উঠে নকুলকে সারথি নিয়ে ভীম অশ্বখামার সন্ধানে নির্গত হ'লেন। কৃষ্ণ বললেন, অশ্বখামাকে অযোগ্য জেনেও জ্ঞান তাকে দিব্য অস্ত্র প্রয়োগ শিখিয়েছিলেন, ভীম সেই সব অস্ত্রের প্রতিরোধ করতে পারবে না, একমাত্র অর্জুন পারবে—কৃষ্ণ তখনও নিজে অস্ত্রধারণ করতে চান নাই। অর্জুন তার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সঙ্গে যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণকে নিয়ে ভীমের অলক্ষণ পরেই যাত্রা করলেন। গঙ্গাতীরে পৌঁছে তাঁরা দেখলেন যে অশ্বখামা ব্যান ও অস্ত্রাশ্রয় স্থানদের নিকট উপবিষ্ট আছে, এবং ভীম তাকে বাণ মারতে উত্তত হচ্ছেন। ভীমকে অস্ত্র নিক্ষেপ উত্তত দেখে ও তার পছাতেই অর্জুন, কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দেখে অশ্বখামা পাণ্ডব-নিধনার্থ একটি ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করল, অর্থাৎ বিশেষভাবে নির্মিত একটি ঈবিকা বা বাণ নিক্ষেপ করল, যা শুষ্ক ভূগভূমি দিবে যাবারকালে ক্রমবর্ধমান অগ্নিস্রোত সৃষ্টি করে। অর্জুনও প্রতি-অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। ব্যান ও অস্ত্রাশ্রয় স্থানরা উঠে দুজনকেই অস্ত্র সংবরণ করে নিতে বললেন, কারণ শুষ্ক ভূগভূমিতে ক্রমবর্ধমান অগ্নিস্রোত নিকটস্থ জনপদের প্রভূত ক্ষতি করবে। অর্জুন অশ্বখামার অস্ত্র প্রশমিত করে নিজের অস্ত্রও সংহরণ কবে ফেললেন, বোধহয় বরুণাশ্রে জল বর্ষণ করে অগ্নি নিবিয়ে দিলেন। পরে অশ্বখামাকে ধরে তার বহু-মূল্যবান মণিশোভিত কেশের চূড়া অগ্নি দিয়ে কেটে নিলেন, ব্যানের কথায় অশ্বখামাকে বধ করলেন না। অশ্বখামা প্রাণদান করা হ'ল বুঝেও অভিশাপ বাণী উচ্চারণ কবল, আমার নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মশির অস্ত্রের ভেঙ্গে পাণ্ডববধুর গর্ভস্থ সন্তান বিনষ্ট হবে। তা শুনে কৃষ্ণ বললেন, তুমি আমার যোগবল দেখবে, পাণ্ডববধুর মৃত পুত্রকে আমি পুনর্জীবিত করব; আর তুমি জীবন পেলে, কিন্তু জীবনের অবশিষ্টভাগ সর্বসম্মান চ্যুত হয়ে কাটাবে।^১

১। সৌপ্তিক পর্বের ঐষীক অধ্যপর্বে বহু অনৈসর্গিক কথা আছে। সেসব বাদ দিয়ে কাহিনীকে যান্ত্রিক রূপ দিতে মহাভারতের আখ্যান কিছু পরিবর্তিত করতে হয়েছে। অর্জুন অশ্বখামার অস্ত্র প্রশমিত করলেন ও নিজের অস্ত্র সংহরণ করলেন, ও শিরোমণি কেটে নিলেন, সে কথা ভাগবত পুরাণে কথিত হয়েছে—

তারপরে ভীম, অর্জুন প্রভৃতি অশ্বখামার মণি নিয়ে ফিরে এলেন। দ্রৌপদী উপবাস করে এক ভাবে বসে ছিলেন, যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছিতে ভীম মণিটি নিয়ে দ্রৌপদীর নিকট গিয়ে মণিটি দিয়ে বললেন, অশ্বখামাকে পরাজিত করে তার সব সম্মান নষ্ট করে তার শিরোমণি আহরণ করে এনেছি, ব্রাহ্মণ বলে তাকে বধ করতে আমরা বিরত হয়েছি। দ্রৌপদী বললেন, গুরুপুত্রকে বধ করা হয় নাই, ভালই হয়েছে; তার সম্মান নষ্ট হয়েছে, পরাজিত হয়ে শিরোমণি হারিয়েছে, তাই যথেষ্ট। তাতেই আমার শান্তি হয়েছে।

৩৬. স্ত্রীপর্ব—স্ত্রীগণের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন :

মৃত বীরগণের উদক-ক্রিয়া

যুদ্ধশেষের সংবাদ পেয়ে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুককুলদ্রৌপদী ও কুন্তী যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করলেন। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ অগ্রসর হয়ে তাঁদের অন্তর্ধান করেন। পাণ্ডবগণ একে একে অগ্রসর হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করলেন; ধৃতরাষ্ট্র ভীমকে বাহুমধ্যে নিষ্পিষ্ট করতে উত্তত বুঝে কৃষ্ণ ভীমকে সরিয়ে নিলেন, বললেন যে আপনার ও দুর্বোধনের অপরাধেই এই ক্ষত্রিয়াস্তক যুদ্ধ হ'ল, এখন ভীমকে বধ করলেও আপনার পুত্রগণ প্রাণ ফিরে পাবে না, আপনি নিজের মনকে শান্ত করুন।

দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা, বিরাট ও পাঞ্চালকুলের নারীগণও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। নারীগণ স্বীয় পতি পুত্রের দেহ অঙ্গসন্ধান করে যারা পেলেন, তারা মৃতদেহ আলিঙ্গন করে ক্রন্দন ও বিলাপ করলেন, যারা পেলেন না, তারাও অবসন্ন হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের আদেশে সমস্ত মৃতদেহের সংকার করা হ'ল, এবং মৃতদের উদ্দেশ্যে উদক-ক্রিয়া বা জল দান করা হ'ল। কর্ণের উদক ক্রিয়া করবার সময় কুন্তী পাণ্ডবদের কাছে কর্ণের পরিচয় দিলেন ও কর্ণের উদ্দেশ্যে তাদের উদক ক্রিয়া করতে বললেন। না জেনে দ্রৌপদী তাকে বধ করার জন্য যুধিষ্ঠির অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে কুন্তী এই সংবাদ যে পূর্বে জানান নাই সে জন্য অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

৩৭. শান্তিপর্ব—যুধিষ্ঠিরের গ্লানিভাব দূরীকরণ

ও রাজ্যে অভিষেক

উদক ক্রিয়া সমাপনের পরে গঙ্গাতীরে যুতদের শ্রাদ্ধ কার্য করা হ'ল। শ্রাদ্ধ কার্য শেষ হয়ে গেলে যুধিষ্ঠির যুদ্ধে গুরু ও জ্ঞাতিবধের পাপবোধে অত্যন্ত পীড়িত হ'য়ে রাজ্য ভোগ না করে বনে গিয়ে তপস্বী করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণ তাঁকে অনেক বুঝালেন; অর্জুন যুদ্ধকালে গুরুভক্তিতে, পিতামহ ও জ্ঞাতিদের প্রতি স্নেহে, অনেক সময় পূর্ণ বিক্রমে যুদ্ধ করেন নাই। তিনিও বললেন যে রাজ্যের কল্যাণার্থে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে বধ করে, তাতে বিচলিত হলে চলে না, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মনের অশান্তি তাতে দূর হ'ল না। শেষে ব্যাস বললেন, তোমরা রাজ্য ত্যজ বরোহ, এখন রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন না করলে তোমার স্বর্গ্যচ্যুতির অপরাধ হবে, জ্ঞাতিবধের জন্য যে পাপবোধ, তা দূর করতে অশ্বমেধ যজ্ঞ কর, তাতে মন শুদ্ধ হয়ে যাবে। কৃষ্ণ বললেন, যত্নে সবারই হয়, গুরু বা জ্ঞাতির যত্নের জন্য শোক করে কোন ফল নাই; তাছাড়া আপনি সামের পথে রাজ্য ঘিরে পাবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা কবেছেন, তা যখন হ'ল না, তখন যুদ্ধ না করলে আপনাদের স্বধর্মপালন হ'ত না জ্ঞাতিবধের জন্য দ্বিগুণ আপনার সে কথা কেন মনে করছেন? ব্যাস ঠিকই বলেছেন, এখন আপনার কর্তব্য রাজ্যের ভার নিয়ে পতিপুত্রহারা নারীদের জন্য সুব্যবস্থা করা, রাজ্য শাসন করা; আর ইচ্ছা করলে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে মন শান্ত করতে পারেন। যুধিষ্ঠির অবশেষে সকলের কথায় মন শান্ত করে অভিষেকের জন্য প্রস্তুত হ'লেন। যথা নিয়মে শোভাযাত্রা করে সকলে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন। যুধিষ্ঠিরকে বোডশ-ব্রহ্মবাহিত শকটে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল। অভিষেক কালে ধোম্য যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিলে পরে কৃষ্ণ নিজের পাঞ্চজন্য শঙ্খ পুত বারি নিয়ে তা টেলে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর অভিষেক করলেন। উপস্থিত প্রজাগণ যুধিষ্ঠিরের অভিষেকে খুব আনন্দ প্রকাশ করল। দুর্যোধনের একজন বন্ধু চার্বাক ব্রাহ্মণবেশে যুধিষ্ঠিরকে জ্ঞাতিবধ করে রাজ্য লাভ করার জন্য নিন্দা করে বলল, সমস্ত উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের সেই মত। উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ বললেন, আমরা কখনও সে মত প্রকাশ করি নাই, এই বলে তাঁরা সভাগৃহ হতে চার্বাককে বহিষ্কৃত করে দিলেন। যুধিষ্ঠির প্রজাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে বললেন,

তঁারা যেন বৃক পুত্রশোকাকর্ষিত ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি অসম্মান না দেখান। তারপর যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করলেন, অর্জুনকে রাজ্য রক্ষার ভার দিলেন, বিদুরকে অর্থমন্ত্রী করলেন, সঞ্জয়ের উপর সেনাধ্যক্ষের হিসাব রক্ষা ও বেতন দানের ভার দিলেন, ধর্ম্মাকে দেবকার্য সম্পাদনের ভার দিলেন, নকুলকে দেবকর্মের আয়োজক ও পরিদর্শক করলেন, সহদেবকে ভার দিলেন সে রাজ্যের পার্শ্বচর ও রক্ষার কাজ করবে। অত্যাগত পদে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করলেন; তারপর প্রজাদের বিদায় দিলেন।

প্রজারা বিদায় নিয়ে গেলে যুধিষ্ঠির ভীমকে দুর্ধোধনের প্রাসাদ দান করলেন, অর্জুনকে দুঃশাসনের প্রাসাদ দান করলেন, নকুলকে দুর্মর্ষণের গৃহ এবং সহদেবকে দুর্মুখের গৃহ দিলেন। তারপর পতি পুত্রহীন কুরুত্রীদেয় ও স্বপক্ষীয় দুঃস্থ জীগণের যথাযোগ্য আবাসের ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করলেন। তারপর সভাভঙ্গ হ'ল।

সভাভঙ্গের পরে কৃষ্ণ ও সাত্যকি অর্জুনের গৃহে গেলেন, সেখানে স্নানাহার করে বিশ্রাম নিলেন। যুধিষ্ঠিরকে জানিয়ে একদিন কৃষ্ণ ও অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থ ঘুরে এলেন, ময়দানব কল্লিত ও গঠিত অপূর্ব সভাগৃহ দেখলেন, খাণ্ডবপ্রস্থে যেখানে তাঁরা অরণ্য দগ্ধ করেছিলেন, সেখানে বিস্তীর্ণ জনপদ দেখলেন। তারা সারাদিন নানা কথায় সময় কাটিয়ে ফিরলেন; কিংবে এসে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়ে বিদায় প্রার্থনা করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, তোমার কাছে আমার ঋণের শেষ নাই, তোমার বুদ্ধিতেই আমাদের রাজ্য উদ্ধার হয়েছে। তোমাকে বিদায় দিতে মন চায় না, কিন্তু তুমি বহুদিন তোমার পিতামাতা জ্ঞাতি মহিবীগণ থেকে দূরে আছ, তোমাকে আর আটকে রাখতে পারি না। স্বভদ্রা কৃষ্ণের সঙ্গে পিতৃ-মাতৃ দর্শনে গেলেন, কৃষ্ণ স্বভদ্রাকে নিয়ে উত্তরার প্রসবকালের পূর্বেই ফিরবেন স্থির হল। তারপর কৃষ্ণ ও সাত্যকি স্বভদ্রাকে নিয়ে দ্বারক' অভিমুখে যাত্রা করলেন, যুধিষ্ঠিরাদি বহুদূর পর্যন্ত তাদের অলুগমন করে সন্মান দেখালেন।'

১। শেষ অঙ্কচ্ছেদের অধিকাংশ কথা আশ্বমেধিক পর্বে আছে, কিন্তু কৃষ্ণের দ্বারকা যাত্রাতেই ভারত-কাহিনীর এই অংশের স্বাভাবিক ছেদ। শান্তিপর্ব ভুক্ত ভীষ্ম কর্তৃক কৃষ্ণের পরমাত্মা ভগবান রূপে স্তব (ভীষ্ম-স্তব-রাজ), ভীষ্ম কর্তৃক শরশয্যায় রাজধর্ম, আপদধর্ম ও মোক্ষধর্ম কথন, ও সমগ্র অলুশাসন পর্ব পর্বের কালের যোজনা হিসাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রথম খণ্ড, ১৭ অঙ্কচ্ছেদ, তৃতীয় খণ্ড, ১৮ অঙ্কচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩৮. অশ্বমেধিক পর্ব—পরিাক্ষতের জন্ম ও অশ্বমেধ যজ্ঞ

কৃষ্ণ হস্তিনাপুর থেকে দ্বারকায় ফিরে এসে তাঁর পিতা বহুদেবের প্রাণের উত্তরে তাঁকে সংক্ষেপে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণ শোনালেন। প্রথমে তিনি অভিমহ্য বধের কথা বাদ দিয়েছিলেন, কিন্তু শূভদ্রার অহুরোধে সে বৃত্তান্তও বললেন, আর বললেন যে অভিমহ্যকে কৌরবপক্ষের কোন মহারথ একক পরাজিত করতে পারে নাই, পাবতোও না; তারা ছয়জন যুগপৎ আক্রমণ করে অভিমহ্যর রথের অশ্ব নিধন করে, তাঁর ধনুর জ্যা বার বার কেটে দেয়, সর অস্ত্র শেষ হলে অভিমহ্য ক্লান্ত দেহে গদাযুদ্ধে দুঃশাসন পুত্রের হস্তে প্রাণ দেয়। বহুদেব বললেন, আমার বীর দৌহিত্রের জন্ত এখানেও ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়ার অহুষ্ঠান কর। বহুদেবের ইচ্ছামত অভিমহ্যর আত্মার কল্যাণের জন্ত শ্রীকৃষ্ণাদি কার্য দ্বারকাতেও অহুষ্ঠিত হল।

এদিকে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ অহুষ্ঠানের সংকল্প করে যজ্ঞের ব্যয় ও দক্ষিণার জন্ত বিত্ত কোথা হতে সংগ্রহ করা যায় চিন্তা করতে লাগলেন। ভারতের অধিকাংশ রাজা তাঁদের কোষ শূন্য করে সৈন্তবাহিনী সাজিয়ে নিয়ে একপক্ষে বা অন্যপক্ষে যোগ দিয়েছিল, তাদের মৃত্যুর পরে তাদের পুত্র বা পৌত্রগণ শূন্যকোষ রাজসিংহাসনে বসেছে, তাদের কাছ থেকে কর হিসাবে যজ্ঞের ব্যয় আদায় করার চেষ্টা করা অসম্ভব হবে, এই কথা ভেবেই যুধিষ্ঠির কর্তব্য স্থির করতে পারছেন না, এমন কালে কুরুদৈর্ঘ্যায়ন ব্যাস উপস্থিত হলে তাকে যুধিষ্ঠির সমস্যাটির কথা বললেন। ব্যাস বললেন, বিত্ত সংগ্রহের উপায় আমি বলে দিচ্ছি, শূন্যকোষ বালক রাজাদের নিকট হতে কোন কর তোমার নিতে হবে না। বহু বৎসর পূর্বে মরুত নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর রাজধানী ছিল হিমালয় পর্বতশ্রেণীর মধ্যে মুঞ্জবানু পর্বতে, তিনি একবার সাড়যবে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, যজ্ঞের ও দক্ষিণার জন্ত এত বেশী স্বর্ণপাত্র নির্মাণ করেছিলেন যে তার বহু সংখ্যক উদ্ভৃষ্ট থেকে যায়। কালে সেগুলি ভূপ্রোথিত হয়ে যায়। মুঞ্জবানু পর্বতে গিয়ে মরুতের যজ্ঞস্থল অহুসন্ধান করে নিয়ে সেখানে খনন করলে বহু স্বর্ণপাত্র পাওয়া যাবে, আমি মনে করি যে তাতেই তোমার যজ্ঞের ব্যয় ও দক্ষিণার ব্যয় হয়ে যাবে। তবে খনন করে সেগুলি সংগ্রহের পূর্বে রুদ্র ও কুবেরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করে বলি দিতে হবে। যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জুনকে তাদের মত জিজ্ঞাসা করলে তারা মুঞ্জবানু পর্বত থেকে মরুতের উদ্ভূত স্বর্ণসম্ভার সংগ্রহের পক্ষে মত দিলেন।

তারপর শুভদিন স্থির করে মাসলিক অনুষ্ঠান করে যযুৎসুর উপর রাজ্যভার দিয়ে পঞ্চপাণ্ডব অনুচর ও খনকসহ হিমালয় পর্বতমালাস্থিত মুঞ্জবানু পর্বতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সেখানে পৌঁছে যজ্ঞ করে কৃষ্ণ ও কুবেরের উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করলেন। তারপর মরুত রাজার যজ্ঞস্থল সন্ধান করে নিয়ে সেখানে খনকদের নিযুক্ত করলেন। খনন করে বহু সহস্র স্বর্ণ পাত্র পাওয়া গেল, বহু উষ্ট্র, ঘুঘু ও গর্দভ পৃষ্ঠে সেগুলি বোঝা বেঁধে চাপিয়ে হস্তিনাপুরে আনা হ'ল। যা পাওয়া গেল, তাতে স্বচ্ছলভাবে অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যয় নির্বাহ ও প্রচুর দক্ষিণাদান সম্ভব হ'ল, কর আদায় করবার কোন প্রয়োজন রইল না।

পাণ্ডবগণ যে সময় স্বর্ণসম্ভার নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরলেন, প্রায় তার সমকালে উত্তরার প্রসবকাল আসন্ন জেনে কৃষ্ণ সুভদ্রাকে ও কয়েকজন বৃষিবীরকে সঙ্গে নিয়ে হস্তিনাপুরে এলেন। প্রসবকাল এলে উত্তরা একটি মৃত বা মৃতপ্রায় পুত্র প্রসব করল, কুন্তী ও সুভদ্রা শিশুর দেহে প্রাণসঞ্চারের জন্য কৃষ্ণের শরণ নিলেন। কৃষ্ণ প্রসব গৃহে গিয়ে শিশুটিকে হাতে নিয়ে তুলে ধরে তার মূথের উপর সজোরে ফুৎকার দিলেন, আরো কি করলেন, ফলে শিশুটির শ্বাসক্রিয়া আরম্ভ হল ও শিশুটি কেঁদে উঠল। উত্তরা শিশুটিকে কোলে নিয়ে কৃষ্ণকে প্রণাম করল। কৃষ্ণ শিশুটির নাম দিলেন পরিক্ষিৎ, কারণ কুরুকুল পরিক্ষীণ হয়ে এলে তার জন্ম হল।

তারপর শুভদিনে বৃষিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হয়ে অশ্ব উৎসর্গ করে এক বৎসর অশ্বসহ পরিক্রমা কালে অশ্ব বন্ধনের তার অর্জুনের উপর দিলেন। যজ্ঞ একবৎসর অশ্ব পরিক্রমার পরে হবে, তাই কৃষ্ণ অশ্ব বৃষিবীরগণ সহ দ্বারকা ফিরে গেলেন। অর্জুন অশ্বসহ পরিক্রমা আরম্ভ করলেন। বৃষিষ্ঠির বলে দিলেন, যজ্ঞাশ্ব যারা আটক করে, সম্ভব হলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে মিষ্ট কথায় বুঝিয়ে তাদের যজ্ঞে আসতে বলবে ও অশ্বমুক্ত করে দিতে বলবে; তা সম্ভব না হলে যুদ্ধযুদ্ধ করে প্রতিপক্ষ রাজাকে পরাজিত করবে, নিধন করবে না। কুরুক্ষেত্রে বহু রাজার নিধন হয়ে গেছে, তাই এই নির্দেশ।

অর্জুন অশ্ব অনুসরণ করে প্রথমে ত্রিগর্ত রাজ্যে এলেন; ত্রিগর্ত পাণ্ডাবের লুধিয়ানা, পাতিয়ালা জেলা ও রাজস্থানের উত্তরাংশ নিয়ে স্থিত ছিল। অশ্বশর্মার পুত্র অশ্ববর্মা সেখানে তখন রাজা, অশ্ব আটক করে অর্জুনের হস্তে পিতা অশ্বশর্মার মৃত্যু স্বরণ করে সে মিষ্ট কথায় অশ্ব ছেড়ে দিল না; যুদ্ধে অশ্ববর্মা ও তার ভ্রাতা

কেতুবর্মা সহজেই পরাজিত হল, তবে কুশমায় এক পৌত্র ধৃতবর্মা তীব্র যুদ্ধে অর্জুনের হস্তে বাণ-প্রহারে একবার গাণ্ডীবধনু অর্জুনের হস্তচ্যুত করে, তার পরে অর্জুন তীব্র যুদ্ধে তাকে পরাজিত করেন। সেই সঙ্গে বেশ কিছু ত্রিগর্ত সেনা নিহত হয়; তাবপরে ত্রিগর্তরাজ পরাজয় স্বীকার করে অশ্বমুক্ত করে দেয়, যুধিষ্ঠিরের চক্রবর্তি স্বীকার করে নেয়।

সেখান থেকে উত্তরে গিয়ে অশ্ব প্রাগজ্যোতিষপুরে উপস্থিত হ'ল। এই রাজ্য সম্ভবতঃ বর্তমান হিমাচল প্রদেশের পূর্বাংশ। সেখানে ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্ত রাজ অশ্ব আটক করে, মিষ্ট কথায় কোন কাজ হয় না। তিনদিন অর্জুনের সঙ্গে তীব্র যুদ্ধ করে চতুর্থদিনে যে পরাজয় স্বীকার করে। অর্জুন বললেন, যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞামত আমি রাজাদের বধ করছি না, তুমি যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে আগামী চৈত্র পূর্ণিমায় উপস্থিত হবে।

সেখান থেকে অশ্ব ইচ্ছামত ভ্রমণ করে সিদ্ধু সৌবীর দেশে উপস্থিত হ'ল। জয়দ্রথের পুত্র অর্জুনের সৈন্য আগমন বার্তা পেয়ে অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করে, কিন্তু জয়দ্রথের সেনানীগণ অশ্ব আটক করে মিষ্ট কথায় ছেড়ে না দিয়ে তীব্র যুদ্ধ করে একবার অর্জুনকে বিসংজ্ঞ করে দেয়। অর্জুন অল্পকণের মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করে তীব্র যুদ্ধে সিদ্ধু সৌবীর সেনানী ও সৈন্যদের মধ্যে অনেককে বধ করেন, তারপরে তারা পরাজয় স্বীকার করে। দ্রুশলা এনে তার পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দেয়, পৌত্রকে কোলে করে নিয়ে আসে। অর্জুন দ্রুশলাকে আলিঙ্গন করে তাকে লাভনা দিয়ে স্বর্গে পাঠিয়ে দেন।

তারপর অশ্ব ভ্রমণ করতে করতে মণিপুর রাজ্যে উপস্থিত হয়, এই মণিপুর বর্তমানকালে মণিপুর নামে পরিচিত দেশ নয়, এই মণিপুর গঙ্গাধার বা হরিদ্বারের নিকট অবস্থিত ছিল অসুমান করা যায়। অর্জুন অশ্বরক্ষী হয়ে এসেছেন জেনে বক্রবাহন পিতার নিকট বিনীতভাবে অশ্ব নিয়ে উপস্থিত হয়। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের উপদেশ ভুলে তাকে তিরস্কার করে বীরের মত ব্যবহার করতে বলেন। বক্রবাহন বিম্বনা হয়ে ফিরে গেলে উলুপী সংবাদ জেনে তাকে বীরের মত যুদ্ধ করতে বলেন। বক্রবাহন তখন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়ে এল। অর্জুন ভূমিতে দাঁড়িয়েই রথস্থ বক্রবাহনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন, বক্রবাহনের রথের ধ্বজদণ্ড পাতিত ও অশ্ব নিহত করলেন, বক্রবাহনের প্রতি কয়েকটি নারাচ বা লৌহময় বাণ নিক্ষেপ করলে বক্রবাহন তা অর্ধপথেই কেটে দিল। পুত্রের বীরত্ব দেখে খুশী হয়ে অর্জুন তার সঙ্গে যুগ্মযুদ্ধ

করছিলেন, সেই সুযোগে বক্রবাহন অর্জুন নর বুকে একটি তীক্ষ্ণ শর দিয়ে আঘাত করল, ফলে অর্জুন সংজ্ঞা শূন্য হয়ে পড়ে গেলেন। বক্রবাহনও দেহের নানাস্থানে আঘাত পেয়েছিল, সেও মূর্ছিত হল। তবে সে চেতনা প্রাপ্ত হয়ে পিতার অবস্থা দেখে তাকে মৃত মনে করে বিস্ময় করতে আরম্ভ করল। তখন উলুপী এসে অর্জুনের কবচ খুলে নিয়ে সঞ্জীবনী মণি বুক স্পর্শ করলেন, অর্থাৎ কোন বিশ্রামকরী ভেষজ লাগিয়ে দিলেন, তার ফলে অর্জুন অল্পকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করলেন। সংজ্ঞা লাভ করে তিনি বক্রবাহনের বীরত্বের খুব প্রশংসা করে তাকে তার মাকে নিয়ে আগামী চৈত্র পূর্ণিমার হস্তিনাপুরে অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হতে বললেন।

সেখান থেকে অশ্ব মগধরাজ্যে উপস্থিত হ'ল। জয়সম্বন্ধের পৌত্র মেঘসন্ধি অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করল। অর্জুন প্রথমে মেঘসন্ধির নিক্ষিপ্ত অস্ত্র কাটতে লাগলেন, মেঘসন্ধিকে বা তার সাংখিকে বা যথের অশ্ব লক্ষ্য করে বাণ ছুড়লেন না। মেঘসন্ধি মনে করল যে স্ববীর্যে রক্ষা পাচ্ছে, সে উৎফুল্ল হয়ে অর্জুনকে লক্ষ্য করে তীব্রবেগে বাণ বর্ষণ আরম্ভ করল। তখন অর্জুন মেঘসন্ধির যথের অশ্ব ও সাংখিকে বধ করলেন, মেঘসন্ধির ধনুস জ্যা ও কেটে দিলেন। মেঘসন্ধি গদা হস্তে অগ্রসর হল, অর্জুন সেই গদাও নারচ দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন। তারপর তাকে ডেকে বললেন, তুমি যথেষ্ট বীর্য দেখিয়েছ, এবার ক্ষান্ত হও, রাজ্য যুদ্ধিষ্ঠিরের আদেশ স্বরণ করে তোমাকে বধ করি নাই। তুমি যুদ্ধিষ্ঠিরের চক্রাভিহ স্বীকার করে আগামী চৈত্র পূর্ণিমায় তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞে হস্তিনাপুর য়েও।

তারপরে পথে বঙ্গ ও পুণ্ড্রদেশ হয়ে সেখানে জয়লাভ করে অশ্বের অনুসরণ করে অর্জুন চেদিরাজ্যে উপস্থিত হলেন। শিশুপাল পুত্র শরত মুহূর্ত্ত করে তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিল। সেখান থেকে কাশী, অঙ্গরাজ্য, কেরাতদেশ ও তঙ্গন দেশের মধ্য দিয়ে অশ্বকে অনুসরণ করে চললেন, এইসব দেশে নৃপতিগণ কোন বাণ না দিয়ে অর্জুনকে অভ্যর্থনা করে, অর্জুন তাদের চৈত্র সংক্রান্তিতে অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হতে বলেন। সেখান থেকে অশ্ব দর্শার্ব রাজ্যে (পূর্ব মালব, রাজধানী বিদিশা) প্রবেশ করে, দর্শার্বরাজ চিত্রাঙ্গদ অশ্ব রুদ্ধ করে, কিন্তু সহজেই পরাজয় স্বীকার করে। সেখান থেকে অশ্বগতি অনুসরণ করে নিষাদ রাজ্যে গেলেন, সেখানে একলব্যের পুত্র অশ্ব রুদ্ধ করে তীব্র যুদ্ধ করে, অবশেষে পরাজয় স্বীকার করে অর্জুনকে উপহার দিয়ে অর্চনা করে। সেখান থেকে সমুদ্র তীর দিয়ে

দক্ষিণে গেলেন, দ্রাবিড়, অন্ধ্র, মাহিতক ও কোলগিরি রাজ্যের মধ্য দিয়ে অশ্ব অনুসরণ করে যান, মধ্যো মধ্যো সামান্য যুদ্ধ করতে হয়, মধ্যো মধ্যো বিনা যুদ্ধে অভিযুক্ত হন; তারপর সৌরাষ্ট্র দেশে প্রভাস পার হয়ে দ্বারকায় গেলে যাদব কুমারগণ অশ্ব অবরুদ্ধ করে, কিন্তু যাদবনেতাদের আদেশে বিনা যুদ্ধে মুক্ত করে দেয়। অর্জুন বহুদেব ও অন্ত্র যাদব বৃদ্ধদের প্রণাম জানিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হতে আমন্ত্রণ করেন। তারপরে পঞ্চনদ হয়ে গান্ধার যান। সেখানে শকুনির পুত্র তখন রাজা ছিল, তার যোদ্ধাগণ যজ্ঞীয় অশ্ব আটক করে, তাদের মিষ্ট কথা বললে তারা উপেক্ষা করে যুদ্ধ আরম্ভ করে, তাদের অনেককে বধ করলে শকুনি পুত্র স্বয়ং যুদ্ধে আসে। অর্জুন তাকে ডেকে বলেন, যুধিষ্ঠিরের আদেশে আমি কোন রাজাকে বধ করব না, তুমিও নিবৃত্ত হও, যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে শ্রীতমনে উপস্থিত হবে। সে কথায় কাণ না দিয়ে শকুনি পুত্র যুদ্ধ আরম্ভ করল, অর্জুন অর্ধচন্দ্র বাণে তার শিরোস্ত্রাণ শিরচ্যুত করে দূরে নিক্ষেপ করলেন, তা দেখে শকুনির সেনানীরা অবাক হয়ে বলল, ইচ্ছা করলেই শকুনি পুত্রের শির অর্জুন বেটে দিতে পারতেন। কিন্তু শকুনি পুত্র পরাজয় স্বীকার না করে সেনানীদের পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিল, সম্মুখের সেনানীদের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ চলল, তাদের অনেককে অর্জুন বধ করলেন। তারপরে শকুনি পুত্রের মাতা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে তার পুত্রকে ধুকু হতে নিবারণ করে, অর্জুনকেও মিষ্ট কথা বলে শ্রীত করে। অর্জুন শকুনি পুত্রকে বলেন, তোমার অবিমূঢ়তারিতার জন্য আমার এত বীর সেনানী বধ করতে হয়েছে, যাক এখন যুধিষ্ঠিরকে সম্রাট মেনে চৈত্র্য পূর্ণিমায় তার যজ্ঞে উপস্থিত হবে।^১

সেখান থেকে অশ্ব নিয়ে অর্জুন হস্তিনাপুরে ফিরলেন। মাসের পূর্ণিমা থেকে একষট্টিক নির্বাচন, যজ্ঞ সম্ভার সংগ্রহ, ইত্যাদি কার্য আরম্ভ হ'ল। আমন্ত্রিত রাজগণের জন্তু আবাস প্রস্তুত হ'ল। চৈত্র্যমাস আরম্ভ হতে কৃষ্ণ, বলরাম, অন্ত্র বৃষ্ণিবীরগণ, ও নানা দেশের রাজা উপস্থিত হতে লাগলেন, তাদের যথাযোগ্য আবাস ও আতিথ্য দেওয়া হ'ল। বক্রবাহনও এল, এবং কুস্তী প্রভৃতির যথেষ্ট আদর পেল। যথা নিয়মে অশ্বমেধ যজ্ঞ অরুণিত হ'ল, যজ্ঞে অরুণীত কোন বাধার সৃষ্টি হয় নাই। যজ্ঞশেষে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী অবভূত স্নান করলেন।

১। গান্ধার তখন শকুনি-পুত্রের রাজত্ব ছিল, না নয়জিৎ পুত্রের রাজত্ব সে সময়ে সন্দেহ আছে। প্রমাণ মহাভারতে শকুনি পুত্রের কথাই আছে।

অরণ্য আশ্রমে ধৃতবাষ্ট্রাদি সহ পাণ্ডবগণেব মাসাধিক বাস ৩৩১

তারপর কৃষ্ণ, বলরাম ও বৃষ্ণিবীরগণ দ্বারকায় ফিরে গেলেন, অত্যাগত রাজগণও যুধিষ্ঠিরের অহুমতি নিয়ে সম্মানিত হয়ে স্বদেশে ফিরলেন।

৩৯. আশ্রমবাসিক পর্ব—অরণ্য আশ্রমে ধৃতবাষ্ট্রাদি সহ পাণ্ডবগণেব মাসাধিক বাস

অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন ক'রে যুধিষ্ঠির ভাতৃগণের সাহায্যে নির্বিঘ্নে রাজ্য শাসন করতে থাকলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ছত্রিশ বৎসর এইভাবে তিনি রাজ্য শাসন করেন। ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর প্রতি তিনি যথেষ্ট সম্মান দেখাতেন, তাদের জ্ঞাত মূল্যবান শয্যা, আসন, বস্ত্র, ভোজ্য ইত্যাদি প্রেরণ করতেন। ধৃতরাষ্ট্র যাতে নিজের জীবন নিঃশ্বাস ও মর্যাদাহীন মনে না করেন, সেইজ্ঞাত রাজ্য শাসন সম্পর্কেও ধৃতরাষ্ট্র সহ পরামর্শ করতেন। তাঁর নির্দেশে সকলেই ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সম্মান দিত, ভীম শুধু অস্ত্রশাল থেকে তাদের মধ্যে মধ্যে শোনাতেন যে পাপকর্মকারী দুর্বোধন দুঃশাসনাদি তাঁর বাহুবলে শাস্তি পেয়েছে। পঞ্চদশ বৎসর যুধিষ্ঠির সহ রাজপ্রাসাদে এইভাবে বাস করে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী অরণ্যে গিয়ে তপশ্চা করবার ইচ্ছা জানালেন তার পূর্বে নিজ পুত্রগণের এবং ভ্রোণ, কর্ণ, ভীম প্রভৃতির উদ্দেশ্যে দান ও প্রাধ করবার জ্ঞাত উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ চাইলেন। ভীম বললেন, তাদের প্রাধ আমরা বধারীতি সম্পাদন করেছি, বাৎসরিক প্রাধাদিও করা হচ্ছে, ধৃতরাষ্ট্রের পৃথক ভাবে বহু দান করে প্রাধ করবার কি প্রয়োজন? যুধিষ্ঠির তখন অজুনকে বললেন, দুর্বোধন দুঃশাসনাদির কৃত অপমান এখনও ভীমের মর্মে বিধে আছে, তার কাছ থেকে অর্থ না নিয়ে তুমি ও আমি আমাদের পৃথক পৃথক কোষ হতে ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনা মত অর্থ দিই। তাতে অজুন সন্তুষ্ট হ'লেন, তাঁদের দুজনের কোষ থেকেই ধৃতরাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়া হ'ল। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর ইচ্ছামত প্রাধ বার্ষাদি ও বহু দান করলেন। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর অরণ্যে তপশ্চা করবার প্রস্তাবে যুধিষ্ঠির প্রথমে আপত্তি তুলেছিলেন, কিন্তু একদিন কুরুদৈবপায়ন ব্যাস এসে বললেন, ওদের অরণ্যে তপশ্চা করবার সময় এসেছে, তুমি ওদের যেতে দাও; সময় হলে আমি আমার মাতা সত্যবতীকেও বনে গিয়ে তপশ্চা করতে বলেছিলাম, তিনি ধৃতরাষ্ট্র জননী অস্থিকা এবং পাণ্ডু জননী অস্থালিকাকে সঙ্গে নিয়ে বনে

তপস্যা করতে হান। তারপর যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর বনে তপস্যার জন্য গমনের প্রস্তাবে আর আপত্তি তুললেন না। কিন্তু তাদের সঙ্গে কুন্তীকে বনে গমনে উদ্যোগী দেখে যুধিষ্ঠিরাদি সকলে তীব্র আপত্তি তুললেন, বললেন, মা তুমি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বনে চলে যাবে, তাহলে আমরা যখন বনে ছিলাম, তখন প্রয়োজন হ'লে জ্ঞাতি বধ করেও রাজ্য উদ্ধার করতে এত প্রেমা ও উদ্বেজনা কেন দিচ্ছেছিলে? কুন্তী বললেন, তোমাদের সঙ্গে রাজ্য স্তব্ধ ভোগ করব, সে উদ্দেশ্যে আমি রাজ্য উদ্ধারের উপদেশ দিই নাই, তোমাদের প্রাপ্য রাজ্যভাগ উদ্ধার না করলে তোমরা ক্ষাত্র ধর্ম থেকে বিচ্যুত হ'তে তোমাদের অধর্ম হত, তাই সে উপদেশ দিয়েছি। রাজ্য স্তব্ধ ভোগ কয়েক বৎসর মহারাজ পাণ্ডুর সঙ্গে করেছি, এখন আর রাজ্য স্তব্ধ ভোগে স্পৃহা নাই, বনে গিয়ে তপস্যা এবং ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর সেবা ক'ব্ব। কুন্তী এই কথা বলে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সঙ্গে বনে চলে গেলেন, তার পুত্রগণ তাঁকে কোন মতেই নিবৃত্ত করতে পারলেন না। বিদুর ও সঞ্জয় সেই সঙ্গে তাদের পদ হতে অব্যাহতি নিয়ে বনে তপস্যা করতে গেলেন। সকলে গঙ্গায় স্নান করে কুরুক্ষেত্রে রাজর্ষি শতযুগের আশ্রমে গেলেন। শতযুগ কেকয় দেশের অধিপতি ছিলেন, বৃদ্ধ হয়ে পুত্রদের উপর রাজ্যভার দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করে আশ্রমে বাস করছিলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও তার সঙ্গীদের আশ্রমে অভ্যর্থনা করে নিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ব্যাস ঋষির আশ্রমে গিয়ে দীক্ষা নিলেন, দীক্ষা নিয়ে শতযুগ রাজর্ষির আশ্রমে বাস করতে লাগলেন। রাজর্ষি তাদের আরণ্যক উপাসনা বিধি সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন, সেই উপদেশ অনুসারে সকলে তপস্যা, উপাসনা ও ধ্যান করতে থাকলেন। এক বৎসর পরে যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতৃগণ, দ্রৌপদী, স্তম্ভজা, উত্তরা প্রভৃতিকে ও বৃক্ষদল সঙ্গে নিয়ে রাজর্ষি শতযুগের আশ্রমে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী প্রভৃতিকে দেখতে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূগণ সঙ্গে যেতে চাইলে তাদেরও সঙ্গে গিলেন। তারা রাজর্ষির আশ্রমে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীকে দেখলেন, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট নিজেদের পরিচয় দিলেন, কুশল জিজ্ঞাসা করে বিদুরের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, বিদুর কঠোর তপস্যা করে বন হতে বনান্তরে ফিরছে, কখনও কখনও তাকে দেখা যায় শুনি। সেই সময়েই যুধিষ্ঠির হঠাৎ দেখলেন যে ধূলিধূসর নয় দেখে বিদুর দূর হতে আশ্রমে তাদের দেখে আবার চলে যাচ্ছেন। যুধিষ্ঠির একাই বিদুরকে দ্রুত অনুসরণ করলেন, তার মধ্যে দেখলেন যে বিদুর একটি বৃক্ষকাণ্ড

ধরে তাঁর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। যুধিষ্ঠিরের মনে হ'ল যে তাঁর দেহে যেন নূতন তেজ সঞ্চার হ'ল। তার পরেই বিদুর হতপ্রাণ হয়ে পড়ে গেলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর দেহ সৎকারের উদ্যোগ করতেই ঋষিগণ বললেন, বিদুর যতি হয়েছিলেন, তাঁর দেহ দাহ না করে সমাধি দিতে হবে। তাই করা হ'ল।

একদিন কৃষ্ণ দৈপায়ন ব্যাস সেখানে এসে উপস্থিত হ'লেন। এসে বললেন, আমি যোগবলে তোমাদের একটি আকাজক্ষা পূর্ণ করতে পারি। কুরুদ্রৌপদ বললেন, আমরা যুদ্ধে হত পতিপুত্রদের একবার দেখতে চাই। সন্ধ্যাকালে যখন উজ্জ্বল ছায়াপথ আকাশে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ'ল, ব্যাস বললেন, ওই ছায়া পথের দিকে চেয়ে দেখ। সকলে দেখতে পেলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মৃত বীরগণ জ্যোতির্ময় মূর্তিতে ছায়াপথে চলাফেরা করছে। সেই দৃশ্য কিছুক্ষণ পরে মিলিয়ে গেল। ব্যাস কুরুদ্রৌপদের বললেন তোমরা যথাকালে পতিলোকে গিয়ে পতির সান্নিধ্য পাবে।^১

পাণ্ডবগণ মাসাধিক কাল বনে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির সঙ্গে ছিলেন, রাজ্যভার ছিল যুধিষ্ঠির ও ধর্মোত্তর উপর। তারপর বাসের নির্দেশে ধৃতরাষ্ট্র তাদের হস্তিনাপুরে ফিরে গিয়ে রাজ্যশাসন ও প্রজা পালনের দিকে মন দিতে বলেন, যুধিষ্ঠিরাদি তখন বিদায় নিয়ে ফিরে গেলেন। তার দুই বৎসর পরে, অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির বনে গমনের তিন বৎসর পরে, যুধিষ্ঠির সংবাদ পেলেন যে একদিন যজ্ঞের অগ্নি ছড়িয়ে পড়ে দাবানল সৃষ্টি করেছিল, সেই দাবানলে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী পুড়ে মরেছেন। সঞ্জয় কোনমতে রক্ষা পেয়ে গঙ্গাধারের তাপসদের সেই সংবাদ জানিয়ে হিমালয়ে তপস্রা করতে চলে গেছেন। এই দুর্ঘটনা হয় গঙ্গাধারের বনে, ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী ও সঞ্জয় তখন শতরূপ রাজর্ষির আশ্রম ছেড়ে গঙ্গাধারে গিয়ে বনে তপস্রা আরম্ভ করেছিলেন। যুধিষ্ঠির গঙ্গাধারে লোকজন পাঠিয়ে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তীর দাবানলিষ্ট অস্থি সন্ধান করে পেয়ে তার যথোচিত সৎকার করালেন। নিজে তিনি তাদের কল্যাণের জন্ত শ্রাব অন্নুষ্ঠান করলেন।

তারপরে আরো অষ্টাদশ বর্ষ যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে রাজ্য শাসন করেন। সেই কালের মধ্যে আর কোন যুদ্ধ বিগ্রহ বা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

৪০. মৌসল পর্ব—প্রভাসে যাদব বীরদের মৃত্যু,

দ্বারকা হ'তে যাত্রাপথে যাদব স্ত্রী হরণ

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ছত্রিশ বৎসর কেটে গেলে যুদ্ধিষ্ঠির নানা অমঙ্গল চিহ্ন দেখে দুর্ভাবনায় পড়লেন। দ্বারকার যাদব কুলদের মধ্যে বিবাদ চলছে সে সংবাদ পেয়ে আরো উদ্বিগ্ন হ'লেন। একদিন কৃষ্ণের সারথি দারুক রথ নিয়ে হস্তিনাপুরে উপস্থিত হ'ল, সংবাদ জানাল যে প্রভাসে প্রথমত বার্ষিক যজ্ঞ ও উৎসব করতে গিয়ে বৃষ্ণি সাত্তত অঙ্কক ভোজ্য বংশীয় পুরুষগণ দুই দলে ভাগ হ'য়ে প্রথমে অস্ত্র দিয়ে, অস্ত্র ফুরালে এরকাগুচ্ছ তুলে নিয়ে দণ্ডকপে ব্যবহার করে পরস্পরকে আঘাত করে বধ করেছে, শুধু কৃষ্ণ, বক্র ও দারুক বেঁচে থাকে, তাদের মধ্যে বক্রও পরে একটি বাণাঘাতে হত হয়; বলরাম বিবাদের আরম্ভে প্রভাস ভাগ করে যান; কৃষ্ণ বলেছেন যে তার প্রয়াণের সময় হয়েছে, দ্বারকাপুরী শীঘ্রই জলমগ্ন হ'য়ে যাবে, অর্জুন যেন সত্বর দ্বারকায় গিয়ে বৃদ্ধ স্ত্রী, শিশুগণকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে। শুনে অর্জুন কাল বিলম্ব না করে দারুকের সঙ্গে দ্বারকা অভিমুখে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন যে কৃষ্ণও দেহত্যাগ করেছেন, শুনলেন যে তিনি দ্বারকার বাইরে একটি বৃক্ষতলে বসে ষোগে প্রাণত্যাগ করতে উত্তত ছিলেন, সেই সময় একটি ব্যাধ দূর থেকে তাঁকে দেখে একটি মৃগ মনে করে বিধাত্ত বাণ মারে, তা কৃষ্ণের বাম পদমূলে বিদ্ধ হয়, ব্যাধ এসে কৃষ্ণকে বাণ বিদ্ধ দেখে ক্রমা প্রার্থনা করে, কৃষ্ণ তাকে অভয় দিয়ে ষোগে প্রাণ উৎসর্গ করেন; এবং বলরাম অর্ণবপোতে দ্বারকা ছেড়ে চলে গেছেন। অর্জুন দ্বারকাপুরীর মধ্যে গিয়ে বসুদেবকে প্রণাম করেন, বসুদেব যা জানুতেন তা শোনেন—কৃষ্ণ প্রচারিত নীতিমূলক জীবনবাদী বৈদিক যজ্ঞ-বিরোধী পঞ্চরাত্র বা ভাগবত ধর্মের ধারক হ'য় বৃষ্ণি সাত্ততবংশের লোকেরা; ভোজ্য অঙ্কক কুলের লোকেরা বৈদিক ধর্মেরই ধারক থাকে; কৃষ্ণদৈপায়ন একদিন এসে কৃষ্ণকে নূতন ধর্ম প্রচার বন্ধ করতে অনুরোধ করেন, কৃষ্ণ সে অনুরোধ রাখতে সম্মত না হলে কৃষ্ণ দৈপায়ন অভিষাপ দেন যে মূসলের আঘাতে যাদবকুলের ধ্বংস হ'য়ে যাবে, তারপর প্রভাসের উৎসব কালে কৃষ্ণদৈপায়ন উদ্ভেজনা দেবার ফলে ভোজ্য-অঙ্কক নায়কগণ একদিকে ও বৃষ্ণি সাত্তত নায়কগণ একদিকে তর্ক আবস্ত করে ক্রমে পরস্পরকে এরকাগুচ্ছ তুলে মূসলের মত ব্যবহার করে পরস্পরকে বধ

করেছে, কৃষ্ণ তাঁকে এই সংবাদ জানিয়ে বলে যে তিনি আর এরপরে দ্বারকাপুরীর মধ্যে থাকতে পারবেন না, দ্বারকা শীঘ্রই জলমগ্ন হবে, অর্জুনকে সংবাদ দেওয়া হচ্ছে সে এসে বৃদ্ধ স্ত্রী শিশুদের অন্ত্র নিয়ে যাবে। অর্জুন যাদবদের সমিতি গৃহে অবশিষ্ট বৃদ্ধ, নারী, শিশুদের সমবেত করিয়ে জানানলেন যে দ্বারকা শীঘ্রই জলমগ্ন হবে, সাতদিনের মধ্যে তারা যেন দ্বারকা ছেড়ে যে যেমন বাহন পায়—উষ্ট্র, রথ, শকট—তাতে দ্বারকা ছেড়ে দূরে গমন করতে প্রস্তুত হয়। অর্জুন কৃষ্ণের দেহের সৎকার করলেন, বহুদেবও বার্কিক্যে ও শোকে প্রাণত্যাগ করলেন, অর্জুন তার দেহ সৎকারও করলেন; তারপর দাক্ষকে নিয়ে প্রভাসে গিয়ে মৃত ভোজ অন্ধক বৃষ্টি সাত্ত্বত পুরুষদের দেহ সৎকার করলেন ও তাদের উদ্দেশ্যে উদক ক্রিয়া করলেন। সপ্তম দিবসে তিনি দ্বারকাবাসী বৃদ্ধ, স্ত্রী, শিশুদের নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করলেন, রথ, বৃষভবাহিত শকট, উষ্ট্র, গর্দভ ইত্যাদি নানাবিধ বাহনে দ্বারকাবাসীগণ দীর্ঘ সারি বেঁধে চলল। দ্বারকার বাহির হতেই অর্জুন দেখলেন যে দ্বারকা পুরীর-অধিকাংশ সমুদ্র প্রাণিত হয়ে গেল।

পঞ্চনদের মধ্য দিয়ে অভিযাত্রীদল যখন যার, গ্রামবাগী আভীর ও দহ্মাগণ বহু স্থানবী নারী, সঙ্গে শুধু একজন বৃদ্ধ রথী—অর্জুন, এবং কয়েকজন গোপবক্ষী, বৃদ্ধ ও শিশু দেখে অকস্মাৎ আক্রমণ করে নারীহরণ করা সাব্যস্ত করল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বহু সহস্র আভীর লগুড হস্তে অকস্মাৎ এসে অভিযাত্রীদল হতে নারীদের টেনে নিতে আরম্ভ করল। অর্জুন সচকিত হয়ে ডেকে বললেন, অধার্মিক তোরা নিবৃত্ত হ', না হলে আমার বাণে তোদের মৃত্যু হবে। কিন্তু আভীরগণ যে বাণীতে জ্বলন্ত কবল না। অর্জুন গাঙীবে জ্যা যোপন করতে গিয়ে দেখেন, যে পূর্বের মত স্বল্পে গাঙীব ব্যবহার করতে পারছেন না, তিনি আভীর ও দহ্মাদের লক্ষ্য করে অনেক বাণ মারলেন, কিন্তু কিছু কিছু আভীর বাণাঘাতে পড়ে গেলেও অন্তরা নিবৃত্ত হ'ল না, তাহাজা অর্জুন দেখলেন, অনেক যাদব নারী বিনা বাধা দানে আভীরদের সঙ্গে য'চ্ছে আভীরদের সঙ্গে নারীগণ মিশ্রিত হওয়ায় নারীহত্যার ভয়ে অর্জুন বাণ প্রহারে বিরত হ'লেন, বহু নারীকে নিয়ে আভীর ও দহ্মাগণ চলে গেল।

অবশিষ্ট নারী, বৃদ্ধ ও শিশুদের নিয়ে অর্জুন অগ্রসর হলেন। মাতিনারদের ক্রতবর্ধার পুত্রের নেতৃত্বে ভোজবংশীয় বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের সংরক্ষণ করে দিলেন। আরো অগ্রসর হয়ে সরস্বতী নদীর তীরে এক জনপদে স্থানান্তরিত হ'লেন।

এবং সাত্যকির জ্ঞাতি বৃদ্ধ ও নারীদের বাসস্থান স্থির করে দিলেন। তারপর ইন্দ্রপ্রস্থে এসে বৃষ্ণি সাতত কুলের শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের কৃষ্ণের প্রণোদিত বজ্রের নায়কত্বে সেখানে নিবাস স্থির করে দিলেন। কিছু ভোজ বংশীয় লোকও তাদের সঙ্গে রইল। ইন্দ্রপ্রস্থে এসে কৃষ্ণের মহিষীদের মধ্যে রুক্মিণী, জাম্ববতী রোহিণী ও নাগজিতী সত্যা অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করলেন, সত্যভামা তপশ্চার জ্ঞান বনে চলে গেলেন। অক্রুরের স্ত্রীগণও বনে গিয়ে তপশ্চার করা স্থির করল।

অর্জুন হস্তিনাপুরে ফিরে যুধিষ্ঠির ও অশ্বপতি ও স্ত্রীগণকে সব বৃত্তান্ত জানালেন। সে বৃত্তান্ত শুনে, কৃষ্ণের তিরোধান ও যাদবকুলের প্রভাসে ধ্বংসের কথা জেনে, যুধিষ্ঠির বললেন, আমাদেরও কর্ম শেষ হয়েছে, আমরাও এবার রাজ্যত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব। ভীম, অর্জুন সে কথার অস্বীকৃতি করলেন। তখন যুধিষ্ঠির বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজপদে অভিষিক্ত করলেন, ও পরিস্থিতিতে হস্তিনাপুরে রাজপদে অভিষেক করলেন। যুধিষ্ঠিরকে বললেন, তুমি হস্তিনাপুরে পরিস্থিতিতে ও ইন্দ্রপ্রস্থে বজ্রকে রক্ষা করবে; স্ত্রীলোককে বললেন, বজ্র ও পরিস্থিতি রাজ্যশাসন ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয় নাই, তুমি প্রাসাদে থেকে সংপথে তাদের চাণা করবে, তা না করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলে তোমার অধর্ম হবে। তারপর পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীসহ প্রব্রজ্যা গ্রহণের আয়োজন করতে লাগলেন।

৪১. মহাপ্রস্থানিক পর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্ব

পাণ্ডবগণের প্রব্রজ্যা হিমালয়ে যাত্রাশেষ

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব সম্মান গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি অনুষ্ঠান করে তাদের আহবনীয় অগ্নি বা হোমের অগ্নি, এবং গার্হপত্য অগ্নি অর্থাৎ প্রতিদিন রন্ধনার্থ অগ্নি জলে বিসর্জন দিলেন, তারপরে সকলে মূল্যবান রাজবেশ ও আভরণ পরিত্যাগ করে বস্ত্রবাস ধারণ করলেন, দ্রৌপদীও তাই করলেন, পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদীকে সেইভাবে হস্তিনাপুর থেকে যেতে দেখে প্রজাগণ দুঃখ প্রকাশ করল, কিন্তু তারা পাণ্ডবগণকে সংকল্প মুক্ত করতে কোন চেষ্টা করল না। বহুদূর পর্যন্ত তারা পাণ্ডবদের অনুগমন করে পরে স্ব-স্ব গৃহে ফিবেল।

পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীসহ হস্তিনাপুর থেকে নির্গত হয়ে প্রথমে পূর্বদিকে চললেন, বহুদূর চলে তারা লৌহিত্য সাগরের কূলে উপস্থিত হলেন। লৌহিত্য সাগর ব্রহ্মপুত্র নদের মোহনা, তিনসংস্র বৎসর পূর্বে সেই মোহনা আরো অনেক উত্তরে

ছিল। সেখান থেকে সমুদ্রতীর দিয়ে তাঁরা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চললেন। অনেকদূর গিয়ে তাঁরা পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করে সোঁরাষ্ট্রে উপনীত হলেন, সমুদ্র গর্ভগত হারকা পুত্রীর কাছ দিয়ে তাঁরা উত্তর অভিমুখে যাত্রা করে হিমালয় পর্বতে পৌঁছে গেলেন। হিমালয়ের পাদদেশে অল্পচ পর্বতসমূহ পার হয়ে তাঁরা উচ্চ পর্বতশ্রেণী দেখতে পেলেন ও উচ্চে আরোহণ শুরু করলেন।^১ চলতে চলতে

১। বনপর্বে আছে যে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বদরিকায় নব-নারায়ণাশ্রম থেকে পর্বত আরোহণ করে সপ্তদশ দিবসে বৃষপর্বীর আশ্রমে পৌঁছেছিলেন, সেখান থেকে আরো কিছুদিন দুর্গম পথে উঠে গন্ধমাদন পর্বতে অষ্টি'যেণের আশ্রমে আসেন, গন্ধমাদন পর্বতের এক পার্শ্বে কুবেরের প্রাসাদ অলকাপুরী। তারপর গন্ধমাদন ছেড়ে যাবার সময় যুধিষ্ঠির বলে যান যে রাজ্য উদ্ধার করে কর্মশেষ করে শেষ জীবনে তপস্তার জন্য আবার গন্ধমাদনে আসবেন (বন ১৭৬।২০)। মহাপ্রস্থানে কালে বোধহয় সেখানেই গিয়েছিলেন, কিন্তু মহাভারতে তার উল্লেখ নাই।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত “হিমালয়ের পথে পথে” গ্রন্থে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের কিংবদন্তী জড়িত “স্বর্গারোহণী”র কথা আছে। বদরিনাথের মন্দিরের পিছন দিয়ে “নীলকণ্ঠ” নামক পর্বত-শিখর অর্জু-পরিক্রমা করে “শতোপস্থ” হ্রদের পথ—পথে আছে দুইটি হিমবাহের সঙ্গম, তার একটি ভাগীরথীর উৎস ও আর একটি অলকানন্দার উৎস, দুই গিরিশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত উপত্যকার নাম “অলকাপুরী”। হিমবাহ সঙ্গম পার হয়ে শিরদাঁড়া পথ, খুব সরু একপদী পথ, তার দুধারে পাহাড়ের ঢাল বহুদূর নীচে নেমে গেছে, মধ্যে মধ্যে প্রস্তরস্তূপ পথটিকে আরো দুর্গম করেছে, সে পথে অনেক যাত্রী নীচে পড়ে হারিয়ে যায়; সেইরূপ পথে বহুদূর উঠে ১৪,৭০০ ফুট উঁচুতে শতোপস্থ হ্রদ, তার কাছে আরো দুটি হ্রদ বা কুণ্ড আছে, সেখান থেকে সন্মুখে দেখা যায় উচ্চ তুষারাবৃত পর্বত শ্রেণী, তার একটি শিখরের অঙ্গে তুষার সোপান উঠেছে, পর্বতের শিখর হ’তে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বরফের স্তূপ স্তরে স্তরে নেমে এসে সোপান রাজির মত দেখতে হয়েছে, তারই নাম স্বর্গারোহণী। সেই তুষার-সোপান দিয়ে যুধিষ্ঠির উঠে স্বর্গে গিয়েছিলেন, মহাভারত কাহিনীতে তা বলে না; বলে যে ভীমসেনের পতনের পরে দিব্যবধ এসে সশরীরে যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে নিয়ে গেল। তাও বিশ্বাস্য নয়; তবে এটা সম্ভব যে শতোপস্থ হ্রদের কাছেই অষ্টি'যেণের আশ্রম ছিল। সেখানে তপস্তা করে যুধিষ্ঠির শেষ জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন।

হঠাৎ দ্রোণদী পড়ে গেলেন। ভীম প্রশ্ন করলেন, এই রাজপুত্রী কখনও অধর্ম আচরণ করেন নাই, ইনি কেন পড়ে গেলেন? যুধিষ্ঠির বললেন, আমাদের সকলের থেকে অর্জুনের প্রতি তার বেশী ভালবাসা ছিল, ইনি সেই দোষে পড়লেন। আর কিছুদূর অগ্রসর হতে সহদেব পড়ে গেলেন। ভীম প্রশ্ন করলেন, সহদেব নিরহকার ছিল ও সর্বদা আমাদের সেবায় তৎপর ছিল, সে কেন পড়ে গেল? যুধিষ্ঠির বললেন, সহদেব নিজেকে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ মনে করত, সেই দোষে ওর পতন হ'ল। তাকে ফেলে সকলে অগ্রসর হয়ে গেল, কিন্তু কিছুদূর গিয়ে নকুলের পতন হ'ল। ভীমের প্রশ্নে যুধিষ্ঠির বললেন, নকুল আপনাকে সর্বাপেক্ষা কপবান্ মনে করতো, সেই অহঙ্কারে তার পতন হ'ল। আরো কিছুদূর অগ্রসর হলে অর্জুন পড়ে গেলেন। ভীম প্রশ্ন করলেন, অর্জুন পরিহাস ছলেও কখনও মিথ্যা বলে নাই, তার কেন পতন হ'ল? যুধিষ্ঠির বললেন, অর্জুন বলেছিল যে একদিনেই সব শত্রু শেষ করে দেব, কিন্তু সে তা করবার চেষ্টা করে নাই, তাই তার পতন হ'ল। আরো একটু উপরে উঠে ভীমের পতন হল, পড়ে গিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, কি দোষে আমি পড়লাম? যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি বড় বেশী ভোজন করতে, ও বাহুবলের গর্বে সকলকে অবজ্ঞা করতে, তাই তোমার পতন হ'ল।

তারপর যুধিষ্ঠির একাকী পর্বতের উপরের দিকে উঠতে লাগলেন। চূড়ার পৌছে যোগযুক্ত হয়ে প্রাণ বিসর্জন করতে উত্তত হলে তাঁর জন্ত যে বিমান এসে তাঁকে স্বর্গে নিয়ে গেল, তা মানুষের স্থূলদৃষ্টির গোচর নয়।

পঞ্চম খণ্ড

বিবিধ প্রসঙ্গ

১। জৈমিনির ভাবত কথার অশ্বমেধ পর্ব

প্রমাণ মহাভারতে আছে যে বাসদেব বেদ ও মহাভারত স্বীয় পুত্র শুককে এবং শিষ্য স্বয়ম্ভু, জৈমিনি, পৈল ও বৈশম্পায়নকে পড়ালেন, তারা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক ভারত সংহিতা রচনা করল (আদি—৬৩/৮৯-৯০)। এই বিরুদ্ধি সম্পূর্ণ গ্রাহ্য না হতে পারে, কারণ বর্তমানে বিরাজনের মত যে কুরুদৈপায়ন বাস ভারতসংহিতা রচনা করেন নাই, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বহুকাল পরে নানা প্রচলিত কিংবদন্তী হতে ভারত কথা বা মহাভারত গ্রথিত ও নিষিদ্ধ হয়েছিল। আশ্বমায়ন গৃহস্থত্রে জৈমিনিকে ভারতসংহিতা ও বৈশম্পায়নকে মহাভারতকার বলা হয়েছে, অর্থাৎ জৈমিনি প্রণীত ভারত কথা এককালে ছিল। কিন্তু সেটি সমগ্র পাওয়া যায় নাই, অশ্বমেধ পর্ব মাত্র পাওয়া গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর “কুরুচরিত্র” গ্রন্থে বলেছেন যে বেবর (Weber) সাহেব জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বের পুঁথি দেখে তার উল্লেখ করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যে পুঁথি পান নাই। এখন গীতা প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়ায় জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব সহজ প্রাপ্য হয়েছে।

জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব প্রমাণ মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্ব হতে বহুলাংশে ভিন্ন। প্রমাণ মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বে ২৮৪৫ শ্লোক আছে; তার মধ্যে অহুগীতা, ব্রাহ্মণগীতা, উত্তর উপাখ্যান পর্বের কালে ঘোষিত সন্দেহ নাই, সেগুলি বাদ দিলে অনুমান ১৬০০ শ্লোক অবশিষ্ট থাকে; তার মধ্যে আছে (ক) আশ্বমেধিক, অর্থাৎ অশ্বমেধ যজ্ঞের সংকল্প ও সূচনা; (খ) সংবর্ত-মরুত উপাখ্যান; (গ) স্বর্গ-সংগ্রহ—মরুত রাজার হিমালয়স্থ যজ্ঞস্থল হতে পরিভ্রমণ ও প্রোষিত স্বর্গশাস্ত্র সংগ্রহ; (ঘ) পরিক্রিৎস জন্মকথা; (ঙ) যজ্ঞে দীক্ষা ও অশ্ব উৎসর্গ; (চ) অজুন কর্তৃক রক্ষিত অশ্বের পরিক্রমা ও অশ্বরক্ষার্থ যুদ্ধ বিবরণ; (ছ) অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনা; এবং (জ) স্বর্গ নবুল উপাখ্যান। জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বে অহুগীতা, ব্রাহ্মণগীতা ও উত্তর উপাখ্যান নাই, সংবর্ত-মরুত উপাখ্যানের উল্লেখমাত্র আছে, বিদ্রুত বিবরণ নাই, স্বর্গ সংগ্রহের বিবরণ নাই, এবং পরিক্রিৎস জন্ম কথাও নাই, যদিও সেটি

ভারত কথার প্রয়োজনীয় অংশ। জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বের অধিকাংশ যজ্ঞের জন্তু অশ্ব সংগ্রহ ও তার জন্তু যুদ্ধ বিবরণ ও অশ্ব পরিক্রমা কালে যুদ্ধ বিবরণ ও বিভিন্ন রাজার ও অস্ত্র অবাস্তব উপাখ্যানে পূর্ণ; সে বিবরণ ও উপাখ্যানসমূহ এত দীর্ঘ যে জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বে ৫:৮২ শ্লোক আছে।

প্রমাণ মহাভারত কাহিনী মতে কৃষ্ণ পরিক্রান্তের জন্মকালে হস্তিনাপুরে আসেন, যুদ্ধিষ্ঠির যজ্ঞে দীক্ষা নিয়ে অশ্ব উৎসর্গ করলে কৃষ্ণ দ্বারকার ফিরে যান, এক বৎসর অশ্ব পরিক্রমার পরে যজ্ঞ, সেই যজ্ঞের পূর্বে আর হস্তিনাপুরে আসেন নাই; অশ্ব পরিক্রমাকালে রুক্মিণী সহ অর্জুন একাই রক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। জৈমিনির কাহিনী মতে প্রথম হতেই অশ্বরক্ষার জন্তু অর্জুনের সাহায্য করতে আরো পাঁচজন মহারথকে দেওয়া হয়, যথা প্রহ্লাদ, বৃষকেতু (কর্ণের পুত্র), অল্লশাখ, যৌবনাশ্ব ও তার পুত্র স্ববেগ, পরে সাত্যকি যোগ দেন; তবু অশ্বরক্ষার জন্তু কৃষ্ণকে স্মরণ ও তাঁর সহায়তার প্রয়োজন হয়।

প্রমাণ মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বে অশ্ব পরিক্রমা ও অশ্বরক্ষার জন্তু যুদ্ধ বিবরণ চতুর্থ খণ্ডের আশ্বমেধিক পর্ব নীচের অল্পক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে। জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বে যজ্ঞের অশ্ব সংগ্রহ ব্যাপার হতেই যুদ্ধ আরম্ভ বর্ণিত। ব্যাস বলেন যে নৃলক্ষ্য অশ্ব যৌবনাশ্ব রাজা শাসিত ভদ্রাবতী জনপদে আছে; সেখান থেকে অশ্ব সংগ্রহ করতে ভীম সসৈন্য গেলেন, সঙ্গে কর্ণপুত্র বৃষকেতু ও ঘটোৎকচ পুত্র মেঘবর্ণ—জৈমিনির কাহিনী মত তারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে নাই, যুদ্ধিষ্ঠির অভিষিক্ত হয়ে তাদের নিজের সেনানী ও সভাসদ করেন। ভীম যুদ্ধে যৌবনাশ্ব ও তার পুত্র স্ববেগ বৃষকেতুর হস্তে পরাজিত হয়, বৃষকেতু তাদের প্রাণ সংহার না করায় তারা কৃতজ্ঞ হয়ে হস্তিনাপুরে সঙ্গে যায়, ও সেখানে যুদ্ধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পেয়ে তাদের দ্বারা অভিযুক্ত হয়ে তাদের বন্ধু হয়, এবং অশ্বরক্ষণে অর্জুনের সাধী হয়। কৃষ্ণ দ্বারকার ফিরে গেলে যুদ্ধিষ্ঠির উদ্বিগ্ন হয়ে ভীমকে দ্বারকার প্রেরণ করে কৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে এসে থাকতে অল্পরোধ জানান, কৃষ্ণ ও রুক্মিণী, সত্যভামা, প্রহ্লাদ প্রভৃতিকে নিয়ে হস্তিনাপুরে আসেন; তখনও যুদ্ধিষ্ঠির যজ্ঞে দীক্ষা নিয়ে অশ্বমোচন করেন নাই। সৌভপতি শাল কৃষ্ণের হস্তে নিহত হয়েছিল, তার ভ্রাতা অল্লশাখ সেই সময় অকস্মাৎ সসৈন্য এসে যজ্ঞীয় অশ্ব ধৃত করে ও বলে যে সে কৃষ্ণকে বন্দী করতে এসেছে। তার সঙ্গে যুদ্ধে প্রহ্লাদ বাণাহত হয়ে মর্জিত হ'লে সারথি তাকে ফিরিয়ে আনেন, জীমবৎ সেটি অবস্থা হয়—

কৃষ্ণ প্রহ্মায়কে পরাজিত হয়ে ফিরবার জন্ত ভৎসনা ও পদাঘাত করেন, কিন্তু নিজে যুদ্ধে গিয়ে বক্ষে নারীচের আঘাতে মর্চ্ছিত হ'ন ও তাকে নিয়েও সারথি ফিরে আসে, তিনি সংজ্ঞা লাভ করলে সত্যভামা তাকে কথা শোনায়—তুমি প্রহ্মায়কে পরাজিত হয়ে ফিরলে পদাঘাত করলে, নিজেও তো পরাজিত হয়ে ফিরলে ; তাতে কৃষ্ণ উত্তর দেন যে বিষ্ণুভক্তের কাছে তিনি পরাজয় স্বীকার করেন ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে । তারপর বৃষকেতু অন্নশাষকে পরাজিত ও বন্দী করে কৃষ্ণের নিকট নিয়ে আসে ; কৃষ্ণের নিকটে এসে অন্নশাষ তাঁকে বিষ্ণু ভগবান বলে স্তব করে, ও বলে যে কৃষ্ণ তার কাছে পরাজয় স্বীকার করায় তার হৃদয়ের দ্বেষভাব দূর হয়েছে, শুধু ভক্তি আছে ; কৃষ্ণ তাকে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে পরিচিত করে দিলেন, অন্নশাষ যজ্ঞীয় অশ্বরক্ষায় সাথী হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল । তারপরে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে দীক্ষা ও অশ্ব উৎসর্গ বর্ণিত হয়েছে ; অশ্বরক্ষার ভার অর্জুনের উপর, তার সহায়ক হিসাবে সঙ্গে গেল প্রহ্মায়, বৃষকেতু, অন্নশাষ ও সুবেগ ।

অশ্ব পরিক্রমার বর্ণনায় পাছে যে অশ্বটি প্রথমে মাহীশূরী রাজ্যে গেল—মাহীশূরী ছিল নর্মদা নদীর উত্তর কূলে, বিদ্যা ও ঋক্ষবান্ পর্বতের মধ্যে অবস্থিত, বর্তমান জবলপুরের নিকটে । সেখানে রাজপুত্র প্রবীর অশ্বটির মস্তকে বদ্ধ স্বর্ণফলকে লেখা লিপি হতে বুঝল যে এটি যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয় অশ্ব, অর্জুনের দ্বারা রক্ষিত, জেনে সে অশ্বটি অবরুদ্ধ কবল । প্রবীর সহ যুদ্ধে বৃষকেতু মর্চ্ছিত হয়, অন্নশাষ সহ যুদ্ধে প্রবীর বিপন্ন হ'লে রাজা নীলধ্বজ এসে প্রবীরকে রক্ষা করে । নীলধ্বজের সহিত অর্জুনের তীব্র যুদ্ধ হয়, নীলধ্বজের জামাতা অগ্নিদেবের প্রভাবে অর্জুনের অনেক সেনা দগ্ধ হয়, অর্জুন তখন নারায়ণাজ্ঞ দিয়ে অগ্নি শাস্ত করেন ও অগ্নিদেবের স্তব করে তাকে তুষ্ট করেন । অগ্নিদেব অশ্ব ফিরিয়ে দিয়ে সন্ধি করতে উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও রাণী জালাব কথায় নীলধ্বজ সপুত্র এসে আবার অর্জুনকে আক্রমণ করে, তীব্র যুদ্ধের ফলে প্রবীর ও তার ভ্রাতা নিহত হয়, নীলধ্বজ ভগ্নবধ ও পরাজিত হয়ে অর্জুনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে অশ্ব ফিরিয়ে দেয় ও ধনবত্ত উপহার দেয়, অর্জুনের কথায় নীলধ্বজও অশ্ব রক্ষায় অর্জুনের সাথী হয় । রাণী জালা তার ভ্রাতা উল্লুককে নিকট গিয়ে প্রবীর বধের প্রতিকার প্রার্থনা করে, কিন্তু উল্লুক তাকে সাহায্য না করে ভৎসনা করে, ফলে জালা অর্জুনকে অভিশাপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন করে । বলা হয়েছে যে জালাময় বাণ হয়ে জালা বক্রবাহনের তুণে প্রবেশ করে, সেই বাণে পরে অর্জুনের মর্চ্ছা ও মৃত্যু হয় । এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রাজসূয়

যজ্ঞের অগ্নি দিগ্‌বিজয় অরুপে আছে যে সহদেব দক্ষিণ দিক অভিযান করে মাহীশূরী রাজ নীলের নিকট হতে কর আদায় করতে আসলে নীলের জামাতা অগ্নিদেব সহদেবের সৈন্য মধ্যে অগ্নিকাণ্ড করেন, পরে সহদেবের স্তুতিতে ভুষ্ট হয়ে অগ্নিদেব নীলকে কর দিতে বলেন এবং কর দেওয়া হয়। জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বে সেই কাহিনীর প্রতিধ্বনি।

মাহীশূরী হতে বিদ্যা পর্বতের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় ষষ্ঠীয় অশ্বটি একটি শিলাগাত্রে আটকে যায়, সৈন্যগণ চেষ্টা করে অশ্বটিকে মুক্ত করে নিতে পারে না; নিকটেই সৌভরি মূনির আশ্রমে গিয়ে অর্জুন জানলেন যে উদ্দালক নামক এক ব্রাহ্মণের স্ত্রী, চণ্ডী, স্বামীর অভিশাপে শিলাকূপে পরিণত হয়েছে, মূনির উপদেশে অর্জুন শিলা স্পর্শ করলে সেটি স্ত্রীরূপে ফিরে পেল এবং অশ্বও মুক্ত হ'ল।

সেখানে থেকে চম্পাপুরী—প্রমাণ মহাভারতে সে নাম নাই। চম্পাপুরীতে অশ্ব অবরুদ্ধ করে রাজা হংসধ্বজ দ্বন্দ্বুভি বাজিয়ে যোদ্ধাদের সমবেত হবার আদেশ দেন। সেখানকার নিয়ম ছিল যে দ্বন্দ্বুভি বাণ্ড শুনে যে আসতে অস্বথ্য দেবী করবে, তাকে তপ্ততৈলের কটাঁহে ফেলে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে। রাজপুত্র সূর্য্য সন্ত-বিবাহিতা স্ত্রীর অস্বরোধে দ্বন্দ্বুভি বাণ্ড শুনেও স্ত্রীসহ সঙ্গের অগ্নি দেবী করল, স্নান করে সজ্জিত হয়ে গেলে রাজার আজ্ঞায় তাকে তপ্ততৈল কটাঁহে নিক্ষেপ করা হ'ল, কিন্তু কৃষ্ণকে স্মরণ করে সে অক্ষত দেহে বের হয়ে এল। সূর্য্য তার যুদ্ধে জাত্যকিকে পরাজিত করে, অর্জুনের সারথিকে বধ করে অর্জুনকে বিপন্ন করে, তখন অর্জুন কৃষ্ণকে স্মরণ করলে কৃষ্ণ উপস্থিত হয়ে অর্জুনের সারথ্য করেন, তারপরে অর্জুনের বাণে সূর্য্য নিহত হয়ে শিবের মুণ্ডমালায় স্থান পায়, তার ভ্রাতা সূর্য্যও নিহত হয়ে শিবের মুণ্ডমালায় স্থান পায়। তারপরে হংসধ্বজ যুদ্ধে আসলে কৃষ্ণ তার সঙ্গে অর্জুনের পরিচয় ক'রে দেন ও অর্জুনের সঙ্গে বন্ধুত্বাপন্ন করেন, হংসধ্বজ ও অশ্বরক্ষার অর্জুনের সাধী হয়, কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে ফিরে যান।

চম্পাপুরী হতে উত্তরদিকে গিয়ে এক সরোবরে অবগাহন কবে অশ্বটি অশ্বিনীভে পরিণত হয়, আর একটি সরোবরে অবগাহন করে ব্যাভীকপ ধারণ করে। অর্জুন কৃষ্ণকে স্মরণ ক'রে বিপদমুক্তির প্রার্থনা করলে ব্যাভী আবার অশ্বরূপ ধারণ করে। আরো উত্তরে গিয়ে অশ্বটি একটি স্ত্রীরাজ্যে প্রবেশ করে, ও বক্ষিণীদের দ্বারা ধৃত হয়। রাণী প্রমীলায় সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, কিন্তু দৈববাণী শুনে যুদ্ধ বন্ধ করে অর্জুন প্রমীলাকে স্ত্রীরূপে বরণ করে, তাঁকেবর্জ্জকালে হস্তিনাপুরে উপস্থিত হ'তে বলেন।

দশানন—কেরলের রাজার বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের জন্ম হয় ; পুত্র জন্মের অল্পকাল
পরে শত্রুগণ রাজধানী অবরোধ করে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধে রাজার মৃত্যু হয়, রাণীও
সহমৃত্যু হয় ; তারপর ধাত্রী কয়েক বৎসর শিশুটিকে নিয়ে পালন করে, পরে
ধাত্রীও বিগত হয়। শিশুপুত্র আপন মনে কুন্তলপুরে থেলা করে বেডাত, সে
শালগ্রাম শিলাকে নারায়ণের প্রতীক ভেবে শ্রদ্ধা করতে শেখে ; পাঁচ বৎসর
বয়স হলে সে দৈবাৎ মন্ত্রী ষষ্ঠবু কর ভবনে উপস্থিত হয়, সেদিন মন্ত্রী নানা ভোজ্য
দিয়ে ঋষি ও ব্রাহ্মণদের আতিথ্য করছিল, তারা পঞ্চবর্ষীয় বালকটি দেখে প্রমত্ত
করে এটি কার পুত্র, এর সঙ্গে রাজ চক্রবর্তীর চিহ্ন আছে। অভিধিরা চলে গেলে
মন্ত্রী তার ভবিষ্যৎ নিষ্কটক করবার জন্য চণ্ডাল ঘাতকদের ডেকে বালকটিকে
বনে নিয়ে বধ করে বধ করার প্রমাণ দেখাতে বলে ; চণ্ডালগণ বালকটিকে বনে
নিয়ে যায়, কিন্তু তার মুখলাবণ্য দেখে তাকে বধ না করে তার বাম পদের কনিষ্ঠ
অঙ্গুল হতে জাত বর্ষ পাঁচজুগ কেটে নিয়ে তাকে বনে ছেড়ে দেয়, চণ্ডালগণ কাটা
আঙ্গুল ও রক্ত দেখিয়ে তাদের পুরস্কার নিয়ে যায় ; ইতিমধ্যে কেরলরাজ্যের
অধীন কুলিন্দের সামন্তরাজ বন যুগয়ায় গিয়ে সুন্দর বালকটিকে দেখে, তার
নিজের পুত্র না থাকায় তাকে নিজ গৃহে নিয়ে পালন করতে ও শিক্ষা দিতে থাকে,
বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে তাকে কুলিন্দের যৌবরাজ্যে অভিষেক করে ; তার নাম দেওয়া
হয়েছিল চন্দ্রহাস। চন্দ্রহাস যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে দিগ্‌বিজয় করে ধনবৃদ্ধ
সংগ্রহ করে, কুলিন্দের রাজার উপদেশমত কিছু উপঢৌকন কেরলের রাজাকে
ও মন্ত্রীকে পৃথক পৃথক পাঠিয়ে দেয়। উপঢৌকনের মহার্ঘতা দেখে এবং
কুলিন্দের রাজপুত্র সেনসব দিগ্‌বিজয় করে অর্জন করেছে জেনে মন্ত্রী কুলিন্দের
রাজধানী চন্দনাবতীকে গিয়ে সামন্তরাজাকে প্রমত্ত করে, তোমার পুত্র জন্মের
কোন সংবাদ তো আমরা পাই নাই, এই পুত্রকে কোথায় পেলে ? কুলিন্দরাজ
চন্দ্রহাসকে পাঁচ বৎসর বয়সে যুগয়া করতে গিয়ে কিভাবে পেয়েছিল তার
বিবরণ দিল, তা শুনে মন্ত্রী বুঝল যে এই সেই বালক পুত্র, যার কথা একদিন
ঋষিরা বলেছিল যে কুন্তলপুরে রাজচক্রবর্তী হবে ; এবং তার বধের উপায় চিন্তা
করে স্থির করল যে চন্দ্রহাসকে তার পুত্র মদনের কাছে পাঠিয়ে দেবে সঙ্গে
লিপি দিয়ে যে পদ্মবাহককে যেন অবিলম্বে বিব দেওয়া হয়, এই ভাবে চিঠি
লিখে চন্দ্রহাসকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল, বলে দিল, চিঠি যেন খুলে প'ড়োনা, তা
হলে তোমার পাপ ও অমঙ্গল হবে। চন্দ্রহাস চিঠি নিয়ে কুন্তলপুরে পৌঁছে

পেল না, কিন্তু অশ্বমেধের জন্য উৎসর্গ করা ছুটি অশ্বই সেখানে দেখে যে ছুটিকে ধরে নিয়ে রত্ননগরে পিতার নিকট উপস্থিত হ'ল। এদিকে কৃষ্ণ অর্জুন রত্ননগরে গিয়ে রাজ্যবাস করলেন; কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, তোমাকে আমি ময়ূরধ্বজের শৌর্য ও মাহাত্ম্য দেখাব। পরদিন ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে কৃষ্ণ অর্জুনকে শিষ্টরূপে নিয়ে ময়ূরধ্বজের রাজসভায় উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন যে নগরের বাইরে বনের মধ্যে তার পুত্র এক সিংহের কবলে পড়েছে, তিনি নিজের দেহ দিয়ে পুত্রকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সিংহটি বলে যে রাজা ময়ূরধ্বজের দেহের অর্দ্ধভাগ পেলে তবে ব্রাহ্মণের পুত্রকে ছেড়ে দেবে। ময়ূরধ্বজ ব্রাহ্মণবেশীর কথায় তার স্ত্রী, পুত্র, অমাত্যদের নিবেদন-স্বত্ত্বও নিজদেহ করাত নিয়ে চেরালেন, তখন কৃষ্ণ নিজ পরিচয় দিয়ে ময়ূরধ্বজের দেহ পূর্ববৎ অক্ষত ক'রে দিলেন ও তার প্রশংসা করলেন; তারপর অর্জুনের সঙ্গে তাঁর আসবার কারণ জানালেন। ময়ূরধ্বজ নিজের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব নিয়ে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয় অশ্বরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিলেন।

সেখান থেকে অশ্বটি ঘুরতে ঘুরতে সারস্বতপুরে গেল; সেখানে তখন বীর বর্মা নামক রাজা রাজত্ব করছিলেন, স্বয়ং যমরাজ তাঁর জামাতা। বীরবর্মা যজ্ঞীয় অশ্ব আটকালে অর্জুন ও তার সঙ্গীয় রথীগণ বারবর্মার বহু সৈন্য নিধন করেন, যমরাজ এসে অর্জুনেরও বহু সৈন্য নিধন করলেন। বীরবর্মা ও অর্জুনের মধ্যে বৈরত্ব যুদ্ধ কিছুক্ষণ চলবার পরে কৃষ্ণ তাঁদের থামিয়ে তাঁদের মধ্যে সখ্য স্থাপন করে দিলেন। বীরবর্মা তখন যজ্ঞীয় অশ্ব মুক্ত করে দিয়ে অর্জুন ও তার সঙ্গীয় রথী ও সৈন্যদের মহানদী পার করে দিল। তার থেকে মনে হয় যে সারস্বতপুর উড়িষ্যা বা কলিঙ্গে অবস্থিত ছিল। সারস্বতপুরের কথাও প্রমাণ মহাভারতে নাই।

তারপর কয়েকটি দেশ পার হয়ে কেবল দেশের রাজধানী কুন্তলপুরে এসে অশ্বটি আটক হয়। কুন্তলপুরের রাজা ছিলেন চন্দ্রহাস, অর্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণ আছেন জেনে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করতে চন্দ্রহাস অশ্বটি ধরতে আদেশ দেন। চন্দ্রহাস নারায়ণ পূজক ও বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। কুন্তলপুরে কৃষ্ণ যুদ্ধ ঘটতে দিলেন না, নিজের চতুর্ভূজ বিষ্ণুমূর্তি দেখিয়ে চন্দ্রহাসকে ধন্য করায় চন্দ্রহাস তাঁকে প্রণাম করলেন, কৃষ্ণ তখন অর্জুনের সঙ্গে চন্দ্রহাসের পরিচয় করিয়ে দিলেন। চন্দ্রহাস পুত্রের উপর রাজ্যভার দিয়ে কৃষ্ণ-অর্জুনের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয় অশ্ব পরিক্রমার রক্ষাবাহিনীতে যোগ দিলেন। নারদের মুখে অর্জুন-চন্দ্রহাসের জীবন কথা

দশানন—কেবলের রাজার বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের জন্ম হয় ; পুত্র জন্মের অল্পকাল
পরে শত্রুগণ রাজধানী অবরোধ করে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধে রাজার মৃত্যু হয়, রাণীও
সহযুতা হয় ; তারপর ধাত্রী কয়েক বৎসর শিশুটিকে নিয়ে পালন করে, পরে
ধাত্রীও বিগত হয়। শিশুপুত্র আপন মনে কুস্তলপুরে খেলা করে বেড়াত, সে
শালগ্রাম শিলাকে নারায়ণের প্রতীক ভেবে শ্রদ্ধা করতে শেখে ; পাঁচ বৎসর
বয়স হলে সে দৈবাৎ মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধর ভবনে উপস্থিত হয়। সেদিন মন্ত্রী নানা ভোজ্য
দিয়ে ঋষি ও ব্রাহ্মণদের আতিথ্য করছিল, তারা পঞ্চবর্ষীয় বালকটি দেখে প্রশ্ন
করে এটি কার পুত্র, এর সঙ্গে রাজ চক্রবর্তীর চিহ্ন আছে। অভিধিরা চলে গেলে
মন্ত্রী তার ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক করবার জন্য চণ্ডাল ঘাতকদের ডেকে বালকটিকে
বনে নিয়ে বধ করে বধ করার প্রমাণ দেখাতে বলে ; চণ্ডালগণ বালকটিকে বনে
নিয়ে যায়, কিন্তু তার মুখলাবণ্য দেখে তাকে বধ না করে তার বাম পদের কনিষ্ঠ
অঙ্গুল হতে জাত বর্ষ পাঁচাঙ্গুল কেটে নিয়ে তাকে বনে ছেড়ে দেয়, চণ্ডালগণ কাটা
অঙ্গুল ও রক্ত দেখিয়ে তাদের পুরস্কার নিয়ে যায় ; ইতিমধ্যে কেবলরাজ্যের
অধীন কুলিন্দের সামন্তরাজ বান যুগয়ায় গিয়ে সুন্দর বালকটিকে দেখে, তার
নিজের পুত্র না থাকায় তাকে নিজ গৃহে নিয়ে পালন করতে ও শিক্ষা দিতে থাকে,
বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে তাকে কুলিন্দের যৌবরাজ্যে অভিষেক করে ; তার নাম দেওয়া
হয়েছিল চন্দ্রহাস। চন্দ্রহাস যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে দিগ্‌বিজয় করে ধনবৃদ্ধ
সংগ্রহ করে, কুলিন্দের রাজার উপদেশমত কিছু উপঢৌকন কেবলের রাজাকে
ও মন্ত্রীকে পৃথক পৃথক পাঠিয়ে দেয়। উপঢৌকনের মহার্ঘতা দেখে এবং
কুলিন্দের রাজপুত্র সেসব দিগ্‌বিজয় করে অর্জন করেছে জেনে মন্ত্রী কুলিন্দের
রাজধানী চন্দ্রনাবতীকে গিয়ে সামন্তরাজ্যকে প্রশ্ন করে, তোমার পুত্র জন্মের
কোন সংবাদ তো আমরা পাই নাই, এই পুত্রকে কোথায় পেলে ? কুলিন্দরাজ
চন্দ্রহাসকে পাঁচ বৎসর বয়সে যুগয়া করতে গিয়ে কিভাবে পেয়েছিল তার
বিবরণ দিল, তা শুনে মন্ত্রী বুঝল যে এই সেই বালক পুত্র, যার কথা একদিন
ঋষিরা বলেছিল যে কুস্তলপুরে রাজচক্রবর্তী হবে ; এবং তার বধের উপায় চিন্তা
করে স্থির করল যে চন্দ্রহাসকে তার পুত্র মদনের কাছে পাঠিয়ে দেবে সঙ্গে
লিপি দিয়ে যে পদ্মবাহককে যেন অবিলম্বে বিধ দেওয়া হয়, এই ভাবে চিঠি
লিখে চন্দ্রহাসকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল, বলে দিল, চিঠি যেন খুলে প'ড়োনা, তা
হলে তোমার পাপ ও অমঙ্গল হবে। চন্দ্রহাস চিঠি নিয়ে কুস্তলপুরে পৌঁছে

পরিচ্ছন্ন হয়ে মন্ত্রীপুত্রের কাছে যাবে ঠিক করে এক উপবনের সরোবরে স্নান করে ক্লান্তি বশতঃ সরোবর তীরে বৃক্ষ ছায়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, ইতিমধ্যে সেই সরোবরে কেবলের রাজকন্যা, যে রাজা চন্দ্রহাসের পিতার বিরুদ্ধে অভিযান করে কেবল জয় করেছিল, তার কন্যা ও মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধির কন্যা সেই সরোবরে সখীজন সহ জলকেলি করতে আসে ; মন্ত্রীকন্যা বিষয়া সরোবর তীরে বৃক্ষছায়ায় একজন সুপুরুষ নিদ্রিত দেখে কোতূহল ভরে তার পেটিকা খুলে চিঠি দেখল, চিঠি খুলে দেখে তার পিতার পত্রবাহককে বিষদানের আজ্ঞা, ইতিমধ্যে বিষয়ার মনে, সুদর্শন যুবকের প্রতি প্রীতির সঞ্চার হওয়ায় চিঠিখানি দ্বিধা পরিবর্তিত করে দিল—“বিষয়স্মৈ প্রদাতব মৃ” স্থলে “বিষয়াস্মৈ প্রদাতব্য” —তার ফলে মদন চিঠি পেয়ে শীঘ্র বাবস্থা করে চন্দ্রহাসের সঙ্গে বিষয়ার বিবাহ দিল। ধৃষ্টবুদ্ধি ফিরে এসে ব্যাপার জেনে তৃতীয়বার তার বধের চেষ্টা করে—বলে যে তুমি নগরের বাইরে স্থিত চণ্ডালদের মন্দিরে গিয়ে চণ্ডিকা দেবীকে অর্ঘ্য দান কর, বিবাহের পরে জামাতাব তা করবার প্রথা আছে, এবং মন্দিরে ঘাতক পাঠিয়ে বলে দিল, মন্দিরে যে অর্ঘ্য নিয়ে আসবে, আমার পুত্র হলেও তাকে বধ করবে। চন্দ্রহাস অর্ঘ্য নিয়ে যখন যায়, মন্ত্রীপুত্র মদন তাকে ডেকে বলে, অর্ঘ্যখালি আমাকে দাও, আমিই অর্ঘ্যদান করে আসি ; মদন অর্ঘ্যখালি নিয়ে গেলে ঘাতক তাকেই বধ করে। ধৃষ্টবুদ্ধি সংবাদ পেয়ে নিজে মন্দিরে গিয়ে আত্মহত্যা করে। তারপরে চন্দ্রহাস মন্দিরে গিয়ে চণ্ডিকাকে বৈষ্ণবী শক্তি বলে স্তব করে ধৃষ্টবুদ্ধির ও মদনের পুনর্জীবন প্রার্থনা করে, দেবী তা পূরণ করেন। তারপরে ধৃষ্টবুদ্ধি বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে চলে যায়, কেবলের বৃদ্ধ রাজাও তার পুরোহিতের উপদেশ মত, তার কন্যা চম্পা মালিনীকে চন্দ্রহাসের হস্তে দিয়ে তাকে সিংহাসন দিয়ে তপস্কার জন্ত বনে চলে যায়। চন্দ্রহাস রাজা হয়ে শালগ্রাম শিলার নারায়ণ রূপে অর্চনা ও একাদশীর উপবাস প্রথা প্রবর্তন করে, মদনকে মন্ত্রী করে নিয়ে রাজ্য-স্থশাসন করতে থাকে।

কেবল থেকে উত্তরে গিয়ে কয়েকটি রাজ্য পার হয়ে অশ্বদ্বয় সমুদ্র গর্ভে প্রবেশ করে, কৃষ্ণ, অর্জুন ও আর কয়েকজন রথী সমুদ্র গর্ভে প্রবেশ করে বৃন্দাবনভ্য মূনির সাক্ষাৎ পান, মুনিকে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে উপস্থিত হতে আমন্ত্রণ করে তাকে শিবিকায় নেবার ব্যবস্থা করে সমুদ্র হতে নির্গত হ'ন, সেনাবাহিনী কয়েকজন-রথীসহ স্থলপথে উত্তরে এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়। সেখান থেকে সিদ্ধ-

সৌবীর দেশে অশ্ব আটক হলে কিছুকাল যুদ্ধের পরে হুঃশলা পৌত্রসহ এসে যুদ্ধে যোগ দিয়ে, তার প্রার্থনায় কৃষ্ণ জয়দ্রথের পুত্রকে পুনর্জীবিত করে দেন—সে অজুর্নের বাহিনীসহ আগমনের সংবাদ পেয়ে ভয়ে প্রাণত্যাগ করেছিল। তারপরে সকলে হস্তিনাপুরে যান, যুদ্ধিষ্ঠির সকলের অভির্থনা করেন, কৃষ্ণের নিকট হতে অশ্ব পরিক্রমার কাহিনী শোনেন। তারপরে ষধারীতি অশ্বমেধ যজ্ঞের অচ্যুতান হয়।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে দেখা যায় যে জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব বহু অনৈসর্গিক কাহিনীতে পূর্ণ; তাছাড়া জৈমিনি এমন এক কালের কল্পনা করেছেন যখন ভাগবত ধর্মের বহু প্রচার হয়েছে, কৃষ্ণও বিষ্ণুর অবতাররূপে স্বীকৃত হয়েছেন ও ভারতে নানাদিকে বিমুগ্ধ শক্তিশালী রাজ্যে অবিরত ঘটেছে। সেই অবস্থা খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বে আসে নাই। প্রমাণ মহাভারতে অশ্বমেধিক পর্বে যে অবস্থার বর্ণনা দেওয়া আছে—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে ভারতে শক্তিশালী রাজ্য প্রায় অবশিষ্ট ছিল না, সেটিই ঐতিহাসিক সত্য। অতএব জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বের বর্ণনা গ্রাহ্য নয়, প্রমাণ মহাভারতের আখ্যান অনেক বেশী প্রামাণ্য। অশ্বমেধ যজ্ঞ বর্ণনা করতেও জৈমিনি নানা অনৈসর্গিক কথা বলেছেন, যথা অশ্ব-বলির পূর্বে যখন যুদ্ধিষ্ঠির বৈদিক মন্ত্রে অশ্বের উত্তমলোক প্রাপ্তির জ্ঞাত প্রার্থনা করলেন, তখন অশ্বটি শির হেলিয়ে কৃষ্ণের দিকে চাইল, অশ্বতষ্মবিদ্ব নকুল বললেন—বে অশ্ব স্বর্গলোক চায় না, কৃষ্ণের দেহে লীন হতে চায়; অশ্ব বলি হ'লে যজ্ঞের পরিবর্তে ক্ষীরধারার প্রবাহ দেখা গেল, অশ্বের শির উপরে উঠে অগ্নিশিখার মত সূর্যের দিকে চলে গেল, অশ্বের শরীর হতে জ্যোতি বের হয়ে কৃষ্ণের দেহে লীন হ'ল, শরীর কর্পূরে পরিণত হ'ল, সেই কর্পূর দিয়ে হোম করা হ'ল। 'এইসব কাহিনী গ্রাহ্য নয়।

জৈমিনি যদি সমগ্র ভারত কথা রচনা করে থাকেন, তা বৈশম্পায়নের মহা-ভারতের বহু শতাব্দী পরে করেছেন মনে হয়। জৈমিনির উল্লেখ ব্রহ্মসূত্রে আছে; ব্রহ্মসূত্রের কাল অচ্যুতান খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী, কিন্তু জৈমিনির নামের সঙ্গে যুক্ত যে অশ্বমেধপর্ব, তা খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর বহু পরে রচিত মনে হয়। ব্যাস শিষ্য জৈমিনির কাল খৃঃ পূঃ দশম শতাব্দী বা একাদশ শতাব্দী, আলোচিত অশ্বমেধ পর্বে সে কালের পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রমাণ মহাভারতে লিপি-বিহার কোন উল্লেখ নাই—আদিপর্বে গণেশ কর্তৃক শ্রুতলিখনের কথা পশ্চিম-

ভারতের যোজনা হিসাবে বাদ হয়েছে, আর কোথাও লিপি ব্যবহারের প্রসঙ্গ নাই। আলোচিত অশ্বমেধ পর্বে পাই উৎসর্গ করা অশ্বের কপালে স্বর্ণ ফলকে লেখা যে অশ্বটি যুদ্ধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয় অশ্ব, অজুর্ন রক্ষিত; এবং মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি যে লিপি প্রেরণ করেন, সেটি তার কত্তা পরিবর্তন করে দেবার সামর্থ্য রাখে, অর্থাৎ সেও লিপিবিচার পারদর্শিনী। চম্পাপুরী, সারস্বতপুর, কুন্তলপুর ইত্যাদি নগরের নামও কোরব-পাণ্ডব যুগের পরে ব্যবহৃত হয়েছে মনে হয়। এইসব তথ্যও পূর্ব অনুমান সমর্থন করে—যে জৈমিনি নামের সঙ্গে যুক্ত যে অশ্বমেধপর্ব, তা মূল ভারত কাহিনীর অংশ বলে গ্রহণ করা চলে না।

২. কানীরামদাসের মহাভারত

কানীরাম দাস প্রমাণ মহাভারত বা বৈশম্পায়নের আখ্যান সর্বত্র অনুসরণ করেন নাই একথা সকলেই জানেন। কানীদাসী মহাভারতের একজন সম্পাদক—স্ববোধ চন্দ্র মজুমদার—বলেছেন যে কানীরাম দাস সংস্কৃত ভাষা জানতেন না—মনে হয়; কথকদের মুখ হতে ও বাজাদি হতে তাঁর মহাভারতের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, তাঁর অশ্বমেধ পর্ব জৈমিনির বা জৈমিনির নামসহ যুক্ত অশ্বমেধ পর্বকে প্রায় অবিকল অনুসরণ করেছে। স্বর্ণ নকুল কথা প্রমাণ মহাভারতেও আছে, জৈমিনির কাহিনীতেও আছে, সেটি কানীরাম দাস বাদ দিয়েছেন, তাছাড়া জৈমিনির কাহিনীতে যে সব বৃত্তান্ত আছে, তার প্রায় সবই কানীরাম দাসের মহাভারতে আছে, কিছু নামের ভিন্নতা আছে—যথা নীলধ্বজের রাণীর নাম জালা স্থানে জনা, চন্দ্রহাসের রাজধানী কুন্তলপুর স্থলে ধৌতিপুত্র ইত্যাদি। কানীরাম দাসের মহাভারত খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হয়। তার পূর্বে ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীকর নন্দী জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বের কাহিনীর বাংলা কাব্য রূপ দেয়। সম্ভবতঃ সেই কাব্য কানীরামের অশ্বমেধ পর্বের উৎস। শুধু অশ্বমেধ পর্ব নয়, জৈমিনি ভারতের অগ্র কিছু কিছু অংশও বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রচারিত ছিল। বনপর্বে, স্বর্গারোহণ পর্বে ও অগ্র কোথাও কোথাও কানীরাম দাস যে নূতন উপাখ্যান দিয়েছেন, অর্থাৎ প্রমাণ মহাভারতে নাই একরূপ উপাখ্যান লিখেছেন, তা সম্ভবতঃ জৈমিনির ভারত কথা হতে গৃহীত।

কাশীদাসী মহাভারতেও অষ্টাদশ পর্ব, তবে পর্ব বিভাগ প্রমাণ মহাভারতের পর্ব বিভাগ থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। কাশীবাম দাস শান্তি ও অহুশাসন পর্ব যুক্ত করে একটি শান্তি পর্ব করেছেন, শল্য পর্ব ভাগ করে শল্য পর্ব ও গদা পর্ব এই দুটি পর্ব করেছেন ; সৌপ্তিক পর্ব ভাগ করে সৌপ্তিক ও ঐষীক এই দুটি পর্ব করেছেন ; মূল পর্বের শেষ তিন অধ্যায়ে মহাপ্রস্থান পর্বের প্রথম অংশ বিবৃত করেছেন, এবং মহাপ্রস্থান পর্বের শেষ অংশ ও স্বর্গারোহণ পর্ব যুক্ত করে এক স্বর্গারোহণ পর্ব করেছেন।

স্ববোধ মজুমদার তাঁর সংস্করণের ভূমিকায় কবি সম্বন্ধে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন :—“আদি, সভা, বন, বিরাটের কতদূর। ইহা রচি কাশীবাম গেল স্বর্গপুর।” কিন্তু তাঁর নিজের অনুমান বলেছেন, যে শান্তি পর্ব হ’তে শেষ পর্বন্ত, অর্থাৎ শেষ পাঁচটি পর্ব কাশীবামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের রচনা, প্রথম ত্রয়োদশ পর্ব কাশীবাম দাসেরই রচনা। অন্য এক স্থান মত যে বিরাট পর্বের পরেও কাশীবামের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম কর্তৃক লিখিত হয়। [The Cultural Haritage of India, Vol. 2 (1962)] তবে দেখা যায় যে আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্বের আখ্যান অন্ত্য পর্বের অপেক্ষা বিস্তৃততর ; এই চারটি পর্বে স্ববোধ মজুমদারের সম্পাদিত সংস্করণের মোট ১০২১ পৃষ্ঠার মধ্যে ৫৭৪ পৃষ্ঠা ; অর্দ্ধভাগের থেকে কিছু বেশী। আদিপর্বে অর্জুন-সুভদ্রার বিবাহ কাহিনীর বর্ণনা প্রমাণ ভারত কাহিনী হতে ভিন্ন প্রকার ; প্রথম দর্শনেই সুভদ্রার মনে প্রেম সঞ্চার, বলরামের সুভদ্রার অর্জুন সহ বিবাহে আপত্তি করে বিবাহার্থ দুর্বোধনকে আনয়ন, কৃষ্ণের কথায় অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণ ও যাদবগণ সহ যুদ্ধে সুভদ্রা কর্তৃক অর্জুনের সারথী গ্রহণ, পরে কৃষ্ণের প্রস্তাবে বলরামের সম্মতি দান, ইত্যাদি বিবরণ দিয়ে কাহিনীটিকে রসপূর্ণ করে তোলা হয়েছে। হরিবংশে বিবৃত পারিজাত হরণ কাহিনী ও সভ্যভামার বতকথা আদিপর্বে স্থান পেয়েছে। কৃষ্ণের পুত্র সাংঘের সহিত দুর্বোধন কন্যা লক্ষণার বিবাহ কথাও বিষ্ণুপুত্র্য ও হরিবংশ কাহিনী মত কাশীদাসী মহাভারতের আদিপর্বে স্থান পেয়েছে। উক্ত কাশীবাম দাস মোটের উপর প্রমাণ মহাভারতের আদিপর্বের কাহিনী অচল করেছেন। সভাপর্বেও কিছু নূতন কথা কাশীবাম যোগ করেছেন, যথা দিদিচন্দ্রের পরে পুনঃ অর্জুনের দেবলোকে, দানব-ব্রাহ্মণ, পাতালে ও লঙ্কায় গিয়ে দেবগণকে, ময়দানবকে, অনন্তনাগকে ও বিভীষণকে নিমহণ করা, ভ্রোপদী ও হিড়িম্বার বন্দন,

এবং বিভীষণের সভাগৃহে প্রবেশে বাধা ও পরে বিভীষণকে সঙ্গে নিয়ে সভায় গিয়ে কৃষ্ণের বিধিরূপ প্রদর্শন। এই সব বৃত্তান্ত জৈমিনি-ভারতে ছিল কিনা তা এখন স্থির করা সম্ভব নয়। সভাপর্বের অবশিষ্ট অংশ প্রমাণ মহাভারতের কাহিনীর মতই। বনপর্বে দীর্ঘ শ্রীবৎস-চিন্তার কাহিনী, কৃষ্ণ কথিত বলে কানীরাং দাস যোগ করেছেন, তা প্রমাণ মহাভারতে নাই, জৈমিনির ভারতকথা হতে তা সংগৃহীত হয়ে থাকতে পারে—সেই উপাখ্যান কৃষ্ণ বলেন, দ্রোণদী অকারণে দুঃখ পেয়েছেন বলে বিলাপের উত্তরে, এই তখন বোঝাতে যে স্বকর্মফলে ও গ্রহদোষে বা দৈবে লোকে সুখ দুঃখ পায়, চিন্তাও অধর্ম না করা সত্ত্বেও দ্রোণদীর থেকেও বেশী দুঃখ পেয়েছিল। মার্কণ্ডেয় সমাস্তায় কথিত প্রমাণ মহাভারত অন্তর্গত উপাখ্যানগুলি বাদ দিয়ে কানীরাং দাস মার্কণ্ডেয়ের মুখে জয়-বিজয়ের অভিষাপ কথা ও হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু উপাখ্যান বসিয়েছেন, সেগুলি বিষ্ণুপুরাণ থেকে গৃহীত সন্দেহ নাই। তীর্থযাত্রা বিবরণের মধ্যে প্রভাসে পাণ্ডব-গণের সঙ্গে কৃষ্ণ বলরামের সাক্ষাৎ কারের কথা না বলে কানীরাং দাস বলেছেন যে অর্জুনের ইন্দ্রলোক থেকে ফিরবার পরে পাণ্ডবগণ কাম্যক বনে গেলেন, সেখানে এসে কৃষ্ণ বলরাম তাদের সঙ্গে দেখা করে নানা কথা বললেন, ও সকলে সুখে প্রভাস হ্রদে স্নান করলেন, তারপরে বৃষ্ণিগণ দ্বারকায় ফিরলেন; মনে হয় যে কানীরাং দাস দ্বৈতবনের পুণ্য সরোবর ও প্রভাস তীর্থের হ্রদ এক করে ফেলেছেন, এবং সরোবরটিকে দ্বৈতবনের স্থলে কাম্যক বনে স্থিত বলে বর্ণনা করেছেন; সেই ভুল বোধযাত্রা বর্ণনাস্রও করেছেন—বলেছেন কাম্যক বনে প্রভাস তীর্থে স্নান উপলক্ষ করে কৌরবগণ তাদের ঐশ্বর্য দেখিয়ে পাণ্ডবদের সমুপস্থিত করতে এলেন, গর্ভব হস্তে লাঞ্চিত হলেন, ইত্যাদি। এই ভুল স্রবোধ মজুমদার মহাশয়ের অনুমান সমর্থন করে, সে কানীরাং দাস মূল মহাভারত পড়েন নাই, কথকদের মুখ থেকে শুনেই মহাভারতের সব উপাখ্যান সংগ্রহ করেছেন। তবু বলতে হয় যে কানীরাং দাস মোটের উপর প্রমাণ মহাভারতই এই পর্বে অনুসরণ করেছেন।

বিরাট পর্বে অর্জুন কর্তৃক উত্তরের নিকট নিজ দশটি নামের অর্থ বলা প্রসঙ্গে কানীরাং দাস ধনঞ্জয় ও বীষ্মত্ম নামের ব্যাখ্যা করতে দুটি উপাখ্যান যোগ করে দিয়েছেন, যা প্রমাণ মহাভারতে নাই, ক্রীতদেব সম্বন্ধে উর্বশীর অভিষাপের কথা বলেছেন, কিন্তু প্রমাণ মহাভারতে অর্জুনের উত্তর যে তিনি ক্রীত ন'ন, শুধু নিজেকে সংঘত রেখেছেন; এবং উত্তর গোত্র হুঙ্কর ভীষণতা বোঝাতে চামুণ্ডার

আবির্ভাব ও রক্তপানের কথা বলেছেন, তা প্রমাণ কাহিনীতে নাই। কিন্তু তা ছাড়া বিরাট পর্ব কাহিনী বলতে কাশীরাম দাস প্রমাণ মহাভারতের আখ্যানই অনুসরণ করেছেন।

উদ্যোগপর্বে কাশীরাম দাস প্রমাণ মহাভারতের মূল ঘটনাগুলি রেখেও আখ্যানের বহু পরিবর্তন করেছেন। পাণ্ডবগণের দূত হয়ে কাশীরাম দাস কাহিনী মতে প্রথমে গেলেন ধোম্য, জ্ঞপদ রাজ পুরোহিত নয় ; এবং ধোম্যের দৌত্যকালে কিছু নৃত্তন কথা ও উপাখ্যান যোগ হয়েছে, যথা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের পাণ্ডবগণের দাবীর সমর্থনে উক্তি, ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক তালজঙ্ঘ্য-হৈহয়-বাহুর উপাখ্যানে জাতি-শক্তির পরিণাম কথন, বিজয়ের উপদেশ ও পুনঃ ধোম্য কর্তৃক দীর্ঘ বলি বামন উপাখ্যানে ধন-বলের অহংকারের ফলে পতনের কথা—এই সবই অবাস্তব যোজনা। প্রমাণ মহাভারতে জ্ঞপদ-পুরোহিতের দৌত্যকালে ধৃতরাষ্ট্র সংক্ষেপে বলে দিলেন, তুমি বিশ্রাম নিয়ে ফিরে যাও, আমাদের উত্তর পরে অত্র দূত মুখে জানাব। কৃষ্ণকে স্বপক্ষে আনবার জন্য দুর্ধোধন প্রথমে উলূকের হাতে পত্র দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন, কাশীরামদাসের এই উপাখ্যানও প্রমাণ মহাভারতে নাই ; পত্রের কথা জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বে চন্দ্রহাসের হাত দিয়ে লিপি প্রেরণের কথা মনে করিয়ে দেয় ; প্রমাণ মহাভারতে লিপিবিচার ব্যবহারের কথা কোথাও নাই। বাদব নারকগণ সহ কৃষ্ণের পরামর্শের কথাও কাশীরামদাস নৃত্তন যোজনা করেছেন, এবং দুর্ধোধন ও অর্জুন দুজনেই নিজে কৃষ্ণের কাছে সাহায্য প্রার্থনায় আসলে কৃষ্ণের যে কথা, তাও প্রমাণ মহাভারতের আখ্যান সহ মেলে না। কাশীদাসী মহাভারতে কৃষ্ণ অর্জুনের সারথী স্বীকার করে আবার দুর্ধোধনকে তাঁকে বা তাঁর নৈত্র-মলকে নিতে বলছেন, তাতে অসঙ্গতি হয়েছে। অর্জুনের দুর্ধোধনকে বহু নৈত্র দানে অসন্তোষ প্রকাশ ও কৃষ্ণের প্রবোধবাণী, যে তারা অর্জুনের হাতে মরবে এই নির্বন্ধ আছে, তাও প্রমাণ আখ্যানে নাই। কৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুরের পথে যাত্রা করেছেন, তখন তিনি পৌরজনের কাছ থেকে সম্মান লাভ করেন, সে কথা প্রমাণ আখ্যানে আছে ; কাশীরাম দাস তা বাড়িয়ে বলেছেন যে কৃষ্ণ অবতার রূপে পূজিত হলেন। প্রমাণ মহাভারতের মধ্যে আছে যে কৃষ্ণের দৌত্যকালে সভায় পদস্তরায়, কণ ও নারদ বিভিন্ন উপাখ্যান বললেন, তা বাদ দিয়ে কাশীরাম দাস ভালই করেছেন, কিন্তু কৃষ্ণের অধিরাজ্য প্রত্যর্পণের দাবী অগ্রাহ্য করলে পুনঃ পঞ্চগ্রামের চন্দ্র প্রার্থনা করলেন, তা প্রমাণ মহাভারতে দুই সভায় কৃষ্ণর ভাষণ সমূহের বিরুদ্ধ

মধ্যে উল্লেখ নাই। প্রমাণ মহাভারতে আছে যে সঞ্জয়ের নিকট পাণ্ডবগণের উত্তর শুনবার প্রতীক্ষাকালে ধৃতরাষ্ট্র বিহুর নিকট হতে নীতিকথা ও সনৎসুজাতের নিকট হতে অধ্যাত্তত্ত্ব শুনলেন। কাশীরাম দাস তা বাদ দিয়ে বলেছেন যে সনৎসুজাত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এলেন কৃষ্ণ ও অশ্ব সকলে ফৌরব রাজসভা থেকে চলে গেলে পরে, শুধু ধৃতরাষ্ট্র ও বিহুর যখন ছিলেন, কাশীরাম দাসের আখ্যান মতে ধৃতরাষ্ট্র তাকে অস্বরোধ করলেন দুর্ধোধনকে বুঝিয়ে অর্দ্ধবাল্য ফেরত দিয়ে সন্ধি করতে ; কিন্তু সনৎসুজাত বললেন যে তা হবার নয়, ক্ষত্রকুলের ধ্বংসই হবে, তা নির্দিষ্ট আছে। এই ভাবের কথা প্রমাণ মহাভারতে নাই। অশ্বা-শিখণ্ডীর বিস্তৃত কাহিনী কাশীরাম দাস উত্তোগ পর্ব হতে বাদ দিয়ে আদিপর্বে সংক্ষেপে বলেছেন।

কাশীরামদাস যুদ্ধপর্বগুলি খুব সংক্ষেপে বলেছেন। ভীষ্মপর্বে এক একদিনের যুদ্ধ বর্ণনা এক এক অধ্যায়ে শেষ করেছেন, গীতার উপদেশ এক পৃষ্ঠায় বলেছেন, ভূবত্যাক্ত বর্ণনা বাদ দিয়েছেন, চতুর্থ দিনের যুদ্ধশেষে প্রমাণ মহাভারতে যে বিশ্ব উপাখ্যান আছে, তাও বাদ দিয়েছেন। কিন্তু কিছু অবাস্তব উপাখ্যান ও কৃষ্ণের অবতার বাদ তিনি যোগ করেছেন। দ্বিতীয় দিন যুদ্ধ শেষে যুধিষ্ঠির যখন ভীষ্মের প্রতাপের কথা বলে যুদ্ধে জয় বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন, তখন অর্জুন কৃষ্ণের মহিমা যুধিষ্ঠিরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, দুর্বার বহু সহস্র শিক্তসহ কাম্যাক বনে উপস্থিত হয়ে নিশাযোগ ভোজন প্রার্থনা করলে কৃষ্ণ কিতাবে সে সঙ্কট থেকে মোচন করেছিলেন—অর্থাৎ বনপর্বের সংশোধক মণ্ডলী কর্তৃক বর্জিত উপাখ্যানটি এখানে কাশীরাম দাস যোগ করেছেন। চতুর্থ দিন যুদ্ধশেষে দ্রুপদ রাজা কথিত একটি উপাখ্যানে কৃষ্ণের শরণাগত ব্রহ্মাব কথা বলে যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিলেন, এই কথা বোঝিত হয়েছে। ষষ্ঠদিন যুদ্ধ বিবরণে কাশীরাম ভীষ্ম কর্তৃক নারায়ণাক্ত ক্ষেপণের কথা এবং কৃষ্ণ কর্তৃক অস্ত্র ভাগ করে তার প্রতিরোধের উপায় নির্দেশের কথা বলেছেন—দ্রোণ বধের পরে অশ্বথামার নারায়ণাক্ত ক্ষেপণের কথা তিনি বাদ দিয়েছেন। ষষ্ঠদিন যুদ্ধশেষে অর্জুনের মুখে একটি উপাখ্যান বসিয়ে কৃষ্ণের মহিমা প্রকাশ করেছেন—উপাখ্যানটি সংক্ষেপে এই যে অর্জুন-বনবাসকালে অর্জুন যখন দ্বারকায় ছিলেন, তখন কৃষ্ণের কথায় কদলী বনস্থিত সরোবর থেকে কনকপদ্ম তুলতে গেলেন, হস্তমান এসে বাধা দিল ও রামের মহিমার কথা বলল ; অর্জুন রামের কথা শুনে বলেন যে তিনি থাকলে বাণ দিয়ে সমুদ্রের উপর সেতু করে দিতেন, এবং সমুদ্রের উপর বাণ দিয়ে একটি সেতু করে দেখালেন ; হস্তমান

নিজেকে গুরুভার করে সেতুর উপর উঠলে বাণের সেতু ঘাতে ভেঙ্গে না পড়ে অর্জুন সেই প্রার্থনা ক'রে মনে মনে কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন, সেই প্রার্থনায় বিষ্ণু কচ্ছপ রূপে সেতুর নীচে থেকে সেটিকে ধারণ করলেন, কিন্তু হুহুমানের ভাবে কচ্ছপরূপী বিষ্ণুর মুখ থেকে রক্ত বেঁধ হয়ে জল বস্কিত ক'রল। হুহুমান ব্যাপার বুঝে রামের নাম ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রল; তখন বিষ্ণু রাম রূপে আবির্ভূত হ'য়ে অর্জুন ও হুহুমানের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন ক'রে দিলেন; এবং হুহুমান অর্জুনকে বললেন, তোমাকে প্রয়োজন মত যুদ্ধ কালে সাহায্য করব; এইভাবে সঙ্কটে শরণ নিলে বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ সর্বদা সাহায্য করেন। আর একটি যোজনা আছে সপ্তমদিন যুদ্ধ শেষের বিবরণে—দুর্ধোধন সাতদিনে পাণ্ডবদের কেহ হত না হওয়ায় ভীষ্মের কাছে অনুরোধ করলেন, ভীষ্ম পাঁচটি ভীষণ বাণ নিলেন, বললেন এই বাণগুলিতে কাল পাণ্ডবগণ নিহত হবে, সংবাদ পেয়ে কৃষ্ণ ও অর্জুন চলনা করে সেই পাঁচটি বাণ নিয়ে গেলেন, শেষে কৃষ্ণকে দেখে চলনা বুঝে ভীষ্ম বললেন, তুমি আমাকে প্রতিজ্ঞাচ্যুত করলে, তোমাকে কাল আমি অস্ত্রধারণ করবে না সেই প্রতিজ্ঞা থেকে চ্যুত করব; তাই অষ্টম দিনে ভীষ্ম তীব্র যুদ্ধে পাণ্ডববাহিনীর ছরবস্থা করলেন, অর্জুন নিবারণ করতে পারছেন না দেখে কৃষ্ণ রথ থেকে নেমে রথচক্র ধরে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হলেন, এইভাবে অস্ত্রধারণ না করবার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হ'ল। তারপরে অর্জুন কৃষ্ণকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন, যেমন প্রমাণ মহাত্ম্যতে তৃতীয় ও নবম দিনের যুদ্ধ বিবরণে আছে। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে ভগবানের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কথা জৈমিনির অখমেধ পর্বেও আছে; এই যোজনা জৈমিনির ভারতকথা হতে গৃহীত হয়ে থাকতে পারে।

দ্রোণ পর্বে জয়দ্রথ বধ বর্ণনার অর্জুনের রথের অঙ্গগণের জনপান ও মার্জনের জন্য জলাশয় সৃষ্টি প্রমাণ মহাত্ম্যতে অর্জুনের বরুণাস্ত্র প্রয়োগের ফলে হয় বলা হয়েছে, কাশীরামদাস জলাশয় সৃষ্টি কৃষ্ণের ঐশ্বরিক শক্তিবলে করা হ'ল বলে বর্ণনা করেছেন, নারায়ণাস্ত্র ফেপনের কথা কাশীরাম ভীষ্মপর্বে বলেছেন; তাছাড়া বর্ণনা সংক্ষেপ করে মোটের উপর দ্রোণ পর্বে প্রমাণ মহাত্ম্যত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কর্ণ পর্ব হতে জীপর্ব পর্যন্ত মোটের উপর প্রমাণ কাহিনী অম্লহত হয়েছে, সামান্য ব্যতিক্রম উল্লেখযোগ্য নয়।

শান্তিপর্বে কাশীদাস প্রমাণ মহাভারত আখ্যান অনুসরণ করেন নাই বলা যায় ; জ্ঞীপর্বের শেষ তিন অধ্যায়ে শান্তি পর্বের প্রমাণ কাহিনীর প্রথমাংশ—যুধিষ্ঠিরের শোকাপনয়ন ও রাজ্যাভিষেক বর্ণিত হয়েছে—ওবে বর্ণনায় অনেক পার্থক্য আছে। তাৎপরে শান্তি পর্বে পঁচিশ অধ্যায়ে প্রমাণ মহাভারতের শান্তি পর্বের ৪৫-৩৬৫ অধ্যায় ও অনুশাসন পর্বের ১ ১৬৭ অধ্যায় কথিত বিষয় সমূহের অধিকাংশ না বলে কয়েকটি অবাস্তব বিষয় ভীষ্ম কথিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যথা হরিনামের মাহাত্ম্য, একাদশী ব্রতের কথা, শিবচতুর্দশী ব্রতের মাহাত্ম্য, নরক বর্ণন, পরশুরামের তীর্থপর্যটন বৃত্তান্ত, ইত্যাদি। প্রমাণ মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বে বিবৃত উত্তর-কৃষ্ণ সংবাদ ও উত্তরের কৃষ্ণস্তব এই পর্বে কাশীদাস দুটি অধ্যায়ে বলেছেন। প্রমাণ মহাভারতের সঙ্গে মেলে শুধু ভীষ্মের কৃষ্ণস্তব কথা ও স্বর্গারোহণ কথা, যদিও কুরুস্তব মূলের সঙ্গে মেলে না।

কাশীরাম দাসের অশ্বমেধ পর্ব প্রমাণ মহাভারত বিবৃতি মত নয়, সম্পূর্ণ জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বের অনুসরণ তা পূর্বেই বলা হয়েছে। স্বর্ণ নকুল উপাখ্যানটি কাশীদাস বাদ দিবেছেন, যদিও জৈমিনিতে তা আছে।

কাশীরাম দাসের আশ্রমিক পর্ব মোটের উপর প্রমাণ মহাভারতের আশ্রম-বাসিক পর্বের অনুসরণ করেছে। কিন্তু মূলপর্বের বিবৃতি বহুলাংশে কাশীদাসের স্বকল্পিত, বা জৈমিনি ভারতকথা হতে গৃহীত ; কাশীদাসের বিবৃতি-মতে কৃষ্ণ নিজেই যাদবকুল ধর্মসের উপায় স্থির করে পিতা বসুদেবকে দিয়ে বহু ব্রাহ্মণ ঋষিকে দানযজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন, তাদের দানে ও ভোজ্যে প্রীত করে কৃষ্ণ বলেন, যেখানে যাদব কুমারগণ খেলা করছে, সেই দিক দিয়ে যান ; সেদিক দিয়ে ঋষিরা বাবার সময় কুমারগণ সাথকে নারী সাজিয়ে কবে সন্তান হবে, কি সন্তান হবে, প্রশ্ন করার ঋষিগণ যতকুল ধর্মসের অভিশাপ দিচ্ছেন ; তাৎপরে প্রভাসে গিয়ে উৎসবের মধ্যে কৃষ্ণ নিজেই সাত্যকিকে বিদ্রূপ করে তার উত্তেজনা সৃষ্টি করলেন, তার থেকে যাদবদের দুই দলে ভাগ হয়ে কুলবিধ্বংসী এরকামূল দিয়ে যুদ্ধ হ'ল, প্রায় সকলেই মৃত্যুমুখে পড়ল। অর্জুন জ্ঞীগণ সহ পঞ্চনদ দিয়ে যাওয়া কালে দহাগণের আক্রমণে জ্ঞীগণ হত হ'ল, কিন্তু পাষাণে পরিণত হ'ল বলা হয়েছে। অর্জুন বদরিকায় গিয়ে ব্যাসের মুখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে এক তড়ুত উপাখ্যান শুনলেন, তা প্রমাণ মহাভারতে নাই, বিষ্ণু পুরাণে অল্পভাবে আছে। মোটকথা কাশীদাসী মূলপর্বে কাশীদাস কৃষ্ণের সক্রিয় ভাবে যত্ববশত ও পৃথিবীর

ভার্য অবতরণ দেখাতে চেয়েছেন, তার সঙ্গে প্রমাণ মহাভারতের বর্ণনা মেলেনা, আর তা কোন মতেই সত্য ঘটনার বর্ণনা নয়।

মুসলপর্বের শেষ তিন অধ্যায়ে ও অর্গারোহণ পর্বে প্রমাণ মহাভারতের মহা-প্রস্থানিক ও অর্গারোহণপর্ব বিবৃত হয়েছে, তবে কাশীদাসের বিবৃতিতে বহু নতুন উপাখ্যান আছে—যথা যত্রাপথে ভীষণা বাক্সসীসহ সাক্ষাৎ ও ভীষ্মের হস্তে ভীষণার মৃত্যু, ভদ্রকালী পর্বতে ভদ্রকালীসহ সাক্ষাৎ, সেখানে নারীরাজ্যের রাণী লীলাবতী কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে পতিরূপে গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ ও যুধিষ্ঠির কর্তৃক প্রত্যাখ্যান, বদরিকাশ্রমে অশ্বখামাসহ সাক্ষাৎ, বৈরত পর্বতে কিরাতগণের আক্রমণ ও যুধিষ্ঠিরের পুণ্যবলে তাদের বাণের ব্যর্থতা, হরিপর্বত আরোহণ কালে দ্রৌপদীর পতন ও মৃত্যু, ও তার জন্ত পাণ্ডবগণের শোক, বৈরত পর্বতে সহদেবের পতন ও মৃত্যু, যুধিষ্ঠিরের শোকপ্রকাশ, চণ্ডকালী পর্বতে নকুলের ও নন্দীঘোষ পর্বতে অর্জুনের পতন, যুধিষ্ঠিরাদির শোকপ্রকাশ, সোমেশ্বর পর্বতে হৃন্দরী সোমকন্যাগণ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে পতিত্বে আমন্ত্রণ ও যুধিষ্ঠিরের প্রত্যাখ্যান, সোমেশ্বর পর্বতে ভীষ্মের পতন ও যুধিষ্ঠিরের শোক প্রকাশ, ইত্যাদি। প্রমাণ মহাভারতে কারও পতনে শোকপ্রকাশের কথা নাই, এবং সহদেব, নকুল ও অর্জুনের পতনের কারণ সেখানে যা বলা হয়েছে, কাশীদাস তা না বলে অন্য কারণ বলেছেন। শেষে কুতুর রূপে ধর্মের ছলনা, এবং যুধিষ্ঠিরের বিমানে ইস্র ও ধর্ম সহ স্বর্গে আরোহণ বিবৃতিতে প্রমাণ মহাভারত কাহিনী সহ মিল আছে।

প্রমাণ মহাভারত কাহিনী থেকে এই সব পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কাশীদাস কৃত বাংলা পয়ায়ে রচিত “মহাভারতের কথা অমৃত সমান” কয়েক শতাব্দী ধরে বাঙ্গালী পাঠক ও শ্রোতাকে আনন্দ দিচ্ছে তাতে সন্দেহ নাই।

৩. অনার্য জাতির দেব শিবের আৰ্য দেবগণ মধ্যে স্বীকৃতি

পশ্চিম ভারতের নগর-ভিত্তিক প্রাক-আৰ্য সভ্যতার ধাবক্ষণ নগরের বহির্দেশে পশুচারণ ও ভূমিকর্ষণ করে শস্ত উৎপাদন করত। অল্পমান ২৫০০ খৃঃ পূঃ কালে আৰ্যগণ দলে দলে ভারতে আসতে থাকে, তারা সেই নগর-ভিত্তিক সভ্যতা ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট করে। সেই সভ্যতার ধাবক্ষণ অনেকে নিহত হয়, অনেকে

আৰ্ঘ্যদের শাসন মেনে নিয়ে দাসরূপে স্বীকৃতি পায়, অনেকে বনে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতের বনে, আশ্রয় নেন। প্রাক-আৰ্ঘ্য সভ্যতায় পশুপতি শিব ও পৃথিবী মাতার পূজা বা উপাসনা হ'ত। আৰ্ঘ্যগণ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ইত্যাদি বৈদিক দেবগণের উপাসক ছিলেন। তাদের উপাসনা যজ্ঞরূপে পরিণত হয়। আৰ্ঘ্য অনার্ঘ্যদের মধ্যে বিরোধ ভূমি ও পশুযুগের স্বত্ব নিয়ে যেমন, তেমন দেবপূজা বা যজ্ঞ নিয়েও হয়। অরণ্যবাসী অসভ্য অনার্ঘ্যগণ বৈদিক যজ্ঞকে অভিচার-ক্রিয়া মনে করে যজ্ঞ নষ্ট করতে চেষ্টা করত, সভ্য অনার্ঘ্যগণ তাদের দেবতা শিবের যজ্ঞে ভাগ পাওয়া নিয়ে, অর্থাৎ শিবের আৰ্ঘ্যগণ কর্তৃক স্বীকৃতি নিয়ে তাদের অসন্তোষ যজ্ঞ ধ্বংস করে প্রকাশ করত। সভ্য অনার্ঘ্যদের সঙ্গে যে বিরোধ, তার মীমাংসা হয় আৰ্ঘ্যগণের শিবকে আৰ্ঘ্যদেবগণের সমান বলে স্বীকৃতি দিয়ে, তাকে রুদ্রদেবের সঙ্গে এক করে নিয়ে তাকে যজ্ঞ ভাগ দিয়ে। অরণ্যবাসী অসভ্য অনার্ঘ্যগণ আৰ্ঘ্যদের সঙ্গে বিবাদে পরাজিত হয়, অনেকে বিনষ্ট হয়।

এই যে শিবপূজক অনার্ঘ্যগণ কর্তৃক যজ্ঞধ্বংস ও ক্রমে শিবের আৰ্ঘ্যদেবতা রুদ্রের সঙ্গে একীকরণ ও আৰ্ঘ্যদেবরূপে স্বীকৃতি, তার বিবরণ মহাভারতের মূল কাহিনীতে নাই, কিন্তু মহাভারতে যোজিত পুরাণ কথায় আছে। সৌপ্তিকপর্বে ১৮ অধ্যায়ে শিব কর্তৃক যজ্ঞধ্বংসের বিবরণ আছে। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, অশ্বখামা কৃপ কৃতবর্মা এই তিনজন কিসের প্রভাবে ষুষ্ঠদ্বায়, শিখণ্ডী, অগ্ন্যগ্ন পাক্ণাল রথী ও দ্রৌপদী পুত্রগণকে ও বহু সৈন্যকে সংহার করতে সমর্থ হয়। উত্তরে কৃষ্ণ শিবের প্রভাবের কথা বলেন; এবং যজ্ঞধ্বংসের কাহিনী বলেন—যে দেবগণ ঋত্বিক ও যজ্ঞসম্ভার সংগ্রহ করে এক বিরাট যজ্ঞ আরম্ভ করেন, তাতে সব দেবতার ভাগ কল্লিত হয়, কিন্তু স্বাহ বা শিবের ভাগ কল্লিত হয় নাই; শিব তা ভেদে একটি বিশাল ধনুক নিয়ে যজ্ঞস্থলে যজ্ঞ ধ্বংস করতে আসেন ও যজ্ঞের হৃদয়ে বাণ মারেন; বাণবিদ্ধ হয়ে যজ্ঞ যুগরূপ ধারণ করে যজ্ঞাগ্নি সহ আকাশে ধাবিত হয় এবং দিব্যরূপে আকাশে স্থান পায়, যেন শিবের বাণের দ্বারা অনুসৃত হচ্ছে এইভাবে বিরাজিত থাকে। তারপরে শিব কোদণ্ডের অগ্রভাগ দিয়ে সবিতাদেবের বাহু, ভগদেবের চক্ষু ও পুষাদেবের দন্তরাজি উৎপাটন করেন, এবং অগ্নি দেবগণ ভয়ে পলায়ন করতে চেষ্টা করলে কোদণ্ড দিয়ে তাদের পথ রুদ্ধ করেন; দেবগণ ধনুকের জ্যা কোনমতে ছিন্ন করে দিয়ে শিবের প্রসাদলাভের জন্তু স্তব করেন; শিব প্রসন্ন হয়ে সবিতাদেবের বাহু, ভগদেবের চক্ষু ও পুষাদেবের

ঋন্ত পূর্ববৎ করে দিলেন, যজ্ঞ করতেও অচ্যুতি দিলেন, সেই যজ্ঞে শিবের ভাগ কল্পিত হ'ল।

এটি হ'ল শিবপূজক অনার্যদের দেবতার যজ্ঞ ধ্বংস করে অবশেষে আৰ্য-দেবতা বলে স্বীকৃতিলাভের কাহিনীর প্রথম রূপ, এটির মধ্যে শিবের সঙ্গ কোন আৰ্যকন্যার বিবাহের কথা নাই। ভারতবর্ষে পরে যে পৌরাণিক কাহিনী বহু প্রচারিত হয়—যে শিব দক্ষ প্রজাপতির এক কন্যা সতীকে বিবাহ করেন, দক্ষযজ্ঞে শিবসতীর আয়ত্মণ না হওয়া সত্ত্বেও সতী পিতৃগৃহে যান ও পিতা কর্তৃক উপেক্ষিত হওয়ায় প্রাণত্যাগ করেন, পরে শিব যজ্ঞ ধ্বংস করেন, স্তবে প্রীত হয়ে দক্ষকে ছাগমুণ্ড ক'রে পুনর্জীবিত করেন ও যজ্ঞ ভাগের স্বীকৃতি পান—সেই কাহিনী বহুকাল পরে কল্পিত হয়েছে। মহাভারতে দক্ষকন্যা সতীর নাম নাই। আদিপর্বে ৬৬ অধ্যায় স্বায়ত্ত্ব মন্বন্তরে প্রজাপতি দক্ষের পঞ্চাশটি কন্যার কথা আছে, তাদের মধ্যে দশটি কন্যার ধর্মের সহিত, ত্রয়োদশ কন্যার কন্যপের সহিত ও সাতাশটি চন্দ্রের সহিত বিবাহের কথা আছে, সতী নামে কোন কন্যার নাম বা শিবের সহিত কোন কন্যার বিবাহের কথা নাই। আদিপর্বে ৭৫ অধ্যায়ে প্রাচৈতন্য দক্ষ সম্বন্ধে ও সেই কথা আছে—তিনি বৈবস্বত মন্বন্তরে পঞ্চাশটি কন্যার জন্ম দেন এবং তাদের দশটি ধর্মকে, তেরটি কন্যাকে ও সাতাশটি চন্দ্রকে দেন। শান্তি পর্বে পর পর দুটি অধ্যায়ে স্বায়ত্ত্ব মন্বন্তরে ও বৈবস্বত মন্বন্তরে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের কথা আছে। ২৮৩ অধ্যায়ে স্বায়ত্ত্ব মন্বন্তরের কথা :—স্বমেরু পর্বতে সারিত্র শৃঙ্গে শিব শৈলগাজমূতা উমাসহ বাস করতেন ; দক্ষ প্রজাপতি গদাধারে মহাযজ্ঞ আরম্ভ করে, ইন্দ্রাদি দেবগণকে বিমানে যেতে দেখে উমা প্রহ্ন করেন, এরা কোণায় যাচ্ছেন, শিব বলেন, দক্ষ প্রজাপতির অশ্রমেধ যজ্ঞে ; উমা বললেন—আপনি কেন যাচ্ছেন না, শিব বলেন যে দেবগণ পূর্ব হতে যজ্ঞ ভাগ কল্পনা করে রেখেছেন, তার মধ্যে শিবের—বা মহেশ্বরের—ভাগ কল্পিত হয় নাই, এখনও তাই শিব যজ্ঞ ভাগ পায় না ; উমা বলেন, আপনি সর্বদেবের প্রেষ্ঠ, আপনাকে যজ্ঞভাগ দেওয়া হয় না কেনে আমার খুব দুঃখ হচ্ছে, শরীর কাঁপছে। দেবীর ভাব বুঝে শিব নন্দীকে সেখানে প্রহরীরূপে রেখে নিজ গণসহ যজ্ঞহলে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞ ধ্বংস করলেন—গণদের মধ্যে কেহ কেহ চীৎকার করে, কেহ কেহ অট্টহাস্য করে, কেহ কেহ যুপ উৎপাটন ক'রে, কেহ যজ্ঞাগ্নির উপর রক্ত ঢেলে, কেহ কেহ যজ্ঞ-পরিচারকদের গ্রাস করে বীভৎস দৃশ্য সৃষ্টি করল ; যজ্ঞ যুগ হয়ে আকাশে

পালাল, শিব ধনুর্বাণ হস্তে তাকে অহুসরণ করলেন, মহাদেবের স্বেদ ললাটি হতে পড়ে কালানল হ'য়ে জলে উঠ'ল, সেই অগ্নি হতে এক ভীষণ দর্শন রক্তবাস-পরিহিত কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ আবির্ভূত হয়ে যজ্ঞ দক্ষ করল, চারদিকে হাহাকার শব্দ উঠ'ল। তখন ব্রহ্মা আবির্ভূত হ'য়ে মহেশ্বরকে বললেন, এখন থেকে দেবগণ আপনাকে যজ্ঞভাগ দেবে, আপনার ক্রোধে দেব ও ঋষিগণ সন্ত্রস্ত হয়েছে, আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন। মহেশ্বর প্রসন্ন হ'লেন, যজ্ঞ অচ্যুত হ'ল, মহেশ্বর ভাগ পেলেন, ভীষণ দর্শন পুরুষটিকে খণ্ড খণ্ড করা হ'ল, খণ্ডগুলি নানা অমঙ্গলরূপে পরিণত হ'ল, যথা মাতৃশবের দেহে জররূপে।

২৮৪ অধ্যায়ে বৈবস্বত যুগে প্রাচ্যেতস দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস কহিনী আছে, কিছু ভিন্ন। গঙ্গাঘাটে মহাযজ্ঞে নিমজ্জিত হয়ে দেবগণ পত্নীসহ বিমানে সেখানে গেলেন, গন্ধর্বগণ, দানবগণও নিমজ্জিত হয়ে উপস্থিত হ'ল। ঋষিদের মধ্যে দধীচি বললেন, পশুপতি রুদ্রকে যজ্ঞে আমন্ত্রণ করা উচিত ছিল, দক্ষ বললেন, একাদশ রুদ্র আমন্ত্রিত হয়ে শূলহস্তে উপস্থিত হয়েছেন, পশুপতি রুদ্রকে আমি জানি না। উমা স্বীয় পতি মহেশ্বরের যজ্ঞভাগ নাই জেনে দুঃখিত হয়ে বললেন, আমি কি দান ব্রত তপস্বী কব্ব যাতে আপনি যজ্ঞের অর্দ্ধভাগ বা তৃতীয়াংশ পেতে পারেন। মহেশ্বর বললেন, তুমি জান না যে যজ্ঞে স্ত্রীতা আমারই স্তুতি করে, নামগানকারী আমার উদ্দেশ্যেই গান করে, ব্রহ্মবিদগণ আমারই উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করে, অধ্বযুগণ আমাকেই যজ্ঞভাগ দেয়। উমা সে কথাই না ভুলে বললেন যে সামান্য লোকেও জীব নিকট নিজের মহিমা কীর্তন করে। তখন মহেশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, দেখ আমি কি করি, বলে তাঁর মুখ হতে ভয়ানক দর্শন এক পুরুষ সৃষ্টি করলেন, তার নাম বীরভদ্র; উমার ক্রোধ হতে এক ভীষণ দর্শন নারী উৎপন্ন হয়, নাম ভদ্রকালী। বীরভদ্রের দেহ হতে আরো বহু ভীষণ পুরুষ আবির্ভূত হ'ল, সমষ্টিভাবে তাদের গণ বলে। তারা মহাকোলাহলে যজ্ঞভূমে গিয়ে যজ্ঞ ধ্বংস আশু করল, যুগ উৎপাটন করে, দক্ষাচর্যদের গ্রহাণু ও বধ ক'রে, যজ্ঞপাত্র চূর্ণ করে, স্রুত পায়স জীর দধি কিছু ভক্ষণ ক'রে কিছু ভূমিতে নিক্ষেপ ক'রে ভূমি বর্দমান্ত করে, দেব নারীদের ভুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে এক তাণ্ডব কাণ্ডের সৃষ্টি ক'রল। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ হাত জোড় করে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কে? বীরভদ্র উত্তর দিল, আমি বীরভদ্র এই নারী ভদ্রকালী, আমরা মহেশ্বর ও উমার ক্রোধ হতে জন্মেছি, মহেশ্বরের আদেশে যজ্ঞ ধ্বংস করতে এসেছি।

তোমরা যদি মঙ্গল চাও তবে উমাপতি মহেশ্বরের শরণ লও ; তখন দক্ষ প্রজাপতি যুক্ত হস্তে মহেশ্বরের স্তব করতে লাগলেন। মহেশ্বর অগ্নিকুণ্ড হতে আবির্ভূত হয়ে বললেন, তোমার স্তবে শ্রীত হয়েছে, তোমার জ্ঞাত কি করতে পারি : দক্ষ বললেন, যদি আমার প্রতি তুষ্ট হয়ে থাকেন, তবে যজ্ঞের যে দ্রব্য সম্ভার আমি বহু যত্নে নানাস্থান হতে সংগ্রহ করেছিলাম, তার যা নষ্ট, তক্ষিত, চূর্ণিত হয়েছে, তা সব পূর্ববৎ অনষ্টরূপ প্রাপ্ত হোক, যাতে যজ্ঞ সূক্ষ্ম সম্পন্ন করতে পারি। মহেশ্বর বললেন, তাই হোক ; দেখতে দেখতে সেখানে সব যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার পূর্ববৎ অনষ্ট রূপে স্থিত হয়ে গেল। তখন দক্ষ নতজাহ্ন হয়ে মহেশ্বরের লহর্য নাম কীর্তন করে আরো স্তব করলেন, পূর্বে মোহবশে মহেশ্বরের যজ্ঞভাগ কল্লিত করেন নাই, তার জ্ঞাত মার্জনা চাইলেন। মহেশ্বর তাকে মিষ্ট কথা বলে তার চিন্তামানি দূর করে দিলেন। মহেশ্বরের জ্ঞাত যজ্ঞভাগ নির্দিষ্ট করে মহাসমারোহে যজ্ঞ শেষ করা হ'ল, মহেশ্বর যজ্ঞভাগ গ্রহণ করে সজ্ঞীক সগণ অন্তর্হিত হ'লেন।

হরিবংশে ভবিষ্যৎপর্বের ৩২ অধ্যায়ে প্রাচৈতস দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংসের কথা কিছু ভিন্নরূপে বর্ণিত হয়েছে। সেই বর্ণনায় উমার প্রসঙ্গ নাই। সেই কাহিনী মতে বৃহস্পতি প্রাচৈতস দক্ষকে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত করলেন, যজ্ঞ বধন হয়, তখন ঋত্বের ভাগ কল্লনা করা হ'ল না। ঋত্ব তাই উপস্থিত হয়ে নিজ দেহ ভাগ করে নন্দী নামক নিজের সমান বগবিশিষ্ট পুরুষ উৎপন্ন করলেন, ঋত্ব ও নন্দী ঋত্বের গণদের নিয়ে যজ্ঞ ধ্বংস করলেন—যুপ উৎপাটন করে, মূনি ঋষিদের জ্ঞান উৎপন্ন ক'রে তাদের দ্বয়ে তাড়িয়ে দিয়ে, সোমরস নষ্ট করে, যজ্ঞাগ্নিতে জল ঢেলে, যজ্ঞ পাত্র নষ্ট করে, যজ্ঞের কুশত্ব পদদলিত করে, যজ্ঞের জ্ঞাত প্রস্তুত পুরোডাশ ভক্ষণ করে ও বাণ দিয়ে সদস্যদের বিভ্রাসিত করে। যজ্ঞ ভয় পেয়ে মৃগরূপ ধবে পালাবার চেষ্টা করে, ঋত্ব তাকে বাণবিন্দু করেন, সেই অবস্থায় মর্ত্যে কোন রক্ষার আশা না দেখে আকাশ পথে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হ'ল, ব্রহ্মা তাকে মৃগশিরা নক্ষত্ররূপে আকাশে স্থাপন করলেন। নন্দী ও গণ সমূহ প্রাচৈতস দক্ষ ও তার দলকে বধন ধ্বংস হস্তে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, তখন বিষ্ণু শাক্ষ ধনু ও চক্র হস্তে আবির্ভূত হয়ে ঋত্বকে প্রশমিত করতে চেষ্টা করলেন, দুই পক্ষেই দেব দানব গন্ধর্বগণ যোগ দিল। নন্দী তাকে আক্রমণ করতে উত্তত হলে বিষ্ণু তাকে শুভিত চলৎশক্তিহীন করে দিলেন, ঋত্ব ও বিষ্ণু পরস্পরের

বাণাহত হয়েও অকম্পিত রইলেন, তারপরে অকস্মাৎ বিষ্ণু বাহু দিয়ে ক্রতের গলা জড়িয়ে ধরে তাকে অনাদি অনন্ত দেবতা বলে সম্বোধনা করলেন ; তারপরে বিষ্ণুর শক্তিতে যজ্ঞ সস্তার পূর্ববৎ অক্ষত অবস্থা প্রাপ্ত হ'ল, ক্রতের যজ্ঞভাগ কল্পনা করে দক্ষ যজ্ঞ সম্পাদন করলেন ।

হরিবংশের দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস বিবরণে বিষ্ণুর মহিমা দেখাবার প্রয়াস করা হয়েছে, কিন্তু ক্রত বা শিবকেও অসম্মান করা হয় নাই, বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধে ক্রত বা শিব অপরাজিত রইলেন, তারপর বিষ্ণু তার দেবত্ব স্বীকার করে নিলেন— শুধু দেবত্ব নয়, যেন ত্রিদেবের একজন বলে স্বীকার করে নিলেন । সেই হিসাবে এই কাহিনী শিবের পূজকদের সঙ্গে আর্ষদেবের পূজকদের প্রথম সংঘর্ষের চিত্র বলে মনে হয় না । প্রথমে শিব সংঘর্ষের ফলে আর্ষ দেবতারূপে মর্যাদা পেলেন, তার বহুকাল পরে তিনি ত্রিদেবের একজন বলে গণিত হয়েছেন । শান্তিপর্বের ২৮৪ অধ্যায়ে কথিত বিবরণে বিষ্ণুর কোন অংশ নাই ; তবে তখন দেখা যায় যে অন্ততঃ একজন আর্ষ ঋষির মনে হয়েছে যে শিবকেও আর্ষদেবগণের মত সম্মান করা কর্তব্য ।

মহাভারতোক্ত দুটি বিবরণ মতেই দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের সময় হিমবান কন্যা উমা মহেশ্বরের পত্নী, সতী নয় ; দক্ষযজ্ঞ কালে শিবপত্নী সতীর দেহত্যাগ ও তার হিমবানে কন্যা উমা রূপে পুনর্জন্ম ও পুনঃ শিবের সহিত বিবাহের কথাই সঙ্গে সেই বিবরণের সামঞ্জস্য হয় না । সে সমস্ত কথা আগে পরে কল্পিত মনে হয় । বিষ্ণু পুরাণে তার ইঙ্গিত আছে, ১/৭/২২-২৭ শ্লোকে আছে যে দক্ষ ও প্রমুতির চতুর্বিংশতি কন্যা, তার মধ্যে একটি সতী, ভবের বা শিবের সঙ্গে তার বিবাহ হয় । বিষ্ণুপুরাণের ১/৮ অধ্যায়ে ক্রতসর্গ, তার ১২-১৪ শ্লোক আছে যে শিব বা ক্রত দক্ষকন্যা সতীকে বিবাহ করেছিলেন, সতী দক্ষের প্রতি কোপে দেহত্যাগ করে, হিমবান হুহিতা উমা রূপে জন্ম নিলে ক্রত পুনঃ উমাকে বিবাহ করেন । এই পুরাণে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের কোন বিবরণ বা সতীর দেহত্যাগের বিস্তৃত বিবরণ নাই । মার্কণ্ডেয় পুরাণেও বিষ্ণুপুরাণের মত সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে, সতীর দেহত্যাগের কথা ও উমা রূপে জন্মে পুনঃ শিবের পত্নী হওয়ার কথা আছে, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের বিবরণ বা সতীর দেহত্যাগের বিস্তৃত বিবরণ নাই । তা পাই ভাগবত পুরাণে, যেটি অল্পমান খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে অন্ধ বা দ্রাবিড়ে রচিত হয়েছিল । ভাগবত পুরাণের চতুর্থ স্কন্ধে ১-৮ অধ্যায়ে দক্ষকন্যা সতী সহ ভব বা মহেশ্বরের বিবাহ কথা

ও পরে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের কথা আছে। ভাগবত পুরাণ কাহিনী মতে ব্রহ্মা একটি যজ্ঞ করেন, দক্ষ প্রজাপতি সেখানে আসলে অন্য সকলে তাকে দাঁড়িয়ে উঠে সম্মান দেখান, কিন্তু জামাতা মহেশ্বর সেইভাবে সম্মান না দেখানোতে দক্ষ প্রজাপতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর হস্তে ব্রহ্মার পরামর্শমত কত্মাদান করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন, অভিশাপ দেন যে মহেশ্বর যজ্ঞভাগ পাবে না। শিবারূচর নন্দী ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেয় যে দক্ষের ছাগমুণ্ড হবে। তার কিছুকাল পরে দক্ষ প্রজাপতি একটি বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন করেন, বিমানে সতীর ভগ্নীগণ ও অত্যাচর দেবদেবী সেই যজ্ঞবাটে উপস্থিত হয়, তাদের যেতে দেখে সতী নিমন্ত্রিত না হলেও ও পতির নিষেধবাক্য সত্ত্বেও পিতৃগৃহে যান, সেখানে দক্ষ তার সঙ্গে কথা বলেন না; সতীর মাতা ও ভগ্নীগণ বথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করেন, কিন্তু সতী পিতায় অনাদর দেখে ও পতির জন্য যজ্ঞভাগ কল্পিত হয় নাই ভেনে পিতার প্রতি রাগে অভিমানে বোগস্ব হয়ে প্রাণ উৎসর্গ করেন। সে কথা শুনে শিব ক্রুদ্ধ হয়ে জটা ছিঁড়ে মাটিতে ফেলেন, তার থেকে বীরভদ্র নামক এক ভয়ানক পুরুষের উদ্ভব হয়, শিবের আজ্ঞায় বীরভদ্র অত্যাচারী শিবারূচর সহ গিয়ে দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করে, দক্ষের শিরশ্ছেদ করে তায় শিব অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেয়, পুঁখা দেবতার দাঁত ভেঙ্গে দেয়, ভৃগু ঋষির শ্মশ্রু উৎপাটন করে, ভগদেবের দুই চক্ষু নষ্ট করে দেয়। দেবগণ ব্রহ্মাকে জানালে ব্রহ্মা ঠৈলাসে গিয়ে শিবকে তুষ্ট করেন, শিব যজ্ঞবাটে গিয়ে দক্ষকে পুনর্জীবিত করে দিলেন, কিন্তু তার ছাগমুণ্ড হ'ল, ভৃগুর শ্মশ্রুও ভাগের শ্মশ্রুর মত করা হ'ল। শিবের যজ্ঞভাগ নির্দিষ্ট হ'ল ও যজ্ঞ সম্পন্ন হ'ল। সতী পরে হিমবান মেনকার কত্মারূপে জন্মলাভ করে পুনঃ শিবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হ'ল।

সতীর দেহ স্বস্তে নিয়ে শিবের উদ্ভাস্ত হয়ে ভ্রমণের কথা, ও সতীর দেহ কবিত্ত হয়ে নানা থণ্ড নানা স্থানে প'ড়ে পীঠস্থান সৃষ্টির কথা কোন মহাপুরাণে, অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণের কোনটিতে নাই, তা আছে একটি উপপুরাণে—কালিকা পুরাণ নামক উপপুরাণ, যেটি খৃষ্টীয় অন্ত্যমান একাদশ শতাব্দীতে পূর্ব ভারতে, সম্ভবতঃ আঁসামের কামরূপে, রচিত হয়। কালিকা পুরাণমতে কালিকা বা বিষ্ণুমায়ী বা বোগনিদ্রা প্রথমে সতীরূপে দক্ষকত্মা হয়ে শিবকে পতিত্বে বৎস করেন, দেহত্যাগ করে হিমচল কত্মা উমা বা কালিকা হবে পুনঃ শিবকে পতিরূপে তপশ্চা করে পান, শিব তাকে একদিন “কালি ভিন্নাঙ্গন শ্রামে” বলে সম্বোধন করলে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে তপশ্চা করতে চলে যান ও গৌরবর্ণা হয়ে ফিরে আসেন। সতীর দেহত্যাগ

কাহিনী এই উপপুরাণমতে এই যে দক্ষ মহাযজ্ঞের অচ্যুতানে শিব বজ্রভাগ প্রাপ্তির যোগ্য নয় স্থির করে শিব সতীকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, সে কথা সেনেই— পিতৃগৃহে না গিয়েই—সতী অভিমানে দেহত্যাগ করেন ; শিব হিমবৎ পৃষ্ঠে নিজ আবাসে ফিরে সতীর সখী বিজয়ার কাছে সতীর দেহত্যাগ বিবরণ সেনে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন ; ধ্বংস করে ফিরে এসে সতীর দেহ স্বেদে নিয়ে সর্বত্র ঘুরতে থাকেন ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শনি মায়াযোগে সতীর দেহের মধ্যে প্রবেশ করে সেটি খণ্ড খণ্ড করে ফেনে দেন—যেখানে একখণ্ড পড়ে, সেখানে পীঠস্থান হয় ; যেখানে শিব পাতিত হয়, সেখানে শিব বসে পড়েন ; পরে ব্রহ্মার সান্নিধ্য বাক্যে উঠে ব্রহ্মার সঙ্গে জগত পরিক্রমা করে শোকের অপনোদন করেন, ব্রহ্মা তাকে বলেন যে সতী হিমবান-কঙ্কারূপে জন্মে আবার তাঁর স্ত্রী হবে। উমার চন্দ্রকণা, তপস্কা, শিব কর্তৃক তাঁর নির্ভা পরীক্ষা, পরে সপ্তর্ষিগণকে পাঠিয়ে হিমবানের নিকট বিবাহ প্রস্তাব করা ও বিবাহ উৎসবের বর্ণনা, অনেকটা কালিদাসের কুমার সম্ভব কাব্যের বর্ণনার মত মনে হয়। তবে কালিদাসের কাব্যে কালিকা একজন মাতৃকা, উমার সঙ্গে তার সম্পর্ক নাই।

৪. দুর্গাব স্তব বা উপাসনাব প্রবর্তন

প্রাক-আর্য সভ্যতার ধারক জাতির দেবতা পশুপতি শিব কিছুকাল সংঘর্ষের পরে আর্যগণের দেব-সভায় স্থান পান, এবং অচ্যুতান খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে জিন্দেব মধ্যে স্থান লাভ করেন ও পূজিত হতে থাকেন। কিন্তু তাদের স্ত্রীদেবতা পৃথিবী মাতা সেভাবে আর্যদেব সমাজে স্থান পান নাই ; আর্যদের দ্বাবা—পৃথিবী-জ্যোতি এবং পৃথিবী এক গণনা মতে তেজস্বী বৈদিক দেবগণের মধ্যে গণিত কিন্তু সেই পৃথিবী দেবী আর্যদেরই স্বাধীন কল্পনা প্রসূত। শবরগণ অরণ্যবাসী অনার্য জাতি, তাদের মধ্যে চণ্ডিকা দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। বাণভট্টের কাদম্বী খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত, তার মধ্যে শুকের আত্মকাহিনী অংশে শবর সেনাগতির বর্ণনা আছে—আজাহলস্থিত দুটি হাত, চণ্ডিকাকে রক্ত অর্ঘ্য দিতে বহুবার তা ধারালো অস্ত্র দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে। চণ্ডী বা দুর্গাসম্প্রদায়ের মধ্যে দেবীর পূজা-বিধিতে আছে যে তাকে স্বদেহের রক্তমাখা ফুল দিয়ে পূজা করতে হবে—সেই পূজা পদ্ধতি শবরদের পূজা পদ্ধতি থেকে

এসেছে। কাদম্বরীর প্রথম ভাগের শেষাংশে দাক্ষিণাত্যে ঘন অরণ্য মধ্যে চণ্ডিকা দেবীর মন্দির ও তার দ্রাবিড়জাতীর পুরোহিতের কথা আছে—বলির পশুর রক্তে-সেই মন্দিরের অঙ্গন সিক্ত। তখনও চণ্ডিকা দেবী অরণ্যচারী শবর কিরাত প্রভৃতি জাতের দ্বারা পূজিত হতেন, তবে আৰ্যগণ তাকে স্বীকার করতে আরম্ভ করেছে—বাণভট্ট রচিত চণ্ডিকাশতক আছে—বাণভট্ট চণ্ডিকাদেবীকে ভক্তি করতেন, যদিও আৰ্য যজুর্বিধিতেই তাঁর শিক্ষা। জৈমিনির অশ্বমেধ পর্যে কেবলরাজ চন্দ্রহাসের কাহিনী থেকে দেখি যে রাজধানীর বাইরে চণ্ডালগণ পূজিত চণ্ডিকাদেবীর মন্দির ছিল, মন্দিরে মূর্তিপূজা সমর্থন করেন নাট, চণ্ডিকা-দেবীর পূজাও চন্দ্রহাসের কালে আৰ্যগণ মধ্যে আরম্ভ হয় নাই, তবে বিশেষ উপলক্ষ্যে সেখানে সভ্যজন—আৰ্য বা অনাৰ্য যাই হোন—সে মন্দিরে অর্ঘ্য প্রেরণ করতেন; অর্থাৎ সভ্য সমাজে ধীরে ধীরে চণ্ডিকা দেবীর স্বীকৃতি হচ্ছিল।

প্রমাণ মহাভারতে দুর্গাস্তব ছবার আছে, বিরাট পর্বে ৬ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির কৃত বলে উল্লেখ, এবং ভীষ্ম পর্বে ২৩ অধ্যায়ে অর্জুন কৃত বলে উল্লেখ আছে। পুনর গবেষক মণ্ডলী এই দুটি অধ্যায়কেই পূর্বভারতে পরবর্তীকালের বোতনা লাব্যন্তে বাদ দিয়েছেন—কিন্তু যোজিত বা প্রক্ষিপ্ত অংশ থেকে মহাভারত যুগের পরে ক্রিভাবে নতুন দেবদেবীর পূজার প্রবর্তন হ'ল, বা নতুন ধর্মতত্ত্ব উদ্ভূত হ'ল, তা বুঝতে পারা যায়।

যুধিষ্ঠির কৃত বলে যে দুর্গাস্তব আছে তাতে দুর্গাকে কুমারী, কৃষ্ণ পিঙ্গলবর্ণা, যশোদাগর্ভসমুতা নন্দকুলে জাতা কালী, মহাকালী, বিদ্যাবাসিনী, নন্দটে জ্ঞানকাধিনী, ইত্যাদি বলা হয়েছে; মহিষাসুরনাশিনী বলে বর্ণনাও আছে ৬।১৫ শ্লোকে, কিন্তু সেটি অতিরিক্ত পংক্তিতে, প্রক্ষিপ্তের উপর প্রক্ষিপ্ত বলা চলে।

অর্জুন কৃত বলে যে দুর্গাস্তব আছে, সেটিতে দুর্গাকে কুমারী, কৃষ্ণ পিঙ্গলবর্ণা, নন্দকুলোদ্ভূতা, কালী, মহাকালী, ভদ্রকালী ইত্যাদি বলে আবার তাকে স্বন্দর মাতা, ভগবতী, দুর্গা, উমা, ব্রহ্মবিজা, মহানিদ্রা ইত্যাদি বলা হয়েছে।

হরিবংশে বিষ্ণুপর্বের ১২০ অধ্যায়ে বাণ রাজার গৃহে পাশবদ্ধ অবস্থাতে অনিচ্ছের দুর্গাস্তবের কথা আছে, দুর্গাস্তবে তার নাগ পাশ বন্ধন থেকে মুক্তি; কিন্তু ১২৭ অধ্যায়ে আছে যে কৃষ্ণ সংবাদ পেয়ে গরুড়ে আরোহণ করে এলেন, গরুড়কে দেখেই নাগগণ পলায়ন করে, তাতে অনিচ্ছের পাশমুক্তি হয়। অতএব ১২০ অধ্যায় বর্ণিত দুর্গাস্তবও পরে যোজিত সন্দেহ নাই।

কিন্তু হরিবংশেই দুর্গার কল্পনার প্রথম পর্যায় বর্ণিত আছে, বিষ্ণু পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে। সেই বর্ণনা মতে কালনেমির চয়টি গর্ভস্থ পুত্র গর্ভে শয়ান থেকেই পিতামহ হিরণ্যকশিপুকে উপেক্ষা করে ব্রহ্মার আরাধনা করে, হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেয় যে তোমরা দেবকীগর্ভে স্থান পাবে কিন্তু গর্ভস্থ অবস্থাতেই (১ জনের পরেই) কংসের হস্তে নিহত হবে। বিষ্ণু তা জেনে কালনেমির গর্ভস্থ পুত্রগণেরদেহে প্রবিষ্ট হ'য়ে তাদের আত্মা গ্রহণ করে নিম্রাদেবীর হাতে দিলেন, বললেন যে তুমি একটি একটি করে এদের দেবকীর গর্ভে স্থাপন করবে, এদের জন্ম হলেই কংস তাদের বধ করবে; তারপরে দেবকীর সপ্তম গর্ভস্থ শিশুকে আত্মর্ষণ করে নিয়ে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করবে, দেবকীর সপ্তমগর্ভ নষ্ট হয়েছে প্রচার হবে; তারপরে আমি দেবকীর অষ্টম গর্ভস্থ শিশু হয়ে জন্মাব, তুমি সেই সঙ্গে এককালে নন্দগোপের স্ত্রী যশোদার কন্যা হয়ে জন্মাবে—আমাকে নন্দের কাছে দিয়ে তোমাকে দেবকীর কাছে নেওয়া হবে, তোমাকে শিলাতলে কংস নিক্ষেপ করলে তুমি আকাশস্থ দীপ্তিময়ী দেবীরূপ ধারণ করবে, এই সব কর্মের পুরস্কারস্বরূপ তুমি স্বর্গের দেবতার সমান পদ লাভ করবে, ইন্দ্র তোমাকে ভয়ী বলে স্বীকার করবে, তুমি ধৌমার ব্রতধারিণী হয়ে বিদ্যা পর্বতে বাস করবে, শুভ নিশুভ নামক দুর্জয় দানবদ্বয়কে বিনাশ করে নরলোকে দেবীরূপে পূজিতা হ'বে।

এখানে মহিষাসুর বধের কথা নাই; মহাভারতে মার্কণ্ডেয় সমাস্রোতে—যাকে মার্কণ্ডেয় কথিত পুরাণ বলা চলে—কার্তিকেয়ের ভগ্নকাহিনী ও দেব-সেনাপতি পদে অভিষেক, এবং কার্তিকেয় কর্তৃক তারকাসুর ও মহিষাসুর বধের কাহিনী আছে (বনপর্ব, ২১৭ ২৩২ অধ্যায়)। মহাভারতের কালে যে স্বন্দ বা কার্তিকেয় বা ষড়ানন কর্তৃক মহিষাসুর বধ কাহিনী সাধারণের মধ্যে প্রচারিত ছিল, তার পরিচয় কয়েকটি শ্লোক হতে পাওয়া যায়—যথা দ্রোণ পর্বে ১৬৬।১৩ শ্লোকে ষটোৎকচের উক্তি—“তিষ্ঠ তিষ্ঠ ন মে জীবন্দ্ৰোণপুত্রগমিষ্ঠসি। এব-
‘হাং নিহনিষ্ঠ্যামি মহিষং যমুখো যথা॥’” এবং কর্ণপর্বে ৫।৫৭ শ্লোক সঞ্জয় কর্তৃক কর্ণ-অর্জুন যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়—“যথা স্বন্দেন মহিষো যথা কন্দ্রোণ চান্দকঃ। তথার্জুনেন স হতো বৈরথে যুদ্ধে দুর্মদঃ॥”

কিন্তু পরবর্তীকালে কয়েকটি পুরাণে ক্রমে কার্তিকেয়কে উপেক্ষা করে চণ্ডিকা দেবীর বীর্যকে উজ্জ্বল করে চিত্রিত করা হয়েছে, চণ্ডিকাকেই মহিষাসুর নাশিনী

বলা হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মধ্যে চণ্ডী বা দেবী মাহাত্ম্য সেই পুরাণের ১৩৪ অধ্যায়ের মধ্যে ১৩টি অধ্যায় নিয়ে, যেমন মহাভারতে ভীষ্মপর্বে ১৮টি অধ্যায় নিয়ে ভগবদ্গীতা। দেবীমাহাত্ম্যে চণ্ডীর দ্বিতীয় চরিত্র হ'ল মহিষাসুর মর্দিনী-কপা, সেখানে চণ্ডীদেবীর উৎপত্তি নানা দেবতার মিশ্রিত তেজ হ'তে হল এই অনৈগর্গিক বিবরণ আছে। তৃতীয় চরিত্র শুভ-নিশুভ হস্তীরূপ। প্রথম চরিত্র অবাস্তব। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডী বা দেবী মাহাত্ম্য শীর্ষক ১৩টি অধ্যায় একটি-প্রাচীন পুরাণে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের যোজনা মনে করাবার কারণ আছে। এই পুরাণের বিষয় স্মৃতিতে চণ্ডী বা দেবী মাহাত্ম্যের কোন উল্লেখ নাই; চতুর্দশ মনু ও মনুস্মৃত্তর কথা মধ্যে বিবস্থান পুত্র সাবর্ণি মনুস্মৃত্তর কথা সংক্ষেপে বলে তারপরে চণ্ডী কাহিনী বলা হয়েছে—যে স্বরথ রাজা মেধা মূনির আশ্রমে রাজ্যচ্যুত হয়ে গেলেন, সেখানে চণ্ডীর তিন চরিত্র শুনে মাটির মূর্তি গড়ে নিজের রক্তমাখা ফুল দিয়ে দেবীর পূজা করে বর পেলেন যে তিনি পরজন্মে সাবর্ণি মনু হবেন। একজন পার্শ্বিক হীনবীৰ্য রাজা বিবস্থান পুত্র সাবর্ণি হয়ে জন্মাবেন সে কল্পনা অশ্রদ্ধের। মার্কণ্ডেয় মূনি মহাভারতে মহিষাসুর বধের কাহিনী যে ভাবে বলেছেন, পুরাণে ভিন্ন ভাবে বলবেন তা মনে করা যায় না। তবে মার্কণ্ডেয় পুরাণে ঘোষিত দেবী মাহাত্ম্য বাদ দিলেও দেবী ভাগবত নামক উপপুরাণে সেই কাহিনী আছে, উপপুরাণটি কালিকা পুরাণের মত দশম বা একাদশ খৃষ্টীয় শতাব্দীতে রচনা মনে করা যেতে পারে।

হরিবংশে বিষ্ণু পর্বের তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাস রচিত বলে একটি আর্ধা-স্তুতি বা চণ্ডিকা স্তুতি আছে, সেটি হরিবংশের কোন চরিত্রের কৃত নয়, এমনি একটি স্তবের উদাহরণ। কিন্তু তার মধ্যে দেবীকে শবর, বর্বর ও পুলিন্দ ইত্যাদি অনার্য জাতি পূজিতা বলে আবার বলা হয়েছে যে লোকে তাকে সপ্তম্বর কাল পূজা অর্চনা করলেই যে কোন ঈদ্রিষিত ফল পেতে পারে; দেবীকে নিভ্রাক্ষী, নন্দকুলে জাতা বলে তাকে গুনঃ ব্রহ্মবিভারূপিণী বলা হয়েছে, তাকে কার্তিকেয়ের মাতা বলা হয়েছে, যদিও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছিল যে তিনি কোমার-ব্রতধারিণী হবেন।

দক্ষিণ ভারতে নিভ্রাদেবী বা ব্রাহ্মরূপা চণ্ডিকা দেবীকে কুমারী বলে পূজা করা হয়। উত্তর ভারতে যোগনিভ্রা বা বিষ্ণুমায়ী বা কালিকা বলে তাকে সতী ও উমার সঙ্গে এক করে দিয়ে শিবের জীর্ণপে কল্পনা করা হয়েছে। একদিকে ব্রাহ্ম বা নিভ্রাদেবী, অপর দিকে শবরদের পূজিতা দেবী চণ্ডিকা, এই দুটি কল্পনা

মিলিয়ে দুর্গাদেবীর কল্পনা করা হয়েছে। দুর্গাকে বিশ্বমাতা, পরমেশ্বরী, জগতের সৃষ্টি-পালন-সংহার-কারিণী রূপে পূজা প্রথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রচলিত হয়েছে। শ্রুতি মতে প্রথম দেবতাকে পুরুষ বা স্ত্রী, বালক বা বালিকা রূপে কল্পনা করা চলে। অতএব দুর্গার কল্পনা যে ভাবেই হয়ে থাকে, তাঁকে প্রথম দেবতা বলে পূজা বা আরাধনা করতে কোন বাধা নাই। তবে মহিষাসুর মর্দিনী রূপে পূজা অপেক্ষা শুভ নিশ্চয় স্বাভাবিক রূপে পূজার প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে বেশী মিল আছে মনে হয়।

৫. মহাভারত কাহিনীর কয়েকটি মুখ্য চরিত্র

(ক) কৃষ্ণ : মহাভারতের মুখ্য চরিত্র সমূহের মধ্যে কৃষ্ণ অগ্রতম। তাঁর চরিত্র সঠিক ভাবে বুঝতে প্রমাণ মহাভারত-পুঁথির বহির্ভূত কিছু কিছু তথ্য মনে রাখা প্রয়োজন। প্রমাণ মহাভারতে বহু প্রক্ষিপ্ত বা পরের কালের যোজনা আছে, সে কথা সকলেই স্বীকার করেন, তবে কোনটি প্রক্ষিপ্ত সে সম্বন্ধে সকলে একমত ন'ন। 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে বিচার করে কৃষ্ণের উপর আরোপিত মিথ্যাচারগুলি প্রক্ষিপ্ত বলে বর্জন করেছেন, তাঁর পরবর্তী কোন লেখক সেই বিচার পদ্ধতি পক্ষপাত-হ্রষ্ট বলে উপেক্ষা করে কৃষ্ণের উপর আরোপিত সব কলঙ্ক সত্য বলে স্থির করেছেন, কৃষ্ণের কূটকৌশলও প্রমাণ করতে কেবল মহাভারত কাহিনীর উপর সিদ্ধান্ত স্থাপন না করে ভাগবত পুরাণ কথিত কাহিনীও আশ্রয় করেছেন, যথা জরাসন্ধ বধের উপায় নির্দেশ সম্বন্ধে। ভীষ্ম বধের উপায় জানতে ভীষ্মের কাছেই যাওয়ার কল্পনা কৃষ্ণের মাধ্যমেই প্রথমে আসে বলে কোন কোন লেখক কৃষ্ণের কূট বুদ্ধির প্রমাণ দিতে চেয়েছেন, কিন্তু প্রমাণ মহাভারতে ভীষ্ম পর্ব ১০৭।৪৭ শ্লোক হ'ত দেখা যায় যে সে কথা যুধিষ্ঠিরই প্রথম বলেছিলেন। যুদ্ধের প্রথমদিন বিশ্বরূপ দেখিয়ে তৎকথা বলে কৃষ্ণ একবার ঈশ্বরীয় রূপ দেখিয়ে তারপর ক্রমাগত নীচে নেমে গেছেন, কারণ কুরুবীরদের বধের জন্য তিনি পাপের পথে পাণ্ডবদের নিয়ে গেছেন, এবং শেষে তাঁর বামপদতলে শরবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু এক কুৎসিৎ মৃত্যু, কিন্তু সেটাই তাঁর নীচে নামার কারণে প্রাপ্য ছিল, এইরূপ মন্তব্য সেই লেখকগণ করেছেন। এই সমস্ত মত ভ্রান্ত-ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধারম্ভে কৃষ্ণ বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন

নাই, তা পরের কবির কল্পনা; গীতায় গ্রথিত উপদেশও বলেন নাই; গীতা মহাভারতে বহু কাল পরে যোজিত হয়েছে। কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় থেকে ক্রমাগত নীচে নেমে গেছেন সে কথা সত্য নয়—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে কৃষ্ণের জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান—পঞ্চরাত্র বা ভাগবত ধর্ম প্রচার। সেই ধর্মমত অনুসারে চতুর্বাহু ভগবান বা নারায়ণের সৃষ্টি বা প্রকাশ—ভগবান বা নারায়ণ পরম দেবতা, সঞ্জন ও নিগূর্ণ ব্রহ্ম উভয়ের গুণ যুক্ত; তাঁর প্রথম অভিব্যক্তি বা বাহু বাসুদেব, অর্থাৎ পৃথিবীও অতীত সব জড়জগৎ—“সর্বেষা-
শাশ্রবো বিষ্ণু রৈশ্বরং বিধিমাস্থিতঃ। সর্বভূত কৃতাবাসং বাসুদেবে চোচ্যতে॥”
(শান্তি ৩৪৭।২৪)—অর্থাৎ তিনি (বিষ্ণু) সকলের বাসস্থান বলিয়া মহাবিশ্ব তাঁহাকে বাসুদেব নামে কীর্তন করিয়া থাকেন (কাঃ মঃ ৩৪)। বাসুদেব কণ-
হতে সঙ্কর্ষণ কণের উদ্ভব—জীব বা প্রাণের উদ্ভব শৈবাল, তৃণ ও ন্য বৃক্ষ লতা
কাট পতঙ্গ সরীসৃপ পশু পক্ষীরূপে ক্রমাগত বিকাশ। সঙ্কর্ষণ বাহু হতে প্রহ্লাদ
বাহুরূপে অর্থাৎ প্রাণীদের মধ্যে মনরূপে তাঁর প্রকাশ। প্রহ্লাদ বাহু হতে অনিরুদ্ধ
বাহু—অর্থাৎ মাতৃস্বের মধ্যে মন বিকশিত হয়ে অহঙ্কারের আবির্ভাব, প্রকৃতির
উপর কর্তৃত্ব করবার ইচ্ছা ও শক্তির আবির্ভাব। এই ধর্মের অঙ্গরূপে কৃষ্ণ
নীতিমূলক আচরণের কথা বলেন—সত্য, অহিংসা, ঋজু ব্যবহার, দান ও তপস্বী
হবে দৈনন্দিন জীবনের ভিত্তি, সেই সঙ্গে এক ভগবানে ভক্তি করে দুই বেলা
আরাধনা করতে হবে। এই ধর্ম “প্রবৃদ্ধি লক্ষণ”—অর্থাৎ ধর্মময় বিবাহিত জীবন
নিষ্ঠাভরে সম্পন্ন করে গৃহস্থের সব কর্তব্য সুসম্পন্ন করা এতে উপদিষ্ট, জীবনকেই
যজ্ঞ মনে করার উপদেশ দিয়ে বৈদিক দ্রব্যযজ্ঞ বা কর্মকাণ্ড নিরর্থক বলে বর্জন
করতে বলা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ৩।১৭ খণ্ডে দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ও ঘোর
ঋষি-সংবাদ আছে, ৩।১৪ খণ্ডে শাণ্ডিল্য বিত্তা আছে। বালগঙ্গাধর তিলক,
ডঃ গ্রীয়াসর্ন ডঃ রিচার্ড গার্বের মত প্রকাশ করেছেন যে ছান্দোগ্য কথিত দেবকী
পুত্র কৃষ্ণই মহাভারতের কৃষ্ণ। বলরাম বা সঙ্কর্ষণের নিকট পঞ্চরাত্র ধর্ম শিক্ষা
করে শাণ্ডিল্য এক সংহিতা প্রণয়ন করেন—সেটি এখন পাওয়া যায় না, শাণ্ডিল্য
ভক্তিসূত্র তাঁর পরবর্তী আর একজন শাণ্ডিল্যের রচনা, কিন্তু শঙ্করাচার্যের কালে
খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সেটি প্রাপ্তব্য ছিল, ব্রহ্ম সূত্রের ২।২।৪২-৪৫ সূত্রের শব্দ
ভাষ্য থেকে তাই মনে হয়। এই সূত্র কয়টির ভাষ্যই এখন পঞ্চরাত্র ধর্মের প্রধান
বিবৃতি; মহাভারতের শান্তিপর্বে ৩৩-৩৩৯ অধ্যায় ভীষ্ম কথিত এবং ৩৪-৩৪৯-

৩৫১ অধ্যায় সৌতি কথিত নারায়ণীর খণ্ডে চতুর্বাহু তত্ত্বের বা পঞ্চরাত্র ধর্মের মূল রূপ নাই, অনেকটা ব্রাহ্মণ্য ধর্মসহ বিরোধ বজ্রিত রূপ আছে ; তবু তার থেকেও কিছু কিছু ধারণা করা যায়। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর তিনটি শিলালিপিও বাসুদেবের বা বাসুদেব ও সংকর্ষণের ভাগবতরূপে পূজা প্রাপ্তির নিদর্শন ডিল্লার নিকট বেসনগরে প্রাপ্ত গুরুভূষণ স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি, এবং রাজস্থানে বাসুডি গ্রামে ও যহারাস্ট্রে নানাঘাট পর্বতে উৎকীর্ণ লিপি। ব্রহ্মসূত্রের ২।২।৪৫ সূত্রের ভাষ্যে কথিত হয়েছে যে শাঙিল্য চাঃবেদে ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে শ্রেয়ঃ নাই মনে করে পঞ্চরাত্র ধর্ম আয়ত্ত করলেন, তাতেই দেখা যায় যে এই ধর্ম বেদ বিরোধী। অর্থাৎ এই ধর্মে বৈদিক কর্মকাণ্ড বাদ দিয়ে ভক্তিমূলক উপাসনা বিহিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“বহু পল্লবিত বাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ডের যুগকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভক্তি ধর্মের যুগ যখন ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইল, তখন সেই সন্ধিক্ষেপে একটি বড় ঝড় আসিয়াছিল। আসিবারই কথা। এই বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকার বাহাদের হাতে, এবং সেই অধিকার লইয়া বাহারী সমাজে বিশেষ আদর পাইয়াছিলেন, তাহারী সহজে তার বেড়া ভাঙিতে দেন নাই। এই ভক্তির বৈষ্ণব ধর্ম যে বিশেষভাবে কৃত্তিবীর ধর্ম, তাহার একটি প্রমাণ—এবং কৃত্তিবীর শ্রীকৃষ্ণকে এই ধর্মের গুরুরূপে দেখিতে পাই, এবং তাঁহার উপদেশের মধ্যে বৈদিক মন্ত্র ও আচারের বিরুদ্ধে আঘাতের পরিচয় পাওয়া যায়। আর দ্বিতীয় প্রমাণ এই—পুরাণে যে দুইজন মানবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছে তাঁহারা দুইজনই কৃত্তিবীর,—একজন শ্রীকৃষ্ণ, আর একজন শ্রীরামচন্দ্র। *** কৃত্তিবীর এই ভক্তি ধর্ম যেমন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে তেমনি শ্রীরামের জীবনের দ্বারাও বিশেষভাবে প্রচার লাভ করিয়াছিল। **** শ্রীকৃষ্ণ কর্মকাণ্ডের নিরর্থকতা হইতে সমাজকে মুক্তি দিতে দাঁড়াইয়াছিলেন।”

‘প্রভাসে বাদবকুল ধবংস হল নারদ-কথ বিশ্বামিত্রের অভিশাপের ফলে নয়, কৃষ্ণদৈবপায়নের বিরোধিতায় ও চেষ্টায়, তা কোটিল্যের ধর্মশাস্ত্রের ১।৬৩ প্রকরণে পাওয়া যায়—অতিমাত্রায় হর্ষের বশীভূত হয়ে দৈবপায়ন ঋষিকে আক্রমণ করে

বৃষ্ণিকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তার থেকে অনুমান করা যায় যে প্রত্যর্সে বাদবদেয় উৎসবকালে দৈবায়ন ঋষিও উপস্থিত ছিলেন, তিনি অক্রুর প্রভৃতি ভোজ অঙ্কক নায়কগণের বৈদিক অহুষ্ঠানের সমর্থনে ও বৃষ্ণি নায়কগণের যজ্ঞ নিন্দার বিরুদ্ধে কথা বলেন, মন্ত প্রভাবে উত্তেজিত বৃষ্ণিগণ দৈবায়ন ঋষির সমর্থক অঙ্কক ভোজদের আক্রমণ করে নিজেরাও বিনষ্ট হয়, অঙ্কক ভোজদেরও বিনষ্ট করে।

ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণের মতানুযায়ী তত্ত্বকথা কিছু আছে, কিন্তু তার মতবিরুদ্ধ কথাও অনেক আছে। ডঃ রিচার্ড গার্বের মতে মূল গীতা অনুমান খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রণীত ও মহাভারতে সন্নিবেশিত হয়, পরে অনুমান খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাতে বৈদান্তিক ব্রহ্মতত্ত্ব ও বৈদিক যজ্ঞের সমর্থনে শ্লোক যোগিত হয়। গীতায় একবার কৃষ্ণের ঐশ্বরিক রূপের প্রকাশ, তারপরে ক্রমে তাঁর অবনতি সে কথা কোন মতেই বলা যায় না।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দ্রোণ বধের উপায় করা হয় কৃষ্ণের মন্ত্রণায় অশ্বখামার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ রটনা করে, সেটা যে মিথ্যা তা চতুর্দশ-পঞ্চদশ দিনের যুদ্ধ বিবরণ ভাল করে পড়লেই বোঝা যায়। চতুর্দশ দিবসের যুদ্ধে দ্রোণ তাকে অতিক্রম করে অর্জুন, সাত্যকি, ভীমকে পরপর কোঁরববৃহৎ ভেদ করে যেতে কেন দিলেন, ছর্ষোধনের সেই প্রশ্নের উত্তরে দ্রোণ বলেছেন যে তাঁর বয়স পঁচালী বৎসর হয়েছে, তার তুলনায় যুবক ক্রিপ্রকর্মা যোদ্ধাদের আটগাবার তার সামর্থ্য নাই। চতুর্দশ দিবস লাগাদিন তাঁর যুদ্ধের পরে ছর্ষোধনের কথার ক্ষুব্ধ হয়ে দ্রোণ অবহার না করে সারারাত যুদ্ধের আদেশ দিলেন। ফলে সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন; বিরাটরাজ ও দ্রুপদরাজ সেই ক্লান্তির ফলে দ্রোণের হস্তে প্রাণে দিলেন। ক্লান্ত দ্রোণও তাঁর তুলনায় যুবক বৃষ্ণদ্রুমের তাঁর আক্রমণ শেষ পর্যন্ত ঠেকাতে না পেরে নিহত হলেন, তা আশ্চর্যের পূর্বে বলা হয়েছে (৬.০।১৮)। চতুর্দশ দিবসে এবং সারারাত যুদ্ধের পরে দ্রোণের দেহে নতুন করে অমিত বীর্ষ আবির্ভাবের কথা গ্রাহ্য নয়, তা শুধু কৃষ্ণের কলঙ্ক রটনার ভূমিকা প্রস্তুতি। কৃষ্ণের উপর আরোপিত যুদ্ধকালে অগ্রাণ্ড অগ্রাণ্ড আচরণ কথাগুলিও গ্রাহ্য নয়, সে কথার পূর্বে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে।

কৃষ্ণ অপরাধের বীর ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, উত্তর ভারতে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রস্থাপনের যে চেষ্টা তিনি করেছিলেন, তা প্রথমে যুধিষ্ঠিরের দ্যুতাস্বতার ও পরে যতরাষ্ট্র-ছর্ষোধনের লোভে ও ভীম দ্রোণের ছর্ষোধনের দ্বারী অগ্রাণ্ড মেনেও তার

পক্ষে যুদ্ধ করার ব্যর্থ হয়। শেষ জীবনে নূতন নীতিমূলক ভক্তিবাদী প্রযুক্তি লক্ষণ যে ধর্ম তিনি প্রচার করেছিলেন, তা বৈশ্যায়ন কবি ও অক্লান্ত ব্রাহ্মণদের চেষ্টায় অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু তবু তার থেকে ভারতবর্ষে ক্রমে ভক্তিবাদী ভাগবত ধর্মের বিকাশ হয়, মূল শান্তিন্যাস সংহিতা নষ্ট হওয়ার সেই ধর্মের সরল বর্ণনা আর পাওয়া যায় না।

(খ) যুধিষ্ঠির : যুধিষ্ঠির মহাভারত কাহিনীর নায়ক। ভীষ্ম অর্জুনের মত শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বা ধর্মধর তিনি নন, তবু শুধু তাদের জ্যেষ্ঠ ভাতা বলে নয়, নিজ চরিত্রগুণেও তিনি তাদের মাত্র। তাকে জ্ঞানের ইন্ডলের ফেল করা ছাত্র কোন মতেই বলা যায় না; বহু ছাত্রের মধ্যে একজন ছাত্রনই শ্রেষ্ঠ হয় জ্ঞানের শিষ্ঠাগণ মধ্যে একমাত্র অর্জুন জ্ঞান কর্তৃক একাগ্রতার পরীক্ষায় সফল হতে পেরেছিলেন; অবশিষ্ট ছাত্রগণ সাধারণভাবে শিক্ষিত, ফেল করা ছাত্র সেদুগে অল্প শিক্ষকদের ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ কেহ থাকত না। যুধিষ্ঠির উত্তম রথী ছিলেন, রথাত্তিরথ সংখ্যান কালে ভীষ্ম তাকে রথোদার বা উত্তম রথী বলেছেন, দুর্যোধনকেও তাই বলেছেন—রথ যুদ্ধে একাধিকবার যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে পরাজিত করেছেন, যথা জ্ঞানপর্বে ১৫০ অধ্যায়ে বিবৃত ঘটোৎকচ বধ পর্বের যুদ্ধারম্ভকালে এবং কর্ণপর্বে প্রথম দিনের যুদ্ধ বিবৃতি ২৮ ও ২৯ অধ্যায়ে বর্ণিত যুদ্ধে। ২৯ অধ্যায়ে ইঙ্গিত আছে যে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে মারাত্মক আঘাত দিতে পারতেন, কিন্তু ভীষ্মের কথার নিবৃত্ত হ'লেন। শাস্ত্র বিজ্ঞায় যুধিষ্ঠির ভাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তার বিরুদ্ধে কুন্তী একবার বলেছিলেন যে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের মত তিনি অধ্যয়ন ও যজ্ঞ নিয়ে থাকতে চান, তা ছেড়ে তাঁকে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম অহুসারে কাজ করতে হবে। হস্তিনাপুরে শিক্ষাকালে তিনি স্নেহ ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন, বারণাসিতে নির্বাসন কালে বিদ্রব স্নেহ ভাষার গৃহদাহের সম্বন্ধে সতর্ক করে দিলেন, তা যুধিষ্ঠিরই শুধু বুঝলেন। বনবাস কালে ব্যাস এসে তাকে প্রতিশ্রুতি বিত্তা শিখিয়ে অর্জুনকে শিখিয়ে ইন্দ্রলোকে অস্ত্রশিক্ষার অন্ত প্রেরণ করতে বলেন। প্রতিশ্রুতি বিত্তা ইন্দ্রলোকে বা মধ্য এশিয়ার আর্ষ নিবাসে প্রচলিত ভাষা, এই অহুমান অসঙ্গত নয়, ব্যাস অর্জুনকেই না শিখিয়ে যুধিষ্ঠিরকে শেখালেন, তার কারণ এই যে যুধিষ্ঠির শীঘ্র ভাষা শিখতে পারতেন, ব্যাস তাকে অল্প সময়ের মধ্যে তা শিখিয়ে চলে যান, পরে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে শিখে তা আয়ত্ত করেন।

সমস্তা উপহিত হ'লে তার সমাধান নিজের উপরে নির্ভর করে যুধিষ্ঠির গুরু শেখ জীবনে নয়, প্রথম জীবনেও করেছেন। হিড়িম্ব বধের পরে হিড়িম্বা যখন ভীমের সঙ্গে কামনা করে, তখন ভীম ও কুন্তী কি উত্তর দেবেন স্থির করতে পারেন নাই, যুধিষ্ঠির স্থির করে দিলেন যে একটা বিবাহ-অভ্যর্থন করে—“কৃতকৌতুক-মঙ্গলম্” হিড়িম্বা সারাদিন ধরে ভীমের সঙ্গে করতে পারবে, কিন্তু রাজি হলেই ভীম কিরে এসে কুন্তী, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির সঙ্গে থাকবে। তারপর অর্জুন যখন লক্ষ্যবেধ করে দ্রৌপদীকে লাভ করেন, তখন যুধিষ্ঠির প্রথমে অর্জুনকে বলেছিলেন, তুমি লক্ষ্যবেধ করে কন্যাকে জয় করেছ, তুমি একে যথারীতি বিবাহ কর; কিন্তু অর্জুন দ্বোষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ না হতে বিবাহ না করতে চাইলে, এবং সব ভাইদের দ্রৌপদীর উপর নিবদ্ধ মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে যুধিষ্ঠিরই স্থির করলেন যে দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী হবে। ঋণদ রাজ পেরুপ বিবাহে প্রথমে আপত্তি করেছিলেন, তাকে যুধিষ্ঠিরই পুরাতন কালের উদাহরণ দিয়ে সন্মত করেন, ব্যাস কথিত অনৈসর্গিক কথায় ঋণদ রাজ ভুলেছিলেন তা মনে করবার কারণ নাই; তা ছাড়া ব্যাস কথিত উপাখ্যানের পরের কালে প্রসিদ্ধ। যুধিষ্ঠিরের সংকল্পের দৃঢ়তায় ও অস্ত্র পাণ্ডব ভ্রাতাদের নীরব সমর্থনে ঋণদরাজ তাঁর কন্যার পঞ্চপতিত্ব মেনে নিতে বাধ্য হ'ন।

অজ্ঞাতবাসের পরে জ্ঞাতিবধ গুরু বধ করে রাজ্য উদ্ধার করা উচিত হবে কিনা, তা নিয়ে স্বভাবতঃ যুধিষ্ঠির দ্বিধা করেছেন, কৃষ্ণ অর্জুন প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করেছেন, কিন্তু যুদ্ধকালে যুধিষ্ঠির দৃঢ়পদে জয়ের দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছেন, জ্ঞাতিবধ বা গুরুবধ হবে বলে দ্বিধা করেন নাই। প্রথম দিন অর্জুন পূর্ণ বিক্রমে যুদ্ধ করলেন না, ভীষ্ম দ্রোণের তীব্র যুদ্ধের যথাসাধ্য প্রতিকার করলেন না, সে বিষয়ে কৃষ্ণের নিকট যুধিষ্ঠির দুঃখ জানিয়েছেন, তবু যুদ্ধ হতে বিরতির কথা চিন্তা করেন নাই। নিজে যথাসাধ্য যুদ্ধ করেছেন, প্রতিপক্ষের অতিরথদের সঙ্গে তিনি পেরে উঠবেন না, তা তাঁর জানা ছিল, তবু তারা সম্মুখীন হ'লে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছেন। জয়দ্রথ বধের দিন সাতাকি ও ভীমকে অর্জুনের সাহায্যে পাঠিয়ে তিনি যুদ্ধে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ঘটোৎকচের যুদ্ধে তঁার দুঃখ প্রকাশ সহজে উদ্বেলিত অশ্রুধারা নয়, কিন্তু স্বপক্ষীয় একজন অতিরথের মৃত্যু সম্বন্ধে স্বপক্ষীয় বীরদের উদাসীনতার প্রতি ভৎসনা।

যুদ্ধশেষে জ্ঞানি পুত্র বন্ধু স্যোষ্ঠ ভাতা কর্ণ প্রভৃতির মৃত্যুতে শোকশ্রান্ত হয়ে যুধিষ্ঠির রাজ্যত্যাগ করে অরণ্যে বাসের কথা বলেছিলেন, এইরূপ সাময়িক প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক বলা যায় না। তাঁর সংকল্প সমর্থনে বিতর্ক বহু দীর্ঘ মনে হয়, কিন্তু ভীষ্মের শরশয্যা শায়িত অবস্থায় দীর্ঘ উপদেশের পটভূমি প্রস্তুত করতে এইভাবে যুধিষ্ঠিরের বৈরাগ্য সমর্থনে তর্ক প্রলম্বিত করা হয়েছে অসম্মান করা চলে। রাজ্যভার নিয়ে বহু বৎসর ধরে যুধিষ্ঠির স্মৃষ্টভাবে রাজ্যশাসন করেন। অর্জুনের নিকট হতে কৃষ্ণের মৃত্যু ও প্রভাসে যাদব কুলের ধ্বংসের কথা শুনে তিনি বে রাজ্য পরিস্থিতির হাতে দিগে প্রব্রজ্যা গ্রহণের সংকল্প করেন, সেই তার প্রথম একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদাহরণ নয়। সেই সময় পাণ্ডবগণের জীবনের কর্মভূমি হতে বিদায় নেবার সময় হয়ে এসেছিল, তাই যুধিষ্ঠিরের প্রব্রজ্যা গ্রহণের সিদ্ধান্তে তাঁর ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে কলঙ্ক তার মিথ্যা ভাবণ নয় কোন্ মিথ্যা ভাবণ তিনি করেন নাই; তাঁর কলঙ্ক দ্যুতমত্ততায় শুভবুদ্ধি আচ্ছন্ন হতে দেওয়া, তার ভ্রাতৃগণকে, নিজেকে ও দ্রোপদীকে দ্যুতের পণ করা। এই পণের ফলেই ভ্রাতৃগণের ও দ্রোপদীর কুরুসভায় অপমান, ও তার ফলে অবশেষে বুরুবুল ধ্বংস। দ্রোপদীকে পণ করার ভীম জুহু হ'য়ে যুধিষ্ঠিরের বাহু জালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। জালিয়ে দেওয়া সপথনযোগ্য হ'ত না, কিন্তু এইভাবে যুধিষ্ঠির যে অত্যাচার করেছেন, ভীষ্মের মুখে তার প্রকাশ যুক্তিযুক্ত হয়েছে। সভাপালনের ও ধর্মরক্ষার মান যুধিষ্ঠির খুব উচ্চ রেখে তার ফলে দুঃখ ভোগ করেছেন। বনপর্বে ৩৪ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির তাঁর মনোভাব বুঝিয়ে বলেছেন—দ্যুতকালে পাশার দান প্রতিবারই শকুনির বাঞ্ছিতভাবে পড়ে, দেখে তিনি অসম্মান করেন যে শকুনি শঠতা করছে, কিন্তু ক্রোধবশতঃ নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না; সব হারিয়ে দ্রোপদীর লব্ধ বস্ত্রের ফলে সব আবার ফিরে পেয়ে যখন পুনর্দ্যুতে আহুত হ'লেন, তখন দ্যুতের পণ শুনে ভীম বা অর্জুন কোন আপত্তি তুললেন না, তিনিও পণ স্বীকার করে নিলেন, লবলবের সম্মুখে পণের সত্য স্বীকার করে তা পালন করাই তিনি ধর্ম বিবেচনা করেছেন। দ্যুতের জয়ে শঠতা থাকলে সেই দ্যুতের পণের সত্য কার্যকর নয়, সেই কথা যুধিষ্ঠির স্বীকার করতে চান নাই; কৃষ্ণ প্রভৃতি বনবাসের আরম্ভ কালেই এসে যে অত্যাচার বিক্রমে তখনই অভিযান করে রাজ্য উদ্ধার করে দেবার প্রস্তাব করেন, তা যুধিষ্ঠির প্রত্যাখ্যান করেন; কৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরকে

নিজেও ধৰ্মবুদ্ধি অহুসাৰে চলতে দেন ; তাকে সত্য কখন পালনীয়, কখন পালনীয় নয়, সে কথা বোঝাতে চেষ্টা করেন নাই—যে তব্ব অৰ্জুনকে বোঝাবার প্রয়োজন হয়েছিল কর্ণের সেনাপতিত্ব কালে যুদ্ধের সময়। যুদ্ধিষ্ঠির যদি কৃষ্ণের কথামত দ্রুপতের পণের মত পালনীয় নয় মেনে নিয়ে গন্ত যুদ্ধে সম্মতি দিতেন, তাহলে বোধ হয় যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের মত ততটা ক্ষত্ৰ বিধ্বংসী হ'ত না। তবু যুদ্ধিষ্ঠিরকে তাঁর স্বকীয় সত্য পালন ও ধৰ্মবক্ষার মানের জন্ত শ্রদ্ধা না ক'রে পাড়া যায় না।

(গ) দুৰ্যোধন : দুৰ্যোধন মহাভারত কাহিনীতে ঐতিহাসিক। তাঁর ধারণা ছিল যে হস্তিনাপুরের সমস্ত রাজ্য তাঁর প্রাপ্য; কারণ যদিও প্রথমে তাঁর পিতা ধৃতরাষ্ট্র সম্বৎসর হেতু রাজ্য পান নাই, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডু রাজ্যভোগ করেছিলেন, তবু পাণ্ডু রাজ্যভার ত্যাগ করে গেলে তা ধৃতরাষ্ট্রের হস্তেই আসে, ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাবে দুৰ্যোধনের দাবী। বালাকাগ হতেই দুৰ্যোধন পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন, ভীমকে হত্যা করার চেষ্টা তিনি তিনবার করেছেন ; পরে দ্রোণের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত হলে দুৰ্যোধনের নির্বন্ধাতিশয়ে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে বারণাবতে নির্বাসিত করেন, সেখানে পাণ্ডবগণকে জীবন্তে দহন করা দুৰ্যোধনের অভিপ্রায় ছিল। তারপর হস্তিনাপুর রাজ্য ভাগ করা হ'ল, ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করে পাণ্ডবগণ তাদের রাজ্যার্দ্ধ স্বসম্বদ্ধ ক'রে ভুললেন। দুৰ্যোধন তখন কপট দূতের দ্বারা ত্রয়োদশ বর্ষের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য জিতে নিলেন, ত্রয়োদশ বর্ষ-শেষে উভয় পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী লোকে পাণ্ডবগণকে তাদের রাজ্যভাগ ফিরিয়ে দিতে বললে দুৰ্যোধন তা উপেক্ষা করেন। ইন্দ্রপ্রস্থের অদূরে যখন কৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেশু প্রভৃতি সৈন্যসহ এসে যুদ্ধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সন্ত সন্ত যুদ্ধে পাণ্ডবগণের রাজ্য উদ্ধার করে দেবার প্রস্তাব করেন, দুৰ্যোধন সে কথা জেনে ভীষ্মাদির নিকট বলেন যে যাদব-পাণ্ডালদের বাহিনীর সম্মুখীন না হয়ে পাণ্ডবগণের রাজ্য ছেড়ে দেওয়া ভাল হবে (উত্তরাগ ৫৫ অধ্যায়); কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, কৰ্ণ, অনথামা বলেন যে যাদব-পাণ্ডাল বাহিনী তাঁদের পরাজিত করতে পারবে না। এইভাবে আশ্ৰিত স্থাপনের সম্ভাবনা ভীষ্ম, দ্রোণাদির কথাতাই নষ্ট হয়ে গেল। পাণ্ডবগণের বনবাস ও অজ্ঞাতবাসকাল শেষ হ'লেও দুৰ্যোধনের মনে ভীষ্মাদির দেওয়া সেই আশ্বাস কাজ করছে, তিনি ভেবেছেন যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৰ্ণ, এবং অন্যান্য বহু বীরকে পাণ্ডব পাণ্ডালগণ কখনও পরাজিত করতে পারবে না। এই বিশ্বাস

না থাকলে দুর্ধোধন সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হ'তেন মনে হয়। দৌত্যকালে দুর্ধোধন কৃষ্ণের সন্ধি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সভা ছেড়ে গেলে ভীষ্ম বলেন যে দুর্ধোধন দুর্বিনীত, তার কয়েকজন পরামর্শদাতা আছে, সে মনে করছে যে যুদ্ধে পাণ্ডব-পাঞ্চালগণ জয়লাভ করতে পারবে না, তাই সে যুক্তিতে কর্ণপাত না করে সকলকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে :-তার উত্তরে কৃষ্ণ পবিত্র ভাষায় বললেন, শুধু দুর্ধোধনের দোষ নয়, কুরুবৃদ্ধদেরও দোষ আছে, তারা যদি বোঝেন যে দুর্ধোধন কুরুকুলকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে, তারা কেন তাকে শাসন করেন না? কিন্তু ভীষ্ম, বাহলীক, সোমদত্ত ইত্যাদি কুরুকুলের প্রতীকগণ শুধু যে দুর্ধোধনকে শাসন করার চেষ্টা করলেন না তা নয়, যুদ্ধ হ'লে তারা দুর্ধোধনের পক্ষে যুদ্ধ করবেন না, সে কথাও বললেন না। এই কুরুবৃদ্ধগণ ও দ্রোণ যুদ্ধে বিরত থাকবেন বললেই সন্ধি হয়ে যেত। অতএব ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংসকারী যুদ্ধের জন্য দায়িত্ব একা দুর্ধোধনের নয়।

দুর্ধোধন দ্যুতসভায় দ্রোণদীর অপমান করে তাঁর চরিত্রের হীনতা প্রকাশ করেছিলেন। নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে কর্ম করা সমর্থন ক'রে তিনি বলেছেন, যে দৈব—শাস্তা—তাকে জন্মের পূর্বে যে প্রবৃত্তি ও প্রবণতা দিয়ে গঠন করেছেন, তিনি সেই অনুসারেই চলেছেন।^১ সেইকথা উজোগ পর্বও তিনি বলেছেন।^২ কিন্তু মাতৃ-বর মধ্যে প্রবণতার উর্দে উঠ'বার ক্ষমতা আছে, চেষ্টা করলে মাতৃব-স্বভাবগত প্রবণতা জয় করে ধর্মের পথে অগ্রসর হতে পারে, সে কথা যেন দুর্ধোধন মানতে চান নাই। নিজের ভ্রান্ত সংস্কার বশে জীবন চালিত করে দুর্ধোধন নিজেকে ও ক্ষত্রিয় কুলকে বিরাট ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছেন।

(ঘ) ধৃতরাষ্ট্র : ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম কি তা ভাগে করে জানতেন, ধর্ম কথা শোনা ব্যাপারে তাঁর ক্লাস্তি ছিল না। তবু তিনি অশ্রদ্ধা অধর্ম জেনেও অনেক কাজ করেছেন, যথা পাণ্ডবগণকে বারণাবতে নির্বাসন দিয়ে তাদের মৃত্যুর মুখে ফেলা,

১। সভাপর্ব ৬৪ চ :

“একঃ শাস্তা ন দ্বিতীয়োহস্তি শাস্তা গর্ভেশয়ানং পুরুষং শাস্তি শাস্তা।

তেনাহুশিষ্টঃ প্রবণাদিবাস্তো যথা নিযুক্তোহস্মি তথা ভবামি ॥”

২। উজোগপর্ব ১০৫।৪০ : “বর্থেবোধয়স্বষ্টোহস্মি যদ্ ভাবি য়া চ মে গতিঃ।

তথা মহর্ষে বর্তাম কিং প্রলাপঃ কবিশ্রুতি ॥”

দ্যুতক্রীড়া হতে নানা অমঙ্গল উদ্ভূত হয় জেনেও দ্যুতক্রীড়ার আহ্বান করা, দ্রোণদী কুরু সভায় নীত হয়ে অপমানিত হচ্ছেন জেনে যথাকালে তার প্রতিকার না করা, দুর্যোধনের পাপমতি অর্থাৎ পাণ্ডবগণের রাজ্যাংশ ফিরে না দেবার ইচ্ছা আছে জেনেও সমগ্র রাজ্যভার তার হাতে ছেড়ে দেওয়া, এবং কৃষ্ণের সন্ধির প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত বুঝেও দুর্যোধনকে যে প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য না করা। রাজ্যভার ও শেষ সিদ্ধান্তের দায়িত্ব দুর্যোধনের হাতে, বল তিনি নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তিনি চেষ্টা করলে দুর্যোধনকে বাধ্য করতে পারতেন—তিনি যদি বলতেন যে দুর্যোধন সম্মত না হলে তিনি ভীষ্ম ও বাহলীককে নিয়ে অরণ্য বাসে চলে যাবেন, তা হলে দুর্যোধনের সম্মত না হয়ে উপায় থাকত না। খুতরাষ্ট্র সংক্ষেপে বহু প্রচলিত একটি শ্লোক প্রযোজ্য, যদিও শ্লোকটি মহাভারতে স্থান পায় নাই—“জানামি ধর্ম ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম ন চ মে নিবৃত্তি :।

কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি ॥

খুতরাষ্ট্র ধর্ম কি জেনে তা অবলম্বন করেন নাই, অধর্ম বুঝেও অধর্ম হতে নিবৃত্ত হ'ন নাই, তাঁর হৃদয়স্থিত প্রবৃত্তি—লোভ ও পুণ্ড্র প্রীতি অন্ধ স্নেহ অহুসারেই তিনি চলেছেন, সেই লোভ ও অন্ধ স্নেহই যেন অপদেবতা হয়ে তাকে চালিত করেছে। প্রসঙ্গতঃ বলা কর্তব্য যে শ্লোকটির দ্বিতীয় পংক্তির পাঠভেদ দ্ব্যবশ্যকরূপী ভগবানের নামে কুংসা প্রচার—“তয়া, দ্ব্যবশ্যক হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি” এতথা যিনি ধর্ম জেনেও ধর্মপথে চলেন না, অধর্ম জেনেও তার থেকে নিবৃত্ত হন না, তার পক্ষে বলা ভগবানকে উপহাস করা মাত্র।

৬. মহাভারতে ধর্ম ও নীতিকথা

প্রমাণ মহাভারতে ধর্ম ও নীতিকথা বার বার বিবৃত হয়েছে। শিবের উদ্দেশ্যে তপস্যা ও আরাধনার কথা বহু প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক পরের কালে যোজিত উপাখ্যানে ও সন্দর্ভে বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণুর মহিমার কথা ও তাঁর উদ্দেশ্যে আরাধনার কথাও যথেষ্ট আছে। ব্রহ্মার উল্লেখ অপেক্ষাকৃত কম, তবু অনেক স্থানে আছে; সূর্য উপাসনা উপাখ্যানে, রাম উপাখ্যানে তাকে পরম দেবরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। এই ত্রিদেবের উপাসনা কোঁরব পাণ্ডবকালের পরে ভারতবর্ষে প্রচলিত

হয় ; তাদের কালে বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রাধান্ত ছিল, যুধিষ্ঠির নির্বাসন কালেও অগ্নিহোত্রের ব্যবস্থা নিয়ে অরণ্যে গিয়েছেন। আদিপর্বে আছে যে ব্যাস ঋষি বেদের কর্মকাণ্ড, জ্ঞান কাণ্ড, যোগতত্ত্ব, ধর্ম অর্থ ও কামের তত্ত্ব, ধর্মার্থকামমুক্ত শাস্ত্র সমূহ সবই আরম্ভ করেছিলেন, এবং মহাভারতে এই সব তত্ত্ব সন্নিবেশিত করেছিলেন।^১ এখানে মোক্ষের কথা নাই। কিন্তু শান্তিপর্বে মোক্ষ-ধর্মালুশাসন অনেক অধ্যায় নিয়ে বিবৃত হয়েছে। মোক্ষের প্রধানতঃ তিনটি পথ বলা হয়েছে—কর্মসত্ত্বাসের পথ—যা শুকদেব অবলম্বন করেছিলেন ; কর্ম-যোগের পথ—যা রাজর্ষি জনক অনুসরণ করেছিলেন, এবং ঐকান্তিক ধর্ম বা শুদ্ধা ভক্তির পথ, যা নারদ কথিত বলা হয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণ যার আদি রূপের প্রবর্তক। কৃষ্ণ উপদিষ্ট ভাগবত বা নারায়ণীয় ধর্ম ভক্তিমূলক প্রবৃত্তি মার্গ শিক্ষা দেয়, শান্তিপর্বে এই ধর্মকে প্রবৃত্তি লক্ষণ বলা হয়েছে^২, কিন্তু তারপরে ঐকান্তিক নাম দিয়ে নিবৃত্তিমূলক শুদ্ধাভক্তির ধর্মে পরিণত করার চেষ্টা হয়েছে।^৩

মহাভারতের যুগে আর্ষজাতির উদ্দাম প্রাণশক্তি ছিল, বৈরাগ্যমূলক মোক্ষ-ধর্মের অনুসরণ দুই একজন মহর্ষি ও রাজর্ষি করে থাকতে পারেন, জনসাধারণ ও তাদের নেতৃবর্গ ধর্মার্থকামমুক্ত জীবনযাত্রা পথেই বলেছেন। অর্থার্জন ও কামভোগ বেন ধর্ম অতিক্রম করে না হয়, সেদিকেই সবার লক্ষ্য ছিল, শান্তিপর্বে ১৬৭ অধ্যায়ে ভীষ্মের উপদশ বিরতির সময় পাণ্ডবগণ বিদ্রুদসহ তত্ত্ব আলোচনা করেন ; বিদ্রু বশ্নেন, অধ্যয়ন, তপ, দান, শ্রদ্ধা, যজ্ঞানুষ্ঠান, ক্ষমা, সয়লতা, দয়া, সত্য ও সংযম ধর্মের অঙ্গ, ধর্মে অবিচলিত থাকলে অর্থ ও কাম লাভ হয়। অর্জুন বলেন, পৃথিবী কর্মভূমি, কৃষি বাণিজ্য পশুপালন শিল্প ইত্যাদি সব কর্মের আরম্ভেই অর্থের প্রয়োজন, অর্থ না থাকলে যজ্ঞদানাদিও করা যায় না, অতএব অর্থই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য, অর্থোপার্জনে প্রথমে মন দিতে হবে। নকুল ও মহদেব বলেন, ধর্মকে আশ্রয় করে অর্থোপার্জন করা কর্তব্য। ভীম বলেন, মাচুষের মনে কামনা না থাকলে কর্মে বা ধর্মে প্রবৃত্তি হয় না, তাই কামই সর্বশ্রেষ্ঠ। যুধিষ্ঠির বলেন, মোক্ষ কি জানি না, কিন্তু ঋষিগণ বলেন যে যিনি পাপ ও পুণ্য কর্ম করেন না,

১। আদি : ১।৪৮-৫০

২। শান্তি : ৩।৭।৮৩

৩। শান্তি : ৩৪৮ অধ্যায় (কা ম ৩৪২ অধ্যায় ।)

লোষ্ট্র ও কাঞ্চনকে সমান মনে করেন, তিনি স্বথ দুঃখের অতীত হয়ে মোক্ষ-লাভ করতে পারেন; মোক্ষই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। যুধিষ্ঠিরের ভাষণে নিজের প্রত্যয়ের অভাব মনে হয়, তিনি আজীবন বৈদিক কর্মকাণ্ডের পথই ধরে চলেছেন। অতএব এখানে তাঁর কথার উপর বেশী মূল্য দেওয়া যায় না। মহাভারতের যুগে ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গই জীবনের লক্ষ্য ছিল বলা যায়।

কুরুক্ষেত্রের ঊলোকবিধবাসী যুদ্ধের পরে জাগতিক স্বথ সমৃদ্ধির অনিত্যতার কথা মাত্তবেশ মনে আসে। বিদুর জ্ঞীপর্বে ধৃতরাষ্ট্রকে সাহসনা দিতে বলেছেন—
“সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়া : পতনান্তাঃ সমুচ্ছয়াঃ। সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তঃ চ জীবিতম্।”^১ অর্থাৎ সব ভূপ, প্রস্তর মৃত্তিকাদির টিপি, ক্ষয় হ’তে হ’তে শেষ হয়, পতনে উন্নতির অঙ্গান হয়, সংযোগের পরে বিয়োগ আসে, জীবন মৃত্যুতে শেষ হয়। কিন্তু মৃত্যু সত্ত্বেও জীবনের ধারা অবিচ্ছিন্ন থাকে, নূতন জাতকের জন্ম হয়, নূতন আত্মীর বন্ধুর সঙ্গ যোগ হয়, পতনের পরে দেশে বা গমাঙ্গে আবার উন্নতি আসে, ভূপ যেমন কালে বা ব্যবহারে ক্ষয় হয়, তেমন মাত্তবেশ কর্মফলে বা স্বাভাবিক উৎপাতের ফলে নূতন ভূপ গড়ে ওঠে। সাধারণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ উপদেশ হল “অজরামংবৎ প্রাজ্ঞো বিভ্রামর্থং চ চিন্তয়েৎ। গৃহীত ইব কেশেষু হৃত্যনা ধর্মমাচরেৎ॥” জ্ঞীপর্বেই বলা হয়েছে “আদাবেব মনুজ্ঞেণ বর্তিতব্যং যথাকমন্। স্বধা নাতীতমর্থং বৈ পশ্চাত্তাপেন যুজ্যতে॥”^২ অর্থাৎ মাত্তবেশ প্রথমেই বিচার করে যথাসাধ্য কর্ম করা কর্তব্য, যাতে পরে কৃত বা অকৃত ধর্মের জন্য অকৃতাপ করতে না হয়।

কৃষ্ণ সর্বদা কর্মপথে চলবার, কর্তব্য স্থির করে নিয়ে সেই কর্ম অতর্কিত হয়ে করার উপদেশ দিয়েছেন। মহাভারতে বৈরাগ্য প্রশংসিত হয়েছে প্রথমতঃ মোক্ষধর্মালুশাসন অনুপর্বে; তাছাড়া প্রায় সর্বত্র গার্হস্থ্য ধর্ম প্রশংসিত হয়েছে পিতৃশ্রদ্ধা শোধ করতে বিবাহ ও সন্তানোৎপাদন সব সময় পুরুষের কর্তব্য বলা হয়েছে। আধুনিক ভাষায় বলা যায় যে স্বভাবিক ধারা কখনো ছেঁতে না দিতে তা প্রত্যেক সমর্থ পুরুষের দেখা কর্তব্য বা ধর্মের অঙ্গ, তা মহাভারতে এসংক্রিষ্ট বার বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ ও মহাভারতের অন্যান্য চরিত্র পুরুষ সমস্ত

১। জী: ২।৩

২। জী: ১।৩৫

বা ততোধিক কাল কর্মময় জীবন বাপন করেছেন. পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজে, মহম্মদ সে উপদেশ সেকালে কারো কর্তনায় আসে নাই। ঈশোপনিষদে “কুর্বন্মবেহ কর্মানি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ”—কর্ম করে শতবর্ষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে—এই ছিল তখনকার আদর্শ।

কোন জাতি যদি পৃথিবীতে সমৃদ্ধভাবে বেঁচে থাকতে চায়, কর্মমূলক জীবন-বাদী ধর্ম সে জাতির একমাত্র পথ; ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট স্মিথ তাঁর ভারত-বর্ষের ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন, বৌদ্ধগণ তাদের ধর্মের লক্ষ্য নির্বাণের মতই ভারতবর্ষ থেকে ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেল। মধ্যযুগে পাশ্চাত্য খৃষ্টানদের পরলোকের দিকে লক্ষ্য ছিল, পৃথিবীকে দুঃখময় লোক মনে করত, তখন তারা জীবনধর্মী মুসলিম শক্তির নিকট পরাজিত হয়েছে. মধ্যযুগের পরগোকমুখী ধর্মভাব কাটিয়ে উঠে তারা প্রবল হয়ে উঠেছে। ভারতে বৈদিক আর্থগণ প্রাণধর্মী ছিলেন, ক্রমে মুক্তিকামী বৈরাগ্যধর্মী হয়ে তাদের দুর্বলতা এসেছে। সৃষ্টির মধ্যে জীব বা প্রাণ ভগবানের একটি আশ্চর্য অভিব্যক্তি, সৌরমণ্ডলে নয়টি গ্রহের মধ্যে শুধু পৃথিবীতেই প্রাণের বিকাশ আছে। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথে সেই প্রাণকে অস্বীকার করার চেষ্টা, মোক্ষকে নিশ্চেষ্ট বলে জীবন হতে পলায়নের চেষ্টা যারা করে, তারা সৃষ্টিতে যে ক্রমবিকাশ অন্তর্নিহিত পরমাখ্যার প্রেরণায় প্রকৃতি সাধন করছে, তাকে অস্বীকার করে বিনাশের পথে চলেছে তাতে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়”—তা কেবল একজন স্তম্ভ কবির পক্ষে নয়, যে জাতি পৃথিবীতে টিকে থাকতে, পৃথিবীতে সমৃদ্ধ লাভ করতে চায়, যে জাতির সকলের পক্ষেই সত্য। একদিকে পৃথিবীর সমৃদ্ধ শক্তিশালী জাতিদের সমান হবার আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে ত্যাগ বৈরাগ্যমূলক মোক্ষধর্মের প্রচার, এই দুটির মধ্যে যে আলো অন্ধকারের সম্পর্ক, সে কথা আমাদের ভালো করে বোঝা প্রয়োজন। মহাভারতে শাস্তিপর্বে মোক্ষধর্মের বিবৃতি আছে, কিন্তু তা পরের কালের যোজনা, মহাভারতের যুগে যে অন্ত আদর্শ ছিল, তা শাস্তিপর্বের ১৬৭ অধ্যায়ে ভীম, অর্জুন, নকুল সহদেবের কথা হতেই প্রমাণ হয়, আদিপর্বের ১৪৮-৫০ শ্লোক থেকেও তা স্পষ্ট দেখা যায়। সমৃদ্ধ জাতিদের সমান হতে হলে এখন আমাদের মহাভারত যুগের প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম, বা তার আধুনিক সংস্করণ, অমূল্য করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ প্রচারিত মূল ভাগবত ধর্মের কথা আসে। আৰ্য জাতির উদ্ধার প্রাণ চঞ্চলতা একদিকে রুদ্ধ করে আনুহিল ক্রমবর্ধমান যজ্ঞাভ্যর্থানের জটিলতা, অতীতকে জীবনকে দুঃখময় বলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে পরিহার করে বৈরাগ্যের পথে মোক্ষ বা মুক্তির আদর্শ প্রচার। কৃষ্ণের প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম শ্রব্যা যজ্ঞাভ্যর্থান ও বৈরাগ্যের পথে মোক্ষলাভ সাধনা, এই দুটি পথকেই অস্বীকার করে সভ্য, স্বজ্ঞতা, তপ, অহিংসাকে ভিত্তি করে নরনারীকে তাদের মিলিত জীবনকে সোমধর্মের মত মনে করে নিষ্ঠাভরে সংসারের কর্তব্যপালন করতে বলেছে। সেই সঙ্গে বলেছে যে নারায়ণ বা ভগবান নিজেই সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ করেছেন প্রথমে জড়জগতরূপে, পরে পৃথিবী আদি লোকে প্রাণ বা জীবরূপে, পরে জীবের মধ্যে মন রূপে, এবং তারপরে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে অহংকার বা অহমভাব (ego-sense) রূপে—যার বলে মানুষ প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারে; ভগবানের এই চতুর্বাহু প্রকাশ স্মরণ করে প্রতিদিন ভক্তিভরে ভগবানের পূজা বা আরাধনা করে হৃদয়ের মধ্যে ও উর্দ্ধলোকে আত্মার ও ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করতে চেষ্টা করতে হবে। এই কৃষ্ণ প্রচারিত মূল ভাগবত ধর্মকে বৈদিক যজ্ঞবিধির ধারক ব্রাহ্মণদের তীব্র আক্রমণের সন্মুখীন হতে হয়েছে, এসং এই ধর্ম নিবৃত্তিমূলক ধর্মের প্রচারকগণের দ্বারাও নিন্দিত হয়েছে। নানা বিরোধিতা সত্ত্বেও কৃষ্ণ প্রচারিত ধর্ম ভক্তির ধর্ম রূপে থেকে গেছে, তবে সেই ভক্তিদর্ম বা ভাগবতধর্ম কৃষ্ণ প্রচারিত ধর্ম থেকে অনেকাংশ ভিন্ন রকম হয়ে গেছে, তার মধ্যে জ্ঞান ও কর্মের আবশ্যকতাকে গোণ হান দেওয়ার ধর্ম কিছু প্রাণহীন হয়ে গেছে।

পণ্ডিতেরা ঋষি অবিন্দ তাঁর Life Divine গ্রন্থে যে দর্শন ও ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা কৃষ্ণ প্রচারিত মূল ভাগবত ধর্মের সঙ্গে প্রায় মিলে যায়, আর তার মধ্যে যে কথা অস্পষ্ট ছিল তাকে পরিষ্কৃত করেছে। তিনিও বলেছেন যে ব্রহ্মের সত্ত্বা প্রথমে নানা জড়জগতরূপে প্রকাশ পেয়েছে, তার মধ্যেই ব্রহ্মের চিৎশক্তি অন্তর্লীন আছে; তার থেকে উপযুক্ত অবস্থায় প্রাণ বা জীবের সৃষ্টি হয়েছে, জীবের মধ্যে মনের ও মানুষের মধ্যে অহং ভাবের প্রকাশ হয়েছে—এই যে ক্রমবিকাশ, তাকে মানুষ তার অহং ভাব প্রভাবে সাধনা করে স্বরাশিত করতে পারে; লক্ষ্য হ'ল মহত্ত্ব সাধারণের দিব্য জীবন প্রাপ্তি—সেই পথে চলতে কেউ কেউ মোক্ষের পথে ব্রহ্মে লীন হতে পারে, কেউ পরা ভক্তির পথে ভগবানের

সালোক্যলাভ করতে পারে, কিন্তু এইভাবে দুই একজনের পার্থিব জীবনযাত্রা হতে বিচ্যুতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়—এরূপ সিদ্ধান্তের বিচ্যুতিতে মনুষ্য সাধারণের জীবন উপকৃত হয় না এবং সাধারণের জীবনযাত্রার মান নেমে যায়—ভগবানের উদ্দেশ্য যে সমগ্র মানব সমাজ দিব্য জীবনের পথে গিয়ে পৃথিবীতেই নূতন স্বর্গ গড়ে তুলবে; যারা নিজ চেষ্টায় শীঘ্র উন্নতি লাভ করেন, তাদের কর্তব্য সংসার হতে অপস্থত না হয়ে কর্ম করে সমস্ত মানব জাতিকে উন্নতির পথে নেবার চেষ্টা করা। অবিন্দ তাঁর “সাবিত্রী” নামক কাব্যে বলেছেন যে রাজা অশ্বপতি আত্মদর্শন করে ভগবানের রূপা পেয়েও সংসারে থেকে সাবিত্রীর জন্ম দিলেন, যাতে নবজাতিরা মানুষকে দিব্য জীবনের পথে নিতে সাহায্য করতে পারে; এবং সাবিত্রী ও বিবাহের পরে সাংসারিক জীবনের মধ্যেই আত্মদর্শন করে শক্তিশালত্বের সেই শক্তিবলে মৃত্যুদেবতাব সম্মুখীন হয়ে স্বামীকে মৃত্যু থেকে ফিরিয়ে আনলেন, ও স্বর্গে স্বর্গের জীবনের প্রলোভন ত্যাগ করে সংসারে ফিরে পুত্র কন্যার জন্ম দিলেন, যাতে তারা মানুষকে দিব্য জীবনের পথে নিতে চেষ্টা করতে পারে। অর্থাৎ দিব্যজীবন লক্ষ্য করে তার জন্ম সাধনার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হবে, তাই হ’ল এই ধর্মের মূল কথা।

পৃথিবীতে সমুদ্রজাতি হিসাবে বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করলে কৃষ্ণ ও অবিন্দ নির্দিষ্ট পথই একমাত্র পথ, তাতে সন্দেহ নাই।

আর্য হিন্দু সমাজে পৌরাণিক ও মধ্য যুগে বহু ক্ষয়কারী ছিদ্র প্রবেশ করেছিল। আহারশুদ্ধি ও স্পর্শশুদ্ধির ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে সমাজপতিগণ বহু পুরুষকে সমাজ থেকে বহিস্কৃত করেছেন, আহারশুদ্ধি বা স্পর্শশুদ্ধি সম্বন্ধে দোষ দূর করতে তাঁরা ভূষানলে প্রবেশ বা জলস্ত স্নাতপান রূপ কষ্টকর মৃত্যুকে প্রায়শ্চিত্ত রূপে নির্দিষ্ট করেছেন, যার ফলে সমাজে ফিরে আসতে যারা উৎসুক ছিল, তারা বিদেবভাবাপন্ন হয়ে কালাপাহাড়ের মত হিন্দুধর্ম ও সমাজের প্রভূত ক্ষতি করেছে—তার জন্ম সমাজপতিদের ভ্রান্ত জীবন দর্শনই দায়ী। কাশ্মীরের ছলে বলে ধর্মাস্তব্রিত বহু প্রজা যখন স্বধর্মে ফিরতে চেয়েছে, কাশ্মীর পণ্ডিতদের আত্মঘাতী বিধানের ফলে তা সম্ভব হয়নি, সে কথা ধর্ম নিরপেক্ষ জবাহারলাল নেহরু তাঁর *Discovery of India* গ্রন্থে বলে গেছেন। সমাজের পুষ্টির জন্য নারীরক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন, সে কথাও মধ্যযুগে সমাজপতিরা বুঝতে চান নাই, কারণে অকারণে সামান্য বিচ্যুতি-হেতু বা বিচ্যুতির অপবাদ হেতু তাঁরা নারীকে সমাজভ্রষ্ট করে বিধর্মীর

আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছেন। কিন্তু মহাভারতের খিলপর্ব হরিবংশেই আছে যে অকামা নারী ধর্মিতা হলেও ত্যাজ্যা বা দুষ্টা হয় না—“ভানোঃ প্রভা শিখা বহ্নের্বদীহোজ্ঞে তথাহতিঃ। পরামুট্টাপ্যসংসকা নোপদুস্তি যোষিতঃ”^১ সেকথা অস্ত্র ধর্মশাস্ত্রেও আছে, কিন্তু সমাজপতিগণ তা গ্রাহ্য করেন নাই। শত্রুর আক্রমণের মুখে স্ত্রী কত্যা ফেলে পলায়নের দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে অনেক দেখা গেছে, যদিও তা কাপুরুষতার চূড়ান্ত। “দ্যায়ানং সততং রক্ষ্যেৎ দাঠৈরপি ধনৈরপি” এই প্রবচন কে রচনা করেছিল তা এখন অজ্ঞাত, কিন্তু স্লোক রচনা করলেই তা ধর্ম বলে গ্রাহ্য হতে পারে না। স্ত্রী যে সর্বদা রক্ষণীয়, সেকথা মহাভারতে ও হরিবংশে আছে—“শাশ্বতোহয়ং ধর্মপথঃ সন্তিরাচরিতঃ সদা। যদুভাষণং পরিরক্ষন্তি ভর্তারোহন্নবলা অপি ॥”^২ অর্থাৎ পতি দুর্বল হলেও স্ত্রীকে প্রাণপণে রক্ষা করবে তাই চিরকালের ধর্ম। “কলত্ররক্ষণং কাৰ্য্যং সর্বোপাট্যৈঃ সদা বুধৈঃ। কলত্র ধর্ষণং লোকে মরণাদতিরিচ্যতে ॥”^৩ অর্থাৎ যেভাবে পারা যায়, স্ত্রীকে রক্ষা করতে হবে, স্ত্রীর ধর্ষণ পতির পক্ষে মরণ হতেও অধিক ক্লেশদায়ক। সেই যুগে স্ত্রীরক্ষার আর্বগণ সর্বদা অবহিত ছিলেন।

জাতিভেদের বিষয়তা, তথাকথিত নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের অত্যাচার, মহাভারত যুগে বিশেষ ছিল না মনে হয়। কৃষ্ণ অরণ্যচারী আদিবাসী কত্যা জাম্ববতী রোহিণীকে বিবাহ করে তাকে আর্ষ কুলোদ্ভবা স্ত্রীগণের সমান সম্মান দিয়েছিলেন, তার পুত্র সাধু কল্মিষীর পুত্র প্রত্যাঙ্গের প্রায় সমপর্ষায়ের অতিরিক্ত ছিল। ভীষ্মও নরমাংসভোজী অরণ্যচারী জাতির কত্যা হিড়িম্বাকে বিবাহ করেছিলেন, ও পাণ্ডবগণ রাজ্যলাভ করলে তাকে রাজ্য অন্তঃপুরে স্থান দিয়েছিলেন, সেকথা লৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব হতে পাই। নিষাদ রাজ একলব্য যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, নিষাদ বলে অপাংস্ত্রের ছিলেন না। এই উদার মনোভাব ব্রাহ্মণ ধর্মশাস্ত্রকারদের বিধান মতে ক্রমে পরিবর্তিত হয়। কলে সমাজের ক্ষতি হয়েছে, আর্বসমাজ বাদের দূরে ঠেলেছে, তাই ধর্মাস্ত্র গ্রহণ করে আর্বসমাজকে শত্রুভাবে আক্রমণ করে অনেক ক্ষয়ক্ষতি করেছে।

সমাজের এই সব ছিঁড়ের দিকে হিন্দুসমাজের নবজাগরণের পরে অনেক মনীষীর দৃষ্টি পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “আজকে দেখতে হবে, আমাদের হিন্দু-

সমাজের কোথায় কোন ছিদ্ৰ কোন পাপ আছে ; অতি নিয়মভাবে তাকে আক্রমণ করা চাই । এই উদ্দেশ্য মনে নিয়ে আজ হিন্দু সমাজকে আহ্বান করে বলতে হবে—পীড়িত হয়েছি আমরা, লজ্জিত হয়েছি আমরা—বাইরের আঘাতের জন্ত নহ্ন, আমাদের ভিতরে পাপের জন্ত । এসো, সেই পাপ দূর করতে সকলে মিলি ।”^১

মহাভারতে কৃষ্ণ অর্জুনকে যে নির্দেশ দিচ্ছেলেন, তাই প্রায় সর্বত্র কর্তব্য বা ধর্ম নির্ণয়ের মানদণ্ড রূপে ব্যবহার করা যায়—

“ধারণাধর্মমিত্যাহ ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ ।

যৎশ্রদ্ধাব্রণ সংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ কর্ণপর্ব ৬২।৫৮

অর্থাৎ সমাজকে, প্রজা সাধারণকে ধারণ করে রাখে বা তাই ধর্ম, কিসে প্রজার, সমাজের সমৃদ্ধি, কল্যাণ হয়, তাই বিচার করে সেটিই ধর্ম, তাই স্থির করতে হবে । কৃষ্ণ কথিত এই মানদণ্ড ব্যবহার করে যদি আমরা ধর্ম ও কর্তব্য নির্ণয় করি, তাহলেই আমাদের সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ আসবে । মহাভারতের কথা অমৃত সমান, বলেছেন কবি কাশীরাম দাস ; মহাভারতের এই একটি নির্দেশ সঙ্গ্রহভাবে অন্তর্গত করতে পারলে আমরা অমৃতত্ব লাভ করব ।

